গণ আন্দোলনে ছাপাখানা

শ্রীসুধীর দাশগুপ্ত

পরিচয় পাবলিশার্স

প্রথম প্রকাশ :
১লা জুন, ১৯৬৫ সাল

প্রকাশক :
পরিচয় পাবলিশার্স
৩/১, নফর কোলে রোড,
কলিকাতা-১৫

মুদ্রাকর :
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
নিরুপমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৩/১, নফর কোলে রোড,
কলিকাতা-১৫

সাংবাদিকতার এক অধ্যায়

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

"That in the year 1921 the said Communist International determined to established a branch organisation in British India, and the accused Sripad Amrit Dange, Shaukat Usmani and Muzaffar Ahamad entered into a Conspiracy with certain other persons to established such branch organisations with a view to deprive the King -Emperor of his sovereignty of British India."

১৯২৯ সালেব মার্চ মাসে মীরাটের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে ভারত গবর্ণমেন্ট মীরাট কমিউনিষ্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা দায়ের করতে গিয়ে যে দরখাস্ত দাখিল করেছিল ওপরের উদ্ধৃতি তা থেকে নেওযা হয়েছে। ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে কানপুরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে কানপুর কমিউনিষ্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা দায়ের করতে গিয়েও ভারত গবর্ণমেন্ট অনুরূপ ভাষায় নালিশ জানিয়েছিল। সত্যিই ১৯২১ সালেই ভারতে কমিউনিষ্টপার্টি গড়ে তোলার চেষ্টা শুরু হয়েছিল, এবং তৃতীয় কমিউনিষ্ট ইন্টারন্যাশনালের কার্যাবলী হতে উদ্যোক্তারা প্রেরণাও লাভ করেছিলেন। পার্টি গড়ার কাজে শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে শওকৎ উস্‌মানী, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ এবং অন্যরা যে যোগ দিয়েছিলেন একথাও মিথ্যা নয়।

কমিউনিষ্ট পার্টির মতো একটি বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা এদেশের জনগণের আন্দোলনের ভিতর দিয়ে অবশ্যই সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু তবুও কমিউনিষ্ট মতবাদের তত্ত্ব ও ভাবধারা প্রচারের জন্যে মুখপত্রের প্রয়োজন অপরিহার্য। তাই, শুরু হতেই কমিউনিষ্টদের মুখপত্র প্রকাশের চেষ্টা করতে হয়েছে। সে চেষ্টায় তাঁরা বারে বারে বাঁধা পেয়েছেন, কিন্তু চেষ্টা কখনও ছাড়েননি।

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম মুখপত্র বার হয়েছিল ইংরাজী ভাষায় ১৯২২ সালে। এ কাগজখানা ভারতের বাইরে — জার্মানির বার্লিন নগরে ছাপা হতো। নানান গোপন ঠিকানায় ডাকযোগে কাগজ আসত। সেই কাগজের নাম ছিল "ভারতীয় স্বাধীনতার অগ্রদূত" (The Vanguard of the Indian Independence.) কিন্তু গোপনীয়তা বেশীদিন টিকিয়ে রাখা

যায় নি, পোষ্ট অফিসেই পুলিস খোঁজ পেয়ে গেছে যে বিদেশ থেকে কাগজখানা আসছে। তাই নিয়ে পুলিসের ছুটোছুটি বড় বেড়ে গেল। তখন কাগজের নাম পাল্টে দিয়ে শুধুই "অগ্র সৈনিক" (Advance Guard) করা হলো। কিন্তু পুলিসের হাঙ্গামা বেড়েই চলল। অবস্থা যখন এই রকম দাঁড়াল তখন স্থির করা হলো যে প্রথম নামেই ফিরে যাওয়া যাক। তাতেও বাধার সৃষ্টি হলো। কারণ ইতিমধ্যে অ-কমিউনিষ্ট ভারতীয় নির্বাসিতরা অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের সম্পাদনায় "ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেস" (Indian Indenpendence) নাম দিয়ে একখানা কাগজ বার করে ফেলেছিলেন। অগত্যা আমাদের কাগজ শুধু "ভ্যানগার্ড" নামেই প্রকাশিত হতে থাকল। অনেক পরে বিদেশে ছাপা আমাদের শেষ কাগজের নাম হয়েছিল "মাসেস অফ ইন্ডিয়া" (Masses of India) । আমাদের এই প্রাথমিক কাগজগুলির পরিচালনা করতেন মানবেন্দ্রনাথ রায়। তবে, "মাসেস অফ ইন্ডিয়া"র পরিচালনার সহিত সব সময়ে তাঁর যোগ ছিল না। রায়ের আসল নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। তিনি কমিউনিষ্ট ইন্টারন্যাশনালের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পার্টি-বিরোধী কাজ করার জন্যে ১৯২৯ সালে তিনি কমিউনিষ্ট পার্টি হতে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন।

১৯২২ সালে দেশের ভিতরেও কয়েকখানা কাগজ বার হয়েছিল। তার মধ্যে এস এ ডাঙ্গের (শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গের) সম্পাদনায় প্রকাশিত "সোস্যালিষ্ট"এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানা ইংরেজি ভাষায় সাপ্তাহিক কাগজ ছিল। দুর্ভাগ্যবশত এ-কাগজের একখানা সংখ্যাও আজ আর পাওয়া যাচ্ছে না। ডাঙ্গের সম্পাদিত "সোস্যালিষ্ট"-এর আগে "সোস্যালিষ্ট" নাম দিয়ে ভারতবর্ষে আর কেউ কখনও কাগজ বা বই বার করেন নি।

১৯২২ সালে লাহোর হতে উর্দু ভাষায় একখানা মাসিক পত্রিকা বার হয়েছিল। তার নাম ছিল "ইন্‌কিলাব" (বিপ্লব)। গোলাম হোসায়ন এ-কাগজ সম্পাদনা করতেন। তিনি একটি সরকারী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। সে-চাকরী ছেড়ে দিয়ে তিনি কমিউনিষ্ট পার্টি গড়ার কাজে লেগে যান। মজুর আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি তখনকার দিনের বিখ্যাত এন্ ডব্লিউ রেলওয়ে মজুর ইউনিয়নের সম্পাদকও হন। ১৯২৩ সালে ১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেশন অনুসারে গিরেফতার হয়ে তিনি রাজবন্দী হলেন। পরে ১৯২৪ সালে কানপুর কমিউনিষ্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় অন্যদের সঙ্গে তাঁকেও যখন অভিযুক্ত করা হলো তখন তিনি ভেঙে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত মোকদ্দমা তাঁর বিরুদ্ধে চলে নি। কারণ গবর্ণমেন্টের নিকটে ক্ষমা চেয়ে তিনি জেল হতে ছাড়া পেয়েছিলেন। বাংলা দেশে কবি নজরুল ইসলামের সম্পাদনায় "ধূমকেতু" নামক কাগজও ১৯২২ সালেই প্রকাশিত হয়েছিল। "ধূমকেতু" সপ্তাহে দু'বাব বাব হতো। এর প্রথম অফিস ছিল ৩২ নম্বর কলেজ ষ্ট্রীটে। পরে অফিস ৭ নম্বর প্রতাপ চাটুজ্যে লেনে স্থানান্তরিত হয়। "ধূমকেতু" সত্যই বাংলাদেশে একটা চমক লাগিয়ে দিয়েছিল। তবে, "ধূমকেতু"কে কমিউনিষ্ট কাগজ বলা চলে না। কার্যত সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রতিই এর বেশী আবেদন ছিল। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ দ্বৈপায়ন ছদ্মনামে এ কাগজে লিখতেন এবং তাঁর লেখার আবেদন ছিল গণ-আন্দোলনের দিকে। "ধূমকেতু"র লেখার জন্যেই কবি নজরুল ইসলাম রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে এক বছরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হয়েছিলেন।

১৯২৫ সালে কুতবুদ্দিন আহমদ সাহেবের সম্পাদনায় একখানা উর্দু সাপ্তাহিক কাগজ কলকাতা হতে বার হয়। এ-কাগজখানার নাম ছিল "মজদুর"। নাম হতেই বোঝা যায় যে এখানা মজুর আন্দোলনের মুখপত্র ছিল। "মজদুর" ১৪/১৫ সংখ্যার বেশী প্রকাশিত হয়নি। ভারতে কমিউনিষ্ট পার্টি গড়ে তোলার কাজে যারা প্রাথমিক কাজ শুরু করেছিলেন কুতবুদ্দিন আহমদ ছিলেন তাঁদের বন্ধু। প্রথম যুগের কমিউনিষ্টদের তাঁর বাড়িতে যাতায়াত ছিল। ১৯২৩ সালে তাঁর ৭ নম্বর

মৌলবী লেনের বাড়ি হতেই মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ প্রথম গিরেফ্‌তার হয়ে ১৮১৮ সালের ৩ নম্বর রেগুলেশন (বেঙ্গল স্টেট প্রিজনার্স একট্‌, ১৮১৮) অনুসারে রাজবন্দী হয়েছিলেন। "মজদুর" ছিল বাংলাদেশ হতে প্রকাশিত আমাদের প্রথম কাগজ।

বাংলাদেশ হ'তে প্রকাশিত আমাদের দ্বিতীয় কাগজ ছিল বাংলা ভাষায় সাপ্তাহিক "লাঙল"। এই কাগজের নাম বদলে পরে "গণবাণী" হয়েছিল। "গণবাণী"ও সাপ্তাহিক কাগজ ছিল। "লাঙল" কিংবা "গণবাণী" ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপত্র ছিল না। সে-যুগে কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপত্র নাম দিয়ে কোনও কাগজ বার করা সম্ভব ছিল না। তবে, দু'খানা কাগজের পরিচালনাতেই কমিউনিষ্টদের হাত ছিল। "লাঙল" প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে। কাগজখানা শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ দলের সাপ্তাহিক মুখপত্র ছিল। (পরে এই দলের নাম পরিবর্তিত হয়ে "কৃষক ও শ্রমিক দল (Worker's and Peasant's Party)" হয়েছিল। "লাঙল"-এর প্রধান পরিচালক হিসাবে নাম ছাপা হতো কাজী নজরুল ইসলামের, আর সম্পাদক হিসাবে নাম থাকত মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের। গোড়ায় কাজী নজরুল ইসলাম সত্যই কাগজের প্রধান পরিচালক ছিলেন। বিভিন্ন উপ-শিরোনামে বিভক্ত তাঁর "সাম্যবাদী" নামক বিরাট কবিতা বুকে নিয়েই "লাঙল" প্রথম বার হয়েছিল। তাঁর বিখ্যাত "সব্যসাচী" নামক কবিতা ছাপা হয়েছিল "লাঙল"-এর তৃতীয় সংখ্যায় (৭ই জানুয়ারী, ১৯২৬ সাল)। কানপুর কমিউনিষ্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার সাজা হ'তে মুক্তি পেয়ে ওই জানুয়ারী মাসেই মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ কলকাতায় ফিরে আসেন। তারপরে ধীরে ধীরে "লাঙল"-এর সম্পাদনার ভার তাঁর হাতে এসে যায় এবং অন্য সব ব্যবস্থার দিকটা দেখতে লাগলেন আবদুল হালীম। আবদুল হালীমের বড় ভাই শাম্‌সুদ্দীন হোসায়ন সাহেবও তখন এ-কাগজে ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত ক'মাসের ভিতরেই তিনি মারা যান।

"লাঙল"-এ নানান রকম লেখা বার হয়েছে। কৃষকের দাবী ও প্রজাস্বত্ব আইন প্রভৃতির ওপরে লেখা তো বার হয়েছেই, কার্ল মার্কসের শিক্ষার ওপরেও তাতে লেখা বার হয়েছে। ভারতবর্ষের ওপরে মার্কসের লেখা পত্রাবলীরও কিছু কিছু অনুবাদ "লাঙল"-এ ছাপা হয়েছে। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ম্যাক্‌সিম গর্কির "মা"-র অনুবাদও প্রথমটায় "লাঙল"-এ ছাপিয়েছিলেন। হেমন্তকুমার সরকারের (তিনি কৃষক ও শ্রমিকদলের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন ছিলেন) প্রেরণায় সুভাষচন্দ্র বসুর কোষ্ঠী পর্যন্ত "লাঙল"-এ ছাপা হয়েছে। দেশে তখন একটা সাম্প্রদায়িক আবহাওয়া বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। হিন্দু মহাসভা, হিন্দু সংগঠন ও তন্‌জীম প্রভৃতি নানানরকম সাম্প্রদায়িক সংগঠন তখন গড়ে উঠেছিল দেশে। তার প্রকাশ পেলো ১৯২৭ সালে কলকাতার হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায়। এই বিষাক্ত হাওয়ার মধ্যেই কৃষ্ণনগরে প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনের অধিবেশন হয়েছিল। তার জন্য নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন তাঁর "দুর্গম গিরি কান্তার মরু ....." নামের গান। "লাঙল"-এর মূল সুর তাই হয়েছিল অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি প্রচার করা। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানান দিক থেকে নানানভাবে "লাঙল" ওই কথাই বারে বারে বলেছে। মজুর ও কৃষকদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা তো হয়েছেই।

লাঙল কৃষকদের প্রতীক। কাগজের "লাঙল" নাম হওয়াতে অনেকে ভাবতেন যে কাগজখানা কৃষকদেরই মুখপত্র। কাগজখানাকে যে-ভাবে পরিচালনা করা হতো তাতে তা মেহনতী জনসাধারণের মুখপত্রেরই রূপ নিয়েছিল। তাই ঠিক করা হলো যে "লাঙল"-এর নাম পরিবর্তন করে "গণবাণী" করা হবে।

১৯২৬ সালের ১২ই অগাষ্ট তারিখে "গণবাণী"র প্রথম সংখ্যা বার হয়েছিল। "লাঙল"-এর সম্পাদক হিসাবে মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নাম ছাপা হ'তো, অথচ সম্পাদনা তিনি করতেন না

একবার তিনি তাতে আপত্তিও তুললেন। তখন তাঁর নাম বাদ দিয়ে আমাদের এক বন্ধু শ্রী গঙ্গাধর বিশ্বাসের নাম মুদ্রক ও প্রকাশক রূপে ডিক্লারেশন নেওয়া হয়েছিল এবং সম্পাদক হিসাবেও তাঁর নামই ছাপা হতো। এইভাবে গোজামিল দিয়ে কাজ চালানোতে অসুবিধা আছে বুঝতে পেরে "গণবাণী"র ডিক্লারেশন মুজফ্ফর আহ্মদের নামেই নেওয়া হলো, আর তিনিই যখন কাগজের সম্পাদনা করছিলেন তখন সম্পাদক রূপেও তাঁর নামই ছাপা হতে থাকল। ১৯২৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেশের আবহাওয়া বিষিয়ে দিয়েছিল। সম্পাদকের মুসলিম নাম হওয়ায় অনেকেই কাগজখানা ছুঁতে চাইতেন না। তখন মুজফ্ফর আহ্মদের সঙ্গে সম্পাদকরূপে শ্রীপ্যারীমোহন দাস নামক এক বন্ধুর নাম জুড়ে দেওয়া হলো। পরে শ্রীপ্যারীমোহন দাসের স্থলে শ্রীকালীকুমার সেনের নাম যোগ করা হয়েছিল। বন্ধ হয়েছে, বার হয়েছে, আবার বন্ধ হয়েছে, আবার বার হয়েছে, এইভাবে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত "গণবাণী" চলেছিল। ১৯২৭ ও ১৯২৮ সাল মজুর সংগ্রামের যুগ ছিল। সে-সম্বন্ধে "গণবাণী"তে যথেষ্ঠ লেখা বার হতো। কৃষকদের সম্বন্ধেও "গণবাণী"তে যথেষ্ঠ আলোচনা হতো। মার্কস-এঙ্গেলস-এর কমিউনিষ্ট ইস্তাহারের বাংলা তর্জমা "গণবাণী"তে ছাপা হয়েছিল। রজনীপাম দত্তের "মডার্ণ ইন্ডিয়া" নামক পুস্তকের বাংলা তর্জমা "বর্তমান ভারত" নাম দিয়ে "গণবাণী"তে ছাপা হচ্ছিল। এইরকম আরও অনেক লেখা "গণবাণী"তে ছাপা হয়েছে। তার মধ্যে এলিসনের মজুব সঙ্ঘবাদ (Trade Unionism) লেখাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ব্রিটেনের খনিশ্রমিক ও কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা ছিলেন; ভারতের কমিউনিষ্টদের সাহায্য করতে এসে দেড় বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তিনি এখন আর বেঁচে নেই। কাগজের সম্পাদকীয়গুলিতে বেশীরভাগ জোর দেওয়া হতো ভারতের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার ওপরে। কারণ, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে ভারতের ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভের দাবী ধরেই বসেছিল।

সন্তোক সিং নামক একজন পাঞ্জাবী কমরেড আমেরিকা হতে মস্কো এসে ওখানকার প্রাচ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন শিক্ষালাভ করেন। দেশে ফিরে এসে তিনি গুরুমুখি হরফে পাঞ্জাবী ভাষায় একখানা মাসিক কাগজ বার করেছিলেন। এই কাগজের নাম ছিল "কিরতি"। আমাদের পাঞ্জাবীভাষী কমরেডরা মজুরের প্রতিশব্দ রূপে কিরতি কথা ব্যবহার করতেন। যতটা মনে পড়ে ১৯২৫ সালের শেষাশেষিতে কিংবা ১৯২৬ সালের শুরুতে এই কাগজখানা বার হয়েছিল। যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হয়ে সন্তোক সিং মারা যান। তারপরে কাগজখানা সম্পাদনার ভার পড়ে সোহন সিং জোশের ওপরে। "কিরতি" পরে পাঞ্জাবী ও উর্দু উভয় ভাষাতেই বার হতো। পাঞ্জাবে শ্রমিক-কৃষক দলের নাম হয়েছিল "কিরতি কিসান পার্টি।"

১৯২৭ সালে লাহোর হ'তে উর্দু ভাষায় "মেহনত্কশ্" (মেহনতকারী) নাম দিয়ে একখানা সাপ্তাহিক কাগজ বার হয়েছিল। মীর আবদুল মজীদ ও গওহর রহমান এই কাগজের পরিচালনা করতেন। দু'জনই মস্কোতে শিক্ষালাভ করেছিলেন এবং ১৯২৩ সালে পেশোয়ার কমিউনিষ্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় সাজা পেয়েছিলেন। মীর আবদুল মজীদ পরে মীরাট কমিউনিষ্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায়ও অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হয়েছিলেন।

১৯২৭ সালে বোম্বেতে ওয়ার্কার্স এন্ড পেজেন্ট্স্ পার্টি গঠিত হয়। পার্টির প্রথম সেক্রেটারি হলেন এস. এস, মিরাজকর। এই পার্টির মুখপত্র রূপে মিরাজকরের সম্পাদনায় "ক্রান্তি" বার হলো। "ক্রান্তি" ছিল মারাঠী ভাষায় সাপ্তাহিক পত্রিকা। পরে কিছুদিন ডাঙ্গে ও এই কাগজের সম্পাদনা করেছিলেন।

সিঙ্গারাবেলু চেটিয়ার মাদ্রাজ হতে মাঝে মাঝে একখানা ইংরেজি সাপ্তাহিক বার করতেন। এই কাগজের নাম এখন কিছুতেই আমার মনে পড়ছে না।

১৯২৯ সালের মার্চ মাসের ২০শে তারিখে কমিউনিষ্টদের ওপরে প্রচন্ড আঘাত এলো। ওই তারিখে সারা ভারতে কমিউনিষ্ট নেতৃগণ গিরেফ্‌তার হলেন মীরাট কমিউনিষ্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার সংস্রবে। মোকদ্দমা চলতে থাকল। পৃথিবীর ইতিহাসে দীর্ঘতম রাজকীয় মোকদ্দমা (state trial)। কিন্তু কমিউনিষ্টদের কাজ বন্ধ হলো না। কিছু কিছু কাগজও তাঁরা চালাতে থাকলেন। হাঁ, বলতে ভুলে গেছি যে "ওয়ামে মজদুর" (মজুরের বাণী) নামক একখানা উর্দু কাগজও কিছুদিন বোম্বে হতে বার হয়েছিল। ১৯২৯ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে, অর্থাৎ প্রথম স্বাধীনতা দিবসে বোম্বে হতে "ওয়ার্কার্স উইকলী" (Workers Weekly) নাম দিয়ে একখানা সাপ্তাহিক ইংরেজি কাগজ বার হয়েছিল। কাগজের নামের ওপরে লেখা থাকত "দুনিয়ার মজুর এক হও", আর নামের নীচে লেখা থাকতো "সংগ্রামী মজুর শ্রেণীর মুখপত্র" (The Organ of Militant Working Class)। অন্য সব কমিউনিষ্ট কাগজের মতো এ কাগজখানাও দীর্ঘকাল চালু থাকেনি, তবে অনেক সপ্তাহ চলেছে।

১৯৩১ সালের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে কলকাতার ৪১ নম্বর জাকারিয়া ষ্ট্রীট হতে একখানা ক্ষুদ্রায়তনের সাপ্তাহিক কাগজ বার হয়। এ কাগজখানার নাম ছিল "চাষী-মজুর"। সম্পাদকের নাম ছিল বৈদ্যনাথ মুখার্জি। তিনি কাগজে তেমন কিছু লিখতেন না, তবে তাঁকে এই কাগজের জন্য জেল খাটতে হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত তাঁর খাদ্য বিষাক্ত হওয়ায় তিনি মারা যান। এ-কাগজের সম্পাদনা ও পরিচালনায় ছিলেন আবদুল হালীম, সোমনাথ লাহিড়ী, ডাক্তার নূরমোহাম্মদ ও ডাক্তার অতুল চন্দ প্রমুখ। "চাষী-মজুর"-এর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, কলকাতার ৪১ নম্বর জাকারিয়া ষ্ট্রীটের ২৫ নম্বর ঘর হতে কাগজখানা বার হতো। এই পঁচিশ নম্বর ঘরের কথা কেউ হয়তো একদিন লিখবেন। এখানে তার স্থানাভাব।

বাংলা ১৩৪০ সালের কার্তিক মাসে "মার্কসবাদী" নামে একখানা মাসিক পত্রিকা বার হয়েছিল। প্রথম সংখ্যা বার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ৩০০০ টাকার জামিন তলব করা হয়। কমিউনিষ্টদের পক্ষে এত টাকা জামিন দেওয়া অসম্ভব ছিল। কাজেই, প্রথম সংখ্যার পরেই কাগজ বন্ধ হয়ে গেলো। তারপরে বাংলা ১৩৪০ সালের অগ্রহায়ণ মাসেই আবদুল হালীমের সম্পাদনায় "মার্ক্সপন্থী" নামে *আর একখানা মাসিক পত্রিকা বার করা হয়। ১৩৪১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যাটিই ছিল এর শেষ সংখ্যা। এই সংখ্যাটি ছিল ১৯৩৪ সালের বিশেষ "মে-দিবস সংখ্যা"। সরকার এই "মে-দিবস সংখ্যা"কে ব্যাহত করতে পারল না। তাই, "মার্ক্সপন্থী"র নিকট হ'তেও দুই হাজার টাকা জামিন তলব করা হলো। কাগজ বন্ধ হয়ে গেলো। ১৩৪১ (খৃ: ১৯৩৪ সাল) বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত হলো মাসিক "গণশক্তি"। "গণশক্তি"র মুদ্রক ও প্রকাশক ছিলেন মনোরঞ্জন রায়, আর সম্পাদক ছিলেন সরোজ মুখার্জি। এই কাগজেরও পাঁচ সংখ্যার বেশী বা'র হয়নি। গবর্ণমেন্ট সম্পাদক এবং মুদ্রাকর-প্রকাশকের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালালো। বিচারে সরোজ মুখার্জির আঠারো মাসের সশ্রম কারাদন্ড হলো, আর মনোরঞ্জন রায়ের হলো এক বছরের সশ্রম কারাদন্ড। কাগজ যে বন্ধ হয়ে গেলো একথা বলাই বাহুল্য। হ্যাঁ, মনোরঞ্জন রায় কিন্তু আজকার ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মনোরঞ্জন রায় নন, তিনি "দর্শনের ইতিবৃত্ত" নামক গ্রন্থের লেখক মনোরঞ্জন রায়। ১৯৩৭ সালে কলকাতা হ'তে কমিউনিষ্টরা উর্দু ও হিন্দীতে দু'খানা মজুর আন্দোলনের কাগজ বার করেন, উর্দু কাগজখানার নাম ছিল "রফীক", আর হিন্দী কাগজের নাম "সাথী"। কিছুদিন চলার পরে কাগজ দু'খানা বন্ধ হয়ে যায়।*

১৯৩৮ সালের আগষ্ট মাসে নব পর্যায়ের মাসিক "গণশক্তি" প্রকাশিত হ'লো। এর মুদ্রক, প্রকাশক ও সম্পাদক আগেকার মতো মনোরঞ্জন রায়ই হলেন। নব পর্যায়ের গণশক্তিও কয়েক সংখ্যা মাত্র বার হয়েছিল। বাংলাদেশে "গণশক্তি"র পরের কাগজ ছিল সাপ্তাহিক "আগে চলো"। "আগে চলো"র নমুনা সংখ্যা বার হয়েছিল ১৯৩৯ সালের ২৯শে এপ্রিল তারিখে। সম্পাদক ছিলেন আবদুল হালীম। কয়েক সংখ্যা বার হওয়ার পরে সরকারী অস্ত্র মাথার ওপরে উদ্ধত হওয়ায় "আগে চলো" বন্ধ হয়ে যায়। বলা বাহুল্য কমিউনিষ্টদের বেশীরভাগ কাগজই সরকারী জুলুমে বন্ধ হয়েছে।

বাংলায় "আগে চলো" র পরের কাগজ হলো সাপ্তাহিক "জনযুদ্ধ", — যুদ্ধের সময়ে বা'র হয়েছিল। তারও পরের কাগজ হচ্ছে দৈনিক "স্বাধীনতা"। ১৯৪৫ সালের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৪৮-৪৯ সালে আরও কি সব কাগজ বা'র হয়েছিল। কমিউনিষ্ট পার্টির পরিচালিত কাগজগুলির মধ্যে সম্ভবতঃ "স্বাধীনতা"ই দীর্ঘতম আয়ু লাভ করেছে। ১৯৩৬ সালে আমরা মাদ্রাজে ইংরেজি মাসিক "নিউ এজ"-এর পরিচালনার ভার গ্রহণ করি। অনেকদিন চলার পর কাগজখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এখন আবার বের হচ্ছে। ১৯৩৭ সালে বোম্বে থেকে বার হয় ইংরেজি সাপ্তাহিক "ন্যাশনাল ফ্রন্ট" (National Front)। যুদ্ধের শুরুতে "ন্যাশনাল ফ্রন্ট" বন্ধ হয়ে যায়। তারপরে বার হয় সাপ্তাহিক "পিপল্স্ ওয়ার" (People's War)। সাপ্তাহিক "পিপল্স্ ওয়ার" - এর নাম পরে "পিপল্স্ এজ" (People's Age) হয়ে যায়। এখন বার হচ্ছে ইংরাজীতে সাপ্তাহিক "নিউ এজ"। ওপরে যে কাগজগুলির নামোল্লেখ করেছি সেগুলি ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হ'তে বিভিন্ন ভাষায় আমাদের আরও অনেক কাগজ বা'র হয়েছে। সব কাগজের নাম এখানে দিতে পারা গেল না। এখনও প্রায় সব রাজ্য হ'তেই আমাদের কোনো না কোনো কাগজ বা'র হচ্ছে। বেজওয়াদা থেকে তেলেগু দৈনিক "বিশাল অন্ধ্র" প্রকাশিত হচ্ছে। আমাদের তামিল কাগজ "জনশক্তি" এখন মাদ্রাজ থেকে দৈনিক বার হচ্ছে। কেরালা দৈনিক — "দেশাভিমানি", "নবযুগম" ও "লোকযুগম"।

বোম্বে থেকে বা'র হচ্ছে মারাঠী সাপ্তাহিক "যুগান্তর"। পাঞ্জাব (ভারত) হতে উর্দু দৈনিক "নয়া জমানা" বার হচ্ছিল। এখন তার জায়গায় একখানা পাঞ্জাবী দৈনিক (গুরমুখী হরফে) বার হচ্ছে ইত্যাদি, ইত্যাদি। ১৯২১ সালের পর থেকে যে-সব কাগজ আমরা বার করেছি সে-সবের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে গিয়েই অনেক জায়গা লেগে গেলো। পুরানো কাগজগুলি বারে বারে পুলিস তল্লাশির ফলে দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেছে। কিছু কিছু কাগজ জোগাড় হয়েছিল। সে সব থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি দিতে পারলে বুঝতে পারতেন কি ধরনের লেখা তখনকার দিনে বার হ'তো। কিন্তু কোন উপায় নেই। এমনিতেই এই লেখাটি অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে গেছে।

অশেষ দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়ে কমিউনিষ্টদের কাজ করতে হয়েছে। তাঁদের না ছিল থাকার জায়গা, না ছিল খাওয়া-পরার ব্যবস্থা। তবু তাঁরা দুঃসাহসে ভর ক'রে এত সব কাগজ বার করতে পেরেছিলেন। জানি, তাঁদের সম্পাদনা ও পরিচালনায় ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল, কিন্তু তাঁদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার অভাব ছিল না। তাই, তাঁরা ভারতের ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট এবং দেশীয় জমিদার ও ধনিক শ্রেণীর প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও টিকে থাকতে পেরেছিলেন এবং আজও টিকে আছেন।

[আশ্বিন ১৮৮৬ শকাব্দ'র 'বিংশ শতাব্দী' নবম বর্ষ
শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয় -]

দু'খানা চিঠির ইতিহাস

মুজফ্ফর আহ্মদ

বিদেশ হতে আমাদের নামে আসা দু'খানা পত্র কিঞ্চিৎ ইতিহাস রচনা করেছিল। সে কথাই আমি এখানে বলব। ১৯২৮ ও ১৯২৯ সালের কথা। আমরা কমিউনিস্টরা যে-কোনও দেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি আর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করি মজুর শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতায়। সকল দেশের কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্যদের ভিতরে পরস্পর একটি ভ্রাত্রীয়তার বন্ধন আছে। এই বন্ধনটি তাঁদের নিকটে পরম সম্পদ। এই বন্ধন থাকার কারণে দেশ-বিদেশের কমিউনিস্টদের মধ্যে একটা ভাবের আদান-প্রদান হয়ে থাকে। ধনিক শ্রেণীর এই রকম কোনও ভ্রাত্রীয় সংগঠন নেই এবং থাকতেও পারে না। ধনিক শ্রেণীর স্বার্থ স্ববিরোধিতায় পরিপূর্ণ। একদেশের ধনিকদের নিকটে অন্য দেশের স্বাধীনতা পবিত্র ও অগ্রাসনীয় নয়। এই কারণে মজুর শ্রেণীর আন্তর্জাতিক সংহতি ও ভ্রাত্রীয়তাকে ধনিকশ্রেণী বিদ্বেষের চোখে দেখে থাকে, এই জন্যেই ধনিক শ্রেণীর প্রতিনিধিরা প্রচার করে বেড়ায় যে মজুর শ্রেণীর পার্টির, অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যরা দেশপ্রেমিক নয়। ধনিক শ্রেণীর দেশপ্রেম পররাজ্য গ্রাস করা। জগতের ইতিহাসে ধনিক শ্রেণী দেশপ্রেমের এই পরিচয়ই দিয়ে এসেছে। আর, কমিউনিস্ট পার্টির নিকটে সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টিদের দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত রাষ্ট্রগুলির নিকটেও সর্বদেশের স্বাধীনতা ও আত্ম-স্বাতন্ত্র্য পরম পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয়।

আমি যে-কথা বলব তা থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি। আমাদের নামে বিদেশ হতে পত্র, পত্রিকা ও পুস্তিকাদি প্রতি ডাকেই আসত । তখনও হাওয়াই জাহাজে ডাক চলাচল শুরু হয়নি। জলপথে বিদেশের ডাক আসত এবং সপ্তাহে একদিন মাত্র আসত। আমাদের নামে বিদেশ হতে যা কিছু আসত তার অতি সামান্য ভাগই আমাদের হাতে আসত। খুব বেশীর ভাগ পোস্ট অফিস হতে পুলিসের কবলে পড়ত। এমনও দেখা গেছে যে কিছু কিছু পত্রিকা ও পুস্তক অন্য কারুর নামে এলে পুলিস কিছু বলত না, আমাদের নামে এলেই তারা সে-সব হজম করে দিত। আমরা গোপন ঠিকানা ব্যবহার করলে কিছু দিন যেতে না যেতেই পুলিস তা আবিষ্কার ক'রে ফেলত। আমরা ছিলাম নিঃস্ব, আর পুলিসের হাতে ছিল গবর্ণমেন্টের অগাধ টাকা। পুলিস আমাদের সর্বত্র অনুসরণ করত, আর ডাক আসা-যাওয়ার ফ্রন্টে তাদের সঙ্গে আমাদের সংগ্রাম ছিল অবিরাম। আমরা কিছুতেই পরাজয় বরণ করতে চাইতাম না।

১৯২৭ সালের ৩০ শে ডিসেম্বর তারিখে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিকে ইউরোপ হতে একখানা পত্র লেখা হয়। এই পত্রখানা ছিল খুবই বড়। যাঁরা এই পত্র পাঠাচ্ছিলেন তাঁরা চাইছিলেন না যে তা ডাকে পাঠানো হয়। ডাকযোগে আমাদের পত্র পাঠালে তা পুলিসের হাতে পড়ার সম্ভাবনাই ছিল বেশি। তাই, লোক মারফতে পাঠাবার উদ্দেশ্যে পত্রখানা লণ্ডনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে একটা ভাল ব্যবস্থাও হয়ে যায়। কলকাতার একজন নাবিক রাজি হন যে তিনি কলকাতার পত্রখানা আমার হাতে পৌঁছিয়ে দিবেন। এই নাবিকের নাম আবদুল হাকিম। তাঁর বাড়ি ছিল খিদিরপুরের ইকবালপুর এলাকায় শাহআমান লেনে। পত্রখানা একখানা আফিস খামে ভরা ছিল, আর তার ওপরে টাইপ করা ছিল ঃ

To be delivered personally to
Muzaffar Ahamad
2/1, Europian Asylum Lane,
Calcutta.

(কলকাতার ২/১, ইউরোপীয়ান এসাইলাম লেনে ব্যক্তিগত ভাবে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের হাতে পৌঁছিয়ে দিতে হবে)।

আবদুল হাকিম লেখাপড়া জানা নাবিক ছিলেন। তাঁর মাতৃভাষা উর্দু তো তিনি জানতেনই, কিছু ইংরাজিও তিনি জানতেন। আমার নামীয় পত্রখানা তিনি তাঁর রাইটিং প্যাডের ভিতরে রেখে দিয়েছিলেন। ভালোয় ভালোয় তিনি তা কলকাতায় নিয়েও এসেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি কলকাতায় এসে একেবারেই ভুলে যান যে লণ্ডন হতে তিনি একটি দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার নিয়ে এসেছেন। তাঁর জাহাজ দেশের দিকে রওয়ানা হওয়ার পরে এবং তাঁর কলকাতায় ফেরার পরে সম্ভবত তাঁর কোনও পত্র লেখার প্রয়োজন হয়নি। তা ছাড়া কলকাতার নাবিকেরা সফর হতে ফিরে এসে দুনিয়ার সব কিছু ভুলে যান। খেয়ে ও খাইয়ে তাঁরা টাকাটা খরচ করে ফেলেন. তারপরে আবার চলে যান সফরে। আমি একত্রিশ বছর আগেকার অবস্থার কথা বলছি। আজকাল অবস্থার পবিবর্তনও হয়ে থাকতে পারে।

বিপদের সকল ঝক্কি মাথায় নিয়ে আবদুল হাকিম পত্রখানা লণ্ডন হতে নিয়ে এলেন, অথচ কলকাতায় পৌঁছে আমায় তা দিতে ভুলে গেলেন। কলকাতায় কিছু দিন থাকার পরে তিনি আবার সফরে গেলেন। তাঁর জাহাজ এডেন বন্দরের কাছাকাছি যখন পৌঁছাল তখন তাঁর ইচ্ছা হলো যে তিনি বাড়িতে একখানা পত্র লিখবেন। এই পত্র লেখার জন্য তাঁর রাইটিং প্যাডটি খোলা মাত্রই তিনি দেখতে পেলেন যে আমার পত্রখানা তার ভিতরে রয়ে গেছে। এটা অনুমান করা যায় যে তিনি অনুতপ্ত হয়েছিলেন। তবে তাঁর তখন উচিত ছিল পত্রখানা নষ্ট করে দেওয়া। কিন্তু তিনি তা করলেন না। তিনি তাঁর বাড়িতে লেখাপত্র ও আমার নামীয় পত্র এডেন বন্দরে সে ডাকে দেওয়ার জন্য একসঙ্গে জাহাজের পার্সাবের (Purser) হাতে দিলেন। পার্সার আমার পত্রখানা ঠিকানা হ'তে To be delevered personally (ব্যক্তিগতভাবে পৌঁছিয়ে দিতে হবে) কথাটা কেটে দিয়ে দু'খানা পত্রই এডেন বন্দরে ডাকে ফেলে দিলেন। কলকাতায় আমায় পত্রখানা দিতে ভুলে গিয়ে আবদুল হাকিম ক্ষতি তো করলেনই, তার পরে এডেন বন্দরে তা ডাকে দেওয়ার ব্যবস্থা ক'রে যে ক্ষতি করলেন তার কোনো তুলনা হয় না। এর পরে পত্রখানা যে সোজাসুজি পুলিসের হাতে পৌঁছেছিল তা সহজেই অনুমেয়।

আমরা জানতেই পারলাম না যে এক জন নাবিকের মারফতে একখানা বৃহদাকারের পত্র আমাদের নিকট পাঠানো হয়েছিল এবং তা শেষ পর্যন্ত পুলিসের হাতে পড়েছে। পত্রখানার কি

গতি হলো ভেবে লন্ডনের কমরেডরা উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁরা একবার আমায় লিখলেন "এদেশে আসে হয়তো এমন একজন নাবিককে তুমি চেন।' কিন্তু আমি কিছুই বুঝিনি। এই রকম অনেক নাবিককেই তো আমি চিনতাম। এই পত্রকে উপলক্ষ ক'রে ভারতের ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট এখানকার কেন্দ্রীয় আইন সভায় (লেজিস্‌লেটিভ এসেম্‌ব্লিতে) একটি আইনের খসড়া পেশ করল। এর নাম ছিল **Public Safety Bill** (সাধারণের নিরাপত্তা আইন)। কেন্দ্রীয় আইন সভায় পন্ডিত মতিলাল নেহরু কংগ্রেস দলের নেতা ছিলেন। তিনি তাঁর দলের সভ্যদের জানালেন যে অনেক দিন আইন সভায় কোনও বিষয়ে জোর প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হয়নি। এবারে তা করতে হবে। অন্য অনেক সভ্যও বিলটির বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। এই বিলের মোদ্দা কথাটা ছিল যে দরকার হলে ভারতবর্ষ হতে ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদেরও বের ক'রে দেওয়া চলবে। বিদেশীদের ভারতে থাকা নিয়ন্ত্রিত করার জন্য যে-আইন ছিল তা কোনও ব্রিটিশ প্রজার ওপরে প্রযোগ করা চলত না। বিলের বিশেষ লক্ষ্য ছিল বেন ব্রাডলে ও ফিলিপ স্প্রাট্। তাঁদের দু'জনই ছিলেন গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য। তাঁরা এদেশে আমাদের সঙ্গে মজুরদের সঙ্ঘবদ্ধ করার কাজ করতেন।

পাবলিক সেফটি বিলকে আইনে পরিণত করার জন্য সরকার পক্ষ হতে যুক্তি দেখানো হলো যে ভারতে কমিউনিজমের (সাম্যবাদের) প্রসার বাড়ছে। তা বন্ধ করার জন্য এই রকম একটা আইনের দরকার। বিরোধী সভ্যরা জওয়াবে বললেন সরকার পক্ষ বড় বাড়িয়ে কথা বলছেন। তারপরেই ভারত গবর্ণমেন্টের হোম মেম্বার পূর্বোল্লিখিত পত্রখানা বার করে তার অংশ বিশেষ পড়ে শোনাতে লাগলেন। এইভাবে কেন্দ্রীয় আইন সভায় বিলটি নিয়ে জোর বিতর্ক চলতে লাগল। সারা দেশ ঔৎসুক্যের সহিত কেন্দ্রীয় আইন সভার বিবরণ খবরের কাগজে পড়তে লাগলেন। বিরুদ্ধ পক্ষের কোনো কোনো সভ্য বললেন কমিউনিজমটাই বা এমন কি খাবার জিনিস? হিন্দু মহাসভার নেতা ডাক্তার মুঞ্জে বললেন যে তিনিও একজন কমিউনিষ্ট। কয়েক জন সভ্য অধ্যাপক হ্যারল্ড লাসকির "কমিউনিজম" নামক বইখানা কিনে পড়ে ফেললেন। আইন সভার হৈমন্তিক অধিবেশনে বিলের ওপরে বিতর্ক শেষ হলো না। ইতোমধ্যে আলোচিত পত্রখানা "এসেম্‌ব্লি লেটার" (আইন সভার পত্র) নামে খ্যাত হয়ে পড়ল। পরে যখন মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় আসামীদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে এই পত্রখানা [একজিবিট্ পি- ৩৭৭ (১)] আদালতে দাখিল করা হলো তখনও তাকে বলা হলো "এসেম্‌ব্লি লেটার!"

কেন্দ্রীয় আইন সভার বাজেট অধিবেশনে আবার পাবলিক সেফটি বিলের আলোচনা সরকার পক্ষ থেকে তোলা হলো। আইন সভার সভাপতি ছিলেন বিঠ্‌ঠল ভাই প্যাটেল। তিনি বললেন, মীরাটের আদালতে যে- ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা শুরু হয়েছে পাবলিক সেফটি বিলের প্রতিপাদ্য বিষয় সে-মোকদ্দমার বিষয়ভূত হয়ে পড়েছে। কাজেই, বিলটির আলোচনা আর কেন্দ্রীয় আইন সভায় চলতে পারে না। দেশময় আলোড়ন সৃষ্টিকারী পাবলিক সেফটি বিলের পরিসমাপ্তি এই ভাবেই ঘটল।

অত্যন্ত অনুকূল অবস্থায় আলোচ্য পত্রখানার যাত্রা ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লন্ডন হতে শুরু হয়েছিল, অনুকূল অবস্থায় কলকাতায় তার যাত্রার শেষও হয়েছিল, কিন্তু নাবিক আব্দুল হাকিমের ভুলে তা পুলিসের হাতে পড়ে গেল। আমাদের পক্ষে যা ছিল অনুকূল অবস্থা তা পরিণত হলো প্রতিকূল অবস্থায়। তবুও এই পত্রকে উপলক্ষ করে কেন্দ্রীয় আইন সভায় পাবলিক সেফটি বিল উপস্থিত করার ফলে দেশে যে আলোড়ন হয়েছিল তা থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে পত্রখানা কিঞ্চিৎ ইতিহাস রচনা করেছিল।

এখন আমি দ্বিতীয় পত্রখানার কথা বলব। এই পত্রেরও যাত্রা লন্ডন হতে শুরু হয়েছিল, তবে

খুবই প্রতিকূল অবস্থায়। কিন্তু অদ্ভুতভাবে অবস্থার মোড় ঘুরে গিয়ে তা আমাদের অনুকূলে এসে গিয়েছিল।

ভারতের কয়েকটি প্রদেশে "ওয়ার্কার্স এন্ড পেজান্টাস পার্টি " গঠিত হয়েছিল। এই পার্টিগুলি ছদ্মারণে কমিউনিষ্ট পার্টি ছিল না বটে, কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যরাই এ সব পার্টির নেতৃত্বে ছিল। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে এই সব পার্টির কলকাতায় একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল সব ক'টি পার্টিকে সংহত ক'রে একটি সারা-ভারতে পার্টি গঠন করা। এই সম্মেলনের নামে কমিউনিস্ট ইন্‌ট্যারন্যাশনালের কার্য নির্বাহক কমিটি অনেকগুলি টাইপকরা পৃষ্টার একটি সুদীর্ঘ বাণী পাঠিয়েছিলেন। এর কয়েকটি প্রতিলিপি তৈয়ার করে ইউরোপের নানান জায়গা হতে আমাদের নানান গোপন ঠিকানায় সেগুলি পাঠান হয়। কিন্তু কোনও ঠিকানা হ'তেই তা আমাদের হাতে এসে পৌছালো না। কলকাতার সবকটি পোষ্ট আফিসে পুলিস এমন কড়া পাহারা বসিয়েছিল যে কোনও ছিদ্রপথেই তা গলে বার হতে পারল না। মনে হয় বিদেশী ডাকের সব খামগুলিই পুলিস খুলে পরীক্ষা করেছিল। তবুও পুলিসের এই নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থায়ও একদিন একটি অতি সূক্ষ ছিদ্র বার হয়ে পড়ল। এই সূক্ষ্ম ছিদ্রের ভিতর দিয়ে একদিন কমিউনিষ্ট ইন্টারন্যাশন্যালের বাণীর একটি প্রতিলিপি আমাদের হস্তগত হলো।

ভারতে আমাদের অসহায় অবস্থা লক্ষ্য করে লন্ডনে যে-কমরেডরা আমাদের নামে পত্রাদি ডাকে দিতেন তাঁরা বোধহয় মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা কমিউনিষ্ট ইন্টারন্যাশনালের বাণীটি একটি খামের মধ্যে পুরে তাবর ওপর ঠিকানা লিখলেন ঃ

> *মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ,*
> *২ /১, ইউরোপীয়ান এসাইলাম লেন,*
> *কলকাতা, ভারতবর্ষ।*

তারপরে তাঁরা খামটা ডাকে পোষ্ট করলেন। এই ঠিকানায় বাঙলা দেশের "ওয়ার্কার্স এন্ড পেজান্টস্ পার্টি"র আফিস ছিল। আমরা কয়েক জনে এই বাড়ীতেই থাকতাম। ভারতবর্ষের যে-কয়টি ঠিকানার ওপরে পুলিসের খুব কড়া নজর ছিল ২/১ ইউরোপীয়ান এসাইলাম লেন ছিল তাঁর মধ্যে একটি । তবুও এই ঠিকানায় আমার নামে পাঠানো কমিউনিষ্ট ইন্টারন্যাশনালের বাণীটি আশ্চর্যজনকভাবে আমরা একদিন পেয়ে গেলাম। পার্ক স্ট্রীট, পোস্ট আফিস ছিল আমাদের পোস্ট আফিস। এই পোস্ট আফিসে আমাদের নামে কত কী যে আসত তা আমরা জানতেও পেতাম না। প্রতিদিনই কলকাতা পুলিসের স্পেশাল ব্রাঞ্চের একজন অফিসার আমাদের ডাক পরীক্ষা করার জন্য পার্ক স্ট্রীট পোস্ট আফিসে যেতেন এবং যেদিন বিদেশী ডাক আসত সে দিন যেতেন বিশেষভাবে দায়িত্ব সম্পন্ন একজন অফিসার। পুলিস যে আমাদের অনেক কিছুই বান্ডিল বেঁধে নিয়ে যেতো তা পোস্ট আফিসের পোস্টম্যানরা চেয়ে চেয়ে দেখতেন। তাঁদের ভিতরে কেউ কেউ আমাদের প্রচার ছাড়াও যে আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছেন তা আমরা জানতাম না। কিন্তু, একদিন তার সাহসিক পরিচয় পেয়ে আমরা সত্যই অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম।

আমার নামে ২ /১, ইউরোপীয়ান এসাইলাম লেনের ঠিকানায় পাঠানো কমিউনিষ্ট "ইন্টারন্যাশনালের বাণী"টি যে-বিদেশী ডাকের দিনে পার্ক স্ট্রীট পোস্ট আফিসে পৌছেছিল সেদিনও স্পেশাল ব্রাঞ্চের একজন বিশিষ্ট অফিসার ওই পোস্ট আফিসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি একজন পোস্টম্যানকে নির্দেশ দিলেন যে, "তুমি এই ব্যাগটির মোহর কেটে চিঠিপত্রগুলি এই বড় টেবিলটির ওপরে ঢেলে দাও।" তখন টেবিলের দিকে পেছন করে তিনি পোস্ট আফিসের একজন কর্মচারীর সহিত কথা বলছিলেন। এদিকে ব্যাগের চিঠিপত্রগুলি টেবিলের ওপরে ঝেড়ে দেওয়ার

সঙ্গে সঙ্গেই আমার নামীয় পুরু লেফাফাখানা টেবিলের কোণের দিকে গড়িয়ে পড়ে যায়। পোস্টম্যান সুকৌশলে লেফাফাখানা তখনই তুলে নিয়ে নিজের পকেটে রেখে দিলেন। সেদিনও স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসার অনেক কিছু মাল হস্তগত করে খুশি মনে চলে গেলেন। তিনি জানতেও পারলেন না কি তিনি হারালেন।

পোস্টম্যান আমাদের আফিসে এসে খামখানা কমরেড আবদুল হালিমের হাতে দিয়ে তাঁকে জানালেন কি ভাবে তিনি (পোস্টম্যান) তা টেবিল হতে তুলে নিয়ে নিজের পকেটে রেখেছিলেন। কমরেড আবদুল হালিমের নিকটে সেদিন মাত্র একটি টাকা ছিল। সেই টাকাটিই পোস্টম্যানকে বখ্‌শীশ দিলেন। বেশি টাকা থাকলে আরও বেশি টাকা তাঁকে বখ্‌শীশ দেওয়া হতো। পরে ভেবে দেখলাম বখ্‌শীশ দিতে গিয়ে হয়তো আমরা পোস্টম্যানকে ছোট করেছি। গভীর সহানুভূতির বশে যে কাজটি তিনি করেছিলেন ধরা পড়লে কী সাজা যে তাঁর হতে পারত তা কল্পনা করাও যায় না। বড় দুঃখ যে বাণীটি আমাদের হাতে পৌঁছেছিল আমাদের সম্মেলন শেষ হওয়ার ২/৩, দিন পরে।

কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের বাণীকে আমরা যে খুব মূল্যবান মনে করব তা আমাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ছিল কিন্তু মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় ব্যবহার করার জন্য পুলিস ও সরকারী ব্যারিস্টাররা মনে করেছিলেন যে বাণীটি একটি অমূল্য সম্পদ। পুলিস কয়েকটি পোস্ট আফিস হতেই এই বাণী হস্তগত করেছিল, কিন্তু তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আমাদের হাতে এ বাণী কিছুতেই পৌঁছয়নি। কোনও আসামীর নিকটে তালাশীর সময়ে পাওয়া না গেলে এই জাতীয় দলীল আসামীদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে আদালতে দাখিল করলে তার তেমন মূল্য থাকে না। তাই, এই দলিলটি আমাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে পারবেন না ভেবে সরকার পক্ষের প্রধান ব্যারিস্টার মিস্টার ল্যাংফোর্ড জেম্‌সের আফশোসের অন্ত ছিল না।

কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের বাণীটি পাওয়ার পরে আমরা তার কয়েকটি কপি টাইপ করিয়ে বিভিন্ন স্থানের কমরেডদের হাতে দিয়েছিলাম। মীরাট মামলার সংশ্রবে তলাশীর সময়ে পুলিস কলকাতায় আমাদের আফিসে ও এলাহাবাদে কমরেড পূরণচন্দ্র যোশীর নিকটে এর প্রতিলিপি পেয়েছিল। কিন্তু স্তূপীকৃত কাগজপত্রের ভিতরে এই দলীলটিও আছে কিনা তা গোড়াতেই বলে দেওয়া বাদী পক্ষের লোকেদের পক্ষে মুশকিল ছিল। তবে, এক একটি তলাশীর তালিকা ধরে তাঁরা কাগজপত্র পরীক্ষা করে যাচ্ছিলেন। এক দিন ২/১, ইউরোপীয়ান এসাইলাম লেনের কাগজপত্রের মধ্যে সরকার পক্ষ থেকে মোকদ্দমার ভারপ্রাপ্ত লোকেরা তাঁদের আকাঙ্খিত দলীলটি পেয়ে আনন্দে মেতে উঠলেন। তাঁরা তখনই টেলিফোন যোগে মিস্টার ল্যাংফোর্ড জেমস্‌কে এই দলীলটি পাওয়ার খবর জানালেন। তাঁরও যে আনন্দের অবধি থাকল না তার পরিচয় পাওয়া গেল মীরাট মোকদ্দমায় তাঁর প্রারম্ভিক বক্তৃতায়। উৎসাহের আতিশয্যে তিনি কমিউনিস্ট ইন্টার ন্যাশনালের পুরো বাণীটিই কোর্টে পড়ে শোনালেন। এই দলীলটি মীরাট কমিউনিষ্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার পি-৪৭৮ নম্বর একজিবিট।

কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের বাণীটি আমাদের কাগজ্‌-পত্রের ভিতরে পেয়ে মিস্টার ল্যাংফোর্ড জেমস ও তাঁর পুলিস সহকর্মীরা নিঃসন্দেহে আনন্দিত হয়েছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু একটি বিষয়ে তাঁরা বড় দুশ্চিন্তায়ও পড়ে গিয়েছিলেন। পুলিসের নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে কি ভাবে এই বাণী আমরা পেলাম, তা ভেবে তাঁরা কোনও কূল-কিনারা পাচ্ছিলেন না এবং এই দুশ্চিন্তা বহন করেই তাঁদের বেশীর ভাগ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। আমরা সত্যই যে ভাবে দলীলটি পেয়েছিলাম তাঁদের চিন্তা কখনও ও-মুখী হয়নি। পুলিস একবার ভাবল ডক্‌টর

গঙ্গাধর অধিকারী ওই সময়ে ইউরোপ হতে দেশে ফিরেছিলেন। সম্ভবত তিনিই দলীলটি সঙ্গে এনে থাকবেন। কিন্তু বোম্বের কাস্টমে পুলিস তাঁর সব কাগজ-পত্র তছনছ করেছিল। তখন এ দলীল পাওয়া যায়নি। পুলিস আবার চিন্তা করল শওকৎ উস্‌মানী মস্কো হতে ফিরেছেন। হয় তো তিনিই দলীলটি নিয়ে এসেছেন। কিন্তু এই অনুমানও সময়ের সঙ্গে খাপ খেলো না।

কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের বাণী মীরাট মোকদ্দমায় সরকার পক্ষের মাথায় দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই দিক থেকে এটি একটি ইতিহাস সৃষ্টিকারী দলীল। আমাদের সাথীদের মধ্যেও অনেকে জানতেন না, কি ভাবে আমরা দলীলটি পেয়েছিলাম। রাজনীতিক দিক হতে বিবেচনা করলেও এই দলীলে কিছু মৌলিক কথা আছে। এদিক থেকেও দলীলটি মূল্যবান।

পত্র দু'খানা খুব বড়। ছাপালে ছোটমতো একখানা পুস্তক হয়ে যাবে। কাজেই, এখানে পত্র দু'খানার বঙ্গানুবাদ দেওয়ার কোনো কথাই উঠতে পারে না।

[আশ্বিন ১৮৮১ শকাব্দ'র 'বিংশ শতাব্দী' চতুর্থ বর্ষ
শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়]

কংগ্রেস আন্দোলনে নরম ও গরম দল

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

পঞ্চাশ বছর আগেও আমরা কংগ্রেসের ভিতরে নরম ও গরম দলের কথা শুনেছি। আজ যে কংগ্রেসের হাতে দেশের শাসন ক্ষমতা এসেছে, আজও শুনছি ওই রকমই দুটি দল নাকি কংগ্রেসের ভেতরে আছে। রাজনীতিতে শ্রেণীস্বার্থ বিবর্জিত কোন দলের কথা কল্পনাও করা যায় না। রাজনীতির মানেই হচ্ছে শ্রেণীস্বার্থের সমর্থন ও তার জন্যে লড়াই এই বিষয়ে অনেকে অনেক কথা বলেন, অনেক কিছু প্রলেপও দেন। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে এই যে শ্রেণীস্বার্থহীন কোনও রাজনীতি নেই। তবু কেন একই রাজনীতিক পার্টির ভিতরে গরম দল ও নরম দল থাকার কথা ওঠে তারই বিচার আমাদের করতে হবে। আমাদের দেখতে হবে কার্যত ব্যাপারটি কি?

আজ কংগ্রেস যেমন সুশৃঙ্খল রাজনীতিক পার্টিতে পরিণত হয়েছে পঞ্চাশ বছর আগেকার কংগ্রেস এত সুশৃঙ্খল সংগঠন ছিল না। তবুও সংগঠন ছিল আজকার মতো ওপরের শ্রেণীরই। আমরা সকলে জানি ১৮৮৫ সালে বিদেশী ব্রিটিশ সরকারের প্রেরণায় কংগ্রেসের জন্ম হয়েছিল এবং ধনিক ও জমিদার শ্রেণীর সংগঠন হিসাবেই তা জন্ম নিয়েছিল। কংগ্রেসের এই চেহারার পরিবর্তন কখনও ঘটেনি। ব্রিটিশের সহিত কংগ্রেসের সম্পর্ক বারে বারে অবনতি ঘটেছে সত্য, কিন্তু একেবারে সম্পর্কচ্ছেদ কখনও হয়নি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে এদেশ হতে উচ্ছেদ করার জন্যে কংগ্রেসকে বিভিন্ন শ্রেণীর রাজনীতিক মঞ্চে পরিণত করার চেষ্টাও অতীতে হয়েছে, কিন্তু কংগ্রেসের নেতৃত্ব বরাবর ধনিক জমিদারের হাতেই থেকেছে। এ সত্ত্বেও কংগ্রেসের ভিতরে নরম দল ও গরম দলের কথা বলা হতো এবং আজও বলা হয়।

অতীতে গরম দলের নেতা হিসাবে লাল-বাল-পালের নাম উল্লিখিত হতো। লাল হচ্ছেন লালা লাজপৎ রায়, বাল মানে বাল গঙ্গাধর তিলক এবং পাল মানে বিপিনচন্দ্র পাল। নরম দলের প্রতিনিধি হিসাবে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতির নাম শোনা যেতো। শ্রেণীচেতনার দিক হতে তাঁদের ভিতরে কোন পার্থক্য ছিল না। ধনিক- জমিদারের স্বার্থ তাঁদের স্বার্থ ছিল। তাঁদের কেউই ভারতের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করতেন না। ব্রিটিশের ছত্রছায়ায় তাঁরা রাজনীতিক অধিকার লাভ করতে চাইতেন। আমার মনে হয় কংগ্রেস নেতাদের বক্তৃতার ভাষাই তাঁদের নরম ও গরম দলে বিভক্ত করেছিল। গরম দলের নেতারা খুব গরম ভাষায় যে

বক্তৃতা দিতেন এটা সত্য কথা। বিপিনচন্দ্র পালের বক্তৃতা শুনলে যুবকেরা উত্তেজিত হয়ে পড়তেন। নরম দলের নেতাদের বক্তৃতা শুনে তাঁদের সে অবস্থা হতো না। গরম বক্তৃতা বা লেখার অপরাধে গরম দলের নেতাদের কারাবরণ করতে হতো, কিন্তু নরম দলের নেতাদের জেলে যেতে হতো না।

বাল গঙ্গাধর তিলকের লেখা ও ছাপানো বক্তৃতা পড়ে কোথাও দেখা যায় না যে তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে ভারতের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করেছেন। বরঞ্চ আমরা দেখেছি যে তিনি পারস্পরিক সহযোগের (responsive Co-operation-এর) প্রস্তাব পেশ করেছেন। এই প্রস্তাবও তিনি পেশ করেছেন অদ্ভুত সময়ে ও বিস্ময়কর অবস্থায়। ১৯১৯ সালে অমৃতসরের জালিয়ান-ওয়ালাবাগে ইংরেজদের দ্বারা নৃশংস হত্যাকান্ড ঘটে। তারপরে পাঞ্জাবের উপর দিয়ে সামরিক আইনের যে লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের স্রোত বয়ে গিয়েছিল তা কখনও ভুলতে পারা যায় না। ১৯১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে এই পাঞ্জাবের যে কোনও স্থানে নয়, — জালিয়ানওয়ালাবাগের অমৃতসরেই কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হতে যাচ্ছিল। পাঞ্জাবের নির্যাতন ও মণ্টেগু-চেমসফোর্ড ভারত সংস্কার আইন এই বিশেষ আলোচনার বিষয় ছিল। তিলক সদলবলে কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর নিকটে কংগ্রেস অধিবেশনের আলোচনার তেমন কোনো মূল্য ছিল না। অমৃতসর যাওয়ার পথে তিনি গঙ্গাপুর নামক একটি রেলওয়ে ষ্টেশন হতে ব্রিটেনের রাজা বা মন্ত্রিসভার নামে একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিলেন। তাতে তিনি বললেন যে ভারতের জনসাধারণের তরফ হতে ভারত সংস্কার আইন পাস করার জন্যে তিনি ব্রিটিশ রাজা বা মন্ত্রিসভাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। তাঁর এই টেলিগ্রামেই তিনি তাঁর বিখ্যাত পারস্পরিক সহযোগের (responsive Co-operation)-এর প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। বাপ্টিস্টো ও কেলকার ট্রেনে তিলকের সহযাত্রী ছিলেন। শোনা যায় পারস্পরিক সহযোগের কথা বাপ্টিস্টোর মাথা হতেই এসেছিল। আর টেলিগ্রামটির মুসাবিদা করেছিলেন কেলকার। (ডাক্তার বি পট্টভি সীতারামাইয়া রচিত "ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের ইতিহাস", প্রথম খন্ড, ১৭৮ পৃষ্ঠা)

তিলক কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দেওয়ার আগেভাগেই লন্ডনে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিয়ে কংগ্রেসের মুখ বন্ধ কর দিতে চাইছিলেন। তিনি মন্টেগু-চেমস্ফোর্ড শাসন ব্যবস্থা কাজে প্রয়োগ করার জন্যে একান্ত উন্মুখ ছিলেন। আশ্চর্য এই যে দেশের জনসাধারণের মত না নিয়েই তিনি তাঁদের তরফ হতেই টেলিগ্রামটি পাঠিয়েছিলেন। সংস্কার আইনের বিরুদ্ধে দেশময় বিক্ষোভ যে ফেটে পড়তে যাচ্ছে সে দিকে কোনও নজর না দিয়ে তিনি অদ্ভুত আত্মম্ভরিতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

বামপন্থী নেতা হিসাবে বিপিন চন্দ্র পালের খ্যাতি দেশময় ছড়িয়ে পড়েছিল! কী যে তাঁর বামপন্থা ছিল তা জানিনে, তবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে ভারতের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা তিনিও চাইতেন না। ১৯১৭ সালে তাঁর যে বক্তৃতা শুনেছিলেম তার কয়েকটি মোদ্দা কথা এখনও আমার মনে আছে। কলকাতার মুন্‌শী সদরুদ্দিন লেনে বস্তি ও বাড়িঘর ভেঙে দেওয়ার ফলে একটা বেশ ময়দানের মতো জায়গা সৃষ্টি হয়েছিল। সম্ভবত এই জায়গাতেই এখন মহাজাতি সদনের বাড়ী উঠেছে। এই খোলা জায়গায় বন্দী-মুক্তি উপলক্ষে একটি বড় সভা হয়। বিপিনচন্দ্র পাল তাতে বাঙলায় বক্তৃতা দেন আর চিত্তরঞ্জন দাশ বক্তৃতা দেন ইংরেজিতে। বিপিনচন্দ্র পাল বলেছিলেন আমাদের নৌবহর নেই, বাণিজ্য-বহর নেই, এই নেই, সেই নেই,—কাজেই আমরা পরিপূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করতে পারিনে। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে অনেকগুলি দেশতো ডোমিনিয়ন স্টেটাস পেয়েছে। তার কোনো কোন দেশ হতে আমরা অনেক বেশী সভ্য। তা সত্ত্বেও ডোমিনিয়ন স্টেটাস আমরা কেন পাব না?

এর ক'বছর আগে বিপিনচন্দ্র পাল দীর্ঘদিন ইংল্যান্ডে ছিলেন। তিনি দেশে ফেরবার সময়

হয়েছে বুঝে প্রত্যাগমনের জাহাজী টিকিট খরিদ করলেন। বিদায়ীকালীন বক্তৃতায় বললেন, 'ভগবান যদি আমায় এক দিকে একান্তে স্বাধীন-ভারত দিতে চান এবং অন্যদিকে বৃটিশ জাতিসমূহের মধ্যে স্বায়ত্তশাসনশীল ভারত দেন—আমি নিঃসন্দেহে পরের প্রস্তাবটি গ্রহণ করব।'

"কাগজ পড়ে তাঁর স্তাবক ও শুভানুধ্যায়ীরা বজ্রাহত হলেন। সুরেন্দ্রনাথ সংবাদ পেয়ে বললেন, বিপিন বলে কি হে? আমি "নির্জলা স্বাধীনতা" বলি না। জানি যে বিনা রক্তপাতে সে হবার নয়। ভগবান যদি দেন,তবে তো রক্তপাতের বালাই থাকে না। সে অবস্থায় আমি ইংরেজ সম্পর্ক-শুন্য স্বাধীনতা চাইব।" (ডাক্তার যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখিত "বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি", পৃষ্ঠা ৩৪৫-৪৬)।

মুন্সী সদরুউদ্দিন লেনের ঐ সভায় চিত্তরঞ্জন দাশের বক্তৃতাও আমি শুনেছিলাম। তাঁর হাতে অধ্যাপক এন ঘোষ লিখিত "ভারতে ইংল্যান্ডের কাজ"(Englands Works in India) নামক বই একখানা ছিল। ১৮৫৭ সালে যে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছিল তার পরাজয়ের পরে মহারানী ভিকটোরিয়া কোম্পানীর হাত হতে ভারতবর্ষের শাসনভার নিজের হাতে গ্রহণ করেন। সেই সময়ে প্রকাশিত তাঁর ঘোষণাটি এই পুস্তকের শেষের দিকে ছাপা হয়েছিল। বক্তৃতায় দাশ সাহেব এই ঘোষণাটি বিশেষভাবে ব্যবহার করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি বিপিনচন্দ্র পালের মতো ডোমিনিয়ন স্টেটাসও চাননি। তবুও তাঁর বন্ধু মহলে বক্তৃতাটি প্রশংসিত হয়েছিল। অনেকে বললেন, এবারে দাশ সাহেব পুরোপুরি রাজনীতিতে নামলেন।

আবার আমি অমৃতসর কংগ্রেসের কথা বলব। আগেই বলেছি ১৯১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে এই কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল। সভাপতি ছিলেন পন্ডিত মতিলাল নেহেরু। তিলক তো আগেই তাঁর টেলিগ্রাম ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি ভারত সংস্কার আইনকে কাজে লাগাবার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন। এই আইনকে কাজে প্রয়োগ করার জন্যে পন্ডিত মদনমোহন মালবীয় এবং গান্ধীজীরও আগ্রহের অন্ত ছিল না। তাঁদের বক্তব্য ছিল, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট হতে সহযোগিতা পেলে তাঁরাও সহযোগ করবেন। কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাশ মন্টেগু-চেম্‌সফোর্ড সংস্কার আইনের বিরুদ্ধে মত জাহির করলেন। তিনি কংগ্রেসের অধিবেশনে নিম্নলিখিত মর্মে প্রস্তাব তুললেন ঃ

(১) ভারতবর্ষ পূর্ণ দায়িত্বশীল গবর্ণমেন্ট পেতে চায়;

(২) শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সম্বন্ধে কংগ্রেসের দিল্লী অধিবেশনের সিদ্ধান্ত এই কংগ্রেসও মানছে, অর্থাৎ ঘোষণা করছে যে সংস্কার আইন অসম্পূর্ণ, অসন্তোষজনক ও নৈরাশ্যব্যঞ্জক;

(৩) পার্লামেন্টকে (ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে) বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে যে অবিলম্বে আত্মকর্তৃত্বের ভিত্তিতে ভারতে পূর্ণ দায়িত্বশীল গবর্ণমেন্ট স্থাপন করা হোক।

দাশ সাহেবের এমন একটি নিরীহ প্রস্তাবও গান্ধীজীর বরদাশ্‌ত হলো না। 'নৈরাশ্যব্যঞ্জক' কথাটিতে তিনি ঘোর আপত্তি করলেন। তাঁর কথা হলো পূর্ণদায়িত্বশীল সরকার যথাসম্ভব শীঘ্র পেতে হবে, তবে মন্টেগু-চেম্‌সফোর্ড ভারত সংস্কার আইনকেও যথাসম্ভব কার্যে প্রয়োগ করতে হবে। এ বিষয়ে এটাই তাঁর শেষ কথা ছিল না। তিনি বললেন, মন্টেগু সাহেব যে ভারত সংস্কার আইন পাস করিয়েছেন তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদও জানাতে হবে। বলা বাহুল্য দাশ সাহেবের প্রস্তাবের সংগে গান্ধীজীর মতটুকু যোগ হয়েই তা কংগ্রেসে পাস হয়েছিল। এই ভাষায় অমৃতসর কংগ্রেসে যখন এই প্রস্তাব পাশ হচ্ছিল তখন মনে হচ্ছিল যেন জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকান্ড ঘটেনি, পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারি হয়নি। এবং পাঞ্জাবাসীরা নির্যাতিত অপমানিত কোন দিন হয়নি। কংগ্রেসের বড় বড় নেতাদের দৃষ্টি দেশের মানুষের প্রতি ছিল না, দেশবাসীরা

কি ভাবছেন তা জানার আগ্রহও তাঁদের মনে উদয় হয়নি, শুধু মন্ত্রীর গদিতে বসার জন্যে তাঁদের মন আঁকুপাকু করছিল।

অমৃতসর কংগ্রেসে ঘটিত আর একটি ব্যাপারের দিকেও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার। স্যার শঙ্করন্নায়ার বড় লাটের এক্‌জিকিউটিব কাউন্সিলের সভ্য ছিলেন। বছরে চৌষট্টি হাজার টাকা বেতনের চাকরি। পাঞ্জাবে অনুষ্ঠিত অত্যাচার সমূহের প্রতিবাদে তিনি তাঁর এই চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন, অবশ্য খেতাব ছাড়েননি। এই চাকরি ছাড়ার জন্যে তাঁকে অভিনন্দিত করে কংগ্রেসে একটি প্রস্তাব পাশ হলো। কিন্তু পাঞ্জাবের হত্যাকান্ড, অত্যাচারের ও অপমানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে তাঁর নাইটের খেতাব বর্জন করেছিলেন তাঁর জন্যে তাঁকে অভিনন্দিত করে কোনও প্রস্তাব কংগ্রেস হতে পাস হলো না। অথচ, এই খেতাব বর্জন নিয়ে দেশ-বিদেশে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ যে পত্র লিখেছিলেন তার কোনও তুলনা হয় না। তাঁকে অভিনন্দিত করে কংগ্রেস হতে একটি প্রস্তাব পাস করানোর চেষ্টা কিছু সংখ্যক প্রতিনিধি করেছিলেন, কিন্তু সভাপতি পন্ডিত মতিলাল নেহেরু এই রকম কোনো প্রস্তাব তুলতেই দিলেন না। এই থেকে কংগ্রেস নেতাদের মনের পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করলে তাঁর তেজোপূর্ণ পত্রের ভাষাও অভিনন্দিত হতো। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট এই পত্রের ভাষা কখনও পছন্দ করেনি। কংগ্রেস নেতারা ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টকে চটাতে চাননি। তাছাড়া তখনও কংগ্রেসেব মধ্যে প্রচুর খেতাবধারী লোক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন জানালে তাঁরা অসুবিধায় পড়ে যেতেন। স্যার শঙ্করন্নায়ার চাকরি ছেড়েছিলেন বটে, কিন্তু ব্রিটিশ রাজার দেওয়া খেতাব তিনি ছাড়তে পারেননি।

কংগ্রেসের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দিত হলেন না বটে, কিন্তু ইংরেজরা তাঁকে নিয়ে মুশকিলে পড়ে গেলেন। তিনি তো শুধু বাঙলা বা ভারতের কবি ছিলেন না, তাঁর ছিল বিশ্বকবির মর্যাদা। তাঁর খেতাব বর্জনে সারা বিশ্বে কিছুটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। তাই এ ব্যাপারটা ইংরেজদের পক্ষে খুবই অসুবিধাজনক হয়ে পড়েছিল। তাঁদের অবস্থা হয়েছিল সাপের ছুঁচো গেলার মতো। তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে ব্রিটিশ নাইটরূপে গণ্য করতেই থাকেন। ইংরেজরা ও এদেশের ইংরেজ পরিচালিত কাগজগুলি রবীন্দ্রনাথকে প্রাণপণে স্যার রবীন্দ্রনাথ লিখেই চললেন। কবি কিন্তু তাঁর বর্জিত খেতাব আর কোনদিন ব্যবহার করেননি। দেশের লোকও তাঁকে ব্রিটিশ রাজের খেতাব-শূন্য কবি হিসাবেই গ্রহণ করে নিলেন।

গান্ধীজী যেভাবে জিদ ধবেছিলেন ঠিক সেই ভাবেই যে অমৃতসর কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জন দাশের প্রস্তাব পরিবর্তিত হয়েছিল সে কথা আগে বলেছি। কিন্তু তাঁর জিদের শেষ তখনও হয়নি। তিনি বললেন ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের দ্বারা দেশবাসী হত, নির্যাতিত ও অপমানিত হয়েছেন বটে, কিন্তু পাঞ্জাবে ও গুজরাটে দেশবাসীব পক্ষ হতেও তো আক্রমণ হয়েছে। তার নিন্দাসূচক প্রস্তাব কংগ্রেসকে পাস করতে হবে। গান্ধীজীর এই প্রস্তাব সবজেকট কমিটি নাকচ করে দিল। সত্যই অমৃতসরে বসে সবজেকট কমিটির পক্ষে এই রকম একটি প্রস্তাব পাস করা দুরূহ কাজ ছিল। গান্ধীজী বেঁকে বসলেন, বললেন তাঁর এই প্রস্তাব পাস না হলে তিনি কংগ্রেসের সভা ছেড়ে চলে যাবেন। অগত্যা কংগ্রেসে এই প্রস্তাবও পাস হয়ে গেল। (ডাক্তার পট্টভি সীতারামাইয়া লিখিত 'কংগ্রেসের ইতিহাস' প্রথম খন্ড দ্রষ্টব্য)। অবশ্য, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত ব্যাপারটি এই ইতিহাসে স্থান পায়নি। এই সত্য ঘটনাটি কেন কংগ্রেসের ইতিহাস হতে বাদ পড়ল, কে জানে?

১৯২১ সালের ডিসেম্বব মাসে আহমদাবাদে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হয়। মাওলানা

হস্‌রত মোহানী এই অধিবেশনে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব তুলেছিলেন। গান্ধীজীর তীব্র বিরোধিতায় এই প্রস্তাব পরাজিত হয়। কোন বামপন্থী কংগ্রেস নেতাকে প্রস্তাবের পক্ষে বক্তৃতা করতে কিংবা ভোট দিতে দেখা যায়নি। কমিউনিস্টরা অবশ্য পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করে এই কংগ্রেসে ইশ্‌তেহার ছড়িয়ে ছিলেন।

১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে গয়ায় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনেও কমিউনিস্টদের উত্থাপিত পরিপূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব কোনও বামপন্থী কংগ্রেস নেতা কর্তৃক সমর্থিত হয়নি। সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর বক্তৃতায় বললেন, 'স্বরাজ' -এর আবার কোনও সংজ্ঞা দেওয়া যায় নাকি? স্বরাজ অন্তরে অনুভব করতে হবে।

১৯২৪ সালে বেলগাঁও কংগ্রেসে স্বয়ং গান্ধীজী সভাপতি ছিলেন। এই বছরের ২১শে জানুয়ারী তারিখে বিশ্বের মহান বিপ্লবী নেতা লেনিন মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন। ব্রিটেনের সহিত সোবিয়েৎ দেশের কূটনীতিক সম্পর্কও এই বছরে স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল। তবুও লেনিনের মৃত্যুতে একটি শোক- প্রস্তাব যখন উত্থাপন করার চেষ্টা করা হলো তখন গান্ধীজী তা তুলতেই দিলেন না। তিনি বললেন, লেনিন উপদ্রবে (Violence -এ) বিশ্বাস করতেন। গান্ধীজীর এই অশোভন আচরণের বিরুদ্ধে বামপন্থী কংগ্রেস নেতারা প্রতিবাদ করেননি।

১৯২৬ সালে কংগ্রেসের গৌহাটি অধিবেশনে শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার সভাপতি ছিলেন। আগেকার মতো এবারেও কমিউনিস্টদের দ্বারা উত্থাপিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে ভারতের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পরাজিত হয়। কংগ্রেসের বামপন্থী নেতারা এই প্রস্তাবের পক্ষে লড়েছিলেন এমন কথা ভাবার কোন কারণ নেই। গান্ধীজী বলেছিলেন, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার বড় দুর্বল সভাপতি। বললেন, তিনি নিজে সভাপতি হলে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব তুলতেই দিতেন না। বাংলার বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত খুব আশ্চর্য হয়ে যান যে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবক জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করার কথা বলেছেন। তিনি বললেন, জমিদাররা কংগ্রেসকে অর্থ সাহায্য করেন, আর উচ্ছেদ হবে তাঁদেরই? এর ভেতর দিয়েই কংগ্রেস নেতাদের শ্রেণী-চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়।

১৯২৭ সালের ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হয়। সভাপতি ছিলেন ডাক্তার মুখ্‌তার আহ্‌মদ আনসারী। প্রতিবারের মতো এবারেও কমিউনিস্টরা পরিপূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবের নোটিশ দিয়েছিলেন। একটি কর্মতালিকা যুক্ত ইশ্‌তেহারও ওয়ার্কার্স এন্ড পেজান্টস্‌ পার্টি কংগ্রেসের এই অধিবেশনে বিতরণ করেছিল। বলাবাহুল্য ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্ট্‌স পার্টির নেতৃত্বেও কমিউনিস্টরা ছিলেন। আর, কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের সময় ইশ্‌তেহার বিতরণের কাজ কমিউনিস্টরা ১৯২১ সালে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের আহ্‌মদাবাদ অধিবেশন হতেই করে আসছিলেন।

মাদ্রাজ অধিবেশনের পূর্বে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু স্ত্রীর অসুখের জন্য দীর্ঘকাল ইউরোপে ছিলেন। ইউরোপে থাকার সময়ে নানান লোকের ও চিন্তাধারার সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল। নবেম্বর বিপ্লবের দশম বার্ষিকী উৎসবের সময়ে অল্প ক'দিনের জন্য তিনি মস্কোও গিয়েছিলেন। ব্রুসেল্‌স্‌- এ অনুষ্ঠিত "সাম্রাজ্যবাদ- বিরোধী লীগের"র (পুরো নাম ছিল League Against Imperialism and For National Independence) আনুষ্ঠানিক বিশ্বসম্মেলনেও তিনি যোগ দিয়েছিলেন। এই লীগের কার্য নির্বাহক কমিটির সভ্যও তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই সব কিছুর রঙ গায়ে মেখে কলম্বোর পথে ভারতের ভূমিতে পদার্পণ করেই তিনি সর্ব

প্রথমে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে যোগ দিলেন। এই সম্বন্ধে তিনি তাঁর আত্ম-চরিতে লিখেছেন :

"মাদ্রাজে উপস্থিত হইয়াই আমি এক ঘূর্ণিপাকের মধ্যে পড়িয়া গেলাম। পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবসহ এক গোছা প্রস্তাব আমি ওয়ার্কিং কমিটির দরবারে পেশ করিলাম। যুদ্ধের আশঙ্কা, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সঙ্ঘের সহিত যোগ স্থাপন প্রভৃতি সমস্ত প্রস্তাবই কার্যকরী সমিতির সরকারী প্রস্তাবরূপে গৃহীত হইল। আমাকেই ঐগুলি কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে উপস্থিত করিতে হইল। ঐগুলি বিনা প্রতিবাদে প্রকাশ্য অধিবেশনে উপস্থিত করিতে হইল। ঐগুলি বিনা প্রতিবাদে গৃহীত হইল দেখিয়া আমি আশ্চর্য হইলাম। এমন কি, মিসেস আনি বেসান্ত পর্যন্ত স্বাধীনতার প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। চারিদিক হইতে এত সমর্থন পাওয়া আনন্দের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতে লাগিলাম। মনে হইল, হয় প্রস্তাবগুলিকে বুঝিতে কেহ চেষ্টা করিলেন না, না হয় ভুল বুঝিলেন। কংগ্রেসের পরে যখন স্বাধীনতার প্রস্তাব লইয়া বাদানুবাদ উপস্থিত হইল, তখন ইহা বুঝিলাম।" (তৃতীয় বাংলা সংস্করণ, ১৮১ পৃষ্ঠা)

কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের সময়ে তখনকার দিনে (সম্ভবত এখনও) অল-ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে রূপান্তরিত হয়ে যেতো। তাতে কোনও প্রস্তাব পাস হয়ে যাওয়ার মানেই ছিল তা কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে পাস হয়ে গেলো। কারণ প্রকাশ্য অধিবেশনটি ছিল একটা হট্টোগোলের ব্যাপার। সেখানে কয়েকটি বক্তৃতা হতো ঠিকই, কিন্তু সে বক্তৃতায় সবজেক্ট কমিটির কোন প্রস্তাবে কিছুমাত্র পরিবর্তন হতো না। মাদ্রাজ অধিবেশনের সময়ে লেখক অল-ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সভ্য ছিলেন। তিনি খুব নিকট হতে নেতাদের দেখেছেন এবং তাঁদের বক্তৃতা শুনেছেন। এটা মোটেই ঠিক কথা নয় যে বিনা প্রতিবাদে ওই অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। মিসেস্ আনি বেসান্ত ও পন্ডিত মদনমোহন মালবীয় প্রভৃতি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, মাওলানা শওকত আলি এবং আরো অনেকে প্রস্তাবের পক্ষে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। অধিকাংশের ভোটে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। অবশ্য, একথা সত্য যে প্রস্তাব গৃহীত হয়ে যাবে ভেবে অনেকে বিরুদ্ধে ভোট দেননি। সেদিন সবজেকট কমিটিতে প্রস্তাবটি পাস হয়ে যাওযার পরে কিছুক্ষণের জন্যে সভা বন্ধ থাকে। তখন এক জায়গায় নলিনীরঞ্জন সরকার ও সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র দাঁড়িয়েছিলেন। লেখক তাঁদের নিকটে গিয়ে দাঁড়াতেই সত্যেনবাবু কিঞ্চিৎ ঠেস দিয়েই বললেন, "আপনাদেরই তো জয় হলো।" সত্যেনবাবুর সঙ্গে লেখকের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। কাজেই, পণ্ডিত জওহরলাল ব্যাপারটিকে যতটা লঘু করতে চেয়েছেন ততটা লঘু তা ছিল না। তিনিও কি লঘুচিত্ততার বশে প্রস্তাবটি পাস করেছিলেন? ব্যাপারটির গুরুত্ব এই ভাবে বুঝতে হবে যে মাদ্রাজে উপস্থিত থেকেও গান্ধীজী কংগ্রেসে যোগ দেননি। শোনা গিয়েছিল তাঁর রক্তের চাপ বেড়েছে। কিন্তু তিনি চুপ করে থাকেননি কিছুতেই। পরে প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে তিনি তাঁর কাগজে প্রবন্ধ লিখেছিলেন এবং সমস্ত বছর ধরে শক্তি সংহত করে পরের বছরে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে প্রস্তাবটি ভোটে হারিয়ে দিয়েছিলেন। মাদ্রাজে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পাস হয়ে যায় তা কোনও কংগ্রেস নেতাই চাননি। তাঁরা প্রস্তাব ভোটে হারাবার শক্তি সঞ্চয় করে মাদ্রাজে আসতে পারেন নি। এই কারণে প্রস্তাবটি পাস হয়ে যাবে জেনেই তাঁরা তার তেমন বিরোধিতা করেননি। প্রস্তাব পাস হওয়ার পরক্ষণে [illegible]াস আয়েঙ্গার বলে উঠলেন, পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পাস হলো বটে, কিন্তু কংগ্রেসের মত (Creed) বদলাল না। এই অধিবেশনই সর্বদল সম্মিলনীর প্রস্তাব পাস

করিয়ে নেওয়া হতে বোঝা গিয়েছিল যে নেতাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল স্বায়ত্ত শাসনের একটি খসড়া সংবিধান রচনা করা। আশ্চর্য যে এর পরেও জওহরলাল কংগ্রেসের জেনেরেল সেক্রেটারি হয়েছিলেন। তিনি জানতেন জেনেরেল সেক্রেটারি হলে তাঁর হাত দিয়ে সর্বদল সম্মেলনের খসড়া সংবিধানও বার হবে।

১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়েছিল তার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন পন্ডিত মতিলাল নেহরু। তিনি শর্ত করেছিলেন, তাঁর নামীয় কমিটির রিপোর্ট গ্রহণ করতে কংগ্রেস রাজি হলেই তিনি সভাপতিত্ব করবেন, নতুবা নয়। তা সত্ত্বেও তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং বাঙালী কংগ্রেসওয়ালারাও তাতে অমত করেননি। আসলে মাদ্রাজের পূর্ণ-স্বাধীনতার প্রস্তাব পন্ডিত মতিলাল নেহরুর নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গেই এক রকম বাতিল হয়ে গিয়েছিল। হ্যাঁ খসড়া সংবিধান রচনা করার জন্যে সর্বদল সম্মিলনীর তরফ হতে একটি ছোট কমিটি নিযুক্ত হয়েছিল। এর সভাপতি ছিলেন পন্ডিত মতিলাল নেহরু। এই কমিটি যে খসড়া সংবিধান রচনা করেছিল তা "মতিলাল নেহরু কমিটির রিপোর্ট" নামে খ্যাত হয়েছিল। কলকাতা কংগ্রেসে এই রিপোর্ট গ্রহণ করানোই ছিল বড় নেতাদের মুখ্য কাজ। কারণ, এটা গৃহীত হলেই মাদ্রাজে গৃহীত পূর্ণ- স্বাধীনতার প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়।

গান্ধীজী শক্তি সঞ্চয় করে কলকাতার কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও নেহরু রিপোর্ট পাস করাতে তাঁকে কম বেগ পেতে হয়নি। যে-দিন রাত্রে সবজেকট কমিটিতে ভোট হলো সেদিন দেখা গেলো পন্ডিত জওহরলাল সভায় উপস্থিত নেই। তাঁর অনুপস্থিতির কৈফিয়ৎ গান্ধীজী দিলেন। তিনি জানালেন, "জওহরলাল বড় মনোবেদনা পেয়েছেন এবং সারাদিন কেঁদেছেন"। (স্মৃতি থেকে উদ্ধৃত। লেখক এবারেও অল-ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সভ্য নির্বাচিত হয়েছিলেন)। পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব বাতিল হতে চলেছে বলেই তিনি নাকি কেঁদেছিলেন। কংগ্রেসের জেনেরেল সেক্রেটারি হিসাবে তিনি ভালোভাবেই জানতেন কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে কি ঘটতে চলেছে। কিন্তু মাদ্রাজে পূর্ণ-স্বাধীনতার প্রস্তাবক কলকাতায় কেন সেই প্রস্তাবেরই পক্ষে একটি ভোট দিলেন না। এই প্রশ্নের জওয়াবও তাঁর আত্ম-চরিতে নেই।

সুভাষচন্দ্র বসু মতিলাল নেহরু কমিটির একজন সভ্য ছিলেন। "তিনিও রিপোর্টে নাম সহি করেন"। জেনে-শুনেই তিনি মতিলাল কমিটির সভ্য হয়েছিলেন। কংগ্রেসের অধিবেশনে এ-রিপোর্টের সমর্থন করাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। তবু তিনি গান্ধীজীর প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধীজীর অনুরোধে সবজেক্ট কমিটির সভায় "সুভাষবাবু গান্ধীজীর দিকে ভোট দেন"। (উদ্ধৃতি দুটি ডাক্তার যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের "বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি" হতে নেওয়া হয়েছে)। এর পরে বাঙলার সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের চাপে পড়ে প্রকাশ্য অধিবেশনে তিনি উল্টো সুর গেয়েছিলেন, অর্থাৎ পূর্ণ-স্বাধীনতার পক্ষে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি আগেই বলেছি, কংগ্রেসের সবজেক্ট কমিটির অধিবেশনে যা পাস হয়ে যায় প্রকাশ্য অধিবেশনেও তাই ঠিক থাকে। পন্ডিত জওহরলালও প্রকাশ্য অধিবেশনে গান্ধীজীর প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেছিলেন। "আমি কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে ঐ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিলাম; আমার প্রতিবাদ অবশ্য দ্বিধা-সঙ্কুচিত হইয়াছিল"। (আত্ম-চরিত, তৃতীয় বাঙলা সংস্করণ, ২০১ পৃষ্ঠা)।

এই লেখায় আমি অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়েছি। ইচ্ছা করলে আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। কিন্তু তার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। আমি এ কথা বুঝাতে চেয়েছি যে রাজনীতিক পার্টি সব সময়ে শ্রেণীভিত্তিক হয়। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ধনিক জমিদার শ্রেণীর পার্টি। এই পার্টির মঞ্চকে আমরা কমিউনিস্টরাও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করার চেষ্টা অতীতে

করেছি। আমাদের উপস্থিতিতে কংগ্রেসের শ্রেণীগত চেহারায় কখনও পরিবর্তন ঘটেনি। কংগ্রেসের শ্রেণীস্বার্থে যাঁরা আস্থা হারিয়েছেন তাঁদের অনেকে আমাদের দিকে চলে এসেছেন মাত্র। কংগ্রেসের ভিতরকার নরম দল ও গরম দলের কথা যতই বলা হোক না কেন, তার কোন দলই কংগ্রেসের শ্রেণীস্বার্থের উর্ধ্বে নয়। আমি একজন পথের ভিখারী হতে পারি, কিন্তু যে শ্রেণীর পার্টিতে আমি আছি সে শ্রেণীর স্বার্থ আমারও স্বার্থ। আমি যদি শুধু বুর্জোয়া পার্টির সভ্য হই তবে বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থ আমারও স্বার্থ হবে।

জওহরলাল তাঁর আত্ম-চরিতে লিখেছেন ঃ

"আমার রাজনীতি, আমার শ্রেণীর অর্থাৎ বুর্জোয়া রাজনীতি। অবশ্য তখন (এখনও বহুল পরিমাণে) রাজনীতিক আন্দোলন মধ্য শ্রেণীর আন্দোলন। কি মডারেট, কি চরমপন্থী — একই শ্রেণীভুক্ত এবং স্বীয় শ্রেণীগত উন্নতিতে আগ্রহান্বিত ; কেবল পথ বিভিন্ন।"

(তৃতীয় বাঙলা সংস্করণ, ৫২ পৃষ্ঠা)।

[আশ্বিন ১৮৮২ শকাব্দ'র 'বিংশ শতাব্দী' পঞ্চম বর্ষ
শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়]

"কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা"র স্মৃতি

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

আমার খাওয়া তো যেখানে-সেখানে হতে পারত, কোনো কোনো দিন হয়তো খাওয়া হতোও না. তাতেও আমি তেমন অসুবিধা বোধ করতাম না। কোনো নির্দিষ্ট শোওয়ার জায়গা না থাকাতেই আমি সবচেয়ে বেশী বিব্রত বোধ করতাম। নিরুপায় হয়ে আবদুল হালীমকে সঙ্গে নিয়ে রাত্রে চাঁদনীর ৩ নম্বর গুমঘর লেনে আমার পুরানো ছাত্রদের বাড়ীর বৈঠকখানায় শুতে যেতাম। লম্বায় এ গলিটি বোধ হয় কলকাতার সব গলির চেয়ে কম। তার একদিকে আমার ছাত্রদের দু'তিন মহলওয়ালা বাড়ীটি, আর অন্যদিকে বোধহয় তিন-চারখানা বাড়ী। একদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে নীচে গিয়েছি, দেখলাম কলকাতা পুলিসের স্পেশাল ব্রাঞ্চের সব্-ইনস্পেকটর ইস্‌মাইল সাহেব আলোয়ানে মাথা ঢেকে আমাদের গলিটি পার হয়ে যাচ্ছেন। আমি তাঁকে নাম ধরে ডাকলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম, "এত ভোরে এদিকে কোথায় যাচ্ছেন?" উত্তরে তিনি জানালেন, তার একটি চাকরাণী পালিয়েছে, শুনেছেন চাঁদনীতে কোনো বাড়ীতে সে কাজ নিয়েছে। সময়টা ফেব্রুয়ারী মাসের শেষাশেষি হবে। ভোরবেলা তখনও শীত শীত লাগে। কিংবা মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহও হতে পারে। ইস্‌মাইল সাহেবকে (পরে খান বাহাদুর মুহম্মদ ইস্‌মাইল, কলকাতা পুলিসের ডেপুটি কমিশনার) আগে হতে চিনতাম। ১৯১৩ সালে আমি যখন কলকাতায় পড়তে এসেছি তখন তিনি বি-এস-সি পাশ করে সবে কলেজ হতে বা'র হয়েছেন। সেই সময় তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। পরে তিনি পুলিসে চাকরী নিলেন।

আগে হতে পুলিস, আমার ওপর নজর রাখছিল কিনা সেটা খেয়াল করিনি। নিশ্চয় নজর রাখছিল পুলিস, তা না হলে এত ভোরে ভবানীপুর হতে ইস্‌মাইল সাহেব চাঁদনীতে আসতে পারতেন না। পুলিসের লোক জেনে নিয়েছিল রাত্রে আমি কোথায় শুতে যাই। আসলে তিনি এসেছিলেন দেখতে কোথায় কোথায় ওয়াচার দাঁড় করাতে হবে। ভেবেছিলেন এত ভোরে আমি টের পাব না।

ইস্‌মাইল সাহেবের সহিত দেখা হওয়ার পরে আমার দৃষ্টিও অত্যন্ত প্রখর হয়ে উঠল। তাঁরা যত সাবধানে যা কিছু করুন না কেন এই ওয়াচারের ব্যাপারে আমার দৃষ্টি তাঁরা এড়াতে পারছিলেন না। পলিটিক্যাল পুলিসদের বাজার তখন বড় মন্দা চলছিল। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলন তখনও স্থগিত ছিল। অসহযোগ আন্দোলন গিয়েছিল নিভে, আর আমরা ধীরে ধীরে মাথা তুলছিলেম মাত্র। কয়েক মাস পরে সন্তোষ মিত্রের গ্রুপের কিছু কিছু কাজ-কারবারে পুলিসের বাজার আবার খানিকটা গরম হয়ে উঠেছিল। তখন কলকাতা পুলিসের স্পেশাল ব্রাঞ্চে ছিলেন ডেপুটি কমিশনার একজন, এ্যাসিষ্টান্ট কমিশনার একজন, ইনস্পেকটর পাঁচজন আর সব-ইনস্পেকটর এগারো জন। এ্যাসিষ্টান্ট সব-ইনস্পেকটর ও ওয়াচার কনষ্টেবলদের সংখ্যা কত ছিল সে খোঁজ নিইনি, তবে খুব বেশী ছিল না।

ইংল্যান্ডের সেক্রেটারী অফ স্টেট ফর ইন্ডিয়ার ভাষায় আমি ছিলেম একজন "বলশেভিক এজেন্ট"। দিল্লীর উপরে ইন্ডিয়া অফিসের কড়া নির্দেশ এলো, বলশেভিকদের ধরো আর মারো। অর্থাৎ তাঁদের ধরে সাজা দিয়ে জেলে পাঠাও কিংবা ১৮১৮ সালেব তিন নম্বর রেগুলেশন অনুসারে বন্দী কর। ভারত গবর্ণমেন্টের হোম ডিপার্টমেন্টের অন্তর্ভুক্ত সেনট্রাল ইন্‌টেলিজেন্স ব্যুরোর ডিরেকটর লেফটেন্যান্ট কর্নেল সি, কে, (Kaye) পর্যন্ত সবিনয় প্রতিবাদ জানালেন। বললেন, সাজা দিতে চাইলেই কি সাজা দেওয়া যায়? আইন রয়েছে যে। সব সময়ে ১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেশনের প্রয়োগও করা যায় না। আর বলশেভিক হলেই তাকে কি আমরা ধরব? অবনী মুখার্জী তো একজন বলশেভিক। ইউরোপে ওই নামেই সে পরিচিত। এখন সে ভারতে আত্মগোপন করে কাজ করছে। সে মানবেন্দ্রনাথ রায় ও তার 'এজেন্টদের' প্রভাব হতে দেশকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তাকেও ধরব নাকি আমরা? তার কাজ তো আমাদেরও কাজ, লিখলেন তিনি।

পুলিসের ওয়াচাররা আমায় সর্বত্র অনুসরণ করতে লাগল। হুকুম হয়েছিল এই ওয়াচারের সঙ্গে স্পেশাল ব্রাঞ্চের একজন সব-ইন্‌স্পেকটরকেও থাকতে হবে। এগারো জন তো মোটে ছিলেন সব-ইনস্পেকটর, তাঁদের চিনে নিতে আর কতক্ষণ লাগে? আমি সবাইকে চিনে ফেলেছি, এই রিপোর্ট পেয়েই ওপরওয়ালারা হুকুম দিলেন যে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদকে খোলাখুলিভাবে ওয়াচ্‌ করা হো'ক। তাই, শুরু হলো। আমার জীবন বিষময় হয়ে উঠল। এই পুলিসের দঙ্গল নিয়ে কোথাও যাওয়ার উপায় নেই, হাতে পয়সা-কড়িও নেই। সারাদিন আমাদের সাহায্যকারী বন্ধু কুত্‌বুদ্দীন আহ্‌মদের ৭ নম্বর মৌলবী লেনের বাড়ীতে বসে থাকি। বিদেশ হতে নানান ঠিকানায় কাগজ-পত্র আসত। তখনকার দিনে বিদেশী ডাক, বিশেষ করে ইউরোপের ডাক, সপ্তাহে একদিন মাত্র আসত। পুলিস পরম ধৈর্যের সহিত এসব ডাক তলাশী করে আমাদের ঠিকানাগুলি প্রায়ই বের করে ফেলল। কাগজ ও পুস্তকাদি সবই তারা নিয়ে যেত। পত্র থাকলে তার ফটোস্টাট কপি রেখে ছেড়ে দিত। তা সত্ত্বেও দু'চারটি পোস্ট বক্স পুলিসের নজর এড়িয়েছিল। পুলিসের ব্যূহ ভেদ করে আবদুল হালীম সে-কটা জায়গা হতে ডাক সংগ্রহ করে আনত। একটি-দুটি পোস্ট বক্সের খবর আবদুল হালীমও জানত না?

এই রকম পুলিস পরিবৃত অবস্থায় কি করব ভেবে পাচ্ছিলেম না। ভূপেন্দ্র কুমার দত্তের নিকটে গোপনে লোক পাঠিয়ে জানতে চাইলাম কি ক'রে তাঁর সঙ্গে দেখা করা যায়। তিনি খবর পাঠালেন ইংরেজী দৈনিক 'সার্বেন্টে'র অফিসে দেখা হতে পারে। তিনি অনেক আগে হতে গিয়ে সেখানে থাকবেন। আমি পুলিস সঙ্গে নিয়েই 'সার্বেন্ট' অফিসে গিয়ে সোজা দোতলায় উঠে যাব। ভূপেন বাবুর সঙ্গেকথা বলে পুলিসের লোকদের সঙ্গে নিয়েই আবার ফিরে আসব। আমার ফেরার

অনেকক্ষণ পরে ভুপেনবাবু ফিরে যাবেন। এইভাবেই ভুপেন্দ্র কুমারের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি বললেন একমাত্র উপায় হচ্ছে পুলিসের নজর এড়িয়ে কোনো গ্রামে চলে যাওয়া। গ্রামে কিছুকাল থেকে এলে পুলিসের এই পরিবেষ্টন শিথিল হয়ে যাবে। জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়ও খবর পাঠিয়েছিলেন যে মুনশীগঞ্জের ইলাকায় কিছু কিছু মুসলিম পরিবারের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হয়েছে। সে-সব জায়গায় আমার থাকার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আগেই বলেছি, ব্রিটিশ সরকারের মতে আমি ছিলাম "বলশেভিক এজেন্ট", কিন্তু আমার পকেটে বলশেভিকদের কোনো পয়সা ছিল না। তখন ভেবেছিলেম কি করেই বা গ্রামেও যাব। আর এখন ভাবি গ্রামে গিয়েও আমি কি করতাম। কৃষকদের সংগঠিত করার কোনও অভিজ্ঞতা তো আমার তখন ছিল না। একমাত্র কলকাতায় গা-ঢাকা দিয়ে আমি কাজ করতে পারতাম। তার জন্য অনেক টাকার দরকার। এমন আবহাওয়া তখনও সৃষ্টি করতে পারিনি যে চাইলেই লোকের কাছ থেকে টাকা পাব।

পরে বুঝেছিলেম যে আমার মতো 'বলশেভিকদের' ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের চাই-ই-চাই। কোনো আদালতে নিয়ে গিয়ে তাঁরা আমাদের বধ করতে চান। এখন গবেষকরা ন্যাশনাল আর্কাইবে (জাতীয় মুহাফিজখানায়) পুরনো কাগজ-পত্র পড়ছেন। তাঁদের মুখে শুনে স্তম্ভিত হচ্ছি যে আমাদের সম্পর্কে কী গভীর আলোচনাই না তখন হচ্ছিল দিল্লী আর লন্ডনের মধ্যে। কী গভীর উদ্বেগই না জন্মেছিল আমাদের জন্যে সরকারের উচ্চ স্তরে।

আমি ঠিক করেছিলেম জাহাজে চাকরী করে বিদেশে যাব। নলি তৈয়ার করা ছিল। সন্ধ্যার পরে ধীরে ধীরে একদিন কলেজ স্কোয়ারে বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ কোথা থেকে একটি খেপা কুকুর এসে সঙ্গের পুলিসকে না কামড়িয়ে আমাকেই কামড়ে দিল। আরও ক'জনকে কামড়ে দিয়েছিল কুকুরটি। কলকাতায় তখনও পাস্তুর ইনস্টিটিউট ছিল না। ঠান্ডা ঘরের বা রেফ্রিজারেটারের রেওয়াজ তখনও চালু হয়নি কলকাতায়, সিরাম রাখা হবে কোথায়? আমাকে চিকিৎসার জন্যে যেতে হলো শিলং-এর পাস্তুর ইনস্টিটিউটে। কয়েক দিন সময় নষ্ট হয়ে গেল। কলকাতায় ফিরে এলাম। একদিন সকালে " স্টেট্সম্যান" কাগজে একটা খবরের বড় বড় অক্ষরের হেডিং পড়লাম — "কানপুরে বলশেভিক এজেন্ট গিরেফ্তার" । ভিতরের খবর পড়ে বুঝলাম যে শওকত উসমানী গিরেফ্তার হয়েছে । এই গিরেফ্তার হয়েছিল মে মাসের (১৯২৩) ৯ই তারিখে। ফেব্রুয়ারী মাসে (১৯২৩) উস্মানী কলকাতা এসে ক'দিন ছিল। যখন বোঝা গেল যে পুলিস তার আসার কথা টের পেয়ে গেছে, (নজরুলের 'ধূমকেতু'র উদ্যোক্তা হাফিজ মস্উদ আহ্মদের পকেট বুকে পার্সী ভাষায় তার হুলিয়া লেখা পাওয়া গিয়েছিল) তখন আমি আলীগড়ের খাজা আবদুল হাইয়ের নামে একখানা পত্র দিয়ে তাকে আলীগড় পাঠিয়ে দিয়েছিলেম। খাজা আবদুল হাই আলীগড় কলেজে আরবী ও পার্সী ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। খিলাফৎ অসহযোগ আন্দোলনের ফলে ছাত্র ও অধ্যাপকরা বা'র হয়ে এসে যখন ন্যাশনাল মুসলিম ইউনির্ভাসিটি স্থাপন করেছিলেন তখন তিনি সেই দলে যোগ দিয়েছিলেন। তিনিই ১৯১৫ সালে লাহোর হতে পনের জন ছাত্রকে গোপনে সীমান্ত অতিক্রম করিয়ে বাইরে বিপ্লবী কাজের জন্য পাঠিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্য হতে খুশী মুহম্মদ ওর্ফে মুহম্মদ আলী ও ডক্টর রহমত আলী ওর্ফে জাকারিয়া ভারতের প্রবাসী কমিউনিস্ট পার্টির বিশিষ্ট নেতা হয়েছিলেন। খাজা আবদুল হাই ও তাঁর ছাত্র কুঁ আর মহম্মদ আসরাফ গয়া কংগ্রেস ফেরৎ কলকাতায় এসে খাজা সাহেবের পুরনো বন্ধু কুতবুদ্দীন আহ্মদ সাহেবের বাড়ীতে উঠেছিলেন। তখন তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় হয়েছিল। কুঁ আর মহম্মদ আশরাফেরও তখন কমিউনিস্ট রাজনীতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তিনিই পরবর্তীকালের কমিউনিস্ট নেতা ডক্টর কে এম আশরাফ।

শওকত উস্‌মানীর গিরেফতারের কথা কাগজে পড়ে আমি খুব চিন্তিত হলাম। ভাবলাম এর পরে আমার পালা। হাতে কোনো টাকা-পয়সা নেই যে গা-ঢাকা দেব। কুতবুদ্দীন সাহেবও কলকাতার বাইরে ছিলেন। আমার ওপরে খোলাখুলি পুলিস ওয়াচ বসতেই আমি আমার ছাত্রদের বাড়ী ছেড়ে দিয়ে কুতবুদ্দীন সাহেবের ৫ নম্বর মৌলবী লেনের বাড়ীতে থাকছিলেম। একদিন রাত্রে কুতবুদ্দীন সাহেব ফিরে এলেন। সব কথা শুনে আমায় বললেন যে, আপনি আপাতত গা-ঢাকা দিন। আমি কিছু টাকা জোগাড় করে দেব। তার পরে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলেম। খুব ভোরে জুতোর শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। কলকাতা পুলিসের স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি কমিশনার মিষ্টার কীড়, সব-ইনস্পেকটর মুরশিদীকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। মুরশিদী বললেন "স্যার, ইনিই মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ"। দেখলাম সব দিক পুলিসেরা ছেয়ে ফেলেছে। বাড়ীতে তল্লাশীও হলো। কিছুই তাতে পাওয়া গেল না। আমার এই গিরেফতারের তারিখটি সম্ভবত ১৭ই মে (১৯২৩) ছিল। মিষ্টার কীড় আমাকে তাঁর সঙ্গে স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসে যেতে বললেন। কুতবুদ্দীন সাহেব মিষ্টার কীড়কে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি মুজফ্‌ফর আহ্‌মদকে গিরেফতার করলেন?" বললেন, "না। কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেই ছেড়ে দেব"। এই সময়ে পেশোয়ারে কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। আমি কিন্তু এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে কোন খবরই রাখতাম না। এই সম্বন্ধে ইংরেজি খবরের কাগজে কোনো দিন কিছুই ছাপা হয়নি।

স্পেশাল ব্রাঞ্চের আফিসে (এখনকার ১৪ নম্বর লর্ড সিংহ রোডে) নিয়ে গিয়ে আমাকে প্রথমে আউট হাউসে বসানো হলো। সেখানে বড় বড় অফিসাররা (ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের অফিসাররাও) এসে আমায় একবার করে দেখে গেলেন। নলিনী মজুমদার (তখন স্পেশাল ব্রাঞ্চের ইনস্পেকটর) বলে গেলেন যে এরপরে আমার সঙ্গে তাঁর পেশোয়ারে দেখা হবে। এসিস্টান্ট সব-ইনস্পেকটররা গুঞ্জন করতে লাগলেন, এতকাল রোদে দাঁড়িয়ে আমরা করলাম ওয়াচ, আর এখন কিনা ট্রাভেলিং এলাউন্স মারবেন ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের লোকেরা ! কোনো বন্দীকে নিয়ে বাইরে যেতে হলে বেঙ্গল পুলিসের ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের লোকেরাই সঙ্গে যেতেন। আমি যদিও কোনো দলীল-পত্র পাইনি তবুও মনে হয় ভারত গবর্ণমেন্ট আমাদের প্রথমে পেশোয়ার কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার সঙ্গে জুড়ে দিতে চাইছিলেন। শওকত উসমানীকে কানপুর হতে পেশোয়ারে নিয়েও যাওয়া হয়েছিল। মোকদ্দমা শেষ হয়ে আসার কারণে বোধ হয় ভারত গভর্ণমেন্ট মত বদলে ছিলেন। যা'ক আমাকে সারাদিন সেই আউট হাউসে বসিয়ে রেখেই একথা-সেকথা জিজ্ঞাসা করা হলো, কেউ কিছু লিখলেন না। সন্ধ্যার কিছু আগে মিষ্টার কীড এসে বললেন, "তোমাকে গিরেফতার করা হলো।" তারপরে আমায় নিয়ে যাওয়া হলো লাল বাজারের পুলিস-লক-আপে। তখনকার দিনে কলকাতা পুলিসের ডেপুটি কমিশনারদের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা ছিল। তাঁরা কোর্টে হাজির না করিয়েও যে-কোন আসামীকে ১৫ দিন পুলিস হাজতে রেখে দিতে পারতেন। এখন তাঁদের সে-ক্ষমতা আর নেই। দ্বিতীয় দিন স্পেশাল ব্রাঞ্চের আফিসে নিয়ে গিয়ে সারাদিন আমায় প্রশ্নবাণে জর্জরিত করা হলো। বিভিন্ন অফিসার একের পর এক আমায় প্রশ্ন করলেন। আমি বলে গেলেম আমি কিছুই জানিনে। এইভাবে চার-পাঁচ দিন কাটলো। পুলিসের হাতে কি দলীল আছে, না আছে তখনও আমি ধরতে পারি নি। চার-পাঁচদিন পরে পুলিস তাঁদের হাতের অস্ত্র বা'র করলেন। তাঁরা আমায় দেখালেন আমার ইউরোপে পাঠানো বহু পত্রের ফটোস্টাট কপি এবং ইউরোপ হতে আমার নামে আসা বহুসংখ্যক পত্রেরও ফটোস্টাট কপি। দেখলাম আমার দু'তিনটি পোস্ট বক্‌সের খবরই শুধু পুলিস জানতে পারেনি। আমি তখন স্বীকার করলাম যে আমি একজন কমিউনিস্ট, ইন্টারন্যাশনালের সহিত আমার সংযোগ আছে এবং মানবেন্দ্রনাথ রায় কমিউনিস্ট

ইন্টারন্যাশনালের প্রতিনিধি। সেই হিসাবেই তাঁর সঙ্গে আমার পত্র লেখা-লেখি হয়। আপাতত ভারতে আমরা কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলতে চাই। একথাও বললাম যে প্রবাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি আছে এবং তা কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের দ্বারা স্বীকৃত। " ইন্টারন্যাশনাল প্রেস করেসপন্ডেন্সে'" তা ছাপা হয়েছিল। বিদেশে বা'র হওয়া আমাদের প্রথম কাগজের নাম ছিল "ভ্যানগার্ড অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স", তারপরে নাম হয়েছিল "এডভান্স গার্ড" এবং তারও পরে নাম যখন হলো শুধু "ভ্যানগার্ড", দ্বিতীয় পর্যায় (১৯২৩), তখন নামের নীচে লেখা হতে থাকল সেন্ট্রাল অরগ্যান অফ্ দি কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া, এ শেক্শন অফ দি কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল।

বাঙলা দেশের বাহিরে যাঁরা কমিউনিস্ট ছিলেন তাঁদের মধ্যে আমি শুধু শওকত উস্‌মানীকেই একবার দেখেছিলেম। সে আমার আগেই গিরেফতার হয়েছিল। এস. এ. ডাঙ্গের সঙ্গে আমার খুব বেশী না হলেও পত্র লেখালেখি হতো। তবে, সেও কোথা থেকে কিভাবে কমিউনিস্ট হয়েছিল তা আমার জানা ছিল না। ভারতের আর যাঁরা কমিউনিস্ট ছিলেন এবং পেশোয়ার কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা যাঁদের বিরুদ্ধে চলেছিল, তাঁদের একজনকেও আমি তখন জানতাম না। ইচ্ছা করলেও তাঁদের সম্বন্ধে আমি কিছু পুলিসকে বলতে পারতাম না। আমাদের সকলের মধ্যবিন্দু ছিল কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল। তার সঙ্গে আমাদের সংযোগের মারফত ছিল ভারতের প্রবাসী কমিউনিস্ট পার্টি। বাঙলায় অনেকের সঙ্গেই আমার সংযোগ ছিল। তাঁরা আমার মারফতে বিদেশেও চিঠিপত্র লিখতেন। নিজেরা সোজাসুজিও চিঠিপত্র লিখেছেন। তাঁরা দেশে শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলে তার নেতৃত্বে বিপ্লবের পথে এগিয়ে যাবেন একথা দিয়েছিলেন। আমি আজও মনে মনে আত্মশ্লাঘা অনুভব করি যে তাঁদের একজনেরও সম্বন্ধে আমি একটি কথাও পুলিসের নিকটে উচ্চারণ করিনি।

ক্রিমিনল প্রসেডিওর কোডের ৫৪ ধারা অনুসারে আমি গিরেফতার হয়েছিলেম। এ ধারায় বন্দী চাইলেই তাকে জামিনে ছেড়ে দিতে হয়। আমার কিংবা আমার বন্ধুদের একথা জানা ছিল না।

আট-নয় দিন পরে মিস্টার এ. কে. ফজলুল হক যখন আমার এ ধারায় গিরেফতারের কথা জানতে পারলেন তখন তিনি মিস্টার কীডকে বললেন 'মুজফ্‌ফর আহ্‌মদকে আজ এখনই যদি জামিনে ছেড়ে না দেওয়া হয় তবে আমি কাল হাইকোর্টে দরখাস্ত করব "। সঙ্গে সঙ্গেই ৫০০ টাকার জামিনে আমায় ছেড়ে দেওয়া হলো। সকলে বললেন, ব্যাপার তেমন কিছুই নয়। তাহলে কি পাঁচশ' টাকার জামিনে ছেড়ে দেয়? তাই, আমি কিছুই করলাম না। অথচ, জামিনের টাকার অঙ্ক পাঁচশ টাকা থাকার সময়ে ইচ্ছা করলেই আমি গা-ঢাকা দিতে পারতাম। জামিনের একটা শর্ত ছিল এই যে জামিনে ছাড়া পাওয়ার সময়ে ডেপুটি কমিশনার ডেকে পাঠালেই আমায় স্পেশাল ব্রাঞ্চের আফিসে হাজির হতে হবে। একদিন তিনি ডেকে পাঠালেন। ইতোমধ্যে পুলিসের অজানা আমার একটি পোস্ট বক্সকে তাঁরা আবিষ্কার করে ফেলেছেন। কীড সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "খুরশীদ জামালকে (একজন মহিলার নাম) চেন? আমি বললাম "না"। তখন তিনি বললেন, "তুমি ঘোর মিথ্যাবাদী, তোমার জামিনের টাকার অঙ্ক বাড়িয়ে দশ হাজার করা হলো"। আমার জন্যে দশ হাজার টাকার জামিন দাঁড়াবার লোক তখন কেউ ছিলেন না। কুতবুদ্দীন সাহেব কলকাতার বাহিরে গিয়েছিলেন।

আমি আবার লাল বাজার লক-আপে গেলাম। পরে জেনেছি ব্যাপারটা অন্যরকম ছিল। অধ্যাপক গুলাম হুসয়ন, শওকত উসমানী ও আমাকে ১৮১৮ সালের ৩ নম্বর রেগুলেশন অনুসারে বন্দী করার প্রস্তাবে গভর্ণর জেনারেল সই দিয়েছিলেন। সেই খবরই সম্ভবত তারযোগে কলকাতায় এসেছিল। ৯ই জুন (১৯২৩) তারিখে ভারত গবর্ণমেন্টের হোম সেক্রেটারী গুলাম হুসয়ন, শওকত উস্‌মানী ও আমার নামে ১৮১৮ সালের ৩ নম্বর রেগুলেশনের ওয়ারেন্ট ইসু করেছিলেন। ১৬ই

জুন (১৯২৩) তারিখে কলকাতার পুলিস হেড় কোয়ার্টার্সে আমাকে এই ওয়ারেন্ট দেখানো হলো। তাতে নির্দেশ ছিল যে আমাকে ১৮১৮ সালের ৩ নম্বর রেগুলেশন (The Bengal State Prisoners Act of 1818) অনুসারে আলিপুর সেনট্রাল জেলে বন্দী করে রাখা হবে। সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। জীবনে এই প্রথম আমি জেলে প্রবেশ করলাম।

'বিংশ শতাব্দীর শারদীয় সংখ্যার জন্য আমি এই লেখাটি লিখছি। পত্রিকায় অফুরন্ত জায়গা নেই, আর খুব বড় একটি লেখা তৈয়ার করার সময়ও আমার এখন নেই। কাজেই লেখাটিকে সংক্ষেপ করার চেষ্টা আমি করব। আমাদের নিয়ে কী যে হবে তা ব্রিটিশের সেক্রেটারী অফ্ স্টেট ফর্ ইন্ডিয়া ও দিল্লীর ভারত গবর্ণমেন্ট কিছুতেই ঠিক করতে পারছিলেন না। একবার তাঁরা ভাবলেন কানপুর, এলাহাবাদ, কলকাতা কিংবা আর কোথাও আমাদের নামে মোকদ্দমা করা হোক। মোকদ্দমার প্রস্তুতিতে সময় লাগবে। অতএব ১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেশন অনুসারে তিন জনকে বন্দী করা হোক। তা করেও ভারত গবর্ণমেন্ট মনে শান্তি পাচ্ছিলেন না। তাঁরা বার্মার গবর্ণমেন্টকে (তখন বার্মা ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল) লিখলেন যে এই তিনজন লোককে বার্মার কোনো সুদূর ইলাকায় পৃথক পৃথক বন্দী করে রাখার ব্যবস্থা করতে পারেন কিনা। জওয়াব দিলেন বার্মার গবর্ণমেন্ট যে তাঁরা গুলাম হুসয়নকে থায়েটমিও (Thayetmyo), শওকত উসমানীকে মিন্‌গিয়ান (Myingyan) ও মুজফ্‌ফর আহ্‌মদকে মান্দালয়তে (Mandalay) বন্দী করে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। আমরা রেঙ্গুনে কখন পৌঁছব সে খবর জানতে চেয়েছেন বার্মার গবর্ণমেন্ট। আমি জীবনে কখনও বার্মায় যাইনি। তবুও আজ ভেবে মনে মনে আরাম পাচ্ছি যে আমার জন্যে নির্দিষ্ট জায়গাটি নিশ্চয় অন্য দু'টি জায়গায় চেয়ে ভালো ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বার্মায় আমাদের পাঠানো হয়নি।

আমাদের যে কমিউনিস্ট না ব'লে 'বলশেভিক' বলা হলো তারও নির্দেশ এসেছিল ব্রিটেনের সেক্রেটারী অফ্ স্টেট ফর্ ইন্ডিয়ার আফিস হতে। রাশিয়ায় বলশেভিকরা ক্ষমতা দখল করেছিলেন। আমরা যে তাঁদেরই 'এজেন্ট' এটাই ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট প্রচার করতে চেয়েছিলেন। তাঁদের কূটনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধিরই এটা ছিল একটি ব্যাপার।

কানপুরের ডিসট্রিকট ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতেই ফৌজদারী দন্ডবিধি আইনের (Indian Penal Code), ১২১-এ (121-A,) ধারা অনুসারে মোকদ্দমা রুজু হলো। আইনের এই ধারার মানে হলো 'রাজা ও সম্রাটকে ব্রিটিশ ভারতের রাজত্ব হতে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র (Conspiring to Deprive the King-Emperor of His Sovereignty of British India), এর উচ্চতম সাজা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। মোকদ্দমার বিচার সেশন্‌স্ আদালতে হওয়া অপরিহার্য। মোকদ্দমায় আসামী ছিলেন ঃ

(১) মানবেন্দ্রনাথ রায় (পুরনো নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য)

(২) রামচরণলাল শর্মা।

(৩) গুলাম হুসয়ন।

(৪) মলয়পুরম সিঙ্গারাবেলুচেটিয়ার

(৫) শ্রীপৎ অমৃত ডাঙ্গে (Shripat Amrit Dange)

(৬) নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত (নলিনীর নিজের মতে তার আসল নাম নলিনীকুমার দাশগুপ্ত। নলিনী গুপ্ত সংক্ষিপ্ত নাম)

(৭) শওকত উস্‌মানী (আসল নাম মাওলা বখ্‌শ্। স্কুলেও তার এই নামই ছিল)

(৮) মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

শেষের চার জনকেই শুধু আদালতে হাজির করতে পারা গিয়েছিল। মানবেন্দ্রনাথ রায়

ইউরোপে ছিলেন। তাঁকে আদালতে হাজির করানো সম্ভব হয়নি। তবে, ১৯৩১ সালে এই মোকদ্দমাতেই এবং কানপুরেই তাঁর বিচার হয়েছিল। সেশন্স্ আদালতে তাঁর বারো বছরের সাজা হয়েছিল। হাইকোর্টের আপীলে সাজা কমে ছয় বছরের হয়ে যায়।

রামচরণলাল শর্মা একজন সুবিধাবাদী লোক ছিলেন। ১৯০৫-৬ সালের আন্দোলনের সময়ে তিনি এলাহাবাদ হতে উর্দু ভাষায় "স্বরাজ" নামে একখানা কাগজ বা'র করেছিলেন। এই কাগজে রাজদ্রোহমূলক লেখা ছাপানোর অপরাধে তাঁর লম্বা সাজা হয়। তাঁকে আন্দামানেও পাঠানো হয়েছিল। মুক্তি পেয়ে আসার কতদিন পরে তা জানিনে, তিনি এক রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা দেন। তার ফলে পিনাল কোডের ১২৪-এ (124-A) ধারা অনুসারে তাঁর বিরুদ্ধে গিরেফতারী পরওয়ানা বা'র হয়। তিনি পালিয়ে পণ্ডিচেরীতে চলে যান এবং ফরাসী গবর্ণমেন্টের আশ্রয় গ্রহণ করেন। মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় অযোধ্যা প্রসাদ আমাদের সহবন্দী ছিল। তাঁর সঙ্গে রামচরণলাল শর্মার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তার মুখে শুনেছি, শর্মা পণ্ডিচেরীতে বড় আর্থিক কষ্টে দিন কাটাচ্ছিলেন। তাঁর ওপরে পুলিসের কড়া নজর তো ছিলই। এই পুলিসরা তাঁর দুঃখ- কষ্ট দেখছিলেন। একদিন এক পুলিস অফিসার এসে তাঁকে বললেন যে আপনি বড় আর্থিক কষ্টে আছেন। একটি কাজ করলে আপনার কষ্টের কিছু লাঘব হতে পারে। বিদেশে যে ভারতের কমিউনিস্টরা আছেন আপনি তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করুন। এই অফিসারই রামচরণলাল শর্মাকে এম্ এন রায়ের ঠিকানা দিয়েছিলেন। মোটের ওপরে তাঁকে আদালতে হাজির করানো সম্ভব ছিল না।

গুলাম হুসয়ন পেশাওয়ার মিশন কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি তাঁর ছাত্রজীবনের বন্ধু প্রবাসী কমিউনিস্ট নেতা খুশী মুহম্মদ ওর্ফে মুহম্মদ আলী প্রমুখের প্রভাবে কমিউনিস্ট পার্টিতে এসেছিলেন। ১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেশনের বন্দীদশা সইতে না পেরে, পার্টির বহু টাকা হজম ক'রে এবং যা জানতেন না জানতেন, তার সব কিছু গবর্ণমেন্টকে বলে দিয়ে নিজের মুক্তি কিনেছিলেন। কানপুরের আদালতে তিনিও এলেন না।

মাদ্রাজের বৃদ্ধ সিঙ্গারাবেলুচেটিয়ারকে পুলিসরা গিরেফ্তার করতে গিয়ে দেখলেন যে তিনি খুবই অসুস্থ। বড় বড় ডাক্তাররা অভিমত জানালেন যে তিনি বিছানা হতে উঠতে পারবেন না। তাঁকে জামিনে ছেড়ে দেওয়া হলো।

চারজনের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চলল। নিম্ন আদালতে আমাদের পক্ষে কোন উকীল ছিল না। সরকারের পক্ষে ছিলেন মিস্টার সি. রস্ অলস্টন (এলাহাবাদ হাইকোর্টের ব্যারিস্টার)। তাঁর দৈনিক ফিস ছিল এক হাজার টাকা। মোকদ্দমায় ফরয়াদী ছিলেন মিস্টার সেসিল কে (Key), ভারত গবর্ণমেন্টের হোম ডিপার্টমেন্টের অন্তর্ভুক্ত সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর ডিরেকটর।

ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে কোনো বয়ান দেওয়া তো দূরের কথা সেশন্স্ কোর্টেও কোনো বয়ান দাখিল করার কথা আমরা ভাবিনি। হঠাৎ ২৮শে মার্চ (১৯২৪) তারিখে ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে একটা বয়ান দিয়ে ডাঙ্গে আমাদের স্তম্ভিত ক'রে দিল। সে তাতে যে মোদ্দা কথাগুলি বলেছিল তা হচ্ছে সংক্ষেপে এই ঃ

(১) কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের প্রতিনিধিরূপে ভারতে এম এন রায়ের নাম যখন কেউ কোনোদিন শোনেনি তখনও আমি এদেশে সোশ্যালিজম প্রচার করেছি।

(২) বোধহয় আমার লেখা বই ও আমার সম্পাদিত কাগজ পড়ে এম এন রায় ও কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল আমার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেছে।

(৩) কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের প্রতিনিধি রূপে আশ্লী (Ashleigh) নামক একজন তার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তিনি ডাঙ্গেকে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার

কথা বলেন। ডাঙ্গে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের নীতি ও ইচ্ছার কথা জানতে চেয়ে যখন শুনল যে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে চলে যায় এটাই ইন্টারন্যাশনালের উদ্দেশ্য, তখন সে আশ্লীকে জানাল যে সে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের কংগ্রেসে যোগ দিতে পারবেন না। অর্থাৎ ডাঙ্গে ভারতের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার সমর্থক ছিল না।

(৪) গয়া কংগ্রেসের পূর্বক্ষণে এম এন রায় যখন রয়টারের মারফতে তাঁর প্রোগ্রাম প্রচার করেছিলেন তখন ডাঙ্গে তাঁর সঙ্গে একমত হয়নি এবং তার কাগজে "রয়টার বলশেভিকবাদ প্রচার করছে" শিরোনামে প্রবন্ধ লিখে সে এই প্রোগ্রামের বিরোধিতা করেছে। অতএব, ডাঙ্গেকে ছেড়ে দেওয়া হো'ক।

ডাঙ্গের সুবিধাবাদ নূতন নয়।

দাযবা আদালতে আমাদের পক্ষ সমর্থনে একজন ব্যারিস্টার ও একজন উকীল নিযুক্ত করা হয়েছিল। ডাঙ্গের মহারাষ্ট্রীয় বন্ধু শ্রীজোগ, শ্রীকপিলদেব মালবীয়কে নিযুক্ত করেছিলেন ডাঙ্গে ও নলিনী গুপ্তের জন্য। একেবারেই নূতন উকীল। কলকাতা হতে কুতবুদ্দীন সাহেব ও আবদুল হালীম ব্যারিস্টার মণিলাল ডকটরকে নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন। খুব ভালো ও সৎ লোক। চিরজীবন দক্ষিণ আফ্রিকা, ফিজি দ্বীপ প্রভৃতি ব্রিটিশ কলোনীতে ব্যবসায় চালিয়েছেন। এদেশেব ধরন-ধারণ জানতেন না। আইনের গভীর জ্ঞান দু'জনার একজনেরও ছিল না। উস্‌মানী আর আমি মণিলাল ডক্‌টরের মক্কেল হলাম। ডাঙ্গের অনুমোদনে শ্রীজোগের ব্যবস্থাটা কি রকম যেন সাম্প্রদায়িক মতো হয়ে গেল।

বিচারে আমাদের প্রত্যেকের চার বছরের সশ্রম কারাদন্ড হলো। জজ্‌ ছিলেন সুবিখ্যাত মিস্টার হোম (Holme)। চৌরিচৌরার মোকদ্দমায় এই ভদ্রলোক ১৭২ জন কৃষককে ফাঁসীতে লটকাবার হুকুম দিয়েছিলেন।

এখানে একটি কথা বলে রাখছি। ১৯৬৪ সালে ডাঙ্গে ও নলিনী গুপ্তের সরকারেব নিকটে দয়া ভিক্ষা চাওযার দরখাস্তগুলি যখন ধরা পড়ে তখন ডাঙ্গের বন্ধুরা Shripat ও Shripad নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। তাঁদের মতে ডাঙ্গে বরাবর Shripad লেখে। অতএব দরখাস্তগুলি জাল। কিন্তু কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় Shripat Amrit Dange-ই অভিযুক্ত হয়েছিল, Shripad Amrit Dange হযনি। ডাঙ্গেকে বাধ্য হয়ে দরখাস্ত Shripat নামই দস্তখৎ করতে হয়েছিল।

এখন আপীলের কথা বলি। আমাদের সাজা হওয়ার পরে নলিনী গুপ্ত মিস্টার জে, এম, সেনগুপ্তকে এক পত্র লেখে। তাতে অনুরোধ করে যে তিনি যেন এলাহাবাদ এসে আমাদেব আপিলের পরিচালনা করেন। কানপুর জেলে থাকার সময়ে কেউ এলাহাবাদের বিখ্যাত এডভোকেট মিস্টার প্যারেলাল ব্যানার্জির নামে ওকালতনামায় আমাদের সই করিয়ে নেন। নিশ্চয় ডাঙ্গের বন্ধুরা একাজ করিয়ে থাকবেন। আমি মনে মনে সন্তুষ্ট থাকি যে মিস্টার সেনগুপ্ত যদি নাও আসেন মিস্টার প্যারেলাল ব্যানার্জি আছেন। জেলের আইন অনুসারে আপীল হওয়ার আগে কয়েদীদের বদলী করা মানা আছে। তবে হাইকোর্টের নিকটতম কোনো জেলে বদলী করা চলে। শওকত উসমানী আর আমি কিছুই জানতাম না, ইতোমধ্যে আমাদের মধ্য হতে ডাঙ্গে ও নলিনী দয়া ভিক্ষা করে গবর্ণমেন্টের নিকটে দরখাস্ত করেছিল তা সত্ত্বেও আমাদের চারজনকে চার বিভিন্ন জেলে বদলী করা হলো, - আমাকে রায়-বেরিলিতে, ডাঙ্গেকে সীতাপুরে, নলিনীকে গোরখপুরে এবং উসমানীকে

বেরিলিতে। ডাঙ্গে আর নলিনী দয়া ভিক্ষা করে গবর্ণমেন্টের নিকটে দরখাস্তের পর দরখাস্ত পাঠিয়েছিল। আপীল সম্বন্ধে তাদের তেমন উৎসাহ ছিল না। আমার মনে হয়েছিল ভালোভাবে আপীল চালালে সাজা কিছু কমে যেতে পারে। শেষ পর্যন্ত মিস্টার সেনগুপ্ত এলেন না। আমাদের নিকট হতে ওকালতনামা সই করিয়ে নিয়ে মিস্টার ব্যানার্জি কেন সরে গেলেন তা জানিনে। আশ্চর্য নয় যে তাঁর ওকালতনামা হাইকোর্টে দাখিল করা হয়নি। ডাঙ্গের বন্ধুদের চক্রান্ত ছিল যে তাঁরা কোনোরকমে শ্রীকপিলদেব মালবীয়কে ঠেলে তুলবেন। হাইকোর্টে কোনো মোকদ্দমার তদবীর করার অধিকার তাঁর ছিল না। বিশেষ অনুমতি নিয়ে তিনিই আপীলেরও তদবীর করলেন। আমি তাঁর পক্ষে কোনো ওকালতনামা সই করিনি। সম্ভবত ডাঙ্গের ওকালতনামার বলেই তিনি আপীলের তদবীর করেছিলেন।

আপীলে সাজা বহাল থাকল।

এখানে একটি কথা বলে রাখতে চাই। ডাঙ্গে "নিউ-এজ" কাগজে লিখেছে যে পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু আমাদের মোকদ্দমা সম্বন্ধে বিশেষ খোঁজ-খবর নিচ্ছিলেন। ডাঙ্গের ভাষা আমার মনে নেই। তবে, আমাদের মোকদ্দমা যে পণ্ডিত মোতিলালের পর্যবেক্ষণাধীন ছিল এমন কথা আমি কখনও শুনিনি। এই জন্যেই কি নিম্ন আদালতের একজন অতি জুনিয়র উকীল বিশেষ অনুমতি নিয়ে হাইকোর্টে আমাদের আপীলের তদবীর করলেন? নেহরু পরিবারের তোষণ করার জন্যই ডাঙ্গে কথাটা বলেছেন।

আমি কলকাতার আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে বদলী হওয়ার জন্য দরখাস্তের পর দরখাস্ত করেছিলেম। সাজা পাওয়ার পরে আমাদের সাধারণ কয়েদীতে পরিণত করা হলো। যুক্ত প্রদেশের জেলের কায়দা অনুসারে আমাদের পায়ে লোহার কড়া ও গলায় লোহার হাসুলি পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সে যাই হোক, সে যুগে যুক্ত প্রদেশের জেলের খাওয়া ছিল অত্যন্ত খারাপ। আমি সে খাওয়া খেতে পারছিলেম না। স্টেট প্রিজনার রূপেই আমি বাঙলার জেলে ছিলেম। কিন্তু সাধারণ কয়েদীদের যে খাদ্য দেওয়া হতো আমি তা দেখেছি। সে খাদ্য খারাপ হলেও যুক্ত প্রদেশের জেলের খাদ্যের চেয়ে অনেক অনেক ভালো ছিল। এজন্যই বাঙলার জেলে আমি বদলী হতে চেয়েছিলেম। প্রথমে তো আপীলের জন্যে গবর্ণমেন্ট কোন সিদ্ধান্ত নিল না। আপীল চুকে যাওয়ার কিছুদিন পরে ভারত গবর্ণমেন্ট আমার বদলীর দরখাস্ত না-মঞ্জুর করলেন। আমি ভেবে ভেবে আশ্চর্য হচ্ছিলেম যে কেন আমায় বদলী করা হলো না। ১৯৬৪ সালের ৭ই এপ্রিল তারিখে আমি অন্য কমরেডদের সঙ্গে ভারত গবর্ণমেন্টের হোম ডিপার্টমেন্টে ডাঙ্গে ও নলিনী সংক্রান্ত কাগজগুলি পড়তে গিয়েছিলেম। বিশেষ করে তাদের চিঠিগুলিই আমরা পরীক্ষা করেছিলেম। এই সকল কাগজ-পত্রের সঙ্গে বঙ্গীয় সরকারের চীফ্ সেক্রেটারীর একখানা পত্রও পড়লাম। তা থেকে বুঝেছিলাম যে বাঙলার সরকারই আমাকে বাঙলার জেলে নিতে রাজী হননি। তাঁরা বলেছেন, আমি কলকাতার জেলে আসলে বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করব। কিন্তু বাঙলার অন্য কোনো জেলেও তো তাঁরা আমায় নিতে পারতেন।

আমার কয়েদ শেষ হওয়ার আগেই আমি যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হয়ে জেল হতে মুক্তি পেয়েছিলেম। ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে স্টেট প্রিজনার থাকাকালেই আমার বুকের বেদনা আরম্ভ হয়েছিল। কয়েক বছর পরে সে জেলের আই এম এস সুপারিন্টেন্ডেন্ট মেজর বি জি মালিয়ার সঙ্গে আমার যখন দেখা হয়েছিল তখন তিনি স্বীকার করেছিলেন, ঢাকা জেলেই আমার রোগের সূত্রপাত হয়েছিল। আমি কানপুর জেলে যখন বিচারাধীন বন্দী হিসাবে প্রবেশ করেছিলেম তখন আমার শরীরের ওজন ছিল ১১২ পাউন্ড। ক'মাস পরে ১৯২৪ সালের জুলাই মাসের ৫ই তারিখে

আমি রায়-বেরিলি জেলে প্রবেশ করেছিলেম ৯৫ পাউন্ড ওজন নিয়ে। ১৯২৫ সালের আগস্ট মাসে সে ওজন ৮১ পাউন্ডে নেমে এসেছিল। রায়-বেরিলি জেলে ঢোকার ক'দিনের মধ্যেই আমি রক্তবমি করেছিলেম। তারপরেও থুথুর সঙ্গে আমার রক্ত এসেছে।

ডাক্তার ডি কে মুখার্জি রায়-বেরিলি জেলের সিভিল সার্জন ছিলেন। সেই হিসাবে তিনি রায়-বেরিলি ডিস্ট্রিক্ট জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্টও ছিলেন। অফিসার ও ক্লার্কদের মধ্যে তিনিই একমাত্র বাঙালী ছিলেন, আর কয়েদীদের মধ্যে আমি। তিনি সরকারভক্ত লোক ছিলেন, কিন্তু চিকিৎসক ছিলেন ভালো। তাঁর ওখানে আমি চৌদ্দ মাসের কিছু বেশী কাল ছিলেম। তাঁর অধীন কর্মচারীরা সন্দেহ করবেন এই ভয়ে তিনি কোনোদিন বাঙলায় আমার সঙ্গে একটিও কথা বলেননি। আমাকে তিনি প্রায়ই পরীক্ষা করতেন, আর বলতেন রক্ত এসেছিল আমার মাড়ি থেকে। আবার খবরও নিতেন আমার পরিবারের লোকেরা, বিশেষ করে আমার বাবা ও মা কতদিন বেঁচেছিলেন এবং কি রোগে মরেছেন।

১৯২৫ সালের জুলাই মাসে আমার অবস্থা দেখে ডাক্তার মুখার্জি ভয় পেয়ে গেলেন। অবশ্য আমায় কিছু বললেন না। আগে কিছুই জানতে পারিনি, এখন গবেষক ছাত্রদের কাছ থেকে জানতে পারছি যে ১৯২৫ সালের ৭ই আগস্ট তারিখে আমার সম্বন্ধে ডাক্তার মুখার্জি জেলের ৬১ নম্বর ফর্ম ভর্তি করলেন। এই ফর্মের ভর্তি করাকেই সাধারণ কয়েদীরা 'জানখালাসী' বলে।

তিনি আমার শরীরের ওজন কমার কথা লিখলেন। তাঁর জেলে যে ৯৫ পাউন্ড থেকে ৮১ পাউন্ড ওজন নেমেছে সে কথাই শুধু লিখলেন। কানপুর জেলে কত পাউন্ড ওজন নিয়ে ঢুকেছিলেম সে খবর আনালেন না। একথাও তিনি লিখলেন যে আমি হাড় ও চামড়ায় পরিণত হয়েছি (He has been reduced almost to bone and skin)। গত দু'মাসে আমার ওজন দ্রুত কমেছে ও পনের দিন ধরে আমার অনিয়ন্ত্রিত জ্বর হচ্ছে একথাও লিখলেন তিনি। তিনি মত প্রকাশ করলেন যে আমি প্রাথমিক যক্ষ্মা রোগে ভুগছি।

তারপরে মন্তব্য প্রকাশ করলেন যে —

(ক) বন্দী যদি জেলে থাকে এ রোগে তার মৃত্যু ঘটতে পারে।

(খ) জেল থেকে মুক্তি পেলে বন্দীর আরোগ্যলাভ করার সম্ভাবনা আছে।

(গ) বন্দী নিজের রোগ নিজে সৃষ্টি করেনি।

যুক্ত প্রদেশের সপারিষদ গবর্ণর আমার মুক্তির সুপারিশ করলেন। তারপরে ভারত গবর্ণমেন্টের হোম ডিপার্টমেন্টের নিকটে ব্যাপারটি গেল। তাঁরা এ'ও লিখলেন ভারত গবর্ণমেন্টের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় বন্দীকে আলমোড়া ডিসস্ট্রিক্ট জেলে স্থানান্তরিত করা হলো।

ভারত গবর্ণমেন্টের হোম সেক্রেটারী মিস্টার জে, ক্রেরার আমায় মুক্তি দিতে স্বীকৃত হলেন, কিন্তু বললেন যে বন্দী একটি বিশিষ্ট মোকদ্দমার আসামী। হিজ্ এক্সেলেন্সিকেও, অর্থাৎ গবর্ণর জেনারেলকেও কাগজপত্র দেখানো হো'ক। তিনিও সম্মত হয়েছিলেন।

যেদিন আমিমোড়া জেলে পৌঁছেছিলেম তার পরের দিন সকালে আমার ওজন নিয়ে দেখা দেখা গেল যে তা ৭৬ পাউন্ডে নেমেছে। সেদিনই আমি মনে মনে প্রথম ভয় পেয়ে গেলাম যে আমি কি আর বাঁচব না? এর পরক্ষণেই স্বাস্থ্যের অজুহাতে আমার মুক্তির নির্দেশ পৌঁছে গেল। জেলর আমায় তা প্রথম দেখালেন। কিন্তু আমি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইনি। তখন মৃত্যুর ভয় এসেছিল আমার মনে।

আলমোড়ার রানীধারাস্থিত বিশ্রামগৃহের বাথরুমে যেদিন আমি প্রথম অনাবৃত সর্বাঙ্গ দেখেছিলেম সেদিনও আমি আতঙ্কিত হয়েছিলেম। এ কী হাল হয়েছে আমার !

চার মাস আল্‌মোড়ায় বাস করার ফলে আমার স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। ১৯২৬ সালের জানুয়ারী মাসে আমি কলকাতায় ফিরে এসেছিলেম।

কিন্তু আমি যে ফিরে এসে আমার রাজনীতিক কাজকর্ম আবার শুরু করলাম তাতে সেন্ট্রাল ইন্‌টেলিজেন্সের লোকেরা বড় অখুশী হলেন। মিস্টার ডেভিড পেট্রি তখন ডিরেকটর। তিনি হয়তো মনে করলেন যে-ব্যক্তি একবার জেল খাটল সে আবার তার রাজনীতিক কাজ শুরু করে কি করে? অথবা স্বাস্থ্যের অজুহাতে যে-ব্যক্তি জেল হতে ছাড়া পেয়েছে সে যদি না'ও মরে তবে তার তো পঙ্গু হয়ে থাকারই কথা। সে কি করে আবার কাজে নামে? আমি চার মাস আলমোড়া পাহাড়ে বাস করেছি, তাতে আমার স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল, এটা যেন ভাববারই কথা নয়।

আমি কলকাতা পৌঁছেছিলাম ২রা জানুয়ারী (১৯২৬) তারিখে। ২০শে জানুয়ারী (১৯২৬) তারিখে পেট্রি একটি লম্বা নোট পাঠালেন হোম সেক্রেটারীর নিকটে। তার সঙ্গে আমার সম্পর্কে কিছু রিপোর্টও তিনি পাঠিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন মুক্তি পাওয়ার পরে কত তাড়াতাড়ি মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ আবার তার কমিউনিস্ট কার্যক্রম আরম্ভ করে দিয়েছে ! যুক্ত প্রদেশ সরকারের কাগজ-পত্র পড়ে বোঝা যাচ্ছে যে ছেড়ে দেওয়ার সময়ে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের ওপরে একেবারেই কোনো শর্ত আরোপ করা হয়নি। লিখেছেন, এজন্যে আমরা তাকে কিছু বলতেও পারছিনে। সে যে-ভাবে তার কাজকর্ম আবার শুরু করেছে তাতে তো তার স্থান জেলেই হওয়া উচিত, কিন্তু কোনো শর্তের অধীনে তো তাকে মুক্তি দেওয়া হয়নি। মিস্টার পেট্রি এমনভাবে লিখেছিলেন যে তাতে বোঝা যাচ্ছিল আমার মুক্তির হুকুম পাশ করার আগে তাঁকে কাগজ-পত্র দেখানো হয়নি।

হোম সেক্রেটারী মিস্টার ক্রেয়ার আবার সব কাগজ-পত্র পড়লেন। ইন্‌টেলিজেন্স ব্যুরোর ডিরেকটরকে আমার মুক্তি সম্পর্কিত কাগজপত্র যে দেখানো হয়নি তার জন্যে তিনি দুঃখ প্রকাশ করলেন। তিনি এ মন্তব্যও করলেন যে মেডিক্যাল রিপোর্টের ভিত্তিতে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদকে মুক্তি দিতেই হতো। আর শর্ত তো মেনে নেয় বন্দী। এ বন্দী কি তাই করত?

মিস্টার পেট্রি আবারও নোট লিখলেন। বললেন, কাগজ-পত্র তাঁকে দেখানো হয়েছিল। তবে তিনি জানতেন না যে কোনো শর্ত আরোপ করা হয়নি। আরও দুঃখ করে বলেছেন যে .... "What is more, he [Muzaffar Ahmad] leems to be back in the movement again with both feet".

নানা দলীল-পত্র একত্র ক'রে এটা নিশ্চিত বোঝা গিয়েছে যে নলিনী গুপ্ত একেবারেই সাধু ব্যক্তি ছিল না। পুলিসের নিকটে সে বিবৃতির পর বিবৃতি দিয়েই চলেছিল। কিন্তু তাকেও স্বাস্থ্যের অজুহাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল মাত্র। তার মুক্তির জন্যে সুপারিশ করেছিলেন বঙ্গীয় সরকারের ইন্‌টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের ডেপুটি ইনস্পেকটর জেনারেল মিস্টার জে. ই. আর্মস্ট্রং ও বি ই। তিনি বঙ্গীয় সরকারের চীফ সেক্রেটারীকে পত্র লিখেছিলেন এবং অনুরোধ করেছিলেন যে তাঁর পত্রখানা যেন ভারত গবর্ণমেন্টের নিকটে পাঠানো হয়। মিস্টার আর্মস্ট্রং লিখেছিলেন যে নলিনীকে গোরখপুর জেল হতে খুলনা জেলে তাঁরাই আনিয়েছিলেন। সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাকে আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে পাঠানো হয়েছিল। তারপরে তাকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্ হসপিটালে ভর্তি করানো হয়। সেখানে তার দু'বার অপারেশন হয়েছিল। মিস্টার আর্মস্ট্রং এপেন্‌ডিকস ও গলস্টোনের কথা লিখেছেন। আসলে কিন্তু নলিনীর অপারেশন হয়েছিল ডুওডেনাল (duodenal) আল্‌সারের জন্যে। মেডিক্যাল কলেজ হস্‌পিটালের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও ভারপ্রাপ্ত

সার্জনের মত তুলে দিয়ে তিনি বলেছিলেন যে নলিনীর অবস্থা বড় খারাপ, আর সুপারিশ করেছিলেন যে তার সাজা স্থগিত রাখা হো'ক। ভারত গবর্ণমেন্ট এই সুপারিশ মেনে নিয়েছিলেন। এই সুপারিশের সঙ্গে মিস্টার আর্মস্ট্রং একথাও জুড়ে দিয়েছিলেন যে সাজা হওয়ার আগে নলিনী পুলিসের নিকটে বিবৃতি দিয়েছিল। তারপরে সে বলেছে যে ভয়ে তখন সে সব কথা খুলে বলেনি। তার সাজা হওয়ার পরে তার সঙ্গে অনেকবার দেখা করা হয়েছে। প্রত্যেকবারেই সে যা জানে তা ক্রমান্বয়ে পুলিসকে বলেছে। কিন্তু বিস্তৃত বিবরণ তার নিকট হতে এখনও নিতে পারা যায়নি। অত্যন্ত দুর্বল হওয়ার কারণে এখন কোনো বিবৃতি সে দিতে পারছে না, একথা লিখেছিলেন আর্মস্ট্রং সাহেব।

এভাবেই নলিনী মুক্তি পেয়েছিল, পুরো মুক্তি নয়, তার সাজা স্থগিত হয়েছিল মাত্র। পরে তার বাইরের কাজের জন্যে তাকে আর জেলে ফিরিয়ে নেওয়া হয়নি।

দেশের ও বিদেশের যা কিছু নলিনী গুপ্ত জানত তার সবই কিছু সে পুলিসকে বলেছিল।

মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় (১৯২৯-১৯৩৩) কমিউনিস্ট আসামীরা (মোকদ্দমায় অ-কমিউনিস্ট আসামীরাও ছিলেন) সেশন্‌স আদালতে দিনের পর দিন যে সকল বিবৃতি দিয়েছিলেন সে সকল পড়ে দেশে ও বিদেশে বহু মানুষ চমকে উঠেছিলেন। কারণ, সকলে এই কথাই জানতেন যে কোনও ব্যক্তি ফৌজদারী আদালতে অভিযুক্ত হলে তিনি সাধারণত আইনের যে-কোনো ছিদ্রপথে মোকদ্দমা হতে বের হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। আদালতে বিবৃতি দিলেও এমন বিবৃতি তিনি দেন যা তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগকে দুর্বল করে দেয়। কিন্তু মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার কমিউনিস্ট বন্দীরা সে পথে গেলেন না। সেশন্‌স্ আদালতে দিনের পর দিন যে-সব বিবৃতি তাঁরা দিয়ে গেলেন সে-সব তাঁদের মোকদ্দমা হতে বা'র হয়ে যাওয়ার কোনো ছিদ্রপথই প্রস্তুত করল না। তাঁরা চেয়েছিলেন যে তাঁদের বিবৃতির দ্বারা ভারতে মার্কসবাদ আদর্শগতভাবে ও রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হো'ক। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল যে তাঁদের বিবৃতি দেওয়ার ফলে ভারতে শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠুক। এ সব বিবৃতি মোকদ্দমায় যে তাঁদের বিরুদ্ধে যেতে পারে, তাঁদের সাজা বাড়িয়েও দিতে পারে সেদিকে তাঁরা ভ্রুক্ষেপও করলেন না।

ভারতের নানা স্থান হইতে গিরেফ্‌তার ক'রে এনে আমাদের (আমিও এই মোকদ্দমায় একজন আসামী ছিলেম) যখন মীরাট ডিস্ট্রিক্ট জেলের ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো তখন আমাদের সকলকে এক সঙ্গে না রেখে বিভিন্ন ব্যারাকে, বেশীর ভাগই সেলিউলার ব্যারাকে রাখা হয়েছিল। সকালে ও বিকালে অল্পক্ষণ ছাড়া সারা দিন-রাত্রি সকলকে বন্ধ করে রাখা হতো। আমার টিউবার কিউলোসিসের ইতিহাস ছিল বলে আমাকেই শুধু হসপিটালে খোলা অবস্থায় রাখা হয়েছিল। পরস্পরের মধ্যে আমাদের তখন দেখা করা ও কথা বলা ছিল কঠোর বারণ। হস্‌পিটালের সুপ্রশস্ত আঙিনার দু'পাশে দু'টি সেলিউলার ব্যারাক। শওকৎ উস্‌মানী ও ডক্‌টর গঙ্গাধর অধিকারী ছিলেন হসপিটালের ডান পাশের সেলিউলার ব্যারাকে। বিকালে তাঁদের বাহিরে আনা হলে অতি সাবধানে তাঁদের সঙ্গে কথা বলে নেওয়া সম্ভব ছিল। ডক্‌টর অধিকারী সেই প্রথম ফৌজদারী মোকদ্দমায় অভিযুক্ত হয়ে জেলে এসেছিলেন। পক্ষান্তরে শওকৎ উস্‌মানী আর আমি ১৯২৪ সালে কানপুর কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমারও আসামী ছিলেম। ভারত গবর্নমেন্ট কিন্তু উদ্দেশ্য

প্রণোদিত হয়ে কানপুর মোকদ্দমাকে কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র না ব'লে বল্‌শেভিক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা নামেই প্রচার করেছিলেন।

এটা খুবই স্বাভাবিক যে আমরা মোকদ্দমার বিষয়েই আলোচনা করতাম। আমি ডক্টর অধিকারীকে বললাম যে ভারত গবর্নমেন্ট যখন সব দিককার আটঘাট বেঁধে মামলা শুরু করেছেন তখন দীর্ঘ দিনের সাজা আমাদের হওয়া অবধারিত। এই অবস্থায় সেশন্‌স্ আদালতে রাজনীতিক বিবৃতি দিয়ে আমরা আদালতকে প্রচারক্ষেত্রে কেন পরিণত করব না? কানপুর মোকদ্দমায় আমরা আদালত হতে প্রচার করতে পারিনি। তার জন্য আমি যে কত অনুতপ্ত সে কথাও আমি ডক্টর অধিকারীকে বললাম। তিনি আমার প্রস্তাবে সায় দিলেন। আমরা স্থির করলাম যে আমরা সকলে একত্র হলে এই বিষয়েই প্রথম সিদ্ধান্ত নেব।

অহেতুক আমাদের আলাদা আলাদা রাখা হয়েছিল। ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে মোকদ্দমার অনুসন্ধান (inquiry) শুরু হওয়ার আগেই আমাদের একটা খুব বড় ব্যারাকে নিয়ে যাওয়া হলো। ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ১২১-এ ধারায় মোকদ্দমা হলে তার বিচার সেশস্‌ন্ কোর্টেই হয়। তার আগে ম্যাজিস্ট্রেটকে সাক্ষী প্রমাণ নিয়ে একটি inquiry করতে হয়। তিনিই মোকদ্দমাটি সেশন্‌সে পাঠান (commit করেন) যাক, একত্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা কমিউনিস্ট বন্দীরা আলোচনা করে স্থির করে ফেলি যে দিনের পর দিন বিবৃতি দিয়ে আমরা আদালতকে প্রচার-ক্ষেত্রে পরিণত করব। তার জন্যে আগে হতে পড়াশুনা করে প্রস্তুত হতে হবে। স্থির হয় যে প্রত্যেক বন্দী আলাদা বিবৃতি তো দিবেনই, আবার কমিউনিস্ট বন্দীদের তরফ হতে একটি General Statement-ও দিতে হবে।

ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে মোকদ্দমা চলার সময়ে ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের (criminal procedure code of India) ৩৬৪ ধারা অনুসারে, আর সেশন্‌স্ কোর্টে মোকদ্দমা চলাকালে এই আইনেরই ৩৪২ ধারা অনুসারে মোকদ্দমার একটি পর্যায়ে প্রত্যেক আসামীকে আসামীর কাঠগড়া (dock)) হতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় (witness bar) ডেকে নেওয়া হয়। সেই সময়েই আসামীরা বিবৃতি দিতে পারেন। এটা কিন্তু সাক্ষ্য দেওয়া নয়। সাক্ষীদের মতো এখানে কোনো Oath নিতে হয় না। আগেই বলা হয়েছে যে মীরাট বন্দীদের বিবৃতি সেশন্‌স আদালতে দেওয়া বিবৃতি।

এখন মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলি। ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ১২১ হতে ১৩০ পর্যন্ত ধারাগুলি (sections) রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক অপরাধসমূহের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য। তার কোনো একটি ধারা অনুসারে মোকদ্দমা দায়ের করার আগে ভারত গবর্নমেন্ট কিংবা প্রাদেশিক গবর্নমেন্টের অনুমতি গ্রহণ করতে হয়। পুলিস সোজাসুজি এ-সব ধারায় মামলা রুজু করতে পারে না। ১৯২৯ সালের ১৪ই মার্চ তারিখে স-কাউন্সিল ভারতের গবর্নর জেনেরেল (Governor General of India-in-council) ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ১২১-এ ধারা অনুসারে একটি মামলা দায়ের করার মঞ্জুরী প্রদান করেন। পরের দিন, অর্থাৎ ১৫ই মার্চ তারিখে মীরাটের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের খাস কামরায় গোপনে মোকদ্দমাটি দাখিল করা হয়। সঙ্গে সঙ্গেই ম্যাজিস্ট্রেট গোপনে আসামীদের নামে গিরেফ্‌তারী পরওয়ানাও ইস্যু করে দিলেন। এই পরওয়ানাগুলি নিয়ে ভারত সরকারের হোম ডিপার্টমেন্টের অন্তর্ভুক্ত সেন্ট্রাল ইন্‌টেলিজেন্স ব্যুরোর লোকেরা দেশের চারদিকে ছুটে গেলেন। যে অফিসার মোকদ্দমায় ফরিয়াদী হয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের খাস কামরায় দরখাস্ত পেশ করেছিল তাঁর নাম মিস্টার আর. এ. হর্টন (R. A.

Hortan) ছিল। দরখাস্তে তিনি নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন যে তিনি ভারত গবর্নমেন্টের হোম ডিপার্টমেন্ট অন্তর্ভুক্ত সেন্ট্রাল ইন্‌টিলিজেন্স ব্যুরোর একজন বিশেষ কর্তব্যরত অফিসার (Officer on Special Duty)। পরে অবশ্য আমরা এই অফিসারকে United Provinces of Agra and Oudh - এর (এখনকার উত্তরপ্রদেশ) Deputy Inspector General of Police হিসাবে কাজ করতে দেখেছি। স-কাউন্সিল ভারতের গবর্নর জেনেরেল যখন এই মোকদ্দমার মঞ্জুরী দিয়েছিলেন তখন তাঁরও হাতে ছিল ব্রিটেনের Secretary of State for India-র মঞ্জুরী, যদিও মামলার Procedure-এর দিক থেকে তার কোনো প্রয়োজন ছিল না। আসলে গ্রেট ব্রিটেনের বৈদেশিক নীতির প্রয়োজনে মোকদ্দমাটি দায়ের করা হয়েছিল। অবশ্য এ দেশের নানা ঘটনাও তার উপলক্ষের মধ্যে ছিল।

মীরাটের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের ইসু-করা ওয়ারেন্টগুলির বলে ১৯২৯ সালের ২০শে মার্চ তারিখে ভারতের বিভিন্নস্থানে তো বটেই, আবার একই শহরের বিভিন্ন এলাকায়ও বটে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তল্লাশী হলো। কাগজ পত্র ও পুস্তকাদি পুলিস বস্তাবন্দী করে তো নিয়ে গেলই, নিয়ে গেল Workers' and Peasants' Party গুলির এবং অনেক ট্রেড ইউনিয়নের সাইন বোর্ডগুলি পর্যন্ত। যাঁদের নামে গিরেফ্‌তারী পরওয়ানা ছিল তাঁরা গিরেফ্‌তারও হলেন সেদিন। চার বছরেরও বেশী কাল এই মোকদ্দমা চলেছিল। এই দীর্ঘকাল ভারতের মজুর, কৃষক ও মধ্যবিত্তরা প্রতি ২০শে মার্চ তারিখকে **'মীরাট দিবস'** হিসাবে পালন করেছেন।

মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার আগে যে ১৯২৪ সালে কানপুরে কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা হয়েছিল সে-কথা ওপরে বলেছি। তারও আগে ১৯২২ -১৯২৩ সালে এবং ১৯২৪ সালেও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের (North West Frontier Province) পেশাওয়ারে (এখন পাকিস্তান) একাধিক কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা হয়েছিল।

কিন্তু ১৯২৪ সাল ও ১৯২৯ সাল এক কথা ছিল না। এর ভিতরে ভারতে অনেক কিছু ঘটে গিয়েছিল। দেশের যে যে স্থানে Workers' and Peasants' Party আলাদা আলাদা গড়ে উঠেছিল এবং ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে কলকাতায়—একটি 'সারা ভারত সম্মেলনের' ভিতর দিয়ে এই পার্টিগুলি একীভূত হয়ে All India Workers' and Peasants' Party-তে পরিণত হয়েছিল। এই সবই করার পেছনে ছিল ভারতের ক্ষুদ্র কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগ, আর Workers' and Peasants' Party-র ভিতরেও প্রতিষ্ঠিত ছিল তখনকার ক্ষুদ্র কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব। ১৯২৭ সাল হতে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ভিতরেও কমিউনিস্টদের প্রভাব বাড়তে থাকে। কমিউনিস্ট আর এস নিম্বকার বোম্বে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী হন। অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটিতেও কমিউনিস্টরা সভ্য নির্বাচিত হন। পাঞ্জাবের বিখ্যাত "নওজওয়ান ভারত সভা" নামক যুবসঙ্ঘ গড়ার পেছনেও প্রেরণা ছিল কমিউনিস্টদেরই। নিঃসন্দেহে শহীদ ভগৎ সিং তার প্রতিষ্ঠাতা সভ্যদের একজন ছিলেন, কিন্তু তিনি ধীরে ধীরে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের দিকে সরে যান। তিনি হিন্দুস্তান রিপাবলিকান আর্মির সঙ্গে যুক্ত হন। এই সংগঠনের নাম পরে হয় হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি। কিঞ্চিৎ কমিউনিস্ট প্রভাব এ সংগঠনের ওপরেও পড়েছিল বই কি।

কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে ও সহযোগে ১৯২৭-১৯২৮ সালে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সংগ্রামশীল হয়ে ওঠে। এই আন্দোলনের চেহারাই পাল্টে যায় সেই সময়ে। কয়েকটি বিশেষ ধর্মঘট মাসের পর মাস চলতে থাকে। বোম্বেতে সুতোকল মজুরদের বহুমাস ব্যাপী ধর্মঘটের ফলে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে বিখ্যাত গিরনী কামগার ইউনিয়ন (লাল বাওটা) [The Girni

Kamgar Union (Lal Bawta)] গড়ে ওঠে। গিরনী মানে Mill, কামগার মানে মজুর, আর লাল বাওটা মানে লাল ঝান্ডা।

এই সবই ভারতের ব্রিটিশ গবর্নমেন্টকে অনেকটা বিচলিত করেছিল। ১৯২৮ সালে কেন্দ্রীয় আইন সভায় (Indian Legislative Assembly) যখন পাবলিক সেফটি বিলের খসড়া উপস্থিত করা হলো তখন আমরা বুঝলাম যে অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে স্প্রাট আর ব্রাড্‌লেকে বিশেষভাবে মনে রেখেই এই বিলের খসড়া রচনা হয়েছে। গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির দু'জন সভ্য ফিলিপ স্প্রাট (Philip Spratt) আর বেঞ্জামিন ফ্রান্‌সিস ব্রাডলে (Benjamin Francis Bradley) কমিউনিস্ট ইন্টারনাশনালের নির্দেশে ভারতে আমাদের সঙ্গে সাংগঠনিক কাজ করতেন। জাতিতে তাঁরা ইংরেজ ছিলেন। তাঁদের ভারতে উপস্থিতিতে ভারতের ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট মোটেই খুশি ছিলেন না। কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিত বিদেশী হিসাবে তাঁদের ভারত হতে বার করে দেওয়ারও কোনো আইন ছিল না। কোনও ব্রিটিশ প্রজা একবার ভারতে প্রবেশ করতে পারলে তাঁকে ভারত হতে তাড়াতে পারা যেত না। পাবলিক সেফ্‌টি বিলে লেখা ছিল যে অনাকাঙ্খিত বোধ করলে ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাকেও (European British Subject) ভারত হতে বার করে দেওয়া যাবে।

কেন্দ্রীয় আইনসভায় পণ্ডিত মোতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস পার্টি স্থির করলেন যে এই আইন পাস করায় তাঁরা বাধা দিবেন। তাঁরা বললেন যে কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে তাঁদের কোনো দুর্বলতা নেই। তবে, কমিউনিস্টরা যে দেশের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছেন সেটা গবর্নমেন্ট দেশকে বোঝাতে পারেননি। অন্যান্য পার্টিও মায় মিস্টার মুহম্মদ আলী জিন্নার ইণ্ডেপেন্ডেন্ট পার্টি পর্যন্ত, এই ব্যাপারে কংগ্রেস পার্টির সঙ্গে যোগ দিলেন। পণ্ডিত মোতিলালের ইচ্ছা ছিল যে ডিসেম্বর মাসে (১৯২৮) কলকাতার যে কংগ্রেসের অধিবেশন হবে তার আগে দেশকে খানিকটা গরম করে তুলবেন। হলোও তাই। দেশের নানাস্থানে বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা হতে লাগল। এই সকল সভার মোদ্দা কথা ছিল এই যে অকারণে গবর্নমেন্ট দেশকে বল্‌শেভিক জুজুর ভয় দেখাচ্ছেন। আইন সভায় এই নিয়ে দিনের পর দিন আলোচনা চলল। অবশেষে একদিন বিলটি ভোটে দেওয়া হলো। হেরে গেলেন গবর্নমেন্ট এক ভোটে। তারপরেই আইন সভার হেমন্তকালীন অধিবেশন বন্ধ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই বড় লাট (Governor General) সেফ্‌টি বিলকে অর্ডিন্যান্স রূপে পাস ক'রে দিলেন।

কেন্দ্রীয় আইন সভায় তার পরের অধিবেশন যখন ১৯২৯ সালের মার্চ মাসে চলছিল তখন মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার বন্দীরা ভারতের নানা স্থানে গিরেফ্‌তার হয়ে মীরাটে পৌঁছে গেছেন। ভারত গবর্নমেন্ট আগেকার পাবলিক সেফ্‌টি বিলে কিছু কিছু নূতন ধারা যোগ করে আবার তা কেন্দ্রীয় আইন সভায় উপস্থিত করলেন। মিস্টার বিট্‌ঠলভাই প্যাটেল (Vitthalbhai Patel) তখন কেন্দ্রীয় আইন সভার সভাপতি (President)। তিনি ভারত গবর্নমেন্টকে উপদেশ দিলেন যে গবর্নমেন্ট মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা তুলে নিয়ে পাবলিক সেফ্‌টি বিল আইনে পরিণত করিয়ে নিতে পারেন, কিংবা বিলটি তুলে নিয়ে মোকদ্দমা চালাতে পারেন। গবর্নমেন্ট এই উপদেশ মেনে নিতে রাজী হলেন না। তখন পাবলিক সেফ্‌টি বিলের আলোচনা শুরু করার অনুমতি সরকার পক্ষ হতে চাওয়া মাত্রই আইনসভার সভাপতি হিসাবে মিস্টার বিট্‌ঠলভাই (Vitthalbhai) প্যাটেল রুলিং দিলেন যে বিলটি মীরাটের বিচারাধীন (Subjudice) কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলার বিষয়ীভূত হয়েছে। কাজেই এই বিলের আলোচনা এখন আর চলতে পারে না। এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটল পাবলিক সেফ্‌টি বিলের।

১৯২৮ সালে ভারতের নানা স্থানে মজুরদের ভূমি আন্দোলন চলছিল তখন ভারত গবর্নমেন্ট আমাদের বিরুদ্ধে মাল-মসলা সংগ্রহেও ব্যাপৃত ছিলেন। আমরা কিন্তু শুধু পাবলিক সেফটি বিলের ব্যাপারটি দেখেছিলেম ও বুঝেছিলেম। মাল-মসলা যে গবর্নমেন্ট আগে হতে সংগ্রহ করেছিলেন তা বুঝলাম আদালতে অভিযুক্ত হয়ে যাওয়ার পরে। আইনজীবীরা অনেক আগে হতে সরকারের সংগৃহীত কাগজপত্র পড়ছিলেন। কলকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত ব্যারিস্টার মিস্টার ল্যাংফোর্ড জেম্‌স্‌কে ভারত গবর্নমেন্ট অনেক আগে হতে নিযুক্ত করেছিলেন, আর মিস্টার জেম্‌স তাঁর স্নেহভাজন মিস্টার যশোপ্রকাশ মিত্রকে আপন জুনিয়র হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। তরুণ ব্যারিস্টার ছিলেন তখন তিনি। মিস্টার মিত্রই আসলে আগে হতে কাগজ পত্রগুলি খুঁটিয়ে পড়ে পড়ে সে সবের প্রতি মিস্টার জেম্‌সের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলেন। কত আগে হতে তারা এ-ভাবে কাগজ পত্র পড়ছিলেন এবং কত টাকা তার জন্য বিশেষ ফিস পেয়েছিলেন তা আমরা জানিনে, তবে বেশ মোটা টাকাই পেয়েছিলেন। মোকদ্দমা চলার সময়ে মিস্টার জেম্‌সের দৈনিক ফিস ধার্য হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের আশি গিনি এবং মিস্টার মিত্রের পাঁচ গিনি। কলকাতা হাইকোর্টে এক গিনির স্থির মূল্য সতেরো টাকা। আদালত চলুক না চলুক , ছুটি এবং আর যা কিছুই থাকুক না কেন, দৈনিক এই ফিসটা চলতেই থাকবে। তার ওপরে, বাসস্থান এবং আরও অনেক কিছু ফ্রি ছিল। কিছু এলাউন্সও তাঁরা পেতেন। সেই সময়ে আমরা হিসাব করে দেখেছিলেম যে সব মিলিয়ে মিস্টার জেম্‌স মাসে প্রায় চৌত্রিশ হাজার টাকা পেতেন।

প্রথমে আসামীর সংখ্যা ছিল একত্রিশ জন। কয়েকদিন পরেই ভারত গবর্নমেন্ট আমীর হায়দর খান ও Hugh Lester Hutchinson-এর নাম তাতে যোগ করলেন। Hutchinson ইংরেজ ছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য তিনি ছিলেন না। ফ্রি লান্স জর্নালিস্ট হিসাবে ভারতে এসেছিলেন। বোম্বেতে মীরাটের বন্দীদের গিরেফ্‌তারের পরে আমাদের ট্রেড ইউনিয়নের কাজ শুরু করেছিলেন এবং একখানা ইংরেজি সাপ্তাহিক কাগজেও লিখছিলেন। তিনি ধরা পড়ে মীরাটে এলেন। আমীর হায়দর খান কিন্তু ধরা পড়লেন না। তিনি পাঞ্জাবের রাওলপিন্ডি জিলার লোক ছিলেন, জাহাজে নাবিকের কাজ করতেন এবং একবার জাহাজ হতে নেমে আমেরিকায় থেকে যান। সেখানে মোটরের কারখানায় কাজ করতে করতে শুধু কাজই শিখলেন না, ইংরেজি লেখাপড়াও শিখলেন। এয়ারোপ্লেনের পাইলটের লাইসেন্সও তিনি লাভ করেছিলেন। নিজে একখানা পুরনো এয়ারোপ্লেন কিনেছিলেনও। আমেরিকাতেই তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। আমেরিকান পার্টিই তাঁকে মস্কোতে পাঠিয়েছিলেন ট্রেনিং লাভ করার জন্য। ট্রেনিং লাভ করে তিনি ভারতে ফিরেছিলেন। বোম্বেতে পার্টির কাজ করতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জেনেরেল মোটর কোম্পানীতে চাকরীও করতেন। তাঁর নামে গিরেফ্‌তারী পরওয়ানা বার হওয়ার আভাস পাওয়া মাত্রই তিনি গা-ঢাকা দিলেন এবং এই গা-ঢাকা দেওয়া অবস্থাতে একবার ইউরোপ হতেও ঘুরে এলেন। তারপরে আত্মগোপন ক'রে তিনি মাদ্রাজে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার কাজে মনোনিবেশ করলেন। দক্ষিণ ভারতের আজকার কমিউনিস্ট পার্টির অনেক নেতা আমীর হায়দর খানের প্রেরণাতে কমিউনিস্ট পার্টিতে এসেছিলেন। মীরাটের সেশন্‌স আদালতে যখন আমাদের মোকদ্দমা শেষ হয় হয় তখন একদিন আমীর হায়দর খান ধরা পড়ে গেলেন। সেই সময়ে তাঁকে মীরাটে নিয়ে আসার মানে ছিল আবার শুরু হতে মোকদ্দমা শুরু করা। এক বছর পরে ভারত গবর্নমেন্ট এ-পথে যেতে পারতেন না। তবে, মাদ্রাজে আমীর হায়দর খানের বিরুদ্ধে একটা মোকদ্দমা ঠিকই হলো। তিনি দু'বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন।

মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে Hutchinson -কে নিয়ে আসামীর

সংখ্যা ছিল ৩২ জন। মোকদ্দমা সেশন্‌সে সোপর্দ করার সময়ে চৌধুরী ধরমবীর সিং discharged হন। তিনি পার্লামেন্টের সভ্য শ্রীমহাবীর ত্যাগীর জ্যেষ্ঠাগ্রজ ছিলেন। চৌধুরী ধরমবীর তাঁদের পারিবারিক পদবী ব্যবহার করতেন। শ্রীমহাবীর তা করেন না। মীরাটের 'তাগা' (ত্যাগী?) ব্রাহ্মণ তাঁরা।

আমীর হায়দর খানকে বাদ দিলে আসামীদের ভিতরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সভ্য ছিলেন ১৩ জন। ব্রাডলে ও স্প্রাট (Spratt) ছিলেন গ্রেট ব্রিটেনের সভ্য। ডক্‌টর গঙ্গাধর অধিকারী প্রথমে জার্মানীর কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হয়েছিলেন। আর, মীর আবদুল মজীদ ও শওকৎ উস্‌মানী প্রবাসে গঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হয়েছিলেন মস্কোতে ১৯২১ সালের শুরুতে। ধরণীকান্ত গোস্বামী, গোপেন্দ্র কৃষ্ণ চক্রবর্তী, গোপাল বসাক ও রাধারমণ মিত্র তখন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ছিলেন না, কিন্তু তাঁরা Communists by Conviction ছিলেন। সেই হিসাবেই তাঁরা এই জেনেরেল স্টেটমেন্টে তাঁদের স্বাক্ষর দিয়েছিলেন। পি. সি. জোশী যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ছিলেন তা ভারত গবর্নমেন্ট আদালতে প্রমাণ করতে পারেননি। সেই জন্যে পার্টির নির্দেশে তিনিও একজন Communist by Conviction রূপে General Statement- এ সাক্ষর করেছিলেন। তেরো জন পার্টি সভ্যের একজন হলেও এস. এ. ডাঙ্গের কোনো সাক্ষর এই স্টেট্‌মেন্টে নেই। কারণ, জেল হতে বোম্বেতে বিভেদমূলক কার্য পরিচালনার অপরাধে তিনি সেই সময়ে পার্টি হতে বহিষ্কৃত (Expelled) হয়েছিলেন।

এই মোকদ্দমা চালাবার সময়ে ভারত সরকার আদালতে ব্যক্তি ও সংগঠনের নামের একটা তালিকা দাখিল করেছিল। এই তালিকাকে বলা হয়েছিল Co-conspirators-দের তালিকা। Co-conspirator-গণ মোকদ্দমার আসামী ছিলেন না। তবে, মোকদ্দমার সাক্ষ্য গ্রহণ করার সময়ে তাঁদের নাম বারে বারে উল্লিখিত হচ্ছিল। আসামীদের তরফ হতে আপত্তি উঠছিল যে এই নামগুলির উল্লেখ কোন্ সূত্রে করা হচ্ছে? এই কারণে Co-conspirator-দের একটি বড় তালিকা আদালতে দাখিল করা হয়। এই তালিকায় The League Against Imperialism and For National Independence নামক সংগঠনের নামও ছিল। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এই সংগঠনের Executive Committee-র একজন সভ্য ছিলেন এবং তাঁরই উদ্যোগে ১৯২৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে Indian National Congress এই সংগঠনের সহিত affiliated হয়। বিভিন্ন দেশের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও জাতীয় স্বাধীনতাকামী বহু সংগঠন ও ব্যক্তি এই লীগের স্থাপনায় থাকলেও এর প্রতিষ্ঠার পেছনে যে কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের বিরাট প্রভাব ছিল তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। ১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রুসেলস-এ এই লীগের প্রথম অধিবেশন হয়। জওহরলাল নেহরু তখন ইউরোপে ছিলেন। দেশে Indian National Congress-কে পত্র লিখে তার অনুমতি আনিয়ে তারই official প্রতিনিধি রূপেই তিনি ব্রুসেল্‌স্ সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন এবং লীগের Executive Committee-র সভ্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন যে, "ইহার প্রবর্তক কে আমি জানি না।" আমাকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে তিনি সবই কিছু জানতেন। বার্লিনে যাঁদের সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়েছিল তাঁরা কমিউনিস্ট ছিলেন। সম্মেলনে Willi Muntzenberg ও Veerendranath Chattopaddhaya লীগের Joint Secretaries নির্বাচিত হয়েছিলেন। Muntzenberg জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ছিলেন। চট্টোপাধ্যায় ১৯২১ সালে ভারতে 'কমিউনিস্ট পার্টি' গড়ার তীব্র বিরোধিতা করলেও ক'বছর পরে তিনিও জার্মানীর কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। যদিও আমার নিশ্চিত জানা নেই,

আশ্চর্য নয় যে ১৯২৭ সালেই তিনি জার্মানীর কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে থাকবেন। আমাদের মীরাট ডিস্‌ট্রিক্‌ট জেলে নিয়ে যাওয়ার পরে জওহরলাল যখন জেলে গিয়ে আমাদের সঙ্গে প্রথম দেখা করেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন "কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল সম্বন্ধে এই আসামীরা আর কতটুকু জানেন? তাঁদের চেয়ে আমি ঢের ঢের বেশী জানি।"

এতকথা আমি এখানে এই জন্যে বললাম যে জওহরলাল নেহরুকেও মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় একজন আসামী করার সম্ভাবনা ছিল। চৌধুরী ধরমবীর সিং-এর মতো নিরীহ লোককে যে গবর্নমেন্ট ধ'রে আনতে পেরেছিলেন সে গবর্নমেন্ট জওহরলালের মতো ব্যক্তিকে অনায়াসেই ধরে আনতে পারতেন। কলকাতা কংগ্রেসের Dominion Status প্রস্তাবের জন্যে যদিও ভারতের ব্রিটিশ কর্মচারীদের মন তখন কংগ্রেস সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ নরম ছিল তবুও কংগ্রেস নেতাদের প্রাণে ভয় ছিল যে পাছে না জওহরলালকে মীরাট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার আসামীদের সঙ্গে কাঠগড়ায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তাঁর পিতৃবন্ধুরা এই জন্যে উৎকণ্ঠিত ছিলেন। এই জন্যে কংগ্রেসের এমন কি হিন্দু মহাসভারও বড় বড় নেতারা মীরাট জেলে কিংবা মীরাটের আদালতে আমাদের দেখতে এসেছেন। মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্ অবশ্য কোনোদিন আসেননি। কংগ্রেস নেতাদের উদ্যোগে একটি মীরাট ডিফেন্স কমিটিও গঠিত হয়েছিল। পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু ও জওহরলাল নেহরু যথাক্রমে এই কমিটির প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী হয়েছিলেন। তবে, কাজের সুবিধার জন্য ডক্‌টর মুখতার আহ্‌মদ আনসারী ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট ও পাঞ্জাবের বাবু গিরিধারীলাল্ ওয়ার্কিং সেক্রেটারী হয়েছিলেন। পণ্ডিত মোতিলাল ও ডক্‌টর আনসারী ছাড়া আর কেউ যে কমিটিকে টাকা দিয়েছিলেন সে কথা আমরা শুনিনি। অবশ্য, বড় বড় কংগ্রেস নেতাদের অনেকেই মোটা টাকা দেওয়ার ওয়াদা করেছিলেন, কিন্তু দেননি। আমাদের বন্ধুরা যত টাকা তুলেছিলেন তার সবই অবশ্য এই কমিটি নিয়ে নিয়েছিল।

ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে যেদিন মোকদ্দমার inquiry শুরু হলো সেদিন আমরা কোর্টে গিয়ে দেখতে পেলাম যে তা উকীল (vakil) ও ব্যারিস্টারে ভর্তি। সেখানে ছিলেন পাটনার দেবকীপ্রসন্ন সিংহ, কলকাতার ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, বোম্বে হাইকোর্টের ব্যারিস্টার এম. সি. চাগলা (তখন মিস্টার জিন্নার জুনিয়র, পরে বোম্বে হাইকোর্টের চীফ্ জাস্টিস্ এবং ভারতের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী), লক্ষ্ণৌর চন্দ্রভান গুপ্ত (পরে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী) এবং আরও অনেকে। ডক্‌টর আন্‌সারীর ভ্রাতুষ্পুত্র ব্যারিস্টার ফরীদুল হক্ আনসারীও ছিলেন। পরে তিনি কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি ইত্যাদির সব সময়ের কর্মী হয়েছিলেন। যে মোকদ্দমার বিচার হবে সেশন আদালতে তার inquiryর সময় এত সব উকীল ব্যারিস্টারের সমাবেশ কেন হয়েছিল তা বোঝা মুশকিল। আসামীদের জিজ্ঞাসা না করেই ডিফেন্স কমিটি এ কাজটা করেছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেটের inquiry তে সাত মাসের বেশী সময় লেগেছিল। উকীল-ব্যারিস্টারদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত ছিলেন ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্তী ও দেবকীপ্রসন্ন সিংহ। ১৯৩০ সালের ১৪ই জানুয়ারী তারিখে মীরাটের এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট Mr. R. Milnerwhite I.C.S. আমাদের দায়রায় সোপর্দ করলেন। আগেই বলেছি যে একমাত্র চৌধুরী ধরমবীর সিং discharged হয়েছিলেন।

ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে inquiry শেষ হওয়ার অনেক আগেই বোঝা গিয়েছিল যে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর আসামী হওয়ার আর কোনো সম্ভাবনা নেই। ডিফেন্স কমিটির জীবনের কোনো স্পন্দন শেষ পর্যন্ত ছিল না বললেও চলে।

এই সময়ের একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। আমরা যখন সেশন্‌সে সোপর্দ হতে যাচ্ছি তখন ডিফেন্স কমিটি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মারফতে (পণ্ডিত জওহরলাল

নেহরু অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে তখন আসলেন না) আমাদের খবর পাঠালেন যে কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলন করতে যাচ্ছেন। কাজেই, আমাদের মোকদ্দমার তদবীর তাঁরা আর করতে পারবেন না। এতে আমাদের তরফ হতে আপত্তি করার কিছুই ছিল না। কিন্তু কংগ্রেস নেতারা হঠাৎ তাদের শ্রেণীরূপ প্রকটিত করে আমাদের স্তম্ভিত করে দিলেন। তাঁরা আমাদের উপদেশ দিলেন যে সেশ্‌ন মোকদ্দমা আরম্ভ হওয়া মাত্রই আমরা যেন Guilty plead করি। তাতে আমাদের সামান্য সাজা হবে বটে, কিন্তু মোকদ্দমা সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যাবে। কংগ্রেস লবণ তৈয়ার করতে যাওয়ার আগে আমাদের সমুদ্রের লবণাক্ত জলে ডুবে মরার ব্যবস্থা দিলেন। আদালত হতে আমাদের মতবাদের প্রচার, তার ভিতর দিয়ে শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার পরিকল্পনা, এ সবই ধূলিসাৎ করে দিতে চেয়েছিলেন কংগ্রেসওয়ালারা। কমিউনিস্ট বন্দীরা সঙ্গে সঙ্গেই জওহরলালের মারফতে পাওয়া এই অযাচিত উপদেশ আগ্রাহ্য করলেন। আমাদের সঙ্গেরই অ-কমিউনিস্ট বন্দীরা guilty plead করতে গররাজী ছিলেন না, কিন্তু প্রেস্টিজের খাতিরে তাঁরাও তা করতে পারলেন না।

মিস্টার ল্যাংফোর্ড জেম্‌স্ আমাদের নিকটে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের পক্ষে মোকদ্দমা কে চালাবেন? আমরা তাঁকে জানালাম যে আমাদের মোকদ্দমা আমরাই চালাব। এতে সত্যই তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। মৃত্যু দন্ডাজ্ঞা হতে পারে এমন মোকদ্দমায় আসামী অপারগ হলে গবর্নমেন্ট lawyer নিযুক্ত করে দেন। কিন্তু আমাদের মোকদ্দমায় উচ্চতম সাজা ছিল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। এই মোকদ্দমায় আমাদের পক্ষের Lawyer নিযুক্ত করার কোনো বাধ্য-বাধকতা গবর্নমেন্টের ছিল না। তা সত্বেও মিস্টার জেমস্ আমাদের সরকারী খরচায় Lawyer নিযুক্ত করার কথা বললেন। তাঁর স্বাস্থ্য খারাব ছিল। আমাদের মামলা চালানোকে তিনি বড় ভয় পাচ্ছিলেন। আমরা তাঁকে বললাম যে তাঁর সমকক্ষ কোনো আইনজ্ঞ তো গবর্নমেন্ট আমাদের দিবেন না, তাঁর এক ধাপ নীচেকার আইনজ্ঞও কি গবর্নমেন্ট আমাদের জন্যে নিযুক্ত করে দিবেন? সেই রকম আইনজ্ঞকেও অনেক ফিস দিতে হতো। মিস্টার জেম্‌স্ পিছিয়ে গেলেন। তবে, অ-কমিউনিস্ট আসামী শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডি আর ঠেংগ্‌দী সরকারী খরচায় মাসিক দেড় হাজার টাকা ফিস দিয়ে এডভোকেট মিস্টার দেবকীপ্রসন্ন সিংহকে নিযুক্ত করলেন। কমিউনিস্ট আসামীরা নিযুক্ত করলেন মীরাটের একজন জুনিয়র উকীল (Pleader) মিস্টার শিবপ্রসাদকে (Sheoprasad)। উদ্দেশ্য ছিল যে কোনো আসামী অসুখের কারণে কোর্টে হাজির হতে না পারলে তিনি তাঁর পক্ষে দাঁড়াবেন। তা না হলে কোর্টে মোকদ্দমা অচল হয়ে যায়। আমরা তাঁকে অতি সামান্য ফিস দিতাম। তা সত্বেও তিনি সেশস্‌ন্ আদালতে শেষ পর্যন্ত ছিলেন। কোনো উকীল যত জুনিয়রই হোন না কেন, বছরের পর বছর এ-ভাবে কাটাতে পারেন না। কিন্তু দীর্ঘ সংযোগের কারণে আমাদের ওপরে মিস্টার শিবপ্রসাদের একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল। মোকদ্দমার argument-এর সময় মীরাটের এডভোকেট পন্ডিত পেয়ারেলাল শর্মা (Pyarelal Sharma) পি. সি. জোশীর পক্ষে argument করেছিলেন। তিনি বিখ্যাত এডভোকেট ছিলেন। উর্দু ও ইং রেজি ভাষায় নাম করা বক্তাও ছিলেন তিনি। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে তিনি শুধু নিজের খাওয়া-পরার মতো প্রাকটিস করতেন। তবে, মোকদ্দমার কাগজপত্র তো তিনি তেমন স্টাডি করেননি, কি আর argument করবেন তিনি। ইংরেজি ভাষায় খুব মিষ্ট বক্তৃতা দিয়ে চলে গেলেন তিনি। তবুও জজ্ কিংবা সরকার পক্ষের ব্যারিস্টার তাঁকে এতটুকুও ঘাঁটালেন না। এটা সকলের জানা ছিল যে ঘাঁটালে পন্ডিত পেয়ারেলাল তৎক্ষণাৎ ভিন্ন মূর্তি ধারণ করবেন। সে মূর্তিকে বিরুদ্ধ পক্ষ ভয় করতেন।

মিস্টার ল্যাংফোর্ড জেম্‌স্ একদিন কথায় কথায় বলে ফেলেছিলেন যে মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা হয়তো তাঁর কফিনের উপরে একদিন লেখা হয়ে যাবে। সেশন্‌স্ আদালতে মোকদ্দমা আরম্ভ হওয়ার কয়েক দিনের ভিতরেই তাঁর আশঙ্কা সত্যে পরিণত হলো। হঠাৎ একদিন তিনি মারা গেলেন। সরকার পক্ষের ব্যারিস্টার হলেও তাঁর মৃত্যুতে আমরা দু:খিত হয়েছিলাম। তাঁর wits-এর দ্বারা তিনি আদালতকে প্রফুল্ল রাখতে পারতেন। তাঁর মৃত্যুর পরে যিনি সরকার পক্ষের প্রধান ব্যারিস্টার নিযুক্ত হয়ে এলেন সেই মিস্টার K.Mc.I. Kemp ছিলেন পাথরে খোদাই করা একটি মূর্তি বিশেষ। তাঁর ভিতরে কোনো রসের সন্ধান আমরা কোনোদিন পাইনি।

মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা বিশাল আকারে পরিচালিত হয়েছিল। নীচে আমি এলাহাবাদ হাইকোর্টের judgment হতে একটি অংশ তুলে দিচ্ছি। তা থেকে সকলে এর বিশালতা সম্পর্কে অনেকটা ধারণা করে নিতে পারবেন --

" ...The trial has become somewhat notorious on account of its unprecedented duration. All the accused persons, except Hutchinson, were arrested in March 1929 (Hutchinson was arrested in June of the same year) and have all this time, except for the period during which some of them were released on bail, been detained in jail. The trial Commenced in the Court of the Committing Magistrate on a complaint filed on March 15, 1929, and a supplementary complaint filed against Hutchinson on June 11, 1929.

"The entire proceedings have now lasted for nearly four years and a half. This is accounted as follows :

(1) The preliminary proceedings before the Magistrate took over Seven months, resulting in the commitment of the accused to the court of session on January 14, 1930.

(2) In the sessions Court the Prosecution evidence took over 13 months.

(3) The recording of the statements of the accused occupied over ten months;

(4) The defence evidence lasted for about two months;

(5) The arguments continued for over four and half months;

(6) The learned Sessions Judge took for five months thereafter to pronounce in judgment.

(7) The last of the appeals was filed in the High Court on March 17, 1933, and, as the paper books were all ready and printed, April 10, 1933 was fixed for the hearing of the appeals. But the accused themselves supplied for an adjournment of the hearing after the long vacation, to which the Crown Counsel agreed. Accordingly July 24, 1933 was fixed for the appeals, on which late the arguments Commenced, and having lasted for 8 working days were concluded Yesterday. [August 2, 1933]

"The case was conducted on a gigantic scale. The evidence consists of 25 printed volumes of folio size. There are altogether 3500 prosecution exhibits, over 1500 defence exhibits, and no less than 320 witnesses

were examined. The judgment it self is in two printed volumes covering 676 pages of folio size.

"A mass of documentary evidence consisting of papers in printed, typewritten and manuscript forms, books, pamphlets, letters, notes, slips and other documents found in the possession of the various accused at the five of the searches as well as those found the search of numbers other places have been produced, and there is a mass of oral evidence both from India and England, to prove them. There is also voluminous evidence to prove the various political activities of all the accused and their association with each other."

[From the judgment of the Chief Justice Dr. Sir Shah Muhammad Sulaiman and the Justice J. Young of the Allahabad High Court, delivered by the Chief Justice on August 3, 1933.]

অর্থাৎ

"এই বিচার অভূতপূর্ব দীর্ঘকাল চলার জন্য যথেষ্ট কুখ্যাতি অর্জন করে। হাচিনসন ব্যতীত অন্যান্য সকল অভিযুক্ত ব্যক্তি ১৯২৯ সালের মার্চ মাসে গ্রেপ্তার হন (হাচিনসন ঐ বৎসর জুন মাসে গ্রেপ্তার হন) এবং এই দীর্ঘ সময় তাঁরা সকলেই কারাগারে আটক ছিলেন। অবশ্য তাদের মধ্যে মাত্র কয়েকজন জামিনে খালাস পাওয়ার দরুন নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কারাগারের বাইরে কাটাতে পেরেছিলেন। ১৯২৯ সালের ১৫ই মার্চ ভারপ্রাপ্ত বিচারপতির আদালতে দাখিলীকৃত অভিযোগ ক্রমে এই মামলা শুরু হয়। পরে ১৯২৯ সালের ১১ই জুন হাচিনসনের বিরুদ্ধে নতুন অভিযোগ পেশ করা হয়।

"সমগ্র মামলাটা প্রায় সাড়ে চার বৎসর ধরে চলে। এর সময়ের একটি ক্রমতালিকা নিচে দেওয়া হল ঃ

(১) ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রাথমিক অভিযোগ পেশ করতে সাত মাস সময় লাগে। তার ফলে ১৯৩০ সালে ১৪ই জানুয়ারী এই মামলা দায়রায় সোপর্দ হয়।

(২) দায়রা আদালতে অভিযোগকারীর সাক্ষী ১৩ মাসের বেশী চলে।

(৩) অভিযুক্তদেব বিবৃতি দশ মাস ধরে নথীভুক্ত করা হয়।

(৪) দু'মাস ধরে অভিযুক্ত পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়।

(৫) সাড়ে চার মাস ধরে সওয়াল চলে।

(৬) অতঃপর মাননীয় বিচারপতি তাঁর রায় দান করতে পাঁচ মাস সময় নেন।

(৭) অবশেষে ১৯৩৩ সালের ১৭ই মার্চ উচ্চ আদালতে আপীল করা হয়। সম্পূর্ণ "পেপার বুক" প্রস্তুত এবং মুদ্রিত অবস্থায় থাকায় ১৯৩৩ সালের ১০ই এপ্রিল আপীলের শুনানীর দিন ধার্য হয়। কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ দীর্ঘ ছুটির পরে শুনানীব দিন ধার্য করার উদ্দেশ্যে আবেদন জানান। "ক্রাউন কাউন্সেল" সম্মত হন। অতঃপর ১৯৩৩ সালের জুলাই মাসে আপীলের দিন ধার্য হয়। ওই দিন সওয়াল শুরু হয়। এবং আটটি কাজের দিন ধরে সওয়াল চলে. আমাদের গতকাল সওয়াল চলে। (আগস্ট ২, ১৯৩৩)

সমগ্র মামলাটি অত্যন্ত আড়ম্বরের সঙ্গে পরিচালিত হয়। ফোলিও আকারে ২৫টি ভল্যুম ব্যাপী সাক্ষ্য মুদ্রিত হয়। অভিযোগকারীর পক্ষ ৩৫০০, এক্জিবিট এবং অভিযুক্ত পক্ষ ১৫০০ 'একাজিবিট" জমা দেয়। অনুন্য ৩২০ জন সাক্ষীকে জেরা করা হয়। ফোলিও সাইজের ৬৭৬

পাতা ব্যাপী দুই ভল্যুমে রায় মুদ্রিত করা হয়। অভিযুক্তদের তল্লাশী করে ও বিভিন্ন জায়গা তল্লাশের ফলে অসংখ্য মুদ্রিত কাগজ, টাইপ করা পান্ডুলিপি আকারে বই, পুস্তিকা, চিঠি, নোটস, চিরকূট ইত্যাদি তথ্যাশ্রিত সাক্ষ্য হিসাবে জমা পড়ে। এবং এই সকল প্রমাণ করার জন্য ভারতবর্ষ এবং ইংল্যান্ড থেকে বহুসাক্ষী এসে সাক্ষ্যও দিয়ে যান। এই সকল অভিযুক্ত ব্যক্তি ও তাদের সহযোগিদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও বিভিন্ন রাজনৈতিক কার্যকলাপ বহু ধরনের ও ব্যাপক সাক্ষ্য হাজির করা হয়।

[১৯৩৩ সালের ৩রা আগস্ট প্রধান বিচারপতি কর্তৃক প্রদত্ত এলাহাবাদ উচ্চ আদালতের বিচারপতি জে. ইয়াং এবং প্রধান বিচারপতি ড: স্যার শাহ্ মুহম্মদ সোলেমানের রায় হইতে]

Mr. R. L. Yorke, I.C.S. শুধুমাত্র মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার বিচার করার জন্যেই মীরাটের এডিশনাল সেশনস্ জজ রূপে নিযুক্ত হয়ে এসেছিলেন। ১৯৩৩ সালের ১৬ই জানুয়ারী তারিখে তিনি মোকদ্দমার রায় শোনালেন এবং যে সকল আসামীকে তিনি সাজা দিলেন তাঁদের প্রত্যেককে দিয়ে ভারত গ বর্নমেন্ট প্রেসে দুই খন্ডে মুদ্রিত ফলিও সাইজের ৬৭৬ পৃষ্ঠার Judgment- এর কপি নিতে বাধিত করলেন।

এই Judgment লেখার সময়ে ৬৮ বৎসর বয়স ইঞ্জিনিয়ার, ডি. আর. ঠেংগ্দী মারা যান। তিনি দেশে Workers' and Peasants' Party-র প্রেসিডেন্ট ছিলেন। গোরখ্পুরের বিশ্বনাথ মুখার্জি (Vishwanath Mukherjee), কলকাতার শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কিশোরীলাল ঘোষ মুক্তি পেলেন।

মোট ২৭ জন বন্দী দান্ডাজ্ঞা পেয়েছিলেন। তাঁদের নাম ঃ

(১) মুজফ্ফর আহ্মদ — যাবজ্জীবন কারাদন্ড
(২) এস. এ. ডাঙ্গে
(৩) ফিলিপ স্প্রাট
(৪) এস. ভি ঘাটে
(৫) কেশব নীলকান্ত যোগলেকার
(৬) রঘুনাথ শিবরাম নিম্বকর
প্রত্যেকের বারো বৎসরের জন্য দ্বীপান্তর

(৭) বেঞ্জামিন ফ্রান্সিস ব্রাড্লে
(৮) শান্তারাম সুবলারাম মীরাজকার
(৯) শওকৎ ওসমানী
প্রত্যেকের দশ বৎসরের দ্বীপান্তর

(১০) মীর্ আবদুল মজিদ
(১১) সোহন সিং যোশ
(১২) ধরণীকান্ত গোস্বামী
প্রত্যেকের সাত বৎসরের দ্বীপান্তর

(১৩) অযোধ্যা প্রসাদ
(১৪) গঙ্গাধর অধিকারী
(১৫) পূরণচন্দ্র যোশী
(১৬) মতিরাম গজানন দেশাই

প্রত্যেকের পাঁচ বৎসরের দ্বীপান্তর

(১৭) গোপেন্দ্র চক্রবর্তী

(১৮) গোপাল চন্দ্র বসাক

(১৯) হিউজ লেস্টার হাচিনসন

(২০) রাধারমণ মিত্র

(২১) শিয়াবকস হোরমাসজী ঝাবওয়ালা

(২২) কেদারনাথ সেহগল

প্রত্যেকের চার বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদন্ড

(২৩) সামসুল হুদা

(২৪) অর্জুন আত্মারাম আলৃভে

(২৫) গোবিন্দ রামচন্দ্র কাসলে

(২৬) গৌবী শঙ্কর

(২৭) লক্ষ্মণ রাও কদম

প্রত্যেকের তিন বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদন্ড

এই মোকদ্দমায় এত কঠোর সাজা কেউ আশা করেনি। মিস্টার ইয়র্ক এতদিন যে আমাদের ওপরে ছিলেন তার শোধ তিনি তুলে নিলেন। আমাদের মোকদ্দমার বিরুদ্ধে যে ব্রিটেনে ও বিশ্বে মজুরেরা এত আন্দোলন করেছেন সেদিকে তিনি কোনো নজর তো দেনই না, উপরন্তু আমাদের তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীরূপে গণ্য করে খানিকটা রসিকতা করেও ছাড়তেন। রাজনীতিক বন্দীদের বিশেষ ব্যবহার পাওয়ার নিয়ম ইত্যাদি মীরাট মোকদ্দমা চলা কালে সারা ভারতে যে প্রবর্তিত হয়েছিল তাতে মীরাট বন্দীদেরও বিশেষ অবদান ছিল। মিস্টার ইয়র্কের রসিকতায় গবর্নমেন্ট কিঞ্চিৎ বিব্রত হয়েছিল বটে, কিন্তু সাজা খাটার সময়ে আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর দন্ডিত বন্দীরূপেই পরিগণিত হয়েছি।

দায়রা আদালতের পর্ব তো শেষ হলো, এখন হাইকোর্টে আপিল দায়ের করার পালা। এই মোকদ্দমার ভিতর দিয়ে আমাদের প্রচার যা করার ছিল তাতো আমরা সেশস্‌ন্ আদালতে করেইছি, আমাদের উদ্দেশ্য ছিল যে হাইকোর্টের আপিলটা আমরা ভালোভাবে করব। আমি আগেই বলেছি যে ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে মোকদ্দমার অনুসন্ধানকার্য শেষ হতে না হতেই প্রথম ডিফেন্স কমিটি শেষ হয়ে গিয়েছিল। দেশের ভিতর থেকে সামান্য কিছু সাহায্য আমরা মাঝে মাঝে যে পাইনি তা নয়, কিন্তু এ ক'বছর আমাদেব সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতে হয়েছে ব্রিটিশ মজুরদের সাহায্যের ওপর। আমাদের উকীল (pleader) শ্রীশিবপ্রসাদকে যে আমরা সামান্য ফিস দিয়ে গেছি তাও আমরা দিয়েছি ব্রিটিশ মজুরদের নিকট হতে পাওয়া টাকা হতে। ইউরোপের অন্যান্য দেশের ও আমেরিকার মজুরেরাও আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন কিন্তু ভারতের ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট আমাদের সেই সাহায্য গ্রহণ কবতে দেয়নি। শুধু গ্রেট ব্রিটেনের মজুবদের নিকট হতে আমাদের সাহায্য নেওয়ায় এই দেশের ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট আমাদের বাধা দেয়নি; গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন বন্ধুদের উদ্যোগে ব্রিটিশ মজুরেরা যে মীরাট ডিফেন্স কমিটি গঠন করেছিলেন মিস্টার রেজিনাল্ড ব্রিজম্যান ছিলেন তার সম্পাদক। এই কমিটির সংগৃহীত বিশেষ তহবিলের ওপরে ভরোশা করেই আমরা হাইকোর্টে আপিল দায়ের করেছিলেম।

তখনকার হাইকোর্টের জুনিয়র এডভোকেটদের মধ্যে প্রথমে মিস্ শ্যামকুমারী নেহরু ও মিস্টার রঞ্জিত সীতারাম পন্ডিত (ব্যারিস্টার) আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। পূরণচন্দ্র জোশীর বন্ধু মিঃ বাঁকে বিহারী ও আরও দু'একজনও এসেছিলেন। এখন কথা হলো সিনিয়র এডভোকেট কাকে নিযুক্ত করা যায়। মি: আর এস পন্ডিতকে দিয়ে অনেক অনুরোধ উপরোধ করানো সত্ত্বেও সার তেজবাহাদুর সাপরু আমাদের আপিলের মোকদ্দমা নিতে কিছুতেই রাজী হলেন না। তখন মিস্ শ্যামকুমারী নেহরু ও মিস্টার আর. এস. পন্ডিত আমাদের ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজুকে নিযুক্ত করার কথা বলাতে আমরা তাতে রাজী হলাম। তাঁকে অনুরোধ করাতে তিনি মোকদ্দমা নিতে রাজী হয়ে গেলেন। এর আগে তিনি মানবেন্দ্রনাথ রায়ের আপিল পরিচালনা করে তাঁর বারো বছরের সাজাকে ছয় বছরে নামিয়ে এনেছিলেন। ডক্টর কাটজুর সঙ্গে একটা দৈনিক ফিসের কথা স্থির হলো, তা ছাড়া প্রথম কাগজপত্র পড়ার জন্যে তাঁকে একটা মোটা টাকাও দেওয়া হলো। তিনি আপিল দায়ের করলেন, কয়েকজন বন্দীর জামিনও মঞ্জুর করালেন। কিন্তু কমিউনিস্ট বন্দীদের ভিতরে কেউ জামিন না পাওয়ায় ডক্টর কাটজু হাইকোর্টকে জানালেন যে তাঁর উপদেশ পেতে অসুবিধা হবে। হাইকোর্ট আমাদের চাওয়া একজনকে জামিন দিতে রাজী হলেন। আমরা তখন ডক্টর গঙ্গাধর অধিকারীর নাম প্রস্তাব করায় তিনিও জামিন পেয়ে গেলেন।

এই সময়ে প্রিভিকাউন্সিলে কি একটা ব্যাপার উপলক্ষে ডক্টর কাটজুকে ইংল্যান্ডে যেতে হলো। হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত আমাদের পক্ষে নাও যেতে পারে ভেবে প্রিভিকাউন্সিলে আপিল দায়ের করার ব্যবস্থাও হয়েছিল। সার স্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ ও মি: ডি এন প্রিট আমাদের ব্রিফ্ নিতে রাজী হয়েছিলেন। আমাদের ব্রিটিশ বন্ধুরা তাঁদের দু'জনের সঙ্গে ডক্টর কাট্‌জুর দেখা করিয়ে দিলেন। আরও কার কার সঙ্গে তাঁর দেখা করানো হয়েছিল। তার মধ্যে অধ্যাপক হ্যারল্ড লাস্কিও ছিলেন। অধ্যাপক লাস্কি ডক্টর কাটজুকে বলেছিলেন যে আমেরিকার অধ্যাপক লাস্কি যখন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের দ্বারা ডিনারে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন তখন প্রেসিডেন্ট তাঁর নিকটে মীরাট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার কথা তুলেছিলেন এবং জিজ্ঞাসা করেছিলেন ভারতবর্ষে এত দীর্ঘকাল ধরে এই মামলাটি কেন চলেছে? অধ্যাপক লাস্কি ডক্টর কাটজুকে বলেছিলেন যে ডক্টর কাটজু এই কথাটা তাঁব সওয়াল জওয়াবের সময় ব্যবহার করতে পারেন।

ডক্টর কাট্‌জু কমিউনিস্টদের তখনও ভালোবাসতেন না। এখনও বাসেন না। তবে, পেশা হিসাবে আমাদের মোকদ্দমা তিনি যে ঠিকই চালাতেন তাতে সন্দেহ ছিল না। তবুও আমার মনে হয় ওই সময়ে তাঁর ইংল্যান্ডে যাওয়ার ফলে আমাদের পক্ষে তাঁর ওপরে কিঞ্চিৎ প্রভাবও পড়েছিল।

মি: আর. এস. পন্ডিতের পদবীই শুধু পন্ডিত ছিল না, সত্য সত্যই তিনি একজন পন্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। উদার-প্রশস্ত ছিল তাঁর মন। আমাদের আপিল চলাকালে তিনি মি: খুরশীদ নওরোজিকে দিয়ে একটি ডিফেন্স কমিটি করিয়ে কিছু টাকাও তুলে দিয়েছিলেন।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের চীফ্ জাস্টিস ডক্টর সুলায়মান ও মিস্টার জাস্টিস ইয়ং আমাদের মোকদ্দমার আপিল শুনেছিলেন। এই আপিলের শুনানিতে সুদীর্ঘ সময় লাগবে বলে সকলের ধারণা ছিল। কিন্তু হাইকোর্টের আটটি কর্মদিবস শুনানি হওয়ার পরেই জজেরা আপিলের রায় শুনিয়ে দিলেন। এই রায় অনুসারে (১) মোতিয়ার গজানন দেশাই (২) এইচ, এল, হাচিনশন (৩) এস এইচ ঝাবওয়ালা (৪) রাধারমণ মিত্র (৫) কেদারনাথ সেহগল (৬) গোবিন্দ রামচন্দ কাসলে (৭) গৌরীশঙ্কর (৮) লক্ষ্মণ রাও কদম ও (৯) অর্জুন আত্মারাম আলভে (alve) বেকসুর খালাস পেয়ে গেলেন।

(১) অযোধ্যাপ্রসাদ (২) পূরণচন্দ জোশী (৩) গোপাল বসাক (৪) ডক্টর গঙ্গাধর অধিকারী ও (৫) শামসুল হুদার ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ১২১/-এ ধারা অনুসারে সাজা বহাল থাকল বটে, তবে যতটা সাজা তাঁরা খেটেছেন তাই যথেষ্ট মনে করে সঙ্গে সঙ্গে তাদের মুক্তির আদেশ দেওয়া হলো।

(১) গোপেন্দ্র চক্রবর্তীর সাজা কমিয়ে সাত মাস করা হলো। কেন যে জজেরা এটা করলেন তা বোঝা গেল না। এর মধ্যে তিনি ২০ দিন রিমিশন পেয়েছিলেন। হাইকোর্টের অর্ডার যথারীতি জেলে পৌঁছানো না পর্যন্ত তাঁর ক'দিন বেশি খাটা হয়ে গেল।

(১) মুজফ্ফর আহ্‌মদ (২) এস. এ. ডাঙ্গে ও (৩) শওকত উস্মানীর সাজা কমিয়ে তিন বছরের সশ্রম কারাদন্ড করা হলো।

(১) ফিলীপ স্প্রাটের সাজা কমিয়ে করা হলো দু'বছরের সশ্রম কারাদন্ড।

(১) এস. ভি. ঘাটে (২) কে. এন. যোগলেকর (৩) আর. এস. নিম্বকব (৪) বি. এফ. ব্রাডলে (৫) এস. এস. মিরাজকর (৬) সোহন সিং জোশ। (৭) ধরণীকান্ত গোস্বামী ও (৮) মীব আবদুল মজীদের সাজা কমিয়ে প্রত্যেকের এক বছরের সশ্রম কারাদন্ড করা হলো। যাঁদের এক বছরের সাজা হয়েছিল তাঁদের অর্জিত রিমিশন বাদ দেওয়ার পরে তাঁরা ১৯৩৩ সালের নভেম্বর মাসের কোনো এক তারিখে মুক্তি পেয়েছিলেন।

১৯৩৩ সালের ৩রা আগস্ট তারিখে হাইকোর্টের Judgment এর পরে চার বৎসরাধিক কাল চালু থাকা মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার সত্য সত্যই পরিসমাপ্তি ঘটল। এই মোকদ্দমায় সেশন্স কোর্টে সাজা যেমন আশাতীত কঠোর হয়েছিল, হাইকোর্টে সাজা তেমনই আশাতীতরূপে কমে গেল। এবং পরে প্রিভিকাউন্সিলে আপিল করার আর কোন প্রশ্নই উঠল না।

Canada-র প্রফেসর Michael Brecher তাঁর "Nehru A Political Biography" নামক পুস্তকে মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার হাইকোর্টের আপিলে সাজা এত কমে যাওয়ার কারণ সম্বন্ধে লিখেছেন ঃ

"The Sentences were reduced later, under the pressure of the British Trades Union Congress and others." (page 136.)

তার এই মন্তব্যের ভিতর যে সত্য নিহিত আছে তাতে সন্দেহ নেই। সমস্ত জগতের মজুরেরা এই মোকদ্দমার বিরুদ্ধে আন্দোলন তো করেছিলেনই, অধ্যাপক আইনস্টাইনের মতো বিশ্বখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও রমাঁ রলাঁর মতো মনীষীরাও এই মোকদ্দমাব বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছিলেন।

Professor Brecher ভারত গবর্নমেন্টের হোম ডিপার্টমেন্টের অন্তর্ভুক্ত সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর ১৯৩৫ সালের গোপন রিপোর্ট "India and Communism"- এর ৭২ পৃষ্ঠা হতে উদ্ধৃত করেছেন ঃ

"..... The removal of the thirty leading Communist agitators from the political arena was immediately followed by a marked improvement in the industrial situation. There can be no doubt whatsoever that the arrests ..... placed the authorities in a commanding position and created a vacuum in the leadership of the [trade union] movement which was filled by very inferior material."

সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো এখানে যতই আত্মপ্রসাদে উল্লসিত হোন না কেন মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা চালিয়ে ভারতে ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের হার হয়েছিল এবং জিতেছিলেন ভারতের

কমিউনিস্টরা। আদালতে দাঁড়িয়ে সরকারী খরচে যে প্রচার তাঁরা করেছিলেন তার কোনো তুলনা নেই। তাঁদের কর্মক্ষেত্র হতে অপসারণের ফলে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে কোনো vacuum সৃষ্টি তো হয়ইনি, বরঞ্চ তাঁদের আদালত হতে প্রচারের ফলে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি দৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের নেতারা এই প্রচারের ফলে নতুন করে ভাবতে শুরু করেন এবং উনিশ শ' ত্রিশের দশক শেষ হওয়ার আগেই তাঁদের বহু সংখ্যক ব্যক্তি দলে দলে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন।

ভারতের আজকার দিনের কমিউনিস্টরাও এই দলীল হতে বুঝতে পারবেন, পঁয়ত্রিশ বছর আগে মীরাটের বন্দীরা কী ভাবে চিন্তা করেছেন।

WORKERS OF THE WORLD UNITE!

English Edition

GANASHAKTI

Price One Pice.

(Published from GANASHAKTI PUBLISHING HOUSE, Calcutta.)

Vol I. | SUNDAY, 30th SEPTEMBER, 1934. | No 1.

"CONGRESS SOCIALISM"—A CONTRADICTION IN TERMS.

A Critique of the Programme of the "Congress Socialist Parties"

(By R. Palme Dutt)

The appearance of "Congress Socialist Groups" in Bombay, Calcutta and other provinces, has given rise to widespread discussion in the ranks of the Indian National Movement. The Programme of the Bombay group was issued in February, 1934, under the signatures of Krishna Menon, M. Shetty, M. R. Masani and others. It was issued with an approving letter from Jawaharlal Nehru, who stated that he "would welcome the formation of socialist groups in the Congress to influence the ideology of the Congress."

What is the significance of this development? What should be the attitude towards it of supporters of the fight for national and social liberation in India? Does this programme show the correct path forward for the fight?

An answer to these questions is essential at the present time, when the collapse of the Civil Disobedience Movement in ignominious capitulation has left a general confusion in the ranks of the national movement and a widespread seeking for new paths.

What is the situation in which this Programme appears?

In May 1934, took place the Patna Capitulation of the National Congress to the British Government. The Civil Disobedience campaign, which had been inaugrated with a flourish of trumpets in 1930 as the opening of the fight for absolute independence, was unconditionally called off. Council-entry was decided.

In June 1934, the British Government raised the ban upon the National Congress and set the stamp of its approval upon it as a legal organisation.

In July 1934, the British Government proclaimed the Communist Party of India as an illegal organisation.

Here we have a chain of events, the significance of whose connection should be plain to the dullest. On the one hand, the British Government proclaims that the National Congress is no longer to be regarded as a dangerous enemy outside the law, but rather as a potential friend and ally. On the other hand, the British Government proclaims that its most dangerous enemy, against which its main fire is to be directed, is the young Communist Party of India.

This action of the British Government, which is a cunning and realist ruler and knows what it is doing, reflects and lays bare to all the *shifting of forces* which has taken place in the camp of the fight for emancipation in India. The national bourgeoisie, which led the Congress campaign, alarmed at the overwhelming forces of the mass movement and menace to its own interests revealed by even this incomplete and largely strangled fight, calls off the whole campaign and moves to closer co-operation with the British Government. The masses, betrayed by the Congress leadership, seek for new leadership for their struggle. This leadership can only be forthcoming from the organised working class, the sole force which fights imperialism and all exploitation to a finish. The party of the working class the Communist Party, is revealed ever more clearly as the rising leader of the mass struggle in India. Increasing numbers of the previous supporters of the Congress begin to turn with greater and greater attraction to the revolutionary theory and programme of Communism as the only way.

It is at this point that the newly formed "Congress Socialist Party" is brought to the front, under the direct sponsorship of the official Congress leadership responsible for the capitulation, represented by Jawaharlal Nehru, and even with the blessing of Gandhi. Is it not obvious that we have here, not a genuine new political programme and leadership but a *manoeuvre of the bankrupt Congress leadership to conceal its bankruptcy and adapt its face under a new "socialist" coat of paint (the Nazis also call themselves "socialist") to the new currents among the masses?*

This may seem a harsh judgement to sincere elements along the new grouping who are drawn by the illusory hope of giving a "socialist direction" to the Congress and believe that here lies the path of advance. But it is essential that these sincere elements—like the sincere elments who were drawn by the "socialist" promises of the Nazis—should rid themselves of their illusions and realise that, on the basis of this "socialist" programme under the auspices of the Congress, thay are only being politically exploited for the benefit of the bourgeoisie.

The character of the programme abundantly confirms this analysis.

What is Socialism? Socialism, by the consensus of the socialist movement for decades in all countries, as well as by the teachings of Marxism, which is the theory of Socialism, is the movement for emancipation of the working class, leading all exploited strata, against the rule of the bourgeoisie, for the overthrow of the bourgeois rule, and for the establishment of the rule of the working class to build up the new society of collective production.

The heart of Socialism is the class struggle, the organisation of an independent political party of the working class separate from all other parties, the fight for the overthrow of the bourgeoisie (both the Imperialist bourgeoisie and the Indian bourgeoisie), and for the dictatorship of the proletariat (in India, for the establishment of the dictatorship of the proletariat and the peasantry as a prerequisite for the proletarian dictatorship in alliance with the poor peasants).

Of all this, the A. B. C. of Socialism, there is no word in this precious "socialist" programme. There is no word of the class struggle. There is no word of the dictatorship of the proletariat. There is no suggestion even of the necessity of an independent political party of the working class.

These are no accidental "omissions." They are inherent in the whole character of the programme. The programme elaborately sets out its proposals for trade unions for the workers, for kisan sanghs for the peasants, for organisations for the small traders, artisans, tenants. But it makes no mention of the necessity for a political party of the working class.

WHY?

Because the real essence of the programme is the subordination of the working class and peasantry to the political leadership of the bourgeoisie, represented by the National Congress.

This is made abundantly clear, both by the programme statement, and still more by the accompanying letter of Jawaharlal Nehru. The warning is constantly emphasised that the "socialist ideology," the economic organisation of the workers and peasants, must be kept *within the limits* of the political leadership of the National Congress—"must be related to the Congress struggle," in the words of Nehru, who warns against the "fashion for strong crititism of the Congress activities," and declares that "although ideologically backward, the Congress is undoubtedly today the most advanced effective (?) revolutionary (?) organisation in action (?) in India."

But since the Congress is the party of the Indian bourgeoisie, this means that

the proposed "socialist" programme and organisation is to be subordinated to the political leadership of the bourgeoisie. The result is a complete contradiction from any socialist point of view.

How is this glaring contradiction attempted to be covered ? "Socialism" is presented as an "economic programme" to be tacked on to the "political" programme and leadership of the Congress. The weakness of the Congress, declares Nehru in his letter, is that it has confined itself to "pure politics."

"We in India cannot afford to remain in the backwater of pure politics....World events as well as the natural consequences of our mass struggles have forced the Congress to think, to some extent at least, in terms of economics."

Such an "economic" programme, he declares, is provided by socialism, which can be "tacked on" to the Congress struggle, provided any action is "co-ordinated" to the action of the Congress.

Gandhi in a statement on the relationship of socialism and the Congress is even more explicit :

"Mahatma Gandhi, in reply to a question regarding the attitude which Congressmen should take towards their socialist friends, advised that they should offer complete co-operation to the socialists in agitating for workers, and peasants, demands in the day-to-day struggle, but he asked the Congress workers to oppose the socialists vigorusly whenever their preaching went against the fundamental principles of the Congress creed and programme."

Here, in the complementary statements of Nehru and Gandhi, we have a complete system. A familiar division of labour is proclaimed between the bourgeois leadership of the Congress and their "socialist" supporters. The task of the "socialists" is to preach an "economic" programme, to preach an "ideology" more suited to the moods of the masses and to organise the workers and peasants on the basis of the "day-to-day" demands. But politics and political leadership must be left to the bourgeoisie This is in fact a gross and caricatured version of the line of "*Economism*" long ago criticised by Lenin (the theory that in the period up to the bourgeois democratic revolution the tasks of socialist and working class organisation lie in the economic sphere, while the political leadership of the fight against autocracy must rest with the bourgeoisie). Here is nothing of the line of socialism. But it is the familiar line of class co-operation, of bourgeois politics in the working class.

The line of Socialism in India can only be the exact opposite. The contrast between the line of Socialism, the line of the working class, and the line of the Congress, the line of the bourgeoisie, is not the contrast between an "economic" line and a "political" line. It is a contrast between *two opposing political lines*—the line of revolutionary mass struggle against imperialism and all class-exploitation, and the line of capitulation to and alliance with imperialism against the mass struggle. The working class, fighting for the ending of all class exploitation, can alone lead the revolurionary mass struggle against imperialism to a finish. The bourgeoisie, seeking only to increase its share of exploitiation in opposition to the privileged position of the imperialist bourgeoisie, necessarily fears the extension of the mass struggle which threatens to end all exploitation, and at every critical point draws closer to alliance with imperialism against it. Therefore the task of the Socialists in India, not only for the victory of the fight for social liberation, but equally for the victory of the fight for national liberation, must necessarily be to strive to establish the hegemony of the working class in the mass struggle in opposition to the leadership of the national bourgeoisie, represented by the Congress.

But the hegemony of the working class in the mass struggle requires as its first condition *the independent political organisation of the working class.* This is the first task confronting all serious socialists in India Whoever renounces this task has nothing in common with Socialism.

Only on the basis of the independent political organisation of the working class can the revolutionary national bloc of struggle be built up. Even when the national bourgeoisie temporarily enters into the common struggle, such temporary co-operation with the bourgeoisie for the purposes of the struggle can only be conditional on the complete political and organisational independence of the working class. This was shown in the exprience of the Kuomintang in China. There the national bourgeoisie for a period joined in the common armed struggle against imperialism. Nevertheless, the working class and its party, the Communist Party, maintained its political and organisational independence within the common bloc of the Kuomintang The correctness of this policy was shown when the Chinese bourgeoisie, led by Chiang Kai-shek, betrayed the national struggle in 1927 and entered into alliance with imperialism. Despite this heavy blow, the working class, led by the Communist Party, in alliance with the peasantry, was able to carry on the fight and lead the way to the present victories of Soviet China, maintaining its independence and extending its range against all the attacks of imperialism. The whole of this process of the Chinese Revolution has profound lessons for India as to the correct path to follow.

The Programme of the "Congress Socialist Groups" of India can therefore only be regarded as a false lead, calculated to confuse and distort the mass struggle and draw back the rising revolutionary socialist and communist currents in the national movement once more into the fold of the counter revolutionary bourgeois leadership of the Congress The urgent task of Socialism in India to-day is to build up the independent political party of the working class, in despite of the opposition of the British Government, and in despite of the opposition of the borgeois lerdership of the National Congress

In the editorial of the Aswin issue of the Bengali "Ganashakti" entitled "Congrers Socialist Party," it has been correctly analysed the treacherous role of the congress socialist party and how it pledges itself to betray the working class, peasantry and revoolutionary youths of the town and the countryside, masquarading as the leader of the national struggle. It has been proved from the passed struggles that the working class is the only revolutionary class which can exercise its hegemony over all other petty bourgeois classes in the fight against the bourgeoisie, under the ledership of the proletarian party But the congress socialist party denies this leadership An article entitled "Why Within the Congrers ?" published in the "Congress Socialist" dated 29th Sept. 1934 from Calcutta, clearly manifests the traitorous role which the congress socialist party is going to play. It says, "Owing to social backwardness of India, the National struggle must develop under the leadership of the petite bourgeois party. The proletariat is numerically insignificant and politically not sufficiently mature to assume the leadership of the National struggle from the very beginning." This is nothing but a downright deception on the part of the petty bourgeois congrers socialist party which once again pushes the working class to the tail-end of the bourgeoisie. The duty of all the anti-imperialist elements within the congress and the congress socialist party, is at once to break away from these bodies and help in the creation of an anti-imperialist bloc of natianal struggle by launching upon an extensive agitation against "White Paper" Constitution etc. and at the same time to develop an active struggle for complete independence and smash the organisation of the Indian bourgeoisie—the Natonal congress and such bodies, under the leadership of the proletarian party.

We appeal to all the socialist-minded youths to beware of this mousetrap of the congress socialists and to rally around the banner of the proletarian part.

Editor—SAROJ MUKERJI.
Printed by Manoranjan Roy from the Kalika Printing Works, 30, Haritaki Bagan Lane, Calcutta and Published by him from 41, Zakaria Street, Calcutta.

সম্পাদকীয়

কম্যুনিষ্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার কর

দশ বছর আগে ২০শে মার্চ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ভারতের সমস্ত শ্রমিক নেতাদের গ্রেপ্তার করে, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার অনুষ্ঠান করেছিল। সাম্রাজ্যবাদীর আশা ছিল যে সেই আঘাতে ভারতের কম্যুনিষ্টরা দমে যাবে এবং ভারতের শ্রমিক আন্দোলন বিধ্বস্ত হবে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীর সে আশা পূর্ণ হয়নি। গত দশ বছরের মধ্যে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট এবং সোস্যালিষ্টগণ জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সমস্ত ক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছে, ভারতের শ্রমিকশ্রেণী একটি স্বতন্ত্র শক্তি হিসেবে স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছে। তাদের এই অগ্রগতিকে রোধ করবার জন্য ১৯৩৪ সালে ভারত গভর্ণমেন্ট ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টিকে এবং তার সাথে সাথে কয়েকটী শ্রমিক প্রতিষ্ঠানকে বে-আইনী ব'লে ঘোষণা করে। সেদিন থেকে আজ পর্য্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞার ভিতর দিয়ে কম্যুনিষ্টদের সংগ্রাম চালাতে হচ্ছে। স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ, সঙ্ঘ গঠন এবং সভাসমিতির অধিকার জনগণের পক্ষে একটি মূল্যবান ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার। এই অধিকার থেকে বঞ্চিত হ'য়েও কম্যুনিষ্টরা জাতীয় স্বাধীনতা-আন্দোলনের ক্ষেত্রে,—কংগ্রেসের ভিতরে ও বাইরে—একতা ও সংগ্রামের বাণী নিয়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তি-গুলিকে সম্মিলিত করবার জন্য সমস্ত শক্তি নিযুক্ত করেছে। আজ ভারতের সর্ব্বত্র মুক্তি সংগ্রামের যে অপূর্ব্ব প্রেরণা দেখা যায়, আজ দেশের সমস্ত ক্ষেত্রে

গণসংগ্রামের যে নূতন উদ্দীপনা দেখা যায়, আজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চরম সংগ্রামে লিপ্ত হবার জন্য যে দেশব্যাপী একতা-স্থাপনের প্রচেষ্টা দেখা যায় তার মূলে ভারতের কম্যুনিষ্ট এবং সোস্যালিষ্টদের অবদানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদান। এ কথা আজ ভুললে চলবে না যে এই কম্যুনিষ্টদের ব্যক্তি স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত ক'রে রাখার অর্থ ভারতের মুক্তি আন্দোলনকে পঙ্গু ক'রে রাখা,—এবং ঠিক এই উদ্দেশ্য নিয়েই ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টিকে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান ক'রে রাখা হয়েছে। আজ দেশব্যাপী গণজাগরণের সময় এই পার্টিকে নিষেধাজ্ঞা থেকে মুক্ত করবার দাবীই একটি প্রধান গণতান্ত্রিক দাবী। তাই আজ আমাদের সবার মিলিত কণ্ঠে রণধ্বনি তুলে দাবী করতে হবে—

কম্যিউনিষ্ট পার্টির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার কর।

রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি চাই

যে উদ্দেশ্য নিয়ে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টিকে গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে ঠিক সেই উদ্দেশ্য নিয়েই আজও তারা স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রণী সৈনিকদের রেখে দিয়েছে কারা প্রাচীরের অন্তরালে। গণ-সংগ্রামের প্রবল শক্তি দেখে বহু প্রদেশের সরকার বাধ্য হয়েছিলেন সমস্ত রাজ-বন্দীদের মুক্তি দান করতে এবং দণ্ডিত রাজনৈতিক বন্দীদের আন্দামান থেকে ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু আজও আমলাতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি দাবীকে স্পর্দ্ধার সাথে উপেক্ষা করে চলেছে। আজ সমগ্র দেশময় প্রবল গণ-আন্দোলন সৃষ্টি করে এমনিভাবে সাম্রাজ্যবাদের দমন নীতিকে আঘাত করতে হবে যার ফলে সমস্ত জেলের দরজা অবিলম্বে খুলে যায় এবং স্বাধীনতার অগ্রণী সৈনিকেরা আবার আমাদের সংগ্রাম ক্ষেত্রে এসে যোগদান করতে

প্রাক্ কথন

১৯৪৮ সালের ২৫শে মার্চ পার্টি বে-আইনী হওয়ার পর সেই রাত্রেই অর্থাৎ ২৬শে মার্চ ভোরে গ্রেপ্তার হওয়ার কিছুদিন পর ছোট ছেলে বলে হয়তো আমাকে জেল থেকে ছেড়ে দিল। শর্ত ছিল প্রতি সপ্তাহে থানায় রিপোর্ট করতে হবে। জেল থেকে ছাড়া পাওযার পর কাকাবাবুর নির্দেশ মতো কমরেড চিন্মোহন সেহানবীশের সঙ্গে এবং অধ্যাপক হীরেন মুখার্জির সঙ্গে দেখা করলাম। উভয়ের নির্দেশমতো কমরেড স্নেহাংশুকান্ত আচার্য্যের সঙ্গেও দেখা করলাম। তাঁদের নির্দেশমতো বাইরের একটি প্রেসের সঙ্গে যুক্ত হলাম।

পার্টি প্রেস সিল করে দেওয়ায় পার্টির মুখপত্র 'স্বাধীনতা' প্রকাশ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এরই মধ্যে পার্টির গোপন কেন্দ্রও সংগঠিত হয়েছে। সুতরাং 'স্বাধীনতা' কাগজ পুনরায় প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিল গোপন কেন্দ্র। প্রেস ঠিক করা হলো যেখানে প্রকাশ্যে কাগজ ছাপা যাবে। একটা দৈনিক সংবাদপত্র বের করার মতো ব্যবস্থা তখনকার দিনে বহু প্রেসের ছিল না।

কমরেড কমল সরকারের উপর দায়িত্ব পড়ল প্রকাশ্যে থেকে 'স্বাধীনতা' কাগজ পরিচালনা করবেন। তিনি কৃষক নেতা কৃষ্ণসুন্দর ভৌমিকের পুত্র সুরেশচন্দ্র ভৌমিকের সঙ্গে দেখা করে ব্যবস্থাও করলেন। সুরেশ ভৌমিকের নিজস্ব পরিচালনায় পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত একটি প্রেস ছিল। কাগজ বের কবার জন্য যা যা প্রয়োজন ব্যবস্থা করলেন। প্রেসের নাম "ইউনাইটেড প্রিন্টিং এন্ড বাইন্ডিং ওয়ার্কস", ৩৪নং গোপী বোস লেন, কলিকাতা - ১২। গণশক্তি প্রেসের পুরনো কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে কম্পোজের জন্য তাঁদের আনা হলো। কমরেড কমল সরকার আমাকে পার্টির গোপন কেন্দ্রের নির্দেশ মতো অন্য প্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করে এই প্রেসে কাজে যোগ দিতে বললেন।

গোপন কেন্দ্রের পরিচালনায় কমরেড কমল সরকারের তত্ত্বাবধানে 'স্বাধীনতা' পুনরায় প্রকাশিত হলো। কিন্তু এক মাসও প্রকাশ করা গেল না। ফৌজদারী বিধি আইন বলে সরকারী নির্দেশে 'স্বাধীনতা' পুনঃ প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গেল। কাগজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর পার্টির নির্দেশে আমাকে পুনরায় আত্মগোপন করতে হলো।

'স্বাধীনতা' কাগজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর কমরেড অধীর চক্রবর্তীর তৎপরতায় যুগান্তর পত্রিকার এক রিপোর্টারের একটি সাপ্তাহিক কাগজ 'সংবাদ' পার্টির গোপন নেতৃত্বের হাতে এলো। কমরেড

সুধাংশু দাশগুপ্ত এই কাগজ পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত হলেন। কমরেড অধীর চক্রবর্তীর তৎপরতায় প্রেসেরও ব্যবস্থা হলো। ১৯৪৮ সালে ১লা মে কমরেড দুর্গাপদ তরফদারকে সম্পাদক করে, ৫২/৯নং বহুবাজার স্ট্রিটে অবস্থিত 'ইউনাইটেড আর্ট প্রেস' থেকে সাপ্তাহিক 'সংবাদ' প্রকাশিত হয়।

কিছুদিন চলার পর পার্টির গোপন নেতৃত্ব উপলব্ধি করলেন পার্টি সংগঠনকে প্রকাশ্যে সক্রিয় রাখতে গেলে দৈনিক পত্রিকা প্রযোজন। কমেরড অধীর চক্রবর্তীর উদ্যোগে "দৈনিক সংবাদ" এই নামে "ডিক্লারেশন" নেওয়া হলো। কমরেড সুধাংশু দাশগুপ্ত "দৈনিক সংবাদ"-এর নিউজ এডিটর হলেন এবং সম্পাদক হলেন কমরেড ব্রজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হলেন কমরেড অধীর চক্রবর্তী, অজিত রায়, ননী ভৌমিক, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস, অরুণ দাশগুপ্ত, বিনয় বায় এবং মনোরঞ্জন সেন। কাগজটি অন্যান্য সংবাদপত্রেব চেয়ে আকারে ছোট ছিল। পার্টি বে-আইনী হওয়ার পর পুনঃপ্রকাশিত 'স্বাধীনতা' যে প্রেসে ছাপা হতো "দৈনিক সংবাদ"ও সেই ৩৪নং গোপী বোস লেনস্থ ইউনাইটেড প্রিন্টিং এন্ড বাইন্ডিং ওয়ার্কস-এ ছাপা হতো।

"দৈনিক সংবাদ" কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর বিধান রায় সরকারের মতিগতি দেখে পার্টির গোপন নেতৃত্ব বুঝতে পারলেন "দৈনিক সংবাদ"ও বেশিদিন চালানো যাবে না। সেজন্য পার্টি নেতৃত্ব কয়েকটি কাগজের "ডিক্লারেশন" আগাম নিয়ে রাখলেন বিভিন্ন নামে। সন্দেহ অমূলক হলো না, বিধান রায়ের নেতৃত্বে কংগ্রেস সবকার "দৈনিক সংবাদ"-এর উপর ভারত রক্ষা আইন প্রয়োগ করলেন। কাগজ বন্ধ হয়ে গেল ১৯৪৮ সালের ১০ই অথবা ১১ই আগস্ট।

এর পরে বের হলো ১৯৪৮ সালের ১২ই আগস্ট "নূতন সংবাদ"। কমরেড কেদারনাথ ভট্টাচার্য প্রেসিডেন্সী জেল থেকে বেরিয়ে গোপন নেতৃত্বের নির্দেশে আরপুলি লেনের একটি মেসে ছদ্ম নামে ছিলেন। গোপন পার্টি নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগও ছিল। কমরেড কেদারনাথ ভট্টাচার্যকে সম্পাদক করে তাঁকেই "নূতন সংবাদ" পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হলো। সঙ্গে যুক্ত হলেন কমরেড মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন বড়াল, সুভায রায়, অজিত রায়।

"নূতন সংবাদ" কাগজটি ছাপার ব্যবস্থা হলো 'নিউজ প্রেস'-এ। এই প্রেসটি ছিল কৃযক নেতা কমরেড কৃষ্ণসুন্দর ভৌমিকের ছেলে সুরেশ ভৌমিকের। প্রেসটি পুরনো 'ইউনাইটেড প্রিন্টিং এন্ড বাইন্ডিং ওয়ার্কস',এর কম্পাউন্ডে। কমিউনিস্ট আন্দোলনে এই প্রেসটির অবদান অনস্বীকার্য।

"নূতন সংবাদ" দৈনিক হিসাবে ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হলো। সাধারণ দৈনিক সংবাদপত্র যে সাইজের বের হয় এটি তার থেকে ছোট। এই কাগজের কিছু কিছু সংবাদ এবং মূলত সম্পাদকীয় পান্ডুলিপি আসত পার্টির গোপন কেন্দ্র থেকে। ১ম সংখ্যা থেকে ৮ম সংখ্যা পর্যন্ত কোন কপি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। যে কয়টি সংখ্যা সংগ্রহ করতে পেরেছি, দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত মতো কিভাবে সংবাদ পরিবেশন করা হতো তার কিছু নমুনা উল্লেখযোগ্য শিরোনামার মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করব।

নূতন
সংবাদ

নূতন সংবাদ, ১ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা, ২০শে আগস্ট ১৯৪৮, ৪ ঠা ভাদ্র শুক্রবার ১৩৫৫ শিরোনামে

'হায়দরাবাদ প্রশ্ন জাতিসংঘে প্রেরণের ব্যবস্থা', 'বর্মার মুক্তি যুদ্ধের বিরুদ্ধে ভারতের সাহায্য লাভের চেষ্টা হঃ ন্যু-সরকার কর্তৃক অ-কামিউনিস্টদের উপরও দমন শুরু', 'ই-আই রেল—বিড়লাদের

স্বার্থে ৭৪ হাজার টাকা মাফ', 'সুতাকলে তিন শিফটের সুপারিশ : মুনাফা বৃদ্ধির জন্য শ্রমিক ছাঁটাই কর', 'বর্মার চিঠি—মুক্তি সেনারা রেঙ্গুনের উপকণ্ঠে : কৃষকদের মধ্যে জমি বিলি, মুক্ত এলাকায় নয়া গঠনতন্ত্র', 'বিনানী মেটালে পুরানো শ্রমিক ছাঁটাই : কম মজুরিতে নূতন শ্রমিক নিয়োগ', **'সংবাদ' বিক্রেতা ধৃত : এক হাজার টাকা জামিনে মুক্তি'** — ১৫ই আগস্ট বিকালে বিমল ভট্টাচার্য নামক জনৈক 'সংবাদ' বিক্রেতাকে 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়' বলিয়া শ্লোগান দিয়া সাপ্তাহিক সংবাদ (বিশেষ সংখ্যা) ও পত্রিকা বিক্রির অভিযোগে পুলিস গ্রেপ্তার করে। ম্যাজিস্ট্রেট তাহাকে ১০০০ হাজার টাকার জামিনে মুক্তি দেয়।

এই সংখ্যায় সম্পাদকীয় **'নিরাপত্তা আইন'** — প্রথম তিনটি প্যারায় লেখা হয়েছে :

জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয়া শ্রীযুক্তা বীণা ভৌমিক (দাস) এম-এল-এ অমৃতবাজার লকআউটে কর্মচারীদের গ্রেপ্তার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন।

"......ইউনিয়নের সম্পাদক ও কয়েকজন বিশিষ্ট কর্মীকে নিরাপত্তা আইনে আটক করা হইয়াছে। ইহা ইউনিয়নকে শক্তিহীন করিয়া শ্রমিকদের মনোবল নষ্ট করিয়া দেওয়ার প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। যখন 'নিরাপত্তা বিল' আইন সভায় আনা হইয়াছিল, তখন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী (ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ) প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, 'শ্রমিক আন্দোলন দমনে ইহা প্রয়োগ করা হইবে না।' সে প্রতিশ্রুতি এক্ষেত্রে কিভাবে রক্ষিত হইতেছে, তাহা জনসাধারণকে বিচার করিয়া দেখিতে বলি। যদি ইউনিয়নের সম্পাদক বা অন্যান্য কর্মীর বিরুদ্ধে বে-আইনী কাজের অভিযোগ থাকে তাহা হইলে সাধারণ আইনেই কেন তাহাদের বিচার করা হইতেছে না?"

এ্যাসেম্বলিতে নিরাপত্তা আইন পাস করানোর সময় শ্রীযুক্তা বীণা ভৌমিক উহার পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন, আজ একটু অতিরিক্ত দেরিতে তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, ঐ আইনের প্রয়োগ 'ইউনিয়নকে শক্তিহীন করিয়া শ্রমিকদের মনোবল নষ্ট করিয়া দেওয়ার প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।'

'পত্রিকা মালিকের বিরুদ্ধে কর্মচারীদের মামলা' ....অমৃত বাজার পত্রিকার ২০০ টাকা নিম্নের বেতনভুক কর্মচারীগণ পত্রিকার পরিবারবর্গের বিরুদ্ধে ফ্যাক্টরী আইন ভঙ্গের অভিযোগে এক মামলা দায়ের করিতেছেন। .... পত্রিকা কর্তৃপক্ষ এখনও কর্মচারীদের এ মাসের বেতন দেন নাই বলিয়াই এই মামলা দায়ের করা হইতেছে।

'খানা তল্লাশী'

গতকল্য (অর্থাৎ ২০শে আগষ্ট ১৯৪৮) ইউনাইটেড প্রিন্টিং এন্ড বাইন্ডিং ওয়ার্কসে খানা তল্লাশ করা হয়। এই প্রেসেই 'দৈনিক সংবাদ' ছাপা হইত।

তল্লাশীর পরোয়ানায় 'বে-আইনী বই, প্রচারপত্র ইত্যাদি এবং অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক পদার্থে'র উল্লেখ ছিল।

নূতন সংবাদ ১ম বর্ষ, ১৫শ সংখ্যা, ২৬শে আগস্ট ১৯৪৮-এ শিরোনাম :

'ইন্দোচীনে মুক্তি ফৌজের ব্যাপক অভিযান', 'শ্যাম দেশে ব্রিটিশ বাহিনীর অবাধ কর্তৃত্ব — কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইবার ব্যাপক প্রস্তুতি', **'জ্যোতি বসুর জামিন মঞ্জুর'** — আলিপুর ডিস্ট্রিক্ট সেশন জজ মিঃ এস এম গুহরায়ের আদালতে শ্রীজ্যোতি বসু, এম-এল এ'র জামিনের আবেদন পেশ করা হইলে কয়েকটি শর্তে উহা মঞ্জুর করা হয়।

শ্রীজ্যোতি বসুকে যে শর্ত দেওয়া হইয়াছে তাহার প্রথমটি তাঁহাকে ২০০০ টাকা করিয়া তিনটি

মুচলেকা দিতে হইবে এবং সপ্তাহে দুইবার করিয়া স্থানীয় থানায় নিজ গতিবিধির খবর দিতে হইবে।

এই সংখ্যার অন্যান্য শিরোনাম —'পশ্চিম পাঞ্জাবে আশ্রয় প্রার্থীদের উপর গুলিতে ১৫ জন নিহত', 'বরিশালে কমিউনিস্ট গ্রেপ্তার'— বরিশালে ৪জন কমিউনিস্ট গ্রেপ্তার হইয়াছেন এবং প্রত্যেকটি বাড়ি তল্লাশী হইয়াছে। 'ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের প্রশ্ন ১৯৬০ পর্যন্ত ধামাচাপা', '২৮শে আগষ্ট নিরাপত্তা আইন বিরোধী দিবস ঃ কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের বিবৃতি', 'অমৃত বাজার ধর্মঘট — কর্মচারীদের বেতন আটকের মামলা', 'বরাহনগরে মেটাল প্রেসে পু রানো লোক ছাঁটাই করিয়া নূতন লোক ভর্তি', **'পূর্ব বাংলায় কমিউনিস্ট ইস্তাহার বাজেয়াপ্ত'** — পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত "কমিউনিস্ট পার্টির কমিউনিক, (১ম সংখ্যা)' শীর্ষক বাংলা ইস্তাহার পূর্ব বাংলা সরকার বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন।

— এ. পি.

নূতন সংবাদ, ১ম বর্ষ, ১৬শ সংখ্যা, ২৭শে আগস্ট ১৯৪৮-এ প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'জাতীয়করণের কথা ভুলিয়া যাও ঃ ভারত সরকারের প্রতি টাটা ও নলিনীরঞ্জনের উপদেশ', 'সিভিল সাপ্লাইয়ে—অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক গ্রেপ্তার', 'মালদহে ১৪৪ ধারা', 'প্রস্তাবিত শিক্ষক ধর্মঘট ঃ সরকারী প্রেস নোটে শাস্তির হুশিয়ারি', 'বর্ধমানে হরতাল ঃ সরকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ', 'রাজাদের জারজ সন্তানরাও বৃত্তি পাইবে' —

.... কয়েকজন রাজা-মহারাজা দিল্লিতে আসিয়া দেশীয় রাজ্য দপ্তরের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইতেছেন। দপ্তরের সেক্রেটারী মিঃ মেনন তাঁহাদের বৃত্তি বাড়াইয়া দিতে রাজি হইয়াছেন। ইহার ফলে রাজাদের মাতৃকুলের আত্মীয়স্বজন এবং উপপত্নীদের সন্তানদের জন্যও বৃত্তি দেওয়া হইবে ....।

'খানা তল্লাশী'

২৬শে আগষ্ট আজ ৫২/৯নং বহুবাজার স্ট্রীটে অবস্থিত 'ইউনাইটেড প্রেসে' খানা তল্লাশী হয়। তল্লাশীর পরোয়ানায় বে-আইনী বই, প্রচারপত্র ইত্যাদি এবং অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক পদার্থের উল্লেখ ছিল ....।

এই প্রেসে সাপ্তাহিক 'সংবাদ' ও 'দৈনিক কৃষক' ছাপা হতো।

নূতন সংবাদ, ১ম বর্ষ ১৭ শ সংখ্যা, ২৮শে আগস্ট ১৯৪৮-এ প্রকাশিত শিরোনাম —

'মালয় ও বর্মার বিদ্রোহ দমনে দমদম বিমান ঘাঁটি ব্যবহার ঃ ব্রিটিশ ফৌজ আমদানির জন্য বর্মা সরকারের বিশেষ ব্যবস্থা'।

'অমৃতবাজার বর্জনে মহিলাদের উদ্যোগ'

বালিগঞ্জ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির উদ্যোগে মহিলাদের একটি দল পার্ক সার্কাস ও গড়িয়াহাটায় অমৃতবাজার পত্রিকা বর্জনের আবেদন জানান। হকাররা এই আবেদনে সাগ্রহ সমর্থন জানান ....।

ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটির উদ্যোগে আজ নিরাপত্তা আইন বিরোধী দিবস—মনুমেন্ট ময়দান — সভাপতি শ্রীমৃণালকান্তি বসু —আহ্বায়ক ঃ পশ্চিমবঙ্গ ফরোয়ার্ড ব্লক, বলশেভিক পার্টি আর সি পি আই, সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টার, ডেমোক্রাটিক ভ্যানগার্ড, আজাদ হিন্দ ফৌজ, ছাত্র ফেডারেশন, ছাত্রী সংঘ, কিষাণ সভা , মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, ট্রাম ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, কর্পোরেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, গ্যাস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, লিপটন মজদুর ইউনিয়ন, রিক্‌শা ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, পটারী ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, বিড়ি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন,

মোশন পিক্‌চার কর্মচারী ইউনিয়ন, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী ইউনিয়নের ফেডারেশন।

'ডাক-তার সম্মেলন'

আজ ডাক-তার শ্রমিকের সম্মিলিত সংগঠনের বাংলা শাখার প্রথম প্রাদেশিক সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশন ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত হয় ....।' 'অমৃতবাজার ও যুগান্তর ধর্মঘটের অবস্থা ঃ বরখাস্ত ও উচ্ছেদ সত্ত্বেও ধর্মঘটীদের সংখ্যা বৃদ্ধি', 'দমন নীতির বিরুদ্ধে আসানসোলের বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ' এবং এই সংখ্যার সম্পাদকীয় 'দমননীতি'.....কমিউনিস্টদের দমনের নাম করিয়া দমননীতি আরম্ভ হইয়াছিল। সে দমননীতি ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রায় প্রত্যেকটি ইউনিয়নের কাজে বাধা দিয়াছে। কৃষকসভা আধা-বে-আইনী করিয়া দিয়াছে। নির্বাচন প্রার্থী কংগ্রেস নেতাদের বিরুদ্ধ পক্ষকে পর্যুদস্ত করিয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশে শত শত স্যোসালিষ্ট ফরোয়ার্ড ব্লক ও অন্যান্য দলের কর্মীকে কারারুদ্ধ করিয়াছে। ব্যাঙ্ক কর্মচারী ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের বাঁচিবার দাবিকে আক্রমণ করিয়াছে। বাস্তুহারাদের পীড়িত কণ্ঠও রুদ্ধ করিয়াছে। অমৃতবাজার ধর্মঘটের কমিউনিস্ট বিরোধী 'জাতীয়' নেতাদিগকেও রেহাই দেয় নাই।

মাত্র পাঁচ ছয় মাসের মধ্যে দমননীতির এই নিরঙ্কুশ স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। ইহা কেবলমাত্র দল বিশেষকে দমনের জন্য নয়। পীড়িত মানুষ সেখানেই বিক্ষুব্ধ হইবে, দাবী করিবে, বাঁচিতে চাহিবে—সেখানেই উহা প্রযুক্ত হইবে।

.........জনসাধারণের শিবিরকে ইহাদের স্বরূপ উদঘাটন করিতে হইবে, ইহাদের বাধা চূর্ণ করিয়া সমস্ত অত্যাচারিত মানুষকে মিলাইতে হইবে। তখন জনসাধারণের শিবির হইবে অপরাজেয়।

নূতন সংবাদ ১ম বর্ষ ১৮শ সংখ্যা, ২৯শে আগষ্ট ১৯৪৮ এ প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'অমৃতবাজার মালিকের কীর্তি'

অমৃতবাজার পত্রিকার কর্তৃপক্ষ এতাবৎ ২০৪ জন কর্মচারীকে বরখাস্ত বা অপসারিত করিয়া চিঠি দিয়াছেন ; ইহাদের মধ্যে পত্রিকার সরকারী সম্পাদক ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ সেনও আছেন।

'কমিউনিস্ট পত্রিকার জমানত বাজেয়াপ্তের হুকুম ঃ বোম্বাই হাইকোর্ট কর্তৃক নাকচ'।

কমিউনিস্ট মারাঠি সাপ্তাহিক 'লোকযুগে'র মুদ্রাকর এবং প্রকাশক মিঃ ভিক্‌টর মোহন কাউলের জামানত বাজেয়াপ্ত করার যে হুকুম সরকার দিয়াছিলেন, আজ বোম্বাই হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চ তাহা নাকচ করিয়াছেন।

— এ. পি.

গত ২৬শে আগস্ট রাত্রি পৌনে ১১টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্যন্ত পুলিস ৬৬ বি বাগবাজার স্ট্রীটে খানাতল্লাশী চালায় এবং সিভিল সাপ্লাই কর্মচারী এ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সমর গুপ্ত সম্পর্কে দীর্ঘ সময় জিজ্ঞাসাবাদ করে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য, সমর গুপ্তকে ঐ তারিখে অপরাহ্ণেই পুলিস গ্রেপ্তার করিয়াছে। খানাতল্লাশীর ফলে আপত্তিকর কিছু পাওয়া যায় নাই।

প্রেসে খানাতল্লাশী — অস্ত্রশস্ত্র ও আপত্তিকর পুস্তিকার সন্ধানে গত ২৬শে আগস্ট তারিখে পুলিস ১১৫-এ আমহার্স্ট স্ট্রীটের মনমোহিনী প্রেসে খানাতল্লাশী করে। শ্রীযুত অমৃত বর্দ্ধন এবং জ্ঞানেন্দ্র চৌধুরী নামে দুইজনকে সুকিয়া স্ট্রীট থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য লইয়া যাওয়া হয়।

(লেখকের সংযোজন — উক্ত প্রেসে পার্টির গোপন কেন্দ্রের অনেক ছাপার কাজ হতো। আমি নিজেও এই কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলাম। প্রেসের মালিকও পার্টির ঘনিষ্ঠ ছিলেন)

'ইউনিয়ন ছাড়— নহিলে বরখাস্ত ঃ
দমকল কর্মচারীদের প্রতি সরকারী আদেশ'

২১শে আগস্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতা দমকলের কর্মীদের হুঁশিয়ার করিয়া দিয়াছেন যে, ফায়ার সার্ভিস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সহিত সম্পর্ক ছেদ না করিলে তাঁহাদের অবিলম্বে বরখাস্ত করা হইবে .... ।

— এ. পি.

নূতন সংবাদ, ১ম বর্ষ ১৯শ সংখ্যা ৩০শে আগস্ট ১৯৪৮ এ প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'অদ্য রেল শ্রমিক ফেডারেশন সম্মেলন শুরু ঃ রেল বোর্ডের সহিত আপোষ-আলোচনার পথ পরিত্যাগের জন্য জ্যোতি বসুর প্রস্তাব', 'রেলওয়ে মেন্স ফেডারেশনে বিভেদ সৃষ্টির কাজে বিড়লা গোষ্ঠী', 'দিনাজদুপুর নির্বাচনে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ঃ গণতান্ত্রিক নির্বাচন অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে', 'অমৃতবাজার ধর্মঘট —মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিব সমর্থন', 'ভুলি নাই— সরকারী সেন্সরের ভাঁড়ামি'।

সরকারী সেন্সরের থাবা একখানি ভাল ফিল্মকে কিভাবে শেষ মুহূর্ত্তে বিকলাঙ্গ করিয়া দিতে পারে, 'ভুলি নাই' ছবিখানি তাহার মর্মান্তিক উদাহরণ।

১৯০৫ সালের বঙ্গ-ভঙ্গের পর সংস্কারবাদ ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের পথ ছাড়িয়া রক্তের বদলে রক্ত, মৃত্যুর পথে বাংলার বিপ্লবীরা যখন অভিযান শুরু করেন তখনকার ঘটনাকে লইয়া ছবির কাহিনী রচিত .... অগ্নিযুগের প্রকৃত উত্তরাধিকারীরা সন্ত্রাসবাদের পথ ছাড়িয়া গান্ধীবাদের পথ গ্রহণ করেন নাই; তাঁহারা সমাজতন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া গণ-আন্দোলনের পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

তাই গান্ধীবাদের সমর্থকরা আজ যখন ক্ষমতার গদীতে সমাসীন তখন ভগৎ সিং - যতীন দাসের সহকর্মী অজয় ঘোষকে জেলে আটক থাকিতে হয়, বাংলার অগ্নিযুগের বিপ্লবী সাধক সতীশ পাকড়াশীকে বিনা বিচারে বন্দী থাকিতে হয়, সূর্য্য সেন-দীনেশ গুপ্তের সহকর্মীদের নামে পুলিস হুলিয়া বাহির করে ....।

বিপ্লবী আন্দোলনের যে অমর প্রেরণা 'ভুলি নাই' ছবিখানির মধ্যে দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছিল, সরকারী সেন্সরের ভাঁড়ামিব ফলে তাহা অদ্ভুতভাবে শেষ হইয়াছে ....।

নূতন সংবাদ, ১ম বর্ষ ২১শ সংখ্যা, ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ এ প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'ভারত সরকারেব কাছে শিল্পপতিদের নির্লজ্জ দাবি ঃ সরকারী কর্মচারীদের ছাঁটাই করো, মুনাফাব উপর কর বৃদ্ধি চলবে না', 'রেল শ্রমিক ফেডারেশন সম্মেলন — রেল বোর্ডের সহিত আপোষ আলোচনার রিপোর্ট গ্রহণের প্রশ্নে বিতর্ক ঃ শ্রীযুত জয়প্রকাশ কর্ত্তৃক আলোচনা ধামাচাপা', 'ই-আই রেলে ছাঁটাই করিয়া নূতন লোক ভর্তি', 'কর্পোরেশনে দুর্নীতির প্রশ্রয় ঃ অভিযোগ করিলে তিন মাসেও তদন্ত হয় না', 'কর্পোরেশন শিক্ষক সম্মেলন ঃ গণতান্ত্রিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করায় শিক্ষকের সভা ত্যাগ', 'পূর্ব পাকিস্তানে রেলে ৯ হাজার ছাঁটাই শুরু', 'মার্কেন্টাইল ফেডারেশনে ডাঃ ব্যানার্জিব আর এক দফা বিভেদ প্রচেষ্টা', আসানসোলে দমননীতি বিরোধী সভা'।

আসানসোল মিউনিসিপ্যাল শ্রমিকদের উদ্যোগে আহূত এক সভায় অবিলম্বে দমননীতিমূলক আইনের প্রত্যাহার দাবি করা হয়।

'কমিউনিস্ট দৈনিক 'জনশক্তি' অফিসে তল্লাশী ঃ সাংবাদিক সমিতি কর্ত্তৃক 'জামানত' ফেরত দাবি'

৩০শে আগস্ট পুলিস আজ হিন্দি কমিউনিস্ট দৈনিক 'জনশক্তি' অফিসে তল্লাশী করে এবং

৯ই, ২৭শে ও ৩০শে জুনের সংখ্যাগুলি লইয়া যায়। কমিউনিস্ট পার্টির বিহার প্রাদেশিক অফিস ও পাটনা জেলা অফিস পুলিস তল্লাসি করে।

সাংবাদিক সমিতির প্রতিবাদ

.........বিহার সাংবাদিক সমিতির এক সাধারণ সভায় এক প্রস্তাবে 'জনশক্তি'র জামানত ফেরত দেওয়া, সহযোগী সম্পাদকের মুক্তি এবং সম্পাদকমন্ডলীর কয়েকজনের উপর যে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি আছে তাহা প্রত্যা হারের দাবী করা হয়। প্রস্তাবে সংবাদপত্রের উপর দমননীতিমূলক সকল আইন রদ করার দাবী করা হয়।

সাংবাদিকদের বর্তমান বেতন ও কাজের ঘন্টা ইত্যাদি সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া প্রদেশের সাংবাদিকদের কাজের অবস্থা তদন্ত করার জন্য একটি সাব কমিটি গঠন করা হইয়াছে।

— এ.পি.

নূতন সংবাদ, ১ম বর্ষ ২২শ সংখ্যা, ২রা সেপ্টেম্বব ১৯৪৮ এ প্রকাশিত শিরোনামে প্রকাশিত হয় ঃ

'কলিকাতা ও শহরতলীতে লক্ষাধিক শিক্ষক ও ছাত্রের ধর্মঘট ঃ মাধ্যমিক শিক্ষকদের দাবির সমর্থনে বিপুল সমাবেশ'।

'অমৃতবাজার অফিসে পিকেটিং

..........অমৃতবাজার পত্রিকা ইউনিয়নের এক সভায় অমৃতবাজার পত্রিকা অফিসে পিকেটিং-এর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এই সিদ্ধান্তের পর ইউনিয়নের সভানেত্রী শ্রীমতি বীণা ভৌমিক এম-এল-এ ও অমৃতবাজার পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক ডাঃ ধীরেন সেনের নেতৃত্বে পত্রিকার ধর্মঘটী শ্রমিকরা পিকেটিং শুরু করিয়াছেন।

'এক হাজার বুভুক্ষুর বিচার' — কানানোর ৩১শে আগস্ট, একটি বিশেষ আদালতে অদ্য হইতে মালাবারের সহস্রাধিক কমিউনিস্ট অভিযুক্তদের বিচার শুরু হইয়েছে।

নূতন সংবাদ, ১ম বর্ষ ২৩শ সংখ্যা, ৩রা সেপ্টেম্বব ১৯৪৮ - এ প্রকাশিত শিবোনাম ঃ

'কলিকাতা পোর্টে ধর্মঘটীদের উপর গুলি ও কাঁদুনে গ্যাস ঃ ১৮ জন আহত ঃ ৬ জনেব অবস্থা আশঙ্কাজনক'—

এ সম্পর্কে 'সরকারী প্রেস নোট'— ২রা সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক প্রেস নোটে বলেন যে, অবাধ্যতার জন্য ২ জন ওয়াচ ও ওয়ার্ড ডিপার্টমেন্টের শ্রমিককে ছাঁটাই করা হইলে তাহারা পোর্ট ট্রাষ্ট এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশনের উস্কানিতে মাহিনা লইতে ও ক্যাম্প পরিত্যাগ করিতে অস্বীকার করিলে পুলিস বুধবার ওয়াচ ওয়ার্ড ডিপার্টমেন্টের সিপাহীদের উপর গুলি চালাইতে বাধ্য হয়।

গুলিতে আহত পাঁচজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং বুলেটের ও অন্যান্য আঘাতের জন্য ১৩ জনকে ভর্তি করা হয়। ৪২ জনকে কাঁদুনে গ্যাসের আক্রমণের জন্য চিকিৎসা করা হয়। তার মধ্যে ১জনকে হাসপাতালে রাখা হয়।

'অমৃতবাজার ধর্মঘট — বীণা ভৌমিক সহ ২২ জন গ্রেপ্তার ঃ কর্মচারীদের উপর লাঠি চার্জ', 'অমৃতবাজার-যুগান্তর-দালাল আমদানির কাহিনী'—

অমৃতবাজার প্রেস কর্মচারী ইউনিয়নের সভানেত্রী এক বিবৃতি প্রসঙ্গে পুলিস জিপে করিয়া

পত্রিকা অফিসে দালাল আমদানি করা হইতেছে বলিয়া অভিযোগ করেন .... ।

'অমৃতবাজার বর্জনের সিদ্ধান্ত'— নাথ ব্যাঙ্ক কর্মচারী সংঘের কার্যকরী সমিতির এক প্রস্তাবে নাথ ব্যাঙ্কের সমস্ত কর্মচারীদিগকে 'অমৃতবাজার' পত্রিকা বর্জনের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে ....।

'ফরিদপুরে খানা তল্লাশী ও গ্রেপ্তার' —

২৮শে আগষ্ট পুলিস কমিউনিস্ট পার্টি অফিস এবং অনিল মুখার্জি ও শহরের খ্যাতনামা কবিরাজ নিরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ি তল্লাশী করে। পুলিস কোথাও কিছু পায় নাই। পুলিস ফরিদপুর হিতৈষী স্কুলের প্রধান শিক্ষক সমরেন্দ্র সিংহকে জেরা করিবার অজুহাতে থানায় লইয়া গিয়া নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

নূতন সংবাদ, ১ম বর্ষ ২৪শ সংখ্যা, ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ এ প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'স্বরাজ' অফিসে তল্লাশী' — আজ বৈকালে পুলিসে নিরাপত্তা আইনের বলে দৈনিক স্বরাজ অফিসে তল্লাশী করে এবং উক্ত পত্রিকার প্রকাশক শ্রী রমেশচন্দ্র বসুকে গ্রেপ্তার করে ....।

শিরোনাম — 'পোর্ট সিপাহীদের ধর্মঘট অব্যাহত ঃ লেবার কমিশনারের সমক্ষে ইউনিয়ন নেতা গ্রেপ্তার', স্যোসালিষ্ট নেতা শ্রীজয়প্রকাশ কর্তৃক বিদেশী পুঁজি আমদানি সমর্থন', 'অমৃতবাজার-যুগান্তর ধর্মঘট— ধৃত ধর্মঘটীদের জামিন দিয়া পুনরায় নিরাপত্তা আইনে আটক'।

নূতন সংবাদ, ১ম বর্ষ ২৫শ সংখ্যা, ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ এ প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'যুগান্তর অমৃতবাজার ধর্মঘট — ১০ বছরের ছেলে আক্রান্ত ও গ্রেপ্তার ঃ যুগান্তর ইউনিয়ন কর্মীর উপর গুন্ডার আক্রমণ', 'ভারত সরকারের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 'জাতীয়করণের' স্বরূপ ঃ মালিকদের পকেটে লগ্নী মূলধনের উপর আরও এক কোটি টাকা', 'কাশীপুর বস্তির উপর আবার হামলা ঃ গর্ভবতী নারী ও রুগ্ন শিশুসহ কয়েকটি পরিবার উচ্ছেদ', 'বর্মী মুক্তি ফৌজের দখলে থাতন ও মউলমেন ঃ 'কারেন' ও 'মন' জাতির স্বাধীন সরকার গঠিত;' 'দেখিয়া লইব'— দিল্লির আশ্রয় প্রার্থীদের সম্পর্কে সর্দার প্যাটেল', 'ট্রামে শতকরা ২৫ ভাগ ভাড়া বৃদ্ধির চেষ্টা', 'সুন্দরবনে আবার ১৪৪ ধারা', 'মার্কেন্টাইল সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশন ঃ নিরাপত্তা আইনের তীব্র নিন্দা ও ট্রাইব্যুনালের সমালোচনা', 'পোর্টে গুলি চালনার প্রতিবাদে শ্রমিক সভা ঃ নিরপেক্ষ তদন্ত ও দোষী অফিসারদের শাস্তি দাবি', 'বিহারের ৭ জন কমিউনিস্টের কারাদন্ড',

'বন্ধ 'জনশক্তি' অফিসে আবার তল্লাশি'।

৩০শে আগষ্ট আবার 'জনশক্তি' অফিসে খানাতল্লাশী হয়। পত্রিকাটির সংক্ষিপ্ত জীবনে এই সপ্তমবার তল্লাশী। পুলিস ৯ই, ২৭শে ও ৩০শে জুনের কাগজগুলি লইয়া যায়।

কমিউনিস্ট পার্টির বিহার প্রাদেশিক ও পাটনা জেলা কমিটির অফিসও তল্লাশী হয়। আপত্তিকর কিছু পাওয়া যায় নাই।

নূতন সংবাদ, ১ম বর্ষ ২৭শ সংখ্যা, ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ এ প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'শ্রমিক সভায় ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জি' — কর্তৃপক্ষ পে-কমিশনের রায় কার্যকরী করিতে অহেতুক বিলম্ব করায় কাশীপুর গান এন্ড শেল ফ্যাক্টরীর শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে বিশেষ বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে।

এখানে যে ইউনিয়নটি আছে তাহা জাতীয় টি-ইউর অন্তর্ভুক্ত। .... ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জি বলেন যে, এই ফ্যাক্টরী গবর্নমেন্টের। গবর্নমেন্ট হইল কংগ্রেসের। কংগ্রেস হইল শ্রমিকদের। আজ যে স্বাধীনতা আসিয়াছে সে স্বাধীনতার জন্য শ্রমিকরাও লড়ে নাই কি? কাজেই এখানে আবার হরতাল কি? হরতাল চায় কমিউনিস্টরা। কমিউনিস্টরা হইল দেশদ্রোহী। .... হরতাল করিয়া কংগ্রেস গবর্নমেন্টকে বিপন্ন করিতে ও রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করিতে চায়! কংগ্রেস গবর্নমেন্ট এখন হায়দরাবাদ, কাশ্মীর লইয়া লড়িতে ব্যস্ত। যুদ্ধ থামিলে শ্রমিকদের দাবি দাওয়ার কথা গবর্নমেন্ট বিবেচনা করিবেন, আর কমিউনিস্টদের পাল্লায় পড়িয়া শ্রমিকরা যদি ইতিমধ্যে ধর্মঘট করে তাহা হইলে তাহারা দেশদ্রোহিতা করিবে। ভাত-কাপড়ের কথা বলিয়া কমিউনিস্টরা শ্রমিকদের দলে টানিবার চেষ্টা করে। কিন্তু ভাত-কাপড় অপেক্ষা দেশ বড়ো। শ্রমিকরা যেন কিছুতেই কমিউনিস্টদের খপ্পরে না পড়ে। আর কমিউনিস্টরা যে খারাপ সে কথা শুধু তিনিই বলেন না স্যোসালিষ্ট নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণও বলেন। অন্যান্য পার্টির লোকেরাও কমিউনিস্টদের খারাপ বলে। নেতা শ্রীজয়প্রকাশও রেল শ্রমিকদের ধর্মঘট করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

'ডোমিনিয়ান পার্লামেন্ট - বাস্তুত্যাগীরা স্বাবলম্বী না হইলে সরকার নিরুপায়'।

৬ই সেপ্টেম্বর ডোমিনিয়ন আইনসভায় বাস্তুত্যাগীদের পুনঃসংস্থাপন (জমি দখল) বিলের বিতর্কের উত্তরে রিলিফ ও পুনর্বসতি দপ্তরের মন্ত্রী মিঃ মোহনলাল সাকসেনা বলেন, বাস্তুত্যাগীদের নিজেদের সমস্যা নিজেরা সমাধানে অগ্রসর না হইলে কোন সরকার মন্ত্রী কিছু করিতে পারিবেন না।

এ ছাড়া এই সংখ্যার অন্যান্য শিরোনাম — 'কাশ্মীরে হানাদারদের নেতৃত্বে ব্রিটিশ অফিসারগণ', 'ইলেকট্রিক কোম্পানির সাহেবের ঔদ্ধত্য ঃ প্রতিবাদে শ্রমিকদের ২ ঘন্টা কাজ বন্ধ', 'ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে জগদ্দলে ক্লোরাইড কারখানায় ঘেরাও', 'নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স বাতিলের জন্য জ্যোতি বসুর প্রস্তাব', 'পোর্টে গুলি চালনার প্রতিবাদ ঃ বি-পি-টি-ইউ-সি'র বিজ্ঞপ্তি'।

নূতন সংবাদ, ১ম বর্ষ ২৮শ সংখ্যা, ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ এ প্রকাশিত সংবাদ শিরোনাম ঃ

'পোর্টের গুলি সম্পর্কে মুলতুবি প্রস্তাবের অনুমতি মিলিল না ঃ নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স সমস্ত গণতন্ত্রী ও বামপন্থীদের কণ্ঠরোধের জন্য —শ্রী জ্যোতি বসুর মন্তব্য'

৭ই সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ আইনসভার অধিবেশনে শ্রীজ্যোতি বসু পোর্টে ধর্মঘটী ওয়াচ এন্ড ওয়ার্ড বিভাগের কর্মীদের উপর গুলি ও টিয়ার গ্যাসের প্রতিবাদে যে মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন, স্পীকার অনুমতি দিতে অসম্মতি জানান।

নিরাপত্তা আইনের সংশোধনী অর্ডিন্যান্সটা বাতিল করিবার জন্য জ্যোতি বসু যে প্রস্তাব আনিয়াছিলেন তুমুল বিতর্কের পর তাহা ১২-৪০ ভোটে অগ্রাহ্য হয়। কংগ্রেস ছাড়া অন্য সকল দল প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন।

'লোহা কারখানায় আন্দোলন চলিবে না ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ঘোষণা'।

বি পি টি ইউ-সি'র নিকট প্রেরিত এক সরকারী নোটিসে জানান হইয়াছে যে, লোহা ও ইস্পাত শিল্পকে সরকার 'পাবলিক ইউটিলিটি সার্ভিস' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

এই ঘোষণার অর্থ, লোহা ও ইস্পাত শিল্পের শ্রমিকেরা নিজেদের দাবি দাওয়ার কথা লইয়া কোনরূপ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করিতে পারিবে না। করিলে মালিকের স্বপক্ষে সরকার শ্রমিকদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবেন।

বাঙলার প্রায় ৪০ হাজার শ্রমিকের উপর এই ঘোষণা প্রযোজ্য হইবে।

'হায়দরাবাদ সম্পর্কে আর একবার পন্ডিত নেহরুর 'শেষ অনুরোধ'—

৭ই সেপ্টেম্বর ডোমিনিয়ন আইন সভায় হায়দরাবাদ সম্পর্কে .... প্রধানমন্ত্রী নেহরু বলেন, ভারত সরকার 'শেষবারের মতো' নিজামকে অনুরোধ করিয়াছেন যে, রাজাকার বাহিনী ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে এবং হায়দরাবাদে শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক ভারতীয় সৈন্যকে সেকেন্দ্রাবাদে রাখার সুযোগ পুনরায় দিতে হইবে।

'প্রগতি সাহিত্য বিক্রেতার উপর নিষেধাজ্ঞা'

২১শে আগস্ট জলপাইগুড়ি প্রগতি সাহিত্য বিক্রেতা লোক সাহিত্য পরিষদের অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রী সুধাময় দাশগুপ্ত'র উপর এক আদেশ জারি করিয়া সভা-শোভাযাত্রায় যোগদান, শহর ত্যাগ ও শহরের প্রায় ৩০ জন ভদ্রলোকের সহিত মেলামেশা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। উক্ত ৩০ জন ভদ্রলোকের প্রায় সকলেই লোক সাহিত্য পরিষদের স্থায়ী ক্রেতা। প্রায় তিনমাস দোকানটি সিল করিয়া রাখার পর মাত্র ১৫ দিন হইল পুলিস উহা খোলার অনুমতি দিয়াছিলেন।

'শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার গ্রেপ্তার'

'স্বরাজ'এর সম্পাদক স্বনাম খ্যাত শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারকে গতকাল গ্রেপ্তার করা হয়।

.... কিছুদিন পূর্বে রেশনের চাউলের দর বৃদ্ধি সম্পর্কে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই সম্পর্কেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

...... কয়েকদিন আগে 'স্বরাজ' অফিসেও তল্লাশী হয়।

১০০০্ টাকার ব্যক্তিগত জামিনে শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

নূতন সংবাদ, ১ম বর্ষ ৩০শ সংখ্যা, ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ এ প্রকাশিত শিরোনাম এবং সংবাদ —

'দমননীতির বিরুদ্ধে শ্রমিক-ছাত্রের ঐক্য মহড়া : পোর্টে ১৩ হাজার শ্রমিক ও কলিকাতার ৫০ হাজার ছাত্রের ধর্ম্মঘট : বদলু মিঞা ও ১৯ জন গ্রেপ্তার'

ধর্মঘটী সিপাহীদের উপর গুলি বর্ষণের প্রতিবাদে .... পোর্টে অন্ততঃ তেরো হাজার মজুর হরতাল পালন করেন।

এইদিনই অমৃতবাজার পত্রিকা, জর্জ টেলিগ্রাফ প্রভৃতি ধর্মঘটীদের সমর্থনে কলিকাতার প্রায় ৫০০০০ হাজার ছাত্র ধর্মঘট করেন ও মিছিল বাহির করিয়া দমননীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।.............

'অমৃতবাজার অফিসের সম্মুখে ৮০০০ ছাত্রের বিক্ষোভ'

৯ই সেপ্টেম্বর কলিকাতার বিভিন্ন ছাত্র প্রতিষ্ঠানের আহ্বানে ৮ সহস্রাধিক ছাত্রের এক মিছিল অমৃতবাজার পত্রিকা অফিসের সম্মুখে পত্রিকা-যুগান্তর মালিকের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ প্রকাশ করে। বাগবাজার ষ্ট্রীট হইতে আনন্দ চ্যাটার্জি ষ্ট্রীটের গলিতে মিছিল প্রবেশ করার সময় পুলিস বাহিনী বাধা দেয় কিন্তু ছাত্রদের মিছিলের বিশালতার সম্মুখে পুলিস কর্ডন প্রত্যাহার করিতে হয়।

নূতন সংবাদ, ১ম বর্ষ ৩২শ সংখ্যা, ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ এ প্রকাশিত শিরোনাম এবং সংবাদ —

'কলিকাতায় ব্যাপক ধরপাকড় ও খানাতল্লাশী : বামপন্থী ও শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যাপক দমননীতি'

৯ই সেপ্টেম্বর রাত হইতে কাল সারাদিনব্যাপী ব্যাপক খানাতল্লাশ ও গ্রেপ্তার চলিয়াছে। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে আজাদ হিন্দ ফৌজের দেবনাথ দাস, আর এস পি'র নিখিল দাস, আর-সি-পি-

আর'র বিমল মুখার্জি প্রভৃতিও আছেন। বি-পি-টি-ইউ-সি'র সেক্রেটারিয়েটের সদস্য ও ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা শ্রীমলয় ব্রহ্মচারির বাড়ি দুইবার পুলিস হানা দেয়।

পোর্ট এলাকায় গ্রেপ্তার করিতে গিয়া পুলিস প্রায় ৩০টি গৃহ এলাকা হিসাবে কর্ডন করিয়া তল্লাশ করে। গত ১০ই সেপ্টেম্বর ট্রাম শ্রমিকদের একটি মিছিলকে বেয়নেটের মুখে ছত্রভঙ্গ করা হয় এবং তাহাদের একটি ঘরোয়া সভাকে সশস্ত্র পুলিস ঘেরাও করিয়া রাখে .... ।

কমিউনিস্ট ছাড়াও ব্যাপকভাবে বামপন্থী ও শ্রমিক নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে এইরূপ দমননীতি ইতিপূর্বে দেখা যায় নাই।

'মালিক-সম্পাদকদের সহিত প্রধানমন্ত্রীর চায়ের মজলিস ঃ কমিউনিজমের বিরুদ্ধে সহযোগিতার আশ্বাস' —

১১ই সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কলিকাতার কয়েকজন পত্রিকা সম্পাদকের সঙ্গে চায়ের বৈঠকে মিলিত হন। .... আনন্দবাজার, যুগান্তর, বসুমতী, স্টেট্সম্যান, মর্নিং নিউজ — এই কয়টা পত্রিকার সম্পাদকরা এই বিশেষ নিমন্ত্রণের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

সভায় প্রধানমন্ত্রী হায়দরাবাদের পরিস্থিতির উল্লেখ করিয়া 'কমিউনিজম' ও কমিউন্যালিজম'কে প্রতিরোধ করার জন্য সরকার যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন, তাহাতে পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা দিবার জন্য সম্পাদক মালিকদের কাছে অনুরোধ জানান .... ।

'অমৃতবাজার ধর্মঘট ঃ অপপ্রচারের প্রতিবাদ ঃ ডাঃ ধীরেন সেনের বিবৃতি ঃ চায়ের দোকানেও ১৪৪ ধারা, ধর্মঘটীদের রেশন বন্ধ' –

যে সমস্ত অমৃতবাজার কর্মচারী কোম্পানির কাজ হইতে বরখাস্ত হইয়াছেন তাঁহারা কোম্পানির নিজস্ব রেশন দোকান হইতে ২২শে সেপ্টেম্বরের পরে কোন খাদ্যবস্ত্র সংগ্রহ করিতে পারিবেন না এই মর্মে রেশনিং বিভাগের ডেপুটি কন্ট্রোলার এক আদেশ জারি করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে পত্রিকার কর্তৃপক্ষ ধর্মঘটরত প্রায় আড়াইশত কর্মচারীকে ইতিপূর্বেই বরখাস্তের আদেশ দিয়াছেন।

এই সংখ্যার অন্যান্য শিরোনাম ঃ

'নিজাম কর্তৃক ভারত সরকারের "শেস অনুরোধ" প্রত্যাখ্যান ঃ জাতিসংঘে নিজামের আবেদন পেশ', 'বাঙ্গালোরে ধর্মঘটী পুলিশের উপর গুলি চালনা ঃ ১জন নিহত ৪জন আহত', 'ডাক্তার ধর্মঘটে ৬ষ্ঠ দিবস' .... আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের হাউস ষ্টাফদের কর্মবিরতির আজ ষষ্ঠ দিন।' 'নাগপুর জেলে ৪ জন বন্দীর অনশন ঃ দুইজন কমিউনিস্ট গ্রেপ্তার'।

নূতন সংবাদ, ১ম বর্ষ ৩৩শ সংখ্যা, ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ এ প্রকাশিত শিরোনাম এবং সংবাদ —

'বাঙ্গালোরে পুলিশ ধর্মঘট ঃ চরম পত্র সত্ত্বেও কেহ কাজে আসে নাই ঃ মিলিটারির গুলিতে ১ জন নিহত ঃ ১২ জন আহত'—

১২ই সেপ্টেম্বর ১৪০০ধর্মঘটী পুলিশকে আজ দুপুরের ভিতর কাজে ফিরিতে বলিয়া সরকারী চরমপত্র সত্ত্বেও একজনও কাজে আসে নাই।

সরকারীভাবে জানানো হইয়াছে যে, গতকাল মিলিটারির গুলিতে ১জন ধর্মঘটী নিহত ও ১২জন আহত হয়।

মহীশূর সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এক সাংবাদিক সম্মেলনে আপসোস করিয়া বলিয়াছেন যে, আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষাকরীরাও এই চরমপন্থা গ্রহণ করিল।

ভারত ডমিনিয়নের মিলিটারি পুলিসের কাজ করিতেছে।

— এ. পি.

'১৪৪ ধারার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ' —

কলিকাতা ও শহরতলীতে ১৪৪ ধারা জারি করার প্রতিবাদে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের পক্ষ হইতে শ্রীযুত মৃণালকান্তি বসু নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন ঃ

পাঁচজন বা ততোধিক লোকের জমায়েত নিষিদ্ধ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতা ও শহরতলীতে ১৪৪ ধারা জারি করিয়া শাসন ক্ষমতার চূড়ান্ত অপব্যবহার করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিরাপত্তা আইন বলে দায়িত্বহীন ক্ষমতা সজ্জিত হইয়া ব্যক্তি স্বাধীনতা বিরোধী নিরঙ্কুশ দমনরাজ প্রতিষ্ঠা করিতে চলিয়াছে .... ।

ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটির কার্যকরী সভাপতি অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১৪৪ ধারা জারির তীব্র প্রতিবাদ করিয়া একটি বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, সমগ্র কলিকাতা শহরে ও শহরতলীতে ১৪৪ ধারা জারি করা অন্যায় অত্যাচার। এই ধারার সাহায্যে বিভিন্ন ধর্মঘট ভাঙ্গিয়া দিবার ব্যবস্থা হইতেছে। তাহাতে ন্যায্য ট্রেড ইউনিয়ন ও অপরাপর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অধিকার ব্যাহত হইতেছে। ....

'আদালতে দেবনাথ দাসের বিবৃতি' — আজাদ হিন্দ ফৌজের শ্রীযুক্ত দেবনাথ দাস পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আদালতে ডাকাতি ও নরহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া তিনি দুঃখিত।

তিনি বলেন, "ইহা আমার কল্পনাতীত এবং আমি কখনও স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, যে দেবনাথ দাস নেতাজীর নেতৃত্বে ইম্ফল রণাঙ্গনে দেশের মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল, তিনিই আজ কি করিয়া ডাকাতি ও নরহত্যায় লিপ্ত হইতে পারেন. .... আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত ইহার প্রতিবাদ করি। আমি যদি কোন রাজনৈতিক কারণে ধৃত হইতাম, তাহা হইলে সরকারের বিরুদ্ধে আমার কিছু বলিবার থাকিত না।" শ্রীযুক্ত দাস আরও বলেন যে, "তিনি ময়দানের সভায় মাত্র ১০ মিনিটকাল উপস্থিত ছিলেন। .... তাঁহার সন্দেহ হয় যে, এই গ্রেপ্তারের পিছনে পুলিসের এক ষড়যন্ত্র রহিয়াছে। তাঁহার মনে হয়, হয়ত শ্রীযুক্ত সতীশ বসুর শূণ্য আসন পূর্ণ করিবার জন্য আগামী পরিষদের উপনির্বাচনে দক্ষিণ কলিকাতার অধিবাসীরা তাঁহাকে মনোনীত করিতে পারে এই আশঙ্কাতেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

সর্বশেষে তিনি বলেন যে, "যদি কোর্ট তাঁহাকে এই অপমানের হাত হইতে নাও বাঁচাইতে পারে, দেশবাসী নেতাজীর অনুগামীকে কখনও ভুল বুঝিবেন না।"

এই সংখ্যার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য শিরোনাম ঃ

'নিজাম কর্তৃক সৈন্য সমাবেশ ও সামরিক প্রস্তুতি ঃ যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বনে বাধা নাই ঃ ভারত সরাকরের জবাব', 'ট্রাম শ্রমিক কর্তৃক একমাসের পূজা বোনাস আদায় ঃ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সম্মুখে কোম্পানির নতি স্বীকাব'।

নূতন সংবাদ, ১ম বর্ষ ৩৪শ সংখ্যা, ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ এ প্রকাশিত শিরোনাম এবং সংবাদ —

'ভারত সরকার কর্তৃক "গুরুতর জরুরী অবস্থা" ঘোষণা ঃ

"আভ্যন্তরীণ গোলযোগের ফলে ভারতের নিরাপত্তা বিপন্ন" — ১৩ই সেপ্টেম্বর ভারত ডমিনিয়নের বড়লাট আজ ভারত শাসন আইনের — ১০২ ধারা বলে "দেশে গুরুতর জরুরী অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে" বলিয়া ঘোষণা করেন।

ঘোশণায় বলা হইয়াছে যে ঃ "আমি ভারতের বড়লাট চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী এই বিষয়ে

নিশ্চিত হইয়াছি যে, আভ্যন্তরীণ গোলযোগের ফলে ভারতের নিরাপত্তা বিপন্ন হইবার আশু বিপদ দেখা যাইতেছে। সুতরাং আভ্যন্তরীণ গোলযোগের ফলে ভারতের নিরাপত্তা বিপন্ন এইরূপ গুরুতর জরুরী অবস্থা বিদ্যমান বলিয়া আমি ঘোষণা করিতেছি।"

'ভারতীয় বাহিনীর হায়দরাবাদে প্রবেশ' —

আজ ১৩ই সেপ্টেম্বর ভোর চারটায় হায়দরাবাদের উপর ভারতীয় সৈন্যদলের অভিযান শুরু হইয়াছে......................... ।

ভারত সরকারের দেশরক্ষা দপ্তরের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, রাজাকার প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গিয়া দিবার এবং হায়দরাবাদ রাজ্যের অভ্যন্তরে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য সেকেন্দ্রাবাদে ভারতীয় বাহিনী মোতায়েন করিবার যে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন, নিজাম সরকার তাহা মানিয়া নিতে অসম্মত হওয়ায় ভারতীয় সৈন্য দল আজ ভোর চারটায় নিজাম রাজ্যের সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছে।

'১৪৪ ধারার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ : পশ্চিমবঙ্গ বামপন্থী যুক্তফ্রন্টের বিবৃতি ' —

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক সম্প্রতি কলিকাতা ও শহরতলীতে ১৪৪ ধারা জারী ও দেবনাথ দাস, নিখিল দাস ও বজলু মোল্লা প্রভৃতি বামপন্থী নেতাদের গ্রেপ্তারের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ বামপন্থী যুক্তফ্রন্টের যুগ্ম সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রমোদ সেনগুপ্ত ও বীরেশ্বর ব্যানার্জি এক বিবৃতি দিয়াছেন।

জনসাধারণের দ্রুত মোহমুক্তির সাথে সাথে সরকারের তরফ হইতে যে আক্রমণ হানা হইতেছে উক্ত বিবৃতিতে তাহার তীব্র নিন্দা করা হয় .... ।

'দেবনাথ দাস ও অন্যান্যের গ্রেপ্তারে যাদবপুর কলেজ ধর্মঘট : ১৪৪ ধারার নিন্দা'

আজাদ হিন্দ ফৌজের শ্রী দেবনাথ দাস এবং অন্যান্য বামপন্থী কর্মীদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে .... যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সহস্রাধিক ছাত্র পূর্ণ ধর্মঘট পালন করেন। কলেজের ছাত্রদের সভায় দমননীতির তীব্র নিন্দা করিয়া এবং কারারুদ্ধ নেতাদের অবিলম্বে বিনাশর্তে মুক্তি দাবী করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সভায় বক্তাগ'ণ ১৪৪ ধারা জারির তীব্র নিন্দা করেন।

'আই-সি-আই নির্বাচনে ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জির শোচনীয় পরাজয় : জাতীয় টি ইউ'র ক্ষমতালিপ্সার বিরুদ্ধে সংগ্রামী কর্মচারীদের ঐক্য'।

.... ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জি প্রমুখ আই এন টি ইউ সি'র নেতাদের নেতৃত্ব যে দিন দিন সঙ্কীর্ণতর গন্ডীর মধ্যে আসিয়া আবদ্ধ হইতেছে, তাহার প্রমাণ আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রায় প্রত্যহই পাওয়া যায়। .... আই সি আই ইউনিয়নের কার্যকরী সমিতির নির্বাচনের ফলাফল ঐরূপ আর একটি উদাহরণ সৃষ্টি করিয়াছে। .... সভাপতির পদপ্রার্থী ডাঃ ব্যানার্জি পাইয়াছেন মাত্র ৮ ভোট, বীণা ভৌমিক ৬, দেবেন সেন ৮৭ এবং মৃণালকান্তি বসু ১৬২ ভোট .... ?

'১৪৪ ধারার পর কংগ্রেসের প্রথম জনসভা : ধর্মঘট না করিয়া রাষ্ট্রকে সমর্থন করুন'

.... পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জির সভাপতিত্বে দেশবন্ধু পার্কে প্রথম জনসভা হয়। সভায় সারা ভারতের কংগ্রেস সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত শঙ্কর রাও বলেন .... এ সময়ে প্রত্যেকটি দেশবাসীর সরকারের প্রতি দ্বিধাহীনভাবে অকুণ্ঠ সমর্থন জানান প্রয়োজন। .... চোরাবাজার, ঘুষখোরী প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই চোরাবাজার বর্তমান। গবর্নমেন্ট ইহার বিরুদ্ধে মাত্র আইন তৈরি করতে পারেন। কিন্তু জনসাধারণেরও উচিত চোরাবাজার হইতে ক্রয় বন্ধ করা।

অতঃপর তিনি স্বীকার করেন যে, কংগ্রেস কর্মীগণ ক্ষমতার জন্য পরস্পর কলহে মাতিয়াছেন এবং কংগ্রেস সত্যই বর্তমানে ফ্যাসিষ্ট বদনামের ভাগী হইতে চলিয়াছে। কিন্তু তবু জনসাধারণের উচিত গবর্ণমেন্টকে সমর্থন করা। তাহা না করিলে 'গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করা যায় না। ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জি বলেন ঃ .... উৎপাদন বৃদ্ধিই এই সঙ্কট সমাধান করিতে পারে। কিন্তু কমিউনিস্টরা উৎপাদনে বাধা দিতেছে। সুতাকল মজুরদের তাহারা উস্কানি দিয়া গত বৎসর মিছামিছি ধর্মঘট করাইয়াছে .... ।

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশিক কমিটি, কমিউনিস্ট পার্টির গোপন কেন্দ্রের পরিচালনায় প্রকাশ্যে ৩৪।১ সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর 'নূতন সংবাদ'এর উপর পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তা আইনের প্রয়োগ শুরু হলো।

১৯৪৮ সালের ২৬শে মার্চ পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী হওয়ার পর গণশক্তি প্রেসটি পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস সরকার সিল করে দিয়েছিল।

শ্রী শরৎচন্দ্র বসু একটি ইংবাজী দৈনিক প্রকাশ করার উদ্দেশ্য নিয়ে গণশক্তি প্রেসটি ভাড়া নেওয়াব প্রস্তাব দিলেন। সব ঠিক হয়ে যাওয়ার পর এখান থেকেই শ্রীমোহিত মৈত্রকে সম্পাদক করে 'দি নেশান' পত্রিকা প্রকাশিত হবে ঠিক হয়। তাবপরে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস সরকার সিল প্রত্যাহার করে নেয়। ৮ই ডেকার্স লেনের গণশক্তি প্রেস সীলমুক্ত হলো। এবং 'দি নেশান' কাগজ প্রকাশিত হলো।

১৯৪৮ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর 'দি নেশান' কাগজে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়। সম্ভবত স্বাধীন ভারতে কংগ্রেস শাসনে এটাই প্রথম 'প্রি সেন্সরশিপ'এর প্রয়োগ। নিম্নলিখিত সংবাদটি 'দি নেশান' কাগজে প্রকাশিত হয়।

Pre-censorship order on "Nutan Sambad"

The Government of West Bengal in exercise of the power conferred by Sub-Section (1) of Section 9 of the West Bengal Security Act. 1948 (West Bengal Act. III of 1948) have directed that all matters (whether in the form of news-items, editorial articles or comments, special articles, letters, or otherwise) intended for publication in the Bengali daily newspaper entitled the "Nutan Sambad" edited by Sri Kedarnath Bhattacharya printed at the News Press, and published from 34 Gopi Bose Lane, Calcutta shall until further orders be submitted for scrutiny before being published in the said newspaper to the Deputy Secretary to the Government of West Bengal, Home (Press) Department and that no issue of the said newspaper shall be published by the Printer, Piblisher, or Editor thereof except with the written permission of the Deputy Secretary to the Government of West Bengal, Home (Press) Department, says a Press note.

-- The Nation, September 15, 1948, Single Column, Page-3.

১ম বর্ষ ৩৫শ সংখ্যা, রবিবার ১০শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ 'প্রি সেন্সরশিপ' প্রয়োগ হওয়ার পর 'নূতন সংবাদ' যেভাবে ছাপা হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল তার চার পাতার নমুনা দেওয়া হলো ঃ

নূতন সংবাদ

বেঙ্গল জুট মিলে বাধ্যতামূলক ডবল খাটুনা

ব্যাপক ছাঁটাই ও খাটুনী বৃদ্ধির মহড়া সুরু

ভারত সরকার "উদার ও বীর প্রাতপক্ষ"

নিজামের প্রতি বিচুলা ও জাতামিয়ার মুখপাত্রের আশ্বাস

নিজাম সেন্তের আত্ম-সমর্পণ সম্পর্কে ব্যবস্থা

নূতন সংবাদের উপর নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদ

পূজোর মরশুমে কাপড়ের বাজার

(নূতন সংবাদের রিপোর্টার)

১৪৪ ধারা ও গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ

শহরের সিনেমায় "আয়রণ কার্টেন" প্রদর্শনী

দুই সহস্র কমার্স ছাত্রের জমায়েত সিন্ডিকেটের প্রতিশ্রুতি দান

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুক্তি সংগ্রামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আতঙ্ক

জাপানে ম্যাক আর্থারের ফ্যাসিষ্ট নীতি

শ্রমিক আন্দোলনের উপর দমননীতির বিরুদ্ধে সোভিয়েটের প্রতিবাদ

বিভিন্ন মহলের মতামত

খাদ্য সম্মেলন

কৃষ্ণাঙ্গ বলিয়া আমেরিকায় আবিসিনিয়ার দূতের অপমান

বার্লিনের পরিস্থিতি

বার্লিন, ১২ই সেপ্টেম্বর—[illegible] ইস্টাব্লিশ [illegible] পূর্ব জার্মানীর [illegible] করিতে হইবে।

বার্লিন অবরোধে [illegible]

[illegible]

[illegible] —রয়টার

—:০:—

পাকিস্তানে টেলিফোনের মাশুল

করাচী, ১২ই সেপ্টেম্বর—১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে পাকিস্তান সরকার [illegible] বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

[illegible]

বর্মায় বৃটিশ কূটনীতি

রেঙ্গুন, ১২ই সেপ্টেম্বর—[illegible]

[illegible] —রয়টার

ভারত ইস্পাতের কম্রবৃদ্ধির প্রশ্ন

ট্যারিফ বোর্ড কর্তৃক অনুসন্ধান শুরু

বোম্বাই, ১২ই সেপ্টেম্বর—[illegible] ট্যারিফ বোর্ড অনুসন্ধান শুরু করিয়াছেন।

[illegible]

[illegible] —এ, পি

রুগ্নাবস্থায় কাজ করিতে করিতে চটকল শ্রমিকের মৃত্যু

বিনা চিকিৎসায়, বিনা ছুটীতে খাটাইবার ফল

[illegible]

[illegible]

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের এলাওয়েন্স বন্ধ

কেপটাউন, ১২ই সেপ্টেম্বর—১৯৫৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে [illegible]

[illegible] —রয়টার

কাউন্ট বার্নাদোতের মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া

[illegible]

[illegible]

[illegible]

নূতন সংবাদ

৩রা আশ্বিন, রবিবার, ১৩৫৫

[illegible]বার জিজ্ঞাসা

[illegible]

ঘরে-বাইরে

[illegible]

জাতিসঙ্ঘের সেক্রেটারী মার্কিনের দালাল

মস্কো, ১৯ই সেপ্টেম্বর—বিখ্যাত সোভিয়েট সংবাদপত্র [illegible]

[illegible]

সীমান্ত প্রদেশে রেড শার্ট দল বে-আইনী

পেশোয়ার, ১৯ই সেপ্টেম্বর—[illegible]

[illegible]

গঠনতন্ত্রের উপর জ্যোতি বসুর সংশোধনী প্রস্তাব

[illegible]

[illegible]ক্ষিণ-পূর্ব [illegible] মার্কিন সা[illegible]

[illegible]

[illegible]তে প্রতি[illegible]

[illegible]

'নূতন সংবাদ'এর সম্পাদক কমরেড কেদার নাথ ভট্টাচার্য্য'র কাছ থেকে জানা গেল 'নূতন সংবাদ' আর একটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। কারণ ভারত রক্ষা আইনের খড়্গ 'নূতন সংবাদ'এর উপর প্রয়োগ হলো।

আগেই জানিয়েছি পরপর কয়েকটি দৈনিক কাগজের ডিক্লারেশন নেওয়াই ছিল। 'নূতন সংবাদ' বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরই শেষ ডিক্লারেশন 'নূতন খবর' নাম দিয়ে গোপন পার্টি নেতৃত্ব আর একটি দৈনিক প্রকাশ করলেন। এটিও ৩৪নং গোপী বোস লেনের 'নিউজ প্রেস' থেকে ছাপা হতো।

স্বাধীনতা লাভের পর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে কংগ্রেসী শাসকরা পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক, কৃষক, মেহনতী মানুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তা আইন প্রয়োগে লাঠি, গুলি, টিয়ার গ্যাসের সাহয্যে দাবিয়ে দিতে শুরু করেছে। বহু লোককে বিনা বিচারে আটক করে নিরাপত্তা আইনে বন্দী করেছেন। ১৪৪ ধারা জারি করে সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করেছেন। জেলে কমরেডরা অনশন করেছেন। এইসব সংবাদ দিয়ে দৈনিক পত্রিকা 'নতুন খবর' রীতিমত বের হচ্ছে। ডাঃ বিধান রায়ের সরকার আর সহ্য করতে পারলেন না। প্রয়োগ করলেন ভারত রক্ষা আইনের খড়্গ। দৈনিক 'নতুন খবর'ও বন্ধ হয়ে গেল।

পার্টি এই সময় আমার পুনরায় গ্রেপ্তার হবার আশঙ্কায় আত্মগোপন করার নির্দেশ দিলেন। কমরেড পুলিন দত্ত আমার সঙ্গে যোগযোগ করে জানালেন কাকাবাবু (কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ) জেল থেকে নির্দেশ পাঠিয়েছেন আমাব সঙ্গে যোগযোগ করে যেন পার্টিব গোপন কেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে কাজে লাগানো হয়।

এরই মধ্যে ১৯৪৮ সালের মে মাস নাগাদ মুসলিম অধ্যুসিত জ্যাকেরিয়া স্ট্রীট সংলগ্ন বস্তি এলাকায় পার্টি গোপন প্রেস গড়ার জন্য একটি তিন তলা বাড়ি ভাড়া করে। আমি ১৯৪৮ সালের জুন মাস নাগাদ এই বাড়িতে চলে এলাম।

বে-আইনী হওয়ার পর এটাই পার্টির প্রথম গোপন প্রেস। সংক্ষেপে গোপন আস্তানাকে বলা হত 'ডেন'। কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত ছিলেন এই গোপন প্রেসের দায়িত্বে। আমরা পাঁচ জন কমরেড কালি চৌধুরী, পুলিন দত্ত, ধীরেন বিশ্বাস, সুনীল কুন্দগ্রামী এবং আমি ছিলাম কর্মী। হাতে টানা প্রুফ মেশিনের কাজে সুনীল কুন্দগ্রামী, আর বাকি চার জন কম্পোজের কাজে লেগে গেলাম।

এই হাত-মেশিনেই ছাপা হতো পার্টির নির্দেশ মত বুলেটিন, হ্যাণ্ডবিল, সার্কুলার ইত্যাদি। হাতে ঠেলা মেশিনে একজন টাইপের উপর কালি লাগাতেন, আর একজন কালি মাখা টাইপের উপর কাগজ বসিয়ে ওপরের রোলারটা ঠেলতেন। সুতরাং প্রুফ মেশিন চালাবার জন্য ২ জন করে কর্মী দরকার। সুনীল কুন্দগ্রামীর সহযোগী হিসাবে কাজ করতেন কালী চৌধুরী এবং সমীর দাশগুপ্ত। ঘণ্টায় দেড়শ থেকে দু'শ ছাপা হতো।

বাইরে গিয়ে মার্কেটিং করার জন্য একজন ছিলেন তাঁর নাম রাধানাথ মাইতি এবং পার্টির গোপন মূল কেন্দ্রের সঙ্গে যোগযোগ করার জন্য ছিলেন তারাপদ ভট্টাচার্য্য। আমরা সকলেই ছদ্ম নামে থাকতাম। কমরেড সোমনাথ লাহিড়ী, নিরঞ্জন সেন প্রমুখ নেতারা মাঝে মাঝে আসতেন এই 'ডেনে' রাত্রে। কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্তর উপস্থিতিতে মিটিং করে রাত্রের মধ্যেই চলে যেতেন।

মাসখানেক পর কালী চৌধুরী পারিবারিক কারণে গোপন প্রেস থেকে চলে গেলেন। তার কিছু দিন পর রাধানাথ মাইতি খারাপ রোগে আক্রান্ত হয়ে তার দেশ মেদিনীপুরে চলে গেল। আমরা যারা আছি তারা অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়লাম উক্ত কর্মীর নৈতিক অধঃপতন এবং মেদিনীপুর চলে

যাওয়াতে। কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত আমাদের সকলকে সতর্ক থাকতে বললেন এবং যে কোন অবস্থার জন্য তৈরী থাকতে বললেন।

এরই মধ্যে পার্টির মূল গোপন কেন্দ্র মেদিনীপুর জেলা কেন্দ্রের সঙ্গে যোগযোগ করে রাধানাথ মাইতি সম্পর্কে বিস্তারিত খবর নিলেন। হঠাৎ একদিন রাত্রে কমরেড সোমনাথ লাহিড়ী 'ডেনে' হাজির হলেন। তিনি জানালেন রাধানাথ মাইতি মেদিনীপুর গিয়েই কংগ্রেস সেবাদলে যোগ দিয়েছে তবে এখনও কোন সংবাদ পুলিশকে দেয়নি। আমাদের সেই রাত্রেই প্রেসের সমস্ত জিনিসপত্র নিজেরা গুছিয়ে নিয়ে স্থান ত্যাগ করতে হলো।

সুনীল কুন্দগ্রামী এবং সমীর দাশগুপ্তকে নিয়ে সোমনাথ লাহিড়ী চলে গেলেন টালিগঞ্জে। বাকিরা কোথায় তা জানার উপায় ছিল না। একবালপুরের গোপন কেন্দ্রে ছিলেন এডভোকেট অজয় দাশগুপ্ত, বোম্বের একজন কমরেড ছদ্মনাম আনন্দম, সোমনাথ লাহিড়ী, বেলা লাহিড়ীও থাকতেন। এই কেন্দ্রে কমরেড ই এম এস নাম্বুদিরিপাদ, এস এ ডাঙ্গে, রেণু চক্রবর্তী প্রমুখ নেতারা যাতায়াত করতেন।

একবালপুরে একটা ঘরে কেস বসিয়ে টাইপ ঢালা হয়েছে। ছোট জায়গা। অন্য কিছু করার উপায় ছিল না। কম্পোজ করে কারেকশন করে ফাইনাল হলে টাইপ মেটার নিয়ে বাইরে চলে যেতেন কমরেড আনন্দম। অজয় দাশগুপ্ত পার্টির মূল কেন্দ্রের সঙ্গে যোগযোগ রেখে চলতেন। কিছুদিন পর জানা গেল আনন্দম-এর রাজনৈতিক বিচ্যুতি দেখা দিয়েছে। তাকে অন্য কাজ দিয়ে গোপন কেন্দ্র থেকে সরিয়ে দেওয়ার পর প্রয়োজন হলো আবার স্থান ত্যাগ। এত মালপত্র খাট বিছানা প্রেসের মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রওনা হতে হবে। এবার দিনের আলোতেই তা করতে হবে। দিনের আলোতে নেতারা কেউ সামনে থাকবেন না। বাইরে থেকে কোন বাহক আনা যাবে না। কারণ প্রেসের মালপত্র দেখে পুলিশের সন্দেহ হবে। সুনীল কুন্দগ্রামী এবং সমীর দাশগুপ্তকে কুলি সাজবার নির্দেশ হলো। মাথায় গামছার পাগড়ি এবং লুঙ্গিকে অর্দ্ধেক করে গুটিয়ে মালপত্র লড়িতে তোলা হচ্ছে। দু'জনকে কুলি সাজতে দেখে কিছু লোকের উৎসাহ হলো। এসব দেখে আমরা কিছুটা আতঙ্কিতও হলাম। একজন হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করে বসলেন আমরা চলে যাচ্ছি কি না ? আতঙ্কের মধ্য দিয়ে মালপত্র তোলা শেষ হওয়ার পর একজন কমরেড চলে গেলেন লরিটি নিয়ে।

অজয় দাশগুপ্ত, সুনীল কুন্দগ্রামী, সমীর দাশগুপ্ত অপেক্ষা করতে লাগলেন পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য। অন্যরা আগেই চলে গেছেন। সন্ধ্যার একটু পরেই একটি প্রাইভেট গাড়ী নিয়ে চালক একাই এলেন। অজয় দাশগুপ্ত তাঁকে জানতেন। চালক, সুনীল কুন্দগ্রামী এবং সমীর দাশগুপ্তকে নিয়ে গেলেন টালিগঞ্জের কুঁদঘাট অঞ্চলের একটি নতুন বাড়িতে। গাড়ি সোজা কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঢুকে গেল। গিয়ে জানতে পারলাম চালক নিজেই এই গোপন কেন্দ্রে একজন কমরেড। সকলেই মেজদা বলে ডাকেন। গাড়িটিও এই গোপন কেন্দ্রের কাজে ব্যবহার হয় এবং এই বাড়ির গ্যারেজই থাকে।

সুনীল কুন্দগ্রামী এবং আমি এই গোপন কেন্দ্রে গিয়ে দেখলাম ৮ই ডেকার্স লেনের গণশক্তি প্রেসের কমরেড সণ্টু ব্যানার্জীকে। তিনি তাঁর স্ত্রী লীনা ব্যানার্জী এবং ২ বছরের পুত্র সন্তানকে নিয়েই আছেন। আর আছেন প্রথম গোপন প্রেসের কর্মী কমরেড পুলিন দত্ত এবং ধীরেন বিশ্বাস। আর একজন কমরেড ছিলেন তিনি হোসিয়ারী শ্রমিক। কমরেড সণ্টু ব্যানার্জীর দু' বছরের সন্তানকে নিয়ে এই বাড়িতে আমরা মোট ন'জন ছিলাম। কমরেড লীনা ব্যানার্জীকে আমরা সকলে মেজদি বলে ডাকতাম।

একতলা বাড়ির পুরোটাই প্রেস এবং থাকার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বাড়ির সামনের

ঘরটাকে একটা গেঞ্জির মেশিন বসিয়ে দেখান হয়েছে এই বাড়িটা একটা গেঞ্জির কারখানা। তার জন্য কাজ জানা একজন কমরেডকেও রাখা হয়েছে। একটা ঘরে হাতে টানা প্রুফ মেশিন বসান হলো। তাতে ছাপা হবে। আর একটা ঘরে কম্পোজিং টাইপ দিয়ে বসানো হলো কেসগুলি। আর দু'টি থাকার ঘর এভাবে সাজিয়ে প্রেসের কাজ পুরোদমে শুরু হলো। লোক দেখাবার জন্য রোজ একবেলা গেঞ্জির মেশিনটা চালানো হতো। তাতে গেঞ্জি বের হতো না। তবে কিছু নতুন গেঞ্জি রাখা ছিল। তার মধ্যে প্রেসের কাজ ও পুরোদমে চলত। গোপন প্রেসের মধ্যে এই প্রেসটিই একটু বেশি দিন চলেছিল ।

১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ আবার গোপন প্রেস স্থানান্তরিত করার প্রয়োজন দেখা দিল। অন্য দিকে বাইরে কংগ্রেসী সরকারের দমননীতির বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। বহুবাজার এলাকায় মহিলা মিছিলে গুলি চালান হয়েছে। তাতে কয়েকজন মহিলা নেত্রী মারা গেছেন। জেলখানায় রাজনৈতিক বন্দীরা দাবি আদায় করার জন্য অনশন ধর্মঘট শুরু করেছেন। জেলের মধ্যেই সশস্ত্র পুলিসের সঙ্গে লড়াই শুরু। গুলি, লাঠি সবই চলল। নিহত হলেন অনেক। আহতও হলেন বিস্তর। শেষ পর্যন্ত দাবি আদায় হলো। কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ এবং মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের মধ্যে চুক্তি হলো। এরই মধ্যে দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত পার্টি লাইন নিয়েও কিছু কিছু প্রশ্ন এসে দেখা দিয়েছে। আন্ত পার্টি সংগ্রামও আরম্ভ হয়েছে। এসব ব্যাপারে বিভিন্ন গোপন কেন্দ্রেও নাড়াচাড়া শুরু হয়েছে।

এর মধ্যে ১৯৪৮ সালের ২৫শে মার্চ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে ২৬শে মার্চ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ শাখাকে বে-আইনী ঘোষণা করার পর যাঁরা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তার মধ্যে ৭০জন হেবিয়াস কর্পাসের আবেদন করে হাইকোর্টের রায়ে মুক্তি পান। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বন্দীদের বিরুদ্ধে কিরণশঙ্কর রায় ও তাঁর গোয়েন্দারা যে অভিযোগপত্র দাখিল করেছেন তার মধ্যে বন্দীদের আটক রাখার কোন কারণ খুঁজে পাননি। অভিযোগগুলি দেখে প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন ঃ

"এ গুলিই যদি 'যুক্তিসঙ্গত কারণ' হয়, তা হলে আমি ধরে নিতে পারি, আপনারা সবকারের উদ্দেশ্যে যে কোন সময়ে ভারতের যেকোন স্থানে যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে পারেন।" প্রধান বিচারপতি আরও উল্লেখ করেন : "সরকারের নিরাপত্তা যদি একমাত্র বিষয় হয়, তাহলে নির্বাচনে কেউই সরকারের বিরোধিতা করতে পারবেন না, বিরোধিতা করলেই বিনা বিচারে আটক করা হবে এবং আটক ব্যক্তিরা বিচারালয় থেকে কোন সাহায্য পাবেন না।"

পশ্চিমবঙ্গ সরকার আতঙ্কিত হয়ে 'যুক্তিসঙ্গত কারণ' দেখাবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তা আইন সংশোধনের জন্য অর্ডিন্যান্স জারি করে। বিশেষ বেঞ্চের এক বিচারপতি এ বিষয়ে মন্তব্য করেন "যে কর্তৃপক্ষ আর্ডিন্যান্স রচনা করেছেন, তাঁদের উচিত ছিল বিচারালয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করা।"

জেল থেকে কিছু কিছু নের্তৃস্থানীয় কমরেড মুক্তি পেতে শুরু করেছেন। বাইরে আন্দোলন প্রসার লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে পার্টির গোপন প্রচারযন্ত্রকেও সেই ভাবে চালাবার চেষ্টা চলছে।

ইতোমধ্যে প্রেসের গোপন কেন্দ্র থেকে পার্টির নির্দেশে কমরেড সন্টু ব্যানার্জী, তাঁর স্ত্রী লীনা ব্যানার্জী এবং দু' বছরের পুত্র সন্তান নিয়ে অন্যত্র চলে গেছেন। কিছু দিন চলার পর কুঁদঘাট অঞ্চলের গোপন প্রেস গুটিয়ে নেওয়া হলো।

উক্ত গোপন কেন্দ্র থেকে কমরেড পুলিন দত্ত এবং সমীর দাশগুপ্তকে অন্য গোপন কেন্দ্রে পার্কসার্কাসের বেকবাগানে মেফেয়ার-এ মোড়ে বস্তী সংলগ্ন একটি বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো।

এই গোপন কেন্দ্রের দায়িত্বে ছিলেন কমরেড নৃপেন চক্রবর্তী। সেখানে গিয়ে দেখলাম কমরেড সণ্টু ব্যানার্জী, লীনা ব্যানার্জী এবং তাঁর সন্তান। এখানেও কিছু কেস নিয়ে টাইপ ঢেলে খুব ছোট আকারে একটি প্রেস হলো। সেই সময় বে-আইনী পার্টির সম্পাদক ছিলেন কমরেড মহম্মদ ইসমাইল।

আন্তঃ পার্টি সংগ্রাম আমাদের মধ্যেও শুরু হয়ে গেছে। তার মধ্যে ঘটে গেল অঘটন। গোপন পার্টির সর্বক্ষণের কর্মীদেব ভাতা দেওয়ার ঠিক দু'দিন আগে গোপন প্রাদেশিক কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত ক্যাশিয়ার দশ হাজার টাকা নিয়ে পলাতক। ত্রিশ টাকা করে ভাতা পেতাম। তাও বন্ধ হয়ে গেল। গোপন প্রেস থাকলেও কাজ কর্ম অনেক কমে গেছে। কেবল দিন গুনছি পার্টি নেতৃত্বের কি নির্দেশ পাব। কিছুদিন পর আমি এবং পুলিন দত্ত মাসে পনের টাকা করে ভাতা পেলাম।

আন্তঃ পার্টি সংগ্রামের জেব কিনা জানি না এর মধ্যে কমরেড নৃপেন চক্রবর্তী গোপন কেন্দ্র থেকে চলে গেছেন। পার্টি নেতৃত্বের সঙ্গে আমাদেরও গণ্ডগোল শুরু হলো। ডাঃ রণেন সেনের সঙ্গে গোপন কেন্দ্রেই কথাবার্তা হলো। মানসিকতায় সম্ভব নয় বলেই আমি এবং পুলিন দত্ত গোপন কেন্দ্র ত্যাগ করলাম। এখান থেকেও প্রেস উঠে গেল।

পার্টিব গোপন প্রাদেশিক কেন্দ্র থেকে পুনবায় আমাদের দু'জনের এবং পুরানো কর্মী কমরেড ধীরেন বিশ্বাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে নির্দেশ পাঠালেন পুনবায় প্রেসের কাজে গোপন কেন্দ্রে আসার জন্য। তবে এবার কাজের পদ্ধতি পাল্টান হলো। সমীর দাশগুপ্ত, পুলিন দত্ত, ধীরেন বিশ্বাস এবং আর একজন অপবিচিত কমরেড তালতলা অঞ্চলের গার্ডনার লেনে এক বাড়িতে এসে এটিকে বাসস্থান হিসাবে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত হয়। আমাদের দায়িত্বে ছিলেন কমরেড শৈলেন ঘোষ। তিনিও আত্মগোপন করে আমাদের কাজের তদারকি করতেন। আমাদের ভাতাও তিনি নিয়ে এসে নিজ হাতে দিতেন। ব্যক্তিগতভাবে আর্থিক দিক দিয়ে তিনি স্বচ্ছল ছিলেন। আমাদের চারজনকে ছদ্মনামে প্রকাশ্যে চলাফেরা করার সিদ্ধান্ত হয়।

১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে শ্যামবাজারের যতীন্দ্রমোহন বোস এভিনিউ এবং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ'র সংযোগ স্থলের একটু দূরে চিত্তরঞ্জন এভিনিউ সংলগ্ন একটি গলিতে গিয়ে একটি কাজ করতে হবে। দেখে মনে হলো এটি একটি পুরানো প্রেস। কোন সাইনবোর্ড নেই। ফেস এবং টাইপগুলো পুরানো। এখান থেকে কম্পোজ করে, কারেকশান করে অন্য জায়গায় নিয়ে ছাপা হতো।

বে-আইনী থাকার সময়ে গোপন পার্টি কেন্দ্র যেমন প্রচার কৌশল হিসাবে গোপন প্রেস পরিচালনা করেছে তেমনি পাশাপাশি প্রকাশ্যেও গোপন কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন নামে কাগজ প্রকাশ করেছে।

এক এক করে পার্টির দৈনিক কাগজ, ডা: বিধানচন্দ্র রায় পরিচালিত কংগ্রেস সরকারের খড়গ হস্ত 'ভারত রক্ষা আইনের' প্রয়োগে বন্ধ হয়ে যেতে লাগল। কাগজের আর কোন ডিক্লারেশন নেওয়া ছিলো না। তাই সাপ্তাহিক কাগজ প্রকাশ করার জন্য পার্টির গোপন নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নিল।

পূর্ব-পাকিস্তানের পার্টি নেতৃত্ব কলকাতায় আত্মগোপন করে 'মঞ্জিল' সাপ্তাহিক পরিচালনা করতেন। পশ্চিমবাংলার পার্টি সিদ্ধান্ত জানার পর তাঁরা তাঁদের 'মঞ্জিল' সাপ্তাহিক কাগজখানা পশ্চিমবাংলার গোপন পার্টি নেতৃত্বের হাতে তুলে দেন। 'মঞ্জিল' পার্টি নেতৃত্বে আসার পর গোপন কেন্দ্র থেকে কাগজখানা চালাবার দায়িত্বে ছিলেন কমরেড সুধাংশু দাশগুপ্ত, আর প্রকাশ্যে ছিলেন কমরেড জ্যোতি দাশগুপ্ত।

'মঞ্জিল' সাপ্তাহিকের সম্পাদক হলেন অমল ঘোষ। ১৩সি, সিদ্ধেশ্বর চন্দ্র লেন হইতে প্রকাশিত ও ১১৮/২ বহুবাজার স্ট্রীটে শ্রী বঙ্কিম প্রেস হইতে মুদ্রিত হতো। প্রতি রবিবার কাগজটি প্রকাশিত

হয়। দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতেই লেখা শিরোনামগুলিই বিশেষভাবে উল্লেখ করব। কোন কোন ক্ষেত্রে গুরুত্ব বুঝে বিষয়বস্তু উল্লেখ করা হবে।

মঞ্জিল

'মঞ্জিল' ১৯ শে জুন ১৯৪৯, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যায় শিরোনাম —

সংগ্রামী ঐক্যের জন্য নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ডাক : 'জনগণের গণতন্ত্র, শান্তি ও সোশ্যালিজমের জন্য লড়ো'

প্রথম পাতায় লেখা আছে : "এবারের অধিবেশন এমন এক সময় হইতেছে যখন ধনতান্ত্রিক আর্থিক সংকট আরো গভীর হইয়াছে এবং সমস্ত শিল্পে শ্রমিকদের অবস্থা অধিকতর খারাপ হইয়াছে। জীবনধারণের খরচ এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম দ্রুত গতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে, কিন্তু শ্রমিকদের মজুরী বাড়ানো হইতেছে না, শ্রমিকদের মজুরী কাটাব অভিযানই সুরু হইয়া গিয়াছে.................................।

এই লেখার অন্যান্য অনুশিরোনাম হচ্ছে ঃ 'ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় সংগ্রাম চাই' এবং এ আই টি ইউ সি'র লক্ষ্য —

ধনিক শ্রেণীর শাসন ব্যবস্থার অবসান করিয়া শ্রমিক, কৃষক এবং অত্যাচারিত মধ্যেবিত্ত শ্রেণীর জনগণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপন করিয়াই সমস্ত সমস্যার সমাধান করা যাইতে পারে।

সোশ্যালিষ্ট রাষ্ট্র স্থাপন করাই এ আই টি ইউ সি'র লক্ষ্য। কারণ একমাত্র সোশ্যালিজমেই শ্রমিক এবং শ্রমজীবী জনগণ তাহাদের মূল সমস্যাব সমাধানের আশা করিতে পারে। একমাত্র সোশ্যালিজমেই বেকারীর অবসান করা যাইতে পারে, সাধারণ মানুষের জীবনের পূর্ণ বিকাশের প্রকৃত সুযোগ পাইতে পারে এবং সুখী জীবন গড়িয়া তুলিতে পারে।

এ আই টি ইউ সি'কে এই লক্ষ্যের দিকেই ভারতের শ্রমিক শ্রেণীকে পরিচালিত করিতে হইবে। ইহার জন্যই এ আই টি ইউ সি সংগ্রাম করিতেছে এবং বর্তমান যুগে শ্রমিকশ্রেণী ইহার জন্যই সংগ্রাম করিবে।

কি রকম দমননীতির মধ্য দিয়ে এ আই টি ইউ সি'র অধিবেশন হইয়াছে নিম্নোক্ত শিরোনামে তা লেখা হয়েছে।

'কংগ্রেসী সরকারের দমননীতি উপেক্ষা করিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ২৩ বার্ষিক অধিবেশন' —

সম্প্রতি বোম্বাই শহরে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ২৩ শ তম অধিবেশন হইয়া গেলো। ভারতের দিকে দিকে আজ শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে বে-পরোয়া দমননীতি চলিতেছে — ভারতের ইতিহাসে দমননীতির এরকম বীভৎস রূপ আর কখনো দেখা যায় নাই। এই দমননীতির মধ্যেই এবারের ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছে।

কংগ্রেস সরকারের কড়া শাসন ব্যবস্থায় এবার ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কোন প্রকাশ্য অধিবেশন হইতে দেওয়া হয় নাই —এমনকি প্রতিনিধিদের যে অধিবেশন হইয়াছে তাহাকেও চতুর্দিক হইতে সশস্ত্র পুলিস দিয়া ঘিরিয়া রাখা হইয়াছে ; সভাস্থলের বাহিরেই একজন প্রতিনিধিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং একদল প্রতিনিধির উপর পুলিস বে-পরোয়া লাঠি চালাইয়াছে।

এই অবস্থায়-ই এবারের অধিবেশন হইয়াছে.................।

এরপর সাপ্তাহিক 'মঞ্জিল'-এর যতগুলি সংখ্যা হাতে পেয়েছি তার প্রধান প্রধান শিরোনাম, অনু শিরোনাম এবং প্রয়োজনে বিষয়বস্তু উল্লেখ করার চেষ্টা করব।

'মঞ্জিল', ২৬শে জুন '৪৯ শিরোনাম — **'বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের জয় যাত্রায় সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে আতঙ্ক'** 'শ্রম চুরির বিরুদ্ধে দৃঢ় পাক-রেল শ্রমিক ঃ ছল-চাতুরী ব্যর্থ করিয়া পাহাড়তলী শ্রমিকদের জয় অর্জন', **'হায়দারাবাদে ৮ জন শ্রেষ্ঠ কর্মীর উপর ফাঁসির আদেশ'** —

"....৮ কমিউনিস্ট কর্মীর উপর এই মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। গত ৮ মাস ধরিয়া "সত্য ও অহিংসার পূজারী" কংগ্রেসী শাসকবা হায়দরাবাদে বিশেষ করিয়া তেলেঙ্গানায় যে সন্ত্রাস শুরু কবিয়াছেন, ইহা তাহাদেরই অন্যতম প্রকাশ। শত শত কৃষককে গুলি করিয়া মারা হইয়াছে। কংগ্রেস নেতারা ও জায়গীরদার-জমিদাররা গুণ্ডা লেলাইয়া দিয়া গরীব কৃষকদের ঘরবাড়ী লুটপাট করাইয়াছে। আগুন দিয়া যথা সর্বস্ব পুড়াইয়া দিয়াছে।"..........

'হায়দরাবাদের মৃত্যুদণ্ডের প্রতিবাদে ২৫টি দেশের ১৫ হাজার যুবক প্রতিনিধি' ঃ

"হায়দরাবাদে ৮ জন কমিউনিস্ট কর্মীর ফাঁসীর হুকুমের প্রতিবাদে গোটা গণতান্ত্রিক দুনিয়ায় আওয়াজ উঠিয়াছে।

গত ২৯শে মে (১৯৪৯) চেকোস্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগে ২৫টি দেশের ছাত্র ও যুবক সংগঠনের ১৫ হাজার তরুণ এক সমাবেশে মিলিত হন। বিখ্যাত গণতান্ত্রিক নিগ্রো গায়ক পল রবসন সেই সমাবেশে এক আবেগপূর্ণ আবেদন করিয়া বলেন, পণ্ডিত নেহরুর মিলিটারী ট্রাইব্যুনাল ৮ জন তরুণ কর্মীর উপব যে নৃশংস মৃত্যু দণ্ডাদেশ দিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠুক। পল রবসন বলেন, সবার সাথে মিলিত কণ্ঠে আমিও প্রতিবাদ জানাইতেছি।

সেই সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইটালী, নরওয়ে, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, ত্রিয়েস্ত, ভেনিপুলা, লাটিন আমেরিকা, স্পেন, গ্রীস, সাইপ্রাস, যুগোস্লাভিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, পোল্যাণ্ড, আলবেনিয়া, চীন, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েৎনাম, ভারত, চেকোস্লাভাকিয়া, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও আফ্রিকার ১৫ হাজার ছাত্র। তাঁহারা সকলে একবাক্যে পল রবসনকে সমর্থন করেন। সমাবেশ হইতে ভারত সরকার ও হায়দরাবাদের মিলিটারি ট্রাইব্যুনালের নিকট প্রতিবাদ তার পাঠান হয়..."।

'স্বার্থান্ধ ফাটকাবাজীরা, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের মুনাফা শিকারী যুদ্ধলালসাকে পরাস্ত করার আহ্বান ঃ প্যারিস শান্তি সম্মেলনে জোলিও কুরি' —

বক্তৃতার শেষে বলেন — "......আমরা প্রত্যেকটি ন্যায়পরায়ণ লোকের কাছে আবেদন করিতেছি ঃ যুদ্ধের বিপদ দূর করিবার জন্য আপনাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করুন। আমরা আমাদের

শক্তি সম্পর্কে সজাগ এবং জয় আমাদের হইবেই এই বিশ্বাসে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে শান্তি সংগ্রামে নামিতেছি।"

(৭২টি জাতির ১৭৮৪ জন প্রতিনিধির তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে বক্তৃতা শেষ হয়।)

এর পরবর্তী শিরোনাম —'রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির আন্দোলন ঃ কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলে বিপুল বিক্ষোভের সূচনা', 'প্রাথমিক শিক্ষকদের আন্দোলন', প্রভৃতি।

মঞ্জিল, ৩রা জুলাই '৪৯ শিরোনাম —

'অনশনব্রতী রাজবন্দীদের সমর্থনে জনবিক্ষোভ'

২৭শে জুন ১৪৪ ধারা অগ্রাহ্য করিয়া, পুলিসের বাধা ডিঙ্গাইয়া অনশনব্রতী রাজবন্দীদের মা-বোনেরা ডালহৌসী স্কোয়ারে রাইটার্স বিল্ডিং-এর সম্মুখে যাইয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন.......।

২৭শে জুন অনশনব্রতী রাজবন্দীদের দাবির সমর্থনে বেলঘরিয়ার শ্রমিকেরা এলাকাব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট করিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া আসেন এবং দাবি তোলেন ঃ "বন্দীদের মুক্তি চাই"। নলিনী বিধান মন্ত্রিসভার পতন চাই..........।

২৭শে জুন অনশন বন্দীদের মুক্তির দাবিতে ১৪৪ ধাবা অগ্রাহ্য করিয়া মেটিয়া বুরুজের সূতাকল ও চটকল শ্রমিকেরা একটি মাঠে জমায়েত হওয়ার চেষ্টা করিলে পুলিস সভাস্থল পূর্বেই অধিকার করিয়া লয়। ......কিন্তু পুলিস কর্ডন ভেদ করিয়া, বন্দীমুক্তির দাবি তুলিয়া মিছিল আগাইয়া যায়।

২৫শে জুন ব্যারাকপুরে ৪০০ শ্রমিক, ছাত্র ও মহিলাদের একটি শোভাযত্রা বন্দীমুক্তির দাবি তুলিয়া ব্যারাকপুর জেল এবং পুলিস ও মিলিটারি ব্যারাকগুলির সামনে দিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়া যায়.........।

অনশন ধর্মঘটের ফলে মাত্র ৫ দিনের অনশনে আলিপুর জেলে মালদহের কমিউনিস্ট নেতা মিহির রঞ্জন দাস মারা গিয়াছেন।

শহীদ মিহিরের স্মরণে আমরা রক্ত পতাকা অবনমিত করিতেছি।

অবশেষে অনশনব্রতী রাজবন্দীদের 'দাবি সমূহ স্বীকৃত হওয়ায় ১লা জুলাই অনশন ত্যাগ' —

"...১লা জুলাই হইতে রাজনৈতিক বন্দীরা তাঁহাদের দাবিগুলি স্বীকৃত হওয়ায় অনশন ত্যাগ করিয়াছেন। আলীপুর, প্রেসিডেন্সী, দমদম প্রভৃতি জেলে সাম্প্রতিক সংঘর্ষের পর বন্দীদের বিরুদ্ধে যে মামলাগুলি রুজু করা হইয়াছিল তাহাও প্রত্যাহৃত হইয়াছে।

'স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রে লড়াইয়ের শিবিরে লেখক ও শিল্পীরা' —

"...প্রগতিশীল পুস্তক প্রকাশক ন্যাশনাল বুক এজেন্সিটিকে সরকার বন্ধ করিয়া দেওয়ায় 'লেখক, শিল্পী ও প্রগতিশীল সমস্ত সংস্কৃতি অনুরাগী মেহনতী জনগণের নিকট এই সভা আহ্বান জানাইতেছে যে, তাঁহারা সম্মিলিতভাবে, ইহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হোন।"

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য — মেহনতী জনগণের সহিত লেখক ও শিল্পীদের একত্রে অগ্রসর হইবার সংকল্প আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কে প্রস্তাবে এই সভা মনে করে যে, শোষণ বব্যস্থার বিরুদ্ধে শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবীর বিদ্রোহ ঘোষণাকে স্তব্ধ করিবার জন্য এবং জনগণের গণতন্ত্রী অভিযান রুদ্ধ করিবার জন্যই প্রগতিশীল সংবাদপত্রগুলির উপর আক্রমণ আসিয়াছে। এই গণতন্ত্রবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে লেখক ও শিল্পীরা এই সভা হইতে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন।

'কমিউনিস্ট ঘোষণাপত্র' (কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো) পুস্তকখানির প্রকাশ নেপাল সরকার বন্ধ করিয়া দিয়াছে বলিয়া এই সভা তাহার প্রতিবাদ জানাইয়াছে। মার্কসবাদী চিন্তা ধারার পক্ষে লেখক ও শিল্পীদের সুস্পষ্ট ঘোষণা জনগণের সহিত তাঁহাদের ঐক্যবোধেরই প্রমাণ।

এই সংখ্যার পরবর্তী প্রধান প্রধান শিরোনাম —

'গরীব কৃষকের খাদ্য সীজ, ভাগচাষীকে জমি হইতে উচ্ছেদ ঃ ইহাই কি পণ্ডিত নেহরুর 'যুদ্ধকালীন খাদ্যনীতি', 'ন্যায্য মজুরী ও ন্যায্য মুনাফার ধাপ্পাবাজি ঃ জাতীয় টি ইউ সি ও সমাজতন্ত্রী দালালরা শিল্পে শান্তি রক্ষা করে কাহার স্বার্থে ?' 'বুরুলে স্কুল ছাত্রদের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম' প্রভৃতি।

মঞ্জিল, ১০ই জুলাই '৪৯ শিরোনাম ঃ

'২৪ পরগনা ক্ষেয়াদা ও ভাঙ্গর অঞ্চলে পুলিশের হামলা ঃ দুই জন কৃষক নিহত ঃ কয়েক জন আহত' 'কাশীপুর কার্বন কোম্পানীতে ধর্মঘট', 'ওয়াধানের কারখানায় লক-আউট ভাঙ্গিয়া শ্রমিকদের প্রবেশ', 'শান্তি, গণতন্ত্র ও সোস্যালিজমের শিবিরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ডিমিট্রভের মৃত্যু', রংপুরে ৩০ দিন অনশন ধর্মঘটের পর আংশিক দাবি আদায়' —

সুদীর্ঘ ৩০ দিন অনশন ধর্মঘটের পর রংপুর জেলের রাজবন্দীরা গত ২৭শে জুন ধর্মঘট প্রত্যাহার করিয়াছেন.......।

'কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী কেন কলিকাতা আসিতেছেন ?' —

প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু কলিকাতায় আসিতেছেন। পশ্চিমবাংলাকে পুনরায় জয় করিতেই হইবে। বিড়লাজী বলিয়াছেন ঃ যত ক্ষয়ক্ষতিই হোক না কেন পশ্চিমবাংলাকে হাতে রাখিতেই হইবে....... ।

পশ্চিম বাংলায় নেহরুজীর ডলার গণতন্ত্রের পরীক্ষা কি ভাবে চলিযাছে ?

নেহরুজীর বাণী শুনাইবার জন্যে সারা পশ্চিম বাংলার জনগণের বাক্‌শক্তি কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে , সর্বত্র ১৪৪ ধারা জারি করা হইয়াছে ; ঘরোয়া বৈঠকও নিষিদ্ধ হইয়াছে ; বইয়ের দোকানে তালা লাগানো হইয়াছে ; ২০ খানা সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হইয়াছে ; লেখকদের আটক করা হইয়াছে; স্কুল-কলেজে পোস্টার-ইশ্‌তাহার লাগানো নিষিদ্ধ হইয়াছে। বিড়লা-নলিনী সরকারের জন্যে বক্তৃতার অবাধ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে..........।

মঞ্জিল, ১৭ই জুলাই '৪৯ শিরোনাম ঃ

'পশ্চিমবাংলায় পুলিস রাষ্ট্র কায়েম করায় প্রধানমন্ত্রীর ব্যর্থ প্রয়াস', 'শোষণ ব্যবস্থার সঙ্কটের মুখে কংগ্রেস-সোস্যালিস্ট, মিতালী', 'শ্রেণী সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধিতে সোস্যালিস্ট পার্টির মুখোস ছিন্নভিন্ন', 'হাওড়ার গ্রামে পুলিস-রাজ', 'বেঙ্গল জুট মিলে ম্যানেজারকে ঘেরাও করিয়া পাওনা আদায়'. 'কংগ্রেসী জেলে আবও দুই জনের মৃত্যু' —

খড়্‌গপুর সরকারী হাসপাতালে বন্দী অবস্থায় মেদিনীপুরের কমিউনিস্ট নেতা হরেন মিত্র এবং বীরভূমের কমিউনিস্ট নেতা দ্বারিকা ব্যানার্জীর মৃত্যু ঘটিয়াছে।

শহীদ হরেন এবং দ্বারিকার স্মরণে আমরা রক্তপতাকা অবনমিত করিতেছি।

মঞ্জিল, ২৪শে জুলাই '৪৯ শিরোনাম ঃ

'সরকারী হুঁশিয়ারী'

'মঞ্জিল ১ম সংখ্যার (১৯শে জুন) ৫ম পৃষ্ঠায় "দক্ষিণ কলিকাতা উপনির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় শ্রেণী সংগ্রামকে তীব্রতর করিয়াছে" এবং ২য় সংখ্যা (২৬শে জুন) ১ম পৃষ্ঠায় "চূড়ান্ত সঙ্কট ও দেউলিয়া পথে কংগ্রেস ও লীগ নেতৃত্ব" — এই দুইটি প্রবন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আপত্তি

জানাইয়াছেন। সম্পাদকের উপর "হুঁশিয়ারী" জারি করিয়া তাঁহারা জানাইয়াছেন যে, ভবিষ্যতে এইরূপ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে তাঁহারা আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

'পশ্চিম বাংলার জন্য প্রধানমন্ত্রীর দাওয়াই ঃ একই সাথে বুলেট-রাজ ও সাধারণ নির্বাচন' —

পুলিস ও মিলিটারী রাজের জন্য পাকা ব্যবস্থা করার পর পশ্চিমবাংলায় রক্তাক্ত অভিযান শেষ করিয়া দিগ্বিজয়ী নেহরু দিল্লী ফিরিয়াছেন।.... ...নেহরুর রিপোর্ট শুনিয়া ওয়ার্কিং কমিটি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ঃ এবছর শীতকালের মধ্যেই পশ্চিমবাংলায় সাধারণ নির্বাচন হইবে .... ।

বুলেট রাজ ও গণতন্ত্রের মুখোস ঃ এই দুই কায়দাই নেহরু একসাথে চালাইয়াছেন। জনসভায় তিনি বলিয়া গেলেন, আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য গুলি চালানো হইবে।...... .নারী হত্যার নিন্দা পণ্ডিত নেহরু করেন নাই। বরং পুলিসের প্রশংসাই করিয়াছেন...... ।

নেহরুর সভা সম্পর্কে ধনিকশ্রেণীর ... .বিড়লার মুখপত্র ইস্টার্ন ইকনমিস্ট ১৫ই জুলাই তারিখে লিখিয়াছেন —"এই সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রীর কলিকাতা সফরে আগেকার মতো বিজয় মিছিল হইতে পারে নাই। যদিও দশ লক্ষ লোক তাঁহার কথা শুনিয়াছিল — বোঝা যায় যে বাংলার লোককে এখনও তিনি আকৃষ্ট করিতে পারেন — তবুও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল যে, লোকের তাঁহার সম্পর্কে মোহমুক্তি হইয়াছে। এমনকি আগে যাহা তিনি কখনও দেখেন নাই এইরূপ সোজাসুজি বিরোধিতাও দেখা গিয়াছিল। ইহা পরিষ্কার যে, পশ্চিমবাংলায় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিপত্তি প্রাদেশিক সরকারের অপেক্ষা কম ক্ষুন্ন হয় নাই ; আরও ভয়ানক কথা যে বিশেষ কোন যুক্তি না থাকিলেও প্রতিপত্তি বাড়িয়াছে তাহাদের, যাহারা শুধু কংগ্রেসের নয়, স্বাধীনতা ও সুশৃঙ্খল উন্নতির শত্রু।......ইহা হইতে পরিষ্কার বোঝা যাইতেছে যে, অতীতের উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে সম্পূর্ণ নূতন ধরনের এক বেপরোয়াভাব বাংলাদেশে দেখা যাইতেছে। এই মনোভাব বাড়িতেছে বলিয়া কংগ্রেসের অতীতের অবদানের প্রতি নজর আকর্ষণের চেষ্টা নিরর্থক হইয়াছে ; ইতিমধ্যেই তাহারা প্রায় সবই বিস্মৃতির তলে গিয়াছে। এমনকি প্রধানমন্ত্রী যে বলিয়াছেন, কংগ্রেসই দেশের রাজনৈতিক একতার একমাত্র আধার, তাহাও আর জনসাধারণের মনে কোন দাগ কাটিতে পারে নাই।"

(ইস্টার্ন ইকনমিস্ট ১৫ই জুলাই) ১৯৪৯

ইহাই প্রধানমন্ত্রীর কলিকাতা সফর সম্পর্কে বিড়লা গোষ্ঠীর রিভিউ।

এই সংখ্যার অন্যান্য শিরোনাম — 'ধনিকশ্রেণীর ফ্যাসিস্ট শাসনে বিনা বিচারে আটক ব্যবস্থা', 'পূর্ববঙ্গে স্বৈরাচারের সনদ'। 'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সম্মেলন আহ্বান — গণতান্ত্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থা ও অধিকারের জন্য কংগ্রেস ধনিক ডিক্টেটারশিপের বিরুদ্ধে বৃহত্তর সংগ্রামে অগ্রসর হও ঃ জনগণের মুক্ত গণতান্ত্রিক রিপাব্লিক প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হও', 'কংগ্রেস ও লীগ শাসনে গরীবের খাদ্য নাই ঃ জমি ও খাদ্যের উপর শোষকদের অধিকার কাড়িয়া নেওয়াই সমাধানের পথ'।

মঞ্জিল, ৩১শে জুলাই '৪৯ শিরোনাম ঃ

'৮০ টাকা নিম্নতম বেতনের ও মূল দাবির ভিত্তিতে সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান ঃ ১৫০০০ জনতার কণ্ঠে দমননীতি প্রত্যাহার ও কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধ করার দাবি', '১০ হাজার ছাত্র ও মেহনতী জনতার সমাবেশ ঃ শিক্ষা ও গণতন্ত্রে দাবিতে, বেকারী ও দমননীতির বিরুদ্ধে ৫ হাজার ছাত্র শ্রমিকের দুর্জয় মিছিল', 'শান্তি, শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য ও গণতন্ত্রের জন্য বিশ্ব টি-ইউ ফেডারেশনের ঘোষণাপত্র', 'লাঠি ও বুলেট উপেক্ষা করিয়া রাজস্থানের শ্রমিক ও কৃষকের অভিযান', ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নেতৃত্বে রেল শ্রমিক সম্মেলন আহ্বান', 'ক্ষেত-মজুর সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করুন ঃ প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের আহ্বান', 'কলিকাতা ডাক-তার কর্মচারীদের ক্রমবর্দ্ধমান আন্দোলন', নিখিল ভারত ছাত্র সম্মেলনের ঘোষণা — সরকারী শিক্ষা নীতির বিরুদ্ধে ভারতব্যাপী

গণছাত্র সংগ্রাম তীব্রতর কর ঃ শ্রমিক-কৃষক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হও ঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ছাত্র-ফেডারেশনের দুর্গে পরিণত কর', 'সর্বসাধারণের নাগালে শিক্ষা, গণতন্ত্র ও শান্তির জন্য — বিপ্লবী ছাত্র সমাজের প্রতি জরুরী আহ্বান', 'ট্রাম শ্রমিকদের ধরপাকড় ও চার্জসীট ঃ ফ্যাসিস্ট কায়দায় সরকার মালিকের আক্রমণ ঃ সোস্যালিস্ট নেতাদের দালালীর স্বরূপ ফাঁস', 'লক আউটের বিরুদ্ধে পটারী শ্রমিকদের দৃঢ় প্রতিরোধ ঃ অর্দ্ধেক ছাঁটাই করিয়া মালিক কর্তৃক কারখানা খোলার চেষ্টা', 'চা বাগান শ্রমিকদের ধর্মঘট করিয়া দাবি প্রতিশ্রুতি আদায় ঃ চট্টগ্রামে, ৩শত মরদ ও মেয়ে মজুরের বীরত্বপূর্ণ লড়াই', 'কুলটি ও বার্ণপুর লোহা কারখানায় ডিপার্টে ডিপার্টে খণ্ড সংগ্রাম ঃ মালিকের নূতন নূতন আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ'।

মঞ্জিল, ৭ই আগস্ট '৪৯ এর শিরোনাম ঃ

'কংগ্রেসী সাধারণ নির্বাচনের মুখোস খুলিবার জন্যে নলিনী-বিধান মন্ত্রিসভায় কুশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তীব্র কর', 'রংপুরে ক্ষেত মজুরের লড়াই', 'শিল্প উপদেষ্টা কমিটিতে 'শিল্পে শান্তি'র নামে শ্রমিকশ্রেণীর উপর নূতন আক্রমণের ষড়যন্ত্র', 'ব্যাপক ছাঁটাই, কাজ বৃদ্ধি ও মজুরি কাটায় গবর্ণমেণ্ট, মালিক, 'জাতীয়' টি-ইউ-সি, সমাজতন্ত্রী একজোট', 'হিটলারী দমননীতির বিরুদ্ধে ময়মনসিংহের ক্ষেত মজুর ও কৃষকদের মৃত্যুর-ভয়হীন লড়াই', 'বোনাস, ১৫০ টাকা ন্যূনতম আয়, ছাঁটাই বন্ধ এবং ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের দাবিতে ট্রাম, ইঞ্জিনিয়ারিং ও অন্যান্য কারখানায় অবস্থান ধর্মঘট ও ধর্মঘটের জোয়ার ঃ ১৫০০ অবস্থান ধর্মঘটির বিরুদ্ধে ২০০০ সশস্ত্র পুলিসের লাঠি চার্জ ও টিয়ার গ্যাস ঃ জাতীয় টি-ইউ ও সোস্যালিস্ট নেতাদের বিরুদ্ধে সাধারণ শ্রমিকদের জঙ্গী-ঐক্য', 'হুগলী ও ডুয়ার্স জেলে বন্দীদের অনশন 'হাজরা পার্কে বন্দী-মুক্তির দাবির সমাবেশে গুলি চালনা',

'৯ই ১০ই ভাদ্র পশ্চিমবঙ্গ কৃষক সম্মেলন ঃ পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সভার সম্পাদকের বিবৃতি'

(ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়) রায় মন্ত্রিসভা যখন কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী করে ; তখন হইতেই তাহারা কৃষক সভাকে নামে না হইলেও কাজে বে-আইনী করিয়া রাখিয়াছে। প্রাদেশিক কৃষক সভার অফিস তাহারা প্রথম কয়েক মাস তালা বন্ধ রাখে ; তাহার পরও স্বাধীনভাবে প্রাদেশিক অফিসের কাজ চালু করিতে দেয় নাই। জেলায় জেলায় কৃষক সমিতি অফিসে পুলিস যখন খুশী হানা দিয়াছে। জিনিসপত্র তছনছ করিয়াছে, নির্বিচারে গ্রেপ্তার করিয়াছে। মহকুমার ইউনিয়নে ও গ্রামে সমিতির অফিস তাহারা একরূপ বন্ধই রাখিয়াছে.....।

আমাদের সামনে এই মুহূর্তের সবচেয়ে জরুরী আওয়াজ ঃ কৃষক সভার সংগঠন চালু কর ঃ গাঁয়ে গাঁয়ে গরীব চাষীর নেতৃত্বে কৃষক সমিতি গড়ে তোল।

ক্ষেত মজুরগণ আজ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের আহ্বানে নিজেদের সম্মেলন করিতেছেন, নিজেদের সমিতি গ্রামে গ্রামে গড়িয়া তোলার চেষ্টা করিতেছেন। প্রতি গ্রামের ক্ষেত মজুর সমিতি ও কৃষক সমিতি মিলিয়া যুক্ত লড়াই কমিটি গড়িয়া তুলিবে ঃ যুক্ত নেতৃত্বে গ্রামের গরীবদের লড়াই পরিচালনা করিবে...... ..।

মঞ্জিল,১৪ই আগস্ট '৪৯ শিরোনাম ঃ

'বেলঘরিয়া টেক্সম্যাকো কারখানার ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর গুলি বর্ষণ ঃ ইউনিয়ন সম্পাদকসহ ২ জন নিহত ঃ সংগঠন ভাঙ্গার জন্য পুলিস, মালিক ও গুণ্ডাদের পূর্ব পরিকল্পিত চক্রান্ত', 'ডাঃ

বিধান রায়ের পুলিস গুলি চালাইয়া নারী হত্যা করিয়াছে ঃ বহুবাজার হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে করোনারের স্বীকৃতি', 'সংগ্রামী মজুরদের ঐক্য গঠন ঃ ট্রাম, পটারী ও ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিকদের সমাবেশ ও মিছিল'। 'ছাঁটাই ও দুর্ভিক্ষ রোধের পথ ঃ ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম', 'আসাম শান্তি সম্মেলনে গুলি বর্ষণ ঃ দুই জন মহিলা সহ মোট ৭ জন নিহত' প্রভৃতি।

আগামী সেপ্টম্বরে কলিকাতায় পঃ বঃ প্রাদেশিক শান্তি সম্মেলন ঃ বি পি টি ইউ সি'র আহ্বানে বুদ্ধিজীবী ও বিভিন্ন গণপ্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে প্রস্তুতি কমিটি গঠিত' —

বি পি টি ইউ সি'র আহ্বানে গত ১০ই আগস্ট মুসলিম ইনষ্টিটিউট হলে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল সংগঠন একত্র হইয়া এক শান্তি কনভেনশন ডাকেন।

.......সভায় প্রায় ৬২টি বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি প্রেরিত হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, প্রাদেশিক কৃষক সভা, ছাত্র ফেডারেশন, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, সোভিয়েট সুহৃদ সংঘ, প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ, গণনাট্য সংঘ প্রভৃতি ছাড়াও সুতাকল ফেডারেশন, জয়নগর কৃষক ও ক্ষেত মজুর সমিতি, ই আই রেল শ্রমিক, গ্যাস ও মিল ইঞ্জিনিয়ারিং ও মোটর কারখানা শ্রমিক, ব্যাঙ্ক ও সরকারী কর্মচারী, অধ্যাপক ও বিভিন্ন ক্লাবের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি উপস্থিত থাকেন।

.........আগামী শান্তি সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য বিভিন্ন প্রতিনিধি মণ্ডলির পক্ষ হইতে একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হইয়াছে।

মঞ্জিল, ১৫ই আগস্ট '৪৯ বিশেষ সংখ্যার শিরোনাম ঃ

'টাটা-বিড়লার স্বর্গে দুই বছরের কংগ্রেসী শাসনের চেহারা' —

● দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করিয়াছে কে ?

— নেহরু-নালিনী কংগ্রেসী সরকার।

● দুর্ভিক্ষ, বেকারী ও অনশন আনিয়াছে কে ?

— বিড়লার বন্ধু কংগ্রেসী সরকার ।

● দেশভক্ত শ্রমিক-কৃষক-মেয়ে-ছাত্রদের হত্যা করিয়াছে কে ?

— এণ্ডারসন টেগার্টের শিষ্য কংগ্রেসী সরকার ।

● দেশকে ডলার সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ ঘাঁটিতে পরিণত করিয়াছে কে ?

— চার্চ্চিল এটলির সাকরেদ নেহরু সরকার।

মঞ্জিল, ২১শে আগস্ট '৪৯ শিরোনাম ঃ

'বাঁচার মত বেতনের দাবিতে শিক্ষক সম্মেলনে নভেম্বরে 'নমুনা ধর্মঘট' ও ফেব্রুয়ারীতে 'সাধারণ ধর্মঘট'র সিদ্ধান্ত ঃ ২৫০০০ মাধ্যমিক শিক্ষকদের পক্ষ হইতে ১৩০০ প্রতিনিধির শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি', '২৫শে আগস্ট নিখিল ভারত ছাত্র-দাবি দিবস পালন করুন ঃ শিক্ষা-সংকোচন ও ফ্যাসিস্ট শাসনের অবসান চাই', 'জাতীয় স্বাধীনতার শত্রু কংগ্রেস ও নেহরু সরকার ঃ ১৫ই আগস্টে ক্রমবর্দ্ধমান মোহমুক্তি ও বিক্ষোভ', 'বুরুলে বিক্ষোভকারীদের উপর পুলিসের গুলি', '৫০ হাজার সরকারী কর্মচারীর উপর ছাঁটাইয়ের উদ্যত খড়্গ ঃ 'বাঁকুড়া জেলায় জয়যুক্ত ক্ষেত মজুর ধর্মঘটের জোয়ার', '৩ টাকা নিম্নতম মজুরির দাবিতে সন্দেশখালীতে ধর্মঘট', 'পটারী শ্রমিকদের প্রতিরোধ সংগ্রাম ৭০ দিন পার হইল ঃ গ্রেপ্তার ও গুণ্ডামী অগ্রাহ্য করিয়া সাধারণ শ্রমিকদের জঙ্গী ঐক্য ঃ বিপিন গাঙ্গুলীর বিভেদ প্রচেষ্টা', 'ক্ষেত মজুর ও ভাগ চাষীদের

মিলিত লড়াই', 'কমিউনিস্ট পার্টি বৈধের দাবি বামপন্থীরা তোলেন না কেন?' 'পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের জেলে রাজবন্দীদের দুঃসহ জীবন ঃ সরকারের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ঃ সরকারী নীতিতে বন্দীরা আবার ব্যাপক অনশন ধর্মঘটের মুখে ঃ ময়মনসিংহ জেলে অচিকিৎসায় মৃত্যু ঃ আরেকজন অন্ধ ঃ রাজসাহী জেলে অনশন ঃ মেদিনীপুর জেলে অমানুষিক অবস্থা', 'জেলে বন্দী হত্যার অভিযান', 'হাসপাতালে মেয়ে বন্দীদের প্রতি জঘন্য অত্যাচার', 'ইঙ্গ-মার্কিন নেতৃত্বে যুদ্ধ চক্রান্ত সম্পর্কে হুঁশিয়ার আছি ঃ নেহরুর পরপদলেহী নীতি ও কমনওয়েলথ চুক্তির বিরুদ্ধে বাংলার শান্তিকামীদের ঘোষণা'

বাংলার শান্তি সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটির পক্ষ হইতে যে ঘোষণাপত্রটি প্রচার হইয়াছে তারই ভিত্তিতে কলিকাতায় শান্তি সম্মেলন।

মঞ্জিল, ক্ষেত মজুর বিশেষ সংখ্যা, ২৫শে আগস্ট '৪৮ শিরোনাম ঃ

'ধনিক-জমিদার জোতদারের শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্ষেত মজুরদের প্রতিরোধ ঃ প্রথম প্রাদেশিক ক্ষেত মজুর সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ'

আমাদের এই প্রথম সম্মেলনে অনেক পরিচিত মুখই আমাদের পাশে আজ দেখিতে পাইতেছি না। যাহারা গত এক বছর গ্রামাঞ্চলে ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকের অধিকার ও দাবি দাওয়া লইয়া আন্দোলন করিয়াছেন, ধনিক সংগ্রামী সরকার এবং জমিদার-জোতদার-ধনী কৃষকদের প্রত্যেকটি আক্রমণ হইতে ক্ষেত মজুর ও গরীব কৃষককে রক্ষা করিতে আগাইয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের পক্ষেই ঐই প্রথম প্রাদেশিক সম্মেলনে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ ঘটে নাই। তাঁহাদের মধ্যে সুধীর সর্দ্দার, পঞ্চানন কৈদর, সুবল মাঝির মত ক্ষেত মজুরের বীর সন্তানরা শত্রুর হাতে নিহত হইয়াছেন, শত শত ক্ষেত মজুর নেতা ও কর্মী বিনা বিচারে আটক হইয়াছেন, শত শত কর্মীকে মিথ্যা মামলায় জড়াইয়া জেলে পাঠানো হইয়াছে; কংগ্রেসী শাসকরা শত শত ক্ষেতমজুর সন্তানকে "ফেরারী" ঘোষণা করিয়া তাঁহাদের পিছনে পুলিস লাগাইয়াছে। এইভাবে বিধান মন্ত্রিসভা এই সম্মেলনে তাঁহাদের যোগদানের পথে অসংখ্য বাধা সৃষ্টি করিয়াছে।

ধনিক কংগ্রেসী সরকার এবং জোতদার-জমিদার-ধনী কৃষকের সমস্ত বাধা অগ্রাহ্য করিয়া আজ যাঁহারা এখানে উপস্থিত হইয়াছেন তাঁহাদের বৈপ্লবিক অভিনন্দন জানাইতেছি।

আমাদের মধ্যে এখানে এমন অনেক কর্মীকে দেখিতেছি শত্রুর আক্রমণে যাঁহাদের সর্বস্ব গিয়াছে ঃ যাঁহাদের বাড়ীর বাসনপত্র পর্যন্ত লুট হইয়াছে; যাঁহাদের শিশু সন্তানের ভাতের থালা লাথি মারিয়া নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে; যাঁহাদের স্ত্রী-পুত্রকে ঘর হইতে বাহির করিয়া ঘরের দরজায় কাঁটা তারের বেড়া লাগান হইয়াছে; যাঁহাদের বাড়ীর পাশে পুলিস ও সেবাদলের ক্যাম্প এখনো দাঁড়াইয়া আছে.........।

শহীদ স্মরণে

মাত্র ৩ বছরের কংগ্রেসী শাসনে পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলে যে সকল সংগ্রামী ক্ষেত মজুর ও গরীব কৃষক পুলিসের গুলি বা জমিদার-জোতদারদের গুণ্ডার হাতে নিহত হইয়া শহীদ হইয়াছেন, উহার একটি অসম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া হইল। আহতদের সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব।

মেদিনীপুর — ১। চৈতন্য সামন্ত, ২। সুধীর নায়েক, ৩। সুধীর সর্দ্দার, ৪। পঞ্চানন কৈদর, ৫। ভবেশ, ৬। গোলক।

হুগলী — ১। পুষ্পবালা, ২। পাঁচুবালা, ৩। দাসীবালা, ৪। কালীবালা পাখিরা, ৫। মুক্তকেশী মাঝি, ৬। রাজকৃষ্ণের মা, ৭। কার্ত্তিক ধাড়া, ৮। গুইরাম মণ্ডল।

হাওড়া — ১। দেবেন মালিক, ২। পঞ্চু বেরা, ৩। গণেশ ভুঁইয়া, ৪। কানাই বাগ, ৫। সাধন

বাগ, ৬। ফটিক গলুই, ৭। গুইরাম মুদী, ৮। মন্মথ কয়াল, ৯। তারাপদ সর্দ্দার, ১০। মনোরমা, ১১। লক্ষ্মী, ১২। বাঁশরী।

২৪-পরগনা — ১। নীলকণ্ঠ সামন্ত, ২। সুধীর ঘোড়ুই, ৩। সুরেন মণ্ডল, ৪। অশ্বিনী দাস, ৫। গজেন ভুঁইয়া, ৬। দেবেন ধর, ৭। সরোজিনী দাস, ৮। অহল্যা দাস, ৯। উত্তমী দাস, ১০। বাতাসী সিং, ১১। সুরেন মিস্ত্রী, ১২। অময় মণ্ডল, ১৩। পূর্ণ মণ্ডল, ১৪। ভবেন নস্কর, ১৫। মতি ধারা, ১৬। দাসু মণ্ডল।

বীরভূম — ১। সুবল মাঝি, ২। কুন্দলী মাঝি, ৩। হাবলা লেট, ৪। পানিক লেট, ৫। দাসু মাঝি।

বাঁকুড়া — নারী-পুরুষ সমেত পাঁচজন সমেত পাঁচজন ১৫ই আগস্ট পুলিসের গুলিতে নিহত হইয়াছেন — নাম এখনো জানা যায় নাই।

বাঁচার মতো মজুরি, খাদ্য ও জমির একটানা রক্তাক্ত লড়াই-এর ভিতর দিয়া আজ পূর্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে নূতন মানুষ। শত দমননীতিতে আজ আর তাঁরা পিছু হটেন না — বরং প্রতিদিন তাঁহারা আরও প্রবল বেগে নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য আগাইয়া চলিয়াছেন ......।

মঞ্জিল, ২৮শে আগস্ট '৪৯ শিরোনাম ঃ

'সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধীনে নবজাগ্রত ক্ষেত মজুর সমিতি গঠন ঃ পশ্চিম বাংলায় ক্ষেত মজুরদের প্রথম ঐতিহাসিক সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ঃ বাঁচার মত মজুরি ও জমির দাবিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন'

বাংলাদেশে প্রায় ৭০ লক্ষ ক্ষেত মজুর আছেন। নানা জেলা হইতে তাঁহাদের প্রায় আড়াই শত প্রতিনিধি কলিকাতায় নিজেদের এক সম্মেলন করিলেন। এমন সম্মেলন আর হয় নাই। সারা ভারতবর্ষে ইহাই ক্ষেত মজুরদের প্রথম সম্মেলন।

এর পরের শিরোনাম ঃ

'কংগ্রেসী ফ্যাসিস্ট শিক্ষা নীতির বিরুদ্ধে ২৫শে আগস্ট পশ্চিমবাংলার স্কুল-কলেজে লক্ষাধিক ছাত্র-ছাত্রীর ধর্মঘট ', 'বাস্তুহারা মিছিল কর্তৃক এস ডি ও ঘেরাও', 'ময়মনসিংহের উত্তর অঞ্চলে — গভীর রাত্রে ঘুমন্ত মানুষের উপর বেপরোয়া গুলিবর্ষণ ঃ ৯ জন নিহত — গ্রাম ভস্মীভূত ঃ জনতার খাদ্যের আন্দোলনের বিরুদ্ধে নুরুল আমীন মন্ত্রিসভার দমননীতি', 'পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সভার বিবৃতি', 'রেল ও ডাক কর্মচারীদের কাছে সোস্যালিস্ট জয় প্রকাশ নাজেহাল হইয়া পলাতক ঃ দাবি ও আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে লড়াই', '১৫ই আগস্ট কংগ্রেসী বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিক্ষোভ ঃ কমনওয়েলথ গোলামীর বিরুদ্ধে শ্রমিক ও ছাত্র ধর্মঘট'।

মঞ্জিল, ৪ঠা সেপ্টেম্বর '৪৯ শিরোনাম ঃ

'লাল ঝাণ্ডার নেতৃত্বে অপরাজেয় পটারী শ্রমিক !', 'পটারী দিবসে ৫ হাজার শ্রমিকের জমায়েত', 'পশ্চিমবাংলায় মারোয়ারী-গুজরাটি-বাণিয়া-গোষ্ঠীর অবাধ শোষণের পথে পণ্ডিত নেহরুর ওকালতি ঃ লুটের নেশাই কমিউনিস্ট বিদ্বেষের উৎস', 'ইছাপুরে শতকরা ৯৬ জন শ্রমিকই ধর্মঘটের পক্ষে', 'বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী দাঙ্গায় শ্রমিকশ্রেণীকে জড়াইবার চেষ্টা ব্যর্থ কর ঃ কংগ্রেস-বিরোধীদের বিরুদ্ধে ধনিক শ্রেণীর নূতন অস্ত্র প্রয়োগ', 'দমদম কাগজ কলগুলিতে সাধারণ ধর্মঘট ঃ এশিয়াটিক পেপার বোর্ডে ছাঁটাই ও লক-আউটের প্রতিবাদ', বাঁকুড়ায় মজুর-কৃষকের উপর পুলিসের গুলি ঃ কমনওয়েলথ-গোলামীর বিরুদ্ধে ৭ হাজার জনতার বিক্ষোভ প্রদর্শন ঃ ১ জন নারী ও ১ জন পুরু

নিহত', 'হাওড়ায়-বিচারাধীন রাজবন্দীর উপর নৃশংস লাঠি চার্জ ঃ ৫ জন বন্দী গুরুতরভাবে আহত ঃ প্রতিবাদে দমদম জেলে একদিন অনশন ধর্মঘট', 'দাবি না মানিয়া টেক্সম্যাকো কারখানা চালু করা চলিবে না ঃ বেলঘরিয়ায় বীর শ্রমিকদের অনমনীয় প্রতিরোধ ধর্মঘট ঃ সুবোধ সরকারের ঘাতকদের চক্রান্ত বানচাল', 'সিলেটের গ্রামে নুরুল আমীন মন্ত্রিসভার ফৌজের গুলিবর্ষণ ঃ ৫ জন ক্ষেত মজুর ও কৃষক নিহত ঃ মেয়েদের উপর নৃশংস অত্যাচার', 'পূজা বোনাস না দিলে সাধারণ ধর্মঘট ঃ **'পুলিস জুলুমের বিরুদ্ধে হকারদের শোভাযাত্রা ঃ বড় ব্যবসায়ীদের স্বার্থের যূপকাষ্ঠে গরীবদের বলি করার প্রতিবাদ'**

কলিকাতায় প্রত্যেকদিন হকারস্‌দের বিরুদ্ধে এক হাজার হইতে দেড় হাজার 'কেস' হইতেছে। 'পেটি কেস' দু'চার টাকা 'ফাইন' করিয়া ছাড়িতেছে বটে, কিন্তু ইতিমধ্যেই হকারদের মালপত্রের অনেকটাই খোয়া যাইতেছে। .... আসন্ন পূজার বাজারে বড় বড় দোকনদারেরা নিজেদের বিক্রী বাড়াইবার জন্য বিশেষ করিয়া হকারদের উপর সরকারী আক্রমণ সংগঠিত করার জন্য টাকা খরচ করিতেছে।....কলিকাতায় মোট ৫০ হাজার হকার আছে। ৩টি হকার সমিতি একত্র করিয়া একটি অল বেঙ্গল হকারস ইউনিয়ন গঠিত হইয়াছে।

মঞ্জিল, ১১ই সেপ্টেম্বর '৪৯ শিরোনাম ঃ

'বিধান মন্ত্রিসভার পুলিসের গুলিতে পুনরয় ৭ জন নারী নিহত ঃ ক্ষেত মজুরদের বাঁচার মত মজুরি, পুরা কাজ ও খাদ্যের দাবির উপর নৃশংস আক্রমণ'

"হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুর থানার হাটাল গ্রামে নিরস্ত্র মেয়েদের উপর গুলি চালাইয়া গত ৯ই সেপ্টেম্বর ৭ জন ক্ষুধার্ত নারী, শিশু ও বালিকাকে নিহত করা হইয়াছে। প্রায় ১৮-জন গুরুতরভাবে আহত হইয়াছেন। হতাহত সকলেই নারী।"

এর পরের শিরোনাম ঃ

'পূর্ব পাকিস্তানে রণদা সাহার কারখানায় শ্রমিকের লড়াই ঃ ঈদ বোনাসের টাকা কাটিয়া লওয়ার বিরুদ্ধে, কারখানা বন্ধ রাখার বিরুদ্ধে শ্রমিকের সুস্পষ্ট ঘোষণা', 'বুড়ুল অঞ্চলে পুলিসের ফ্যাসিস্ট তাণ্ডব ঃ এক সপ্তাহে ৫৩ জন গ্রেপ্তার', 'অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরী — ধর্মঘট ব্যালটের সঙ্গে সঙ্গেই সোস্যালিস্ট, কংগ্রেস ও সুবিধাবাদী নেতাদের বেইমানী ঃ নিজেদের পায়ে দাঁড়াইয়া ধর্মঘট কমিটি ও সেকশন কমিটি গঠনের আহ্বান', 'আন্দোলনের পথে পূর্ববঙ্গ সেক্রেটারিয়েট লোয়ার ডিভিশন কেরাণীগণ ঃ ১৭৫ টাকা মূল বেতন দাবি ঃ লিয়াকত আলী মার্কা সোস্যালিজমে উজির-আমলাদের জন্য দুধ-ঘি, কেরাণীদের জন্য অনশনের বিভীষিকা', 'ধনিকশ্রেণী ও কংগ্রেসের বিশ্বস্ত ভৃত্য গোলওয়ালকর ঃ জনতার বিপ্লবী অভিযানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র গুণ্ডাবাহিনী গঠনে নেহরু-প্যাটেলের চক্রান্ত ঃ আ র এস. এস. নেতার কলিকাতায় আসর জমানোর ব্যর্থ প্রচেষ্টা', 'আগামী ১৫ই, ১৭ই, ১৮ই সেপ্টেম্বর মুসলিম ইন্‌ষ্টিটিউট হলে সারা ভারত রেল শ্রমিক সম্মেলন', 'কলিকাতায় কর্পোরেশন শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ বিক্ষোভ ঃ দেবেন সেন কর্তৃক প্রতারণা করিয়া আসর জমাইবার চেষ্টা', 'চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটি ধর্মঘটী ধাঙ্গড়দের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সংগ্রাম', 'পটারীতে লাল ঝাণ্ডা ও কংগ্রেস প্রভাবিত শ্রমিকদের ঐক্য গঠন ও প্রতিরোধ', 'ঢাকায় ৬৫ জন রাজবন্দীর তৃতীয়বার অনশন ঃ রংপুর-রাজশাহী জেলে দীর্ঘ অনশনে বন্দীদের অবস্থা আশঙ্কাজনক ঃ বিক্ষুব্ধ জনমতের নেতৃত্বে বিভিন্ন গণ-সংগঠনের ডাক', 'আলীপুর জেলে রাজবন্দীরা আবার অনশনের মুখে', 'মালদহে ভাদই ফসলে তে-ভাগা কায়েম ঃ পুলিসের বিরুদ্ধে মেয়েদের প্রতিরোধ' —

মালদহের গ্রামে গ্রামে ভাদই ফসলের তে-ভাগা শুরু হইয়াছে. জোত গোপাল গ্রামে আধিয়াররা

তে-ভাগা আদায় করিয়াছেন। কোন কোন জোতদার কৃষকদের সংঘশক্তি দেখিয়া তে-ভাগা মানিয়া লইয়াছে, কিন্তু অনেক জোতদারই তে-ভাগা মানিয়া লয় নাই ঃ তাহারা কৃষকদের আইনের ভয় দেখাইয়া শাসাইতেছে, পুলিসপল্টন আনাইবার জন্য তোড়জোর করিতেছে। কিন্তু কৃষকেরা তাহাতে একটুও দমেন নাই ঃ সমিতির নির্দেশ অনুযায়ী তাঁহারা সমস্ত ফসলই ঘরে তুলিয়া আনিয়াছেন.....।

মঞ্জিল, বিশেষ রেল সংখ্যা, ১৪ই সেপ্টেম্বর '৪৯ শিরোনাম ঃ

রেল তদন্ত কমিটির রিপোর্ট - রেল শ্রমিকের উপর ধনিক কংগ্রেস সরকারের আক্রমণ ঃ শ্রমিক-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে সরকারী কুৎসায় গুরুস্বামীর স্বাক্ষর ঃ

অর্দ্ধলক্ষ শ্রমিক ছাঁটাইয়ের সুপারিশ!' —

রেল তদন্ত কমিটির রিপোর্টের অধিকাংশ সুপারিশই কংগ্রেস সবকার গ্রহণ করিয়াছেন। সোস্যালিষ্ট নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ, অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে মেনস ফেডারেশন এবং সামরিক ফৌজের সাহায্যে ৯ই মার্চের সাধারণ ধর্মঘট ভাঙ্গিয়া দেবার পরই কংগ্রেস সরকার তাহাদের এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করিয়াছেন। কংগ্রেস সরকার একথা জানিতেন যে, যদি তাহাদের এই সিদ্ধান্তের কথা আগে ঘোষণা করা হইত তবে রেল শ্রমিক-কর্মচারীরা ধর্মঘট করিয়াই তাহাদের এই ঘোষণার জবাব দিতেন।

রেল তদন্ত কমিটিতে ছিলেন পন্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু (বর্তমান কংগ্রেস সরকারের ইনি একজন কড়া সমর্থক), সভাপতি মহম্মদ ইয়াসিন খাঁ (ইনি একজন কোটিপতি), মিঃ জর্জ কাফ (বি বি সি আই রেলের জেনারেল ম্যানেজার), জে.এ. নন্দা (নিজাম স্টেট রেলের জেনারেল ম্যানেজার), মিঃ কে রামা আয়ার (রেলওয়ে ফিনান্স কমিশনার), মিঃ এম. এন. চক্রবর্তী (নর্থ ওয়েস্টার্ন রেলওয়ের ট্রান্স পোর্টেশন অফিসার) এবং এস. গুরুস্বামী (অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে মেন্‌স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক)। .... ধনিক সরকার ও রেলওয়ে বোর্ড যে দায়িত্ব মিঃ এস. গুরুস্বামীর উপর দিয়াছিলেন তিনি তাহা পুরাপুরিভাবে পালন করিতে কোথাও কার্পণ করেন নাই; তাহাদের বিশ্বাস তিনি অটুট রাখিয়াছেন — রেল শ্রমিক-কর্মচারীদের আন্দোলনের মধ্যে তিনি তাঁহাদের পঞ্চম বাহিনী হিসাবেই কাজ করিয়াছেন।

রেল কর্মীদের তদন্ত কমিটি এই রিপোর্ট অগ্রাহ্য করিতে হইবে। পরিবারবর্গ লইয়া ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথে আগাইয়া যাইতে তাঁহাদের অস্বীকার করিতে হইবে। কংগ্রেস সরকার ধনিক শ্রেণীরই বন্ধু এবং শ্রমিকদের শত্রু। সুতরাং লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে রেল শ্রমিক-কর্মচারী এবং অন্যান্য শ্রমিকদের দাবি মানিয়া লইবার জন্য এই সরকারকে বাধ্য করিতে হইবে।

মঞ্জিল, ১৮ই সেপ্টেম্বব '৪৯ শিরোনাম ঃ

'ইন্ডিয়া বেল্টিঙে পিটাইয়া পিটাইয়া দুইজন শ্রমিক হত্যা ঃ সূতাকল শ্রমিক সম্মেলনের উপর সরকাবী হামলা ঃ প্রতিবাদে শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক বিক্ষোভ ও ধর্মঘট', 'বিধান রায় সরকারের কারাগারে শ্রমিক কৃষক নেতাবা 'দিনের পর দিন টি-বি রোগীর সংখ্যা বাড়িতেছে', 'কংগ্রেসী' দমনরাজের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান ইত্যাদি। ১৫ই আগস্ট ঝুটা আজাদীর প্রতিবাদে হাট ধর্মঘট ও কালো পতাকা উত্তোলন ঃ আতঙ্কিত লিগ সবকারের ২ শত সশস্ত্র পুলিস কর্তৃক ঘরে ঘরে হামলা',

'লাল ঝান্ডার বিপ্লবী নেতৃত্বে নওজওয়ান লিগ ঃ বেকার ভাতা, শিক্ষা ও সভ্য জীবনের জন্য ধনিক কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে লড়িবার পণ'—

বড় বড় কলকারখানার শোষিত শ্রমিক বাহিনী ছাড়াও কলিকাতার চারিদিকে ছড়ানো ছোট ছোট কারখানার, বিড়ি কারখানার ও চায়ের দোকানের, দপ্তরী, লেফাপা প্রভৃতি অজস্র কাজকারবারে যে অসংখ্য নওজওয়ান মজুর ধনবাদী নির্ম্মম শোষনের চাকায় চাপা পড়িয়া আছে আজ লাল ঝান্ডার নিচে তাহাদের এক করার জন্য একটি নূতন শক্তি জন্ম নিয়াছে। এর নাম মজদুর নও-জোয়ান লিগ।

.. .. মহম্মদ আলী পার্কে এই বিক্ষোভ সংগঠন তার প্রথম প্রকাশ্য সভা করে।

লাল ঝান্ডা হাতে ছোট ছোট মিছিল করিয়া ৫০ জন নওজওয়ান সভায় আসেন। তাদের প্রত্যেকের বয়স ১২ হইতে ২৫ এব মধ্যে। এদের ঠিকানা পাটোয়ার বাগান, উল্টাডাঙ্গা, কাঁকুরগাছি, চেতলা, মানিকতলা, জ্যাকেরিয়ার নোংরা বস্তিগুলি। এছাড়া সভাস্থলের আশেপাশের প্রায় ১০০ গরিব বাসিন্দা সভা শুনিতে আসেন .. .. ।

. ... আওয়াজ উঠিল, "রুটি, শিক্ষা ও আশ্রয় চাই", "লাঠি, গুলির সরকার-- বড়লোকের সরকাব ধ্বংস হোক"।

৫০টি অশিক্ষিত অত্যাচারিত মেহনতি নওজওয়ানের এই আওয়াজ। .... ৫০ জন নও-জওয়ানের এই আওয়াজ তার প্রচন্ড প্রাণশক্তি নিয়া বস্তীর এই হাজার হাজাব নওজওয়ানকে নাড়া দেবে। অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে তাহারাও খাড়া হইয়া সংগ্রামরত শক্তির পাশে সামিল হইবে।

এই সংখ্যার আরও কয়েকটি বিশেষ বিশেষ শিরোনাম এবং প্রবন্ধ ঃ

'গান রুদ্ধ, অভিনয় বন্ধ, শিল্পীরা গ্রেপ্তার ঃ গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি আন্দোলনের উপর বিধান সরকারেরর ফ্যাসিস্ট আক্রমণ'—

এবার প্রগতিশীল সংস্কৃতি জগতের উপর বিধান এবং নেহরু সরকারের এক অভূতপূর্ব তান্ডব নৃত্য শুরু হইযাছে। ১৮৭৬ সালে যে আইন পাস করিয়া দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পন' বে-আইনী করা হইয়াছিল সেই আইন উদ্ধৃত করিয়া বিধান সরকার বড় বড় আমলাদের কাছে গণনাট্য সঙ্ঘের অভিনয় বন্ধ করার নির্দেশ পাঠাইয়াছে।

.... ১১ই সেপ্টেম্বর মুসলিম ইনষ্টিটিউটে গণনাট্য সঙ্ঘের 'মৃত্যু নাই' নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। . ... পুলিস কমিশনারের পেয়াদা আসিয়া 'মৃত্যু নাই' নাটক অভিনয়ের ঠিক মুহূর্তে নোটিস জারি করিল। এ নোটিস অমান্য করিলে ইনষ্টিটিউটের সম্পাদক এবং অভিনেতাদের কমপক্ষে ৩ মাসের জেল।

ইহার কিছুদির পূর্বে ৫ই সেপ্টেম্বর বিধান সরকারের পুলিস আর্টিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের অর্গানাইজিং সেক্রেটারি সুধী প্রধানকে গ্রেপ্তার করিয়াছে .... ।

শুধু গণনাট্য সঙ্ঘ, রেকর্ড বাদক ও গায়কদের উপরই আক্রমণ আসে নাই, আক্রমণ আসিয়াছে সিনেমা জগতের সাধারণ কর্মীদের উপরও। ... . ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর৭৫ জন সিনো টেকনিসিয়ানকে ছাঁটাই করিয়াছে, নিউ থিয়েটার্সে আরো ৪ জনের উপর ছাঁটাইয়ের নোটিশ আসিয়াছে।

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সংস্কৃতির উপর একই রকম আক্রমণ আসিয়াছে। গোয়ালিয়রে একটি চায়ের দোকানে গণনাট্য সঙ্ঘের গান গাহিবার 'অপরাধে' একজন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। .... বিখ্যাত শিল্পী বলরাজ সাহানী, অমর সাথে, দিবা সঙ্ঘভি গ্রেপ্তার হইয়াছেন। বিহারে

গণনাট্য সঙ্ঘের নতুন গানের বই (বাংলা) এবং জনসঙ্গীত (হিন্দী) বাজেয়াপ্ত হইয়াছে।................. আসামে গণনাট্যের সভাপতি অধ্যাপক নলিনী মিশ্রকে ও শিলং শাখার সম্পাদক বিজন রায়কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

সংস্কৃতির উপর এই আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাইতে এক "আমেরিকান কমিশন" আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইহারা বড় বড় স্টুডিও বসাইয়া ভারতীয় স্টুডিওগুলি কিনিয়া .... মার্কিন সংস্কৃতি বিস্তারের কাজ করিবে। .... ভারত সরাকরেব এক কমিশন সিনেমা জগতের তদন্তের নামে মার্কিন প্রভুদের সাংস্কৃতিক আধিপত্যের সুরাহা করিতেছেন।

পরবর্তী শিরোনাম ঃ

'কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধ করিতে হইবে ঃ ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটির সভায় ধনিক রাজের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বান' —

.... ১৪ই সেপ্টেম্বর মহাবোধী সোসাইটি হলে ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটির সভায় কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধ করার দাবি করা হইয়াছে। প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, পৃথিবীব প্রত্যেক দেশে ফ্যাসিজম প্রতিষ্টার চেষ্টা শুরু হয় সর্বপ্রথম কমিউনিস্ট পার্টির উপর আঘাত হানিয়া। কমিউনিস্ট পার্টির উপর আক্রমণ শুরু হওয়ার পব শ্রমিক, খেতমজুর, গরিব কৃষক, ছাত্র এবং মধ্যবিত্ত প্রত্যেকটি জনতার অংশের উপর আক্রমণ আজ গুলি, লাঠি, টিয়ার গ্যাসের মধ্যে ব্যাপকতম আকাব ধাবণ করিয়াছে। কোথাও আজ ব্যক্তি স্বাধীনতা নিরাপদ নহে। কাজেই কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধকরণের দাবি ব্যক্তি স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোভাগে ধ্বনিত হইতে বাধ্য।

.... সাধন গুপ্ত বার-অ্যাট-ল বলেন, কংগ্রেস তার সব চাইতে বড় বিরোধী দলকে বে-আইনী রাখিয়া সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার পদদলিত করিয়া, শতকরা ৮৭ জনকে ভোটের অধিকার না দিয়া নির্বাচনের ধাপ্পাবাজি দিয়াছে।

ক্ষিতিশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কংগ্রেসী শাসনতন্ত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতা বিলুপ্তির উল্লেখ করিয়া একটি প্রস্তাব আনেন।

.... ইউসুক জামাল বার-অ্যাট-ল বলেন, জয়প্রকাশও ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা আওড়ান, তিনি ক্যালকাটা ক্লাবে ভোজসভায় শোধকশ্রেণীর অনেক মাতব্বরদের লইয়া এক ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটি বানাইয়াছেন। শোষিত জনতারই আজ ব্যক্তি স্বাধীনতাব প্রয়োজন, তাহাদের বিরুদ্ধে দালালি করিয়া শোষকদের সঙ্গে মিলিয়া ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা বলা ভাঁওতা মাত্র।

.... গণনাট্য সঙ্ঘের উপর সরকারী আক্রমণ, সংবাদ পত্রের উপর হামলা, বন্দীদের প্রদেশান্তরে পাঠাইবার চক্রান্তের প্রতিবাদ করিয়া সভায় প্রস্তাব পাস হয়। '৪২ সাল' কথাচিত্রের উপর নিষেধাজ্ঞাব প্রতিবাদ করা হয়। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবি করা হয়।

এই সংখ্যার শেষ শিরোনাম ঃ

'রায় মন্ত্রিসভার সন্ত্রাসরাজের দুই মাসের খতিয়ান ঃ ১৩ জন নারী ও শিশুসহ ২৯ জন নিহত'

[রায় মন্ত্রিসভার শাসনে ১০ই জুলাই হইতে ১৩ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দুই মাসে পশ্চিমবাংলার শহরে ও গ্রামে যে বর্বরতার অভিযান চলিয়াছে তাহার একটি অসম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া হইল]।

১০ই জুলাই — গড়বেতা (মেদিনীপুর) খেতমজুর ও কৃষকদের উপর গুলি, ৫ জন নিহত।

১৯শে জুলাই — পুলিস হেফাজতে আহত কমিউনিস্ট নেতা হরেন দাসের মৃত্যু।

২৬শে জুলাই — হুগলী জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের অনশন ধর্মঘট। অন্ধকূপ হত্যার ব্যবস্থা। ছাত্র-মজুর শোভাযাত্রীদের উপর পুলিসের গুলি ও কংগ্রেসী গুণ্ডাদের বোমা।

১২ই সেপ্টেম্বর — মাহেশ (শ্রীরামপুর) মজুর ও মহিলা শোভাযাত্রীদের উপর লাঠি চার্জ।

১৩ই সেপ্টেম্বর — হরিশ মুখার্জি রোডে ছাত্র ও নাগরিকদের উপর লাঠি ও কাঁদুনে গ্যাস। ৪২ জন গ্রেপ্তার।

মঞ্জিল, ২৫শে সেপ্টেম্বর '৪৯ শিরোনাম ঃ

'প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দীদের আবার অনশন' —

প্রেসিডেন্সি জেলে রাজবন্দীদের আবার অনশন ধর্মঘট শুরু কবিতে হইয়াছে। মোট ১২২ জন বন্দী অনশন ধর্মঘটে যোগ দিয়াছেন।

'দমদম জেলে গুলি চালনার কংগ্রেসী তদন্তের নমুনা' —

দমদম জেলে গত ৯ই জুন রাজবন্দীদের উপর যে গুলি চালনা হইয়াছিল বিধান মন্ত্রিসভা সম্প্রতি তাহার সরকারী তদন্তের ব্যবস্থা করিয়াছে। এই গুলি চালনার ফলে সেদিন দমদম জেলে তিনজন বন্দী নিহত হইয়াছিলেন।

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার এই সরকারী তদন্তের কাজ দুই ঘন্টার মধ্যেই শেষ করিয়া দিয়াছেন।

আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য শিরোনাম ঃ

'গোয়েবেল্‌স্‌-এর বংশধররা এখানেও?' —

দক্ষিণেশ্বর জনসঙ্ঘ পাঠাগারের উপর কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভাপন্থী গুন্ডাদের এক জঘন্য আক্রমণের খবর .... ।

কংগ্রেসী ও হিন্দু মহাসভার গুন্ডারা লাইব্রেরীর তালা ভাঙিয়া লাইব্রেরী হইতে প্রায় ৫০ খানি প্রগতিশীল পুস্তক ও পত্রিকা লইয়া গিয়া তাহা একান্ত গোপনে পুড়াইয়া ফেলিয়াছে। যে সমস্ত পুস্তক গোয়েবেল্‌স্‌-এর এতদ্দেশীয় বংশধররা পুড়াইয়া ফেলিয়াছে তাহাদের মধ্যে আছে —

(১) ববীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠি

(২) মাই এক্‌সপেরিয়েন্সস্‌ ইন সোভিয়েত রাশিয়া -- ডাঃ মেঘনাথ সাহা

(৩) সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস ইত্যাদি .... ।

শেষ শিরোনাম ঃ

মঞ্জিল' বিক্রেতাদের উপর পুলিসের হামলা

.... হাওড়া শিবপুরে কয়েকজন ছাত্রকর্মী রাস্তায় দাঁড়াইয়া 'মঞ্জিল' বিক্রয় করিতেছিলেন। হঠাৎ বিরাট দুই গাড়ি পুলিস আসিয়া সমস্ত জায়গাটা ঘিরিয়া ধরিয়া 'মঞ্জিল' বিক্রেতাদের ধমক দিতে শুরু করে। একজন পুলিস ইন্সপেক্টার বিক্রেতাদের ধমক দেয় 'মঞ্জিল' বে-আইনী কাগজ, 'মঞ্জিল' বিক্রয় করা চলিবে না।" ....

মঞ্জিল, ২রা অক্টোবর '৪৯ শিরোনাম ঃ

'সুতাকলগুলিতে বিক্ষোভের ঝড় তুলিয়া বোনাস আদায় ঃ মালিকদের টাকা বাঁচাইবার জন্য বিধান-মন্ত্রিসভার সশস্ত্র পুলিস সমাবেশ ব্যর্থ', 'লাল ঝান্ডার অপরাজেয় নেতৃত্বে বেঙ্গল বেলটিং-এ ধর্মঘট করিয়া ১ শত শ্রমিকের ছাঁটাই নোটিস বাতিল ঃ 'জাতীয়' টি-ইউ'র বেইমানিতে শ্রীরামপুর বেল্টিং 'লক-আউট', 'লক-আউটের' বিরুদ্ধে আবার এলেনবেরীর বীর শ্রমিক ঃ লাল ঝান্ডার নেতৃত্বে সভা ও মিছিলে অপরাজেয় সংগ্রাম ঘোষণা', '২৫ শে সেপ্টেম্বর বাঁচার দাবিতে ৫ হাজার কর্পোরেশন শ্রমিকের ধর্মঘট ঃ ধর্মঘট ভাঙ্গার জন্য বিধান সরকারেব পুলিসের লরীতে 'জাতীয়'

টি-ইউ'র নেতৃবৃন্দ ঃ লাল ঝান্ডার নেতৃত্বে ব্যাপক ধর্মঘটের ভিত্তি তৈয়ার', 'যশোহরে খেতমজুরদের ধর্মঘট ঃ আড়াই টাকা হারে মজুরি আদায়', 'চটকলে বিক্ষোভের জোয়ার ঃ সাধারণ ধর্মঘটের প্রস্তুতি',

'মাদ্রাজে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে বে-আইনি ঘোষণা কংগ্রেস সরকারের ফ্যাসিস্ট প্রকৃতির নগ্ন প্রকাশ ঃ বি-পি-টি-ইউ-সি'র বিবৃতির প্রতিরোধের আহ্বান'

"সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত মাদ্রাজ প্রদেশের প্রধান ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে বে-আইনী ঘোষণার ভিতর দিয়া কংগ্রেস সরকারের মুখোস ছিঁড়িয়া গিয়াছে — কংগ্রেস সরকারের আসল ফ্যাসিস্ত চরিত্র একেবারে নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই বে-আইনী ঘোষিত ট্রেড ইউনিয়নগুলিই রেল, সূতাকল, বন্দর, সিমেন্ট শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের অধিকাংশ শ্রমিকের প্রতিনিধি।"

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের এক বিবৃতিতে এইভাবে সরকারী আক্রমণের স্বরূপ খুলিয়া ধরা হইয়াছে এবং অবিলম্বে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবি জানাইয়া ফ্যাসিস্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করিবার জন্য শ্রমিকশ্রেণীকে ডাক দিয়াছেন।.. ....

এই সংখ্যার আর একটি বিশেষ শিরোনাম ঃ

'আইনসঙ্গত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে সরকারী হামলা ঃ তীব্র প্রতিবাদ আন্দোলনের জন্য বি-পি-টি-ইউ-সি'র আহ্বান'—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের পক্ষ হইতে .... বলা হইয়াছে যে, গত তিন সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে পশ্চিমবাংলা সরকার একে একে সারা ভারত ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক টি-ইউ-সি'র কমপক্ষে চারজন কার্যকরী সমিতির সদস্যকে বিনা বিচারে গ্রেপ্তার করিয়াছে। যাঁহাদের গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে আছেন বি- পি- টি- ইউ সি'র সাধারণ সম্পাদক ও এ-আই-টি- ইউ- সি'র সহ-সম্পাদক কমরেড অমিয় সিংহ; বি-পি-টি-ইউ সি'র কার্যকরী সমিতির সভ্য কমরেড জহির; এ-আই-টি-ইড-সি'র কার্যকরী সমিতির সদস্য ও বি-পি-টি-ইড-সি'র কার্যকরী সম্পাদক কমরেড কুঞ্জবিহারী পাঠক এবং বি-পি-টি-ইড-সি'র সহকারী সম্পাদক কমরেড নির্মল ভট্টাচার্য। .... বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এই গ্রেপ্তারের তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া অবিলম্বে ও বিনা শর্তে শ্রমিক আন্দোলনের এই নেতাদের মুক্তি দাবি করিয়াছেন এবং সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন, প্রত্যেকটি কারখানা ও অফিসের শ্রমিক-কর্মচারী, প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক জনসংগঠনকে আহ্বান জানাইয়াছেন; সভা সমিতি মারফত রায়-মন্ত্রিসভার এই ফ্যাসিস্ত আক্রমণের প্রতিবাদ ঘোষণা করিয়া শ্রমিক নেতাদের মুক্ত করিতে সরকারকে বাধ্য করুন।

'মঞ্জিল' এর যে কয়টি সংখ্যা সংগ্রহ করতে পেরেছি তা থেকে, গণ-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত প্রধান প্রধান শিরোনাম এবং বক্তব্যের মাধ্যমে, বে-আইনী অবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং কার্যকলাপের চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এর সমস্ত লেখা বিশেষ করে সম্পাদকীয় ইত্যাদি পার্টির গোপন কেন্দ্র থেকেই পরিচালনা করা হতো।

কিছুদিন চলার পর ডাঃ বিধান রায় পরিচালিত কংগ্রেস সরকারের ফ্যাসিস্ত চরিত্রের খড়্গহস্ত প্রয়োগ 'মঞ্জিল' সাপ্তাহিক বন্ধ হয়ে গেল।

পার্টির গোপন কেন্দ্র থেকে প্রস্তুতি শুরু হলো অন্য নাম দিয়ে পুনরায় প্রকাশ্যে কাগজ বের করার।

পার্টির গোপন কেন্দ্রের পরিচালনায় 'শিবির' নাম দিয়ে প্রকাশ্যে আর একটি কাগজ প্রকাশিত হলো। সম্পাদক— রাখাল দাস চক্রবর্তী। ১৩/২ বি, বেনিয়াটোলা লেনে অবস্থিত শিবির প্রেস থেকেই ছাপা হতো।

প্রথম প্রথম এটি ম্যাগাজিন সাইজে অর্থাৎ ডবল ক্রাউন ১/৮ সাইজে প্রকাশিত হয়। বেশির ভাগ লেখা প্রবন্ধ ছদ্মনাম দিয়ে বের হতো। তারই ১টি সংখ্যার শিরোনাম এবং প্রবন্ধ সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

শিবির

শিবির, ১২ই অক্টোবর ১৯৪৯, ২৫শে আশ্বিন ১৩৫৬ঃ

শ্রীকান্তি সেন-এর লেখা 'যুদ্ধ লিপ্সুদের বিরুদ্ধে শান্তির জন্য সংগ্রাম', রমেশ ঘোষ-এর লেখা -- 'রংপুর জেলায় মেহনতী জনগণ', বীরেশ মুখার্জির লেখা — 'চটকলের শ্রমিক', শৈলেন রায়--এব লেখা -- 'পূর্ববঙ্গের রাজবন্দীদের অনশন', জীবন দত্তগুপ্ত'র লেখা – 'লোহা কারখানা', হরেন রায়-এর লেখা -- 'সর্যেব মধ্যেই ভূত!', জেঃ মিবভ-এর লেখা -- 'জাতি সঙ্ঘে সোভিয়েতের শান্তি নীতি', সৌরেন সেন-এর লেখা -- 'রায় মন্ত্রিসভা ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত', শ্রী শঙ্কর লিখিত **'কাকদ্বীপ-এর সুন্দরবন অঞ্চল ২৪ পরগণার খাদ্য ভান্ডার'**।

কনট্রোলের নামে বিধান মন্ত্রিসভার সরকারী কর্মচারীরা চাষীদের সস্তা দরে ধান বিক্রি করিতে বাধ্য করিয়াছে -- আজ সেই ধান তাহারা চোরা বাজারে চালান দিতেছে ....।

কিন্তু জোতদাব, চোরাকারবারির গোলায় খাদ্য থাকিতে কৃষকেরা অনাহারে মরিতে আর রাজি নন। .... গরিব কৃষকদের খাদ্যের দাবিকে দাবাইয়া দিবার জন্য গ্রামে গ্রামে বিধান মন্ত্রিসভাব সশস্ত্র পুলিশের অভিযান চলিয়াছে।

গত অক্টোবর মাস হইতে এ পর্যন্ত চারজন মহিলাসহ ১৮ জন খেতমজুর ও কৃষক খাদ্য ও জমির আন্দোলনে পুলিসেব গুলিতে নিহত হইয়াছেন। নাবীর গর্ভের সন্তান পর্যন্ত বন্দুকের খোচা হইতে রেহাই পায় নাই।

'গ্রামে গ্রামে পুলিসের তান্ডব'

.... ১০/১৫ দিন অন্তর পুলিসের বড় বড় কর্তারা লঞ্চ ভর্তি পুলিস লইয়া গ্রামে গ্রামে যাইয়া কৃষকের ঘরে ঘরে হামলা করিতেছে থালা, ঘটিবাটি, গরু বাছুর লুটিয়া লইতেছে বাড়িতে পুরুষ মানুষ না থাকিলে মেয়েদের ভয় দেখাইয়া হাঁস, ছাগল, টাকা-পয়সা জোর জবরদস্তি করিয়া আদায় করিতেছে।

.... কৃষক কর্মীকে বাড়িতে না পাইয়া তাঁহার বৃদ্ধ পিতা ও বৃদ্ধ মাতাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়া দুয়ারে কাঁটা-পালা দিয়া ঘর বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

'হিটলারী অত্যাচার'

বুধা খালিতে বহু চাষীর গরু-বাছুর, থালা-ঘটি লুঠ করিয়া নিয়া পুলিসেরা কাঁটা-পালা দিয়া ঘরের দুয়ার বন্ধ করিয়া দিয়াছে। .... একজন বৃদ্ধ কৃষক তাঁহার পুত্রেব সন্ধান দিতে না পারায় তাঁহাকে এমন নির্মমভাবে প্রহার করা হইয়াছে যে, তিনি আজও শয্যাশায়ী। ১২ বৎসরের একটি বালককে লাঠির ঘায়ে পুলিসেরা মাথা ফাটাইয়া দিয়াছে। ১৪ বৎসরের তিন জন বালককে তাহারা ক্যাম্পে ধরিয়া নিয়া গিয়া তাহাদের বুকে বাঁশ দিয়া দলিয়াছে। ৬০ বৎসরের এক বৃদ্ধকে

ক্যাম্পে নিয়া গিয়া তাঁহার বুকের উপর বুট জুতা পরিয়া ইহারা নাচিয়াছে। কয়েকজন খেতমজুর যুবককে ধরিয়া নিয়া গিয়া তাঁহাদের সর্বাঙ্গ সিগারেটের আগুন দিয়া পুড়াইয়া ইহারা মজা দেখিয়াছে। স্বীকৃতি আদায়ের জন্য পাথর ও লোহা দিয়া তাহাদের অন্ডকোষে বর্বরের মতো আঘাত করিয়াছে

'খাদ্য ও জমির লড়াই চলিয়াছে'

কাকদ্বীপের কৃষক মাসের পর মাস বিধান মন্ত্রিসভার এই ফ্যাসিস্ত অত্যাচার সহ্য করিতেছেন। কিন্তু কোথাও তাঁহারা তাঁহাদের খাদ্য ও জমির লড়াই বন্ধ করেন নাই। .... লয়ালগঞ্জে পুলিস ক্যাম্প থাকা সত্ত্বেও জোতদার দ্বারিক সামন্তের গোলা হইতে ৩০০ মণ ধান আদায় করিয়া তাঁহারা অনায়াসে উপবাসে জর্জরিত গরিব কৃষকদের মধ্যে বিলি করিয়া দিয়াছেন।

'রাধানগরে পুলিশের গুলি ঃ একজন নিহত '

.... ৪ঠা সেপ্টেম্বর '৪৯ চারখানি গ্রামের ৫০০ চাষী মিছিল করিয়া রাধানগরে আসিয়া হাজির হন এবং গ্রামবাসীদের চাষাবাদে সাহায্য করিতে থাকেন। পুলিস সদল চাষীদের এইরূপ দেখিয়া ভিত হইয়া উঠে এবং তাহারা গ্রামে শান্তি স্থাপনের জন্য মিটিং ডাকে। নিরীহ চাষীরা পুলিসের কথায় ভুলিয়া মিটিংয়ে উপস্থিত হইলে বিধান মন্ত্রিসভার এই পুলিসেরা তাঁহাদের উপর বে-পরোয়া গুলি চালাইতে শুরু করে। গুলিতে একজন কৃষক নিহত হন এবং কয়েকজন আহত হন। নিজেদের গুলি চালনাকে নির্দোষ প্রমাণ করিবার জন্য পুলিসের একজন দালাল চাষীর ঘরে আগুন লাগাইয়া এবং একজন পুলিসের পা নিজেরাই ক্ষত করিয়া চাষীদের লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি মোকর্দ্দমায় জড়াইয়াছে এবং ৮৫ জন মেয়ে-পুরুষকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছে।

কিন্তু এই ফ্যাসিস্ত জুলুমের মধ্যেও কাকদ্বীপের কৃষকেরা জমি ও খাদ্যের লড়াই চালাইয়া যাইতেছেন। রাধানগরে যেদিন গুলি চলিল তাহার চারদিন পরেই লায়ালগঞ্জের কৃষকেরা জোতদার আদিত্য সামন্তের ৫০০০ বিঘা জমি দখল করিয়া চাষ শুরু করিয়া দিয়াছেন।

কাকদ্বীপের কৃষকদের এই আন্দোলন শুধু তাঁহাদের নিজেদের এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নাই — জেলার বিভিন্ন থানায়, সন্দেশখালি, রাক্ষসখালি প্রভৃতি এলাকায়ও আজ এই আন্দোলন ছড়াইয়া পড়িতেছে।

এরপরের সংখ্যা 'শিবির'এর আকার পরিবর্তন হয়ে ডবল ক্রাউন ১/৪ সাইজে প্রকাশিত হয়। সাপ্তাহিক সংবাদপত্র হিসাবে বিভিন্ন গণ-আন্দোলনের সংবাদ ও আন্তর্জাতিক সংবাদ-সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়।

'শিবির' ২১ শে অক্টোবর '৪৯, ৫ই কার্তিক ১৩৫৬ সংখ্যার শিরোনাম ঃ

'মার্কিন পদলেহী নেহরু কর্তৃক ভারতের সম্পদ স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিক্রয় ঃ নিরপেক্ষ ও অহিংসার মুখোস ফেলিয়া চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা ঃ শান্তি ও গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে নতুন চিয়াং-এর ভূমিকায় পন্ডিত নেহরু',

'চীনের গণরাষ্ট্রকে অভিনন্দনের জন্য কলিকাতায় মিছিল ঃ চীনের মুক্তি ভারতের শ্রমিক-কৃষক জনসাধারণের মুক্তিকে নিকটতর করিয়াছে' —

চীনের নয়া গণরাষ্ট্রকে অভিনন্দন জানাইবার জন্য বি- পি -টি- ইউ- সি'র আহ্বানে ১৫ই অক্টোবর শনিবার কলিকাতা ময়দান হইতে চার সহস্রাধিক নরনারীর এক বিরাট মিছিল বাহির হয়।

'প্রেসিডেন্সি ও অলিপুর কারাগারে রাজবন্দীদের অনশন'

প্রেসিডেন্সি জেলে এবং আলিপুর জেলে আবার রাজবন্দীরা অনশন ধর্মঘট করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বিধান মন্ত্রিসভা রাজবন্দীদের যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, সুবিধা বুঝিয়া তাঁহারা তাহা ভঙ্গ করিতেছেন . .... বিচারাধীন বন্দীদের উপর জেল কর্তৃপক্ষ অমানুষিক অত্যাচার চালাইতেছে — কথায় কথায় বন্দীদের সেলে আটক করিয়া রাখা হইতেছে ; অসুস্থ বন্দীদের কোনরূপ চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হইতেছে না ; অসুস্থ বন্দীদের যদি অন্য কোন বন্দীবা ফল ইত্যাদি দেন তবে তাহাদের শাস্তি দেওয়া হইতেছে।

'হুগলী জেলে রাজবন্দীদের উপর আক্রমণ'

৫ই অক্টোবর হুগলি জেলে রাজবন্দীদের উপর জেল কর্তৃপক্ষ জেল সিপাহী ও দাগী কয়েদিদের লইয়া আক্রমণ চালায়। বাজবন্দীরা যে কয়টি ওয়ার্ডে ছিলেন সেই কয়টি ওয়ার্ডের দরজায় জেলের কর্তারা প্রথমে আগুন লাগাইয়া দেয়। তারপর মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বন্দীদের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ঢুকিয়া বন্দীদের উপর মারপিট করে। ফলে ১৮ জন রাজবন্দী ভীষণভাবে আহত হন।

শিবির, ২৮ শে অক্টোবর '৪৯, ১১ই কার্তিক ১৩৫৬ শিরোনাম ঃ

'কলিকাতা কর্পোরেশনের বাইশ হাজার শ্রমিক কর্মচারীর ধর্মঘট ঃ ধর্মঘটের বিরুদ্ধে কলিকাতার সশস্ত্র পুলিস এবং জাতীয় রক্ষীদল নিয়োগ ঃ জাতীয় টি-ইউ নেতাদের উপর্য্যুপরী বেইমানী ঃ কর্পোরেশনে জাতীয় টি-ইউ নেতাদের চক্রান্ত বানচাল করিয়া লাল ঝাণ্ডার নেতৃত্বে ক্রমবর্ধমান শ্রমিক ঐক্য', 'দুই বাংলার মধ্যে অর্থনৈতিক যুদ্ধ বন্ধ করিবার জন্য পূর্ববঙ্গের মেহনতী জনতার দৃঢ় সংকল্প', 'মার্কিন ফ্যাসিস্ট কারাগারে ১১ জন শ্রেষ্ঠ কমিউনিস্ট নেতা', 'খুলনা জেলে বন্দী হত্যা ঃ বিষ্ণু চ্যাটার্জি ও অপর রাজনৈতিক বন্দীদের উপর বীভৎস অত্যাচার' ও 'বর্ধমান, কালনা, বহরমপুর জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের অনশন ধর্মঘট', 'চিনি নুনের দাম বাড়ার প্রতিবাদে খড়গপুর রেল শ্রমিকদের ধমঘট', 'ঘেরাওর ফলে ছাঁটাই বাতিল ঃ কলিকাতা ট্রামে বিক্ষোভ',

'শরৎবাবুর সমাজতন্ত্রী সম্মেলনের আসল রূপ'

'সম্মিলিত সমাজতন্ত্র সম্মেলন' নাম দিয়া শ্রী শরৎচন্দ্র বসু কলিকাতায় যে সম্মেলন ডাকিয়াছেন সে সম্পর্কে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অস্থায়ী সম্পাদক কমরেড রহিম বলিয়াছেন ঃ

.... সমাজতন্ত্রী ও বামপন্থী নেতাদের এই ধরনের ঐক্য সম্মেলন বামপন্থী এবং সমাজতন্ত্রী সাধারণ কর্মীদের প্রতারিত করার কৌশল ছাড়া আর কিছু নয়।

. . .. শরৎবাবুর ঐক্য সম্মেলনে সেই সকল বামপন্থী নেতাদেরই ডাকা হইয়াছে, যাহারা শ্রমিকশ্রেণীর একমাত্র বিপ্লবী ঐক্য ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন ; প্রতিদ্বন্দ্বী ইউনিয়ন গঠনের নামে শ্রমিক ঐক্যে ভেদ সৃষ্টি করিয়া মালিকদের খুশি করার চেষ্টা করিতেছেন। শরৎ বসু ঐক্য সম্মেলনে সেই সকল বামপন্থী নেতাকেই ডাকিয়াছেন, যাহারা দিনের পর দিন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করিয়া চার্চিল-ট্রুম্যানকে খুশি করে .... ।

এই ধরণের ঐক্য সম্মেলনে শ্রমিকশ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ডাকা হয় নাই, আন্তর্জাতিক স্বাধীনতা ও শান্তির দুশমন ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং তাহাদের দালাল নেহরু-বিধান সরকারের

বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য ডাকা হয় নাই। ইহা ঐক্যের নামে জনগণকে প্রতারিত করিয়া আগামী নির্বাচনে ভোট সংগ্রহের জন্য ডাকা হইয়াছে।

ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এই মেকি ঐক্য এই বিভেদকারীদের ঐক্য প্রচেষ্টাকে কখনো সমর্থন করিবে না। .... বিধান মন্ত্রিসভার কুশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যে, ছাঁটাই ও বেকারি রুখিবার জন্য, সভা-সমিতির অধিকার ও কমিউনিস্ট পার্টি বৈধ করার জন্যে বন্দীদের মুক্তির জন্য, যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যে, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস সকল বামপন্থী সাধারণ কর্মীর নিকট ঐক্যের হাত বাড়াইয়া দিতেছে। ট্রামে, কর্পোরেশনে, চটকলে, লোহা কারখানায় ইতিমধ্যেই শ্রমিক ঐক্যের পথ দেখাইয়াছে, নেতাদের সংগ্রাম বিরোধিতা সত্ত্বেও তাহারা বারবার লাল ঝান্ডার ডাকে লড়াইয়ে নামিয়াছে। সমাজতন্ত্রী ঐক্য গড়িবার পথে, বামপন্থী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার পক্ষে উহাই একমাত্র পথ।

'চীনে জনগণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে – মাও-সে-তুঙ'এর নিকট প্রেসিডেন্সি জেলের বন্দীদের তার'

মাও-সে-তুঙ, সভাপতি, চীনা জনগণের রিপাবলিক, পিকিং ---

চীনা জনগণের বিজয়ে আমরাও উৎসব করছি। গণতন্ত্রী আন্দোলনে যোগদানের ফলে কারারুদ্ধ পশ্চিমবাংলার শ্রমিক, কৃষক মেহনতী আমরা, রাজবন্দীরা এবং বিনা বিচারে আটক বন্দীরা, কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেল থেকে আপনাকে এবং আপনার মারফৎ চীনের সংগ্রামী জনগণকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই নতুন রিপাবলিকের প্রতিষ্ঠা এশিয়ার সমস্ত শোষিত জনগণকে অশেষ দৃঢ়তা নিয়ে সংগ্রাম তীব্রতর করে তুলতে জীবন্ত প্রেরণা যোগাবে। ৭ ও ৮ নম্বর ইয়ার্ডের ডেটিনিউরা ১৭ই অক্টোবর '৪৯ প্রেসিডেন্সি জেলের সুরারিনটেনডেন্ট-এর মারফৎ এই তার পাঠালেন। ডেটিনিউদের মিলিত তহবিল থেকে এর খরচা কাটা যাবে।

এরপর নভেম্বর বিশেষ সংখ্যা – 'শিবির', ৭ই নভেম্বর ১৯৪৯ শিরোনামায় আছে ঃ

'১৯৪৯ -এর নভেম্বর দিবসে লাল ঝান্ডার ডাক', 'মহান নভেম্বর বিপ্লব ও উপনিবেশিক জনগণের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম', 'শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শক্তিশালী করো', 'গণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে শ্রমিকশ্রেণীই চালনী শক্তি ঃ নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা', 'শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বেই সমাজতন্ত্র কায়েম করার একমাত্র পথ', 'নতুন যুদ্ধ প্রস্তুতির বিরুদ্ধে ঘোষণা ঃ শান্তি সুদৃঢ় করিবার জন্য পাঁচ শক্তির চুক্তির প্রস্তাব', 'সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রস্তাব ঃ

সোভিয়েত গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিনিধি প্রস্তাব করিতেছে যে, জেনারেল এসেম্বলী নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করুক ঃ

প্রথমতঃ, নতুন একটি যুদ্ধের প্রস্তুতিকে জেনারেল এসেম্বলী নিন্দা করিতেছে। কয়েকটি দেশে, বিশেষ করিয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং গ্রেট ব্রিটেনে এই প্রস্তুতি চলিতেছে। যুদ্ধপ্রচার কার্যে তাহাদের গবর্ণমেন্টের উৎসাহদান, অস্ত্রশস্ত্র বৃদ্ধির অভিযান, জনসাধারণের জীবনে যাহা গুরুভার হিসাবে চাপিয়া বসিয়াছে সেই অতিস্ফীত সামরিক বাজেট, অন্যান্য দেশের জনপদে অসংখ্য সামরিক বিমান এবং নৌ-ঘাঁটি তৈরি করা, শান্তিপ্রিয় গণতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযানের লক্ষ্য যাহারা অনুসরণ করিতেছে সেই সমস্ত রাষ্ট্রগুলিকে লইয়া সামরিক ব্লক গঠন এবং আক্রমণাত্মক উদ্দেশ্য রহিয়াছে এরকম আরো অনেক ব্যবস্থা অবলম্বন প্রভৃতির মধ্য দিয়াই ঐ সমস্ত রাষ্ট্রে যে যুদ্ধ প্রস্তুতি চলিতেছে তাহা প্রতিফলিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ , যেভাবে অনেককাল আগেই সভ্য জাতিরা যুদ্ধের কাজে বিষাক্ত গ্যাস এবং রোগের বীজাণু ছড়াইবার হাতিয়ার ব্যবহার করাকে মানবজাতির বিরুদ্ধে ঘৃণ্য অপরাধ বলিয়াই ঘোষণা করিয়াছে ঠিক সেইভাবে জেনারেল এসেম্বলী অ্যাটম অস্ত্র এবং ব্যাপক নরহত্যার জন্য ব্যবহৃত অন্যান্য হাতিয়ার ব্যবহার করাকে জাতিসমূহের বিবেক ও সম্মানের প্রতিকূল এবং জাতিসংঘের সদস্যপদের বিরোধী বলিয়া মনে করে। জেনারেল এসেম্বলী আরো মনে করে যে, অ্যাটম অস্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করার জন্য এবং প্রয়োজনীয় কঠোর আন্তর্জাতিক কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য বাস্তব ব্যবস্থা অবলম্বনের ব্যাপারে আর দেরি করিতে দেওয়া জাতিসংঘের পক্ষে সঙ্গত নয়।

তৃতীয়তঃ, বলপ্রযোগ না করিয়া বা বলপ্রয়োগের ভয় না দেখাইয়া, শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্ত বিবাদ ও বিভেদের মীমাংসার জন্যই জেনারেল অ্যাসেম্বলি সমস্ত রাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানাইতেছে; অধিকন্তু, নতুন একটি যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য এবং শান্তি বজায় রাখাকে সুনিশ্চিত করার জন্য জনসাধারণের যে অনমনীয় সংকল্প রহিয়াছে, যাহা আজ পর্যন্ত দেশেই শান্তির পক্ষে এবং যুদ্ধলিপ্সুদের বিরুদ্ধে পরিচালিত শক্তিশালী জনপ্রিয় আন্দোলনের মধ্য দিয়া প্রতিফলিত হইতেছে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার প্রধান দায়িত্ব রহিয়াছে নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচজন স্থায়ী সদস্যের উপর একথা মনে রাখিয়া, জেনারেল অ্যাসেম্বলি সর্বসম্মতিক্রমে এই অভিলাষই ব্যক্ত করিতেছে যে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, চীন, ফ্রান্স এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন এই উদ্দেশ্য লইয়া তাহাদের সমস্ত শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করুক এবং শান্তিকে শক্তিশালী করার জন্য নিজেদের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদন করুক।

'সঙ্কটের বিরুদ্ধে মূল দাবির জন্য দেশব্যাপী সাধারণ সংগ্রামের ডাক'

"অর্থনৈতিক সঙ্কট গ্রাস করেছে পুঁজিবাদী দুনিয়াকে। সে সঙ্কট প্রতিদিনই আরও ঘণীভূত হচ্ছে। দেশী ধনিকশ্রেণী উঠে পড়ে লেগেছে, যাতে যেমন করে হোক, এই সঙ্কটের বোঝাটাকে ঠেলে দিতে পাবে শ্রমিকশ্রেণীর কাঁধে। তাহলে তাদের মুনাফা নিরাপদ হয়। সঙ্কটের ফলে তাদের মুনাফার বিপদ দেখা দিয়েছে। শ্রমিকদের জীবন যাত্রার মান তো এমনিতেই ভয়ানক নিচু। তারই উপর মালিকশ্রেণী প্রত্যেকটি শিল্পে আক্রমণ চালিয়েছে সোজাসুজি এবং কৌশলে ঘুরিয়ে মজুরি কাটা, মাগ্‌গী ভাতা কমানো, কাজ বন্ধ রাখা — এমনি নানা উপায়ে তারা আক্রমণ চালিয়েছে। মোটের উপর, শ্রমিকশ্রেণীর জীবনটাকে একেবারে অসহ্য বোঝা করে তুলবার জন্যে দেশি ধনিকশ্রেণী অতি জঘন্য সব চেষ্টা চালিয়েছে।"

— সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ২৩ বারের অধিবেশনে গৃহীত মূল দাবির প্রস্তাবে এই কথা বলা হয়েছে .... ।

এ -আই -টি- ইউ -সি'র ঘোষণায় মূল দাবির তালিকা ঃ

(১) অদক্ষ শ্রমিকদের জন্যে কমপক্ষে ৮০ টাকা মজুরী এবং কেরাণী ও দক্ষ শ্রমিকদের জন্যে কমপক্ষে ১২৫্ টাকা; (২) জীবনযাত্রার ব্যয় যা বাড়বে তা পুরোপুরি মিটিয়ে দেবার মতো মাগ্‌গিভাতা; (৩) চাকুরির নিরাপত্তা এবং কাজ পাবার অধিকার; (৪) খাটুনি-- দিনে ৭ ঘন্টা, সপ্তাহে৪০ ঘন্টা, (৫) পুরো মজুরি দিয়ে এক মাসের প্রিভিলেজ লিভ, ২০ দিন ক্যাজুয়াল লিভ এবং বুড়ো বয়সে পেনশন; (৬) সমস্ত অস্থায়ী ও 'বদলী' শ্রমিকদের স্থায়ী করতে হবে; (৭) বেকার থাকবে না কেউ - গ্যারান্টি চাই; (৮) প্রত্যেক শিল্পের শ্রমিককে ১৯৪৮-৪৯ সালের বোনাস বাবদ দিতে হবে সাড়ে চার মাসের মজুরি, সঙ্গে ঐ সময়ের মাগ্‌গিভাতাও; (৯) কলকারখানায় ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার;

(১০) শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র ও মেয়েদের সংগঠনের এবং কমিউনিস্ট পার্টি, ফরোয়ার্ড ব্লক, বহুজন সমাজবাদী পার্টির সমস্ত নেতাদের এবং গণতন্ত্রী আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় যাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে অবিলম্বে বিনা শর্তে মুক্তি দিতে হবে; (১১) ধর্মঘট, বে-আইনী করে এবং ট্রেড ইউনিয়নের অধিকারের উপর আক্রমণ করে যে সব দমনমূলক আইন-কানুন পাস হয় সে সব বাতিল করতে হবে।

শিবির, ১১ই নভেম্বর ১৯৪৯, ২৫শে কার্তিক ১৩৫৬ সংখ্যায় শিরোনাম ঃ

'যুদ্ধ বাদী-পুঁজিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে ভারতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান ঃ নভেম্বর বার্ষিকী উপলক্ষে কলিকাতার শ্রমিক-কৃষক-ছাত্রের ঘোষণা ঃ ১৪৪ ধারা পায়ে মাড়াইয়া নূতনঅভিযান'

'চটকলে নতুন লড়াই শুরু ঃ চটকল এলাকায় ৮ই নভেম্বর' –

৮ই নভেম্বরের সাধারণ সংগ্রামের ডাক দিয়েছে লাল ঝান্ডা .... ।

এই মজুর আর মামুলি মজুর নয়, নূতন গণ-জাগরণের বিপুল সাড়া জেগে উঠেছে, কংগ্রেসী সরকারের মোহ, আই-এন-টি-ইউ-সি'ব মোহ, নেহরুর মোহ, জয়প্রকাশের মোহ সমস্ত শিকল ভেঙ্গে খান খান কবে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে দাঁড়িয়েছেন সওয়া তিন লাখ মজুর, লডাইয়ের খোলা ময়দানে, শক্ত হাতে তাঁরা উঁচু ক'রে ধরেছেন লাল ঝান্ডা। আর অন্যদিকে দাঁড়িয়েছে বিড়লা-ওয়াকারদের পোষা কুত্তারা রায় মন্ত্রিসভার বন্দুক, কামান, সাঁজোয়া গাড়ি, পুলিস, পল্টন জাতীয় রক্ষী, দালাল, গুন্ডা, বদমায়েস। রায় মন্ত্রিসভা এবার আরও বর্বব নিপুণতার সাথে ৯ই মার্চের পুনরাবৃত্তি ক'রেছে। পুলিস. পল্টন কারখানার পর কারখানা দখল ক'রে রেখেছে। মজুরদের উপর বীভৎস আক্রমণ চলেছে। শত শত গ্রেপ্তার হয়েছে। সংগ্রাম শুরু হ'য়েছে। মালিক ও রায় মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে জ্বলন্ত ঘৃণাব আগুনে জ্বলে চটকল মজুরের জমানো বিক্ষোভ প্রতিরোধের রূপে ফেটে পড়ছে।

'যুদ্ধকামীদের বিরুদ্ধে শান্তিরক্ষার জন্য আমরা প্রস্তুত ঃ নভেম্বর বার্ষিকীতে সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ ও জনগণ', 'ভারতবর্ষকে সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ ঘাঁটি হতে দেবো না - শান্তি আমরা লড়াই করে জিতে নেবো ঃ বিশ্ব-শান্তি অভিযানে ভারতবর্ষ', 'ভারতের শান্তি সৈনিকদের সঙ্গে গণরাষ্ট্রের জনগণের জঙ্গী ঐক্য ঘোষণা', 'উন্মুক্ত সম্মেলন নিষিদ্ধ!' –

শান্তি অভিযানের উপর নেহরু-বিধান সরকার আবার একটি আক্রমণ করেছে। শান্তি সম্মেলনের শেষ দিনে উন্মুক্ত সম্মেলন করে ভারতের শ্রমিক, কৃষক, মেহনতী মানুষ এবং বুদ্ধিজীবীরা লক্ষ লক্ষ জমায়েত হয়ে যে যুদ্ধের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ ঘোষণা করবে, বিধান মন্ত্রিসভা তা হতে দিতে রাজি নন। পুলিস কর্তারা মুখে জানিয়ে দিয়েছেন যে উন্মুক্ত স্থানে তারা শান্তি অধিবেশন হতে দিতে রাজি নন।

শান্তি সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটি এই চক্রান্তের তীব্র প্রতিবাদ করে জানিয়েছেন -- সম্মেলনের কোন অধিবেশন স্থগিত রাখা চলিবে না।

কলিকাতার যুদ্ধ বিরোধী যুব সমাবেশের উপর বর্বর লাঠি চার্জ ঃ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব-ঐক্যের সম্ভাবনায় বিধান মন্ত্রিসভার আতঙ্ক ঃ বিক্ষুব্ধ শ্রমিক-ছাত্র-নওজওয়ান কর্তৃক রাস্তায় আবার ব্যারিকেড'

১০ই নভেম্বর ১৯৪৯ সারা দুনিয়ায় যুদ্ধ বিরোধী দিবস পালনের জন্য বিশ্ব যুব সঙ্ঘ যে ডাক দেন তাহাতে সাড়া দিয়া কলিকাতার শ্রমিক-নওজওয়ান ও ছাত্র-ছাত্রীরা মহম্মদ আলি পার্কে যখন

সমবেত হইতেছিলেন, তখন বিধান সরকারের পুলিস সহসা বর্বরভাবে লাঠি ও টিয়ার গ্যাস লইয়া আক্রমণ শুরু করে।

'আগামী ১৫ই ও ১৬ই নভেম্বর প্রদেশব্যাপী শিক্ষক-ছাত্র ধর্মঘটের সাড়া : পুঁজিবাদী সঙ্কট সরকারী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের ঘোষণা' —

.... বাংলার দুঃস্থ বুদ্ধিজীবীদের এক বৃহৎ অংশ — বাংলার হাজার হাজার অধ্যাপক, মাধ্যমিক শিক্ষক এবং প্রাথমিক শিক্ষকেরা এক ঐতিহাসিক সংগ্রামের পথে পা বাড়াইবেন।

এই দুইদিন বাঁচার মতো বেতনের দাবিতে অধ্যাপক ও শিক্ষকেরা প্রতীক ধর্মঘট করিবেন। আর তাহারই সঙ্গে সম্পূর্ণ সহানুভূতি ও ঐক্য জানাইয়া আগাইয়া আসিবেন বাংলার লাখ লাখ সংগ্রামী ছাত্র, নওজওয়ান।

'বর্গা অর্ডিনান্স — ভাগ চাষীর বিরুদ্ধে রায় মন্ত্রিসভার নূতন আক্রমণের হাতিয়ার : ফসল ও জমিতে ষোল আনা কর্তৃত্ব কায়েম করিতে কৃত সংকল্প ভাগচাষী '

বাংলার ভাগচাষীরা আজ .... গ'ড়ে তুলেছেন মুক্ত গ্রাম --

গণতন্ত্রের জন্য ভাগচাষীদের এই অপূর্ব সংগ্রামকে তাঁদের রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দেবার জন্যে রায় মন্ত্রিসভা এক বর্গা-নিয়ন্ত্রণ অর্ডিন্যান্স জারি ক'রেছেন।

ভাগাভাগি নয় — ষোল আনাই চাই :

ধনিক শ্রেণীর সঙ্কট আজ চরম হয়ে উঠেছে, দুনিয়ার ধনতন্ত্রের নাভিশ্বাস উঠেছে। এই সময়ে বাংলায় এক 'নূতন অবস্থা' এসেছে। মজুরশ্রেণীর নেতৃত্বে মজুরি ও জমির জন্য, গণরাষ্ট্র কায়েম করার জন্য, আজ মজুর-চাষী ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন। খেতমজুরদের নেতৃত্বে চাষীর বলিষ্ঠ হাত আজ জমিদারির-জোতদারী খতম ক'রছে, ধনী-কৃষকের শোষণ লুপ্ত ক'রছে। ভাগচাষী আজ সোজা ঘোষণা করছেন : জমি থেকে উচ্ছেদের কোন বিধান আমরা মানবো না; ফলত ভাগের কোন প্রশ্ন আজ আর নেই। মজুর-চাষীর ঘোষণা উঠেছে : বিনা খেসারতে জমিদারি-জোতদারি খতম করে বাজেয়াপ্ত জমি বিলি ক'রবে খেতমজুর, ভাগচাষী গরিব চাষীদের নির্বাচিত ভূমি কমিটি, তাদেরই মধ্যে। যে চাষ করে, জমি চাষের জন্য তারই হাতে থাকবে। সমস্ত জমি হবে সমগ্র জনসাধারণের।

জনতার এই অভিযান এগিয়ে চলেছে। বিধান মন্ত্রিসভা ভেবেছিল, একদিকে পুলিস-পল্টন-সেবাদল, অপরদিকে ভাগচাষ কন্ট্রোল বোর্ড দুই হাতিয়ারের সাহায্যে এই দুর্বার জোয়ার রুখতে পারবে। কিন্তু সেই ষড়যন্ত্র চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তাই নিরুপায় বিধান মন্ত্রিসভা এই অর্ডিন্যান্স চালু করবে স্থির করেছে।

উক্ত শিরোনামায় লিখিত বিষয়বস্তুর অনু শিরোনামায় : ভাগ চাষীর আধা-ভাগের বদলে এক তৃতীয়াংশ, অর্ডিন্যান্সের জোরে কন্ট্রোল বোর্ড চাপানোর চক্রান্ত, বর্গা জমিতে বর্গাদারকে স্বত্বহীন ঘোষণা, এই অর্ডিন্যান্স ভাগচাষীদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত, ধনী কৃষকের হাতে ভাগচাষীকে উচ্ছেদের অবাধ ক্ষমতা, অর্ডিন্যান্স বিধান মন্ত্রিসভাকে রক্ষা করতে পাববে না।

জমিতে কৃষকেরই দখল

সুতাহাটা থানার জোতদার সারদা মাইতি, অন্নদা মান্না প্রভৃতিরা কৃষকদের জমি থেকে উচ্ছেদ করার চক্রান্ত করেছিল। মজুর-কৃষকেরা সেই চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়েছেন। দক্ষিণ রাণীচক ও চিরঞ্জীবপুরের জোতদার প্রজাপতি জানা মজুর কৃষক মেয়েদের হাতে ঝাঁটা পিটা খেয়ে পালিয়েছে, কংগ্রেসী সেবাদলের পান্ডা ডাকু খাটুয়া প্রভৃতিরা মজুর-কৃষকের হাতে মার খেয়েছে। এভাবে খেত

মজুরের নেতৃত্বে ভগবানপুর, কাঁথি ও মহিষাদল থানার কৃষকেরা জমিতে নিজেদের দখল রেখেছেন — দালাল চাষীদের ৫০ খানি লাঙ্গল তাঁরা দখল করেন।

মহিষাদলের রাজস্টেটের ঠিকা খাজনা প্রথা কৃষকেরা স্বীকার করে নেন নি। জোতদার হীরালাল মাইতি ও বিষ্ণু সামন্তের জমি উচ্ছেদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়ে লক্ষ্যা, মাপুড়িয়া, ডন্ডিপুর এবং ট্যাংরাখালিতে কৃষকেরা জমিতে দখল রেখেছেন।

গরিবদের মধ্যে খাদ্য বিলি

নন্দীগ্রাম থানার মজুর -কৃষকেরা চোরাকারবারী-জমিদার-জোতদারদের ধান চাল খড় চালান দেওয়ার উপর কড়া নজর রাখছেন। ইতিমধ্যেই তারা চোরাকারবারীদের ১০৯ মণ ধান-চাল ধরে গরিবদের মধ্যে বিলি করে দিয়েছেন .... ।

সংগঠন গড়ে তোলার কাজ

নিজেদের সংগঠন গড়ে তোলার দিকেও খেত মজুরেরা বিশেষ নজর দিয়েছেন। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তমলুকের ১১ নং ইউনিয়নের খেত মজুরদের নতুন কমিটি তৈরি হয়েছে — তারা ঘোষণা করেছে, "চার টাকা মজুরী ও দুবেলা খোরাকি ছাড়া কাজ নাই।" গ্রামে গ্রামে খেত মজুর সমিতি গঠনের কাজে খেত মজুরেরা এগিয়ে চলেছেন। গটরা এলাকায় ৯ খানি গ্রামের প্রতিনিধি নিয়ে এলাকার কমিটি গঠিত হয়েছে। .... ।

কেশপুর ৫ নং ইউনিয়নে ১৫/১৬ খানা গ্রামে খেত মজুরদের মধ্যে বিপুল সাড়া দেখা দিয়েছে -- সমিতিব সভ্য সংগ্রহের কাজে, কমিটি গঠনের কাজে তাঁরা উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। ইতিমধ্যেই পাঁচ ছ'শ খেতমজুর সমিতির সভ্য হয়েছেন।

এইভাবে মেদিনীপুরের গ্রামে গ্রামে আজ আন্দোলন জেগে উঠছে।

'আলিপুর জেলে রাজবন্দীদের অনশন ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত ঃ কৃষক বন্দীদের উপর মারপিট ঃ ৩ জন অনশনে' —

আলিপুর জেলে কৃষক বন্দীদের উপর মারপিট ও অসংখ্য অমানুষিক জুলুম চলিয়াছে। তাঁহাদের রাখিয়াছে তৃতীয় শ্রেণীতে। বন্দী কৃষক নেতাদের অন্যান্য কৃষক হইতে পৃথক করিয়া ফেলিতেছে।

জুলুমের প্রতিবাদে অনশন ধর্মঘট করায় ৩ জন কৃষক বন্দীকে 'জেলে' পুরিয়া রাখিয়াছে।

২রা নভেম্বর '৪৯ অনশনের ১২ দিনে রসময় মন্ডলের অবস্থা উদ্বেগের কারণ হইয়া উঠে।

আলিপুর জেলের সমস্ত রাজবন্দী যে কোন মুহূর্তে আবার অনশন ধর্মঘট লড়াই ও অন্যান্য উপায়ে জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শুরু করিতেছেন।

'৭৮ দিন পর অনশন ভঙ্গ '

রংপুর জেলে বীর রাজবন্দীরা ৭৮ দিন অনশন ধর্মঘটের পর গত ২৮-২৯ অক্টোবর (১৯৪৯ সাল) অনশন ভঙ্গ করেন।

তাঁহাদের হাতে-পায়ে ডান্ডাবেড়ি লাগাইয়া রাখিয়াছে, জল পর্যন্ত খাইতে দেয় নাই। চার-পাঁচজন সিপাহী বুকে চাপিয়া নাকে নল ঢুকাইয়া রক্তাক্ত করিয়া দিয়াছে। আঘাতে আঘাতে বন্দীদের চলার শক্তি পর্যন্ত খর্ব করিয়া দিয়াছে।

তবুও, বীর বন্দীরা সঙ্কল্পে অটুট থাকিয়া ৭৮ দিন ধরিয়া অনশন ধর্মঘট চালাইয়াছেন।

যে কয়টি সংখ্যা 'শিবির' সংগ্রহ করতে পেরেছি বিভিন্ন শিরোনামায় এবং বিষয়বস্তু উল্লেখ করে দেখাবার চেষ্টা করেছি ভাবত রক্ষা আইনের খড়গ তোয়াক্কা না করে পার্টির গোপন কেন্দ্র কিভাবে প্রকাশ্যে সাপ্তাহিক কাগজ বেব করে প্রচার আন্দোলনের গতিকে অব্যাহত রাখতে পেরেছে। কিন্তু শেষ রক্ষা আর হলো না। বিধান সরকারেব রক্ষা কবচ ভারত রক্ষা আইন প্রয়োগ হলো। 'শিবির' বন্ধ হয়ে গেল।

কংগ্রেস সরকাবের শ্রেণীচরিত্র সম্পর্কে পার্টির সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি থাকার ফলে, বন্ধ হয়ে গেলেও একটার পর একটা কাগজ প্রকাশ করার ব্যবস্থা পার্টি ভেবেই রেখেছেন।

কমরেড মনোবঞ্জন বড়ালকে সম্পাদক করে পার্টি প্রকাশ্যে 'শিখা' নাম দিয়ে আর একটি সাপ্তাহিক কাগজ বেব করল। সেটাও কিছুদিন চলার পর সরকারী আইনের খড়গ প্রযোগে বন্ধ হয়ে গেল। এইভাবে ১৯৪৯ শেষ হয়ে ১৯৫০ সালে পড়ল।

১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারি সাপ্তাহিক 'মতামত' নাম দিয়ে আর একটি কাগজ প্রকাশিত হলো। এটি প্রথম প্রথম এক প্রেসে কম্পোজ হতো এবং অন্য প্রেসে ছাপা হতো। কয়েকজন কর্মী ধীবেন বিশ্বাস, পুলিন দত্ত এবং সমীর দাশগুপ্ত তখন পার্টির গোপন কেন্দ্র থেকে চিত্তরঞ্জন এভিনিউ এবং যতীন্দ্রমোহন বসু এভিনিউর সংযোগস্থলের কাছাকাছি একটি প্রেসে গিয়ে 'মতামত' কম্পোজ করতেন। আর একজন কর্মী ছিলেন, তিনি আমাদের কাছে অপরিচিত। কম্পোজ-কারেকশন-মেক-আপ হওয়ার পব তিনি সেই "ম্যাটার" নিয়ে অন্য প্রেসে চলে যেতেন।

নিষিদ্ধ পার্টির মুখপত্র 'মতামত' সাপ্তাহিকের সম্পাদক হলেন কমরেড নিখিল সেন। শম্ভুনাথ পন্ডিত স্ট্রীটের রং মশাল প্রেসে ছাপার ব্যবস্থা হয়। 'মতামত' এর অস্থায়ী অফিস হলো ৩ নং শম্ভুনাথ পন্ডিত স্ট্রীটস্থ, কলিকাতা। কয়েকমাস পর মুদ্রণ ব্যবস্থা স্থানান্তরিত হয় ৯৭/৩ নিউ শ্যামবাজার স্ট্রীটস্থ অনাদি প্রেসে এবং প্রকাশন ব্যবস্থা ৮৪/১এ, বহুবাজার স্ট্রীটে। ১৯৫০ সালের ২৮শে এপ্রিল ১ম বর্ষ ১৪শ সংখ্যা থেকেই সাপ্তাহিক 'মতামত' উক্ত ঠিকানায় মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৫০ সালের ১লা জানুযারি।



মতামত, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যাব শিরোনাম ঃ

'কমরেড স্টালিন দীর্ঘজীবী হোক'

স্টালিনের বক্তব্য -- "আপনারা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করতে পারেন -- মজুর শ্রেণীর স্বার্থে, দুনিয়াব্যাপী কমিউনিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বার্থে আমার সমস্ত শক্তি, সমস্ত কর্মক্ষমতা, এমন কি প্রয়োজন হলে আমার শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত উৎসর্গ করতে প্রস্তুত।

১ম সংখ্যার পরবর্তী শিরোনামগুলি ঃ

'বাংলার জেলে জেলে ডেটিনিউদেব মধ্যে অসন্তোষ', এশিয়ার শ্রমিক আন্দোলনে ঐতিহাসিক নূতন অধ্যায়ের সূচনা ঃ পিকিং-এর টি-ইউ সম্মেলনে বিপুল সাড়া ঃ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চরম আঘাতের ঘোষণা', পিকিং সম্মেলনের মূল প্রস্তাব -- এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার দেশগুলির ট্রেড ইউনিয়নকে সাহায্য দেবার দৃঢ় সংকল্প', 'যুদ্ধবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে শান্তি ও গণতন্ত্রের বিপুল অভিযান ঃ ভারতবর্ষকে যুদ্ধ ঘাঁটিতে পরিণত হতে দেবো না ঃ সারা ভারত শান্তি সম্মেলনে দুই লক্ষ মানুষের ঘোষণা ও মিছিল' প্রভৃতি।

মতামত, ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, ৮ই জানুযারি ১৯৫০ এই সংখ্যার প্রধান শিবোনাম ঃ

'কমিনফর্মের বৈঠকে প্রস্তাব' –

১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বব মাসে কমিনফর্মের প্রথম বৈঠকে আর্ন্তজাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে যে বিশ্লেষণ করা হয়েছিল গত দুই বছরের ঘটনাবলী সম্পূর্ণভাবে তাহার নির্ভুলতা প্রমাণ করিয়াছে

নভেম্বর মাসের শেষ দিকে হাঙ্গেরিতে কমিনফর্মের এক বৈঠক হয়। বৈঠকে নিম্নলিখিত প্রতিনির্ধিরা উপস্থিত ছিলেন ঃ বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির তরফ হইতে কমরেড চারভেনকভ ও পোস্টমোভ ; রুমানিয়ান ওয়ার্কার্স পার্টির তরফ হইতে কমরেড জর্জিউ ডেজ, চিশিনেভিশ্চি ও মোঘোরোস; হাঙ্গারীয়ান ওযার্কার্স পার্টির তরফ হইতে কমরেড রাকোসি, জেরো, রেভাই ও কাদাব; পোল্যান্ডেব ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টির তরফ হইতে কমরেড বেরম্যান ও জাওযাদস্কি; সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক) তরফ হইতে কমরেড সুসলভ ও যুদিন; ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টিব তবফ হইতে কমরেড দুক্লো ফাঁজো ও কগ্নিও, চেকোস্লাভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির তবফ হইতে কমরেড শ্লানাস্কি, বাস্টো ভানস্কি, কোপরিজ ও জেমিন্ডার; ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির তরফ হইতে কমরেড তোগলিয়াতি, গুনোফ্রিও এবং মিশলিনি। বৈঠকে তিনটি রিপোর্ট পেশ করা হয়। কমরেড সুসলভ করেন 'শান্তির পক্ষে ও যুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম', কমরেড তোগলিয়াতি 'শ্রমিক ঐক্য এবং কমিউনিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির কর্তব্য সম্পর্কে' এবং কমরেড জর্জিউ ডেজ রিপোর্ট দেন 'খুনী ও গুপ্তচরদের হাতে যুগোস্লাভ কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে'।

এইসব রিপোর্ট আলোচনার পর প্রতিনিধিরা সর্বসম্মতিক্রমে তিনটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

মতামত, ১৫ই জানুযারি ১৯৫০, তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য শিবোনাম ঃ

টাস প্রচারিত ই-ফ্রল্ফ-এর লেখা 'সোভিয়েট দেশে শ্রেণী বিভাগ আছে কিনা? পুঁজিবাদী দুনিয়ার সঙ্গে তার পার্থক্য কি?',

'বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিকে কলকাতায় আমন্ত্রণ ঃ বাঙলার শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে টি-ইউ-সি'র তার'

মহীশুরে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘর যে অধিবেশন হচ্ছে সেখানে বিশ্ব টি-ইউ ফেডারেশনের প্রতিনিধি হয়ে এসেছেন ফেডারেশনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা মিঃ জর্জ ফিশার।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক টি-ইউ-সি তাঁকে কলকাতায় আমন্ত্রণ জানিয়ে গত ৯ই জানুয়ারি এই তাব পাঠিয়েছেন ঃ

"বাংলার শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতী জনগণের পক্ষে বঙ্গীয় প্রাদেশিক টি-ইউ-সি আপনাকে কলকাতায় আসবার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। রুটি, স্বাধীনতা ও শান্তির জন্যে বাঙলাব

শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতী জনগণ বহু বীরত্বপূর্ণ লড়াই করেছে এবং এখনও চালিয়ে যাচ্ছে সে লড়াই। সেই শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতী জনগণের পক্ষে টি-ইউ-সি এই আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

"হাজারের বেশি রাজনৈতিক বন্দী বিনা বিচারে জেলে আটক রয়েছেন। গত ২৪ দিন ধরে তাঁরা অনশন ধর্মঘট করে আছেন — শ্রমিকশ্রেণীর একজন নেতা মারা গেছেন। প্রতিদিন তাদের ওপর চলেছে অত্যাচার আর অমানুষিক দুর্ব্বব্যহার। শ্রমিকদের কয়েকজন নেতা — তাঁদের ভেতর রতনলাল ব্রাহ্মণ এম-এল-এ গুরুতরভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে রয়েছেন।

"বাঙলায় আপনার উপস্থিতি প্রেরণা যোগাবে; শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক ঐক্যবোধ আরও শক্তিশালী হবে।"

মতামত, ২১শে জানুযারি ১৯৫০, লেনিন দিবসে বিশেষ সংখ্যায় শিবোনাম ঃ

জে. ডিকতরফ্-এর লেখা 'লেনিনের ঝান্ডা শান্তির জন্য সংগ্রামের ঝান্ডা', 'শান্তির জন্য বিপ্লবী লড়াই এবং শান্তিবাদীদের ভন্ডামি সম্পর্কে লেনিন',

'তোমার নির্দেশ পালন করে চলেছি ঃ কমেরড স্টালিনের পণ'

"আমরা কমিউনিস্টরা এক নতুন ছাঁচের মানুয। আমরা এক বিশেষ উপাদানে গড়া। .... কমরেড লেনিন যে পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা, সেই পার্টির সদস্য পদবীর চেয়ে উঁচু আর কিছু নেই। ....

"কমরেড লেনিন চলে গিয়ে আমাদের ওপর অবশ্য করণীয় কর্তব্য দিয়ে গেছেন — পার্টির সদস্য যে মহান পদবি তার পবিত্রতা উঁচুতে তুলে ধরার জন্যে এবং রক্ষা করবার জন্যে । ....

"......... চোখের মণির মতো সামনে রক্ষা করতে হবে আমাদের পার্টির ঐক্য।" ....

এছাড়া অন্যান্য শিরোনামের মধ্যে আছে — ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৪৯ প্রকাশিত —

'ফর এ লাষ্টিং পিস ফর এ পিপল্‌স্ ডেমোক্র্যাসী' পত্রিকার সম্পাদকীয় — বাংলায় অনুবাদ 'নব বৎসরে— শান্তি ও সোশ্যালিজমের নব বিজয়ের জন্য অগ্রসর হও'।

আর একটি শিরোনাম — **'নূতন শাসনতন্ত্রের জনগণ-বিরোধী স্বরূপ ঃ ভারতে দেশী-বিদেশী পুঁজির অবাধ শাসন— শোষণের সনদ'**

২৬শে জানুয়ারী থেকে কংগ্রেসী শাসকেরা তাদের দাস শাসনতন্ত্র ভারতীয় জনগণের উপর চাপিয়ে দিতে চলেছে .....।

এই শাসনতন্ত্রে আছে —

- কৃষক জমি দাবি করিতে পারে না।
- শ্রমিক, খেতমজুর বা কেরাণী কাজ বা বাঁচার মতো মজুরি দাবি করিতে পারে না।
- মধ্যবিত্ত বাঁচবার উপায় দাবি করিতে পারে না।
- জাতি, নাগরিক স্বাধীনতা বা শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকার দাবি করতে পারে না।
- অস্পৃশ্যতার অবসান হবে না। আদিবাসীদের উপর জুলুম চলতে থাকবে।

জনগণ যদি এসব দাবি তোলে, তাহলে এই শাসনতন্ত্র তাদের কণ্ঠরোধের চেষ্টা করবে। এতে সভাপতি এবং গবর্ণরদের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে অর্ডিনান্স জারি করে জনগণের কণ্ঠরোধ করার, এবং শেষ পর্যন্ত, শাসনতন্ত্রই সাময়িকভাবে বাতিল করে দিয়ে বিশেষ ঘোষণার মারফত শাসন চালাবার, ...।

কেবল নেহরু আর তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা অথবা টাটা-বিড়লার দলই যে শুধু এই শাসনতন্ত্র সমর্থন করছে তা নয়।

সোশ্যালিস্ট পার্টির বিশ্বাসঘাতক নেতারাও এই শাসনতন্ত্রকে সমর্থন করছে ....।

মতামত, ২৬শে জানুয়ারী ১৯৫০, শাসনতন্ত্র-বিরোধী বিশেষ সংখ্যা। এই সংখ্যার বিভিন্ন শিরোনামের মধ্যে আছে —

'ধনিক শাসনতন্ত্রের গণ-বিরোধী প্রকৃতি সম্পর্কে স্টালিন' — (১৯৩৬ সালের নভেম্বরে ৮ম কংগ্রেসে কমরেড স্টালিন শাসনতন্ত্র সম্পর্কে যে রিপোর্ট উপস্থিত করেন তার কিছু অংশ)

"......... বুর্জোয়া শাসনতন্ত্রগুলি সাধারণত নাগরিকদের আনুষ্ঠানিক অধিকারগুলির বিবৃতিতেই সীমাবদ্ধ থাকে, — এইসব অধিকার প্রয়োগ করবার পরিস্থিতি সম্পর্কে তারা মাথা ঘামায় না ; সে অধিকার প্রয়োগ করবার সুযোগ সম্পর্কে তারা মাথা ঘামায় না , কী উপায়ে সে অধিকার প্রয়োগ করা যেতে পারে, সে সম্পর্কে তারা মাথা ঘামায় না। নাগরিকদের সমান অধিকারের কথা তারা বলে; কিন্তু, ভুলে যায় যে, মালিক-জমিদার যতক্ষণ সমাজে ধনসম্পদ ও রাজনীতির গুরুত্বের মালিক এবং শ্রমিক-কৃষক উভয়ই বঞ্চিত, মালিক জমিদার হন শোষক, আর শ্রমিক-কৃষক শোষিত, ততক্ষণ মালিক আর শ্রমিক এবং জমিদার আর কৃষকের মধ্যে প্রকৃত সাম্য হতে পারে না। তারা আবার বক্তৃতা, সভা-সমিতি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথাও বলে ; কিন্তু ভুলে যায় যে, শ্রমিকশ্রেণীর যদি সবার জন্য উপযুক্ত বাড়ি, ভালো ছাপাখানা, পত্র-পত্রিকা ছাপাবার জন্য যথেষ্ট পরিষ্কার কাগজ, ইত্যাদি সংগ্রহ করবার সুবিধা না থাকে, তাহলে ঐসব কথাগুলি শ্রমিকশ্রেণীর ফাঁকা আওয়াজ বলেই মনে হবে।"

এরপরে আসা যাক ভারতের শাসনতন্ত্র সম্পর্কে। এই শাসনতন্ত্রে জনসাধারণের জন্যে কি আছে তা আগেই উল্লেখ করেছি। এখনকার শিরোনাম ঃ

'এই শাসনতন্ত্রের জন্ম-বৃত্তান্ত' —

এর ভূমিকায় বলা হয়েছে — "আমরা ভারতের জনগণ ..... এই শাসনতন্ত্র রচনা এবং গ্রহণ করছি। " ....

এ শাসনতন্ত্র রচনা করেছে সমাজের উপরের তলার মুষ্টিমেয় ১৩ জনের প্রতিনিধিরা তাদের নিজেদের স্বার্থে। দেশের সাধারণ মানুষের কোন স্থান ছিল না শাসনতন্ত্র রচনায়, শাসনতন্ত্র রচনা পরিষদের সভ্যদের নির্বাচন করেছে ব্রিটিশের ভারত অনুযায়ী গঠিত প্রাদেশিক আইন সভার সদস্যরা, যারা শতকরা মাত্র ১৩ জনের ভোটে নির্বাচিত।

... ... এই শাসনতন্ত্রের প্রতিটি ছত্রে এই গণতন্ত্র-বিরোধিতা ফুটে উঠেছে ; স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এই শাসনতন্ত্র মুষ্টিমেয় কায়েমী স্বার্থবাদীদের রচনা।

বিশ্বাসঘাতকতার মধ্যে এই গণতন্ত্র- বিরোধী শাসনতন্ত্রের জন্ম। ১৯৪৬ সালে কংগ্রেসের ধনিক নেতৃত্ব বিশ্বাসঘাতকতা করে গিয়ে হাত মেলালো সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে — তার থেকেই জন্ম এই দাস শাসনতন্ত্রের ....।

১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারতে সংবিধান চালু হলো। সেই সংবিধানে গৃহীত 'শাসনতন্ত্রে ভারতের প্রেসিডেন্টের আয় ঃ শ্রমিকের আয়'—

(১) ভারতের প্রেসিডেন্টের মাসিক মাহিনা — ১০,০০০ টাকা (দশ হাজার টাকা)

(২) গবর্ণরের মাসিক মাহিনা — ৫,৫০০ টাকা (সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা)

এছাড়া অন্যান্য আনুসঙ্গিক খরচ সবই রাষ্ট্রের।

শ্রমিকের আয়—

(১) কয়লা শ্রমিকদের মজুরী — পাঁচভেলী খাঁদ - মাসে ১৭ ।।. (সতের টাকা আট আনা) রাণীগঞ্জে - মাসে ৩৩।/১ (তেত্রিশ টাকা) পাঁচ আনা এক পয়সা)

(২) চটকল শ্রমিকদের মজুরী গড়পড়তা মাথাপিছু আয় সপ্তাহে ১২ টাকা, সবচেয়ে দক্ষ মজুরেও ১৬ টাকার বেশি পায় না. নিম্নতম আয় ৯।। টাকা । সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক মজুর সাপ্তাহিক ১০ টাকা থেকে ১২ টাকা অর্থাৎ মাসিক ৪০ টাকা থেকে ৪৮ টাকা আয়ের শ্রেণীভুক্ত।

(৩) চা বাগানের শ্রমিকদের মজুরী — আসাম ভেলী— মাসে ১৩।।/৩ (তের টাকা পনের আনা তিন পয়সা), সুরমা ভেলী— মাসে ১২।।/৯৩ (বার টাকা ছয় আনা তিন পয়সা)

(৪) ক্ষেত-মজুরদের মজুরী — ভারতে সাত কোটি ক্ষেতমজুর আছে। এদের দৈনিক মজুরী হলো ছ' পয়সা থেকে বারো আনা— এর বেশি মজুরী এরা পায় না।

এই শাসনতন্ত্র চালু হওয়ার পূর্বে বি. পি. টি. ইউ সি'র ঘোষণা — **'শাসনতন্ত্র বিরোধী সপ্তাহ পালন'**

সারা ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বি. পি টি. ইউ. সি ঘোষণা করেছে যে, ১৮ই হইতে ২৫শে জানুয়ারী পর্যন্ত **"দাস শাসনতন্ত্র-বিরোধী সপ্তাহ হিসাবে পালন করা হবে।"**

এস টিটাবেংকো'র লেখা 'সোভিয়েট গণতন্ত্র — সোভিয়েট জনগণের মহান সৃষ্টি' — এই শিরোনামের অন্য-শিরোনাম—

রাষ্ট্রক্ষমতা জনগণের হাতে, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ভাঁওতা, শুধু ঘোষণা নয় — সুনিশ্চিত ব্যবস্থা, প্রত্যেক নাগরিকের কাজ পাইবার অধিকার, প্রত্যেক নাগরিকের উপযুক্ত বিশ্রাম, শিক্ষা ও বৃদ্ধ বয়সে পেনশন পাওয়ার অধিকার, সংবাদপত্র বক্তৃতা ও সভা করার স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, জাতিগত— বর্ণগত বা ধর্মগত অসহিষ্ণুতা প্রচার করা সোভিয়েট শাসনতন্ত্রে অবৈধ।

'দাস শাসনতন্ত্রের সমর্থনে বেইমান সোস্যালিস্ট নেতারা'

.... এই সোস্যালিস্ট নেতারাই জনসাধারণকে এই বলে ভুল বোঝাচ্ছে যে, এই শাসনতন্ত্র দিয়েই তাদের সব সমস্যার সমাধান হতে পারে, এই শাসনতন্ত্রের মারফতই জনগণ ক্ষমতা দখল করতে পারে। এই সোস্যালিস্ট নেতারা প্রত্যেকটি ধর্মঘটে, প্রত্যেকটি কৃষক সংগ্রামে বেইমানী করে ....।

মতামত, ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫০, প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যার বিভিন্ন শিরোনাম ঃ

'পশ্চিমবাংলার নয়টি জেলে সাত শত রাজ-বন্দীর অনশনের ৫২ দিন পার হইয়া গেল', 'তেলেঙ্গানার ১০৮ জন কৃষকের প্রতি ফাঁসির হুকুম', 'তেলেঙ্গানার কৃষক যোদ্ধাদের মৃত্যুদন্ড নাকচ করার আন্দোলন ঃ বিশ্ব-ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের অভিনন্দন' 'বাংলার শ্রমজীবী জনতা ও বন্দীদের প্রতি বিশ্বের সংগঠিত শ্রমিকদের অভিনন্দন', 'সবরমতী জেলের ঘটনা সম্পর্কে' **স্পেশাল বিচারকের রায় ঃ বন্দীদের বিরুদ্ধে জেল কর্তৃপক্ষ ও পুলিশের অভিযোগ মিথ্যা ঃ বন্দীরা আত্মরক্ষার জন্যই বলপ্রয়োগ করিয়াছিল'**

স্মরণ থাকিতে পারে যে গত ১৩ আগস্ট (১৯৪৯) বোম্বাই প্রদেশের সবরমতী জেলের ঘটনায় দুইজন রাজবন্দী জয়ন্তিলাল পারেখ ও যমনা দাস মোদী মারা যান এবং অন্য ১৭ জন রাজবন্দী সকলেই আহত হন। এই ১৭ জনের বিরুদ্ধে বোম্বাই সরকার দাঙ্গা-হাঙ্গামা করার ও সরকারী কর্মচারীদের মারাত্মকভাবে আঘাত করার অভিযোগ আনে। স্পেশাল জজ তাঁহার রায়ে কর্তৃপক্ষের প্রধান অভিযোগ ও সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য নয় বলিয়া মন্তব্য করেন।

মতামত, ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫০, প্রথম বর্ষ পঞ্চম সংখ্যার শিরোনাম ঃ

'আত্মঘাতী দাঙ্গার বিরুদ্ধে সংগ্রামে স্টালিনের আহ্বান', 'এশিয়ার মুক্তি সংগ্রামের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন যুগোশ্লাভ গোয়েন্দাচক্র ঃ প্রাভদার সতর্কবাণী', 'সোভিয়েট কর্তৃক ভিয়েতনাম রিপাবলিকের

স্বীকৃতি শান্তির শিবিরকে শক্তিশালী করল ঃ মুক্তি সংগ্রামের জয় সুনিশ্চিত হলো', 'সমগ্র ভারতবর্ষে বেকার শ্রমিক ও কর্মচারীদের সংখ্যা বিশ লাখকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে', 'বেকারী ও ছাঁটাই রোখায় প্রধান বাঁধা সমাজতন্ত্রী নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতা', 'রাজবন্দীদের ঐতিহাসিক অনশন ধর্মঘটের সফল অবসান'—

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন ১৫ই ডিসেম্বর (১৯৪৯) প্রেসিডেন্সী জেলে শুরু হয় এবং ক্রমে পশ্চিমবাংলার সমস্ত সেন্ট্রাল ও জেলা জেলে এবং একটি মহকুমা জেলেও ছড়িয়ে পড়ে।

'তেলেঙ্গানা ডিফেন্স কমিটি'

তেলেঙ্গানার মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ১০৮ জন মুক্তি যোদ্ধার প্রাণ রক্ষার আন্দোলন চালাবার জন্য, সারা ভাবত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের উদ্যোগে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, ছাত্র ফেডারেশন, প্রগতি লেখক সংঘ, সারা ভাবত শান্তি কমিটি এবং ভারতীয় গণনাট্য সংঘেব প্রতিনিধিদের নিয়ে "তেলেঙ্গানা ডিফেন্স কমিটি" গঠিত হয়েছে।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিব দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর ১৯৪৮ এবং ১৯৪৯ সাল বহু ঘটনাবহুল বৎসর। কমিউনিস্ট পার্টিকে অবৈধ ঘোষণা, প্রেসের স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের উপর আক্রমণ, বাইরে থেকে পুলিস আমদানী করে জেলে অনশনরত বন্দীদের উপর গুলিবর্ষণ, কলকাতার বহুবাজারে মহিলা মিছিলে গুলি চালিয়ে চারজন মহিলা নেত্রীকে খুন, সর্বোপরি কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে বামপন্থী সঙ্কীর্ণতাবাদী আন্দোলনে ভ্রান্ত নীতি প্রয়োগের মধ্য দিয়েই ১৯৫০ সাল পড়ল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়াব পর আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিগুলির মধ্যে মতামত ও অভিজ্ঞতা আদান-প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত হলো একটি প্রতিষ্ঠান "কমিউনিস্ট ইনফরমেশন ব্যুরো" যার সংক্ষিপ্ত নাম "কমিন ফর্ম"। এই সংগঠন যে মুখপত্রটি বের করে তার নাম "ফর এ লাস্টিং পিস ফর এ পিপল্‌স্ ডেমোক্র্যাসী"।

১৯৫০ সালের ২৭ শে জানুয়ারী "ফর এ লাস্টিং পিস ফর এ পিপল্‌স্ ডেমোক্র্যাসী"র ৪র্থ সংখ্যায যে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তাতে সঙ্কীর্ণতাবাদী ভ্রান্ত নীতির ত্রুটিগুলি সংশোধনের জন্য আন্তঃপার্টি সংগ্রামের সুযোগ এসে গেল।

সম্পাদকীয় প্রবন্ধটিব পুরো অনুবাদ 'মতামত' ১৯শে ফেব্রুযাবী ১৯৫০, প্রথম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয। অবশ্য এই সম্পাদকীয প্রবন্ধটি ইংবেজীতে তৎকালীন 'দি নেশন' কাগজে প্রকাশিত হযেছিল। 'মতামত'-এ প্রকাশিত সম্পাদকীয প্রবন্ধের কিছু কিছু অংশ নিম্নে দেওয়া হলো।

For a Lasting Peace, for a People's Democracy!

Bucharest. Organ of the Information Bureau of the Communist and Workers' Parties

"বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির যে বিশেষ লক্ষণগুলি প্রথমেই চোখে পড়ে তার মধ্যে উপনিবেশ এবং পরাধীন দেশগুলির জনসাধারণের বিপ্লবী সংগ্রামের অভূতপূর্ব ব্যাপকতা হচ্ছে অন্যতম।

অনেক দেশেই এই সংগ্রামের রূপ হচ্ছে সশস্ত্র সংগ্রামের রূপ — প্রাচ্যের দেশগুলির কোটি কোটি মেহনতী জনতা এই সংগ্রামে অংশগ্রহণ করছে। শ্রমিকশ্রেণী এবং কমিউনিস্ট পার্টি দ্বারা পরিচালিত এই সংগ্রামের ব্যাপকতা ও রূপ দেখিয়ে দিচ্ছে যে, ঔপনিবেশিক দাসত্বের বিরুদ্ধে

এবং জাতীয় মুক্তির জন্য উপনিবেশ ও পরাধীন দেশের জনসাধারণ সুদৃঢ় সংকল্প নিয়ে বিপ্লবের পথই গ্রহণ করেছে। ....।

জনসাধারণের মুক্তি ফৌজ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় আভ্যন্তরীণ অবস্থা যখন সৃষ্ট হয়, তখন কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে জনসাধারণের মুক্তি ফৌজ গঠন করাই হচ্ছে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের বিজয়ী সাফল্যের একটি চরম সর্ত।.......।

উপনিবেশ এবং অর্দ্ধ-উপনিবেশগুলিতে জনসাধারণের গণ-আন্দোলন, যে আন্দোলন যুদ্ধান্তে বিস্তার লাভ করেছে এবং সশস্ত্র সংগ্রামে বিকশিত হয়েছে সেই আন্দোলন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কৌশলে পিছু হটতে বাধ্য করেছে। ভারতের উপর চাপানো হয়েছে এক কৃত্রিম স্বাধীনতা। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ 'পবিত্র এবং অলঙ্ঘনীয়'ই রয়েছে। মাউন্টব্যাটেনরা চলে গিয়েছে কিন্তু রয়ে গিয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। ভারতকে সে অক্টোপাশের মতো তার রক্তাক্ত শুড়ে আঁকড়ে ধরেছে।

এই অবস্থায় ভারতের কমিউনিস্টদের কাজ হচ্ছে চীন এবং অন্যান্য দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অভিজ্ঞতা নিয়ে, স্বভাবতই সমস্ত কৃষকদের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর মিতালীকে শক্তিশালী করা, আশু প্রয়োজনীয় কৃষিসংস্কার প্রবর্তনের জন্য লড়াই করা এবং — যারা দেশের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে সেই ইঙ্গ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে, আর যারা তাদের সাথে সহযোগিতা করছে সেই প্রতিক্রিয়াশীল বড় বড় বুর্জোয়া ও সামন্ত নৃপতিদের বিরুদ্ধে, দেশের মুক্তি ও জাতীয় স্বাধীনতার জন্য একই সাধারণ সংগ্রামের ভিত্তিতে — সমস্ত শ্রেণীর পার্টি, গ্রুপ এবং সংগঠনকে যারা ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা ও মুক্তিকে রক্ষা করতে ইচ্ছুক, তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করা।.......।

উপনিবেশ এবং পরাধীন দেশগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টি, ট্রেড ইউনিয়ন এবং সমস্ত গণতান্ত্রিক সংগঠনকে মেহনতী জনতার ও সমস্ত প্রগতিশীল শক্তির সমাবেশ করতে হবে, প্রতিদিন বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের উপনিবেশ স্থাপনের প্ল্যানগুলির এবং প্রতিক্রিয়াপন্থীদেব যারা সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সহযোগিতা করছে তাদের বিশ্বাসঘাতক, জনস্বার্থ-বিরোধী ভূমিকার মুখোস খুলে ধরতে হবে।.......।

এই সংখ্যার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য শিরোনাম ঃ

'মাদ্রাজে ও বোম্বাইতে কমিউনিস্ট বন্দীদের উপর গুলিবর্ষণ ঃ সালেমে ২২ জন, নাসিকে ১ জন নিহত', 'বেরিলিতে পুলিস ও জনতার সংঘর্ষ ঃ পুলিসের গুলিতে ১ জন নিহত', 'ময়মনসিং হাজং এলাকায় ৪০০ গ্রাম হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রতীক', 'খুলনায় নুরুল আমীন সরকার মিলিত কৃষক লড়াইকেই আঘাত করেছে'।

মতামত, ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫০, প্রথমবর্ষ সপ্তম সংখ্যার শিরোনাম ঃ

'রেল শ্রমিকদের অসন্তোষ' — ৯ই মার্চ যতই এগিয়ে আসছে রেল শ্রমিক কর্মচারীদের বিক্ষোভ ততই নানাভাবে ফেটে পড়ছে।— ৯ই মার্চের দাবী — কমপক্ষে ৮০৲ টাকা মূল বেতন চাই, ছাঁটাই-রিভার্ট, জুলুম বন্ধ কর, সস্তায় পুরো রেশন চাই, ইউনিয়ন গড়ার অধিকার চাই।

শ্রমিক-বিরোধী বিলের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হও ঃ এ-আই -টি- ইউ- সি'র ডাক'

নেহরু সরকারের শ্রমমন্ত্রী জগজীবন রাম কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে নতুন এক শ্রমিক আইন পাশ করার জন্য বিল উপস্থিত করেছেন।

....“ভারতের রিপাবলিকের প্রথম অধিবেশনে যে সমস্ত আইন পাশ করবার জন্য উপস্থিত করা হয়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে জগজীবন রামের শ্রম-সম্পর্ক বিল। শ্রমিকদের এবং অন্যান্য

কর্মচারীদের সমস্ত সংগ্রামকে বে-আইনী করার জন্য এবং ভারতে জঙ্গী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্যই নির্লজ্জের মতন এই বিল আনা হয়েছে।"

"এই বিলে, ব্যাপক ছাঁটাইয়ের যে কোন পরিকল্পনা কার্য্যকরী করবার অবাধ অধিকার মালিকদের দেওয়া হয়েছে।" ....।

"...... এই ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে ধর্মঘট করা আপনা আপনিই বে-আইনী হবে ; কারণ বিরোধ সংক্রান্ত কোন ধারার মধ্যেই এ ধর্মঘটগুলি পড়ছে না।" ....।

'এবারের আন্তর্জাতিক নারী দিবস : ২রা থেকে ৮ই মার্চ (১৯৫০) — মহিলা সপ্তাহ' — মহিলা সপ্তাহের কার্য্যসূচী

২রা মার্চ — দমননীতি বিরোধী ও শহীদ দিবস
৩ রা মার্চ — সাম্প্রদায়িক ঐক্য দিবস
৪ঠা মার্চ — সমান কাজে সমান মজুরী দিবস
৫ই মার্চ — মূল দাবী দিবস
৬ ই মার্চ — শিশু দিবস
৭ই মার্চ — শান্তির জন্য সংগ্রাম দিবস
৮ই মার্চ — আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস।

এই সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়।

'দাঙ্গা বন্ধ করার পথ কি'

মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদ অনুসারে ভারত বিভাগের পর সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র "বলশেভিকে" (১৫ই জুন ১৯৪৮) এম এলেকসীয়েভ লেখেন :

"ভারত বিভাগের দ্বারা কোন সমস্যারই, এমনকি হিন্দু-মুসলিম সমস্যারও কোন সমাধান সম্ভব ছিল না, সমাধান হইলও না। বরং ইহার ফলে ধর্মের বিরোধ যে বাড়িয়াই গেল, তাহার প্রমাণ মিলিল পাঞ্জাব বিভাগের ব্যাপারে। হিন্দু-মুসলিম-শিখের মধ্যেও রক্তাক্ত সংঘর্ষ বাঁধাইয়া দিবার আরও সুবিধা হইল। লক্ষ লক্ষ আশ্রয়হীন লোক এক ডোমিনিয়ন হইতে অন্য ডোমিনিয়নে ছুটিল। হিন্দু ও শিখরা পলাইল হিন্দুস্থানে এবং মুসলমানরা পলাইল পাকিস্তানে। গ্রামের পর গ্রাম জনহীন হইল, শস্য মাঠেই পড়িয়া রহিল, ক্ষেতে লাঙ্গল দেওয়া হইল না। হিন্দুস্থানে প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দু সংগঠন হিন্দু মহাসভা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ এবং শিখ আকালী দল তাহাদের হত্যাকার্য্য আরও তীব্র করিয়া তুলিল ; পাকিস্তানে মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ড গঠন করিল। ফ্যাসিস্ট কায়দায় গঠিত এই সমস্ত সশস্ত্র দলগুলিতে ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের অসংখ্য চর ছাইয়া ফেলে; ইহারা সংগঠিতভাবে হিন্দুস্থানে মুসলমান এবং পাকিস্তানে হিন্দু ও শিখ নিধন আরম্ভ করে। হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানে এই ভ্রাতৃযুদ্ধের ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও তাহার অনুচরদেরই সুবিধা হইল। ভারত বিভক্ত হইয়া গেল। বিভক্ত দেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্যেই এই বিভাগ।"

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কি কৌশলে বিভক্ত ভারতে তাদের "রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভুত্ব" কায়েম রাখছে সে সম্পর্কে লালঝান্ডা দল তাদের রাজনৈতিক প্রস্তাবে লিখেছেন :

(কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী, তার বদলে ব্যবহার করা হয়েছে লালঝাণ্ডা দল— লেখক)

"সাম্রাজ্যবাদের মতলব হইল ভারত এবং পাকিস্তানকে স্থায়ীভাবে সংঘর্ষের মধ্যে রাখা।" তাহা হইলেই, উহার যেকোন একটা দেশে বিপ্লবী গণ-অভ্যুত্থানের সামান্য লক্ষণ দেখা গেলেই

বিপ্লবকে ডুবাইযা দিবার জন্যে উহাদের যুদ্ধের চোরাবালিতে চালান করা যাইবে · এইভাবেই, তাহাদের উভযেব উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় রাখা যাইবে। দেশের আভ্যন্তরীণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হইতে জনগণকে বিপথে পরিচালিত করাব উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের কোন কোন নেতা যুদ্ধের প্রচার করিয়া বেড়ান; জনগণের বিক্ষোভকে তাহারা পরিচালিত করিতে চাহেন পাকিস্তানেব বিরুদ্ধে।

এই যুদ্ধ প্রচারের বিরুদ্ধে আমাদের লড়িতেই হইবে; উভয় রাষ্ট্রে জনগণের সংগ্রামের ঐক্যের উপর জোর দিতে হইবে; উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখিয়া শোষক ও অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম জারি রাখিয়া এবং উভযের একই শত্রু — ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদেব বিরুদ্ধে সংগ্রাম কবিয়া আমাদের পরস্পরকে সাহায্য কবিতে হইবে।

"শ্রমিকশ্রেণী এবং তাহাদের লালঝান্ডা পার্টি খুব বেশি সতর্ক না থাকিলে সাম্রাজ্যবাদের চালে উভয় রাষ্ট্রেব মধ্যে যুদ্ধে তাহাবা বুর্জোয়াদের লেজুড়ে পরিণত হইয়া পড়িবেন। আজ অবশ্য যুদ্ধের হুমকি প্রভৃতি চাপ হিসাবে দেওয়া হইতেছে, নিজ নিজ সরকারেব পিছনে জনসমর্থন লাভের জন্য দেওয়া হইতেছে। কিন্তু কাশ্মীরের মতো সত্যিকারেব সংঘর্ষের ব্যাপারও সামনে আসিয়া হাজির হইতেছে। সাম্রাজ্যবাদেব চালেব ফলে এই সকল ব্যাপার হইতে যে কোনদিন যুদ্ধের অবস্থা সৃষ্টি হইতে পারে।" ....।

উভয় বাংলার সংখ্যালঘুদের বাঁচানোব তাহলে উপায কি? প্রতিদিন গুজব রটানোর মধ্য দিয়ে উভয় বাংলার জনগণের একটা বিরাট অংশ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে, বাংলার অপর অংশে তাদের আত্মীয়-স্বজনের নিরাপত্তার জন্যে। খুনীদের হাত থেকে তাদের সকল আত্মীয়-স্বজনকে রক্ষা করার পথ কি?

পথ হলো ; পশ্চিমবাংলায় দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে পূর্ববাংলার মুসলিম জনতাকে সেখানকার শ্রমিকশ্রেণীর দাঙ্গানীতিব বিরুদ্ধে সংগ্রাম কবতে সাহায্য করা ; পূর্ববাংলার দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কবে পশ্চিমবাংলার শাসকশ্রেণীর দাঙ্গানীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হিন্দু জনতাকে সাহায্য করা , উভয়বাংলায় জনগণের উপর থেকে দাঙ্গাবাজ শাসকশ্রেণীর প্রভাব নষ্ট করা, জনগণের সামনে সাম্রাজ্যবাদের ঐ দালালদের নগ্ন করা, দাঙ্গাবাজ শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলিম জনতার মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

এছাড়া কোন সহজ পথ নেই ; আপাতদৃষ্টিতে যা সহজ পথ বলে মনে হয়, তা শুধু দাঙ্গাকে স্থায়ী কববে, সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের পোষা কুত্তাদের শোষণ-শাসন চালাতে সাহায্য করবে।

মতামত, ৫ই মার্চ ১৯৫০, প্রথম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যায় প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'ইনফরমেশন ব্যুরোর মুখপত্রের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ — জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর হাতে অমূল্য হাতিয়ার'

কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিসমূহের ইনফরমেশন ব্যুবোর মুখপত্র "ফর এ লাস্টিং পিস ফর এ পিপল্‌স্‌ ডেমোক্রাসী"র ২৭শে জানুয়ারী ১৯৫০ সনের সংখ্যায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ভারতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনেব সমস্যা বুঝিবার পক্ষে এক বিরাট অবদান। আমরা এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধটিকে সর্বান্তকরণে অভ্যর্থনা জানাইতেছি এবং ইহার সমস্ত সিদ্ধান্ত পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতেছি।

চীনে জনগণের বিজয়ী মুক্তি সংগ্রামে কমরেড মাও-সে-তুঙ'এর নেতৃত্বে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি লেনিন ও স্টালিনের শিক্ষা সফলভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন। এই সংগ্রামের শিক্ষা ভারতের মুক্তি সংগ্রামে অগ্রগামী ভূমিকার দায়িত্ব পালনে লালঝান্ডা ও শ্রমিকশ্রেণীব কাছে অবিচল পথপ্রদর্শক হইবে।

লালঝাণ্ডার পরিচালনায় শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব, জাতীয় স্বাধীনতার জন্য লড়িতে ইচ্ছুক এমন সমস্ত শ্রেণীর সমাবেশ এবং আভ্যন্তরীণ অবস্থা উপযোগী হইলে একটি জাতীয় মুক্তিবাহিনী গঠন — এই তিনটি প্রধান শিক্ষা আয়ত্ত করিতে পারিলে লালঝাণ্ডার নেতৃত্বে ভারতের শ্রমিকশ্রেণী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে বিজয়ের পথে পরিচালনা করিতে পারিবে।

শ্রমিকশ্রেণীর একতার জন্য লড়াই ; অবিলম্বে সামন্ততন্ত্র-বিরোধী কৃষি-সংস্কার প্রবর্তনের জন্য সমস্ত কৃষকদের সহিত শ্রমিকশ্রেণীর মৈত্রীকে জোরদার করা , এবং জাতীয় স্বাধীনতার জন্য লড়িতে ইচ্ছুক এমন সমস্ত দল ও শ্রেণীর সমাবেশের ফলে, ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী এবং তাহাদের সহযোগী বড় বড় ধনিক, সামন্ত রাজা এবং জমিদারদের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের জাতীয় সংগ্রামে পূর্ণ বেগে ছুটিয়া চলার পথে সমস্ত বাধা দূর হইবে।

সম্পাদকীয় প্রবন্ধ জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে অগ্রগামী ভূমিকার দায়িত্ব পালনে লালঝাণ্ডার পরিচালনায় শ্রমিকশ্রেণীর হাতে এক অমূল্য হাতিয়ার তুলিয়া দিয়াছে এবং যে সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি এই সংগ্রামের বৃদ্ধিতে বাধা দিতেছিল সেগুলি দূর করায় সাহায্য করিতেছে।

উক্ত সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর বংমশাল প্রেসে ক্রমাগত পুলিসী হামলা হওয়ায় 'মতামত'এর পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশে বিলম্ব হয়।

মতামত, ২৬শে মার্চ, ১৯৫০, প্রথম বর্ষ, দশম সংখ্যায় প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'শ্রম-সম্পর্ক বিল — শ্রমিকশ্রেণীর জন্য দাসত্বের সনদ ঃ দারিদ্র্য, বেকারী ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগঠন ও ধর্মঘটের অধিকার অস্বীকার'

ভারত সরকার যে শ্রম-সম্পর্ক বিল উপস্থিত করেছে তা একটি ফ্যাসিস্ট ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছু নয় — জঙ্গী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ও শ্রমিকশ্রেণীর সমস্ত সংগ্রামকে সম্পূর্ণভাবে দাবিয়ে দেওয়াই হলো এই বিলের উদ্দেশ্য।

যখন জনগণের জীবনে বেকারী ও অনাহার ইতিমধ্যেই বিরাট আকার ধারণ করেছে, যখন পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের দৃঢ় সংকল্প প্রতিরোধকে অতিক্রম করার জন্য এবং তাহাদের ব্যাপক ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে। ঠিক সেই সময়েই ভারত সরকারের এই বিল ঘোষণা করছে যে, হাজার হাজার শ্রমিকের ছাঁটাই করার এবং তাদের বেকার করে দেবার অবাধ ক্ষমতা মালিকদের আছে।

শ্রমিকদের বিরুদ্ধে এই অভিযান চালাবার জন্য ভারত সরকারের এই বিল শ্রমিকদের ধর্মঘট করবার মূল অধিকারকে পুরোপুরিভাবে অস্বীকার করছে।

৩ রা এপ্রিল কালাকানুন-বিরোধী দিবস

* শ্রমিকদের জন্য এই কানুন হচ্ছে দাসত্বের সনদ

* জঙ্গী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে ধ্বংস করবার জন্যই এই শ্রম-সম্পর্ক বিল।

এ-আই-টি-ইউ-সি'র ডাক

— গবর্নমেন্টকে এই বিল উঠিয়ে নিতে বাধ্য করতে হবে।

— ৩ রা এপ্রিল কালাকানুন-বিরোধী দিবস হিসাবে পালন করুন।

— সভা, মিছিল প্রভৃতি করে এই কানুনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তুলুন।

'ভারতে টি .ইউ. আন্দোলনের উপর দমননীতি ঃ বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের অভিযোগ'

লেক সাক্সেস ২রা মার্চ (১৯৫০) তারিখের খবরে প্রকাশ, বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন ভারত গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করিয়াছেন যে, "ভারত গবর্নমেন্ট ট্রেড ইউনিয়ন

কার্যকলাপ দমন করিতে এবং ভারতের শ্রমিকদের বেতন হ্রাস করিয়া ও তাহাদের জীবনধারণের মান নিচে নামাইয়া দিয়া তাহাদিগকে শোষণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন।"

বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন আরও অভিযোগ করিয়াছেন যে, "১৯৪৯ সাল ব্যাপিয়া এই দেশে (ভারতে) ট্রেড ইউনিয়ন দমন করিবার আন্দোলন সুউচ্চ পর্যায়ে উঠিয়াছে।"........।

বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন বলিয়াছেন যে ট্রেড ইউনিয়ন কার্য্যকলাপের এইরূপ অধিকার হরণ মানবাধিকার সম্পর্কিত বিশ্ব সনদের পরিপন্থী।

'মতামত' ৫ই এপ্রিল ১৯৫০, প্রথম বর্ষ একাদশ সংখ্যায় প্রকাশিত ঃ

'বাংলায় দাঙ্গা, কাশ্মীরের সালিশী' এবং লায়েক আলীর 'পলায়ন' একই সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের তিনটি গ্রন্থী'

"মীর লায়েক আলীর পলায়ন" — শীর্ষক প্রবন্ধে বোম্বাইয়ের সাপ্তাহিক 'ক্রসরোড' পত্রিকা মন্তব্য করেছেন মীর লায়েক আলীর নাটকীয় পলায়ন হচ্ছে ভারত-পাকিস্তান বিবাদকে তীব্রতর করে তার মারফৎ উভয় ডমিনিয়নের ওপর হস্তক্ষেপ এবং কর্তৃত্বের পথ পরিষ্কার করার সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রেরই আর একটি ধাপ।"

এর পরের শিরোনাম ঃ

'ট্রেড ইউনিয়ন বিল - ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বে-আইনী করার ব্যবস্থা', 'তেলেঙ্গানার বীর সৈনিকদের মৃত্যুদন্ড রদ করিতে হইবে', 'বাস্তুহারারা সোনা-গহনা-মালপত্র নিয়ে এসেছে ঃ পন্ডিত নেহরুর অভিজ্ঞতা' 'সংগ্রামের পথে পশ্চিম পাকিস্তানের শ্রমিকেরা ঃ লাহোরে ২০ হাজার শ্রমিকের অভিযান', 'ফ্রান্সের বন্দরে ডক শ্রমিকের ধর্মঘট', 'বেলজিয়ামে শ্রমিকদের ধর্মঘট', 'ফ্যাসিস্ট জুলুমের বিরুদ্ধে ইতালীর শ্রমিক'।

মতামত, ১৪ই এপ্রিল ১৯৫০, প্রথম বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যায় প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

কমরেড আর এস রুইকর, মৃণালকান্তি বোস এবং সত্যপ্রিয় ব্যানার্জী নূতন শ্রম সম্পর্ক বিলের বিরোধিতা করার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে যে বিবৃতি দিয়েছেন, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অস্থায়ী সম্পাদক 'ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে ঐক্য প্রতিষ্ঠা সমর্থন' করেছেন। 'আসুন শ্রম-বিলের বিরুদ্ধে হাত মিলাই ঃ হিন্দ মজদুর সভাকে এ. আই. টি. ইউ. সি'র চিঠি ঃ সমাজতন্ত্রী নেতারা নীরব,' **'ঐক্যের ডাকে সাড়া দাও'**--

গণতান্ত্রিক ছাত্রসঙ্ঘের সম্পাদক বিবৃতিতে বলেছেন .... সংগ্রামী নেতা শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেকার বিভেদ মিটিয়ে ফেলে ঐক্যবদ্ধ হবার জন্য যে আহ্বান রুইকর, মৃণালকান্তি বোস এবং সত্যপ্রিয় ব্যানার্জী দিয়েছেন এবং যার সমর্থনে বি. পি. টি. ইউ. সি'র সম্পাদকও বিবৃতি দিয়েছেন, সমগ্র প্রগতিশীল ছাত্র-সমাজের পক্ষ হতে আমরা তার পূর্ণ সমর্থন ও অভিনন্দন জানাচ্ছি ....।

'পি. সি. জোশীর সাথে নেহরু সরকারের বোঝাপড়া ঃ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে বিভেদ সৃষ্টির পরিকল্পনা'

৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৫০) কমিন ফর্ম পত্রিকা "ফর এ লাস্টিং পীস ফর এ পিপল্স্ ডেমোক্র্যাসী"তে প্রকাশিত .... যুক্তরাষ্ট্রে স্টেট ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে এশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিগুলির বিরুদ্ধে লড়বার জন্য বেলগ্রেডে একটি যুগোস্লাভ কমিউনিস্ট বিরোধী কেন্দ্র তৈরী হচ্ছে ....।

"ঐ কেন্দ্র ভারতে খোলার প্ল্যান করা হয়েছে। নয়াদিল্লির যুগোস্লাভ দূতাবাসই ঐ ইঙ্গ-মার্কিন কমিউনিস্ট বিরোধী কেন্দ্রের কাজ চালাবে। " .... ।

"মনে হয় যে, ভারত সরকার কতিপয় কমিউনিস্টের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহারের জন্যে বিভিন্ন রাজ্যের সরকারের প্রতি নির্দেশ প্রেরণ করেছেন। ইহা হতে অবশ্য কমিউনিস্টদের প্রতি সরকারের ভাবগতির কোনও পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে না। .... যোশী কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান পলিটব্যুরোর কর্তাদের সাথে একমত নহেন। সরকার যোশীকে এখন পর্যন্ত বাঞ্ছিত ব্যক্তিরূপে বিবেচনা না করলেও তিনি অবাঞ্ছিতও নহেন এবং তার মতানুযায়ী কমিউনিস্টরা সরকারের নিকট থেকে অপেক্ষাকৃত সদয় ব্যবহার লাভ করতে পারে।"

'শ্রমিক ঐক্য গড়ে তোলার সংগ্রামে অগ্রসর হউন'

কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলির ইনফরমেশন ব্যুরোর সভায় রিপোর্ট পেশ করতে গিয়ে ইতালীর কমিউনিস্ট-নেতা কমরেড তোগলিয়াতি বলেছেন ঃ

"সবচেয়ে গুরুতর যে বিপদ আজ কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে বিপন্ন করছে, সে হচ্ছে, চলতি ঘটনাবলীর সামনে নিষ্ক্রিয় থাকা, বাধার কাছে আত্মসমর্পণ করা; শান্তি ও গণতন্ত্রের শত্রুদের শক্তিকে বাড়িয়ে দেখা।" ....।

"এশিয়ার অত্যাচারিত দেশগুলির শ্রমিকগণ, আপনারা জানেন যে আপনাদের নিজেদের মুক্তি, আপনাদের জাতীয় মুক্তি থেকে অবিচ্ছেদ্য। .... আপনাদেরই হতে হবে জাতীয় মুক্তির জন্য সবচেয়ে অনুরক্ত, সবচেযে দৃঢ়সঙ্কল্প এবং সবচেয়ে সুনিপুণ সৈনিক। কৃষকদের ব্যাপক জনসাধারণকে, বুদ্ধিজীবীদিগকে, শহরের মধ্যবিত্তদের এবং জাতীয় ধনিকশ্রেণী যারা সাম্রাজ্যবাদ ও তার অনুচরদের আরোপিত বাধা-নিষেধে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও দুর্ভোগ ভোগ করে — এদের সবাইকে আপনাদের চারিপাশে ঐক্যবদ্ধ করার জন্যও আপনাদেরই উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।"

'তেলেঙ্গানার অধিকাংশ জনতাই কমিউনিস্টদের পক্ষে ঃ প্রবীণ কংগ্রেসী নেতা পন্ডিত সুন্দরলালের স্বীকৃতি', **'তেলেঙ্গানার ১৫ হাজার বর্গমাইল জুড়ে মুক্তি সেনাদের সংগ্রাম'** —

সাম্রাজ্যবাদের প্রচারযন্ত্র পি. টি. আই, রয়টার বলছে — (হায়দরাবাদ ৯ই এপ্রিল) — হায়দরাবাদ রাষ্ট্রের তেলেঙ্গানা অঞ্চলে ১৫ হাজার বর্গমাইল অধিক এলাকা জুড়ে এক হাজার থেকে দু'হাজার বেপরোয়া গেরিলার সুসংগঠিত বাহিনী এখন সরকারের সামরিক পুলিস বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছে — তারা গেরিলা রণ-কৌশল প্রয়োগ করছে।

'তেলেঙ্গানার এই বীর সৈনিকরা'

১। গরলাপর্তি রঘুপতি রেড্ডী, ২। চামলা জনার্দ্দন রেড্ডী, ৩। ভাদেরী মেরাইয়া, ৪। মেগী ভিলাকাইয়া, ৫। মেরে হনুমন্ থলু, ৬। ভোভী পালা চিনা রেড্ডী, ৭। ওযারলা পাপাইয়া, ৮। ওযারলা মালাইয়া, ৯। গুলাম দস্তগীর, ১০। দাসী রেড্ডী, ১১। নারায়ণ রেড্ডী, ১২। কুর্ম্ম লিঙ্গারিয়া, ১৩। কালুরী ইলাইয়া, ১৪। স্যামুয়েল।

মৃত্যুদন্ডের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করার সামান্য অধিকাব থেকেও এই বীর সৈনিকদের বঞ্চিত করা হয়েছে। সম্প্রতি হায়দরাবাদের হাইকোর্ট জানিয়ে দিয়েছে এই বন্দীরা আর কোথাও কোনও আপীল করতে পারবে না। অর্থাৎ এখন যে কোনদিন এঁদের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।

মতামত, মুক্ত-চীন সংখ্যা, ২১শে এপ্রিল ১৯৫০ শুক্রবার, ১ম বর্ষ ১৩শ সংখ্যায় প্রকাশিত শিরোনামঃ,

'অক্টোবর বিপ্লবের আলোকিত পথে চীনের বিপ্লব', হু শেঙ-এর লেখা 'মাও-সে-তুঙের নতুন গণতন্ত্রের দশ বছর', **'উপনিবেশ ও অৰ্দ্ধ উপনিবেশে জাতীয় স্বাধীনতা ও গণরাষ্ট্রের সংগ্রামে এই প্রকৃত পথ ঃ মার্কসবাদ-লেনিনবাদই হাতিয়ার— মাও-সে-তুঙ', 'নেহরু-লিকায়ত চুক্তি — মুক্তি সংগ্রামের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার হাতিয়ার', '১৯৫০'র মে-দিবস নতুন ইতিহাস রচনা করুক ঃ**

স্থানীয় ও কারখানা ভিত্তিতে যুক্ত কমিটি গড়িয়া তুলুন ঃ শ্রমিকদের ঐক্যের পক্ষে জমায়েত করুন', **'রাজবন্দীদের মায়েদের কমিটির আবেদন'**

আমরা বাংলার 'রাজবন্দীদেব মায়েদের কমিটি 'র তরফ থেকে আগামী ২৭শে এপ্রিল জাতীয় দিবস পালন কবার জন্য সমস্ত প্রগতিশীল জনসাধারণকে আহ্বান জানাচ্ছি। আবার কলকাতাবাসীব কাছে ২৭ শে এপ্রিল এসেছে এক বেদনার স্মৃতি নিয়ে। গত বছর এই দিনে রাজবন্দী অনশনী ভাইবোনদের দাবীর জন্য মহানগবীর রাজপথে পুলিসের গুলিতে প্রাণ দিলেন — লতিকা, প্রতিভা, গীতা, অমিযা। সাম্রাজ্যবাদীদের দেশীয় অনুচরদেব বর্বরতায় সমস্ত শহর সেদিন উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। ২৭শে এপ্রিল (১৯৪৯) আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় সেই মরণজয়ী মেয়েদের কথা, আরও বহু শহীদ মায়ের স্মৃতি, ক্ষেতে-খামারে, কলে-কারখানায় জীবন দিয়েও যাবা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন সাম্রাজ্যবাদীদের তাঁবেদার সরকারের বীভৎস দমননীতির বিরুদ্ধে। ....।

.... ব্যক্তি স্বাধীনতা বক্ষায় বাংলাব শত শত মায়েদের সাথে আপনিও প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠুন — রাজবন্দীদেব বক্সায় পাঠানো কোনমতেই চলবে না। সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদেরই মুক্তি চাই।

— উমা সেন,

(সম্পাদিকা — বাজবন্দী মায়েদের কমিটি)

এই সংখ্যাব গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম যা প্রত্যেকটি কমিউনিস্ট কর্মীর কাছে বর্তমানেও প্রযোজ্য — বুলগেরিয়াব কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয কমিটির জানুয়াবী ১৯৫০-এর বর্দ্ধিত সভায় সাধারণ সম্পাদক কমরেড সেবভেনকভের রিপোর্ট হইতে —

'সমালোচনা, আত্মসমালোচনা'

"আবও একটি বিশেষত্ব যা দিযে অন্যান্য সভাদের থেকে আমাদের পার্থক্য বোঝা যায়, সে হচ্ছে আমাদের গভীর আত্মসমালোচনা।"

"আমরা অনেক সময় বলেছি ঘববাড়ী প্রায়ই পরিষ্কার করা দরকার, নইলে সেখানে ধুলো জমবে, এবং আমাদেব মুখ প্রায়ই ধোয়া দরকার, নইলে মুখ ময়লা হয়ে যাবে। আমাদের কমরেডদের চিন্তাধারা এবং আমাদের পার্টির কাজেও অনেক সময় ধুলো জমতে পারে, সেগুলিকেও পরিষ্কার করা দরকার, স্রোতঃশীলা নদীর জল কখনো পচে না, দরজার কব্জাতে কখনো পোকা ধরে না" এই উদাহরণ থেকেই দেখা যায যে, ছোঁয়াচে প্রভাব বা ক্ষয়কাবী কাজের প্রতিশোধক হচ্ছে অবিরাম গতি।

"আমাদের কাছে রাজনৈতিক বীজাণুর হাত থেকে আত্মবক্ষার সবচেয়ে কার্য্যকরী উপায হচ্ছে আমাদের কাজের নিয়ত আলোচনা; (রিভিউ) সর্বদাই যার উদ্দেশ্য হবে গণতান্ত্রিক কার্যকলাপের ব্যাপকতা বাডান. কোন দ্বিধা না করে সমালোচনা এবং আত্মসমালোচনা গ্রহণ করার ক্ষমতা আর "কোন কিছু না ঢেকে, মনে যা আছে বলে ফেল", "বক্তাকে দোষ দিলে চলবে না, শ্রোতাকে সে সম্পর্কে নজব দিতে হবে," "যদি কোন ভুল করে থাক তবে তার সংশোধন কর; যদি কোন ভুল না করে থাক তাহলে আরও ভালভাবে কাজ করার চেষ্টা কর" — এই প্রাচীন প্রবাদবাক্যগুলিকে কাজে পরিণত করা।

"আমরা আমাদের 'মতবাদকে ঢেলে সাজ' এই আন্দোলনে সাফল্য লাভ করতে পেরেছিলাম তাব কাবণ সেই আন্দোলনের মধ্যে সঠিক এবং গভীর সমালোচনা এবং আত্মসমালোচনার এক সফল আন্দোলন আমরা শুরু করেছিলাম।"

চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ৭ম জাতীয় কংগ্রেসে কমরেড মাও-সে-তুঙ-এর রিপোর্ট হইতে —

"সাধারণ সভ্যদের দ্বারা ব্যাপক সমালোচনা সংগঠন করা, তাকে বিকাশ করান দরকার।"

"শ্রমিকদের, আমাদের দেশের সমস্ত মেহনতী জনগণকে আমাদের বলতে হবে ঃ সমালোচনা করুন ! আমাদের কাজের দূষিত ক্ষত এবং গাফিলতিগুলি সম্পর্কে সাহসের সঙ্গে এবং খোলাখুলিভাবে সমালোচনা করুন ! সমালোচনা করতে ভয় পাবেন না। সাধু-ভাষায় এবং নিখুঁতভাবে নিজের কথা প্রকাশ করতে পারেন না বলেই সমালোচনা করতে দ্বিধা করবেন না। দরকার শুধু কোন সাধু উদ্দেশ্যে এবং সদিচ্ছা নিয়ে কথা বলা, দবকার শুধু সাহায্য করার ইচ্ছা। দুর্বলতাগুলির সমালোচনা করুন, সেগুলিকে মেনে নেবেন না, সেগুলি যেন নজর এড়িয়ে না যায়। এ ধরণের সমালোচনা করলে কারুর ক্ষতি হবে না ! কেউ কেউ সমালোচনায বাধা দেয়, আর কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করে, তবে সে ভুগবে এবং সেই অনুপাতে তাকে ভুগতেই হবে।"

ওপরের তলায় সমালোচনা, আমাদের নেতাদেব দ্বারা সমালোচনাই যথেষ্ট। এটা দবকার, কিন্তু এই যথেষ্ট নয়।

"তলার দিকে সমালোচনাও সমান দবকার। নীচেব থেকে সমালোচনাই এখন আমাদের জন্যে প্রধান জিনিস।"

"সমালোচনা এবং আত্মসমালোচনা হচ্ছে কর্মীদের শিক্ষিত করার বিশেষ, বলশেভিক উপায। আমাদের গণরাষ্ট্রিক ব্যবস্থায় সমালোচনা এবং আত্মসমালোচনা হচ্ছে অন্যতম প্রধান চালনী শক্তি।"

"সেই জন্যে আমাদেব প্রধান কাজ ঃ সর্বত্র ব্যাপকতম, সুস্থ সমালোচনা এবং আত্মসমালোচনার বিকাশ ঘটান।"

"মেহনতী জনগণের মৌলিক স্বার্থ, সমাজতন্ত্রের স্বার্থ — এই নির্দেশই দেয়।"

মতামত, ১২ই মে ১৯৫০, ১ম বর্ষ ১৬শ সংখ্যায় প্রকাশিত ঃ

'বোম্বাই শহরে শান্তি সপ্তাহ এটম বোমার বিরুদ্ধে বোম্বাই-এর ৪২ হাজার জনতার ঘোষণা'

বিশ্বশান্তি কমিটিব এটম অস্ত্র বে-আইনী ঘোষণা করার আবেদনপত্রে ৪২ হাজার সই সংগ্রহ করেছেন।

শান্তি সপ্তাহ উপলক্ষ্যে 'সোভিয়েট থেকে অভিনন্দন', 'চীনেব মহিলাদের অভিনন্দন', 'বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের আবেদন', 'আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক মহিলা সংঘের আবেদন', ফর এ লাস্টিং পীস ফর এ পিপল্‌স্ ডেমোক্র্যাসী পত্রিকার ১৫শ সংখ্যার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ 'এটম অস্ত্র নিষিদ্ধ করার আবেদনপত্রে কোটি কোটি সই চাই', পিপল্‌স্ চায়না ৭ নং সংখ্যায় সম্পাদকীয় 'একটি মশা ও শান্তির দূর্গ', 'দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর রাজধানী মস্কোতে এবং মুক্ত চীনের রাজধানী পিকিং শহরে — দেশে-বিদেশে মে দিবসের উৎসব ঃ স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের জন্য মেহনতী জনতার সঙ্কল্প ঘোষণা', 'মে দিবস উপলক্ষ্যে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর কাছে সোভিয়েট শ্রমিকশ্রেণীর বাণী', সম্পাদকীয় '**রাজশাহী জেলে গুলি**' ....

নিহতদের মধ্যে আছেন — ১। বিজন সেন, ২। দেলওয়ার, ৩। সত্যেন সরকার, ৪। সুখেন্দু ভট্টাচার্য্য, ৫। হানিক, ৬। আনোয়ার, ৭। সুধীন ধর, ৮। আব্দুল হক, ৯। অমূল্য।

'কবি সুকান্ত স্মৃতি বার্ষিকী ঃ বিশিষ্ট শিল্পী ও সাহিত্যিকদের আবেদন'

সাহিত্যিক ঃ অনিল কাঞ্জিলাল, পরিচয় সম্পাদক ঃ সরোজ দত্ত, গোলাম কুদ্দুস, নীরেন্দ্রনাথ

রায়, গোপাল হালদার, অধ্যাপক শান্তিরঞ্জন সেন, রমাপ্রসাদ দাস, রণেন রায়, সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শান্তিময় রায়, রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, সীতাংশু মৈত্র, সন্তোষ ভট্টাচার্য্য। ভূ-পর্যটক রমানাথ বিশ্বাস, কবি বিমল ঘোষ, রাম বসু, সিদ্ধেশ্বর সেন, শিক্ষা ও শিক্ষক পত্রিকার সম্পাদক হীরেন্দ্রনাথ রায়, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির পক্ষে ভুজঙ্গভূষণ ভট্টাচার্য, অজিত দাস, সত্য লাহিড়ী, সমরকুমার দাস, দ্বীজেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বীণা দত্ত, বীণা মজুমদার, অপর্ণা সেন, প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পক্ষে ললিতমোহন সিংহ ও গণতান্ত্রিক ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রী ইউনিয়ন সুকান্ত স্মৃতি সভার পক্ষে বিবৃতিতে বলেন ঃ—

.... আগামী ২৯শে বৈশাখ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

নবযুগের জাতীয় মুক্তি চেতনার প্রতীক সে, আজকের মুক্তিকামী শিল্প-সংস্কৃতি কর্মীদের মনের কথাকে ঐ বয়সে এমন তীব্র ভাষায় রূপায়িত করে সে মুক্তিযুদ্ধের অগ্রণীদের মধ্যে স্থান নিয়েছে।

.... তার অকাল মৃত্যুতে সে সম্ভাবনা ব্যাহত হয়েছে, তাকেই পুনরুজ্জীবিত করার, সমৃদ্ধ করার শপথ নেবার জন্য।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ এই সংখ্যায় প্রকাশিত —

১৯৩৭ সালে মাও-সে-তুঙ-এর লেখা প্রবন্ধ ঃ

'উদারনীতিবাদের বিরোধিতা করুন'

আমরা সক্রিয় আদর্শগত লড়াইয়ের প্রয়োজনীযতার কথা বলে থাকি .... এই লড়াই সংগ্রামী শক্তিকে বাড়িয়ে দেবে। কমিউনিস্ট পার্টির প্রত্যেকটি সভ্য এবং প্রত্যেক বিপ্লববাদীরই এই হাতিয়ারের তাৎপর্য বোঝা দরকার।

উদারনীতিবাদ কিন্তু আদর্শগত লড়াই বর্জন করে চলে এবং নীতিকে জলাঞ্জলী দিয়ে শান্তির কথা বলে। ফলে দুর্নীতিগ্রস্ত আর একঘেয়ে কর্মপদ্ধতির সৃষ্টি হয় এবং তার থেকেই পার্টির কিছু কিছু সংগঠন ও ব্যক্তির মধ্যে এবং অন্যান্য বিপ্লবী দলগুলির মধ্যে রাজনৈতিক অধঃপতন দেখা দেয়।

উদারনীতিবাদের চেহারা

উদারনীতিবাদ আত্মপ্রকাশ করে নানা উপায়ে ঃ

নীতিগত প্রশ্নে অথবা পরিচিতজন, আত্মীয়-স্বজন, স্কুলের সাথী, ঘনিষ্ট বন্ধু, প্রিয়জন, পুরানো সহকর্মী এবং ভূতপূর্ব নিম্নপদস্থদের মার্কা মাবা সুস্পষ্ট দুষ্কৃতির প্রশ্নে কোনও যুক্তি উত্থাপন না করা; ঘটনাকে আপন গতিতে চলতে দেওয়া এবং শান্ত ও বন্ধুত্বপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য যা ইচ্ছা করা হয়তো বা না ভেবে-চিন্তেই কতকগুলো ধারণাকে তুলে ধরা অথচ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সমস্যাগুলির সমাধান করতে না চাওয়া এবং এইভাবেই একটা শান্তিপূর্ণ আবহাওয়াকে বজায় রেখে পরিণামে সংগঠন এবং ব্যক্তি উভয়েরই ক্ষতি করা **উদারনীতিবাদের এই হলো পয়লা নম্বর চেহারা।**

দায়িত্বজ্ঞানবিবর্জিত হয়ে আড়ালে থেকে লোকের সমালোচনা করা এবং পার্টি কর্তৃত্বের কাছে সক্রিয়ভাবে কোনও পরামর্শ না দেওয়া; অপরের বিরুদ্ধে সামনাসামনি কথা না বলে তাদের অনুপস্থিতিতে বল্গাহীন কথা বলা; সভায়, বৈঠকে চুপ করে থেকে পরে দারুন ঘ্যান ঘ্যান করা; সংঘজীবনের নিয়মকানুন উপেক্ষা করা এবং তার বদলে নিজের ঝোঁক অনুযায়ী চলা, ***এই হলো ২য় নম্বরের উদারনীতিবাদ।*** ....।

উৎস কোথায়?

উদারনীতিবাদের উদ্ভব সেই পাতিবুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থপরতা থেকে যাদের কাছে ব্যক্তির স্বার্থ বিপ্লবের স্বার্থের চেয়ে বড়। এর থেকেই সৃষ্টি হয় আদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক উদারনীতিবাদ।..............।

কমিউনিস্ট পার্টির সমস্ত বিশ্বস্ত, দিলখোলা, সক্রিয় এবং নির্ভীক সভ্যই ঐক্যবদ্ধ হয়ে উদা রনীতিবাদের ঝোঁকের বিরুদ্ধে দাঁড়ান এবং এর কবলিত হয়ে পড়েছে যারা তাদের ঠিক পথে পরিচালিত করুন। আদর্শগত ফ্রন্টে এই আমাদের অন্যতম কাজ।

এর পরবর্তী শিরোনাম ঃ

'প্রগতিশীল গ্রন্থ ব্যবসায়ে বাধা'

সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে প্রকাশিত বই ও সাময়িক পত্রের আমদানীকারকেরা বিবৃতিতে বলেছেন —

আমরা সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে প্রকাশিত বই ও সাময়িক পত্রের আমদানী করি। গত এক বছর যাবৎ আমরা এই ব্যবসা চালাচ্ছি। কিন্তু এই প্রগতিশীল পুস্তকের ব্যবসার ওপর দিন দিন পুলিস দপ্তরের হামলা বেড়েই চলেছে। .... কিন্তু এই ব্যাপারে চিন্তার ও জানার স্বাধীনতা পেছন থেকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে কেন? ভারতবর্ষ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং দুই দেশের মধ্যে ব্যবসার ওপর কোন বাধা-নিষেধ নেই।...............।

প্রতি সভ্য দেশে স্বীকৃত মূল নাগরিক অধিকারের বিরোধী এই সকল কাজ দিনের পর দিন সমানে চলেছে। .... আমরা সংবাদপত্র ও জনসাধারণের কাছে আবেদন করছি, তাঁরা যেন কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ দেন, এই অবস্থার অবসান ঘটাতে।

নিউ পাবলিশার্স ও অন্যান্যরা।

মতামত, ১৯শে মে ১৯৫০, ১ম বর্ষ ১৭শ সংখ্যায় প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'এটম অস্ত্র নিষিদ্ধ কর'

● বোম্বাইয়ে বিশ্বশান্তি কমিটির আবেদনে ৪২০০০ সই সংগ্রহ হয়েছে।

● দিল্লীতে ১০ হাজাব লোকের সভায় এই আহ্বান সমর্থিত হয়েছে এবং ১৫ হাজার সই সংগ্রহ হয়েছে।

● লক্ষ্ণৌতে ২৫০০ সই সংগৃহীত হয়েছে।

● বিশ্বশান্তি রক্ষা সমস্ত লোকের দায়িত্ব। আপনি কি বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের আবেদনে সই দিয়ে আপনার দায়িত্ব পালন করেছেন?

শান্তি আন্দোলন সম্পর্কে অন্যান্য শিরোনাম ঃ

'বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের ডাকবাংলার গ্রামাঞ্চলেও ছড়াইয়া পড়িতেছে', 'ভারতের শান্তি সৈনিকদের কাছে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক বার্ণালের চিঠি', ফর এ লাস্টিং পীস ফর এ পিপল্স্ ডেমোক্র্যাসীর ২১শে এপ্রিল ১৯৫০-এর ১৬ নং সংখ্যার সম্পাদকীয় 'লেনিনবাদ ও বিশ্বমানবের শান্তির লড়াই' প্রাভদায় ডি-ভ্যাসিলিয়েক'-এর লেখা 'মালয়ে নৃশংস যুদ্ধ কার স্বার্থে?'

এরপরের শিরোনাম ঃ

'বামপন্থী সংকীর্ণতাবাদ সম্পর্কে কমরেড ডিমিট্রিফ'

.... শ্রমিকশ্রেণীর ওপর কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব যেকোন স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া দিয়ে লাভ করা যায় না, একথা আত্মসন্তুষ্ট সঙ্কীর্ণতাবাদ বোঝানো বা বুঝতে পারে না। শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামে

কমিউনিস্ট পার্টির যে নেতৃত্ব তার অবশ্যই অর্জন করে নিতে হবে। এ জন্য দরকার কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকার বড়াই নয় — এ জন্য দরকার দক্ষতার — দরকার জনসাধারণের মধ্যে দৈনন্দিন কাজ ক'বে ও অভ্রান্ত নীতি অনুসরণ করে মেহনতী জনতার আস্থা অর্জন করা ....।

এই সংখ্যাব আরও দু'টি বিশেষ শিরোনাম ঃ

'রংপুরে কৃষক নেতাদের উপর নৃশংস দন্ডাজ্ঞা' এবং 'কুখ্যাত বক্সা ক্যাম্পে ২৪ জন বন্দী প্রেরণ'—

মতামত, ২৬শে মে, ১৯৫০, ১ম বর্ষ ১৮শ সংখ্যায প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'বিশ্ব শান্তি কমিটির আহ্বানে এটম বোমা নিষিদ্ধ করাব দাবীতে কলিকাতা ও শহরতলীতে সই সংগ্রহের অভিযান', সারা ভারতব্যাপী শান্তি আন্দোলন ছড়াইতেছে, সমস্ত শান্তি-প্রতিষ্ঠানের কাছে বিশ্বশান্তি কমিটির সেক্রেটারীর ঘোষণাপত্র - 'ষ্টকহল্‌ম্ থেকে প্রচারিত আবেদনে সই সংগ্রহ - শান্তি রক্ষার জন্য আন্দোলনের প্রধান কাজ', — ফর এ লাস্টিং পীস ফব এ পিপল্‌স্ ডেমোক্র্যাসীর সম্পাদকীয়, ২৮শে এপ্রিল ১৯৫০-এর ১৭ নং সংখ্যায় — 'শান্তির জন্য সংগ্রাম জঙ্গী দায়িত্ব', **'ভারতে শান্তি আন্দোলন' সম্পর্কে ফর এ লাষ্টিং পীস ফর এ পিপল্‌স্ ডেমোক্র্যাসী'র ১৭ নং সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছে**

"ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের উস্কানিদাতা ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং তাহাদের সামন্ততান্ত্রিক ও বুর্জোয়া দালালদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মিলিত হওয়ার জন্য ভারতের জনগণকে শান্তিরক্ষীদের সম্মেলনের স্থায়ী কমিটি ডাক দিয়েছে। কমিটি সমস্ত স্থানীয় এবং প্রাদেশিক শান্তি কমিটির কাছে প্রকৃত হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য লড়াই করিতে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক, ছাত্র, মহিলা ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক সংগঠনের সহিত যুক্তভাবে শান্তির সমর্থকদের শোভাযাত্রা সংগঠিত, হিন্দু-মুসলিম গন্ডগোল বন্ধ করার জন্য শান্তির সমর্থকদের দল গঠন এবং যুদ্ধবাজ ও হাঙ্গামার সংগঠনকারীদের তীব্র প্রতিরোধ করার সুপারিশ করিয়াছেন।"

গণতান্ত্রিক বিশ্ব নারী সংঘ, গণতান্ত্রিক বিশ্ব যুব সংঘ এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক সংগঠনের উদ্যোগে 'পয়লা জুন আন্তর্জাতিক শিশু দিবস' —

এই দিবস পালন উপলক্ষ্যে যে আবেদন প্রচার করেছেন — "কোটি কোটি নারী ও পুরুষের পক্ষ থেকে এবং মায়েদের, যুবাদের ও মেহনতী জনগণের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে আমরা আজ আহ্বান জানাচ্ছি। শিশুদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যারা চিন্তিত তাদের সকলের কাছেই আমরা আহ্বান জানাচ্ছি ঃ শিশুদের রক্ষা করার ও তাদের বাঁচাবার লক্ষ্য নিয়ে আমাদের সাথে এসে যোগদান করুন। কোটি কোটি নিরপরাধের জীবনের উপর আজ এটম বোমার বিভীষিকা ঝুলছে।

যারা আজ এটম বোমা পরিচালনা করছে তারা গত মহাযুদ্ধের কোটি কোটি পিতৃ-মাতৃহীন শিশুদের অবস্থা দেখেও সন্তুষ্ট নয়। অতি দ্রুতগতিতে তারা দুনিয়াব্যাপী আর একটি নতুন ধ্বংসকান্ডের প্রস্তুতি করছে --- জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে ধ্বংস করা হ'লো তার উদ্দেশ্য। এশিয়ার অনেক দেশেই তারা আজ ঔপনিবেশিক যুদ্ধ পরিচালনা করছে --- এই সমস্ত দেশে তারা মৃত্যুর বীজ বপণ করছে"।

দুনিয়ার প্রত্যেকটি শিশুর বাঁচবার অধিকাব রয়েছে — তার রয়েছে স্বাস্থ্যময় জীবনযাপন করবার অধিকার; তার রয়েছে গণতান্ত্রিক শিক্ষা পাবার অধিকার। শিশুর এই অধিকার রক্ষা করার জন্য নারীদের, যুবাদের ও মেহনতী জনগণের এবং আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও স্থানীয় সংগঠনগুলিরও ঐকবদ্ধ হবাব প্রয়োজনীয়তার এই আহ্বানে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

'যুক্ত প্রদেশে পিটুনী সৈন্যবাহিনী কেন পাঠানো হলো?ঃ লক্ষ্ণৌর 'অধিকার পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্য'—

... . কমিউনিস্টদের ওপর লক্ষ্ণৌর সাপ্তাহিক 'অধিকাব' পত্রিকার কিছুমাত্র সহানুভূতি আছে বলে কেউ কোনদিন ভাবতেও পারে না। প্রবন্ধটির নাম 'দমননীতি'র দ্বারা শান্তি আসে না।'

সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, "কমিউনিস্ট আন্দোলন দমনের জন্য বালিয়ায় দুই ব্যাটেলিয়ান সশস্ত্র পুলিস পাঠান হয়েছে। কৃষকদের দুর্দশা দূর কববার জন্য দু'জন খাঁটি কংগ্রেস কর্মী জেলায় গিয়েছেন, এই মর্মে আমরা যদি কোন সংবাদ পেতাম তাহ'লে আমরা আরও বেশি সুখী হতাম।"

"বুলেট দিয়ে বালিয়ার কৃষকদের খালি পেট ভর্তি করা যাবে না। তবে গবর্নমেন্ট যদি যুক্তপ্রদেশে তেলেঙ্গানা সৃষ্টি করার অভিপ্রায় করে থাকেন, তা'হলে সে স্বতন্ত্র কথা।"

"দেড় বছর আগে যখন ভারতীয় সেনাবাহিনী হায়দরাবাদে প্রবেশ করেছিল তখন ওয়ারেঙ্গল ও লালগোন্ডা মাত্র এই দু'টি জেলাতেই কমিউনিস্টদের প্রভাব ছিল। এই দেড় বছরে হায়দরাবাদ ও মাদ্রাজ গবর্নমেন্ট কমিউনিস্ট মতবাদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে সংগ্রাম চালিয়েছেন ....।"

"কিন্তু এসবের ফল কি দাঁড়িয়েছে? দু'বছর আগে হায়দবাবাদের মাত্র দুইটি জেলার পবিবর্তে আজ সেখানে চারটি জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে।"

.... সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছেঃ

"একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, যাকে আজ আমবা কমিউনিস্ট গোলমাল ও বিদ্রোহ বলি, আসলে তা ভুখা ব্যাপক সাধারণ লোকেব লড়াই ছাড়া আর কিছু নয়। তবে এসব লড়াইয়ের বিশেষত্ব হচ্ছে যে, এগুলো কমিউনিস্টদের দ্বারা পরিচালিত হয়। পল্লী অঞ্চলের জনসাধারণের অসন্তোষ অত্যন্ত গভীর এবং গবর্নমেন্ট যখন সেই অসন্তোষ গঠনমূলক কাজের দ্বারা দূর না ক'রে অকথ্য দমননীতি চালাতে থাকে, তখন জনসাধাবণ ক্রমেই বেশি করে কমিউনিস্টদের প্রচার ও নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।" ....।

রাজবন্দী মায়েদের ডাক

বাংলার জেলে জেলে যে হাজার হাজার মেয়ে-পুরুষ কারারুদ্ধ হয়ে আছে, তাহাদের উপর জুলুম যে কত প্রকারে বাড়িয়া উঠিয়াছে .... এইরূপ ব্যবহারের আমরা প্রতিবাদ জানাইতেছি।.... ....।

বক্সার নির্বাসনের বিরুদ্ধে, জেলের ভিতরে ও বাহিরে বন্দীদের সহিত এইরূপ ব্যবহারের বিরুদ্ধে এবং সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির দাবিতে আপনাদের প্রতিবাদ তুলুন।

বিমলা দেবী

সভানেত্রী (রাজবন্দী মায়েদের কমিটি)

মতামত, ২রা জুন ১৯৫০, প্রথম বর্ষ, ১৯শ সংখ্যাব শিবোনামঃ

'এটম অস্ত্র নিষিদ্ধ করার আন্দোলনে কলিকাতা ও হাওড়ায় দলমত নির্বিশেষে শ্রমিক, ছাত্র, মধ্যবিত্তের মধ্যে সাড়া', 'দুনিয়ার দেশে দেশে শান্তি আন্দোলনের অগ্রগতি', 'এটম বোমা নিষিদ্ধ করার আবেদনে সই সংগ্রহ করুনঃ বি. পি. টি. ইউ. সি'র জেনারেল কাউন্সিলের ডাক', 'বিশ্বশান্তি স্থাপনের সংগ্রামে ছাত্র সমাজ', 'শান্তির উপরে পোষ্টার লাগাতে গিয়ে ছাত্রকর্মী গ্রেপ্তার', মতামত— ২টি সম্পাদকীয় নিয়ে "ক্রোড়পত্র" প্রকাশিত শিরোনাম — ফর এ লাষ্টিং পীস ফর এ পিপলস্

ডেমোক্র্যাসীর ১৯শে মে ১৯৫০-এর সম্পাদকীয় — 'যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঔপনিবেশিক ও পদানত দেশগুলির জনসাধারণ' এবং ইন ডিফেন্স অব পীস পত্রিকার ৯ম সংখ্যার সম্পাদকীয় — 'এটম বোমা নিষিদ্ধ করাতে আমরা পারবই'।

এই সংখ্যাতেই **'সংবাদপত্রের স্বাধীনতা'** সম্পর্কে একটি চিঠি প্রকাশিত হলো। তার কিছু অংশ নিম্নে দেওয়া হলো।

মহাশয়,

বোম্বাই থেকে প্রকাশিত প্রগতিশীল সাপ্তাহিক 'ক্রসরোড'-এর মাদ্রাজে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে মাদ্রাজ সরকার যে আদেশ জারী করেছিলেন, সুপ্রিম কোর্টের রায়ে মাদ্রাজ সরকারের সেই আদেশ বাতিল হয়ে গেছে।

ভারত এবং প্রাদেশিক সরকারগুলি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা যেভাবে নষ্ট করেছেন, তা নতুন করে বলার নেই। এই বাংলাদেশের কথাই ধরুন না ।

আমি একখানি দৈনিক কাগজ 'দৈনিক সংবাদ' সম্পাদনা করতাম। ৫/৬ মাস কাগজ চলার পর হঠাৎ একদিন সেই কারখানার উপর জুলুম হলো সেন্সর না করিয়ে কাগজে কোন কিছুই বের হ'তে পারবে না। এমন কি নিউজ এজেন্সিগুলির খবর পর্যন্ত না।.............. ।

বাধ্য হয়ে আমার কাগজে আমি কাগজের যতটুকু অংশ সেন্সর করা থাকত, কাগজের সেই সমস্ত খালি রেখেই কাগজ বের করতে শুরু করলাম। ৪ পৃষ্ঠা কাগজের মধ্যে ২ পৃষ্ঠা কিংবা তারও বেশি সেন্সরের জন্য বাদ দিতে হতো, তবু এই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন কাগজ জনসাধারণ কিনত, আগ্রহের সঙ্গে পড়তো।

কিন্তু তাও ডাঃ রায়ের মন্ত্রিসভায় সহ্য হয় নি। তারা শেষ পর্যন্ত হুকুম দিলেন কাগজের জায়গা ফাঁকা রেখে কাগজ বের করা চলবে না। এই হুকুমের উদ্দেশ্য ছিল সম্ভবতঃ এই যে সেন্সারসিপের উৎকট চেহারা যাতে লোকে জানতে না পারে। সে যাই হোক আমাকে শেষ পর্যন্ত কাগজ বন্ধ করে দিতে হয়।

'স্বাধীনতা' লাভের পর প্রথম দৈনিক স্বাধীনতা কাগজ এবং তারপরই আমার কাগজখানি বন্ধ করে দেওয়া হয়। তারপর বাংলাদেশে প্রায় তিরিশখানি দৈনিক, সাপ্তাহিক, সাময়িকী ইত্যাদির প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আজও প্রেসের উপর যখন তখন হামলা চলে নানাভাবে, আপনারা একটু খোঁজ নিলেই তা জানতে পারবেন।

আপনার প্রগতিশীল পত্রিকাখানি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রাখার জন্য একটি শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সৃষ্টি করার ব্যাপারে অগ্রণী হবে এটা কি আশা করতে পারি না।

ইতি,

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

মতামত, ১০ই জুন ১৯৫০, প্রথম বর্ষ, ২০শ সংখ্যার শিরোনাম ঃ

'কলিকাতা ও শহরতলীতে শান্তির আবেদনে সই সংগ্রহ', 'রাজবন্দীদের বক্‌সা পাঠানোর প্রতিবাদ নিষিদ্ধ ঃ ব্যক্তিস্বাধীনতা কমিটির সভায় পুলিসের অনধিকার হস্তক্ষেপ' এবং লিও-শাও-চি'র **'পার্টির ভেতরকার লড়াই'** সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে ভূমিকায় লিখেছেন ঃ

পার্টির ভেতরকার লড়াই হচ্ছে পার্টির বাইরে যে শ্রেণী সংগ্রাম চলছে তারই প্রতিফলন। আমাদের পার্টি হলো সর্বহারা শ্রেণীর পার্টি। কিন্তু পার্টি এবং সর্বহারা শ্রেণীকে অনবরত ঘিরে রয়েছে অ-সর্বহারা কতকগুলো শ্রেণী, যেমন বুর্জোয়া শ্রেণী, মধ্যবিত্ত শ্রেণী, কৃষক শ্রেণী, এমন কি সামন্ততন্ত্রের ধ্বজাধারীরা পর্যন্ত। রকমারি সুবিধাবাদ ও ঝোঁকের উৎস এইখানেই এবং এইখান

থেকেই আসে পার্টির ভেতরকার লড়াই। অ-সর্বহারা আদর্শবাদ আর বাম ও দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদকে কাটিয়ে ওঠার জন্যে তার বিরুদ্ধে অবিরাম লড়াই না চালালে ইউরোপের সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টিগুলোর মতোই পার্টি হয়ে পড়বে অ-সর্বহারাদের পার্টি। সেইজন্যই পার্টির ভেতরকার লড়াই প্রয়োজনও বটে, অপরিহার্যও বটে।

মূলত এ লড়াই হচ্ছে মতবাদগত লড়াই, যা আত্মপ্রকাশ করে নীতিভ্রষ্টতা এবং নীতির বিরোধিতার বিরুদ্ধে, যেমন দক্ষিণ বা বামপন্থী সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে। একটা বিশেষ সঠিক নীতির জন্য লড়াইয়ের ভেতর দিয়েই এই বিরুদ্ধাচরণকে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। নীতির ক্ষেত্রে কোন আপস বা মধ্যব্যবস্থার অর্থই হলো পার্টির ভাঙন ও পচন।..............।

কিভাবে পার্টির ভেতরকার লড়াই চালাতে হয় ঃ

ক) সর্বপ্রথম প্রত্যেক কমরেডকেই পার্টির ভেতরকার লড়াইকে গ্রহণ করতে হবে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে ও দায়িত্বপূর্ণ মনোভাব নিয়ে। নির্ভুল পথ, নির্ভুল নীতি, নির্ভুল তত্ত্ব ও তথ্য; সঙ্গে সঙ্গেই সংগঠন ব্যবস্থা ও নেতৃত্বের সঙ্গেও লড়াই চালাতে হবে।

খ) পার্টির ভেতরকার লড়াই মূলতঃ মতবাদগত লড়াই, মতবাদগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা। পরিষ্কারভাবে মতবাদগত পথ স্থির করা প্রয়োজন কিন্তু সাংগঠনিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, লড়াইয়ের লক্ষ্য ও কৌশলের ক্ষেত্রে বিনীতভাবে কাজ করার ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা এড়ানোর চেষ্টা করা উচিত, প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক লড়াই চালাতে হবে এবং সংগঠনগত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে কেবলমাত্র প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই। মতবাদগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার সঙ্গে অধিকাংশকে ও উচ্চতর মুখপত্রকে মেনে চলার নীতির সম্পর্ক থাকতে হবে, তা না হলে সে পার্টির মৌলিক শৃঙ্খলাকেই দেবে ধ্বংস করে।

বর্তমানে অনেক কমরেডের ভুল হচ্ছে এই যে, একদিকে নীতি ও মতবাদের ক্ষেত্রে তাদের কোনও স্পষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা বিরোধ নাই, কিন্তু অন্যদিকে সংগঠনের ক্ষেত্রে, লড়াইয়ের লক্ষ্য ও কৌশলের ক্ষেত্রে তারা গভীরভাবেই পরস্পরের ভেতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

গ) আত্মসমালোচনা করার সময় এবং কোন পার্টি মুখপত্রের সমালোচনা করার সময় কমরেডদের কিছু কিছু কাজের একটা সঠিক ও নির্ভুল মান থাকা দরকার এবং একটা সীমা — বাড়িয়ে বলা নয়, কমিয়ে বলা নয়। বক্তব্যের কেন্দ্রীয় অংশের উপর জোর দেওয়া, অপ্রধান ঘটনাগুলোকে গণ্য না করা, উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও সর্বতোমুখী বিবেচনা।

ঘ) 'লড়াইয়ের মিটিঙ' বন্ধ কর, কমরেডদের প্রতি আঘাত হানা বন্ধ কর। কমরেডদের প্রত্যেকটি অগ্রগতিকে অভ্যর্থনা জানাও। প্রথমত, ভুলগুলির কারণ, প্রকৃতি ও গভীরত্ব বিশ্লেষণ কর, তারপর দেখিয়ে দাও কে দায়ী —সংখ্যাগুরু দল না সংখ্যালঘু দল।

ঙ) শাস্তি দেওয়া হচ্ছে এমন কমরেডদের আবেদন জানানোর সুযোগ দাও।

চ) পার্টির ভেতরের লড়াই ও পার্টির বাইরের লড়াইয়ের মধ্যে পরিষ্কার ব্যবধান রচনা কর এবং উপযুক্তভাবে দুইয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপন কর।

ছ) নীতিহীন লড়াই নিষিদ্ধ করার জন্যে ঃ

১। পার্টির কোন মুখপত্রের সমালোচনা কেবলমাত্র অনুরূপ কোন পার্টি মুখপত্রেই করা চলতে পারে।

২। অন্যান্য কমরেড ও দায়িত্বশীল সভ্যদের সম্বন্ধে সমালোচনা করা চলবে ব্যক্তিগত আলোচনার মধ্য দিয়ে এবং কোন কোন পার্টি মুখপত্রে।

৩। উচ্চতম পার্টি কমিটিগুলোর সমালোচনা কেবলমাত্র উচ্চতম পার্টি কমিটিগুলোতেই উত্থাপিত হতে পারে।

৪। অন্য কমরেডের ত্রুটি বা ভুল সম্পর্কে কারো যা জানা আছে তা গোপন ক'র না।

৫। ন্যায় ব্যবহারের মর্যাদা দাও; অতিরিক্ত কথা বলা, ... এবং গুজব ছড়ানোর বিবোধিতা কর।

৬। যে-সব কমরেড, বেশী কথা বলা .... এবং নীতিহীন উৎপাতের সৃষ্টি করে, পার্টি কমিটির তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে, তাদের শুধরে দিতে হবে এবং শৃঙ্খলাকে ভঙ্গজনিত সাজা দিতে হবে।

৭। কমরেডদের মতামতকে পার্টি কমিটি নিশ্চয়ই শ্রদ্ধা করবে ও মন দিয়ে শুনবে, নিজেদের মত ব্যক্ত করার তাঁদেব যথেষ্ট সুযোগ দিতে হবে।

মতামত, ১৭ই জুন, ১৯৫০, প্রথম বর্ষ ২১শ সংখ্যাব শিরোনাম ঃ

'শান্তির আন্দোলনকে জয়যুক্ত করুন ঃ বি. পি. টি ইউ. সি'র সম্পাদকের ডাক', সম্পাদকীয় — 'শান্তির যুদ্ধে সৈনিকদের দলে নাম লেখাও', 'কর্পোরেশনের সাধারণ নির্বাচনে শতকরা ৮৮ জনের ভোটাধিকার নাই প্রভৃতি।

মতামত, ২৪শে জুন ১৯৫০, প্রথম বর্ষ ২২শ সংখ্যাব শিরোনাম ঃ

'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চক্রান্তের বিরুদ্ধে বাংলার জনতার রায় ঃ এটম অস্ত্র নিষিদ্ধ করার আবেদনে সই সংগ্রহের সাড়া', 'ব্রিটিশ মালয় ছেড়ে গেলে অসুবিধা হবে ঃ মালয়ের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি পন্ডিত নেহরুর উপদেশামৃত' প্রভৃতি।

'তেলেঙ্গানার বীর কৃষকদের ফাঁসির হুকুমের প্রতিবাদ ঃ মেদিনীপুরের কৃষকদের দাবী' —

তেলেঙ্গানার ১০৮ জন বীর কৃষকদের ফাঁসিব হুকুমের বিরুদ্ধে মেদিনীপুরের কৃষকেরা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

.... বিনা শর্তে তাদের মুক্তির জন্য মেদিনীপুবের কৃষকেরা ভারতের প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত নেহরুর কাছে এক আবেদনপত্রে দাবী জানিয়েছেন।

.... গঠরা এলাকা থেকে ইতিমধ্যেই ৩১৩ জন কৃষক আবেদনপত্রে সহি দিয়াছেন।

'রাজশাহী জেল গুলিতে নিহত রাজবন্দীদের তালিকা' ....

১। বিজন সেন — রাজশাহী, ২। সুধীর ধর — রংপুর, ৩। দেলোয়ার — রাজশাহী, ৪। আনোয়ার —খুলনা, ৫। হানিক — কুষ্ঠিয়া, ৬। সত্যেন সরকার— কুষ্ঠিয়া, ৭। সুখেন্দু ভট্টাচার্য — ময়মন সিং।

'রাজবন্দী নির্যাতনের প্রতিবাদ'—

পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে রাজবন্দীদের বিমানে ক'রে বকসা পাঠাচ্ছে - তার প্রতিবাদে ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটি কর্তৃক আহুত সভা নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। .... রাজবন্দীদের "লৌহ যবনিকার" আড়ালে লুকিয়ে রাখা, নিস্তব্ধতার পাঁচিল তুলে তাদের সংগ্রামের সংবাদ চাপা দেওয়া, সভা-সমিতি নিষিদ্ধ করে জনমতের অভিব্যক্তিকে ব্যাহত করার সমস্ত সরকারী ষড়যন্ত্রই ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার ও মানবতার দাবীতে জনমত সংগঠিত হচ্ছে।

ডাঃ বিশ্বরঞ্জন চৌধুরী, এন ডি যোশী, ডাঃ এইচ সবকার, ডাঃ আর কে মিত্র, ডাঃ যতীন ব্যানার্জি, ডাঃ অরুণ কুমার ব্যানার্জি, ডাঃ অজিতকুমার মন্ডল, ডাঃ মৃগাঙ্ক মোহন কুন্ডু, ডাঃ পবিত্রকুমার ঘোষ, ডাঃ জীবনলাল সেনগুপ্ত এবং ডাঃ কালীপদ সেন নিম্নলিখিত বিবৃতিতে বলেছেন —

পশ্চিমবঙ্গের রাজবন্দীদের সরকারী পরিকল্পনা মতো বক্সার জেলের কন্‌সেনট্রেশন ক্যাম্পে পাঠাইবার খবর সংবাদপত্রে পড়িয়া আমরা বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়াছি ....।

.... ডাঃ অরুণ সেন, ডাঃ সমর রায়চৌধুরী, ডাঃ মনোরঞ্জন রক্ষিত, ডাঃ কনক কাঞ্জিলাল, ডাঃ পূর্ণেন্দু ঘোষ, ডাঃ পূর্ণেন্দু গুহ প্রমুখ বহু সেবাব্রতী চিকিৎসক ও সলিল মিত্র, দীপক গুহ, কৌস্তুভ মুখার্জি এবং আরও অনেক সেবাব্রতী মেডিক্যাল ছাত্র বিনা বিচারে বন্দী আছেন। তাঁহাদের বক্সার জেলে স্থানান্তরিত করা হইতেছে জানিয়া আমরা মর্মাহত হইয়াছি।

আমরা কন্‌সেন্‌ট্রেশন ক্যাম্প গঠন করিবার এই নীতির প্রতিবাদ করিতেছি .... আমরা পুনরায় দাবী করিতেছি যে বন্দীদের বিনা শর্তে মুক্তি দেওয়া হউক নতুবা সাধারণ বিচারশালায় বিচারের জন্য তাহাদের উপস্থিত করা হউক। — 'নেশন'

১৯৫০ সালের ১৮ই জুন শনিবার 'দি নেশন' ইংবাজী দৈনিক কাগজে প্রকাশিত নিম্নোক্ত সংবাদটির বাংলা অনুবাদ 'মতামত' সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হয়।

শ্রী মুজাফ্‌ফর আমেদ জেলে রোগশয্যায় শায়িত

(নামের বানানটি ভুল, কাকাবাবু নিজের নাম লিখতেন — মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ)। নিম্নের বানানগুলিও সেইভাবে সংশোধন করে লেখা হলো।

শ্রী প্রমোদ সেনগুপ্ত, যুগ্ম সম্পাদক, ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ, নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন।

আমরা উদ্বেগ ও বিরক্তি সহকারে .... মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ-এর ভগ্নপ্রায় স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদ্বেগজনক খবর জানিতে পারিলাম। তিনি কিছুকাল যাবৎ প্রষ্টেটগ্লান্ড বৃদ্ধি রোগে ভুগিতেছেন। বন্দী অবস্থায় এই রোগের আরোগ্য হইবার কোনও উপায় নাই। .... মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ দুই বৎসরের অধিককাল যাবৎ বন্দী আছেন। বহুদিন যাবৎ তাঁহার এইরূপ ভীষণ রোগের সংবাদে গভীর উদ্বেগ সৃষ্টি করিতেছে এবং তাঁহাকে যদি অবিলম্বে মুক্তি না দেওয়া হয়, তবে আমরা মনে করি যে তাঁহার এই বৃদ্ধ বয়সে গুরুতর সর্বনাশ হইতে পারে। আমরা সরকারের নিকট দাবী করিতেছি যে .... মুজফ্‌ফর আহ্‌মদকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হোক। আমরা সমস্ত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহকেও .... মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ-এর অবিলম্বে মুক্তির জন্য শক্তিশালী আন্দোলন করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি।

মতামত, ১লা জুলাই ১৯৫০, প্রথম বর্ষ ২৩শ সংখ্যার শিরোনাম ঃ

'এই শান্তির দাবীতে সহি দিন'—

নিম্নলিখিত আবেদনপত্রটি বিশ্বশান্তি স্থায়ী কমিটি এটম অস্ত্র নিষিদ্ধ করার দাবীতে সহি দিবার জন্য সারা পৃথিবীব্যাপী আহ্বান জানিয়েছেন —

"এটম অস্ত্র হচ্ছে আক্রমণের অস্ত্র, মানুষকে ব্যাপকভাবে নিশ্চিহ্ন করার অস্ত্র, তাই আমরা দাবি করছি এটম্ অস্ত্রকে বিনাশর্তে অবৈধ ঘোষণা করা হোক এবং এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকরী করার জন্য তার উপর কঠোর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হোক।

"যে সরকার প্রথম কোন দেশের বিরুদ্ধে এটম অস্ত্র ব্যবহার করবে সেই সরকারকে আমরা যুদ্ধ অপরাধে অপরাধী বলে মনে করব।

"এই আবেদনে সই করার জন্য আমরা সারা পৃথিবীর সমস্ত সৎপুরুষ এবং মহিলাদের আহ্বান করছি।"

— বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের স্থায়ী কমিটি

সই করে আবেদনপত্র শান্তি কমিটির অফিস ৪৬নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়ার আবেদন জানাবার পর ডাঃ বিধান রায়ের কংগ্রেস সরকার **'শান্তি আন্দোলনে বাধা'** দিতে শুরু করলেন। 'মতামত'-এ প্রকাশিত একটি সংবাদ -

২৭ শে জুন, ১৯৫০, কলিকাতা পুলিস ৪৬নং ধর্মতলা ষ্ট্রীটে শান্তি কমিটির অফিস তল্লাসী করে। তল্লাসীর পর তাহারা অফিস হইতে বিশ্বশান্তি কমিটির আবেদন সম্বলিত এটম বোমার বিরুদ্ধে সই দিবার ছাপান ফর্মগুলি লইয়া গিয়াছে।

মতামত, ৮ই জুলাই ১৯৫০, প্রথম বর্ষ ২৪শ সংখ্যার শিরোনাম ঃ

'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কোরিয়া ছাড় — এশিয়া ছাড়', 'মার্কিন যুদ্ধনীতিতে নেহরুর সমর্থনের ফল ঃ মূল্যবৃদ্ধি, দুর্ভিক্ষ, তীব্রতর দমননীতি আর সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে তরুণদের জীবন বলি' — অনুশিরোনাম ঃ কোরিয়া গৃহযুদ্ধের সুযোগ গ্রহণে কালোবাজারীদের তৎপরতা, বোম্বাই বাজার হইতে পারদ উধাও, মাদ্রাজে কর্পূরের দাম আকস্মিক বৃদ্ধি ঃ গোল মরিচ রপ্তানীর দর ১১২ টাকা, বোম্বাই বাজারে কোরিয়া যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া — সোনা-রূপার দর বৃদ্ধি, কোরিয়া যুদ্ধের ছায়া করাচীর বাজারের ওপর এসে পড়েছে। লোহার যন্ত্রপাতির দর শতকরা ৫ ভাগ এবং ডালের দাম শতকরা তিনভাগ বেড়ে গেছে, কলকাতার বাজারে গত ক'দিনে জামা-কাপড়, তরিতরকারী, দেয়াশলাই প্রভৃতির দাম ওপরের দিকে দৌড় ধরেছে, আরও তীব্র দমননীতি, তরুণদের হতে হবে কামানের খোরাক - হ্যাঁ, জনসাধারণের জন্য দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যু, সারা দেশে আরও দমননীতি এবং তরুণদের জন্য আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থরক্ষার বলি হওয়া — এই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকেই দেশকে নিয়ে চলেছে কংগ্রেস নেতাদের বিশ্বাসঘাতক তাঁবেদারী নীতি।

বি. পি. টি. ইউ. সি সম্পাদকের বিবৃতি

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদক নসরুল্লা আনসারী কোরিয়া সম্পর্কে এক বিবৃতিতে বলেছেন ঃ ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা কোরিয়ায় যে সশস্ত্র হস্তক্ষেপ করেছে তা বর্বর আক্রমণ ব'লেই আমরা ইহার তীব্র নিন্দা করছি। জাতিসঙেঘর সমস্ত নীতি ও আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করে সাম্রাজ্যবাদীরা এই আক্রমণ চালিয়েছে। জাতিসঙেঘর নিরাপত্তা পরিষদের অবৈধ ও জাল প্রস্তাবের আড়ালে আমাদের দেশের নেহরু সরকার কোরিয়ায় এই নগ্ন হস্তক্ষেপের পক্ষে সবাসরি এসে দাঁড়িয়েছে। "নিরপেক্ষতার মুখোস এবার খসে গেছে।" তিনি এই সংগ্রামে কোরিয়ার বীর জনতাকে অভিনন্দন জানান এবং উত্তর কোরিয়ার জনতার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান। এই সঙ্গে তিনি সাম্রাজ্যবাদের সাথে নেহরু সরকারের সহযোগিতার বিরুদ্ধে জনসাধারণকে প্রতিবাদ জানাতে আহ্বান করেন।

'কোরিয়ার যুদ্ধে মিশর আমেরিকাকে সাহায্য করিবে না ঃ জাতিসংঘের "পক্ষপাতিত্ব' সম্পর্কে নাহাশ পাশা', 'পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির ঘোষণা' —

পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এক প্রস্তাবে বলিয়াছেন যে আমেরিকান যুদ্ধবাজদের নির্দেশে দক্ষিণ কোরিয়ার তাঁবেদার সরকার আক্রমণ শুরু করেছে। সোভিয়েট ও চীনের প্রতিনিধিদের অনুপস্থিতিতে নিরাপত্তা পরিষদে যে সিদ্ধান্ত নিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ বে-আইনী। তাঁহারা দাবী করিয়াছেন ঃ

কোরিয়ায় আমেরিকান হস্তক্ষেপ বন্ধ কর।

আমেরিকার যুদ্ধে কোন সাহায্য নাই।

নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েট ও চীনের প্রতিনিধিদের ফিরাইয়া আনিবার ব্যবস্থা কর।

স্বাধীনতা ও মাতৃভূমির ঐক্যের জন্য কোরিয়ার জনগণের সংগ্রামকে সমর্থন কর।

— (মস্কো রেডিও)

এই সঙ্গে প্রকাশিত অন্যান্য শিরোনাম ঃ

'সিংম্যান-রি সরকারের পৈশাচিকতা ঃ ১০০ জন কমিউনিস্ট বন্দী হত্যা'. 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিশ্বশান্তি কমিটির আবেদন', 'সাম্রাজ্যবাদ এশিয়া ছাড় ঃ সারা দুনিয়ায় কোরিয়ার মুক্তি সংগ্রামের বিপুল সমর্থন — সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রধান ডেপুটি পররাষ্ট্রমন্ত্রী গ্রমিকোর বিবৃতি ঃ নিরাপত্তা পরিষদের "হস্তক্ষেপ বে-আইনী" এবং ইটালীর কমিউনিস্ট নেতা সিনর পালমিরো তোগলিয়াত্তির ঘোষণা ঃ সোভিয়েটই শান্তির গ্যারান্টি', 'আমেরিকাই আক্রমণকারী ঃ প্রাভদার মন্তব্য' , 'মুখোসও আর রাখা গেল না ঃ কোরিয়া সম্পর্কে নেহরু সরকারের নীতি ঃ ভারতের সমস্ত মুক্তিপ্রিয় মানুষ, দল ও মতের তীব্র প্রতিবাদ'—

"নিরপেক্ষতা ছদ্মবেশ মাত্র। তৃতীয় পন্থার কোন অস্তিত্ব নাই — মাও-সে-তুঙ"

নেহরু সরকারের নিরপেক্ষতা।

সোভিয়েট লেখকদের ভারতে প্রবেশ নিষেধ

কনষ্টানটিন, সিমোনভ, টারসুদ, জাদে প্রমুখ ৪ জন সোভিয়েট লেখক দিল্লী প্রগতি লেখক সংঘের বার্ষিক সম্মেলনে যোগদানের জন্য ভারতে আসিবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ভারত সরকার অনুমতি দিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

দিল্লীর লেখক-শিল্পীদের প্রতিবাদ

প্রগতি লেখক সংঘের উদ্যোগে দিল্লীতে এক সম্মেলন হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন খ্যাতনামা উর্দু লেখক রাজেন্দ্র সিং বেদী। প্রায় ১০০ জন বিখ্যাত লেখক, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবী সম্মেলনে যোগ দেন। কোরিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

মতামত-এর এই সংখ্যার সঙ্গে চার পাতার একটি 'ক্রোড়পত্র' প্রকাশিত হয়। তার শিরোনাম ঃ

'একতা ও স্বাধীনতার জন্য দক্ষিণ কোরিয়ার বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম'

দক্ষিণ কোরিয়ার শ্রমিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি কমরেড পফ-হেন-এন'র লেখা গত ২৪শে মার্চ ১৯৫০ কমিনফর্ম মুখপত্র ১২ নং সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে মতামত— সম্পাদক নিজেই হেডিং দিয়ে ভূমিকা এবং ৫টি স্তরে প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রণ করেছেন। এখানে ভূমিকার কিছু অংশ এবং ৫টি শিরোনাম উল্লেখ করলাম।

সোভিয়েটের সাহায্যে জাপ কবল থেকে মুক্তি — প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে ফ্যাসিস্ট আক্রমণকারীদের চূর্ণ করবার ব্যাপারে বীর সোভিয়েট ফৌজ বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সোভিয়েট ফৌজই কোরিয়ার জনতাকে জাপ সাম্রাজ্যবাদের জোয়াল থেকে মুক্ত করেছে।............

কমিউনিস্ট পার্টি কোরিয়ার জনতার জাতীয় স্বার্থ বরাবর রক্ষা করে এসেছে। কোরিয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছে। কোরিয়ার জনতার মুক্তি সংগ্রামে সবার পুরোভাগে এই কমিউনিস্ট পার্টিই অভিযান করেছে, (১৯৪৭ সালের পর অন্যান্য গণতান্ত্রিক পার্টির সাথে কমিউনিস্ট পার্টি মিলিত হয়ে শ্রমিক পার্টি নাম গ্রহণ করেছে) ....।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, কোরিয়ার ভিতরকার ব্যাপারে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যদি হস্তক্ষেপ না করতো, কোরিয়ার জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষা পদদলিত না করতো, তাহলে যে গণতান্ত্রিক

পরিবর্তন শুধু উত্তর কোরিয়াতে কায়েম হয়েছে, অনেকদিন আগেই তা গোটা দেশে কায়েম হতে পারতো। দক্ষিণ কোরিয়াতেও জনতার রাজ প্রতিষ্ঠিত হতো এবং গোটা কোরিয়া ঐক্যবদ্ধ, স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হতো।

এক

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কবলে পরাধীনতার শৃঙ্খল

দুই

শ্রমিক নেতৃত্বে জনতার সংগ্রাম

তিন

সিংম্যান রীহর শাসন ঃ ৯৩ হাজার দেশভক্ত হত্যা ঃ এক লক্ষ ৫৪ হাজার কারাগারে

চার

ধ্বংসের মুখে শিল্প ও কৃষি

পাঁচ

দেশব্যাপী গেরিলা বাহিনী ৭৭ হাজার মুক্তি ফৌজ

উক্ত শিরোনামযুক্ত প্রবন্ধের শেষে লেখা হয়েছে —

...... উত্তরে শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক গঠন কার্য, দক্ষিণে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক কাজ এবং উপনিবেশ বানানো-ওয়ালাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম ঃ এসবই হলো ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন গণতান্ত্রিক কোরিয়া প্রতিষ্ঠাব একমাত্র লক্ষ্যে উপনীত হবার গণ সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়। গণরাষ্ট্রের সরকারের চতুর্দিকে সংঘবদ্ধ হয়ে কোরিয়ার জনগণ তাদের সযত্ন লালিত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবেই — তা তার জন্য তাদের যে কোন মূল্যই দিতে হোক না কেন , এবং তাই হবে বিশ্বজনীন শান্তি এবং গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি তাদের শ্রেষ্ঠ অবদান।

এর পরের সংবাদ —

৮ই জুলাই ১৯৫০। আজও কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী। কাকাবাবু কংগ্রেসী সরকারের কারাগারে বন্দী। বৃদ্ধ বয়সে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত। বে-আইনী পার্টির সাপ্তাহিক মুখপত্র 'মতামত'। ১ম বর্ষ ২৪ সংখ্যা থেকেই কাকাবাবুর মুক্তির দাবীতে বিভিন্ন গণসংগঠনের বিবৃতি প্রকাশিত হয়। তারই প্রথম বিবৃতি —

জনাব মুজফ্ফর আহ্মদ-এর মুক্তি দাবী

বি . পি . টি. ইউ . সি'র সম্পাদকেব বিবৃতি

.... ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর অন্যতম বর্ষীয়ান ও প্রবীণ নেতা কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ কিছুদিন যাবত 'প্রষ্টেট গ্লান্ড' স্ফীত রোগে আক্রান্ত হয়েছেন ....।

বি. পি . টি. ইউ . সি'র পক্ষ থেকে আমি কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ ও অন্যান্য রাজবন্দীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ একটি করে মেডিকেল রিপোর্ট প্রকাশ কবতে জেল কর্তৃপক্ষের কাছে দাবী জানাচ্ছি।

রাজবন্দীদের প্রতি দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে আমি সমস্ত শ্রমিক ও দলমত নির্বিশেষে গণতন্ত্রপ্রিয় সমস্ত জনসাধারণকে প্রতিবাদ জানাতে এবং রাজবন্দীদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা ও এরকম কঠিন রোগে আক্রান্ত সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেবার দাবী জানাতে অনুরোধ করছি।

মতামত, ১৫ই জুলাই ১৯৫০, সংখ্যার শিরোনাম ঃ

'কোরিয়ার মুক্তি সংগ্রামে নেহরু লিকায়তের বিরোধিতা বন্ধের জন্য মিলিত আন্দোলন চাই', 'কোরিয়ায় মার্কিন আক্রমণের পর শান্তি আন্দোলনে উৎসাহ', 'যুদ্ধের ব্যাপক প্রস্তুতি'— অনুশিরোনাম — তৃতীয় মহাযুদ্ধের প্রচারে ফিল্ড মার্শাল শ্লিম (বৃটিশ সমরকর্তা), যুদ্ধ আলোচনায় অষ্ট্রেলিয়ান প্রধানমন্ত্রীর ভারত ও বিভিন্ন স্থানে সফর, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যুদ্ধের ব্যাপক প্রস্তুতির জন্য আবার ২৪শে জুলাই কলম্বো সম্মেলন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মার্কিন সামরিক মিশনের দ্রুত সফর, সুদুব প্রাচ্যে বৃটেনের যুদ্ধ বিমান বৃদ্ধি, মধ্য প্রাচ্যে যুদ্ধের সাঁজোয়া ও দমননীতি, পাকিস্তানের বিমান ঘাঁটি মার্কিনের হাতে সমর্পণের ব্যবস্থা, মিশর তথা গোটা আরবকে যুদ্ধে নামাইবাব কাজে ভারতীয় দূত।

'দলমতনির্বিশেষে বিভিন্ন সংগঠনের আওয়াজ ঃ সাম্রাজ্যবাদ কোরিয়া ছাড়, নেহরুর মার্কিন তাঁবেদারী চলবে না' —

'বিদেশে কোরিয়া ছাড়ো আন্দোলন' — বৃটিশ কমিউনিস্ট পার্টির বিবৃতি, বিলাতে ভারতীয় ছাত্রদের 'কোরিয়া ছাড়' মিছিল, ইস্রায়েলে 'ট্রুম্যান ধ্বংস হউক' মিছিল (ট্রুম্যান-মার্কিন প্রেসিডেন্ট), হাইফাতেও 'কোরিয়া ছাড়ো' মিছিল, অষ্ট্রেলিয়ায় জাহাজীদের যুদ্ধমাল তুলিতে অস্বীকার।

মতামত, ২২শে জুলাই ১৯৫০ সংখ্যার শিরোনাম ঃ

'যুদ্ধ চাই না — অস্ত্র চাই না — খাদ্য চাই — বাঁচতে চাই ঃ বাহির থেকে খাদ্য আমদানি করো, সস্তা রেশন, পুরা রেশনের জন্য লড়ো — গ্রামের খাদ্য গ্রামে রাখো!', 'বোম্বাইতে রাজবন্দী মুক্তি ঃ আটক অবৈধ — হাইকোর্টের রায়', 'তেলেঙ্গানায় কি ঘটছে'! খাজা আহম্মদ আব্বাসের বিবৃতি' —

বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক খাজা আহম্মদ আব্বাস আবেদন করেছেন, "সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের একটা কমিশন এখুনি হায়দরাবাদে পাঠিয়ে, সেখানে কি ঘটছে তার প্রকৃত তথ্য লোকসমক্ষে উপস্থিত করা হোক।"

গত দু'বছর ধরে হায়দরাবাদে যে কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযান চলছে তার সবচেয়ে সাংঘাতিক দিক হচ্ছে মানুষের জীবনের যে কোনো দামই আছে, সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে তা অস্বীকার করা হচ্ছে। এক সাম্রাজ্যবাদী মালয় ছাড়া (এখানে একজন মহিলার কাছে রিভলবার পাওয়ার জন্য ফাঁসী দেওয়া হয়েছে), এই হায়দরাবাদেই সামান্য প্ররোচনায় বা বিনা প্ররোচনায়ই মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে।

•

'টিটো-চক্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের আন্তর্জাতিক কর্তব্য' — ফর এ লাষ্টিং পীস ফর এ পিপল্স্ ডেমোক্র্যাসী পত্রিকার ৩০শে জুন ১৯৫০-এর ২৬ নং সংখ্যার সম্পাদকীয় —

"যুগোস্লাভিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরকার পরিস্থিতি সম্পর্কে বিখ্যাত প্রস্তাবটি কমিউনিস্ট পার্টিগুলির ইনফরমেশন ব্যুরোর যে সম্মেলনে গৃহীত হয়েছিল, সেই সম্মেলনের পর দু'বছর পার হ'য়ে গিয়েছে। এই দু'বছরের ঘটনাবলী থেকে প্রস্তাবটির অভ্রান্ততা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়েছে।"

এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধে কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর ইনফরমেশন ব্যুরো মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে যুগোস্লাভিয়ার পরিস্থিতি সুবিজ্ঞ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

'ঐক্যবদ্ধ ২৯শে জুলাই পালন করুনঃ বি . পি . টি . ইউ . সি সম্পাদকের আহ্বান'

.... আমি বি . পি টি. ইউ. সি'র পক্ষ থেকে সমস্ত শ্রমিক, টি. ইউ, প্রগতিশীল গণ-সংগঠন, সমস্ত রাজনৈতিক দল ও মেহনতী জনতার সমগ্র অংশকে নিম্নলিখিত দাবীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধভাবে এ বছরের ২৯শে জুলাই পালনের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি ঃ

(১) কোরিয়া ছাড়, এশিয়া ছাড়, শান্তি, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্যে নেহরু সরকারকে সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে হবে। (২) বাঁচার মতো মজুরী চাই। (৩) শ্রম-সম্পর্ক ও ট্রেড ইউনিয়ন বিল দু'টি প্রত্যাহার করতে হবে। (৪) ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা কর। (৫) ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার কর। (৬) নিরাপত্তামূলক বন্দী আইন বাতিল কর এবং বিনা বিচারে আটক ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী ও অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্ত কর।

'এশিয়া ছাড় আন্দোলন কমিটি গঠন ঃ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তোলার সূচনা' —

কোরিয়ার মুক্তিকামী জনসাধারণের উপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যে নৃশংস আক্রমণ শুরু করেছে, সে আক্রমণের সায় দিয়েছেন 'নিরপেক্ষ' নেহরু সরকার, তার বিরুদ্ধে ব্যাপক ও ঐক্যবদ্ধ একটি বিরাট আন্দোলন গড়ে তুলবার জন্য গত ১৭ই জুলাই (১৯৫০) কলিকাতার বিভিন্ন বামপন্থী ও অন্যান্য গণ-সংগঠনের কর্মীরা মিলিত হন। এই বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে একটি 'এশিয়া ছাড়' অভিযান কমিটি গঠিত হয়েছে ....।

.... আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রাক্তন প্রচার সচিব শ্রী প্রমোদ সেনগুপ্ত এই কমিটির আহ্বায়ক নিযুক্ত হয়েছেন।

এই বৈঠকে নিম্নলিখিত সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন - বি . পি. টি . ইউ . সি, আই. এন. এ, পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক শান্তি কমিটি, প্রোগেসিভ স্টুডেন্টস্ ব্লক, ডেমোক্র্যাটিক ভ্যান গার্ড, ফেডারেশন অব ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট এমপ্লয়িজ, ডেমোক্র্যাটিক ইউথ ফেডারেশন, হিন্দুস্থান রাবার মজদুর ইউনিয়ন, ফ্রেন্ডস অফ দি সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফেডারেশন অফ মার্কেন্টাইল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, বেঙ্গল হোসিয়ারী ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, সিভিল লিবার্টি কমিটি, সেন্ট্রাল গবর্ণমেন্ট এমপ্লয়িজ ফেডারেশন, স্টেট ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, বলশেভিক পার্টি (টি . ইউ ব্রাঞ্চ), গণনাট্য সংঘ প্রভৃতি ....।

মতামত, ২৮শে জুলাই ১৯৫০ সংখ্যায় শিরোনাম ঃ

'কাশ্মীরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ ষড়যন্ত্র ব্যর্থ কর', 'এটম বোমা নিষিদ্ধ করার আবেদনে বাংলায় ৬০ হাজার সই', 'এটম বোমা নিষিদ্ধ করা আবেদনে লেখক ও শিল্পীদের সই' —

শ্রী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নবেন্দু ঘোষ, রমেশ সেন, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীল জানা, গোপাল হালদার, গজেন্দ্র কুমার মিত্র, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, ধীরাজ ভট্টাচার্য, অভি ভট্টাচার্য, বনানী চৌধুরী, মঞ্জু দে, গীতা সোম, শোভা সেন, সুখেন্দু গোস্বামী, সুচিত্রা মিত্র, সৌম্যেন মুখার্জি, অর্ধেন্দু মুখার্জি, সুশীল মজুমদার, চিত্ত বসু।

'সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী দিবস হিসাবে পালন করার জন্য '২৯শে জুলাইয়ের ডাক', '২৯শে জুলাই সম্মিলিতভাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী দিবস পালনের আহ্বান ঃ বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বিবৃতি ', ফর এ লাস্টিং পীস ফর এ পিপল্স্ ডেমোক্র্যাসী পত্রিকার (৭ই জুলাই ১৯৫০) সম্পাদকীয় 'কোরিয়া ছাড়ো', 'ভারতে প্রায় ৩০ হাজার রাজবন্দী ঃ বাংলায় মোট ৩০টি পত্রিকা বন্ধ' আলিমুদ্দিন স্ট্রীটে অবস্থিত কমরেড জহিরুল হুদার চিঠি 'সামসুল হুদার মুক্তি দাবী', **'কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ-এর মুক্তির দাবীতে জনমত'**

কলিকাতার দুইখানি সংবাদপত্র কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ-এর মুক্তি দাবী করেছেন .... ১৯শে জুলাই ১৯৫০ 'সত্যযুগ' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়েছে .... "প্রবীণ ভগ্নস্বাস্থ্য দেশকর্মীর রাজনৈতিক মতামত, তাঁহার প্রতি মানবীয় ব্যবহারের অন্তরায় হওয়া উচিত নহে।"

২১শে জুলাই ১৯৫০ 'নেশন' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়েছে . ... "মিঃ আহ্মদ-এর ভগ্নস্বাস্থ্যর দিকে লক্ষ্য রেখে অবিলম্বে তাঁর মুক্তি দেওয়া হোক।"

মতামত, ৫ই আগস্ট ১৯৫০, প্রথম বর্ষ ২৮শ সংখ্যার শিরোনাম ঃ

'শ্রমিক ঐক্যের ভিত্তিতে ব্যাপক গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ার ডাক ঃ কলিকাতায় ২৯শে জুলাইয়ে ঐক্যবদ্ধ সভা', '১২ জন রাজবন্দীর প্রতি কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থার প্রতিবাদে — বগুরায় অনশন ধর্মঘট', 'রংপুরে গ্রেপ্তার ও খানাতল্লাসী', 'বরানগরে শান্তি সৈনিক গ্রেপ্তার', 'অস্ত্র আমদানী বন্ধ করে খাদ্য আমদানী বাড়াও ঃ কংগ্রেসী খাদ্যনীতিকে পরাস্ত কর', ফর এ লাস্টিং পীস ফর এ পিপল্স্ ডেমোক্র্যাসীর (২৮ নং ১৯৫০) সম্পাদকীয় — 'শান্তি আন্দোলনের গণভিত্তি সর্বপ্রকারে বাড়িয়ে তোল', **'বাংলার শান্তি কর্মীদের প্রতি অভিনন্দন ঃ আন্তর্জাতিক মহিলা সংঘের চিঠি'**

প্রিয় বন্ধু,

আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক মহিলা সংঘ (আ. গ. ম. স) বাংলার সমস্ত শান্তি যোদ্ধাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছে। শান্তি সপ্তাহে তারা যে সকল কাজ করেছেন এবং সাংঘাতিক নিপীড়নের মাঝেও শান্তির সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন সে জন্য অভিনন্দন ....।

আমরা একই শান্তি সংগ্রামের সৈনিক। আমরা যদি নিয়মিতভাবে পরস্পরের নিকট চিঠি আদান-প্রদান করি, তাহলে খুবই ভালো হয়। আপনাদের সংগঠনের কাজ-কর্মের খবরাখবর পাঠাবেন, যাতে আমরা সেগুলো ছাপতে পারি। আপনারা প্রয়োজনবোধ করলে আমাদের খবরও পাঠাবো।

আন্তরিক অভিনন্দন!
মারি-ক্লদ ভাইলাঁ-কুতুরিয়ে
সাধারণ সম্পাদিকা
বেটি মিলার্ড, সম্পাদিকা
৬ই জুলাই (১৯৫০), প্যারিস।

'জনসভায় মুজফ্ফর আহ্মদ-এর মুক্তি দাবী'

ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামের প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ-এর মুক্তির দাবীতে জনমত ক্রমশই শক্তিশালী হয়ে উঠছে ....।

.... শনিবার ২৯শে জুলাই ১৯৫০ মনুমেন্টের নীচে যে বিরাট সভা হয় তাতে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এক প্রস্তাবে "ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা রুগ্ণ ভগ্নস্বাস্থ্য কমরেড মুজফ্ফর

আহ্‌মদ সহ অন্যান্য সমস্ত গণতন্ত্রী নেতাদের মুক্তি দাবী করা হয়।

উত্তর কলিকাতাব একটি জনসভায়ও এই দাবী তোলা হয়েছে।

এই সংখ্যার 'মতামত'-এর সম্পাদকীয় গুরুত্ব বুঝে প্রথম এবং শেষ দিকের কিছু অংশ উল্লেখ কবা হলো —

বাংলাকে বাঁচাতে এক হও

শুধু (১৯৫০) জুন মাসেই রাণাঘাট কুপার্স ক্যাম্পে প্রাণ দিয়েছে ১৭৫টি শিশু ও ধুবুলিয়া ক্যাম্পে ৬২৮ জন বাস্তুহারার মত্যু ঘোষিত হয়েছে সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে, — তাদের মধ্যে কয়টি শিশু ছিল কে বলবে?

পন্ডিত নেহরু মেডিক্যাল মিশন পাঠাচ্ছেন কোরিয়ায় মার্কিন ফৌজকে বাঁচানোর জন্যে, আর বাংলার তাজা তাজা শিশুরা মরছে — এক ফোটা ওষুধের অভাবে। কেন?

শুধু পশ্চিমবাংলায়ই বাস্তুহারাদেব সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩০ লক্ষ। .... গোটা বাঙালী জাতিই এসে স্থান নিচ্ছে আজ আশ্রয় শিবিরে, স্টেশনে, ফুটপাতে .... ।

. ... যে শিশুর সেদিন মৃত্যু হয়েছে কুপার্স ক্যাম্পে, যে তরুণ সেদিন তিলে তিলে মরেছে ডালহৌসির কিউতে দাঁড়িয়ে মিথ্যা চাকুরীর প্রলোভনে ভুলে, যে বৃদ্ধ সেদিন শিয়ালদা স্টেশনে প্রাণ ত্যাগ করার সময়ে খুঁজেছিল একটি পরিচিত মুখ, তাকে কেউ জিজ্ঞেস করেনি — তুমি কমিউনিস্ট, না কংগ্রেসী, না সমাজতন্ত্রী। একটি পরিচয়ই লেখা ছিল তার মুখে — পরিচয় মুক্তি ও ঐক্যের অফুরন্ত আশায় উজ্জ্বল বাঙালী জাতির পরিচয়।

মন্বন্তর, দেশ বিভাগ ও যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের প্রত্যেকটি অস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়েছে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের নেতা বাংলাকে ধ্বংস করার জন্যে। বাংলার ঘরে ঘরে পাঠিয়েছে মড়ক ও দুর্ভিক্ষকে। কিন্তু বাঙালীর ঘরে ওঠেনি ক্রন্দনের রোল, কুপার্স ক্যাম্পের শিশুদের মুখগুলি স্মরণ করে বাঙালী শপথ নিচ্ছে — বাংলাকে বাঁচাতে হবে, স্বাধীন ঐক্যবদ্ধ সমৃদ্ধ বাংলার জন্যে এক হতে হবে গ্রামে, শহরে, কারখানা ও বাস্তুহারা শিবিরে।

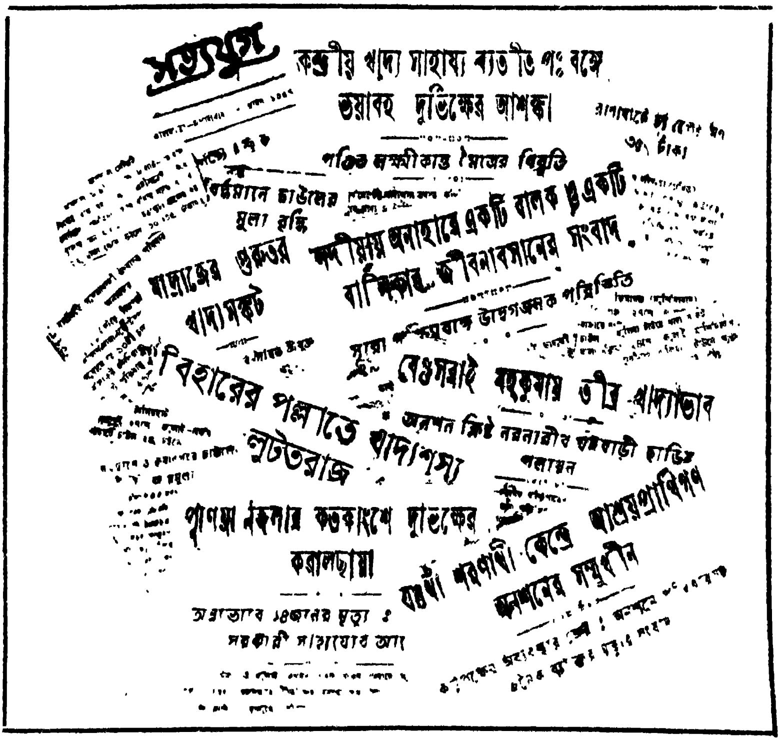
মতামত, ১৯শে আগস্ট ১৯৫০, সংখ্যায় প্রকাশিত ঃ

'ভুয়া স্বাধীনতা সম্পর্কে কমরেড ডায়াকভের মন্তব্য' ঃ সোভিয়েট ভাষ্যকারের মন্তব্য মস্কো রেডিওতে ঘোষিত বিবরণ ঃ

.... তিন বছর আগে ১৫ই আগস্ট বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতকে দু'টুকরো করে। ক্রমবর্ধমান জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মুখে নিজেদের শাসনব্যবস্থা চালু রাখার জন্যে এটা ছিল তাদের পায়তারা। কংগ্রেস এবং লীগ নেতাদেব সরাসরি সমঝোতা ও ভারতের স্বাধীনতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাই এর মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে।

ভারতের দুই ডোমিনিয়নে ভাগ করে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাদের ঔপনিবেশিক ধারাই ঠিক রেখেছে। ....

...... যে কোন রকমের স্বাধীনতার মূল কথাই হলো সাম্রাজ্যবাদের সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি। এ স্বাধীনতা সে স্বাধীনতা নয়।



মতামত, ২৬শে আগস্ট ১৯৫০, একত্রিশ সংখ্যার শিরোনাম ঃ

'শান্তির আবেদনে শ্রমিক এলাকায় ৩০০০ জমায়েত' — ষ্টকহলম শান্তি আবেদনে সই সংগ্রহের অভিযান শুরু হবার তিন মাসের মধ্যেই পৃথিবীর ২৭,৩৪.৭০,৫৬৬ মানুষ ঐ আবেদনে সই দিয়েছেন। এ পর্যন্ত পৃথিবীর ৭৫টারও বেশী দেশে শান্তির লড়াই শুরু হয়েছে। সইদাতাদের মধ্যে আছেন পৃথিবীর সকল দেশের মানুষ - তাদের ধর্মবিশ্বাস এবং সামাজিক স্তর সবই ভিন্ন।

কংগ্রেসী শাসনে 'স্বাধীনতা'

গত তিন বছরের কংগ্রেসী শাসনে পশ্চিমবাংলায় সংবাদপত্র এবং প্রেসের স্বাধীনতার উপর যে ব্যাপক ও নির্বিকার আক্রমণ চলেছে, একমাত্র ফ্যাসিস্ট শাসনাধীন দেশ ছাড়া তার কোন তুলনা মেলে না। এই তিন বছরে তার ৪০টার উপর দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, সাময়িক পত্র ও সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করেছেন। বুলেটিন, ইস্তাহার, প্রচারপত্র ইত্যাদি কত যে নিষিদ্ধ বা বাজেয়াপ্ত হয়েছে, তার সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা দুষ্কর।

.... জামানত তলব, জামানত বাজেয়াপ্ত, ছাপাখানার অফিসে অফিসে বরাবর খানাতল্লাস, ছাপাখানার মালিকদের উপর ভয় দেখান ও চাপ দেওয়া, তাদের গ্রেপ্তার ও আটক, ছাপাখানা একেবারে বন্ধ করে দেওয়া, প্রেসের কম্পোজিটরদের গ্রেপ্তার ও আটক, বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদক, রিপোর্টার ও ব্যবস্থাপনাকর্মীদের গ্রেপ্তার ও আটক, পত্রিকা বিক্রেতা, হকারদের ও এজেন্টদের গ্রেপ্তার বা হয়রানি — জনতার সংবাদ বা সাময়িকপত্রের মুখ বন্ধ করবার জন্য এর কোনোটি করতেই কংগ্রেসী সরকার বাকী রাখেনি।.............।

শুধু বিভিন্ন দলীয় মুখপত্রগুলি নয়, ট্রেড ইউনিয়ন, মধ্যবিত্ত কর্মচারী, ছাত্র, শিল্পী, মহিলা, শ্রমজীবী জনগণের বিভিন্ন অংশের প্রায় প্রত্যেকটি মুখপত্রের কণ্ঠরুদ্ধ হয়েছে। অগ্রণী, ডাক প্রভৃতি সাংস্কৃতিক সাময়িক পত্রগুলিও আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পায় নি।

'যাদের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়েছে'

১। স্বাধীনতা (দৈনিক), ২। সংবাদ (দৈনিক), ৩। সংবাদ (সাপ্তাহিক), ৪। নতুন সংবাদ (দৈনিক), ৫। খবর (দৈনিক), ৬। সাধারণ (সাপ্তাহিক), ৭। সওয়াল (সাপ্তাহিক), ৮। বার্তা (দৈনিক), ৯। নববার্তা (দৈনিক), ১০। সমাচার (সাপ্তাহিক), ১১। সপ্তাহ (অর্ধ সাপ্তাহিক), ১২। দর্পণ (দৈনিক), ১৩। দৈনন্দিন (দৈনিক), ১৪। নয়া দুনিয়া (সাপ্তাহিক), ১৫। রোশনী (সাপ্তাহিক), ১৬। ছায়াপথ (সাপ্তাহিক)। [নয়া দুনিয়া, রোশনী, ছায়াপথ পূর্ববঙ্গের তিনখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা কলিকাতা থেকে বের হতো। কলিকাতা কংগ্রেসী শাসকগোষ্ঠী তাদের 'ইন্ডিয়ান প্রেস ইমার্জেন্সি অ্যাক্ট'-এর সাহায্যে এর প্রকাশ বন্ধ করে দেন।] ১৭। মঞ্জিল (সাপ্তাহিক), ১৮। শিবির (সাপ্তাহিক), ১৯। ছাত্র অভিযান (ছাত্র- পাক্ষিক), ২০। ডাক (ছাত্র -পাক্ষিক), ২১। ঘরে-বাইরে (মহিলা মাসিক), ২২। জয়া (মহিলা-মাসিক পত্রিকা), ২৩। ট্রাম মজদুর, ২৪। রেল মজদুর, ২৫। রেলওয়ে মজদুর, ২৬। মধ্যবিত্ত (কর্মচারী-সাপ্তাহিক), ২৭। সরকারী কর্মচারী (কর্মচারী-সাপ্তাহিক), ২৮। বেকার (কর্মচারী-সাপ্তাহিক) ২৯। লোকনাট্য (শিল্পী-পাক্ষিক), ৩০। নই দুনিয়া (হিন্দী), ৩১। নই রোশনী (হিন্দী), ৩২। চলচ্চিত্র কর্মচারী (সাপ্তাহিক), ৩৩। নই কদম (উর্দু), ৩৪। গণবার্তা (আর. এস . পি - সাপ্তাহিক), ৩৫। গণবিপ্লব (ভ্যানগার্ড), ৩৬। পঞ্চায়েত (আর. এস. পি. আই - সাপ্তাহিক) ৩৭। গণবাণী (সাপ্তাহিক), ৩৮। গণ-অভিযান, ৩৯। প্রতিরোধ, ৪০। পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা (দৈনিক)।

২৬শে আগস্ট তারিখের 'মতামত'-এর সম্পাদকীয় **'অর্ডিনান্স করে কণ্ঠরোধ করা চলবে না'** — (তার কিছু অংশ)

বাংলার জনগণের কণ্ঠরোধ করার জন্য লাটসাহেব কাটজু আর একটি ফ্যাসিস্ট অস্ত্র তৈরি করেছেন, নিরাপত্তা সংশোধনী অর্ডিনান্স নামে একটি নয়া অর্ডিনান্স জারী করেছেন।

এই অর্ডিনান্সের জোরে বিধান মন্ত্রিসভা যখনই কোন সংবাদকে 'রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক' মনে করবেন তখনই তার উপর 'আগে সেন্সার করা'র হুকুম জারী করতে পারবেন, তার প্রকাশন বন্ধ করতে পারবেন, এমনকি যে প্রেসে তা ছাপা হবে সে প্রেসের উপর পর্যন্ত সংবাদ না ছাপার হুকুম চালাতে পারবেন।................।

বাংলার প্রত্যেকটি সাচ্চা মানুষের কাছে এ নয়া অর্ডিনান্স এসেছে এক নয়া চ্যালেঞ্জ হিসাবে? সত্যকে প্রকাশ করার অধিকারই সংবাদপত্রের অধিকার এবং আমাদের প্রত্যেকের জন্মগত অধিকার। সে অধিকার ফতোয়া জারি করে কেড়ে নেয় সাধ্য কার? .... কারখানা, গ্রাম ও বাস্তুহারা

শিবিরে যে অসংখ্য মানুষ ক্ষেপে উঠছে কংগ্রেসী 'রাম রাজ্যের মহিমা' প্রকাশ করার জন্যে, কাটজুর অর্ডিনান্স তাঁদের কণ্ঠরোধ করবে কিভাবে? মেদিনীপুরের গ্রাম গঠরায় যে কৃষকরা ঘর ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছে জঙ্গলে, মুর্শিদাবাদের যে ক্ষুধার্ত মানুষ ঘর ছেড়ে বের হয়েছে রাজপথে, কাকদ্বীপের যে কৃষকরা প্রত্যহ হাজিরা দিচ্ছে পুলিস ক্যাম্পে তাদের কণ্ঠস্বরকে কংগ্রেসী শাসকশ্রেণী কেন এতো ভয় করেন? .... গরিবদের যে সামান্য কয়েকখানা পত্রিকা .... জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করার আওয়াজ তুলছে, খাদ্য ও মজুরি বৃদ্ধির দাবী তুলছে — তাদের মুখ বন্ধ করার জন্য এত তোড়জোর কেন?

তার জবাব দিয়েছেন 'নিউ টাইমস্' তাঁদের ছোট্ট একটি মন্তব্যে। ভারতের ফ্যাসিস্ট আইনের সমালোচনা করে তাঁরা লিখেছেন :

'প্রগতিশীল সংগঠনের বিরুদ্ধে ভারতে যে সন্ত্রাসনীতি চলছে, যে পুলিসী শাসন চলছে, তা থেকে বোঝা যায় ভারতের শাসকশ্রেণী তাঁদের অবস্থা খুব পাকাপোক্ত বলে মনে করেন না। এ সকল ব্যবস্থার ফলে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা আরো জটিল হয়ে উঠবে।'

সংবাদপত্রের অধিকার কেড়ে নিয়ে, মুক্তিকামী মানুষকে তার হক কথা বলার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদাররা দেশবাসীকে নিক্ষেপ করতে চাইছে — দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধে।

সংবাদপত্রের অধিকার রক্ষার জন্য সংগ্রাম ক'রে, হক কথা বলার অধিকারের জন্যে সকল দল, সকল মত, সকল শ্রেণীর সাচ্চা মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে আসুন আমরা ব্যর্থ করি তাদের ষড়যন্ত্রকে। ব্যাপকতম ঐক্য ও সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে আসুন আমরা কংগ্রেসী শাসকশ্রেণীকে বাধ্য করি এ নয়া অর্ডিনান্স প্রত্যাহার করতে, অপরাজেয় করে তুলি মুক্তি সংগ্রামকে।

এরপরে একটি প্রবন্ধ 'কমিউনিস্ট পত্রিকায় 'মাও-সে-তুঙ'-এর ভূমিকা — **চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ১৮ বৎসর (১৯২১-৩৯)**

প্রবন্ধের প্রথম ২টি প্যারায় লেখা হয়েছে :

চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি বহুদিন থেকেই পার্টি সভ্যদের জন্য একটি পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করিতেছিলেন। সে পরিকল্পনা এতদিনে কার্যকরী হইল। আদর্শ রাজনীতি এবং সংগঠনের ক্ষেত্রে সুসংবদ্ধ জাতীয় এক ব্যাপক গণ-প্রতিষ্ঠান হিসাবে বলশেভিক কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের হাতিয়ার রূপে একটি পত্রিকার অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। .... ভয়াবহ সম্ভাবনাগুলিকে রোধ করিবার জন্য জনগণকে সংগঠিত করিবার দায়িত্ব রহিয়াছে আমাদের পার্টির এবং আরও দায়িত্ব রহিয়াছে পার্টি এবং বিপ্লবের ক্ষতির সম্ভাবনামূলক জাতীয় জীবনের আকস্মিক ঘটনাসমূহকে প্রতিরোধ করিয়া পার্টি এবং বিপ্লবকে রক্ষা করা। এই মুহূর্তে এইরূপ একটি পার্টি পত্রিকার প্রকাশ অবশ্য প্রয়োজন।

'দি কমিউনিস্ট' আখ্যায় প্রকাশিত এই পার্টি পত্রিকার উদ্দেশ্য কি হইবে? ইহা কি বিষয় লইয়া লিখিবে? কি কি ভাবে ইহা অন্যান্য পার্টি পত্রিকা হইতে ভিন্ন থাকিবে? 'দি কমিউনিস্টের' উদ্দেশ্য হইবে চীন দেশে এইরূপ একটি কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে সাহায্য করা, যে পার্টি হইবে সমগ্র জাতির প্রতিভূ, — এবং যে পার্টি আদর্শ, রাজনীতি এবং সংগঠনের ক্ষেত্রে হইবে সুসংবদ্ধ।

মতামত, ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৫০, প্রথম বর্ষ ৩২শ সংখ্যায় প্রকাশিত :

'ঐক্যবদ্ধ বাস্তুহারা আন্দোলনের মুখপত্র — 'বাস্তুহারা', বাস্তুহারায় কি বেরোয় —

বাস্তুহারা কাগজে এ পর্যন্ত যা লেখা বেরিয়েছে তা মোটামুটি এই কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ ঐতিহাসিক তথ্যের সাহায্যে দেখান হয়েছে বাস্তুহারা সমস্যার সৃষ্টি হলো কেন

এবং কার স্বার্থে; কেন দেশ ভাগ হলো — লাখ লাখ মানুষকে বলি দেওয়া হলো। তারপর আছে সেই মানুষগুলোর দুর্দশা, অপমান আর মৃত্যুর কথা, প্রতিরোধের কথা — বাঁচার লড়াইয়ের কথা। কি করে আবার এরা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে তার পথও বাস্তুহারা দেখিয়েছে। ....।

এই সংখ্যার প্রধান শিরোনাম ঃ

'মুজফ্ফর আহ্মদ-এর মুক্তি চাই'

.... ১৫ই আগস্ট আরিয়াদহে প্রাচীন কংগ্রেস কর্মী শ্রীযুক্ত মৃগেন্দ্রনাথ মান্নার সভাপতিত্বে যে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়, তাতে বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা ও প্রবীণ দেশকর্মী কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ ও বিনাবিচারে আটক অন্যান্য সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাবী করা হয়।

কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ-এর মুক্তি দাবী করে কলিকাতার সর্বত্র ব্যাপকভাবে সহি সংগ্রহ চলছে।

মতামত, ৯ই সেপ্টেম্বব ১৯৫০, সংখ্যায় প্রকাশিত ঃ

'ডালহৌসী অঞ্চলে ১৪৪ ধারা জারী, কংগ্রেসী শাসনে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, পাকিস্তানে ব্যক্তিস্বাধীনতাব প্রহসন, **পশ্চিমবঙ্গ আইন সভার সদস্য বিভিন্নস্থানে গ্রেপ্তার ও আটক, যাঁরা গ্রেপ্তার হয়েছেন**

কমিউনিস্ট নেতা কমরেড জ্যোতি বসু, নিরঞ্জন সেন, আবদুল হালিম, প্রমোদ দাশগুপ্ত, গণেশ ঘোষ, কমল সরকার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।' রাজবন্দীদের মামলার জন্য সাহায্যের আবেদন ঃ বাজবন্দীদের মায়েদের কমিটির আহ্বান', 'নতুন প্রেস অর্ডিনান্সের বিরুদ্ধে জনমত', 'বোম্বাইয়ের কাপড় কলের সাধারণ ধর্মঘটের পেছনে সারা ভারতের গণশক্তির বিপ্লবী সমাবেশ', 'কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ-এর মুক্তির দাবিতে গণ-সই সংগ্রহ', 'ইন ডিফেন্স অব পীস' ১৩শ সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদ 'মতামত'এ শিরোনাম ঃ

'একটি সেকেন্ড, একটি বিমান এবং একটি এটম বোমা ঃ ৭৫ হাজার নিহত ঃ ৭০ হাজার আহত' —

৬ই আগস্ট ১৯৪৫। জাপানের হিরোশিমা শহরের ওপরে দেখা গেল একখানি আমেরিকান বিমান। বিমানচালক একটি বোতাম টিপল। বিমান থেকে নেমে এল — এটম বোমা।

প্রাণচঞ্চল হিরোশিমা শহরে ৩,১২,০০০ অধিবাসী। এক সেকেন্ড পরে রইল মাত্র ১,৩৬,০০০ জন, ঘরবাড়ির শতকরা ৯০টি সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো। পাশের ওটা নদীর ওপরকার ৪২টি সেতুর মধ্যে খাড়া রইল শুধু ২টি।

জাপানী লেখিকা মিসেস ইয়োকা ওটা সেদিন হিরোশিমায় ছিলেন। তাঁর উক্তি থেকে আমরা তুলে দিচ্ছি —

"রাস্তায় দেখতে পেলাম হাজার হাজার মেয়ে-পুরুষ-শিশু পালাচ্ছে হিরোশিমার নরক থেকে। প্রত্যেকের সারা গায়ে দগ্দগে ঘা। ভুরুগুলো পুড়ে গেছে। মুখের আর হাতের চামড়া ঝল্সে কালি-ন্যাকড়ার মতো ঝুলছে। . ...

"হতভাগ্যদের সারা দেহ ফুলে উঠেছে — অনেকদিন জলে পচা মৃতদেহের মতো। চোখের পাতাগুলো ফুলে চোখ ঢেকে গেছে, চারিদিকের চামড়া রক্তের মতো লাল। হাতগুলি দেখে মনে হয় যেন চিংড়ি মাছের দাঁড়া, সেই দুই হাত আকাশের দিকে তুলে ছুটছে, আর তা থেকে ঝুলছে ময়লা ন্যাকড়ার মত পোড়া মাংস। .... এরা সবাই অন্ধ হয়ে গেছে। ....

"মাটিতে পড়ে একটি স্ত্রীলোকের দেহ। মাথাটা ফেটে দু'ভাগ হয়ে গেছে, ভেতরটা দেখা

যাচ্ছে — তরমুজের মতো লাল। তখনও বেঁচে আছে স্ত্রীলোকটি। বুকে হেঁটে এগোবার চেষ্টা করছে — পিছনে পড়ে থাকছে রক্তের দাগ।

"সম্পূর্ণ উলঙ্গ অল্পবয়সী মেয়েরা, স্ত্রীলোকদের মাথার সমস্ত চুল পুড়ে গেছে .... ঝলসানো মাংস হাড় থেকে আলগা হয়ে খুলে আসছে। রক্তের স্রোত বয়ে যাচ্ছে আর তার সঙ্গে মিলে আছে হলদে তরল চর্বি।

. . .. "যাঁরা বেঁচে রইল তাদেরও রক্তের শ্বেত কণিকার সংখ্যা দ্রুত কমে যেতে লাগলো। এটম বোমা পড়ার ১৫ দিন পরে একটি মেয়ের হাতে সাদা দাগ দেখা দিল। এক সপ্তাহ পরে মেয়েটি মারা গেল।"

মতামত, ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫০ সংখ্যায় প্রকাশিত —

ফর এ লাষ্টিং পীস ফর এ পিপলস্ ডেমোক্র্যাসীর সম্পাদকীয় (৩৫ নং, ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৫০) - 'জাতীয় স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জনতার সংগ্রাম', **'প্রি-সেন্সরের আদেশসমূহ বাতিল' -**

পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্প্রতি ১৯৫০ সালের পূর্বের প্রকাশিত সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রাদির উপর প্রযুক্ত প্রি-সেন্সরশিপ অথবা প্রকাশ নিষিদ্ধর সমস্ত আদেশ বাতিল করেছেন।

অন্যান্য সমস্ত গণতান্ত্রিক পত্রিকাগুলির সঙ্গে 'মতামত' ও জনসাধারণের এই বিরাট জয়ে বিপুল আনন্দবোধ করছে. .. . .।

'কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ-এর মুক্তি দাবী'

ভদ্রকালী উত্তরপাড়াতে কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ-এর মুক্তি দাবী করে আন্দোলন শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রায় ১৫০ শত বিশিষ্ট ব্যক্তি স্বাধীনতা আন্দোলনের এই প্রবীণ যোদ্ধার মুক্তি দাবী করে যে আবেদন পাঠানো হয়েছে তাতে সই দিয়েছেন। কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভাপতি ও সম্পাদক দু'জনেই এই আবেদনে সই দিয়েছেন।

মতামত, ৩৫শ সংখ্যা ২৭ শে সেপ্টেম্বর ১৯৫০-এর শিরোনাম ঃ

'কোরিয়ায় মার্কিন দস্যুদের এই খুনী হাত ভেঙ্গে দাও!', 'কোরিয়ায় ঘাতকদের জন্য ভারতের বিমান পথ', 'ফ্যাসিস্ট ঘাতকদের গুলিতে নিহত বেলজিয়ামের কমিউনিস্ট নেতা জুলিয়েন লাহোত', 'বরিশাল জেলে কমিউনিস্ট বন্দী সুশীল দাসের মৃত্যু' প্রভৃতি।

'কংগ্রেসী আইনকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা'

মাদ্রাজ হাইকোর্ট সম্প্রতি ১৯৫০ সালের সংশোধিত ভারতীয় ফৌজদারী আইনটি অবৈধ বলে ঘোষণা করেছেন। গত ১০ই মার্চ তারিখ মাদ্রাজের কংগ্রেসী সরকার এই আইনের বলে মাদ্রাজের জনশিক্ষা সমিতি নামক সাংস্কৃতিক বিকাশ সাধনের উদ্দেশ্যে গঠিত একটি সংগঠনকে অবৈধ বলে ঘোষণা করেন। সরকারপক্ষ থেকে এই অভিযোগ করা হয় যে উক্ত সমিতি কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে প্রচার চালাচ্ছিল, তাই কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে এই সমিতির উপরও নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়।

মাদ্রাজের প্রধান বিচারপতি রায় দান প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন ঃ শাসনতন্ত্রের ১৯ (১) ধারার (খ) উপধারায় ঘোষণা করা হয়েছে যে সকল নাগরিকের সঙ্ঘ বা সমিতি গঠনের অধিকার থাকা উচিত। এই সংশোধিত ফৌজদারী আইন শাসনতন্ত্রে প্রদত্ত যে অধিকার তাতে যে হস্তক্ষেপ করছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই ....।

'কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ-এর মুক্তি চাই'

২৪ পরগনার জয়নগর, মঞ্জিলপুরে অসুস্থ কমিউনিস্ট নেতা কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ -এর মুক্তির দাবীতে সই সংগ্রহ চলছে। ইতিমধ্যেই দু'শত সই উঠেছে। গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ -এর মুক্তি দাবী করেছেন।

.... অসুস্থ এই প্রবীণ নেতাকে জেলে আমরা মরতে দেব না — দিতে পারি না।

মতামত, ১লা অক্টোবর ১৯৫০, চীন বিপ্লব বিশেষ সংখ্যাব শিরোনাম ঃ

'চীনের জাতীয় সঙ্গীত'

ওঠো, জাগো, আজ ঘরে ঘরে ক্রীতদাস হ'তে অসম্মত, এসো, আমাদের রক্তে-মাংসে গড়ে তুলি ফের চীনের প্রাচীর, শিয়রে চীনেব সমূহ বিপদ, বিপদ-খড়্গ সমুদ্যত, ওঠো, ওঠো, জাগো— মুখে মুখে ফের উচ্চকণ্ঠ স্বদেশবাসীর। শত্রুকে কোন্ পরোয়া — এখানে এক প্রাণ লাখ লাখ লোক জাগে! শত্রুকে কোন্ পরোয়া? — সাথীবা আগে বাড়ো, আগে বাড়ো, আগে!

মতামত, ৭ই অকটোবর ১৯৫০ সংখ্যায় প্রকাশিত ঃ

কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ -এর মুক্তি চাই

আলীপুরের ৯৮ জন আইনজীবীর আবেদন

আলীপুরের ৯৮ জন আইনজীবী আজীবনের রাজনৈতিক কর্মী ও নির্যাতিত দেশ সেবক কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ -এর মুক্তি দাবী করে এক বিবৃতি দিয়েছেন। .... পশ্চিমবঙ্গ আইনসভায়ও কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ -এর মুক্তির দাবী ওঠে। সোস্যালিস্ট নেতা শিবনাথ ব্যানার্জি 'স্বাস্থ্য খারাপের যুক্তিতে' কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদকে মুক্তি দিবার অনুরোধ করেছেন।

বর্ধমান জেলা ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্মেলনেও অবিলম্বে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী বিশেষ করে কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ -এর মুক্তি দাবী করা হয়।

মতামত, ১৪ই অকটোবব ১৯৫০ সংখ্যায প্রকাশিত ঃ

'কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও সামসুল হুদার মুক্তি দাবী ' কমরেড রতনলাল ব্রাহ্মণেব বিবৃতি ঃ

বিবৃতি প্রসঙ্গে কমরেড রতনলাল ব্রাহ্মণ বলেন, বিগত কিছুদিন যাবত উক্ত দুইজন বন্দী নানা অসুখে ভুগিতেছেন .... কমরেড মুজফ্‌ফব আহ্‌মদ-এর ৬১ বৎসর বয়স হইয়াছে এবং এই বৃদ্ধ বয়সে জেলের কষ্ট সহ্য করিবার মত স্বাস্থ্যও তাঁহার নাই। সুচিকিৎসার ব্যবস্থা এবং একটি বড় রকমের অপারেশন করানো তাঁহার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। তাঁহাকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া উচিত।

কমরেড সামসুল হুদাও এত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন যে সরকাবের মেডিকেল বোর্ডও তাঁহার মুক্তির জন্য সুপারিশ করিয়াছে।

কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ-এর মুক্তির দাবি জানিয়ে ২৪শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মালদহ শহরে মোট ২৯৩ জন সই দিয়াছেন। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ৭০ জন মজুর, ৩৩ জন মহিলা, ১৫৭ জন ছাত্র-ছাত্রীসহ বহু শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী, অধ্যাপক, উকিল, মোক্তার প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তি আছেন ....।

মতামত, ২৮শে অকটোবর ১৯৫০, আটত্রিশ সংখ্যাব শিরোনাম ঃ

'স্বাগত শান্তি সৈনিক পাবলো নেরুদা' —

লাটিন আমেরিকার শ্রেষ্ঠ কবি পাবলো নেরুদা শীঘ্রই কলকাতায় আসছেন। বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে যোগ দেবার জন্য তিনি লন্ডনে চলেছেন। যাবার পথে বোম্বাই, কলকাতা প্রভৃতি স্থানের শান্তিকামীদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে যেতে চান। ধর্ম ও রাজনৈতিক মত নির্বিশেষে শান্তিকামী ব্যক্তির সাথেই তিনি আলাপে ইচ্ছুক।

শান্তি চাই

(পাবলো নেরুদার একটি কবিতার অংশ)

শান্তি চাই কিয়েভের সেই বিরাট সমবায় কৃষির জন্যে
শান্তি চাই সেই সব মৃতদের
আরো এই সব মৃতদের ভস্মের জন্যে
শান্তি চাই ব্রুকলিনের রুক্ষ কঠিন লোহার জন্যে,
যাতে তুমি বিয়ে করতে পার।
তাই বাড়ীতে বাড়ীতে ফেরে যে ডাক হরকরা চিঠি নিয়ে
প্রতিদিন দিনের মতই
শান্তি চাই তার জন্যে,
শান্তি চাই বিত্ত-বিত্তর সমস্ত করাত কলের জন্যে
শান্তি চাই গেরিলা স্পেনের দীর্ণ-বিদীর্ণ হৃদযের জন্যে
শান্তি চাই ইওমিং-এর সেই ছোট্ট যাদুঘরটির জন্যে।
যেখানকার সবচেয়ে চমৎকার জিনিস হচ্ছে
একটি বালিশ, হৃদয় দিযে কারুকাজ করা।
রুটি যে বানায় তার জন্যে, আর তার প্রিয়জনের জন্যে শান্তি চাই।
শান্তি চাই ময়দার জন্যে, শান্তি চাই আজও
জন্মায়নি যে গম তার জন্যে,
তার মঞ্জরীর আশ্রয়ে যত ভালোবাসা
শান্তি চাই সবার জন্যে।
শান্তি চাই যারা বেঁচে আছে সবার জন্যে,
শান্তি চাই সমস্ত দেশ, সমস্ত সাগরের জন্যে।

২৭ শে ও ২৮শে অক্টোবর ১৯৫০, 'বোম্বইতে নিঃ ভাঃ শান্তি কনভেনশন', 'শান্তির আবেদনে পশ্চিমবঙ্গে এ পর্যন্ত ১,৪০,০০০ সই সংগ্রহ ঃ ব্যাপকতম গণভিত্তির উপরে শান্তি আন্দোলন পরিচালনা', 'সপ্তাহের বিশিষ্ট স্বাক্ষরকারী'

এ সপ্তাহে শান্তির আবেদনে যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি স্বাক্ষর দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন বিখ্যাত সাংবাদিক ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতা শ্রীমৃণালকান্তি বসু, পাকিস্তানের ভূতপূর্ব আইনসচিব শ্রী যোগেন মন্ডল, ফিল্ম ডিরেক্টার শ্রীখগেন রায়, লেখক ও সাহিত্যিকদের মধ্যে আছেন শ্রী অমরেন্দ্র গুপ্ত, শ্রীমনোজিৎ বসু, শ্রী প্রভাত দেব সরকার। তাছাড়া বিখ্যাত গায়ক ও সঙ্গীত পরিচালক শ্রী পঙ্কজ

মল্লিক, চিত্র পরিচালক শ্রীচন্দ্রশেখর বসু, শ্রী হেমচন্দ্র, শ্রী বিমল রায়, জনাব এস, মহম্মদ আইয়ুব, শ্রী কার্তিক চ্যাটার্জি, প্রযোজক শ্রী যতীন্দ্রনাথ মিত্র (ছোটবাবু), শ্রী সুরেন্দ্র রঞ্জন সরকার, শব্দযন্ত্রী জে. ডি ইরানী।

এই সংখ্যায় আরও যেসব শিরোনাম প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে আছে ঃ

বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং "পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকার " প্রাক্তন সম্পাদক ও বর্তমানে "বর্ধমানের ডাক" পত্রিকার সম্পাদক শ্রী রাধাগোবিন্দ দত্ত'র বিবৃতি 'নিরাপত্তা সংশোধন বিলের প্রতিবাদ', 'একদিকে মুক্তি — অপরদিকে গ্রেপ্তার'

গত সপ্তাহে কলিকাতা হাইকোর্টের ভ্যাকেশন বেঞ্চ ১৮৫ জন রাজবন্দীর হেবিয়াস কর্পাস আবেদনের রায়ে ৮৩ জন বন্দীর মুক্তির আদেশ দিয়াছেন।

.... আটক রাখার পক্ষে একটি কারণও যদি স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট হয়, তাহলেই যথেষ্ট। বহু কারণের প্রয়োজন হয় না, এটা আইনের বিধান। সুতরাং বিচাবপতিরা অপর ১০২ জন বন্দীর আবেদন অগ্রাহ্য করেছেন।..... ....।

ছাপাখানার স্বাধীনতা সম্পর্কে ইদানীং একটি মামলা হয়েছে পাটনা হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চে। একটি ইস্তাহার প্রকাশের জন্য পুরুলিয়ার ভারতী প্রেসের নিকট ২ হাজার টাকার জামানত তলব করা হয়। তার বিরুদ্ধে আবেদনের রায় প্রসঙ্গে ২ জন বিচারপতি ভারতীয় ছাপাখানা (জরুরী ক্ষমতা) আইনের ৪ (১), (ক) ধারা অবৈধ বলে ঘোষণা করেছেন।

বিচারপতিরা আইনের কিছু ফাঁক দেখিয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার সামান্য চেষ্টা করলেও ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না। কারণ ভারতের খাস রাষ্ট্রবিধানেই ১৯ ধারার একদিকে যেমন ব্যক্তিস্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, তেমনি ঐ ধারারই কয়েকটি উপধারায় ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণকারী আইনের ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে।

তাই একদিকে যেমন আইনের ফাঁকে কিছু বন্দী মুক্ত হচ্ছেন, তেমনি আবার আরো কঠোর আইন করা হচ্ছে। গ্রেপ্তার চলছে অব্যাহত গতিতে গত সপ্তাহে কলকাতার একটি বাড়ি থেকেই ১৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

'কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ-এর মুক্তি দাবী'—বি. পি. টি. ইউ. সি সম্পাদকের বিবৃতি ঃ

.... শ্রমিকশ্রেণীর প্রবীণ নেতা কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ-এর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অত্যন্ত উদ্বেগজনক খবর পাওয়া যাচ্ছে। .... এমন সংবাদও পাওয়া যাচ্ছে তিনি নাকি আটক অবস্থায় মৃত্যু শয্যায় শায়িত। এই অবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীর তরফ থেকে আমি শ্রমিকশ্রেণীর প্রিয় নেতার অবিলম্বে মুক্তি দাবী করছি।

হাওড়া জেলার কানাইপুর এলাকায় বিপ্লবী দেশকর্মী মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ-এর মুক্তির দাবীতে স্থানীয় ছাত্র, ছাত্রী ও মধ্যবিত্ত যুবকেরা সই সংগ্রহ করিতেছে। এ পর্যন্ত উক্ত এলাকায় ১৫৭টি সই সংগৃহীত হয়েছে।

মতামত, ২রা নভেম্বর ১৯৫০, শান্তি কনভেনশন বিশেষ সংখ্যার শিরোনাম ঃ

'২য় বিশ্বশান্তি কংগ্রেসে বাংলার মনিষীত্রয় আমন্ত্রিত'

বৈজ্ঞানিক ডাঃ মেঘনাদ সাহা, বিখ্যাত গণিতবিদ ডাঃ প্রশান্ত মহলানবীশ, ভারতীয় শিল্পীশ্রেষ্ঠ আচার্য নন্দলাল বসুকে ব্রিটেনে আসন্ন বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে যোগদানের জন্য বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের সভাপতি অধ্যাপক জোলিও কুরী সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

'ভারতে নেরুদার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত' — বোম্বাই , ৩০ শে অক্টোবর ১৯৫০, আন্তর্জাতিক

শান্তি আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ও চিলির প্রসিদ্ধ প্রগতিশীল লেখক মিঃ পাবলো নেরুদা দুইদিন পূর্বে ভারতে আসিয়া পৌঁছাইলেও সারা ভারত শান্তি সমাবেশে যোগদান করেন নাই। "ফ্রি প্রেস জার্নালের" সংবাদে প্রকাশ যে, ভারত সরকার মিঃ নেরুদার গতিবিধির উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছেন ....।

'এটম বোমার বিরুদ্ধে পৃথিবীর ৫০ কোটি মানুষের স্বাক্ষর' এবং **'দ্বিতীয় বিশ্বশান্তি কংগ্রেসে ভারতের ১৩ জন মনিষী আমন্ত্রিত'**

বাংলার তিনজন মনিষীর নাম পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। বাকি যাঁরা আমন্ত্রিত হয়েছেন —

ডাঃ ডি এন কুপার (বোম্বে), ডাঃ ভাবা (বাঙ্গালোর), হারীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (মাদ্রাজ), কবি ভাল্লাথল (মালাবার), ডাঃ ডি ডি কোসাম্বি (বোম্বে), বিচারপতি চাগ্‌লা (বোম্বে), কে. শ্রীনিবাসন (মাদ্রাজ), এন. এম. যোশী (বোম্বে), ডাঃ সি. ভি রমন (মাদ্রাজ), শ্রীমতী শুভলক্ষ্মী (মাদ্রাজ)।

'মতামত, ৭ই নভেম্বর ১৯৫০, নভেম্বর বিপ্লব সংখ্যার শিরোনাম ঃ

'মহান অক্টোবর সমাজবাদী বিপ্লবের ৩৩ বার্ষিকীতে লালঝান্ডার অভিনন্দন'

(পশ্চিমবাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী, 'লালঝান্ডা' নাম দিয়ে গোপন পার্টি নেতৃত্বের বক্তব্য।)

২রা নভেম্বর ১৯৫০, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী ও বিখ্যাত নাট্যকার 'জর্জ বার্নার্ড শ' র মৃত্যু', কমরেড ষ্টালিন-এর অক্টোবর বিপ্লবের ১০ম বার্ষিকী উৎসবে বক্তৃতা — 'বিশ্ব রাজনীতিতে সোভিয়েতের ভূমিকা' এই শিরোনামার অনু-শিরোনামা — সর্বহারার প্রথম বিজয়, সর্বহারার নেতৃত্বে ঔপনিবেশিক বিপ্লবের যুগ, বুর্জোয়া মতবাদের বিরুদ্ধে মরণাঘাত, বিপ্লবের পথ আলোকিত হইয়াছে, বলশেভিক বিদ্বেষ কেন, সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে লেনিনবাদের জয়, সোস্যাল ডেমোক্র্যাসীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চাই। অধ্যাপক এম. ডি. কামারি'র লেখা 'অক্টোবর বিপ্লবের সৃষ্টি ঃ বহু জাতির মহামিলনের রাষ্ট্র' 'নভেম্বর বিপ্লব দিবসে, টি. ইউ ঐক্য ও শান্তি আন্দোলন সম্পর্কে বি-পি-টি -ইউ -সি'র প্রস্তাব', 'কোরিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদলের বীভৎস বর্বরতা' প্রভৃতি।

মতামত, ১৮ই নভেম্বর ১৯৫০, প্রথমবর্ষ ৩৯ সংখ্যার শিরোনাম ঃ

'নভেম্বর বিপ্লব দিবস সভায় শ্রমিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার শপথ ঃ ময়দানের জনসমাবেশে সোভিয়েট আন্তর্জাতিক ঐক্যের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা' প্রভৃতি।

'ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের দলের কংগ্রেস ত্যাগ ঃ টাটা-বিড়লা শাসকচক্রের একচেটিয়া লাভের চেষ্টা'

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ভূতপূর্ব সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের নেতৃত্বে পশ্চিমবাংলার শতাধিক বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা ও কর্মী সম্প্রতি কংগ্রেসের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে নতুন একটা দল গঠন করেছেন। এই দলের তাঁরা নাম দিয়েছেন "কৃষক-মজদুর-প্রজা পার্টি"।

.........পশ্চিমবাংলার কংগ্রেসের মধ্যে যে তিনটি বড় বড় গ্রুপ ছিল — ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের দল, সুরেন ঘোষের নেতৃত্বে যুগান্তর দল ও প্রফুল্ল সেনের নেতৃত্বে হুগলি দল। এদের মধ্যে তীব্র রেষারেষি ও কুৎসিত ঝগড়ার ইতিহাস শুরু হয়েছে অনেকদিন আগেই। সাম্রাজ্যবাদী আওতায় মন্ত্রিত্ব লাভ করার পর থেকেই এই কুৎসিত ঝগড়া ক্রমেই তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে ....।

'নেপালের স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদানের জন্য সমগ্র জনতার নিকট নেপাল কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বান'

নেপালের শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, যুবক ও সমস্ত গণতান্ত্রিক জনতাকে নেপালের স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দিবার জন্য নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি আবেদন জানিয়েছেন সমস্ত দল সংগঠন ও ব্যক্তিবিশেষকে এক ব্যাপক জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের জন্য।

নেপালের কমিউনিস্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী শঙ্কর প্রসাদ এক বিবৃতিতে বলেছেন ঃ

নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি বর্তমানে স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। যতদিন না সংগ্রাম সফল হয়. ততদিন আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাব। নেপালের সমস্ত শ্রেণীর জনতাকে স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদানের জন্য আমরা আবেদন জানাচ্ছি। ....।

নেপালের মুক্তির পথ — 'রানাশাহীর বদলে রাজাশাহী নয় ঃ সামন্ততন্ত্র ও বিদেশী শোষণের অবসান'।

মতামত, ২৫শে নভেম্বর ১৯৫০, প্রথমবর্ষ ৪০ সংখ্যার শিরোনাম ঃ

'হিটলারের প্রচার সচিব গোয়েবলস্ যা পারেনি কংগ্রেসী সরকার তা পারবে কি? বিপ্লবী ভাবধারা ধ্বংসের জন্য সাম্রাজ্যবাদের দালালদের গভীর ষড়যন্ত্র', অন্ধ্রের চিঠি — 'তেলেঙ্গানায় ভারতীয় বিমানবাহিনীর বৃটিশ সেনাপতির সফর', 'এটম বোমায় সংস্কৃতিকে নিশ্চিহ্ন হতে দেব না ঃ শান্তি আন্দোলন সম্প্রসারণে শিল্পীদের প্রচেষ্টা', 'কোরিয়ায় ১১ মিনিটে ৪০ হাজার বোমা বর্ষণ ঃ ১০টি মানুষ মারা শিবির'।

'নেপালে গণ-আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার ব্যবস্থা' —

.... আজ আর একথা গোপন নেই যে নেপালের গণ-আন্দোলনের গলা টিপে মারবার সমস্ত আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। নেহরু সরকার শীঘ্রই হস্তক্ষেপ করবেন বলে শোনা যাচ্ছে। ভারত সরকারের আশ্রিত নেপালের রাজা ও কাটমান্ডুতে অবস্থিত রাণা উভয়েই নেহরু সরকারের মধ্যস্থতা মেনেছেন। গোপনে আলোচনাও চলছে। .... কংগ্রেসী নেতারা শাসনকাজে কিছু স্থান পাবেন। সাম্রাজ্যবাদ অটুট থাকবে।

'ইরাবত সিংহের মাথার উপর ১০ হাজার টাকা ঘোষণা'

.... গত ১৮ই নভেম্বর ১৯৫০ মণিপুর রাজ্যের চীফ কমিশনার হিম্মৎ সিং বলেছেন, মণিপুরের পুলিস প্রতিটি গ্রামে তন্ন তন্ন করে খানা তল্লাসী চালাচ্ছে কমিউনিস্টদের গ্রেপ্তারের জন্য। প্রয়োজন হলে কমিউনিস্টদের গুলি করে ঠান্ডা কবা হবে। কমিউনিস্ট নেতা ইরাবত সিংহের গ্রেপ্তারের জন্য ইতিমধ্যেই ১০ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে।

মতামত, ২রা ডিসেম্বর ১৯৫০, প্রথমবর্ষ ৪১ সংখ্যার শিরোনাম ঃ

ভারতের প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহরুর কাছে **'মতামত'-এর খোলা চিঠি**

প্রিয় পন্ডিত নেহরু,

কাগজে দেখলাম আপনি আগামী জানুয়ারি মাসে লন্ডনে সাম্রাজ্য সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য এটলার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। সে সম্মেলনে আলোচনা হবে মুক্ত নবীন চীনের বিরুদ্ধে, তিব্বতের বিরুদ্ধে, সারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জনতার মুক্তি সংগ্রামের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ পরিকল্পনা। সে কথা আপনি দেশবাসীর কাছ থেকে গোপন রাখলেও এটলি চার্চিল নিজমুখে জানিয়ে দিয়েছে ....।

.... কিন্তু আপনি? আপনি তিব্বত-চীনের সীমানায় সশস্ত্র ঘাঁটির সংখ্যা বাড়াচ্ছেন; আপনারই আশ্রয় এবং আতিথেয়তার সুযোগে সাম্রাজ্যবাদের গুপ্তচরেরা হিমালয় অভিযানের নামে ভারতের মাটি থেকে চীনের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি চালাচ্ছে। বিখ্যাত ইংরেজ গুপ্তচর রিচার্ডসন কলকাতায় তার দপ্তর খুলছে।

চীনের জনতা আপনার দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছে আর আপনি সাম্রাজ্যবাদের প্রতিধ্বনিত করে তাদের হুমকি দিচ্ছেন। জো-হুকুম পার্লামেন্টে হয়তো আপনার এই নীতি পাশ করে দেবে কিন্তু পার্লামেন্ট ভবনের বাইরে যে সত্যিকারের ভারতবর্ষ — সে এক মুহূর্তের জন্যও এই নীতিকে সমর্থন করবে না। এখনও সময় আছে, পন্ডিত নেহরু ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য চীন-ভারত মৈত্রীর মহান আদর্শে সারা এশিয়ার শান্তি ও স্বাধীনতা শহীদরা আপনার কাছে দাবী করছে - চীন-ভারত মৈত্রী বিরোধী এ পথ আপনি পরিত্যাগ করুন।

এই সংখ্যার পরবর্তী শিরোনামগুলির মধ্যে আছে —

সম্পাদকীয় — 'এটম বোমায় মানুষের রক্তগঙ্গা বইতে দিও না ঃ প্রতিবাদ গর্জে উঠুক কোটি কোটি কন্ঠে', 'হিমালয় পর্যটনের নামে চীন আক্রমণের প্রস্তুতি?' রামরাজত্বের হালচাল —'চীন-বিরোধী সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে নেহরুর ভূমিকা', 'দুনিয়ার মানুষের কাছে দ্বিতীয় বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের আবেদন', দ্বিতীয় বিশ্বশান্তি কংগ্রেস — 'এটলার চক্রান্ত ব্যর্থ করে ওয়ার্শতে শান্তি যোদ্ধাদের বিপুল সমাবেশ', 'ধ্বংস ও নবহত্যার মধ্য দিয়ে শান্তি চাপিয়ে দিতে চাই না ঃ শান্তি রক্ষার সংগ্রামে বিজয় সম্পর্কে জোলিও কুরীর গভীর আস্থা', 'আনবিক বোমার বিরুদ্ধে বিশ্ববিখ্যাত নৃত্যকলাবিদ উদয়শঙ্কর'।

'নেপালের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাধা সৃষ্টি ঃ নেপাল কমিউনিস্ট পার্টির বিবৃতি' -

"দুনিয়ার সব দেশের ইতিহাসেই দেখা যায় শত্রুর বিরুদ্ধে দেশের সমস্ত রাজনীতিক দল নিজেদের দল নিজেদের দলাদলি ভুলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ায়। ...."।

নেপালের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক বলেছেন ঃ

"কংগ্রেস নেতারা দোষারোপ করছেন আমরা নাকি আন্দোলনে সহযোগিতা করছিনা। এটা নিছক মিথ্যা কথা। তাঁদের পরিচিত আমাদের কমরেডরা রিক্রুটিং অফিসে নাম লেখাতে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। .... এ সব সত্ত্বেও নেপালী কংগ্রেস, নেপালী জাতীয় কংগ্রেস ও অন্যান্য রাজনীতিক দল, গণ-সংগঠন ও ব্যাক্তি বিশেষের সাথে আমরা যুক্তফ্রন্ট গঠন করতে প্রস্তুত। আমরা আবার নেপালী কংগ্রেস নেতাদের কাছে আবেদন করছি, আসুন আমরা একসাথে জাতীয় যুক্ত গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন করি।

ওদিকে ভারত সরকারও বাধার সৃষ্টি করছেন ....।

১৯৪২ সালের আন্দোলনে ও অন্যান্য আন্দোলনে আমরা বিপদের ঝুঁকি নিয়েও ভারতের অনেক নেতার প্রাণ বাঁচিয়েছি ও সব রকমভাবে সাহায্য করেছি।

.... মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বৃটিশ সরকার ও ভারত সরকারকে আন্দোলনে একটা আপোস রফার জন্য চাপ দিচ্ছে। 'ব্লিৎস' পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার যুদ্ধ সীমান্ত থেকে এক সংবাদ পাঠিয়ে লিখেছেন ঃ

"বর্তমান ভারত সরকার নেপালের সংঘর্ষ শেষ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁরা একটা আপোসের ব্যবস্থা করতে চান, তাতে রাজা, রাণা ও নেতাদের স্থান থাকবে।

.... তাই আমরা আপোসের বিরুদ্ধে। .... নেপালী কংগ্রেস নেতারা বরাবর বলে এসেছেন, তাঁরা রাণাশাহীর বিরুদ্ধে। সে কথা যেন তাঁরা আজ ভুলে না যান।

মতামত, ৯ই ডিসেম্বব ১৯৫০, প্রথম বর্ষ ৪২ সংখ্যার প্রধান শিরোনাম ঃ

'কমিউনিস্ট পার্টির ওপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার চাই'—

মাদ্রাজ হাইকোর্টি কর্তৃক ভারতীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইন গঠনতন্ত্রের মৌলিক অধিকারের বিধি-বহির্ভূত ঘোষিত হওয়ার পর মাদ্রাজের কমিউনিস্ট পার্টির উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হইযাছে ....।

প্রায় তিন বৎসর হইতে চলিল পশ্চিমবাংলার কমিউনিস্ট পার্টিও বে-আইনী। কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণার পর হইতেই পশ্চিমবাংলার সমগ্র গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর কংগ্রেসী শাসকশ্রেণীব ব্যাপক আক্রমণ শুরু হয়। বিনা বিচাবে আটক, কথায় কথায় জনসাধাবণের বিরুদ্ধে লাঠি, গুলির নির্মম প্রয়োগ প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হইয়া দাঁড়ায়। কংগ্রেসী সরকারের এই হামলা হইতে কোন গণতান্ত্রিক দল বা প্রতিষ্ঠানই রেহাই পায় নাই। কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়াও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি হইতে শুরু করিয়া পিপলস্ রিলিফ কমিটি প্রভৃতি গণ-প্রতিষ্ঠানকেও পর্যন্ত বে-আইনী করা হয় ....।

... . পশ্চিমবাংলার কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী রাখার পিছনে চটকলের ইংরাজ মালিকদের ন্যায় বিলাতী শোষণ এবং বিড়লা পরিবারের প্রত্যক্ষ কারসাজি রহিয়াছে। এই ঘৃণ্যতম শোষকগোষ্ঠীর অঙ্গুলী হেলনেই বিধান সরকার চলে। ইহাদের আদেশ মতই কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী করা হয়।

.... যে আইনকে মাদ্রাজ হাইকোর্ট নাকচ করিলেন সেই একই ভারতীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনেব বলেই দীর্ঘ পৌনে তিন বৎসর যাবত এখানে কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী রাখা হইয়াছে। গত বৎসর এই আইনের বলেই ঢালাওভাবে কয়েকটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে নিষিদ্ধ করা হয়।............ .।

আইনীভাবে কাজ করিবার সুবিধা দিয়া কমিউনিস্ট পার্টির চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিবার সাহস আজ পশ্চিমবাংলার কংগ্রেসী শাসকচক্রের নাই বলিয়াই নিজেদের হাইকোর্টের রায় পর্যন্ত তাহারা মানিয়া লইতে রাজী নয়।

কমিউনিস্ট পার্টিকে আজও বে-আইনী রাখার পিছনে আর একটি অতি নিকৃষ্ট অভিসন্ধি রহিয়াছে। কংগ্রেসী শাসকশ্রেণী ভালোই জানে যে, বর্তমান অবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান লক্ষ্য হইল শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও গণতান্ত্রিক দল, গ্রুপ, ব্যক্তিকে তাঁবেদার কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে মিলিত আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ করা ....।

...............শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক সংগঠন কমিউনিস্ট পার্টির উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার আজ অত্যন্ত জরুবী দাবী। কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী রাখিয়া কংগ্রেসী সরকার আসলে দেশের সমগ্র গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করিতেছে। তাই সকল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিকের নিজেদের মিলিত আন্দোলনের মধ্য দিয়াই কংগ্রেসী শাসকবর্গের এই ঔদ্ধত্যের জবাব দিতে হইবে।.............. ..।

বিধান মন্ত্রিসভা মাদ্রাজ হাইকোর্টের সিদ্ধান্তে কান না দিতে পারে। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ জনতার বলিষ্ঠ রায়কে উপেক্ষা করিবার সাহস আজ আর স্বৈরাচারী শাসকবর্গের নাই।

তাই পশ্চিমবাংলার দিকে দিকে আওয়াজ উঠুক—

কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার চাই—

সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর অবিলম্বে মুক্তি চাই —

— নাগরিক অধিকার এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা চাই।

এরপরে প্রকাশিত একটি বিস্ময়কর সংবাদ এবং শিরোনাম ঃ

'আইসেন হাওয়ার —ইউরোপের ভাবী ম্যাক আর্থার'

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবার আমেরিকার জেনারেল আইসেন হাওয়ারকে সমাবর্তন উৎসবে নিমন্ত্রণ করেছে।

"সংস্কৃতি জগতে" এই মার্কিন জেনারেলের দাম কি?

আইসেন হাওয়ার এটম বোমার একজন প্রচন্ড সমর্থক। এটম বোমা নিষিদ্ধ করার জন্য ষ্টকহলম আবেদন যাতে আমেরিকার জনসাধারণের কাছে না পৌঁছাতে পারে তার জন্য আমেরিকার কুখ্যাত যুদ্ধবাজরা যে কমিটি গড়েছে আইসেন হাওয়ার তার একজন প্রধান পান্ডা।

ছাত্ররা যার কাছে শুধু কামানের খোরাক, এশিয়ার মানুষ যার কাছে শুধু যুদ্ধের ইন্ধন, এটম বোমার যে একজন প্রধান পান্ডা সেই আইসেন হাওয়ার হলেন এশিয়ার বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবের উপযুক্ত অতিথি।

'শত শত দেশপ্রেমিক বিনা বিচারে আটক ঃ কি তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ? কলিকাতা হাইকোর্টে রাজবন্দীদের হেবিয়াস কর্পাসের আবেদন'

গত ২০শে নভেম্বর ১৯৫০ থেকে কলিকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি মিঃ সেন ও বিচারপতি মিঃ চন্দ্রের এজলাসে শ্রী জ্যোতি বসু এম এল. এ. প্রভৃতি ৯১ জন রাজবন্দীর হেবিয়াস কর্পাসের দরখাস্তের শুনানী আরম্ভ হয়েছে।

মতামত, ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৫০, প্রথম বর্ষ ৪৩শ সংখ্যার শিরোনাম ঃ

'জ্যোতি বসু ও আরও ১৯ জন বন্দীর মুক্তি'

নিরাপত্তা আইনে আটকের বৈধতার প্রশ্নে যে ৯১ জন রাজবন্দী কলিকাতা হাইকোর্টে আবেদন করেছিলেন তাঁদের ভিতর ২০ জনকে গত বুধবার বিচারপতিরা মুক্তি দিয়াছেন। মুক্তি প্রাপ্তদের মধ্যে আছেন ঃ জ্যোতি বসু, প্রমোদ দাশগুপ্ত, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, চিন্মোহন সেহানবীশ, নারায়ণ চন্দ্র বৈদ্য, দীনেশ ভট্টাচার্য, সুনীল সেনগুপ্ত, মহাদেব চ্যাটার্জি, সুখেন্দু মজুমদার, অনাদি দাস, সুধীর চ্যাটার্জি, একরাম হোসেন, পারভেজ শহিদী, দাশরথি জানা, মৃগেন ভট্টাচার্য, বাণী নাগ, দিলীপ মিত্র।

মহিলাদের মধ্যে আছেন ডলি বসু, উষা রায়, মীরা সেনগুপ্তা।

'তেলেঙ্গানার বীরদের মৃত্যুকে রোধ কর'

সেকেন্দ্রাবাদের এক অন্ধ কুঠরীতে অমর তেলেঙ্গানার ৭ জন শ্রেষ্ঠ সন্তান আজ মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন গুণছে। সুপ্রীম কোর্টে তাদের আপীলের আবেদন অগ্রাহ্য হয়েছে।

.... ভারতের মুক্তি সংগ্রামে আলোর নিশানা দেখিয়েছে যে অমর তেলেঙ্গানা — সেই তেলেঙ্গানার শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদের আমরা মরতে দিতে পারি না। তাদের মরতে দেবো না।

.... ইতিমধ্যেই ইতালীর ৫০ লক্ষ শ্রমিক নেহরু সরকারের কাছে এই মৃত্যুদন্ডের আদেশ বন্ধ করার দাবী তুলেছেন।

..... এই বীর যোদ্ধাদের বাঁচাবার ব্যবস্থা করতেই হবে।

'আসামের চিঠি — 'নিরাপত্তা বন্দীর সংখ্যা ৩১৪ থেকে ৫২৪-এ দাঁড়িয়েছে'

৭ই ডিসেম্বর ১৯৫০ — আসামে নিরাপত্তা বন্দীর সংখ্যা .... ১৯৪৯ সালের সরকারী জেল রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে। .... বন্দী সংখ্যা এত বেশি যে জেলে আর জায়গা কুলোচ্ছে না। তাই নওগাঁয় একটি নতুন জেল তৈরি হচ্ছে।

কংগ্রেসী রামরাজত্বে মানুষের অধিকার ও ন্যায় বিচার কিভাবে পদদলিত হচ্ছে সরকারী রিপোর্টের হিসাবেই তার প্রমাণ মিলবে।

'প্রগতি' ও 'কৃষ্টির' নামে ভীতি

আসামে ছাত্র ফেডারেশনকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়েছে। প্রগতি কৃষ্টি সংঘ নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকেও সরকার বে-আইনী ঘোষণা করেছেন।

.... হিটলারের প্রচার সচিব গোয়েবলস্ বলেছিল কৃষ্টি কথাটি কানে গেলেই রিভলবারে আমার হাত চলে যায়। সরকার বোধহয় সেই হিটলারী নীতিরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছেন।

'দিল্লী আলোচনায় নেপালে রাণাশাহী উচ্ছেদের কথা নাই — কাটমান্ডুতে ৩০ হাজার লোকের বিক্ষোভ'

নেপালের সমস্যা শেষ পর্যায়ে এসে উপস্থিত হয়েছে। রাণাশাহীর প্রতিনিধিরা ১০দিন ধরে নেহরু সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে রাণা সরকারের কাছে রিপোর্ট করবার জন্য ফিরে গেছে। নেহরু সরকারের সাথে রাণা সরকারের কোন মৌলিক মতভেদ হয় নি ....।

নেহরু সরকার যে নেপালী জনতার রাণাশাহী বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ব্যাপক বিপ্লবে ভীত তা তাঁদের আচরণ থেকেই সুস্পষ্ট ....।

.... ব্রিটিশ ভ্রাম্যমান দূত স্যার ডেনিংস কাটমান্ডু গিয়েছিলেন রাণাশাহীকে পরামর্শ যোগাতে।

কিন্তু নেপালের জনতা এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে।

ডেনিংস কাটমন্ডু বিমান থেকে নামামাত্র ৩০ হাজার জনতা প্রবল বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

'সোভিয়েট বই, পত্র-পত্রিকার উপর হামলা বন্ধ কর'

.... কারেন্ট বুক হাউস — কলিকাতায় একটি বইয়ের দোকান। শুধুমাত্র সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে প্রকাশিত বই, সাময়িক পত্র এবং দিল্লীস্থ টাস-এর প্রকাশনাই বিক্রী ও বিলি-ব্যবস্থা এই দোকানটি করে থাকে।

৬ই ডিসেম্বর ১৯৫০ কলিকাতার সর্বশক্তিমান পুলিস ও গোয়েন্দা বাহিনী এই দোকানের দরজায় হাজির। সঙ্গে তল্লাসী পরোয়ানা। পরোয়ানায় লেখা আপত্তিকর ও বে-আইনী বই-এর প্রকাশ ও খোঁজ করা তল্লাসীর উদ্দেশ্য।

কয়েক ঘন্টা তল্লাসী করে পুলিস কয়েকখানি বই ও কাগজপত্র নিয়ে গেছে। সেগুলি হচ্ছে রুশ ভাষায় লিখিত চিকিৎসা বিদ্যা এবং শিক্ষক সমস্যার উপর। সোভিয়েত আর্ট, প্রাভদা কমসিমলসুনয়া, লেবর, ইজভেস্তিয়া, ইয়ং বলশেভিক প্রভৃতি ....।

সোভিয়েট দেশের প্রকৃত খবর প্রকাশেই কর্তাদের ভীতি। এদিকে মার্কিন নগ্ন ছবির বইয়ে বাজার ভরে গেছে। .... মার্কিন যৌন আবেদনের ও গুন্ডামী, খুন-খারাবীর ফিল্ম অবাধে চলতে পাবে, তাতে কোন ক্ষতি নাই।

এই কি নেহরু সরকারের 'নিরপেক্ষ' নীতি?

মতামত, ২৩ শে ডিসেম্বর ১৯৫০, প্রথম বর্ষ ৪৪শ সংখ্যার শিরোনাম ঃ

'বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ নায়ক'

ষ্টালিনের জন্মদিনে —

ষ্টালিন আছেন ইহাই আমাদের পরম সৌভাগ্য — মাও-সে-তুং

"মানব জাতির মাঝে যে ষ্টালিন আছেন ইহাই এক বিপুল ঘটনা। ষ্টালিন আছেন, তাই সব মঙ্গল মতো চলবে। আপনারা জানেন, মার্কস বেঁচে নেই। তেমনি এঙ্গেলসও নেই। লেনিনও নেই। কিন্তু ষ্টালিন যদি না থাকতেন, তা হলে কে আমাদের পথ দেখাতো? ষ্টালিন আছেন, ইহাই আমাদের পরম সৌভাগ্য। দুনিয়ায় আজ একটি সোভিয়েট ইউনিয়ন আছে, কমিউনিস্ট পার্টি আছে। আর আছেন একজন ষ্টালিন। তাই দুনিয়া ঠিকমতো চলবে।" — মাও-সে-তুং।

(ষ্টালিনের ৬০ তম জন্মদিনে)

'কমরেড ষ্টালিন জিন্দাবাদ'

শিক্ষক ও নায়ক কমরেড ষ্টালিনের ৭১তম জন্মদিনে আমরা তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করছি।

— সম্পাদকমণ্ডলী, মতামত।

আইসেন হাওয়ারের বদলে সেনেটর ট্যাফ্‌টকে আনার প্রচেষ্টা?

.... বিশ্ব বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য যাই থাকুক, তাঁরা জেনে রাখুন যে কলিকাতার ছাত্র সমাজ আইসেন হাওয়ার বা ট্যাফ্‌ট্ বা অন্য কোন খুনী সাম্রাজ্যবাদীকেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র প্রাঙ্গনে বক্তৃতা করতে দেবে না ....।

'শ্রী জ্যোতি বসু প্রমুখের উপর গোয়েন্দাদের কড়া পাহারা ঃ আবার আটকের চক্রান্ত?'

.... মুক্তি পেয়েও তিনি মুক্ত হন নি। জেল থেকে খালাস হওয়ার পর থেকে এক মুহূর্ত তিনি স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারছেন না। তিনি বার লাইব্রেরী, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজনের বাড়ি যেখানেই যান — এমনকি সোভিয়েত সিনেমা দেখতে গেছেন — সেখানেও এই গোয়েন্দাদের দল তাঁর পিছু নিয়ে তাঁকে অতিষ্ঠ করে তুলছে।

.... হাইকোর্টের রায় প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ডাঃ রায় সরকারের সমস্ত আইন পরামর্শদাতাদের এক জরুরী বৈঠক ডাকেন। প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এবং পুলিস বিভাগের উচ্চতম কর্মচারীরা এই বৈঠকে যোগ দেন। .... সম্প্রতি যারা খালাস পেয়েছেন বা ভবিষ্যতে পেতে পারেন, তাদের পুনরায় গ্রেপ্তার করার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটিই রাখবে না। বিশেষ করে জ্যোতি বসু যাতে আগামী আইনসভার বাজেট অধিবেশনে কিছুতেই উপস্থিত থাকতে না পারেন তার জন্য এখন থেকেই চেষ্টা শুরু হয়েছে।

১ম বর্ষ ৪৫শ সংখ্যা,] ৩০শে ডিসেম্বর, শনিবার, ১৯৫০ [মূল্য দুই আনা

By order etc.

GOVERNMENT OF INDIA

Sd/- B.K.Dey.
for Under Secretary to the Govt.of India.

PAPER FORWARDED.

Ministry of Home Affairs letter No.7/77/50-Poll, dated the 22nd November 1950.

Copy with enclosure to Accounts Branch and the Roads Organisation.

Copy of the SECRET letter No.7/77/50 - Poll, dated the 22nd November 1950, from the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi, addressed to all States in Parts A, B (except Jammu and Kashmir state) C and D. and copy endorsed to all the Ministries of the Govt. of India etc. etc.

Subject: Participation of Government Servants in peace Conventions.

It has been reported to the Government of India that a certain number of Government employees took an active part in the peace Convention which was held recently in Delhi. It is possible that they did this in ignorance of the fact that this convention was organised under the inspiration of the Communist Party of India. Since it is possible that similar Conventions will be held in future auspices, I am to suggest that the fact stated above may be brought to the notice of all Government Servants who should be advised to refrain from associating with this particular type of round-about political propaganda.

'নেহরুজী! স্বরাষ্ট্র দপ্তরের শান্তি আন্দোলন বিরোধী ষড়যন্ত্র বন্ধ করবেন কি'?

উক্ত সার্কুলারটি — ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের একটি গোপন সার্কুলার।

সার্কুলারটির নং ৭ /৭৭ /৫০ — (পল) তারিখ ২২শে নভেম্বর ১৯৫০।

সার্কুলারে বলা হচ্ছে, "সম্প্রতি দিল্লীতে যে শান্তি কনভেনশন হয়ে গেল, তাতে কিছু সংখ্যক সরকারী কর্মচারী উদ্যোগী অংশ নিয়েছেন বলে ভারত সবকার খবর পেয়েছেন। এটা খুবই সম্ভব যে তারা এই কনভেনশন যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রেরণায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে তা না জেনেই এতে যোগ দিয়েছেন।

ঐ সংগঠনের উদ্যোগেই আরও কয়েকটি এই ধরনের কনভেনশন হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় উপরোক্ত ঘটনাগুলি আমি সমস্ত সরকারী কর্মচারীকে জানানো প্রযোজন মনে করি। এবং আমি আবও প্রস্তাব করি যে আপনারা সকল সরকারী কর্মচারীকে নির্দেশ দেবেন যে, তারা যাতে এই ধরনের রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডার সঙ্গে জড়িত না হয়।"

ভারত সরকারের আন্ডার সেক্রেটারী বি. কে. দে এই সার্কুলারটি জারী করেছেন।

১৯৫০ সালের জানুয়াবী মাসে, বেআইনী ঘোষিত পার্টির সাপ্তাহিক মুখপত্র 'মতামত' পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন শিরোনাম ও সংবাদ উদ্ধৃত করে এই পত্রিকা সম্পর্কে একটি চিত্র উপস্থিত করার চেষ্টা করেছি। এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা বেআইনী পত্রিকার মুদ্রণ ও প্রকাশে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন, যাঁরা এই পত্রিকার সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে পরিচালনাব কাজে ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কমরেড সুধাংশু দাশগুপ্ত, অধীর চক্রবর্তী, বিভূতি গুহ, জ্যোতি দাশগুপ্ত, সুনীল সেনগুপ্ত, স্মবজিৎ দাশগুপ্ত প্রমুখ।

হাইকোর্টের রায়ে পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি বৈধ

১৯৫০ সালের জানুয়ারির শেষদিকে কমিনফর্মের মুখপত্রে দেশে দেশে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের উপর তাৎপর্যপূর্ণ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পর ১৯৪৮-এ পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক লাইন-এর ভিত্তিতে ১৯৪৮-৪৯ এর কাজকর্মের তীব্র সমালোচনা শুরু হয়ে গেল পার্টির বিভিন্ন গোপন কেন্দ্রে এবং আত্মগোপন করে থাকা নেতৃত্বের মধ্যেও। সর্বভারতীয় এবং পশ্চিমবঙ্গেব পার্টি নেতৃত্বেরও পুনর্গঠন শুরু হয়ে গেল। আমরাও আত্মগোপন অবস্থায় বিভ্রান্ত হয়ে পার্টির গোপন কেন্দ্রে অবস্থান করছি। অবশেষে কমরেড রণেন সেনকে সম্পাদক করে প্রাদেশিক সংগঠন কমিটি গঠন করা হলো। তার মধ্যেও গোপন পার্টি নেতৃত্ব সাপ্তাহিক "মতামত" কাগজটিকে চালু রেখেছেন।

বহু বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে 'মতামত' এক বৎসর অতিক্রম করে দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করেছে। 'মতামত'এর মধ্য দিয়েই বাংলার প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র ও মধ্যবিত্ত জনতার আন্দোলন প্রতিধ্বনিত হয়েছে। বে-আইনী অবস্থায় আত্মগোপন করে থেকে, তদুপরি পুলিসি নির্যাতন ও নিদারুণ অর্থসঙ্কটের মধ্য দিয়ে 'মতামত'কে গত এক বৎসর চলতে হয়েছে। তখন আত্মগোপন অবস্থায় কমরেডরা সংকল্পে ছিলেন 'মতামত' তাঁরা চালাবেনই।

সাপ্তাহিক 'মতামত' দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পন করার পরই ১৯৫১ সালের ৫ই জানুয়ারি কলিকাতা হাইকোর্টের রায়ে পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি বৈধ হয়।

কলিকাতা হাইকোর্টের রায়টি বোম্বে থেকে প্রকাশিত সর্বভারতীয় সাপ্তাহিক The progressive News weekly 'CROSS ROADS', Vol. II, No. 37 January 12, ১৯৫১ সালে প্রকাশিত হয়। সঠিক তারিখ বিভিন্ন পত্রিকা বা বইতে প্রকাশিত হয়েছে কিনা জানিনা। 'ক্রস রোড্স'এব পুরো ইংরাজি বয়ানটি এখানে হুবহু তুলে দেওয়া হলো। সঙ্গে বঙ্গানুবাদও দেওয়া হলো।

Cross Roads
THE PROGRESSIVE NEWSWEEKLY

VOL. II, No. 37 . January 12, 1951

BENGAL GOVT. FLOUTS HIGH COURT VERDICT

Ban On Communist Party Must Be Lifted

CALCUTTA: AFTER NEARLY THREE YEARS OF ILLEGALITY, THE COMMUNIST PARTY FACES THE PROSPECT OF LEGAL EXISTENCE AGAIN, AS A RESULT OF THE JUDGMENT DELIVERED BY THE CALCUTTA HIGH COURT ON JANUARY 5. DELIVERING JUDGMENT ON THE RULES OBTAINED BY 88 DETENUS, WHO HAD CHALLENGED THE VALIDITY OF THEIR DETENTION UNDER THE PREVENTIVE DETENTION ACT, JUSTICE SEN, SITTING WITH JUSTICE CHUNDER, DECLARED THAT THE COMMUNIST PARTY OF INDIA WAS NOT AN UNLAWFUL BODY IN WEST BENGAL.

AGREEING with the full bench decision of the Madras High Court their Lordships declared that Section 16 of the Indian Criminal Law Amendment Act was ultra vires. Hence the declaration of the CPI as an unlawful association was void and illegal.

The West Bengal Government has not yet taken any steps to put the High Court Judgment into effect. No orders have been passed lifting the ban on the CPI and other mass organisations. On the contrary the official statement has been made that the Government will appeal to the Supreme Court.

This was only to be expected. Ever since the High Court ordered the immediate release of the first batch of Communist detenus, the Government has been in a frenzy. Of the 88 applications which came up for hearing before Justices Sen and Chunder, 19 were ordered to be released on December 15. These release orders threw the Government into a panic. The Writers Building (Secretariat) began to hum with heated discussions. Emergency meetings were summoned.

The main question was how to evade the High Court decision and re-arrest the released persons. The Advocate General and all the legal brains failed to find a way out. Their own Constitution, so carefully drafted, stood in their way.

It was even suggested that the ancient Regulations III, the favourite weapon of our British imperialist rulers, be invoked. But legal opinion went against

it. A policy of wait and see was suggested.

In the meantime all the released persons were kept under constant watch. Every movement of theirs was shadowed. On the other hand the Government tried its best to delay the proceedings in the High Court so that the judgment could be postponed till after the Christmas holidays.

December 21 was the last day before the Christmas holidays began. The Advocate General argued his case till very nearly closing time. But the judges passed immediate orders for the release of the rest of the detenus, though judgment was not delivered. Thus was the game of the Government foiled.

Now the Government realised that the High Court was likely to decide that the declaration of the CPI as an illegal association was void and illegal. It did not know what to do. Its minions began to return the furniture, files, etc., of the various organisations, which had been confiscated when these organisations had been declared illegal, even before the judgment was delivered. But now it appears the Government is determined to flout the High Court verdict.

It is expected that the various mass organisations in Calcutta will soon take steps to bring pressure on the Government to abide by the decisions of the High Court and lift the ban on the Communist Party and the other democratic organisations.

The Government's stand that it will not take any action until the Supreme Court gives a decision is wholly untenable and will be sharply contested.

বাংলা সরকার হাইকোর্টের রায় উল্লঙঘন করছে

কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে

কলকাতা ঃ প্রায় তিন বছর বে-আইনী অবস্থায় থাকার পর কমিউনিস্ট পার্টি, গত ৫ই জানুয়ারি প্রদত্ত কলকাতা হাইকোর্টের এক রায়ের ফলে আবার আইনসম্মত অস্তিত্ব ফিরে পাবার মুখে। ৮৮ জন আটক-বন্দী প্রিভেনটিভ ডিটেনশন আইনের অধীনে তাদের আটক-বন্দীত্বকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে যে রুল পেয়েছিলেন, সে সম্পর্কে তাদের রায় ঘোষণা করতে গিয়ে বিচারপতি সেন ও তার সাথে বিচারপতি চন্দ্র ঘোষণা করেছেন যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি পশ্চিমবঙ্গে বে-আইনী সংগঠন নয়।

মাদ্রাজ হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চের রায়ের সাথে একমত হয়ে বিচারপতিদ্বয় ঘোষণা করেন যে, ভারতীয় ফৌজদারি আইন সংশোধনী আইনের ১৬ নং ধারা (সংবিধানের) ক্ষমতা-বহির্ভূত। সুতরাং সি পি আই-কে বে-আইনী সমিতি হিসাবে ঘোষণা বাতিল ও বে-আইনী।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখনও হাইকোর্টের এই রায় কার্যকরী করার জন্য কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। সি পি আই এবং অন্যান্য গণ-সংগঠনগুলির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে এখনও কোনও

আদেশ দেওয়া হয়নি। বরং বিপরীত সরকারী বিবৃতি জারি করে বলা হয়েছে সরকার সুপ্রিম কোর্টে আপিল করবে।

এটা প্রত্যাশিতই ছিল। হাইকোর্টে, কমিউনিস্ট আটক বন্দীদের প্রথম দলকে অবিলম্বে ছেড়ে দেবার আদেশ দেওয়ার পর থেকেই সরকার আতঙ্কগ্রস্ত ছিল। বিচারপতি সেন ও চন্দ্রের সামনে শুনানীর জন্য যে ৮৮টি আবেদন এসেছিল. তার মধ্যে ১৯ জনকে ১৫ই ডিসেম্বর মুক্তির আদেশ দেওয়া হয়। এই মুক্তির আদেশগুলি সরকারকে আতঙ্কের মধ্যে ফেলে দেয়। রাইটার্স বিল্ডিং (সচিবালয়) উত্তপ্ত আলোচনায় গুঞ্জিত হতে থাকে। জরুরী বৈঠক আহ্বান করা হয়।

প্রধান প্রশ্ন ছিল কি করে হাইকোর্টের রায় এড়ান যায় এবং মুক্ত ব্যক্তিদের আবার গ্রেপ্তার করা যায়। অ্যাডভোকেট জেনারেল এবং অন্য সব আইনী পন্ডিতরা কোনও উপায় বার করতে ব্যর্থ হলেন। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে রচিত তাদেরই সংবিধান বাধা হয়ে দাঁড়াল।

এমন কি এ প্রস্তাবও করা হয়েছিল যে, আমাদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের প্রিয় অস্ত্র সেই প্রাচীন রেগুলেশন ৩-কে ব্যবহার করা হোক। কিন্তু আইনবিদদের মত এর বিরুদ্ধে গেল। ফলে অপেক্ষা করারও কি ঘটে তা দেখার নীতি নেওয়া ঠিক হলো।

ইতিমধ্যে মুক্তিপ্রাপ্ত সমস্ত লোকের উপর প্রতিনিয়ত নজর রাখা হচ্ছিল। তাদের সমস্ত গতিবিধির পিছনে গোয়েন্দাগিরি চলছিল। অন্যদিকে সরকার হাইকোর্টের মামলা বিলম্বিত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছিল যাতে রায়দান বড়দিনের ছুটির পর পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখা যায়।

বড়দিনের ছুটি আরম্ভ হবার আগে শেষ কাজের দিন ছিল ২১শে ডিসেম্বর। অ্যাডভোকেট জেনারেল প্রায় দিনের শেষ সময় পর্যন্ত তাঁর সওয়াল চালালেন। কিন্তু বিচারপতিরা বাকি আটক-বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি দেবার আদেশ জারি করলেন, যদিও রায়দান করা হয়নি। এইভাবে সরকারের চক্রান্ত ব্যর্থ হলো।

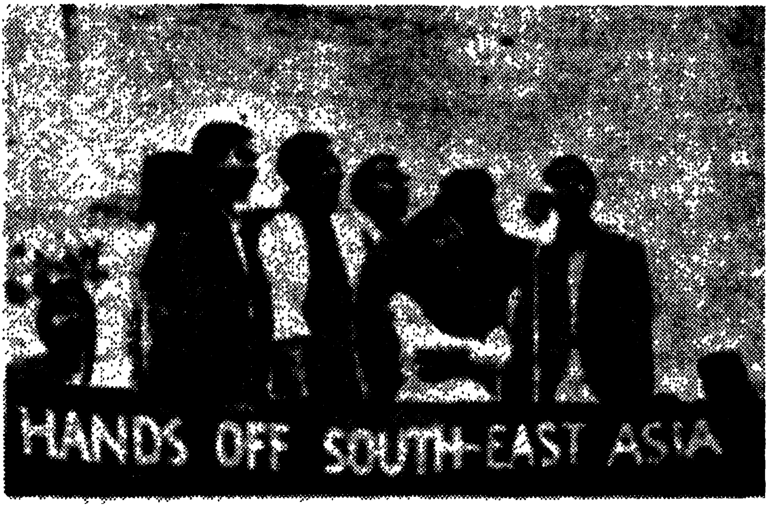
এইবার সরকার বুঝতে পারলো যে হাইকোর্ট, সি পি আই-কে বে-আইনী সমিতি হিসাবে ঘোষণা বাতিল ও বে-আইনী বলে সিদ্ধান্তে আসতে পারে। তারা বুঝতে পারছিল না কি করবে। তাদের অধীনস্থ গোলামরা, বিভিন্ন সংগঠনকে বে-আইনী ঘোষণার পর তাদের যে সব আসবাবপত্র, ফাইল ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল সেগুলি হাইকোর্টের রায়দানের আগেই ফেরত দেবার কাজ শুরু করে দিল। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সরকার হাইকোর্টের রায় উল্লঙ্ঘন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

আশা করা যায় যে, কলকাতার বিভিন্ন গণ-সংগঠন সরকারকে হাইকোর্টের রায় মানতে বাধ্য করার জন্য এবং কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক সংগঠনের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য চাপ সৃষ্টি করতে শীঘ্রই পদক্ষেপ নেবে।

সুপ্রিম কোর্ট কোনও সিদ্ধান্ত না নেওয়া পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হবে না -- সরকারের এই বক্তব্য সম্পূর্ণভাবে অসমর্থনীয় এবং তীব্রভাবে এর বিরোধিতা করা হবে।

ডাঃ বিধান রায় পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী সরকার যাই সিদ্ধান্ত নিক না কেন হাইকোর্টের উক্ত রায়ে পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি আইনী পার্টিতে পরিণত হলো। পশ্চিমবঙ্গের সর্বস্তরের জনসাধারণ এই রায়ে আনন্দ প্রকাশ করে তাকে স্বাগত জানাবার জন্য ১৩ই জানুয়ারি ১৯৫১, কলকাতার মনুমেন্ট ময়দানে স্বল্প সময়ের প্রচারে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। সেই জনসভার সংবাদটি ১৯৫১ সালের ২৬শে জানুয়ারি, ভল্যুম ২ এর ৩৯ নং সংখ্যা 'ক্রসরোডস'এ প্রকাশিত

হয়। হুবহু বঙ্গানুবাদটি এখানে তুলে দেওয়া হলো।



কমিউনিস্ট পার্টির আইনসম্মত হওয়াকে স্বাগত জানালেন কলকাতার দশ হাজার নাগরিক

ঐক্যের জন্য বাম নেতাদের উদ্দীপনাময় আহ্বান

গত ১৩ই জানুয়ারি অনেক পুরাতন বিপ্লবী লড়াইয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটে, যখন বিভিন্ন বামপন্থী দলের নেতৃবৃন্দসহ দশ হাজার মানুষ অক্টারলোনি মনুমেন্টের পাদদেশে সমবেত হয়েছিলেন কমিউনিস্ট পার্টিকে আবার নিজেদের মধ্যে স্বাগত জানাতে।

রাজনৈতিক মতপার্থক্য নির্বিশেষে তাঁরা মিলিতভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, তাদের নিজস্ব বিচারব্যবস্থা কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়ে যে রায় দিয়েছে তা মানতে রায়-সরকারের মন্ত্রীসভা নির্লজ্জভাবে অস্বীকার করার বিরুদ্ধে।

বিভিন্ন দল ও গণসংগঠনের পক্ষ থেকে কমিউনিস্ট পার্টিকে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে একের পর এক বক্তা বর্তমান সরকারের পরিবর্তে একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য বাম শক্তিগুলির ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন।

তাঁরা সকলেই এই আশা ব্যক্ত করেন যে, এখন কমিউনিস্ট পার্টি এই ঐক্য গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগ নেবে। সমস্ত ময়দান বার বার হর্ষধ্বনি এবং "কমিউনিস্ট পার্টি জিন্দাবাদ", "বামপন্থী ঐক্য জিন্দাবাদ" শ্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠেছিল।

মনুমেন্টের পাদদেশে কমিউনিস্ট পার্টির ব্যানার এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনগণের

সংগ্রামের চিত্রসহ বিশাল বিশাল পোস্টারে সুসজ্জিত ছিল। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লেনিন, স্তালিন ও মাও-এর প্রতিকৃতিগুলি এই বিশাল সমাবেশের উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করছিল। সভামঞ্চটিও সাজানো হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শ্লোগান ও শান্তির আহ্বান সম্বলিত ফেস্টুন দিয়ে।

সভা শুরু হয় আই পি টি এ'র সঙ্গীত-স্কোয়াডের গাওয়া গান দিয়ে। এর পর রেডিও'র সঙ্গীতশিল্পীরা গান গেয়ে শোনান। তারপর সভার সভাপতি এবং ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও কমিউনিস্ট এম এল এ জ্যোতি বসুর অনুরোধে রক্ত পতাকা উত্তোলন করেন প্রবীণ গোর্খা নেতা ও কমিউনিস্ট এম এল এ রতনলাল ব্রাহ্মণ।



Jyoti Basu speaking at the Rally

সভাপতির ভাষণে শ্রী জ্যোতি বসু ঘোষণা করেন যে, কমিউনিস্ট পার্টি খোলামনে তার গুরুতর ভুল-ত্রুটিগুলি স্বীকার করবে এবং জনগণের কাছে যাবে তাদের থেকে প্রেরণা নিতে ও তাদের সাহায্যে নতুন নীতি গড়ে তুলতে।

তিনি এটাও স্পষ্ট করে দেন যে, সরকার যদি কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দেয় তাহলে তারা সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক দাবিগুলির ভিত্তিতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। এই প্রসঙ্গে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে একটি আট-দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেন।

ডেমোক্রাটিক ভ্যানগার্ডের পক্ষ থেকে শ্রীজীবন চ্যাটার্জি ঘোষণা করেন, লক্ষ্যের দিক থেকে ডেমোক্রাটিক ভ্যানগার্ড এবং কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে মূলগত ঐক্য রয়েছে। কিন্তু রণনীতি ও রণকৌশলের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ মতপার্থক্য থাকায় একটি পৃথক পার্টি প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। তিনি ভবিষ্যৎ কাজকর্মের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টিকে সবরকম সমর্থনের আশ্বাস দেন।

ফরওয়ার্ড ব্লকের শ্রীসত্যপ্রিয় ব্যানার্জি বলেন, এই সভায় বামপন্থী ঐক্যের যে দাবি বার বার উত্থাপিত হয়েছে তা যদি বিভিন্ন দল পূরণ করতে পারেন তবেই একমাত্র এই সমাবেশকে সফল সমাবেশ বলা যাবে।

কমনওয়েলথ ছাড়

পরিশেষে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিকে বামপন্থী ঐক্যের বাইরে রাখার চেষ্টা করে ঐক্যকে বিভক্ত করার প্রয়াসের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দেন এবং ঘোষণা করেন যে, অতীতে যেমন হয়েছে তেমনই ভবিষ্যতেও ফরওয়ার্ড ব্লক কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সহযোগিতা করবে।

সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান পার্টির পক্ষ থেকে শ্রী জ্যোতিষ জোয়ারদার "কমনওয়েলথ ছাড়" এই শ্লোগানের ভিত্তিতে শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আবেদন জানান। তিনি মনে করেন যে তাঁদের প্রিয় নেতা সুভাষ বসুর অপূর্ণ স্বপ্ন সাকার করতে এবং ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতা আনতে এটাই একমাত্র উপায়।

একজন পুরাতন ট্রেড ইউনিয়নবাদী হিসাবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রী রজনী মুখার্জি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গণসংগঠনের সাথে পরামর্শক্রমে একটি গণতান্ত্রিক কর্মসূচী রচনার জরুরী প্রয়োজনের কথা বলেন, যাতে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য একটি প্রকৃত শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হয়।

ব্যক্তি স্বাধীনতা

সিভিল লিবার্টিজ এ্যাসোসিয়েশনের শ্রীপ্রমোদ সেনগুপ্ত, যিনি সদ্যমুক্ত কমিউনিস্ট বন্দীদের আইনগত অধিকার রক্ষার জন্য, এবং যে মামলা শেষ পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টিকে আইনসম্মত করতে সাহায্য করে তা পরিচালনার জন্য অনেক কিছু করেছিলেন, তিনিও সমাবেশে ভাষণ দেন।

তিনি বন্দীদশা থেকে কমরেডদের চূড়ান্ত মুক্তির জন্য ব্যক্তি স্বাধীনতা আন্দোলনকে সাফল্যমন্ডিত করতে জনগণের সহযোগিতার আবেদন জানান।

একজন কমিউনিস্ট ছাত্র নৃপেন ব্যানার্জি, যাকে সম্প্রতি জেল থেকে মুক্ত করা হয়েছে, জনগণকে আশ্বাস দেন যে কমিউনিস্ট ছাত্ররা তাদের ভুলত্রুটি ও দুর্বলতা পরিহার করে এবং তাদের ত্রিশের দশকের গৌরবময় ঐতিহ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আবার একবার ছাত্র আন্দোলনে সঠিক নেতৃত্ব দেবে।

একজন সদ্যমুক্ত শ্রমিক নেতা সাদেম আলি বেগ, গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের প্রকৃত ভিত্তি হিসাবে শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যের আবেদন জানান, যা বর্তমানের রোগগ্রস্ত সরকারের পরিবর্তে একটি সুস্থ জনপ্রিয় গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতিষ্ঠা করবে।

মুসলিম নেতা জনাব খসরুল আনম খান, মহিলা গণতান্ত্রিক সংগঠনের শ্রীমতী অমলা দেবী, এবং রিফিউজী সেন্টাল রিলিফ কমিটির শ্রী মহাদেব ভট্টাচার্যও সমাবেশের সামনে ভাষণ দেন এবং তাদের মধ্যে আবার কমিউনিস্ট পার্টিকে স্বাগত জানান।

সভা শেষ হবার আগে সভাপতির পক্ষ থেকে উত্থাপিত কয়েকটি প্রস্তাব হাত তুলে এবং হর্ষধ্বনির মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়। একটি প্রস্তাবে কমিউনিস্ট পার্টির রচিত জনগণের আট-দফা দাবি পেশ করা হয়।

এই দাবিগুলির মধ্যে ছিল --- বর্তমান সরকারের পরিবর্তে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী পার্টির সহযোগিতার ভিত্তিতে একটি জন-গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা ; সমস্ত বিদেশী পুঁজির রাষ্ট্রীয়করণ ; সকলের জন্য বাঁচার মতো মজুরি ; চাকুরির নিরাপত্তা ; এবং সিকিউরিটি আইনসহ অনুরূপ সমস্ত আইন বাতিল।

আর একটি প্রস্তাবে ১২ জন তেলেঙ্গানা কৃষক নেতার উপর থেকে মৃত্যুদণ্ডের রায় পরিবর্তন করার এবং তাদের মুক্তির দাবি জানান হয়।

সভা শেষ হবার পর প্রায় এক মাইল দীর্ঘ একটি বিশাল মিছিল মধ্য কলকাতার বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে। সমস্ত পথ "কমনওয়েলথ ছাড়" "সাম্রাজ্যবাদীরা এশিয়া ছাড়", "আমরা যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই", "আমরা খেয়ে পরে বাঁচতে চাই" ইত্যাদি জনপ্রিয় শ্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে।

(জানুয়ারি ২৬, ১৯৫১)

নবপর্যায়ে 'স্বাধীনতা' পুনঃপ্রকাশ

পার্টির নেতৃস্থানীয় কমরেডরা অনেকেই জেলে। এরই মধ্যে কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্ত এবং জ্যোতি বসু জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন। কমরেড অধীর চক্রবর্তী এবং জ্যোতি দাশগুপ্ত প্রভৃতি কমরেড যাঁরা বাইরে ছিলেন -- তাঁরাও তৎপর হলেন জেল থেকে মুক্ত নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করে পুনরায় দৈনিক 'স্বাধীনতা' কাগজ প্রকাশ করার জন্য।

তখন পার্টির কোন প্রকাশ্য অফিস ছিল না। ১৯৯ নম্বর পার্ক স্ট্রীট, এটি দৈনিক সংবাদপত্র বের করার প্রেসই ছিল। প্রেসের নাম 'ইষ্ট অ্যান্ড প্রেস'। এই প্রেস থেকে 'ইত্তেহাদ' কাগজ বের হতো। পার্টির দৈনিক কাগজ বের করার প্রস্তুতি হিসাবে, উক্ত ইষ্ট অ্যান্ড প্রেসের ক্ষুদ্র লনেই সভা ডাকা হলো। এই সভায় বিভিন্ন গণ-সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত কমরেডরা উপস্থিত ছিলেন। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহার না হওয়ায় অনেকের পক্ষে উপস্থিত হওয়া সম্ভব হয়নি। প্রস্তুতি হিসাবে পর পর ২ বার সভা হয়েছিল। আমি আত্মগোপন অবস্থায়ও সেই দু'টি সভায় উপস্থিত ছিলাম। ইষ্ট অ্যান্ড প্রেসের কিছু কর্মীও উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ৮ই ডেকার্স লেন-এর গণশক্তি প্রেসের কর্মী।

উক্ত সভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের কয়েকজন কমরেড গোপাল হালদার, জ্যোতি দাশগুপ্ত, বিভূতি গুহ, সুরেশ মৈত্র জ্যোর্তির্ময় নন্দী, নন্দ বসু, সাধন গুপ্ত, সুকুমার মিত্র, সরোজ দত্ত, অধীর চক্রবর্তী, শচীন সেন, রমনী সরকার, সত্য চক্রবর্তী, শৈলেশ চৌধুরী, প্রফুল্ল রায় চৌধুরী, শৈলেন চৌধুরী, ডেভিড কোহেন, সুনীল কুন্দগ্রামী, তরুণ সেনগুপ্ত, নারায়ণ কুশারী, সুভাষ ঘোষ প্রমুখ। আরও অনেক কমরেড সমর্থক উপস্থিত ছিলেন যাঁদের নাম জানি না।

১৯৪৮ সালের ২৬শে মার্চ ৮ই ডেকার্স লেন-এর গণশক্তি প্রেস কংগ্রেস সরকার নিরাপত্তা আইনে সীল করে দেওয়ার পর পার্টি প্রেসেরই কিছু কর্মী নারায়ণ কুশারী, সুভাষ ঘোষ প্রমুখ ইষ্ট অ্যান্ড প্রেসে কম্পোজিং-এ যোগ দেন।

'ইত্তেহাদ' কাগজটি চলে যায় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে। ইষ্ট অ্যান্ড প্রেস খালি হয়ে গেল। প্রেসের অন্যতম মালিক ছিলেন কংগ্রেস নেতা জে সি গুপ্ত। তখনকার পরিস্থিতি অনুযায়ী দৈনিক কাগজ ছাপার উপযুক্ত প্রেস। এই প্রেসে 'স্বাধীনতা' কাগজ ছাপার ব্যবস্থা পাকাপাকি হওয়ার পর গঠিত হলো সম্পাদকীয় বোর্ড। নিম্নলিখিত কমরেডদের নিয়ে সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হয়েছিল।

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি নির্বাচিত হলেন - কমরেড জ্যোতি বসু।

সম্পাদকমণ্ডলী — কমরেড গোপাল হালদার, অধীর চক্রবর্তী, নন্দ বসু, বিভূতি গুহ, জ্যোতি দাশগুপ্ত, জ্যোর্তিময় নন্দী।

কাগজ ছাপার ২ খানা ডবল ডিমাই ফ্ল্যাট মেশিন ছিল। সেই মেশিনেও গণশক্তি প্রেসের ২-৩

জন কর্মী ছিলেন বলেই সুবিধাও হয়েছিল। সুনীল কুন্দগ্রামী, শামসুল প্রমুখ। সুনীল কুন্দগ্রামী ছিলেন মেশিনম্যান। তিনি পার্টি সদস্য ছিলেন।

অবশেষে ১৯৫১ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি থেকে পুনরায় 'স্বাধীনতা' দৈনিক নবপর্যায়ে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত হলো। ডেকার্স লেনের 'স্বাধীনতা'য় যে সব কমরেড ছিলেন তাঁরা অনেকেই নবপর্যায়ের স্বাধীনতায় যোগ দেওয়ার জন্য এগিয়ে এসে যুক্ত হলেন। সত্যযুগ পত্রিকা থেকে ছেড়ে এলেন কমরেড সুকুমার মিত্র নিউজ এডিটর হিসাবে। এলেন কমরেড সুধাংশু দাশগুপ্ত। তিনি বর্তমানে সাপ্তাহিক দেশহিতৈষীর সম্পাদক এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য-- কমরেড জ্যোতি দাশগুপ্ত, কমরেড বিভূতি গুহ, কমরেড কৃষ্ণপদ ঘোষ।

১৯৫১ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি কমরেড জ্যোতি বসুকে সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি এবং কমরেড সন্তোষ কুমার চ্যাটার্জিকে সম্পাদক করে কলিকাতার ১৯৯ নং পার্ক স্ট্রীট-এর ইষ্ট আন্ড প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়ে, ১৩সি সিদ্ধেশ্বর চন্দ্র লেন, কলিকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত হলো নবপর্যায়ে 'স্বাধীনতা'। প্রথম সংখ্যার তারিখে লেখা হলো ঃ নবপর্যায় ১ম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ৪৭ সংখ্যা) কলিকাতা ৯ই ফেব্রুয়ারি '৫১, শুক্রবার ২৬শে মার্চ '৫৭, মূল্য – এক আনা, বিমান ডাকে -- ছয় পয়সা।

স্বাধীনতা

SWADHINATA

স্বাধীনতা, নবপর্যায় — ১ম ও ২য় সংখ্যার (ষষ্ঠ বর্ষ ৪৭ ও ৪৮ সংখ্যা) কোন কপি সংগ্রহ করতে পারিনি।

স্বাধীনতা, নবপর্যায় - ৩য় সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ৪৯ সংখ্যা) ১১ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫১, রবিবার ২৮ শে মাঘ ১৩৫৭তে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য বিস্তারিত শিরোনাম ঃ

'স্বাধীনতা পুনঃপ্রকাশে বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের শুভেচ্ছাজ্ঞাপন' -

হেমন্ত বসু -- 'স্বাধীনতা' পুনঃপ্রকাশের সংবাদে আমার কথা এই যে, দেশের বর্তমান অবস্থায় নির্বিকতার যেমন প্রয়োজন, 'স্বাধীনতা' যেন সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া জনগণ যাহাতে তাহাদের অধিকার প্রতিষ্টার জন্য বৈপ্লবিক চেতনা লাভ করিয়া বর্তমান ধনবাদী সমাজের নির্মম শোষণ ও পেষণ হইতে মুক্ত হইতে পারে, তাহাদের ঘরে ঘরে সেই বার্তা এবং তাহাদের মধ্যে সামাজিক চেতনা, কর্তব্যজ্ঞান ও শুভবুদ্ধি জাগরিত করুক। . ...

অমর বসু -- শোষিত, নিপীড়িত জনসাধারণ, তাঁদেরই কথা আপনাদের নিকট শুনিতে চান। তাঁদের ঠিক পথে পরিচালন করিবার দায়িত্ব আপনাদের নিতে হবে। আমি আশা করি সাধারণে বুঝিতে পারিবে যে 'স্বাধীনতা' তাঁদেরই পত্রিকা।

নেপাল ভট্টাচার্য — দীর্ঘ তিন বৎসর পর 'স্বাধীনতা'র পুনঃপ্রকাশ সমস্ত বামপন্থী ও সাধারণ শান্তিকামী মানুষের কাছে একটা শুভবার্তা স্বরূপ। 'স্বাধীনতা' কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপত্ররূপে পার্টির নীতি ও সংবাদ প্রচার ছাড়াও এর পৃষ্ঠাগুলি ভরে থাকতো সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এবং চাষী, মজুর ও নিম্ন মধ্যবিত্তের আন্দোলনের খবরে। .... পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে আইনের

বলে 'স্বাধীনতা' প্রকাশ নিষিদ্ধ করেছিলেন উচ্চ আদালত কর্তৃক উক্ত আইন অসিদ্ধ ঘোষিত হ'লেও গত তিন বছরে যে অপূরণীয় ক্ষতি তার হয়েছে তা পূরণের কোন ব্যবস্থাই সরকার বা আদালত করেন নি। সে ক্ষতি পূরণের দায়িত্ব জনসাধারণকেই গ্রহণ করতে হবে।

অবিনাশচন্দ্র দাস – সভাপতি, কলিকাতা সংবাদপত্র বিক্রেতা সমিতি সংবাদপত্র বিক্রেতা সমিতির পক্ষ হইতে জনসাধারণের জীবন-চিত্রের মুখপত্র 'স্বাধীনতা'কে .... আত্মপ্রকাশের মুহূর্তে অভিনন্দন জানাইতে যাইয়া .. .. গর্ব অনুভব করিতেছি। গর্ব অনুভব করিতেছি যে, জনতার সম্মুখে তাদের সত্যিকাবের আশা-ভরসার মুখপত্র হিসাবে আবার আমরা 'স্বাধীনতা'কে তুলিয়া ধরিতে পারিব। ....

পি এন ঘোষ – সাধারণ সম্পাদক ঃ মার্কেন্টাইল ফেডাবেশন -- খুবই সুখের বিষয় স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের 'স্বাধীনতা' অগ্রদূত হিসাবে আবার আত্মপ্রকাশ কবছে। .... ন্যায়পরায়ণতা আবার জয়লাভ করছে। বর্তমান সরকার নিজেদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও পত্রিকা প্রকাশ করার অধিকার স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছে।

ভারতবর্ষের খুব সামান্য দু'একটা পত্রিকা ছাড়া সকলেই ধনিকদের কাছে আত্মবিক্রয় করেছে। 'স্বাধীনতা' .... .. পত্রিকাই মুক্তিব পতাকা ঊর্দ্ধে তুলে ধরাব জন্য সচেষ্ট ছিল। .... আমরা একথা জেনে উৎসাহবোধ করছি যে, আমাদের 'স্বাধীনতা' তার দায়িত্বসম্পন্ন করেই চলবে; ব্যক্তি স্বাধীনতা আমাদের দৈনন্দিন জীবনেব সমস্যা, আমাদের রাজনৈতিক ও আর্থিক মুক্তির জন্য লড়বে। ....

সুধাময় দাশগুপ্ত, বিনয় চট্টোপাধ্যায় – বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির অভিনন্দন – কমরেড, দীর্ঘদিন সরকারী নির্যাতন ভোগেব পর দৈনিক 'স্বাধীনতা' আবার নতুন পর্যায়ে বের হচ্ছে। .... আমরা আশাকরি নবপর্যায়ে প্রকাশিত 'স্বাধীনতা' আবার দেশের শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত জনসাধারণকে সংকীর্ণ স্বার্থ-সচেতন প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বের আবেষ্টনী থেকে মুক্ত করে বৈপ্লবিক এবং বৃহত্তর সমাজতান্ত্রিক কর্তব্য পালনের পথে পরিচালিত কববে। আমরা আশা করি 'স্বাধীনতা' জনসাধারণকে মুক্তি সংগ্রামের পথে নির্ভীক দৃঢ় ও স্পষ্ট নির্দেশ দেবে। ....

এই সংখ্যার অন্যান্য শিরোনামের মধ্যে আছে – 'রাজাজীর বক্তৃতার প্রতিবাদে বিশিষ্ট নাগরিকদের বিবৃতি ঃ ব্রিটিশের অনুগ্রহে পাওয়া পার্লামেন্টে যোগ্য ভাষণ' ইত্যাদি।

নিরাপত্তা বিলের সমর্থনে পার্লামেন্টে ভারতের স্বরাষ্ট্র সচিব রাজাজী যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে কলিকাতার সমস্ত শ্রেণীর জনমত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে .... !

শ্রীমৃণালকান্তি বসু বলেন "১৯৫০ সালের কেন্দ্রীয় নিবর্তনমূলক আটক আইন আবার পাস করাইয়া লইবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কলিকাতার ৫০ জনেরও বেশি নাগরিক বিবৃতি দেন, সর্দার প্যাটেলের উত্তরাধিকারী শ্রীরাজা গোপালাচারীর তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন .... ।

প্রসিদ্ধ সাংবাদিক ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেন বলেন .... .পুঁজিপতিদের আওতায় দিল্লির মসনদে বসিয়া শ্রীরাজা গোপালাচারীর নির্ভীকতা ও সাধুতার বাণী প্রচার না করিলেই সমীচীন হইত।

শ্রী রাজা গোপালাচারী স্পষ্টই বলিয়াছেন যে কমিউনিস্ট দমনের জন্য এই আইনের প্রয়োজন। .... দেশের লোক যদি কমিউনিস্টদের না চায় তবে নির্বাচনের সময়ই তাঁহারা তাঁহাদের মত ব্যক্ত করিবার সুযোগ পাইবে .... ।

ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা শ্রী সতপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, আর এস পি নেতা শ্রীত্রিদিব চৌধুরী, ডেমোক্রাটিক ভ্যানগার্ডের নেতা শ্রীজীবনলাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরাজা গোপালাচারীর তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন।

নিরাপত্তা বিলের সমর্থনে শ্রীরাজা গোপালাচারীর বক্তব্যের প্রতিবাদে 'স্বাধীনতার', সম্পাদকীয় –

'প্রতিবাদ উঠুক'

.... গত দুই তিন বৎসরের তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে জনসাধারণ জানে যে, কমিউনিস্টদের উপর প্রধান আক্রমণ হইলেও এ আইন আসলে জনসাধারণের প্রত্যেকটি স্বার্থের বিরুদ্ধে। শ্রমিকের জীবিকার দাবির আজও কোন ফয়সালা হইতেছে না, দুর্ভিক্ষে পথে পথে যে কৃষক আজও ঘুরিতেছে, যে বাস্তুহারা নারীর ঘর আজও বাঁধা হইল না, শিক্ষা, সংস্কৃতি মুক্তি ও স্বাধীনতার গর্বে গর্বিতবোধ করিতে গিয়া যে সাধারণ ভারতবাসী আজও প্রতিহত হইতেছেন, গত তিন বৎসরের তিক্ত অভিজ্ঞতায় তাঁহারা জানেন তাঁহাদের দাবি, অধিকার ও আন্দোলনের উপর বারবার একটি খড়গই নামিয়া আসিয়াছে।

সে খড়গ হইতেছে শাসন কর্তাদের অবাধ ক্ষমতার অধিকার -- তাহাদের হাতের মোক্ষম অস্ত্র আটক আইন। খেদে, দীর্ঘশ্বাসে, আর রক্তে সাধারণ মানুষ সে আইনকে অভিযুক্ত করিয়াছে -- কালাকানুন বলিয়া। ....

'চীন-ভারত-মৈত্রী সঙ্ঘ গঠনের আয়োজন ঃ কলিকাতার বিশিষ্ট অধ্যাপক শিল্পীও সাহিত্যিকদের আগ্রহ '

কলিকাতার বিশিষ্ট অধ্যাপক সাংবাদিক ও সাহিত্যিকদের মিলিত উদ্যোগে একটি চীন-ভারত মৈত্রী সংগঠনের আয়োজন হইতেছে .... ।

অধ্যাপক ত্রিপুরারী চক্রবর্তী, মোহিত মৈত্র, শিশির ভাদুড়ী, প্রবোধ সান্যাল, সতোন মজুমদার প্রভৃতি অনেকেই এইরূপ একটি সঙ্ঘ স্থাপনের জন্য উৎসাহিত ....

স্বাধীনতা, নবপর্যায় - ৪র্থ সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ - ৫০ সংখ্যা) ১২ই ফেব্রুযারি ১৯৫১তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'ডোমজুর পরিদর্শনকালে 'স্বাধীনতা'র ফটোগ্রাফার গ্রেপ্তার ঃ জ্যোতি বসু সহ কৃষকদের দমননীতি তথ্য সংগ্রহকালে পুলিসেব আক্রমণ', 'ভারতে খাদ্যোৎপাদনে বিপজ্জনকভাবে হ্রাস পাইয়াছে ঃ আদিম কৃষিব্যবস্থার উপর দোষারোপ ঃ মার্কিন কৃষি দপ্তরের রিপোর্ট ঃ খাদ্য লইয়া কূটনীতি খেলার নূতন অধ্যায়ের সূচনা',

'ফরাসী সরকারের চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তুলুন ঃ বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন বে-আইনী করিবার প্রতিবাদে জ্যোতি বসুর বিবৃতি'

ফরাসী প্লেভী সরকার কর্তৃক সম্প্রতি বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন প্রমুখ ৩টি গণতান্ত্রিক বিশ্ব সংগঠনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারীর প্রতিবাদে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রী জ্যোতি বসু এক বিবৃতিতে ইহার প্রতিবাদে শ্রমিক, কর্মচারী ও সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে জনসভা, শোভাযাত্রা, ফরাসী সরকার ও স্থানীয় ফরাসী দূতাবাসের কাছে ডেপুটেশন, গণস্বাক্ষর পাঠাইবার আহ্বান জানাইয়াছেন । ....

অন্য শিরোনাম ঃ

'ইলা মিত্র প্রভৃতিদের যাবজ্জীবন দন্ডাদেশ মকুব কর ঃ পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় যুক্ত আন্দোলনের আহ্বান', 'বাঁকুড়ার নির্যাতিত কৃষকদের সাহায্যে সর্বদলীয় জননেতাদের উদ্যোগ ঃ দেড় বৎসর যাবৎ কৃষকদের উপব অত্যাচার ও মামলায় হযরানি প্রভৃতি।

স্বাধীনতা, নবপর্য্যায় - ৫ম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ '৫১ সংখ্যা) ১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫১'তে প্রকাশিত প্রধান প্রধান শিরোনাম ঃ

'বিধান মন্ত্রীসভার পদত্যাগ ও অবিলম্বে নির্বাচনের দাবি ঃ আইনসভায় কমিউনিস্ট সদস্য শ্রীজ্যোতি বসুর বক্তৃতা ঃ ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জি ও হরিপদ চ্যাটার্জি কর্তৃক কংগ্রেসী সরকারের সমালোচনা', 'সাধারণ চীনকে আক্রমণকারী আখ্যা দেওয়ায় বিশ্বসঙ্কট ঘণীভূত ঃ পার্লামেন্টে নেহরুজীর ভাষণ ঃ চীন-ভারত মৈত্রীপূর্ণ সম্পর্কে আনন্দ প্রকাশ ঃ কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সহিত 'বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক' পরিহার করিতে রাজী নন', 'বার্লিনের গণতান্ত্রিক এলাকায় যুবশক্তির জোয়ার ঃ দ্বিতীয় বিশ্ব-যুব উৎসব পালনের প্রস্তুতি সম্মেলন', 'বাংলা চটকল মজদুর ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্বের দাবী ঃ সরকাব কর্তৃক নাকচের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনের আহ্বান'।

'নিবর্ত্তনমূলক আটক (সংশোধন) বিলের কড়া সমালোচনা ঃ পার্লামেন্টে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রস্তাব সম্পর্কে বিতর্ক' **চীন-ভারত মৈত্রী সংঘ গঠিত ঃ কলকাতার অগ্রগণ্য সুধীবৃন্দের উদ্যোগে চীন-ভারত মৈত্রীর পথে পদক্ষেপ'**

গতকল্য (১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫১) সোমবার সন্ধ্যায় শ্রী প্রতুল গাঙ্গুলির সভাপতিত্বে কলিকাতার বিশিষ্ট সুধী বৃন্দের এক সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে চীন-ভারত মৈত্রী সঙ্ঘ গঠিত হয়।

স ভায় শ্রীযুক্ত ত্রিপুরারি চক্রবর্তীকে সম্পাদক করিয়া একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটির মধ্যে অধ্যাপক সত্যেন বসু, তারাশঙ্কর ব্যানার্জি, প্রবোধ সান্যাল, সুপ্রভা দেবী ও সি গাঙ্গুলি, প্রবোধ বাগচি, সত্য বাগচি, সত্যেন মজুমদার, বিবেকানন্দ মুখার্জি, গীতা মল্লিক, মোহিত মৈত্র প্রভৃতি বাংলার অগ্রগণ্য সুধী ও জননেতারা রহিয়াছেন।

বে-আইনী অবস্থায় পার্টিকে কংগ্রেস সরকারের প্রশাসনিক উন্মত্ততায় নিদারুণ নির্যাতন এবং অর্থ সঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলতে হয়েছে। কলিকাতা হাইকোর্টের রায়ে পার্টি আইনসঙ্গত হলেও বিধান সরকারের উন্মত্ততার খড়গহস্ত বিদ্যমান। অর্থসঙ্কট তো আছেই, কমিউনিস্ট পার্টির তা থাকবেই। তারই মধ্যে পনর্বার প্রকাশিত হলো 'স্বাধীনতা' এবং সাহায্যের আবেদন --

স্বাধীনতা তহবিল পূর্ণ করুন

আজ পাঁচ দিন ধরে স্বাধীনতা বেরুল। স্বাধীনতাব সর্বাঙ্গে এখনো অনেক অক্ষমতার মালিন্য।

স্বাধীনতা পড়ে আপনার হয়তো প্রথমেই মনে হয় -- প্রুফের এত ভুল কেন?

হয়তো আপনার মনে হয় -- ছাপা আরো ঝকঝকে হযে উঠছে না কেন?

হয়তো আপনি নালিশ করবেন --

স্বাধীনতা বাজারে অনায়াসে মেলে না কেন?

হয়তো সম্পাদনার অন্যান্য অনেক বিষয়ে, তাছাড়া অনেক রাজনৈতিক ক্রটির কথা আপনার মনে হয়।

আপনাদের এসব কথা সত্য। ছাপার ভুল আমরা বন্ধ করতে পারছি না; কাগজের চেহারা আরো সুদৃশ্য করে তুলতে পারছি না; প্রত্যেকটা বিক্রয় কেন্দ্রে স্বাধীনতার যত চাহিদা, ততো আমরা সরবরাহ করে উঠতে পারছিনা, সম্পাদনা এবং অন্যান্য আরো অনেক বিষয়ে উপযুক্ত উন্নতি করতে পারছি না। অনেক কারণের মধ্যে তার একটি বড়ো কারণ টাকার অভাবে।

কিন্তু শুধু এই ক্রটিগুলিই মাত্র নয়, স্বাধীনতার অস্তিত্বই নির্ভর করছে আপনাদের পাঠানো টাকার উপর।

স্বাধীনতার তহবিলে অনেকেই কিছু কিছু টাকা পাঠাচ্ছেন, কিন্তু আরো অনেক টাকার দরকার।

আরো অনেক লোকের কাছে হাত পাতা দরকার, আরো অনেক লোকের কাছে স্বাধীনতার আবেদন পৌঁছে দেওয়া দরকার।

আজকেই স্বাধীনতা তহবিলে আপনি কত টাকা দেবেন, তার উপর স্বাধীনতার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

স্বাধীনতায় যথাসাধ্য সাহায্য করুন।

স্বাধীনতা, নবপর্যায় - ৬ষ্ঠ সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ৫২ সংখ্যা) ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫১ তে প্রকাশিত হয় ঃ

'শান্তি আন্দোলন কমিউনিস্টদের কারসাজি নহে ঃ যুদ্ধবাজদের অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রচারের বিরুদ্ধে সারা ভারত শান্তি কংগ্রেসের সভাপতি ডাঃ অটলের হুঁশিয়ারী ঃ শান্তি আন্দোলন সম্পর্কে রাজাজীর মন্তব্যের প্রতিবাদ ', 'বিশ্ব টি.ইউ. সঙ্ঘকে অবৈধ করা আন্তর্জাতিক নীতি বিরোধী ঃ ফরাসী সরকারের কার্যে সভাপতি ও সম্পাদকের বিবৃতি', এবং এই সংখ্যাতে প্রকাশিত হয় **'নাচোল মামলার আপিলের জন্য অর্থ সাহায্য চাই ঃ ডি. এন. প্রীটকে মামলা পরিচালনার অনুরোধ'** –

রাজশাহীর ইলা মিত্র, কৃষক কর্মী আজাহার ও অন্যান্য ২১ জনকে নিম্ন আদালতের রায়ে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ হইয়াছে। ....

মামলা পরিচালনার জন্য বিলাতের বিখ্যাত আইনজীবী মিঃ ডি. এন. প্রীটকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

স্বাধীনতা, নবপর্যায় -- ৭ম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ৫৩ সংখ্যা) ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫১ আন্দোলনগত প্রকাশিত শিরোনামের মধ্যে ছিল ঃ

'তেলেঙ্গানার কৃষকদের প্রাণদন্ড মকুবের দাবীতে গড়বেতা ও চন্দ্রকোনায় তিনশত সহি সংগ্রহ', 'একদিকে খাদ্যাভাব অন্যদিকে গরিবের ধানের উপর হামলা ঃ সরকারী খাদ্য সংগ্রহ ও বন্টননীতির বিষময় ফল', 'কলিকাতার ৩০০০০ হাজার জাহাজী শ্রমিকদের ধর্মঘট অব্যাহত ঃ জাহাজী শ্রমিকের সংগ্রামে পোর্ট শ্রমিকদের সমর্থন', 'ভারতীয় ও কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের অভিযান' ইত্যাদি।

স্বাধীনতা, নবপর্যায় -- ৮ম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ৫৪ সংখ্যা) ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫১ তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

পশ্চিমবঙ্গ আইনসভা -- 'রায় মন্ত্রিসভার জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ১৭ জন সদস্যের ভোটদান ঃ সমালোচনায় নাজেহাল সরকার পক্ষের উচ্চকণ্ঠ আত্মসমর্পন ঃ চতুর্থ দিনের অধিবেশনে পরিষদে তুমুল উত্তেজনা', 'আটক আইনের সমর্থনে রাজাজীর সাফাই ঃ কমিউনিজমের প্রসারের কারণ সম্পর্কে মৌলিক গবেষণা', 'সরকারী কর্মচারী ছাঁটাই চাই ঃ বিড়লার ইষ্টার্ণ ইকনমিস্টের ওকালতি', 'উদ্বাস্তুদের দাবীর পিছনে ঐক্যের জন্য প্রত্যেকটি দলের নিকট আবেদন ঃ সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদের বিবৃতি প্রভৃতি। **এই সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয় 'কমিউনিস্ট নেতা গোপালনের মামলা ঃ সরকারী গাফিলতিতে বিচারপতির ক্ষোভ'** –

১৪ই ফেব্রুয়ারি কডভালোরর সেন্ট্রাল জেলে বন্দী কমিউনিস্ট নেতা এ. কে. গোপালনকে হাইকোর্টে উপস্থিত করা হয় .... ।

.... মামলার শুনানী আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত স্থগিত রাখা প্রসঙ্গে বিচারক মন্তব্য করেন, আবেদনকারী গতকল্য মাদ্রাজে থাকা সত্ত্বেও সরকার যে যথাসময়ে তাঁহাকে পাল্টা এফিডেভিট দেওয়া হয় নাই, ইহা বাস্তবিকই দুর্ভাগ্যের বিষয় .... ।

এই সংখ্যার সম্পাদকীয় 'বিনা বিচারে আটক বন্ধ কর'

কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হলো

ভারতীয় পার্লামেন্টে শ্রীরাজা গোপালাচারী কুখ্যাত "প্রিভেনটিভ ডিটেনশান অ্যাক্ট" (বিনা বিচারে নিবর্তনমূলক আটক রাখার আইন) আরো এক বছর চালু রাখিবার জন্য আইনটিকে আরো মজবুত করিয়া বিল উত্থাপন করিয়াছেন . ... ।

কেন এই আইন? কার বিরুদ্ধে? --

.... শুধু কি কমিউনিস্টদেরই আটক করা হইয়াছে?-- মিথ্যা কথা। শত শত অকমিউনিস্ট, এমনকি অনেক কমিউনিস্ট বিরোধীও এই আইনে আটক পড়েন এবং এখনো আটক আছেন। তারপর কমিউনিস্টদের কথা, রাজা গোপালাচারী তাদের শত্রু বা দেশদ্রোহী যতই বলুন, দেশের মজুর-কৃষক-ছাত্র-মধ্যবিত্ত জনসাধারণ রাজাজীর কথা গ্রহণ করে না। . ..... কংগ্রেস ভক্তদের ভিতর হইতেও ইহার বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ উঠিতেছে। মজুর, কৃষক, ছাত্র, মধ্যবিত্ত, আইনজীবী, ছোট-মধ্যম ধনিকরা পর্যন্ত এই আইন প্রত্যাহার দাবী করিয়াছেন। . ... কমিউনিস্ট বিরোধিতার নামে এই আইন চালু হইলেও গবর্ণমেন্ট বিরোধী যে কোন মতকে দলন করিতে এই আইন ছাড়িবে না .... ।

আমরা আবেদন করিতেছি শ্রমিক-কৃষকদের কাছে, আহ্বান করিতেছি ছাত্র সম্প্রদায়কে অগ্রণী হইয়া আসিতে। আমরা আবেদন করিতেছি বাঙলার ব্যবস্থা পরিষদের বিরোধী দলের সমস্ত সভ্যের নিকট তাঁহারা সম্মিলিতভাবে জনসাধারণকে আহ্বান করুন এই আইনের বিরুদ্ধে অভিযান গড়িয়া তুলিতে .... ।

স্বাধীনতা, নবপর্যায় -- ৯ম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ৫৫ সংখ্যা) ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১ উল্লেখযোগ্য শিরোনামে লেখা হয় ঃ

'আটক আইন বিল সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বিরোধী ঃ বন্দী করিয়া কারণ দর্শানর চেষ্টা ভাওতাবাজি মাত্র ঃ পার্লামেন্টে পন্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরুর ভাষণ ঃ দলীয় ভোটের জোরে বিলের বিভিন্ন ধারা গৃহীত', 'আটক আইনের বিরুদ্ধে বাংলার জনমত ঃ ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটির ডাক', 'প্রবীণ সাংবাদিক শ্রী হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ-এর সভাপতিত্বে ১০শে ফেব্রুয়ারি সোমবার মহাবোধি সোসাইটি হলে' আটক আইন বিরোধী সম্মেলন।

স্বাধীনতা, নবপর্যায়-- ১০ সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ৫৬ সংখ্যা) ১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫১, রবিবার ৬ই ফাল্গুন ১৩৫৭ । অন্যান্য সংবাদের মধ্যে প্রকাশিত হয় ঃ

'শান্তি আন্দোলনে আতঙ্কগ্রস্ত ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধবাজদের প্রতি কমরেড স্তালিনের কঠোর সতর্কবাণী ঃ বর্তমানে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আবশ্যম্ভাবী নহে বলিয়া ঘোষণা ঃ বিরাট দেশোন্নয়ন কার্যে ব্রতী সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে যুদ্ধ প্রস্তুতি অসম্ভব ঃ কোরিয়া সম্পর্কে চীনের শান্তি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের অর্থ আক্রমণকারীর নিশ্চিত পরাজয় ঃ মার্কিনী মূল্য বিচারে রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারত নগণ্য রাষ্ট্রের সমতুল্য'।

স্বাধীনতা, নবপর্যায় - ১১শ সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ - ৫৭ সংখ্যা) ১৯শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫১ শিরোনামে অন্যানাদের মধ্যে বিশেষভাবে ছিল ঃ

'ট্রামের বিলাতি মালিকদের কাছে বিধান সরকারের আত্মসমর্পণ ঃ কয়েকটা চাকুরীর টোপ দিয়া কাজ হাসিল করার চেষ্টা', **'স্তালিনের বিবৃতিতে এটলীর নগ্ন ও লজ্জাকর রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে ঃ প্রাভদার উদ্দেশ্যে ক্যান্টারবারীর ডীনের বাণী'** –

ক্যান্টারবারীর ডীন ডাঃ হিউলেট জনসন ঘোষণা করেন ঃ "স্তালিনের বিবৃতি শান্ত, যুক্তিপূর্ণ ও স্বচ্ছ। কুয়াশা ও শান্তির দুসমনের প্রচারিত মিথ্যা প্রচারের দ্বিধার মধ্য দিয়া এই বিবৃতি মুক্ত বায়ুর ন্যায় প্রবাহিত হইয়াছে।

"এটলী ব্রিটেনের নয়া বিরাট অস্ত্রসজ্জা পরিকল্পনার যে অজুহাত দিয়াছেন, এই বিবৃতি তাহা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে এবং এটলির নগ্ন ও লজ্জাকর রূপ উদঘাটিত করিয়াছে।"

– পি. টি. আই

মার্কিন নারীদের প্রতি জার্মান নারীদের খোলা চিঠি -

চিঠিতে বলা হইয়াছে ঃ "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হইতে দিয়াছিলাম বলিয়া আমরা নিজেদের দোষী মনে করি। তাই, আজ আমরা আমেরিকার নারীদের দিকে ফিরিতেছি যাহাতে ভবিষ্যতে তাহাদেব নিজেদের অনুরূপ দোষে দোষী বলিয়া মনে করিতে না হয়। ....

- টেলিপ্রেস

'আটক আইন বে-আইনী আইনের সমপর্যায়ভুক্ত ঃ কথাব মারপ্যাঁচে আসল রূপ ঢাকা যাইবে না ঃ খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী ডাঃ নরেশ সেনগুপ্তর সমালোচনা', 'তেলেঙ্গানার কৃষকদের ফাঁসী দেওয়া চলবে না ঃ কামারহাটি শ্রমিকদের দাবী'।

এই সংখ্যায় আরো প্রাকশিত হয় **'নলিনী দাস প্রমুখ বন্দীদের ১৩ বছর সশ্রম কারাদন্ড ঃ বরিশাল জেলা জজের রায় '**

... . গত ১২ই ফেব্রুয়ারী বরিশাল (পূর্ব বাংলা) জেলা জজের কোর্টে নলিনী দাস, হীরালাল দাশগুপ্ত, নজুমদ্দীন ফরাজী, হরিপদ মজুমদার, জিতেন মিস্ত্রি ও হীরেন ভট্টাচার্যকে ১৩ বৎসর সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। বন্দীদের তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী বলিয়া গণ্য করা হইবে ....

'নির্বাচনের যোগদানের পূর্ণ অধিকার চাই, শান্তি আন্দোলনের সুযোগ চাই, নিবর্তনমূলক আটক (সংশোধনী) বিল বাতিল কর, বিনা বিচারে আটক করা চলিবে না ঃ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দাবী'

ভারতেব কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির দপ্তব হইতে প্রকাশিত এক বিবৃতির পার্লামেন্টে আনীত নিবর্তনমূলক আটক (সংশোধনী) বিলের বিরোধিতা করিয়া বলা হইযাছে, এ বিলের নিন্দা করিয়া গণতন্ত্রকামীরা যে মত প্রকাশ করিয়াছেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিও তাহাদের সঙ্গে একমত .... ।

. ... আগামী নির্বাচনে কংগ্রেসের লজ্জাকর পরাজয় ঘটিবে জানিয়াই শাসকরা প্রতিপক্ষকে দমনের উদ্দেশ্যে এই আইন জারি করিতেছেন। দুনিয়ার প্রতি দেশে জনগণের কাছে কোণঠাসা হইয়া প্রতিক্রিয়াপন্থীরা 'কমিউনিস্ট হিংসানীতি' ইত্যাদির যে জিগির তোলে, রাজাজীও যে তাহাই তুলিয়াছেন তাহা দেখাইয়া দিয়া বিবৃতিতে সোজা প্রশ্ন করা হইয়াছে -- কাহারা জনগণের বিরুদ্ধে হিংসা চালাইতেছেন, কাহারা ছলচাতুরি করিতেছেন, এই প্রশ্নগুলির বিচারের ভার তিনি নির্বাচকমন্ডলীর হাতে দিতে সাহস পান না কেন?

.... বাজা গোপালাচারী আমাদের পার্টির উপর যে যে রাজ্যে নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে তাহা তুলিয়া দিয়া, বিনা বিচারে আটকের রীতি প্রত্যাহার করিয়া. সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তিদান

করিয়া এবং তেলেঙ্গানা ও অন্যান্য এলাকায় সামরিক ও পুলিসি সন্ত্রাস দূর করিয়াই দেখুন না কেন। তিনি দেখিতে পাইবেন আমরা অন্য যে কোন রাজনৈতিক দলের মতোই প্রকাশ্যভাবে কাজ করিব এবং অন্যান্য দল, সংগঠন, উপদল ও ব্যক্তির সঙ্গে মিলিয়া তাঁহাব সরকার ও উহার মনিব ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং ভারতীয় প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়িয়া তুলিব।

রাজাজী বক্তৃতায় বলিয়াছেন, ক্রমবর্ধমান শান্তি আন্দোলন এক "কমিউনিস্ট চাতুরি"। .... ভারতের শান্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে ভারতীয় প্রতিক্রিয়ার এই শানিত আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্যাপকতম জনসমাবেশ করিবার জন্য শান্তি সৈনিকদিগকে আহ্বান জানানো হইয়াছে এবং পন্ডিত নেহরুকে শান্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে এই আক্রমণ বন্ধ করিতে অনুরোধ জানানো হইয়াছে। উপসংহারে বলা হইয়াছে –

ভারতের কোটি কোটি মেহনতী জনতা এবং দুনিয়ার শান্তিকামীদের নামে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দাবী জানাইতেছেন ঃ

(১) নিবর্ত্তনমূলক আটক (সংশোধনী) বিল প্রত্যাহার কর।

(২) বিনাবিচারে আটক প্রথা রদ কর।

(৩) কমিউনিস্ট পার্টির উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার কর।

(৪) পূর্ণ ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা কর।

(৫) কমিউনিস্ট পার্টিকে আইনী ধরনে কাজ করিতে এবং নির্বাচনে যোগদান করিতে দাও।

(৬) শান্তি সৈনিকদিগকে ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে জনজমায়েতের সর্বপ্রকার সুবিধা দাও।

স্বাধীনতা, নবপর্যায় --১২শ সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ -- ৫৮ সংখ্যা) ২০শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫১ মঙ্গলবার ৮ই ফাল্গুন ১৩৫৭ প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান প্রশ্নের জবাব মিলিল না ঃ পুলিসের জন্য বিপুল ব্যয় ঃ মধ্যবিত্তের জন্য কুম্ভীরাশ্রু ঃ মজুরের জন্য শাসানি ঃ পশ্চিম বাংলার নূতন বাজেট ছয় কোটি টাকার ঘাটতি',

'ভারতের জন্য চীনের প্রথম খাদ্য জাহাজ ঃ ৬০০০ টন চাউল লইয়া কলিকাতা বন্দরে উপস্থিত'

– 'ভারতে চীনের চাউল আগমণের অনুষ্ঠান'

কলিকাতা বন্দবে চীন হইতে পাঁচ হাজার নশত টন চাল আসিয়া পৌছিয়াছে।

আগামী কল্য কলিকাতার চীনের বাণিজ্য প্রতিনিধি ভারতের এই খাদ্য সঙ্কটের সময় চীনের এই চাউল পৌছান উপলক্ষে এক অনুষ্টানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

তেলেঙ্গানার বীর কৃষকদের মৃত্যুদন্ডাদেশ বে-আইনী ঃ সুপ্রিম কোর্টে মিঃ প্রিটের সওয়াল' -

১৯শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫১ - আজ সপ্রিম কোর্টের বেঞ্চে কমিউনিস্ট বলিয়া বর্ণিত ১২ জন তেলেঙ্গানার কৃষকদের পক্ষ হইতে প্রাপ্ত আবেদনের শুনানী হয়। দরখাস্তে ভারত সরকারের গঠনতন্ত্রের ৩২ ধারা অনুসারে উক্ত কৃষকদের মৃত্যুদন্ডাজ্ঞা মকুব করিবার জন্য প্রার্থনা জানানো হইয়াছে এবং রাজ্যের কর্তৃপক্ষকে তাহাদিগকে ফাঁসি না দিবার জন্য নিষেধ জানাইবার আবেদন করা হইয়াছে .... ।

ব্রিটিশ আদালতের সদস্য বিখ্যাত আইনজীবী মিঃ ডি. এন. প্রীট আবেদনকারীদের পক্ষ লইয়া সওয়াল করিতে গিয়া বলেন যে লালগোন্ডা স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের উল্লিখিত মামলা নিষ্পত্তি করিবার অধিকার নাই। সুতরাং উক্ত বিচারও বে-আইনী এবং আইন অনুযায়ী হয় নাই। এটা ঘটনা দ্বারা গঠনতন্ত্রের ২১ ধারাকে অমান্য করা হইয়াছে এবং ভারতবাসীর মৌলিক অধিকারকে ক্ষুন্ন করা হইয়াছে .... ।

এই সংখ্যার অন্যান্য শিরোনামের মধ্যে আছে

সমস্ত প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া ভোটের জোরে আটক আইন পাশ 'নিবর্তনমূলক আটক আইন-বিরোধী কনভেনশনেব আহ্বান ঃ ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন চাই' প্রভৃতি।

স্বাধীনতা, নবপর্যায় ১৩শ সংখ্যা, (ষষ্ঠ বর্ষ -৫৯ সংখ্যা) ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫১ তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'নৌ বিদ্রোহ দিবসে'

.... ২১ শে ফেব্রুয়ারি ভারতেব স্বাধীনতা ইতিহাসে এই দিনটি ভোলার নয়। পাঁচ বছর আগে এমন দিনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কামান ঘুরাইয়া ধবিয়াছিল যুদ্ধ জাহাজের দেশী নাবিকেরা। জাহাজের মাস্তুল হইতে ইউনিয়ন জ্যাক টানিয়া নামাইয়া উড়াইয়াছিল স্বদেশের ঐক্যের ঝান্ডা।

'পক্ষ সমর্থনের সুযোগ মেলে নাই ঃ তেলেঙ্গানা বন্দীদের পক্ষে মিঃ প্রিটের সওয়াল'

২০শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫১ সালে সুপ্রিম কোর্টে মৃত্যুদন্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত ১২ জন তেলেঙ্গানা কৃষক বন্দীর আপিলের আবেদনেব পক্ষের কৌসুলী মিঃ ডি. এন. প্রিট সওয়াল প্রসঙ্গে বলেন যে, কৌসুলী বা উকিল মারফৎ আসামীদেব নিজেদেব বক্তব্য বলার সুযোগ না দিয়াই 'তথাকথিত বিচার' চালান হইয়াছে। অতএব ঐ বিচাব দোষমুক্ত হইয়াছে.. .... ।

মিঃ প্রিট আবও বলেন যে, অভিযোগকারীর পক্ষেব কোন কৌসুলী অথবা দোভাষীর সাহায্য ছাড়াই বিচারের যে ঢালাও পদ্ধতি স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল গ্রহণ করিয়াছিল তাহাতে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪ ধারার বিরোধিতা করা হইয়াছে...... ।

"মামলা যখন শুরু হয়, বিচারকেরা নিজেদের মধ্যে, সরকার পক্ষের উকিলের সঙ্গে ও কয়েকজন সাক্ষীর সঙ্গে ইংরাজীতে কথাবার্তা বলিতেন এবং আসামীকে কোন দোভাষী দেওয়া হয় না, ফলে কি কথাবার্তা চলিতেছে আমরা জানিতে পাবি না।"

মিঃ প্রিট পরে হেবিয়াস কর্পাসের জন্য এক অতিরিক্ত আবেদন করেন।

-- পি টি আই

এই সংখ্যার কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম ঃ

'বাস্তুহারা শোভাযাত্রার উপর আবাব লাঠি চার্জ ঃ ১৮ জন গ্রেপ্তার ঃ বহু স্ত্রী পুরুষ আহত', 'প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে কর্পোরেশনেব নির্বাচন দাবি ঃ নির্বাচনে আরও এক বছর বিলম্ব হইবে -- ডাঃ বিধান রায়', ঔপনিবেশিক নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে দুনিয়ার যুবশক্তির ঐক্য গড়িয়া তুলুন ঃ গণতান্ত্রিক যুব দিবসে বিশ্ব গণতান্ত্রিক যুব সঙ্ঘের ডাক' প্রভৃতি।

স্বাধীনতা, নব পর্যায ১৪শ সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ৬০ সংখ্যা) ২২ শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫১ বৃহস্পতিবার ১০ই ফাল্গুন ১৩৫৭ তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'তেলেঙ্গানার বীর বন্দীদের দন্ডাজ্ঞা মকুব করুন ঃ রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে ছাত্র-ছাত্রীদের তার'

তেলেঙ্গানাব বীব কৃষক বন্দীদের দন্ডাজ্ঞার প্রতিবাদ করিয়াও তাঁহাদের মুক্তি দাবি করিয়া আশুতোষ কলেজের প্রাতঃ, দিবা ও সান্ধ্য বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে তারবার্তা প্রেরণ করিয়াছেন।

এই সঙ্গে আছে **'তেলেঙ্গানার বীর কৃষকদের মামলা ঃ নিম্ন আদালতের রায় সম্পর্কে আইনগত প্রশ্নের উদ্ভব'**

তেলেঙ্গানা বন্দীদের মামলা শাসনতন্ত্রের মৌলিক অধিকার পরিচ্ছেদের ২১ ধারা লঙ্ঘন করিয়াছে কিনা, সুপ্রিম কোর্টে প্রাণদন্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ১২ জন তেলেঙ্গানা কৃষকের পক্ষ হইতে হেবিয়াস কর্পাস আবেদনের মামলার তৃতীয় দিনে উক্ত প্রশ্ন সম্পর্কে সওয়াল হয়, ২১ নং ধারায় লেখা হইয়াছে আইনসিদ্ধ পদ্ধতি ব্যতীত অন্য কারণে কাহাকেও জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইবে না। ... ।

এই সংখ্যার আরও কিছু বিশেষ বিশেষ শিরোনামের মধ্যে আছে ----

'রাষ্ট্রসঙ্ঘে কাশ্মীরকে ইঙ্গ-মার্কিন ঘাঁটি বানাইবার শয়তানী পরিকল্পনা পেশ ঃ গণভোটের ধোঁকা দিয়া সামরিক মিশন প্রেরণার ষড়যন্ত্র গণ-আন্দোলনের পৃষ্টে ছুরিকাঘাত ঃ সাম্প্রদায়িক কলহ জিয়াইয়া রাখার চেষ্টা, 'চীন-ভারত বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কে বিশ্বশান্তি প্রয়াসকে শক্তি যোগাইবে ঃ চীনা চাউল আমদানি উপলক্ষ অনুষ্ঠানে চীনা কনসাল জেনারেলের ঘোষণা', 'সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আগুয়ান হও ঃ এশিয়ার যুবকদের প্রতি নয়া চীনের ডাক' প্রভৃতি।

স্বাধীনতা, নব পর্যায় -- ১৫শ সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ -- ৬১ সংখ্যা) ২৩ শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫১ তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'পশ্চিমবঙ্গ আইনসভায় পাঁচ ঘন্টার নীরস অধিবেশনে পাঁচটি বিল গৃহীত ঃ আশ্রয় প্রার্থীদের বলপ্রয়োগে উচ্ছেদ করিলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হইতে পারে ঃ বাস্তুত্যাগী সম্পত্তি বিল সম্পর্কে জ্যোতি বসুর আশঙ্কা প্রকাশ', 'বিশেষ ক্ষমতা বিল বিরোধী পক্ষকে শায়েস্তা করার দুষ্ট অস্ত্র ঃ পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে নূরুল আমীন মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সদস্য', 'তেলেঙ্গানার ১২ জন কৃষকের মৃত্যুদন্ড রহিতের দাবী ঃ দাবীর পিছনে সর্বসাধারণের ঐক্য', 'সুন্দরবন অঞ্চলে শান্তি আন্দোলন ঃ একজন কৃষক কর্মীর পাঁচ শতাধিক সহি সংগ্রহ' প্রভৃতি।

স্বাধীনতা, নব পর্যায়--১৬শ সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ--৬২ সংখ্যা) ২৪শে ফেব্রুয়ারি,'৫১তে শিরোনাম ঃ

'প্রজাতন্ত্রে কি স্বাভাবিক বিচার লোপ পাইয়াছে? ঃ সুপ্রিম কোর্টে মিঃ প্রীটের সওয়াল ঃ তেলেঙ্গানার বন্দীদের মৃত্যুদন্ড দান অন্যায়' —

২৩ শে ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট মৃত্যু প্রতীক্ষিত ১২ জন তেলেঙ্গানা বন্দীর আবেদনের রায়দান অদ্যও স্থগিত রাখিয়াছেন।

আবেদনকারীদের কৌঁসুলী মিঃ ডি এন. প্রীট তাঁহার সওয়ালের পঞ্চম দিনে বলিয়াছেন যে, ... তেলেঙ্গানা বন্দীদের উপর শাস্তি প্রথম হইতেই অন্যায় কারণ ২৬শে জানুয়ারির (১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি সংবিধান চালু হয়) পূর্বে যাহা অন্যায় ছিল তাহা বর্তমানেও অন্যায়। তিনি বলেন "আমি আমার মক্কেলদের জন্য বিচারপতিদের নিকট ২১ ধারায় (বিপন্ন জীবন ও স্বাধীনতার রক্ষা) প্রদত্ত অধিকার প্রয়োগের আবেদন জানাইতেছি।"

মিঃ প্রীট বলিয়াছেন যে, আবেদনকারীরা যদি ৩২ ধারা অনুসারে সুপ্রিম কোর্টে না আসিতে পারেন তবে তাঁহারা ১৩৬ ধারা অনুসারে আবেদন করিতে পারেন, কারণ উক্ত ধারায় যে কোন বিচার হইতে বিশেষ অবস্থায় আবেদন করিবার অনুমতি আছে।

২১ ধারা বিশ্লেষণ করিয়া মিঃ প্রীট বলিয়াছেন যে গত মে মাসে শ্রী এ. কে. গোপালনের মামলার রায়দান প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট একথা বলেন নাই যে প্রজাতন্ত্রে স্বাভাবিক উপায়ে বিচার লোপ পাইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে আইনের উপর স্বাভাবিক বিচার থাকিতে পারে না।

— পি. টি আই

এই সংখ্যার অন্যান্য কিছু শিরোনাম ঃ

'ইউরোপে দ্বিতীয় কোরিয়া সৃষ্টির মার্কিন ষড়যন্ত্র ঃ প্রতিরোধ করিবার জন্য ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির ডাক', 'পাল্টা কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে মার্কিনী তৎপরতা ঃ ইতালির সাম্প্রতিক ঘটনায়

এচিসনের উক্তির তাৎপর্য ঃ চীনের জনগণ জাপানের সশস্ত্রীকরণ বরদাস্ত করিবে না ঃ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতি মাদাম সুন-ইয়াৎসেনের হুঁশিয়ারী' প্রভৃতি।

স্বাধীনতা, নবপর্যায় ১৭শ সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ-- ৬৩ সংখ্যা) ২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫১, রবিবার ১৩ই ফাল্গুন ১৩৫৭তে শিরোনাম ঃ

'কোরিয়ায় সৈন্য ও অস্ত্র প্রেরণের জন্য দমদম-বারাকপুর বিমান ঘাঁটি ব্যবহার ঃ কলিকাতায় মার্কিন, ব্রিটিশ ও ফরাসী যুদ্ধবাজদের আফিস স্থাপন', 'ঐক্যবদ্ধ হইয়া কংগ্রেসী সরকারের আক্রমণ প্রতিরোধ করুন ঃ হাওড়া মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনী সভার ডাক', 'সরকারী শ্রমিক বিরোধী আইনের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ান ঃ মাদ্রাজে ডাক তার শ্রমিক সমাবেশে কমরেড চেট্টিয়ারের আহ্বান', 'জাতীয় টি. ইউ. নেতৃবৃন্দ ও বড় পুঁজিপতিদের মধ্যে বৈঠক ঃ শ্রমিক ছাঁটাইয়ের শলা-পরামর্শ', 'লীগ নেতারা মার্কিন পরিকল্পনা কার্যকরী করিতেছেন ঃ বিশ্ব মুসলিম সম্মেলনে পাকিস্তানী প্রভুদের তৎপরতার আসল রহস্য ঃ ধর্মীয় বুলি কপচাইয়া এশিয়ার মুক্তিযুদ্ধ বানচাল করার চেষ্টা', 'পাকিস্তান জেলে শ্রমিক নেতার উপর অকথ্য নির্যাতন ঃ জবাবে জনগণ কর্তৃক বন্দী নেতাকে পার্লামেন্টের প্রার্থী মনোনয়ন', প্রভৃতি।

স্বাধীনতা, নব পর্যায়— ১৮শ সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ৬৪ সংখ্যা) ২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫১ তে শিরোনাম ঃ

'জেট বিমান বা বোমা কোরীয়দের দেশপ্রেম টলাইতে পারিবে না ঃ হাঙ্গেরী কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে উত্তর কোরীয় অর্থমন্ত্রীর ঘোষণা ঃ সাম্রাজ্যবাদ আমাদের শক্তির পরীক্ষা চাহিলে সম্পূর্ণ পরাজিত হইবে', 'ব্রিটেন পশ্চিম জার্মানীকে যুদ্ধ ঘাঁটি হিসাবে গড়িয়া তুলিতেছে ঃ সোভিয়েত পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে ব্রিটিশ নোটের জবাবে সোভিয়েতের অভিযোগ', 'বাংলাকে পূর্ববঙ্গের রাষ্ট্রভাষা করার দাবী ঃ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ কর্তৃক স্মারকলিপি পেশ', কমরেড গোপালনের হেবিয়াস কর্পাস আবেদন গৃহীত', **'তেলেঙ্গানা বন্দীদের বিচারে মৌলিক অধিকার রক্ষিত হয় নাই ঃ শ্রীযুক্ত শীতলবাদের যুক্তির জবাবে মিঃ প্রীটের সওয়াল'**

২৩ শে ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ১২ জন তেলেঙ্গানা বন্দীর আবেদনের উপর রায়দান স্থগিত রাখেন।

আবেদনকারীদের পক্ষ হইতে মিঃ ডি. এন. প্রীট শুনানীর পঞ্চম দিনে তাঁহার উত্তরদান প্রসঙ্গে বলেন যে, বর্তমান মামলা মিঃ কে. মেননের মামলা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, যাহাতে সুপ্রিম কোর্টে এই অভিমত দিয়েছিলেন যে মৌলিক অধিকারগুলি প্রত্যার্পণের কোন প্রশ্ন ওঠেনা। তেলেঙ্গানা বন্দীদের বিরুদ্ধে আনীত মামলা প্রথম হইতেই অযৌক্তিক এবং ১৯৫০ সালের ২৬ শে জানুয়ারীর পূর্বে যাহা খারাপ ছিল, আজও তাহা খারাপই আছে।

"আমি মাননীয় বিচারপতিদের নিকট দাবী কবি যে. ২১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রাণ এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ যাহাতে না হয় তারজন্য নাগরিক অধিকার এখনই এবং অবিলম্বে বলবৎ করা হউক।"

স্বাধীনতা, নব পর্যায়--১৯শ সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ৬৫শ সংখ্যা) ২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫১ প্রকাশিত শিবোনাম ঃ

'প্রধান পাঁচ শক্তির মধ্যে যুদ্ধ বিরোধী চুক্তি চাই ঃ আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় শান্তি সংসদের দাবী' (প্রধান পাঁচ শক্তি ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং চীন), 'বর্মার মুক্তি ফৌজের বিরুদ্ধে নতুন সৈন্যদল গঠনে ভারত সরকারের সাহায্য ঃ থাকিন ন্যু সরকারের সৈন্যদের জন্য সাজ-সরঞ্জাম প্রেরণ ঃ ২ লক্ষ সৈন্যের সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য মিলিটারী মিশনের ভারতে আগমন', 'যুদ্ধ চক্রান্তে যোগ দিতে ভারত অস্বীকৃত হইলে যুদ্ধ বাধানো অসম্ভব ঃ বিহার শান্তি সম্মেলনে ঘোষণা ঃ চীনকে আক্রমণকারী আখ্যাদানসূচক রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রস্তাবের তীব্র নিন্দা', 'ট্রুম্যান গণতন্ত্রে গান্ধীবাদীরও বাক-স্বাধীনতা নাই ঃ পুনরাস্ত্রসজ্জার বিরুদ্ধে কথা বলায় শ্রীযুক্ত

কুমারাপ্পার বক্তৃতা বাতিল', বিধান সরকারের মোটর ট্যাক্সের আসন্ন ফলাফল ঃ দেশী বাস, ট্যাক্সির ব্যবসা বিপন্ন ঃ বিলাতী ট্রাম কোম্পানির পোয়াবারো ঃ যাত্রী সাধারণের ভাড়া বৃদ্ধি', 'নিবর্ত্তনমূলক আটক আইন ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বেলঘরিয়া বিড়ি মজদুর', 'গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবীতে মিলিত আন্দোলন করুন ঃ আসাম ফরোয়ার্ড ব্লক ও কমিউনিস্ট পার্টির বিবৃতি', ' পাঞ্জাব কৃষক সম্মেলনে ৫০ হাজার কৃষকের সমাবেশ ঃ ফসলের অধিকার, উচ্ছেদ বন্ধ, ক্যানেল কর হ্রাস ও পুলিস ক্যাম্প প্রত্যাহার দাবি ঃ ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের জন্য পাঞ্জাবী নওজোয়ান লড়াই করিবে না', 'তে-ভাগা শহীদ দিবসে ৫০০০ কৃষক সমাবেশ ঃ পশ্চিম দিনাজপুরে উপনির্বাচনের পূর্বে জননেতাদের মুক্তি দাবী', **'পিপল্‌স্ রিলিফ কমিটি পুনরায় বৈধতার সুযোগে নবোৎসাহে কার্যের আহ্বান'** —

পিপল্‌স্ রিলিফ কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত সাধনচন্দ্র গুপ্ত'র বিবৃতি —

দেশবাসীগণ অবগত আছেন যে ১৯৫০ এর জানুয়ারি মাসে ব্রিটিশ সাম্রাজাবাদ বিরোধী দেশপ্রেমিক প্রতিষ্ঠানগুলি দমন করার উদ্দেশ্যে প্রণোদিত ব্রিটিশ আমলের একটি আইনের বলে পিপল্‌স্ রিলিফ কমিটিকে বে-আইনী ঘোষণা করে। কলিকাতা হাইকোর্টের একটি সাম্প্রতিক নির্দেশে এইরূপ বে-আইনী করা বিধি বহির্ভূত ঘোষিত হইয়াছে এবং ফলত ঃ আমরা এখন পুনরায় আইনসঙ্গতভাবে কাজ করার সুযোগ পাইয়াছি।

সকল স্তরের জনগণের বিশেষতঃ শ্রমিক, কৃষক ও বাস্তুহারাদিগের ক্রমবর্দ্ধমান দুঃস্থতার জন্য বর্তমানে সেবাকার্যের প্রয়োজন অতীতের অপেক্ষা অনেক বেশি।

পিপল্‌স্ রিলিফ কমিটি বে-আইনী ঘোষিত হওয়ার ফলে ইহার সভ্যগণ বাস্তবিকপক্ষে ব্যক্তিগত ও অসংগঠিতভাবে তাঁহাদের সর্বাধিক সাধ্যানুযায়ী সেবাকার্য চালাইয়াছেন। এখন, পুনরায় আমরা আইনসঙ্গত হওয়াতে আমাদের পক্ষে বর্তমানে সঙ্ঘবদ্ধভাবে সেবাকার্য শুরু করা সম্ভব। ....।

আমাদের পক্ষ হইতে এই উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করার শপথ লইতেছি এবং ইহার প্রতি আগ্রহশীল অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, গোষ্ঠী ও ব্যক্তিগণকে এই উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হইতে অনুরোধ করিতেছি।

স্বাধীনতা, নব পর্যায় — ২০শ সংখ্যা, (ষষ্ঠ বর্ষ— ৬৬শ সংখ্যা) ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫১, বুধবার ১৬ই ফাল্গুন ১৩৫৭ তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'বিধান মন্ত্রিসভা বাঙলাকে পুলিসি রাষ্ট্রে পরিণত করিয়াছে ঃ পুঁজিপতিদের বন্ধু কংগ্রেসী সরকারের বিরুদ্ধে ডাঃ ঘোষ পরিষদে বাজেট বিতর্কে বিরোধী দলের তীব্র সমালোচনা' প্রভৃতি —

'স্বাধীনতা'র সম্পাদকমন্ডলীর বিজ্ঞপ্তি ঃ **' প্রতিজ্ঞা চাই ঃ স্বাধীনতার তহবিল পূরণ করিবই'**

স্বাধীনতার চলার পথে বাধা অনেক, কিন্তু সে বাধা স্বাধীনতা অতিক্রম করিবেই। কারণ স্বাধীনতা জনগণের কাগজ, জনগণ হইতেই তাহার নীতি উদ্বুদ্ধ হইয়া জনগণকেই সে অনুপ্রাণিত করে। স্বাধীনতার অগ্রগতি রুদ্ধ করিবার কামনা যাহারা করে তাহাদের কামনা তাই ব্যর্থ হতে বাধ্য। দেশের অবস্থা দাবী করিতেছে 'স্বাধীনতা'র আরো দ্রুত উন্নতি। আরো দ্রুত অগ্রগতি। তাহারই জন্য চাই ৩০ হাজার টাকার তহবিল। এই তহবিল পূরণ করিবার চেষ্টায় আপনি কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন? স্বাধীনতার প্রত্যেকটি পাঠক, প্রত্যেকটি দরদীর নিকট আমাদের জিজ্ঞাসা, আপনি কি আপনার পাড়ায়, অফিসে, আপনার কল-কারখানায় 'স্বাধীনতা তহবিল' পূরণের অভিযান শুরু

করিয়াছেন? কে কত টাকা তুলিবেন প্রতিজ্ঞা লইয়াছেন কি? যাহাদের নিকট সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে তাহার লিস্ট করিয়া তাহাদের নিকট যাইতেছেন কি? নূতন মাস শুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গেই টাকা তুলিবার প্ল্যান করিয়াছেন কি? অপেক্ষা করিবার সময় নাই। এই মুহূর্ত্ত হইতেই অভিযান শুরু করুন। প্রতিজ্ঞা লউন, স্বাধীনতার তহবিল পুরণ করিবই, স্বাধীনতার অগ্রগতি আরো আরো দ্রুত করিব।

— সম্পাদকমণ্ডলী

স্বাধীনতা, নবপর্য্যায়-২১শ সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ৬৭ সংখ্যা) ১লা মার্চ ১৯৫১, বৃহস্পতিবার ১৭ই ফাল্গুন ১৩৫৭তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'১৯৫১-৫২ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে সাড়ে পাঁচ কোটি টাকার বেশি ঘাটতি — ৩৭৫ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকার বাজেটে সামরিক খাতে ১৮৭ কোটি টাকা ব্যয় ঃ ব্যয় সঙ্কোচনের নামে উন্নয়ন পরিকল্পনা হ্রাস ঃ অর্থনৈতিক সঙ্কটের জন্য প্রকৃতি-ই দায়ী বলিয়া অর্থসচিবের সাফাই', 'পশ্চিমবঙ্গ আইনসভায় ঃ আমাদের অর্থনীতি ইঙ্গ-মার্কিন অর্থনীতিব পায়ে বাঁধা ঃ বাজেট বিতর্কের দ্বিতীয় দিনে জ্যোতি বসুর বক্তৃতা', 'দুর্ভিক্ষের স্রষ্টা যুদ্ধবাজের মুখোস খুলিয়া দাও ঃ সিঙ্গুর থানা শান্তি সম্মেলনের ডাক', প্রভৃতি।

স্বাধীনতা, নবপর্য্যায-২২শ সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ৬৮ সংখ্যা) ২রা মার্চ ১৯৫১, শুক্রবার ১৮ই ফাল্গুন ১৩৫৭ প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'শান্তিবাদী সমাজতন্ত্রী সোভিয়েট অর্থনীতিব জয়যাত্রা ঃ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম শতকরা দশভাগ হইতে কুড়ি ভাগ হ্রাস ঃ চার বৎসরের মধ্যে পরপর চারিবার দাম কমিল ঃ মস্কো বেতারে ঐতিহাসিক ঘোষণা ঃ ২৪৫ কোটি ৫০ লক্ষ ষ্টার্লিং সরকারী আয় হ্রাসের সম্ভাবনা', 'দিল্লীতে সারা ভারত শান্তি সম্মেলনের অনুমতি মিলিল না ঃ বিদেশী প্রতিনিধিদেরও প্রবেশ নিষিদ্ধ ঃ দেশব্যাপী শান্তি আন্দোলনের জোয়ারের সম্ভাবনায় নেহরু সরকারের আতঙ্ক', বাজেটে শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, ছোট পুঁজিপতি কাহারো স্বার্থ রক্ষা হয় নাই ঃ পশ্চিমবঙ্গ আইনসভায় কমিউনিস্ট সদস্য জ্যোতি বসুর তীব্র সমালোচনা', 'মুক্তিপ্রাপ্ত ২১ জন রাজবন্দীকে ঢাকার জেল গেটেই গ্রেপ্তার ঃ হাইকোর্টের নির্দেশের প্রতি সরকারের চরম অবজ্ঞা',

শ্রীযুক্ত অম্বিকা চক্রবর্তীর উপর হইতে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহারের দাবি ঃ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের যুক্ত বিবৃতি'

সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদের সম্পাদক শ্রী অম্বিকা চক্রবর্তীর উপর পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করিয়াছেন, তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া ও ইহার প্রত্যাহার দাবি করিয়া সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তু হারা পরিষদের পক্ষ হইতে এক বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে.....বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন শ্রী সত্যপ্রিয় ব্যানার্জী, শ্রীজীবনলাল চ্যাটার্জী, শ্রী সুবোধ ব্যানার্জী, শ্রী জ্যোতিষ জোয়ারদ্দার, শ্রী শিবদাস গাঙ্গুলি, শ্রী অনাদী মুখার্জী, শ্রী দেবতোষ দাশগুপ্ত, শ্রী সুকুমার ব্যানার্জী, শ্রী মাখনলাল গাঙ্গুলী, শ্রী মহাদেব ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্তা চারুশীলা দেবী, জনাব এম. এ. সাঈদ।

এই সঙ্গে প্রায় প্রতিটি সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয় ' স্বাধীনতা তহবিল' সংগ্রহের অভিযান —

'স্বাধীনতা তহবিল' পূরণের সংবাদ ১৫ দিনের মধ্যে পাওয়া চাই

স্বাধীনতা, নবপর্য্যায়-২৩শ সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ৬৯ সংখ্যা) ৩রা মার্চ ১৯৫১, শনিবার প্রকাশিত শিরোনাম —

'সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ধুয়া তুলিয়া দিল্লীতে শান্তি সম্মেলন নিষিদ্ধ ঃ বিদেশীদের ছাড়পত্র নাকচের

সমর্থনে আন্তর্জাতিক উস্কানির অজুহাত ঃ রাজাজীর অপূর্ব যুক্তি ঃ পার্লামেণ্ট মুলতুবি প্রস্তাব বাতিল', 'রাজাজীর নিষেধাজ্ঞায় যুদ্ধবাজরাই উৎসাহ পাইবে ঃ পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক শান্তি প্রস্তুতি কমিটির বিবৃতি', 'কোন সমালোচনাই আমরা গ্রাহ্য করি না ঃ পশ্চিমবঙ্গ আইনসভায় বিরোধী দলের জবাবে প্রধানমন্ত্রীর (ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়) দম্ভ'

'হায়দ্রাবাদে নিরাপত্তা বন্দীকে গুলি করিয়া হত্যা ঃ সুপ্রীম কোর্টে হেবিয়াস কর্পাস আবেদনে মর্ম্মন্তুদ ঘটনার প্রকাশ'

২রা মার্চ, সুপ্রীম কোর্টে হায়দ্রাবাদের একজন কমিউনিস্ট নিরাপত্তা বন্দীর মুক্তির জন্য.....হেবিয়াস কর্পাসের আবেদন করিলে হায়দ্রাবাদের এড্‌ভোকেট জেনারেল জানান যে, সেই বন্দী আর বাঁচিয়া নাই।

সৈন্যবাহিনীর হাতে থাকিবার সময়ই ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে এই বন্দীকে গুলি করিয়া হত্যা করা হইয়াছে............... — পি. টি. আই.

স্বাধীনতা, সংখ্যায় নবপর্য্যায়-২৪শ সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ৭০ সংখ্যা) ৪ঠা মার্চ ১৯৫১, রবিবার ২০শে ফাল্গুন ১৩৫৭ প্রকাশিত শিরোনাম —

'হাওড়া মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে প্রগ্রেসিভ ব্লক প্রার্থীকে জিতাইয়া কংগ্রেসী গুণ্ডামীর জবাব দিন ঃ রেল শ্রমিক নেতা জ্যোতি বসুর বিবৃতি', 'নেহরু সরকার সামঞ্জস্যপূর্ণ শান্তিনীতি অনুসরণ করুন ঃ মেদিনীপুর জেলা শান্তি সম্মেলনের দাবি', 'কৃষক ও ছাত্র কর্মীদের জেলে রাখিয়া মালদহে উপ-নির্বাচন ঃ জনসভায় কংগ্রেস শাসনের তীব্র সমালোচনা',

'তেলেঙ্গানার ১২ জন কৃষকের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা মকুব কর ঃ দুনিয়াজোড়া যুব আন্দোলনের দাবি'

তেলেঙ্গানার ১২ জন কৃষকের আপীল ভারতের সুপ্রীম কোর্টে নামঞ্জুর হইবার পূর্বে সাত কোটি কুড়ি লক্ষ যুবকের আন্তর্জাতিক প্রতিধ্বনি, বিশ্ব গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন এবং পঞ্চাশ লক্ষ ছাত্রের প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক ছাত্র সঙ্ঘ ভারত সরকারের নিকট দাবি জানান এই ১২ জন কৃষকের প্রাণদণ্ডাজ্ঞামকুব করিতে। এ পর্যন্ত দুনিয়ার অন্যান্য দেশের ছাত্র যুবকদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতে অনুরূপ দাবি জানাইয়া ভারত সরকারের নিকট..... চিঠিপত্র আসিয়াছে.........।

উক্ত শিরোনামের অনু শিরোনাম ঃ 'হাজার হাজার জার্মান যুবকের দাবি', 'পোল্যাণ্ডে ব্যাপক ছাত্র যুব আন্দোলন'।

'স্বাধীনতার সাহায্যে গরীব পিওনরা এগিয়ে এসেছেন'

"আমরা অফিসের গরীব পিওন। কিন্তু স্বাধীনতার ডাকে সাড়া না দিয়ে পারি না। আমাদের মত গরীব মানুষের কথা স্বাধীনতায় পাই। তাই 'স্বাধীনতা' রক্ষায় আমাদের সামান্য মাইনে থেকেও কিছু জমিয়ে মোট সাড়ে তিন টাকা আমরা পাঠালাম। আশা করি সবাই স্বাধীনতার তহবিলে সাহায্য করবেন।"

কয়েক জন পিওন
রসিদ নং ১১৩৪

স্বাধীনতা, নবপর্য্যায়-২৫শ সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ৭১শ সংখ্যা) ৫ই মার্চ ১৯৫১, সোমবার ২১শে ফাল্গুন ১৩৫৭ সংখ্যায় প্রকাশিত বিশেষ বিশেষ শিরোনাম ঃ

'জাহাজী ধর্মঘটের ২৬ দিন ঃ দেহের শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত সংগ্রাম চালাইয়া যাইব ঃ ধর্মঘটী জাহাজীদের বিরাট সমাবেশে সঙ্কল্প ঘোষণা ঃ সংবাদপত্রের কুৎসা বিলাতী মালিকদের স্বার্থ প্রণোদিত'

'তেলেঙ্গানা কৃষকদের প্রাণদণ্ড মকুব চাই ঃ রাষ্ট্রপতির নিকট মুর্শিদাবাদের বিশিষ্ট জন নেতাদের তার', 'নিরপেক্ষতার পক্ষপাতী রাষ্ট্র সমূহের সহিত যোগাযোগ গড়িয়া তুলুন ঃ বিশ্বশান্তি সংসদের আহ্বান ঃ প্রত্যেক দেশের পার্লামেণ্টে শান্তি প্রস্তাব উত্থাপনের অনুরোধ', 'ভারত সরকারকে বরাবর শান্তির পক্ষে থাকিতে হইবে ঃ মেদিনীপুর জেলা শান্তি সম্মেলনের প্রস্তাব প্রভৃতি।

স্বাধীনতা, নবপর্য্যায়-২৬শ সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ৭২শ সংখ্যা) ৬ই মার্চ ১৯৫১, মঙ্গলবার ২২শে ফাল্গুন ১৩৫৭ সংখ্যায় প্রকাশিত ঃ

'চীন ও কোরিয়ানদের বিরুদ্ধে মার্কিন নরপিশাচদের বিযাক্ত গ্যাস প্রয়োগ ঃ চরম পরাজয়ের আতঙ্কে যুদ্ধবাজদের বে-পরোয়া ধ্বংসলীলা ঃ আন্তর্জাতিক আইনের উদ্ধত অবমাননা বলিয়া পিকিং বেতারের ঘোষণা ঃ কোরিয়ার বিভিন্ন রণাঙ্গনে মার্কিন আক্রমণ বিপর্য্যস্ত'।

স্বাধীনতা, নবপর্য্যায়-২৭শ সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ-৭৩শ সংখ্যা) ৭ই মার্চ ১৯৫১, বুধবার ২৩শে ফাল্গুন ১৩৫৭তে প্রকাশিত শিরোনামের মধ্যে ছিল ঃ

'বর্গাদার আইন কার্য্যকরী করার দাবিতে সংগ্রাম ঃ জলপাইগুড়িতে কৃষকদের সত্যাগ্রহ ঃ সরকার কর্ত্তৃক ১৪৪ ধারা জারি ঃ কৃষক নেতা গ্রেপ্তার'

স্বাধীনতা, নবপর্য্যায়-২৮শ সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ৭৪শ সংখ্যা) ৮ই মার্চ ১৯৫১, বৃহস্পতিবার ২৪শে ফাল্গুন ১৩৫৭ সংখ্যায় প্রকাশিত শিরোনামের অন্যতম ঃ

'শ্রমিকদের জন্য বেকার বীমা চাই ঃ বোম্বাই সূতাকল শ্রমিক সম্মেলনে প্রস্তাব'

৬ই মার্চ, বোম্বাই রাজ্য সূতাকল শ্রমিক ইউনিয়নের এক সম্মেলনে বস্ত্রশিল্পে র‍্যাশনালাইজেশনের দাবি করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়.......।

সম্মেলন দাবি করিয়াছে যে বস্ত্রের বর্তমান উৎপাদনের ব্যবস্থা, বস্ত্র এবং সূতার বিক্রয় এবং মূল্যমান ঠিক করার ব্যবস্থা সরকারী কর্তৃত্বে আনিয়া সরকারকে ক্রমবর্দ্ধমান বেকারী থামাইতে হইবে।

....বোম্বাই-এর শ্রমিক নেতা শ্রী এন. এম. যোশীর মতে শ্রমিকদের বেকারী বীমার জন্য আইন প্রণয়নের দাবি লইয়া আন্দোলন করা উচিৎ।

ছাঁটাই শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ এবং মিলগুলির কার্য্য ব্যবস্থা পরিবর্তনের ব্যাপারে জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এবং মিল মালিকদের মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছে। তাহাতে তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। —পি. টি আই.

এই সংখ্যায় প্রকাশিত অন্যতম সংবাদ

'৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে সমাবেশে যোগদানের জন্য বাংলার বিশিষ্ট মহিলাদের আহ্বান'

এই আবেদনে স্বাক্ষর করিয়াছেন ঃ রাধারাণী দেবী, অঞ্জলি সরকার, শোভা গুই, সুনন্দা দেবী, বাণী রায়, চন্দ্রা দেবী, আশাপূর্ণা দেবী, সুষমা সেনগুপ্তা (প্রধানা শিক্ষয়িত্রী, লেক গার্লস স্কুল), লতিকা গুপ্তা (প্রধানা শিক্ষয়িত্রী, গার্লস একাডেমী), ইন্দিরা দেবী, লীলা মজুমদার, সুধা কর, অন্নপূর্ণা গোস্বামী, সাবিত্রী রায়, মীরা রায় চৌধুরী, ভানু দেবী, দীপ্তি রায়, প্রণতি দে, (প্রধানা শিক্ষয়িত্রী, কমলা গালর্স স্কুল), মঞ্জুশ্রী দেবী, মনোরমা দেবী (গণতান্ত্রিক নারী সংঘ) সুরূপা ভট্টাচার্য্য, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, বেলা মিত্র (কমাণ্ডার ঝান্সী সেবিকা বাহিনী), আশা দেবী (সম্পাদিকা, মহিলা), সুধা রায়, লীলা রায়, (মিসেস এ. এস. রায়), গীতা মল্লিক, উষা দাশগুপ্ত, জ্যোতির্ম্ময়ী সরকার।

স্বাধীনতা, নবপর্য্যায়-২৯শ সংখ্যা (যষ্ঠ বর্ষ ৭৫ সংখ্যা) ৯ই মার্চ ১৯৫১, শুক্রবার ২৫শে ফাল্গুন ১৩৫৭ সংখ্যায় শিরোনাম ঃ

'বাংলার নারী সমাজ বিশ্ব-শান্তির জন্যই লড়িবে ঃ বিশ্ব নারী দিবসে কলিকাতার সমাবেশে বিশিষ্টা মহিলাদের যোগদান'

৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে বাংলার বিশিষ্টা মহিলাদের আহ্বানে .....এক মহিলা সমাবেশে অশীতি বার্ষিয়া বৃদ্ধা, বাংলার প্রবীণ মহিলা নেত্রী মোহিনী দেবী বলেন ঃ

"গত মহাযুদ্ধের বীভৎসতার জের আমরা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারিনি। এই যুদ্ধেরই জের হিসাবে আজও আমাদের দেশে বস্ত্রাভাব, অন্নাভাবের হাহাকার। তাই আমি বাংলার মেয়েদের ডাক দিয়ে বলছি ঃ কল্যাণময়ী, শক্তিরূপিনী তোমরা, আমাদের সেই শক্তিকে জাগ্রত করে আর এক মহাযুদ্ধের সর্বনাশা চক্রান্তকে রুখবার জন্য এগিয়ে এস।"

এই সংখ্যার অন্যান্য শিরোনাম ঃ

'জাহাজী ধর্ম্মঘটের ৩০ দিন ঃ ধর্মঘটী জাহাজীদের বিরুদ্ধে পুলিসী দমননীতি ঃ ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ব্যর্থ করিবার নূতন চক্রান্ত ',

'আসামীর কাঠগড়ায় মাদ্রাজ সরকার ঃ ফ্যাসিস্ট কায়দায় গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে গোপালনের সওয়াল' —

মাদ্রাজ, ৭ই মার্চ, কুড্ডালোর সেন্ট্রাল জেলের রাজবন্দী বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা কমরেড এ. কে. গোপালনের কৌসুলী মিঃ এম. কে. নাম্বিয়ার মাদ্রাজ হাইকোর্টের সম্মুখে তাঁহার হেবিয়াস কর্পাস আবেদনের উপর .... বলেন যে হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত অনুসারে কমরেড গোপালনকে মুক্তি দেওয়ার তিন মিনিট পরেই পুনরায় গ্রেপ্তার করা এবং আটক রাখা আদালত অবমাননার সামিল।

......'আমি সরকারের এই কার্যকে আদালত অবমাননা ছাড়া আর কিছুই মনে করি না। ইহা আদালতের স্বাভাবিক কাজকর্মে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। এই আদেশের ফলে আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশকে ঃ 'অকেজো করিয়া দিয়াছে'।

বিচারপতি সত্যনারায়ণ রাও এডভোকেট জেনারেলকে জিজ্ঞাসা করেন যে এই আদেশের জন্য কাহারা দায়ী। কারণ যে সকল ব্যক্তি এই ধরনের কার্যের জন্য দায়ী তাহাদের বিরুদ্ধে অবমাননার মামলা দায়ের করা প্রয়োজন।........... .... এই সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয় নিম্নের বিজ্ঞাপ্তিটি

"স্বাধীনতা" পুনঃ প্রকাশ উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

রবিবার ১১ই মার্চ বৈকাল ৪ ঘটিকায়

স্থান ঃ ওয়েলিংটন স্কোয়ার

সর্ব্বসাধারণের যোগদান বাঞ্ছনীয

"স্বাধীনতা" তহবিলে মুক্তহস্তে দান করুন ।

বিঃ দ্রঃ- রবিবার ১১ই মার্চ সকাল ৭।।. টায় 'স্বাধীনতা' অফিসে স্বেচ্ছাসেবক সমাবেশ।

স্বাধীনতা, নবপর্য্যায়-৩০শ সংখ্যা (যষ্ঠ বর্ষ-৭৬শ সংখ্যা), ১০ই মার্চ্চ ১৯৫১, শনিবার ২৬শে ফাল্গুন ১৩৫৭ সংখ্যায় প্রকাশিত শিরোনাম —

'অর্থমন্ত্রীর সহিত যোগসাজসে বিড়লা ব্রাদার্স কর্তৃক ১ কোটি টাকা বিক্রয়কর ফাঁকি : আইনসভায় চাঞ্চল্যকর তথ্য ফাঁস : বেসরকারী তদন্ত কমিটির দাবীতে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা নারাজ'

৯ই মার্চ পশ্চিমবঙ্গ আইনসভায় সেলস্ ট্যাক্সের ব্যয় বরাদ্দের উপর আলোচনা প্রসঙ্গে কৃষক প্রজা মজদুর পার্টির শ্রী দেবেন সেন ভারতের শ্রেষ্ঠ ধনকুবের বিড়লা পরিবারের বিরুদ্ধে প্রায় এক

কোটি টাকা আয়কর ফাঁকি দেওয়ার এবং এই কাজেব সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী শ্রী নলিনী রঞ্জন সরকার এবং সবকারের ফিনান্স সেক্রেটারির জড়িত থাকার অভিযোগ আনিলে আইন সভায় প্রচুর চাঞ্চল্যেব সৃষ্টি হয়। শ্রী জ্যোতি বসু, সৈয়দ বদরুদ্দোজা, শ্রী অন্নদা প্রসাদ চৌধুরী প্রভৃতি বিরোধী দলের বক্তারা আজ তীব্র আক্রমণের আঘাতে সরকার পক্ষ ও মন্ত্রীসভাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তোলেন।

বিড়লা পরিবারের এই ঘৃণ্য ঘটনার সঙ্গে (কংগ্রেসী) মন্ত্রিসভার যোগাযোগে, খাস কংগ্রেসী দলের মধ্যেও তীব্র মতবিরোধ সৃষ্টি হইয়াছে।...... ....।

'গোপালনের মামলার রায়দান স্থগিত ঃ সরকারী চক্রান্তের বিরুদ্ধে বিচারপতির চড়া মন্তব্য'

.......মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ সত্যনারায়ণ রাও এবং মিঃ রাঘব রাও আজ তাঁহাদের রায় ১৫ই মার্চ পর্যন্ত স্থগিত রাখিয়াছেন।

........বিচারপতি মিঃ সত্যনারায়ণ বলেন, "নূতন গ্রেপ্তারের নোটিস আমাদের দৃষ্টি গোচরে না আসায় আদালতের রায় অমান্য করিবার সুবিন্যাত ষড়যন্ত্র সরকারের ছিল বলিয়া আমি মনে করি।".......।

অন্যান্য শিরোনাম ঃ 'আলোচনার মারফৎ মীমাংসা চাই ঃ বিশ্ব সমস্যা সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণণ',

'সারা ভারত শান্তি সম্মেলন ঃ সরকারী নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির বিবৃতি'

কলিকাতা, ৮ই মার্চ কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এক বিবৃতিতে দিল্লীতে ভারতীয় জাতীয় শান্তি কংগ্রেসের অধিবেশনের উপর আরোপিত ভারত সরকারের নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে এক বিবৃতি প্রদান করেন। কেন্দ্রীয় কমিটি বলেন যে সমস্ত সৎ এবং শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষই বিচার করিতে সক্ষম যে ভারতীয় শান্তি কংগ্রেসের সফল সম্মেলন চীন, ভিয়েতনাম, মালয় এবং কোরিযার শান্তি এবং স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামকারী মানুষের শক্তি বৃদ্ধি করে, না লাঘব করে। ভারত সরকারের এই কাজের ফলে লাভবান হইবে শুধুমাত্র ইঙ্গ-মার্কিন আক্রমণকারীরা। কেন্দ্রীয় কমিটি এই বিষয়ে আলোচনা পার্লামেণ্টে উত্থাপনের জন্য পার্লামেণ্টের সদস্যদের অভিনন্দন জানান। কেন্দ্রীয় কমিটি সমস্ত স্বাধীনতা এবং শান্তিকামী মানুষ এবং সংগঠনকে তীব্র আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়া ভারত সরকারকে নিষেধাজ্ঞার সিদ্ধান্ত তুলিয়া লইতে বাধ্য করিবার আহ্বান জানান। — পি. টি. আই.

স্বাধীনতা, নবপর্য্যায়-৩১শ সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ-৭৭ সংখ্যা), ১১ই মার্চ্চ ১৯৫১, রবিবার ২৭শে ফাল্গুন ১৩৫৭ সংখ্যায় প্রকাশিত বিশেষ বিশেষ সংবাদ :

'রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অভিযোগে ৭ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ঃ দমদম-বসিরহাট মামলার রায় ঘোষণা ঃ বলপূর্বক "স্বাধীন" রাষ্ট্র উচ্ছেদের প্রথম প্রচেষ্টা বলিয়া সরকারী পক্ষের বর্ণনা'

১০ই মার্চ আলিপুরের স্পেশাল জজ শ্রী শৈলেন গুহ রায়ে. .....রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অভিযোগে জাতীয় দণ্ডবিধিব ১২১ ধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত ২০ জন আর. সি. পি. আই. কর্মীর মধ্যে সাত জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। চার জনকে ছ'বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড, তিন জনকে যথাক্রমে তিন বৎসর, দু' বৎসর ও ছ' মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে এবং বাকী ছ' জনকে বেকসুর খালাস দেওয়া হইয়াছে। রাজসাক্ষী সুশীল বোসকে ক্ষমা ভিক্ষা দেওয়া হয়।

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত সাত জন ঃ তারাপদ দে, পৃথী দে, সনৎ দত্ত, মুকুন্দ, বিন্দা সিং, দীনবন্ধু কুণ্ডু, শচীন্দ্রনাথ ঘোষ।

১৯৪৯ এর ২৬শে ফেব্রুয়ারী দমদম বিমান ঘাটি ও বসিরহাট থানায় যুগপৎ আক্রমণ এবং পাঁচ জন পুলিশ ও দারোয়ানের মৃত্যু উপলক্ষ্যে ৩৪ জন আর. সি. পি. আই. কর্মীকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। তার মধ্যে ২২ জন ধৃত হন। "যুদ্ধের নেতা" হিসাবে বর্ণিত শ্রীপান্নালাল দাশগুপ্ত এখনও ফেরার আছেন। পাবলিক প্রসিকিউটর বি. সি. নাগ তাহার বক্তৃতায় বলেন "এই মামলা ঐতিহাসিক কেন না স্বাধীনতা লাভের পর এই সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত সরকারকে উৎখাত করিয়া কৃষক-মজুর রাজ প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা করা হইয়াছিল তা সে প্রচেষ্টা যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন।" ....।

পুলিস পরিবেষ্টিত কোর্টে রায় দানের পর দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা ইন্টার ন্যাশনেল গান করিতে থাকেন।

৭ জন যাবজ্জীবন দণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি ছাড়া যাহাদের দণ্ড দেওয়া হইয়াছে তাহাদের নাম রবীন্দ্রনাথ রায়, ফটিক পাল, কালিদাস চক্রবর্তী, নিতাইচন্দ্র মিশ্র (ছয় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড), অমিয় প্রসাদ চক্রবর্তী (তিন বৎসর সশ্রম), জয়ন্ত কুমার চক্রবর্তী (দুই বৎসর সশ্রম), সুকুমার দাশ ঘোষ (ছয় মাস সশ্রম)।.........

'পশ্চিমবঙ্গের জেলে আজও প্রায় দেড় হাজার বন্দী ঃ বিনা বিচারে বন্দীর সংখ্যা প্রায় তিন শত ঃ কৃষক বন্দীরা এখনো তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী ঃ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্ত করিবে'

১০ই মার্চ ১৯৫১ ....ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ৬০ বছর বয়সের বৃদ্ধ কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ রুগ্‌ণ অবস্থায় আজও কারা প্রাচীরের অন্তরালে। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আজীবন নির্য্যাতিত দেশপ্রেমিক সতীশ পাকড়াশী, নিরঞ্জন সেন, আব্দুর রেজ্জাক খান, সরোজ মুখার্জী এখনো মুক্ত হন নাই।..... ......

'এশিয়ার মাটিতে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ যড়যন্ত্র ব্যর্থ কর ঃ 'কুইট এশিয়া ক্যাম্পেন কমিটি'র আহ্বান', 'অষ্ট্রেলিয়ায় কমিউনিস্ট বিরোধী আইন অবৈধ ঃ সরকারী ফাসিস্ট ব্যবস্থার বিরুদ্ধে হাইকোর্টের নির্দেশ' এছাড়া উল্লেখযোগ্য বিশেষ সংবাদ তেভাগা মামলার রায় ঃ

'কাকদ্বীপে কৃষকদের পক্ষে পুরা তেভাগার রায় ঃ আন্দোলনের জোরে ভাগচাষ মামলার জয়'

৬ই মার্চ কাকদ্বীপের বুধাখালি গ্রামের কৃষকেরা ভাগচাষ কনট্রোল বোর্ডে যে নালিশ করিযাছিলেন তহাতে বোর্ড কৃষকদের জন্য তেভাগার রায় দিতে বাধ্য হইয়ছে।.........

কৃষকেরা দাবি করেন, সরকার যে ভাগচাষ আইন পাশ করিয়াছেন তাহা অবিলম্বে কার্য্যকরী করিতে হইবে।

ভাগচাষ বোর্ডে কৃষকদের মামলার পর বোর্ড যে রায় দিয়াছেন তাহাতে আধিকাংশ কৃষকই তেভাগা আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছেন।........

স্বাধীনতা, নবপর্য্যায় ৩২শ সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ৭৮ সংখ্যা) ১২ই মার্চ ১৯৫১, সোমবার ২৮শে ফাল্গুন ১৩৫৭তে বিশেষ সংবাদ শিরোনাম ঃ

'জাতীয় মুক্তির জন্য গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনে 'স্বাধীনতা' পুরোভাগে দাঁড়াইবে ঃ 'স্বাধীনতা' পুনঃ প্রকাশ উপলক্ষে দশ সহস্রাধিক নর-নারীর মহান উৎসবে ঘোষণা ঃ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিল্পীদের সমাবেশ'

কলিকাতা ১১ই মার্চ — "স্বাধীনতা" পুনঃ প্রকাশ উপলক্ষে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সমাবেশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আজ দশ সহস্রাধিক নরনারীর এক মনোরম উৎসবে পরিণত হয়।.....

সভাপতির আসন হইতে শ্রীমৃণাল কান্তি বসু বলেন যে, তিন বৎসর সরকারী রোষে কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া থাকিবার পর 'স্বাধীনতা'র পুনঃ প্রকাশ বাংলার গণ-আন্দোলনের প্রয়োজনে এক ঐতিহাসিক ঘটনা।..........

শ্রী মৃণাল কান্তি বসু তাঁহার ভাষণে প্রথমেই এই স্কোয়ারেই অনুষ্ঠিত 'স্বাধীনতা'র প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন সরকারী রোষে 'স্বাধীনতা'র প্রকাশ বন্ধ হইবার পর গত দুই বৎসর আমরা এই নির্ভীক দৈনিক 'স্বাধীনতা'র অভাব অনুভব করিয়াছি।

সাধারণ মানুষের অকুণ্ঠ দান, কর্মীদের আত্মত্যাগের ভিত্তিতে 'স্বাধীনতা' আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। জনসাধারণের মধ্যে 'স্বাধীনতা' জনপ্রিয় ছিল এই জন্য যে উহা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন দুঃখ, দুর্দ্দশা, আশা-আকাঙ্ক্ষার সংবাদ পবিবেশন করিত। শোষণ, অত্যাচার আর অবিচারের বিরুদ্ধে 'স্বাধীনতা' সংগ্রামের নেতৃত্ব দিত।

আমার আপনার সমর্থনের ভিত্তিতে 'স্বাধীনতা' নিজের মুদ্রাযন্ত্র, প্রথম শ্রেণীর নূতন ধরনের সাংবাদিক গোষ্ঠীর সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু সরকারী রোষে 'স্বাধীনতা' সর্বস্ব হারায়, কিন্তু হারায় নাই তাহার নির্ভীক আত্মা। সেই আত্মা আজ পুনরায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আজও তাহার পাথেয় সাধারণ শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্তের সমর্থন ও সহানুভুতি। ....।

পরিশেষে সভাপতি মহাশয় বলেন ঃ 'স্বাধীনতা' আজ পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছে। উহা হইবে জনগণের পত্রিকা। কিন্তু এই ব্রতে তাহাদের সাহায্য প্রয়োজন। এখানে মতামতের প্রশ্ন নাই। আমি নিজে কমিউনিস্ট নই। কিন্তু স্বাধীনতার নির্ভীকতার জন্য পূর্বেও যেমন উহাকে সমর্থন করিতাম, আজও উহাকে অভিনন্দন জানাইতেছি। আমি অভিনন্দন জানাইতেছি উহার আত্মত্যাগী কর্মীদের, যাহাদের অক্লান্ত চেষ্টার ও সততার ফলে 'স্বাধীনতা'র পুনঃপ্রকাশ সম্ভব হইয়াছে।

জনসাধারণের সংগ্রামের হাতিয়ার এই 'স্বাধীনতা'র তহবিল আপনাদের অকুণ্ঠ ও অকৃপণ দানে ভরিয়া তুলুন, এই আমার আপনাদের প্রতি শেষ আবেদন।

'স্বাধীনতা'র সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ হইতে কমরেড জ্যোতি বসু বলেন, তিন বৎসর পূর্বে 'স্বাধীনতা'র প্রকাশ সরকার বন্ধ করিয়া দেয়। এই 'স্বাধীনতা' শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত নরনারীর অকৃপণ দানের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।................

আজ হাইকোর্টের রায়ের ফলে 'স্বাধীনতা' পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। 'স্বাধীনতা' তাহার পুরাতন আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইবে না। 'স্বাধীনতা' সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের কথা প্রকাশ করিবে। শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্তের দৈনন্দিন সংগ্রামে সমর্থন জানাইবে, নেতৃত্ব দিবে।..........আজ আমরা এই সমাবেশে ঘোষণা করিতেছি, আপনাদের দৈনন্দিন সংগ্রাম সম্পর্কে আপনাদের মতামত শুনিব, আপনারা আমাদের অফিসে আসুন, আপনাদের মতামত দিন, ভুলত্রুটির সমালোচনা করুন। আপনাদের পরামর্শ দ্বারা আমাদের পত্রিকা পরিচালনায় সহায়তা করুন।...............................।

উক্ত সংখ্যার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য শিরোনাম ঃ

'অর্থ সচিবের কেলেঙ্কারী ফাঁসে কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি ঃ পর্দার আড়ালে মন্ত্রিত্বের জন্য নতুন করিয়া দলাদলি ও কোন্দল' 'জাহাজী ধর্মঘটের ৩৩ দিন — বার্ণপুরে শ্রমিক ভোলানোর নূতন সরকারী চাল ঃ জাহাজী আন্দোলনে ক্রমবর্দ্ধমান পুলিসী জুলুম প্রভৃতি। 'হাইকোর্টের রায়ও ক্ষমতা গর্বী পুলিসী মানে না ঃ ৮ জন বাস ড্রাইভারের লাইসেন্স অবৈধ বাতিল সম্পর্কে ইউনিয়নের বিবৃতি',

আরো বন্দীকে বক্সা প্রেরণ ?'

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল, মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেল হইতে কানাই ভৌমিক, সুকুমার সেনগুপ্ত প্রভৃতিকে বক্সা শিবিরে প্রেরণ করার জন্য আদেশ জারী হইয়াছে।

উল্লেখযোগ্য যে, বক্সা জেল তুলিয়া দিবার জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন চলিলে সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী (সেই সময় মুখ্যমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী বলা হত) বিধানচন্দ্র রায় পরিষদে জানাইয়া দেন যে, বক্সা জেল তুলিয়া দেওয়া হইবে না।

.........বক্সা জেল চালু রাখিতে এই ৬ মাসের মধ্যেই বাংলা সরকার জেল খাতের অতিরিক্ত প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা খরচ করিয়াছেন।

বক্সায় বর্তমানে প্রায় ৪০ জন বন্দী আছেন।

স্বাধীনতা, নব পর্য্যায় ৩৩শ সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ — ৭৯সংখ্যা) ১৩ই মার্চ ১৯৫১, মঙ্গলবার ২৯শে ফাল্গুন ১৩৫৭তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক হাইকোর্টের বিচারকদের প্রভাবিত করার চেষ্টা ঃ জ্যোতি বসুর গুরুতর অভিযোগ ঃ রাজনৈতিক বন্দীদের প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা'

১১ই মার্চ পশ্চিমবঙ্গ আইন সভায় একটি ছাঁটাই প্রস্তাবের আলোচনা প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট শ্রী জ্যোতি বসু এক চাঞ্চল্যকর তথ্য উদঘাটন করিয়া দেখান, কিভাবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হাইকোর্টের বিচারের বিরুদ্ধে প্রধান বিচারপতিকে প্রভাবান্বিত করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি দেখান কিভাবে বিচার বিভাগের কাজের উপর শাসন বিভাগের হস্তক্ষেপ হয়। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে পত্র লেখার কথা মুখ্যমন্ত্রী আইন সভায় স্বীকার করেন।...........

অন্যান্য শিরোনাম ঃ 'শ্রম সম্পর্ক ও ট্রেড ইউনিয়ন বিল গণতন্ত্রের মূলনীতি বিরোধী ঃ বিভিন্ন শ্রমিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পার্লামেণ্টে প্রতিবাদসূচক স্মারকলিপি পেশ ঃ পার্লামেণ্টের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন', 'জাহাজী ধর্মঘটের প্রতি এ. আই. টি. ইউ. সি'র অভিনন্দন জ্ঞাপন', 'ঘুষের দায়ে বিন্ধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন কংগ্রেসী মন্ত্রী ঃ তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত',

'লাট-মন্ত্রীর খেদমত করিয়াও পেট ভরে না ঃ সরকারী বাড়ী ও দফতরের মালী, বেয়ারা প্রভৃতির দুর্দশা'

আইনসভার বাড়ী, লাটের প্রাসাদ, সরকারের অফিস দফতরের বাড়ী-ঘর, বড় বড় অফিসারদের কোয়ার্টার — নাম শুনলেই চক্ষু চড়কগাছ হইয়া উঠে। জুড়ি, গাড়ী, খানা-পিনা, চোখ ঝাঁঝালো অনুষ্ঠান, আরও কত কি জাঁকজমকের সহিত ঐ বাড়ীগুলির নাম জড়িত। ঐ সব প্রাসাদে কাজ করেন হাজার হাজার মানুষ মালী, বেয়ারা, দারোয়ান, আর্দালী বলিয়া পরিচিত তাঁহারা। বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, ইহাদের অধিকাংশের মূল বেতন মাসিক তের টাকা। সবরকমের ভাতা মিলাইয়া মাসিক আয় ৪৮ টাকার বেশি নয়।............

এছাড়া এই সংখ্যার অন্যান্য আন্তর্জাতিক শিরোনাম ঃ

'প্যারিস সম্মেলনে পশ্চিমী জোটের জনস্বার্থ বিরোধিতা ঃ মার্কিন প্রতিনিধি কর্তৃক আলোচনা বানচাল করিবার প্রচেষ্টা ঃ সোভিয়েত পক্ষ হইতে দৃঢ় মনোভাব ব্যক্ত', 'যুদ্ধোদ্যোগ হিসাবে বৃহত্তম নৌবহর বিলে ট্রুম্যানের স্বাক্ষর দান ঃ আণবিক বোমা বহনকারী সাবমেরিন, যুদ্ধ-জাহাজ নির্মাণের ব্যবস্থা', 'নয়া চীনে মার্কিন-প্রেরিত গুপ্তচরদের ধ্বংসাত্মক কার্য্যকলাপ ঃ ৫১ জনের প্রতি প্রাণদণ্ডাদেশ', 'মধ্যপ্রাচ্যে নয়া যুদ্ধ চক্রান্তের সূচনা ঃ ইঙ্গ-মার্কিন ধুরন্ধরদের সম্মেলন শুরু', 'থাকিন নু সরকার কর্তৃক হত্যার তাণ্ডব শুরু ঃ দলে দলে দেশপ্রেমিক নিধন', 'জাপানের পুনরস্ত্রসজ্জার বিরুদ্ধে ৩২ লক্ষ জাপ শ্রমিক ঃ স্থায়ী নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণের জন্য প্রস্তাব',

'আমেরিকায় যুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে প্যাসিফিস্টদের কর বন্ধ আন্দোলন শুরু'

নিউইয়র্ক ১২ই মার্চ ঃ শান্তি স্থাপন প্রয়াসী বলিয়া অভিহিত এক শান্তিবাদী (প্যাসিফিস্ট) আন্দোলনেব পক্ষ হইতে এখানে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ১৫ই মার্চ হইতে তাহারা আয়কর দেওয়া বন্ধ করিবেন এই মর্মে ৫০ জন নরনারী এক সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ তাহারা কোবিয়ার যুদ্ধকে বা অন্য কোন যুদ্ধকে সমর্থন সম্ভব নহে বলিয়া দেখিতে পাইতেছেন। এই শান্তি স্থাপনই প্রয়াসীদেব লইয়া একটি করবন্ধ কমিটি গঠিত হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

— পি. টি. আই.

স্বাধীনতা, নব পর্য্যায় ঃ ৩৪শ সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ঃ ৮০ সংখ্যা) ১৪ই মার্চ ১৯৫১, বুধবার ৩০শে ফাল্গুন ১৩৫৭তে শিরোনাম ঃ

'বিরোধী মতকে দমন করার জন্য পুলিসের কাছে গোপন নির্দেশ ঃ রাজ্য আইনসভায় সরকারের বিরুদ্ধে শ্রীদেবেন সেনের অভিযোগ ঃ অর্থমন্ত্রী ও বিচাব মন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি', 'মজুর শ্রেণীকে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় টানিবার ঘৃণ্য চক্রান্ত ঃ আমেদাবাদে গোহত্যা নিবারণের নামে কুচক্রীদের ষড়যন্ত্র' 'শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ব্যাপক শান্তি আন্দোলন গড়িয়া তুলুন ঃ উত্তর প্রদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কাউনসিল বৈঠকের প্রস্তাব', 'পাতিয়ালা নির্বাচনে কংগ্রেস ও মহাসভার বিপর্য্যয় ঃ একটি আসনও দখল করিতে পারে নাই, 'কোটি কোটি মানুষ হত্যা কবিয়া বিশ্বের কোন উদ্দেশ্যই সাধিত হইতে পারে না ঃ আণবিক বোমা ব্যবহারে সমগ্র মানবতারই নৈতিক অপমৃত্যু ঘটিবে', 'সোভিয়েতে যুদ্ধ-প্রচার বে-আইনী ঘোষিত ঃ 'মানবতার বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধ বলিয়া বর্ণনা' 'সুপ্রীম কোর্টকে সায়েস্তা করার বাবস্থা ঃ নেহরু কর্তৃক গঠনতন্ত্র সংশোধন করার হুমকি',

'সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে কমিউনিস্ট পার্টিকে বৈধ করা হইবে না ঃ নেহরু কর্তৃক 'স্বাধীন ও নিরপেক্ষ' নির্বাচন নীতির অপূর্ব ব্যাখ্যা'

নয়াদিল্লী, ১৩ই মার্চ ঃ যে সমস্ত রাজ্যে রাজনৈতিক দল বিশেষের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইয়াছে তাহা আগামী নির্বাচনের সময় উঠাইয়া লওয়া হইবে কি না এই বিষয়ে সংবাদপত্র প্রতিনিধি সম্মেলনে শ্রী নেহরুকে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন যে সেইরূপ দল বলিতে একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টিকেই বে-আইনী করা হইয়াছে। আগামী নির্বাচনে যে যে প্রদেশে কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী সেখানে পার্টি হিসাবে তাহাদের কোন সুযোগ দেওয়া হইবে না।...........

কমিউনিস্টদের সম্পর্কে তাঁহার নীতি বিশ্লেষণ করিতে গিয়া শ্রী নেহরু বলেন, কমিউনিজম সম্পর্কে কেবল কথা বলিলেই তাহার প্রতি কোন নীতি নির্দ্ধারিত হয় না। ভারতের মধ্যে বা বাহিরে কমিউনিজম ও কমিউনিস্টদের ন্যায় আব কোন সমস্যাই এত গোলযোগ পূর্ণ নহে।...... .....ভারতের মধ্যে কমিউনিস্ট বলিতে শ্রী নেহরু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী একটি সন্ত্রাসবাদী দল বলিয়া মনে করেন। কমিউনিস্টদের সম্পর্কে এই ধারণা লইয়া ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে সেই দলকে কাজ করিতে দেওয়া চলে না। এই জন্যই অনেক রাজ্যে কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী করা হইয়াছে।..। —পি. টি আই.

(পশ্চিম বাংলায় হাইকোর্টের রায়ে বর্তমানে কমিউনিস্ট পার্টি বৈধ — নিজস্ব)

'কলিকাতা হাইকোর্টে ৬৯ জন রাজবন্দীর হেবিয়াস কর্পাস মামলা শুরু ঃ নূতন সংশোধিত আইন (১৯৫১) অবৈধ বলিয়া রাজবন্দী পক্ষের কৌঁশুলীর সওয়াল'

গতকাল (১৩ই মার্চ বুধবার) কলিকাতা হাইকোর্টে ৬৯ জন রাজবন্দীর হেবিয়াস কর্পাস মামলাব শুনানী আরম্ভ হয়। মামলার প্রারম্ভে সরকার পক্ষের এডভোকেট জেনারেল নিবর্ত্তনমূলক আটক আইন (১৯৫০) সম্পর্কে সওয়াল করেন।

রাজবন্দী অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য ও জগৎপতি রায়ের পক্ষে ব্যারিষ্টার অরুণ দত্ত সওয়াল করেন। সওয়ালে তিনি "নূতন সংশোধিত আইনের (১৯৫১)" বৈধতা সম্পর্কে চ্যালেঞ্জ করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, "নূতন সংশোধিত আইন (১৯৫১)"এর ১২ ধারার সহিত ৯ ধারাটি মিলাইয়া পাঠ করা হইলে শাসনতন্ত্রের ২২/৪-ক ধারা ও ২১ ধারা অনুযায়ী অবৈধ হইয়া যায়।

সওয়াল প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, "নিবর্তন মূলক আটক আইন (১৯৫০)"-এর মেয়াদ ছিল এক বৎসর। গত ২২শে ফেব্রুয়ারী উহার এক বৎসর পূর্ণ হইয়া যাওয়ায় উহা বাতিল হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু বন্দীদেব মুক্তি দেওয়া হয় নাই। "নূতন সংশোধিত আইন (১৯৫১)" অনুযায়ী সরকার পক্ষকে আটকের ৬ সপ্তাহের মধ্যে আটকের কারণ দর্শাইয়া এডভাইসাবী বোর্ডের নিকট পেশ করিতে হইবে।

কিন্তু বর্তমান বন্দীবা "নূতন সংশোধিত আইনের (১৯৫১)" দ্বারা আটক নহেন এবং সেই হেতু তিনি সরকার পক্ষকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কারণ না দর্শাইবার অভিযোগ করেন। পরে ব্যারিষ্টার সাধন গুপ্ত তাঁহার সওয়ালে উপবোক্ত মন্তব্যকে সমর্থন করেন। এরপর মাননীয় প্রধান বিচারপতি এডভোকেট জেনারেলকে এবিষয়ে তাঁহার বক্তব্য বলিতে বলিলে তিনি বলেন যে সরকার সম্পূর্ণ আইনানুযায়ী কার্য্য করিয়াছেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই আটকের কারণ এডভাইসারী বোর্ডের নিকট পেশ করা হইবে বলিয়া তিনি জানান। এরপর আদালতের কাজ স্থগিত রাখা হয়। কাল ১০-৩০ হইতে পুনরায় শুনানী আরম্ভ হইবে।

স্বাধীনতা, নব পর্য্যায় ঃ ৩৫শ সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ঃ ৮১ সংখ্যা) ১৫ই মার্চ ১৯৫১, বৃহস্পতিবার ১লা চৈত্র ১৩৫৭ শিরোনাম ঃ

'অভাব অনটনের জন্য জনসাধারণের শ্রমবিমুখতাই দায়ী ঃ শ্রী নেহরু কর্তৃক কংগ্রেসী শাসনেব নির্লজ্জ জয়গান ঃ ভারতকে সবচেয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন ও দুর্নীতিমুক্ত দেশ বলিয়া বর্ণনা' 'হেবিয়াস কর্পাস, মামলার শুনানী' —

গতকাল (১৪ই মার্চ বুধবার) চীফ্ জাষ্টিস্ এবং জাষ্টিস্ দাসের এজলাসে হেবিয়াস কর্পাস মামলার ২য় দফা শুনানী হয়। শ্রী অতুল গুপ্ত, শ্রী সাধন গুপ্ত, শ্রী স্নেহাংশু আচার্য্য রাজবন্দীদের পক্ষে সওয়াল করেন। শ্রী অতুল গুপ্ত তাঁহার সওয়ালে পূর্ব দিনের কৌঁশুলীদের মতই নূতন সংশোধিত আইন (১৯৫১)-এর বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন। সওয়াল প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে শাসনতন্ত্রের ২২-এর ৭-এর বি ধারায় বলা হইয়াছে যে পার্লামেণ্ট অনির্দিষ্ট কালের জন্য আটক রাখিবার জন্য আইন প্রণয়ন করিতে পারে। কিন্তু তিনি মনে করেন 'প্রণয়ন করিতে পারে' স্থলে 'প্রণয়ন করিবে' হইবে। ইহার উত্তরে চীফ জাষ্টিস্ বলেন যে সুপ্রীম কোর্টে শ্রী গোপালনের মামলার সময় এই বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেন নাই।

অতএব হাইকোর্টে এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত লইতে পারে না। তবে তিনি বলেন যে তাঁহার (শ্রী গুপ্তর) মন্তব্য তাঁহাদেব জানা রহিল। শ্রী স্নেহাংশু আচার্য্যের সওয়ালের পর কোর্টের কাজ মুলতুবী থাকে।

'হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সরকারী ষড়যন্ত্র ঃ কমরেড গোপালন মামালার শুনানী'

মাদ্রাজ, ১৩ই মার্চ—এ. কে. গোপালনের হেবিয়াস কর্পাস আবেদনের উপর বিচারালয়ের রায় প্রকাশ হইবার পূর্বেই নতুন করিয়া তাঁহার উপর আটক আদেশ জারী করা সম্পর্কে সরকার কোন্ কোন্ আইন উপদেষ্টার সহিত আলোচনা করিয়াছেন তাহার খুঁটিনাটি সহ এক এফিডেভিট ১৪ই মার্চের পূর্বে পেশ করিতে মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ সত্যনারায়ণ রাও এবং মিঃ রাঘব রাও মাদ্রাজ সরকারের পাবলিক ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি সেক্রেটারীকে নির্দেশ দেন।

বিচারপতিরা ডেপুটি সেক্রেটারীর নিকট আরও কৈফিয়ৎ তলব করেন যে রায় প্রকাশ হইবার পূর্বে নতুন করিয়া আটক আদেশের তথ্য কেন আইন উপদেষ্টা অর্থাৎ কোর্টে রায় দান কালে উপস্থিত প্রাক্তন এডভোকেট জেনারেলের নিকট সরবরাহ করা হয় নাই। ....।

মাদ্রাজ সরকারের উপর হাইকোর্টের রায় অমান্য করা সম্পর্কে সরকারী উচ্চ পদস্থ কর্মচারীগণ এবং এডভোকেট জেনারেলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ, এডভোকেট জেনারেল বিচারপতি মিঃ সত্যনারায়ণ রাওকে উঠাইয়া লইতে অনুরোধ জানান। — পি. টি. আই.

'হাইকোর্ট কর্তৃক বিধান সরকারের সার্কুলার অবৈধ ঘোষিত' ঃ

গতকল্য (১৪ই মার্চ ১৯৫১) জাস্টিস্ কে. পি. দাস ও সি. এম. মুখার্জীর এজলাসে শ্রী দুর্গা কটন মিলের ধর্মঘটের অনুগত শ্রমিকদের উপর হামলার এবং তাহাদের কাজে যোগদানে বাধা সৃষ্টির অভিযোগে ধৃত মিলের শ্রমিক শ্রী প্রশান্ত কুমার মুখার্জীর মামলার এক শুনানী হয়।

মামলায় শ্রী প্রশান্ত কুমার মুখার্জীর পক্ষে সওয়াল করেন ব্যারিষ্টার শ্রী সাধন গুপ্ত।

বন্দীদের মামলা............জেলেই করা হইবে এই মর্মে সরকারের এক সার্কুলারের তীব্র সমালোচনা করিয়া শ্রী সাধন গুপ্ত সওয়াল করেন শ্রীযুক্ত গুপ্তের সওয়ালের যৌক্তিকতা শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হয়। সওয়ালের শেষে জজদ্বয় এই মর্মে এক রায় দেন যে, "এই সার্কুলার আদালতের কার্যে সম্পূর্ণ অবৈধ এবং অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ এবং আইনের চক্ষে ইহার কোন মূল্য নাই।"

স্বাধীনতা, নব পর্য্যায় ৩৬শ সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ-৮২ শ সংখ্যা) ১৬ই মার্চ ১৯৫১, শুক্রবার ২রা চৈত্র ১৩৫৭তে প্রকাশিত শিরোনাম—

[আয়কর ফাঁকিবাজদের নাম প্রকাশে ভারত সরকারের আপত্তি : সমাজের শত্রুদের প্রতি মমতা : শ্রীযুত কামামের সংশোধনী প্রস্তাব ৭৪-২৩ ভোটে অগ্রাহ্য', 'স্বৈরাচারী নেহরু : পণ্ডিত কুঞ্জুরুর অভিযোগ']

'সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদের আবেদন ঃ ১৮ই ও ২০শে মার্চ প্রতিবাদ প্রস্তুতি দিবস পালন করুন'

সভা, শোভাযাত্রা মারফত, "উচ্ছেদ বিলের বিরুদ্ধে" প্রত্যাহার দাবি করিয়া, আটক আইন প্রত্যাহারের দাবিতে, শ্রীযুক্ত অম্বিকা চক্রবর্তীর উপর হইতে, গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহার দাবি করিয়া ও স্থায়ী বাস্তু ও কলোনী স্বীকারের দাবিতে, সভায় প্রস্তাব গ্রহণ করুন সভা ও শোভাযাত্রা মারফত জনমত সংগ্রহ করিয়া।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে বাস্তুহারা আন্দোলনকে শক্তিশালী করুন ও উচ্ছেদ বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ঝড় তুলুন।

এই সংখ্যার অন্যান্য প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'আসামে অস্ত্র উদ্ধার সম্পর্কে রাজাজীর বিবৃতি ডাহা মিথ্যা ও উদ্ভট ঃ মার্কিন ডিসপোজালের মালকে কমিউনিস্টদের ঘাড়ে চাপাইবার অপচেষ্টা।' 'হাওড়া মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে প্রগ্রেসিভ ব্লক প্রার্থীদের সমর্থন করিয়া কংগ্রেস প্রার্থীকে পরাজিত করুন' 'শান্তির সংগ্রামে সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করার আয়োজন ঃ অস্ত্রসজ্জার বিরুদ্ধে ও শান্তির সপক্ষে ইউরোপীয় ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের সম্মেলন আহুত',

'সমাজতন্ত্রে পৌঁছাইবার বৃটিশ পথ ঃ বৃটেনের কমিউনিস্ট পার্টির ইশ্‌তাহার'—

বৃটিশ কমিউনিস্ট পার্টির ১৯৫১ সালের ১৩ই জানুয়ারীর কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশনে গৃহীত কর্মসূচীটি একটি বিরাট গুরুত্বপূর্ণ দলিল। আজকের দিনে যখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের

সহযোগিতায় প্রতিক্রিয়াশীল লেবার নেতৃবৃন্দ আর একটি আক্রমণাত্মক যুদ্ধের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে, যখন বৃটিশ মজুরদের দীর্ঘদিনের সংগ্রামের মারফৎ অর্জিত গণতান্ত্রিক অধিকারগুলির উপর ভয়াবহ হামলা শুরু হইয়াছে এবং যখন বৃটিশ জনসাধারণের শোষণ ক্রমেই তীব্রতর করা হইতেছে ও তাঁহাদের জীবনধারণের মানকে মারাত্মকভাবে আঘাত করা হইতেছে, তখন এই দলিলের গুরুত্ব আরও অধিক।

সমাজতন্ত্রের পথে বৃটেনের যাত্রাপথ এই দলিলে রূপ পাইয়াছে। ইহা একটা আশু নির্বাচন কর্মসূচী নয়। এই কর্মসূচীতে রূপায়িত হইয়াছে বৃটেনের ভবিষ্যৎ এবং ভাষা পাইয়াছে বৃটেনের ব্যাপক জনসাধারণের প্রয়োজন এবং অন্তরের কামনা। ....।

বৃটিশ কমিউনিস্ট পার্টির কার্য্যক্রমের ভিত্তি হইল মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিনের শিক্ষা। ইহা বৃটিশ শ্রমিকশ্রেণীকে ধনতান্ত্রিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে জাগ্রত করিয়া সমাজতন্ত্রের বিজয়ের পথে পরিচালনা করিবে। বৃটেনের মেহনতী জনতার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথ এই কর্মসূচীতে চিত্রিত হইয়ছে। — নিউ টাইমস

স্বাধীনতা, নব পর্য্যায় — ৩৭শ সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ৮৩ সংখ্যা) ১৭ই মার্চ ১৯৫১, শনিবার ৩রা চৈত্র ১৩৫৭তে প্রধান প্রধান শিরোনাম ঃ

'তেলেঙ্গানার বারো জন বীর কৃষকের ফাঁসির আদেশ বজায় রহিল ঃ দেশপ্রেমিকদের জীবন রক্ষার আবেদন সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক বাতিল ঃ বিচারের পদ্ধতিতে ত্রুটি স্বীকার করিয়াও বিচারকদের রায় বদলাইতে অসম্মতি'—

নয়াদিল্লি, ১৫ই মার্চ — সুপ্রীম কোর্টের ৫ জন বিচারপতি লইয়া গঠিত এক ফুল বেঞ্চের নিকট ১২ জন তেলেঙ্গানার বীর কৃষকের উপর হইতে ফাঁসীর হুকুম রদ করিবার জন্য হায়দ্রাবাদ রাজ্য কর্তৃপক্ষকে ফাঁসিদান হইতে বিবত থাকিবার জন্য অনুরোধ করিয়া যে দরখাস্ত করা হইয়াছিল আজ সুপ্রীম কোর্টের উক্ত ফুল বেঞ্চ দরখাস্ত বাতিল করিয়া দিয়াছে।..................।

গত ডিসেম্বর মাসে গঠনতন্ত্রের ১৩৬ ধারা প্রয়োগ করিয়া যেভাবে তেলেঙ্গানা বন্দীদের বিশেষ আবেদন সুপ্রীম কোর্টে নাকচ করা হইয়াছিল এইবারও সেইভাবে উপরোক্ত আবেদন বাতিল করা হইয়াছে।

'কমরেড বালুর আত্মত্যাগে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর আদর্শ উজ্জ্বলতর ঃ তামিলনাদের বীর সন্তানের ফাঁসিতে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ক্ষোভ'

১৫ই মার্চ—মাদুরাই সেন্ট্রাল জেলের রাজবন্দী তামিলনাদের বীর সন্তান মাদুরাই শ্রমিকশ্রেণীর প্রিয় নেতা কমরেড বালু স্বামীকে সম্প্রতি ফাঁসী দেওয়া হইয়াছে বলিয়া সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মু খপত্রে খবর প্রকাশিত হইয়াছে। সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস সহ এই প্রাণদণ্ডাদেশ সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রীর নিকট লিখিত ভারতের বিভিন্ন প্রায় ১০০টি গণসংগঠন ও বিশিষ্ট ব্যক্তি দ্বারা আবেদনে ক্ষমা ভিক্ষার প্রার্থনা সম্পূর্ণ বাতিল করিয়া দিয়া উক্ত জেল কর্তৃপক্ষের নিকট ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগ ১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫১ তারিখের এক সার্কুলারে ফাঁসীর হুকুমকে কার্য্যকরী করিবার জন্য আদেশ দেন।

স্বাধীনতা, নব পর্য্যায় — ৩৮শ সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ৮৪ সংখ্যা) ১৮ই মার্চ ১৯৫১, রবিবার ৪ঠা চৈত্র ১৩৫৭তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'কংগ্রেসী পুলিসের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে উত্তরপাড়ায় ব্যাপক গণবিক্ষোভ ঃ শুক্রবারের নির্ম্মম আক্রমণে ২ জন নিহত, ৫০ জন আহত — জনসভায় অপরাধীদের শাস্তি ও নিহতদের জন্য ক্ষতি পূরণ দাবি'—

১৬ই মার্চ শুক্রবার কংগ্রেস সরকারের দুই শতাধিক গাড়োয়ানী ও গুর্খা পুলিস উত্তরপাড়ার শ্রমিক ও জনসাধারণের উপর, সরকারী হিসাবেই ৫৪ রাউণ্ড গুলি চালাইয়া, গণেশ ব্যানার্জী নামক হিন্দ মোটর ওয়ার্কসেব নেতৃস্থানীয় শ্রমিক ও মাণিক দাস নামক একজন দোকান কর্মচারীকে নিহত করিয়াছে। প্রায় ৫০ জন শ্রমিক ও নাগরিক গুলি ও লাঠির ঘায়ে আহত হইয়াছে।

....বিড়লার হিন্দ মোটর ওয়ার্কসের ধর্মঘটী শ্রমিকদের থানার সামনে শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহ হইতে যে ঘটনার সূত্রপাত হয়, দুপুরের মধ্যে তাহা শহরেব সমস্ত নাগরিকের এক বিরাট বিক্ষোভে পরিণত হয়। ধর্মঘটী শ্রমিকদের সমর্থনে জনসাধারণ অগ্রসর হইলে অ্যাডিশনাল পুলিস সুপারিন্টেডেট সমস্ত উত্তরপাড়ার জনসাধারণকে চাবুক মারিয়া ঠাণ্ডা করার হুমকি দেখায়। এই সংবাদ ছড়াইয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শহরের প্রায় ছয় হাজার বিক্ষুব্ধ শ্রমিক ও নাগরিক দলমত নির্বিশেযে থানার সামনে আসিয়া হাজির হন।..........

....সন্ধ্যা নামিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস সরকারের সশস্ত্র গাড়োয়ালী ও গুর্খা বাহিনী নির্বিচার গুলি চালাইতে থাকে... ....।

'ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন দমনে মালিক-কংগ্রেস আঁতাত ঃ পশ্চিমবঙ্গ আইনসভায় সরকারী শ্রমিক নীতির তীব্র সমালোচনা'

১৭ই মার্চ—"কংগ্রেস সরকার সম্পর্কে শ্রমিকদের সমস্ত্র আশা আজ ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। শ্রমিকদের প্রতি সরকার এবং কংগ্রেস বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। সরকার, কংগ্রেস ও পুঁজিপতি একজোট হইয়া শ্রমিকদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে। আজও ক্লাইভ ষ্ট্রীটের শ্বেতাঙ্গ মালিকদের দাপট অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, তাহাদের সহিত আবার হাত মিলাইয়াছে বিড়লা প্রমুখ ভারতীয় ধনিকগোষ্ঠী। পাল্টা ইউনিয়ন গঠনে উৎসাহ দিয়া, লাঠি-গুলি গ্রেপ্তার চালাইয়া, শ্রমিক নেতাদের হত্যা করিয়া, গুণ্ডা নিয়োগ করিয়া, ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠকদের ঘুষ দিবার চেষ্টা করিয়া, মালিক-সরকার-কংগ্রেস আঁতাত শ্রমিক আন্দোলনে ফাটল ধরাইবার চেষ্টা করিতেছে।" — পশ্চিমবঙ্গ আইনসভায় শ্রমিক বাজেট সম্পর্কে বিতর্ক প্রসঙ্গে..........উপরি-উক্ত মন্তব্য।

উপরোক্ত শিরোনাম এবং বক্তব্যের পরে আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রধান শিরোনাম-'স্বাধীনতা'য় প্রকাশিত ঃ আবেদন —

'তেলেঙ্গানার এই বীর তরুণদের ফাঁসীর মঞ্চ হইতে ফিরাইয়া আনুন' —

মাগী ডেঙ্কিয়া ঃ ২৫ বছরের ক্ষেত মজুর যুবক। গ্রামে জমিদারের জমিতে কাজ করিতেন। রাজাকার বিরোধী আন্দোলনে যোগদানের জন্য নিজাম নেহরু আপোসের পর তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া সরাসরি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

কুর্ম্ম লিঙ্গিয়া ঃ বিশ বছরের রাখাল যুবক। গ্রামে রাজাকার গুণ্ডারা নৃশংস অত্যাচার করিবার পর রাজাকার বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন এবং 'পুলিসী অভিযানে'র পর গ্রেপ্তার হইয়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন।

মঙ্গলা সামুয়েল ঃ আঠারো বছর বয়সের কৃশ্চান ক্ষেতমজুর বালক। রাজাকাররা ইহার গ্রাম নির্দ্দয়ভাবে লুঠ করে ও গ্রামের মেয়েদের বলাৎকাব করে। রাজাকার বিরোধী সংগ্রামে ইনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং নিজামের পতনের পর গ্রেপ্তার হইয়া অন্য এক গ্রামের খুনের অভিযোগে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন।

জনার্দ্দন রেড্ডি ঃ স্কুলের ছাত্র, বয়স বারো। নিজাম ও রাজাকারদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। ভারত সরকারের কাছে নিজামের আত্মসমর্পণের প্রায় দুই বছর পরে ১৯৪৯ সালে গ্রেপ্তার হ'ন এবং সঙ্গে সঙ্গেই ফাঁসীর আদেশ হয়।

দাস রেড্ডি নারায়ণ রেড্ডি ঃ বিশ বছরের যুবক। নিজের বাড়ী রাজাকারদের দ্বারা লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইলে রাজাকার বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন এবং ভারতীয় ইউনিয়নের সহিত নিজাম শাহীর আপোস হইয়া গেলে ইঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়।

থাঙ্গাথুর হনুমানথু ঃ ২৩ বছরের দর্জ্জি যুবক। পুলিসী অভিযানের পর গ্রেপ্তার হইয়া সঙ্গে সঙ্গে ফাঁসীর আদেশ পান। রাজাকার বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া ছিলেন।

কাল্লুক য়েল্লিয়া ঃ আঠাশ বছর বয়সের যুবক। গ্রামের উপর রাজকারদের অত্যাচারে জর্জ্জর হইয়া রাজাকার বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন। 'পুলিসী অভিযানে'র পর গ্রেপ্তার হইয়া সরাসরি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন।

ওয়াদলা পাপিয়া ঃ ওয়াদলা মাল্লায়ার বড় ভাই। রাজাকারের অত্যাচারে পরিবার গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়া গেলে রাজাকার বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন। 'পুলিসী' অভিযানের পর গ্রেপ্তার হইয়া ফাঁসীর আদেশ পান।

ধুদি পাল্লা চিনস্থি রেড্ডি ঃ তেইশ বছরের কৃষক যুবক। রাজাকারদের সঙ্গে সংঘর্ষে হাঁটুতে গুরুতরভাবে আহত হন। সুস্থ হইয়া 'শান্তি সেনা' দলে যোগদান করেন এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মধ্যে কলিকাতায় আসেন। বাংলাদেশ হইতে ফিরিবার অব্যবহিত পরেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে বিচারে সোজা প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়।

ওয়াদলা মাল্লায়া ঃ বিশ বছরের যুবক, জাতিতে সূত্রধর। নেহরু-নিজাম আপোসের পর গ্রেপ্তার করিয়া ফাঁসীর আদেশ দেওয়া হয়।

গুলাম দস্তিদার ঃ আঠারো বছরের মুসলমান ক্ষেতমজুর বালক — গ্রামের জমিদারের খামারে কাজ করিতেন। রাজাকার বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন এবং দুই দুইবার তাহাদের হাতে পড়িয়াও পলাইয়া আসিতে সমর্থ হন। রাজাকাররা তাঁহাকে তাদের দলে যোগ দিতে নানাভাবে প্ররোচিত করিয়াও ব্যর্থ হয়। ভারত সরকারের সহিত নিজামের আপোসের পর ইহাকে গ্রেপ্তার করা হয়, এবং সরাসরি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

গরলাপতি রঘুপতি রেড্ডি ঃ এখনো কৈশোর অতিক্রম করেন নি। হায়দরাবাদের স্কুলের ছাত্র ছিলেন। অনেক প্রাচীন নেতা যখন ভয় পাইয়া ভারতীয় ইউনিয়নে আশ্রয় নেন, তখন এই বীর কিশোর অমিত বিক্রমে রাজাকার ও নিজামের গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালান। নিজামের আত্মসমর্পণের পর আবার স্কুলে ফিরিতে গেলে ইহাকে গ্রেপ্তার ও আটক করা হয় এবং পরে স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে সরাসবি ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়।

'তেলেঙ্গানা কৃষকদের ফাঁসী মকুব করা হোক ঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের নিকট আবেদন' ঃ

তেলেঙ্গানা কৃষকদের প্রাণদণ্ডও মকুব করার জন্য আবেদন জানাইয়া রাজেন্দ্রপ্রসাদের নিকট ঝরিয়া ছাত্র সংসদের পক্ষ হইতে তার পাঠান হইয়াছে।

........৬ই মার্চ মেদিনীপুরের তমলুক থানা খাদ্য সম্মেলনে তেলেঙ্গানার কৃষকদের প্রাণদণ্ড রদ করার জন্য ৩০০০ কৃষকের সমাবেশ হইতে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

হাট গোবিন্দপুর কৃষক সম্মেলনে তেলেঙ্গানা বন্দীদের মুক্তির জন্য প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

মালদহ জেলা খাদ্য সম্মেলনের ১৫ হাজার জন সমাবেশ হইতেও কৃষকদের মুক্তি প্রার্থনা করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

ভারতের সুপ্রীম কোর্টে তেলেঙ্গানা ১২ জন কৃষকের ফাঁসীর আদেশ বহাল রাখা সম্পর্কে ১৮ই মার্চ ১৯৫১ তারিখে এই সংখ্যায় 'স্বাধীনতা' প্রকাশিত সম্পাদকীয় প্রতিক্রিয়া ঃ

১২ জন 'ক্ষুদিরাম'

ভারতের সুপ্রীম কোর্ট তেলেঙ্গানার ১২ জন কৃষক নেতার বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা রহিতের আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন। নিজামশাহীর বিরুদ্ধে জমি ও দেশ প্রেমিক বীরকে ফাঁসীর রজ্জু হইতে বাঁচাইবার কোন বৈধ অধিকার 'স্বাধীন' ভারতের বিচার বিভাগের নাই বলিয়া সুপ্রীম কোর্ট রায় দিয়াছেন।

হায়দরাবাদের এই ১২ জন বীর কৃষকনেতা নিজামের সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে জমির জন্য সংগ্রামে নামিয়া ছিলেন। ২ কোটি বিঘা খাস জমির মালিক হায়দরাবাদের অধিপতি প্রজাদের শোষণ ও লুণ্ঠন করিয়া দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা ধনিক কুলের শিরোমণি হইয়া দাঁড়ান। নিজামের দৈনন্দিন আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪ লক্ষ টাকা।

হায়দরাবাদের এই ১৪ জন বীর যুবক নিজামের বে-সরকারী সশস্ত্র রাজাকার বাহিনীর বিরুদ্ধে গ্রামের শান্তি ও মা-বোনের ইজ্জত রক্ষার জন্য জীবন তুচ্ছ করিয়া সংগ্রামে নামিয়া ছিলেন। ....।

শ্রী নেহরুর কংগ্রেস সরকার হায়দরাবাদে সৈন্য লইয়া ঢুকিবার পর তেলেঙ্গানার এই বীরদের আশা-আকঙক্ষাকে গ্রহণ করেন নাই। ভারত সরকার নিজামকেই হায়দরাবাদের রাজ প্রমুখ বানাইয়াছেন এবং বার্ষিক এক কোটি টাকার ভাতার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। হায়দরাবাদের জনসাধারণের বিরুদ্ধে ভারত সরকারের এই বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই তেলেঙ্গানার বীর কৃষক নেতারা আজও মুক্ত হন নাই। তাঁহারা এখনও ফাঁসির আসামী। ....।

বিশ্ববিখ্যাত আইনজীবি মিঃ ডি. এন. প্রীট মিলিটারী শাসন-কর্তৃত্বের অধীনে হায়দরাবাদের স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে তেলেঙ্গানা বন্দীদের বিচার সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন যে, এইরূপ সাক্ষ্যসাবুদে একটা মাছিকেও ফাঁসি দেওয়া যায় না।

ভারতের সুপ্রীম কোর্টে বন্দীদের আবেদন গ্রহণ না করিয়াও তাহাদের রায়ে স্বীকার না করিয়া পারেন নাই যে, আত্মপক্ষ সমর্থনের উপযুক্ত সুযোগ বন্দীরা পান নাই।

ইহা ছাড়াও যে হায়দরাবাদ হাইকোর্টে এইসব বন্দীর বিচার হইয়াছে, সেই হাইকোর্ট-ই অবৈধ। গত ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্মেলনের সভাপতি অধ্যাপক রাম শর্মা.......পর্য্যন্ত স্পষ্ট ঘোষণা করিয়া ছিলেন যে, হায়দরাবাদের তদানীন্তন হাইকোর্ট শাসনতান্ত্রিক বিচারে বে-আইনী। ....।

১২ জনের ফাঁসির আদেশ না টলিলেও সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিরা এই ঘটনার হৃদয়হীন অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য না করিয়া পারেন নাই। সে তুচ্ছ আইনগত খুঁটিনাটির ফলে ১২ জনকে ফাঁসি যাইতে হইতেছে, তাহাকেই বড়ো করিয়া. অজুহাত করিয়া, রাখা হইবে কি-না, তাহার দায়িত্ব আজ শাসন বিভাগের উপর।

এই সুপ্রীম কোর্টের রায়কেও যদি প্রকৃতই সম্মান করিতে হয়, তবে শাসন বিভাগকে অবিলম্বে ঘোষণা করিতে হইবে—এই মর্ম্মান্তিক প্রহসনের অবসান হইল। ঘোষণা করিতে হইবে, তেলেঙ্গানার ১২ জনের প্রাণদণ্ড দেওয়া হইবে না.................. ....।

ভারতবর্ষ কি স্থির থাকিবে? ভারতের মাটিতে যদি আজ ১২ জন তরুণ 'ক্ষুদিরাম'কে ফাঁসির দড়ি গলায় জড়াইতে হয় তবে কি স্থির থাকিতে পারে ভারতের স্বাধীনতা গর্বী মানুষ? ভারতের রাষ্ট্রপতি এখনও পর্য্যন্ত স্থির থাকিলেও. এ ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটিতে দেওয়া চলিবে না। এই ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতায় কালো করিয়া দেওয়া চলিবে না ভারতের সমস্ত ভবিষ্যতকে।

তেলেঙ্গানা কৃষকদের প্রাণদণ্ড রদের জন্য আবেদনে ইতিমধ্যেই ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে

আলোড়ন জাগিয়াছে। সুপ্রীম কোর্টের রায়ের পর এই আলোড়ন আরো ব্যাপক, আরো প্রবল হইয়া উঠিবেই। এই ভয়ঙ্কর দুর্ভাগ্যকে রোধ করার জন্য সরকারকে বাধ্য করিতে হইবে।

১২ জন 'ক্ষুদিরাম'কে মরিতে দেওয়া চলিবে না। এই সংখ্যার অন্যান্য শিরোনাম ঃ

'হাওড়া মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে ইউনাইটড প্রগ্রেসিভ ব্লক প্রার্থীদের জয়ী করিয়া কংগ্রেসী গুণ্ডামীর জবাব দিন : কংগ্রেস বিরোধী প্রচার ভ্যান আক্রান্ত' 'সরকারের শ্রমনীতি মধ্যযুগীয় দাস প্রথারই সামিল : শ্রমিকের দাবী আদায়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বানে জনসভা', 'মেদিনীপুরে বামপন্থী দলের যুক্ত আন্দোলনের প্রচেষ্টা প্রভৃতি।

স্বাধীনতা, নব পর্য্যায় — ৪০শ সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ৮৪ সংখ্যা) ২০শে মার্চ ১৯৫১, মঙ্গলবার ৬ই চৈত্র ১৩৫৭তে প্রকাশিত হয় ঃ

'হাইকোর্ট কর্তৃক কমরেড গোপালনের মুক্তির আদেশ দান ঃ মাদ্রাজ সরকারের সমস্ত অপচেষ্টা ব্যর্থ'

মাদ্রাজ, ১৮ই মার্চ, কুড্ডালোর সেন্ট্রাল জেলের কমিউনিস্ট বন্দী কমরেড এ. কে. গোপালনকে মাদ্রাজ হাইকোর্ট মুক্তির আদেশ দিয়াছেন ; হাইকোর্টের রায়ে বলা হইয়াছে যে ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তাঁহার মুক্তির পর পুনরায় তাঁহার উপর গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করার কোন যৌক্তিকতা নাই।..................................।

বিচারপতিদ্বয়ের ভর্ৎসনা ঃ "বিচারপতি সত্যনারায়ণ রাও এবং বিচারপতি রাঘব রাও বলেন যে, পুনরায় গ্রেপ্তারের এই আদেশের অবৈধতা.......ছাড়াও আমরা আবেদনকারীকে ২২শে ফেব্রুয়ারী '৫১ সালের মুক্তি দিবার যে আদেশ দিয়াছিলাম তাহা দ্বারাই ঐ দিন বিচারের আগে তাঁহাকে আবার গ্রেপ্তারের জন্য যে আদেশ দেওয়া হইয়াছে সেই আদেশও অবৈধ হইয়া গিয়াছে।"

"তাঁহারা বলেন, সরকার পক্ষীয় এডভোকেট জেনারেল জিদ ধরিয়া বলেন যে, সরকার বৈধ এবং আইনসঙ্গতভাবে এই কাজ করিয়াছেন ; কারণ সরকারের মতে হাইকোর্টের এই মুক্তির আদেশ কার্য্যকরী করিলে নাকি মাদ্রাজে ভয়াবহ বিপদ উপস্থিত হইবে। যদি এত ভয়ই থাকে তবে যে দিন আমরা রায়দান করি সরকার গ্রেপ্তারের এই নূতন আদেশ সেই দিন কেন আমাদিগকে জানাইল না?" —পি. টি. আই.

অন্যান্য শিরোনাম—

'পুলিসী হত্যাকাণ্ডের জবাবে সারা হুগলীতে ব্যাপক রাজনৈতিক হরতাল : দলমত নির্বিশেষে শ্রমিক, ছাত্র, মধ্যবিত্তের অপূর্ব সংগ্রামী ঐক্য ঃ ৩০ হাজার শ্রমিকের ধর্মঘট' নিবর্ত্তনমূলক আটক আইন : রাইটার্স বিল্ডিংসে এডভাইজারী বোর্ডের দপ্তর : অন্য কোথাও স্থান জুটিল না', 'পশ্চিমবঙ্গ আইন সভা ঃ কংগ্রেস-রাজ নয়, বিড়লা-বীরেন ওয়াকার রাজ : সরকারের শ্রমিক-বিরোধী শ্রমনীতিতে বিরোধী দলের বিদ্রূপ',

'সুপ্রীম কোর্টে আরও হেবিয়াস কর্পাসের আবেদন গৃহীত'

কমরেড মোহন কুমার মঙ্গলম প্রমুখ ২৩ জন কমিউনিস্ট বন্দী সংশোধিত আটক আইনের কয়েকেটি ধারাকে গঠনতন্ত্র বহির্ভুত বলিয়া দাবি করিয়া সুপ্রীম কোর্টে যে হেবিয়াস কর্পাস আবেদন করিয়াছিলেন তাহা আজ গৃহীত হইয়াছে। আগামী ২রা এপ্রিল আবেদনগুলির চূড়ান্ত শুনানীর দিন ধার্য্য হইয়াছে। ....। — পি. টি. আই.

স্বাধীনতা, নব পর্য্যায় — ৪১শ সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ৮৬ সংখ্যা) ২১শে মার্চ ১৯৫১, বুধবার ৭ই চৈত্র ১৩৫৭তে প্রকাশিত শিরোনাম —

'সারা ভারত শান্তি কংগ্রেস দল প্রভাবমুক্ত প্রতিষ্ঠান ঃ ভারত সরকারের অভিযোগের উত্তরে ডাঃ কিচলুর সুস্পষ্ট উক্তি', 'পশ্চিমবঙ্গ আইনসভা ঃ স্বজন পোষণের কাহিনী ফাঁস করায় ডাঃ বিধান রায়ের উষ্মা',

'ব্যাপক সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠন করাই উদ্দেশ্য ঃ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কার্যক্রম সম্পর্কে কমরেড গোপালন'

মাদ্রাজ, ১৯ শে মার্চ ঃ মাদ্রাজ হাইকোর্টের আদেশক্রমে কমরেড গোপালন মুক্তিলাভ করিয়া পার্টির পক্ষ হইতে দাবি করেন যে, আগামী সাধারণ নির্বাচনে কমিউনিস্টদের পরিপূর্ণ অংশ গ্রহণের সুযোগ দিতে হইবে।..............যতদিন পর্য্যন্ত শত শত কমিউনিস্ট জেলে থাকিবে, ততদিন কি প্রকারে স্বাধীন ও যথার্থ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে পারে?.....রাজ্যের বহু স্থানে যখন ১৪৪ ধারা বিরাজ করিতেছে এবং সরকার বিরোধী ব্যক্তিগুলির রাজনৈতিক কার্য্যকলাপ পঙ্গু করার সর্বাধিক চেষ্টা চলিতেছে, তখন স্বাধীন নির্বাচনের বুলি আওড়াইবার কি সার্থকতা আছে?

কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান নীতি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে,....বর্তমান সরকারের অনুসৃত নীতির বিরুদ্ধে সমস্ত দল, সংগঠন, যে গোষ্ঠীকে লইয়া ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠন করার কার্য্যক্রমই পার্টি আজ সর্বসমক্ষে উপস্থিত করিয়াছে ; নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা এবং এই অনাহার কায়েম প্রয়াসী সরকারের পরিবর্তে লোকায়ত গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করাই ইহার উদ্দেশ্য।

নেহরু ও রাজাজীর কুৎসা — প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু ও স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রী রাজা গোপালাচারী কমিউনিস্ট পার্টি সশস্ত্র বিপ্লব সংগঠিত করিতেছে বলিয়া যে অভিযোগ করিয়াছেন তাহাকে তিনি সর্বৈব কুৎসা রটনা বলিয়া বর্ণনা করেন। তিনি চ্যালেঞ্জস্বরূপ বলেন যে, পূর্ণ নাগরিক অধিকার আমাদের দেওয়া হউক, তাহার পর নির্বাচন কেন্দ্রে সম্মুখীন হইব। ....। — পি. টি. আই.

স্বাধীনতা, নব পর্য্যায় ঃ ৪৩শ সংখ্যা, (ষষ্ঠ বর্ষ ৮৮ সংখ্যা) ২৩শে মার্চ ১৯৫১, শুক্রবার ৯ই চৈত্র ১৩৫৭তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'পশ্চিম পাঞ্জাব নির্বাচনে আটক বন্দী কমরেড মীর্জ্জা মহম্মদ ইব্রাহিম নির্বাচিত : লাহোর শহর নির্বাচন কেন্দ্রে কমিউনিস্ট পার্টির সাফল্য ঃ শত অপপ্রচার সত্ত্বেও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শ্রমিক নেতার জয়লাভ', 'পশ্চিমবঙ্গ আইনসভা ঃ শ্রমিক-কৃষক-নারীর উপর গুলিবর্ষণকারী বিধান-মন্ত্রিসভার পদত্যাগ দাবি' প্রভৃতি।

'সাম্প্রদায়িক শান্তি যেন ক্ষুণ্ণ না হয়'

আজ (২৩শে মার্চ ১৯৫১ শুক্রবার) হিন্দুদের দোল উৎসব। কিন্তু মুসলিম ভাইদের প্রার্থনা দিবস জুম্মা এবং খৃষ্টানদের গুড ফ্রাইডে।

যে সকল শক্তি সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেয়, তাহারা নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই। তাই আজকে সবার আগে দেখা দরকার কোনো রকম উগ্রতা বা উস্কানির ফলে যেন সাম্প্রদায়িক শান্তি ক্ষুণ্ণ না হয়।

স্বাধীনতার প্রত্যেকটি পাঠক ও কর্মীর নিকট আবেদন, তাঁহারা যেন সাম্প্রদায়িক শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। —স্বাধীনতা সম্পাদকমণ্ডলী

'জেলে আরও একজন বন্দী হত্যা ঃ হেবিয়াস কর্পাস শুনানীকালে সরকারপক্ষের স্বীকার'

হায়দারাবাদ, ২২শে মার্চ — গতকল্য অ্যাডভোকেট জেনারেল শ্রীরাজারাম আয়ার হায়দরাবাদ হাইকোর্টের এক বেঞ্চের নিকট বলেন যে, বদেবারাজ রেড্ডী নামক জনৈক কমিউনিস্ট বন্দী

পুলিস হেফাজত হইতে যখন পলায়নের চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন তাঁহাকে গুলি করিয়া হত্যা করা হইয়াছে। কমরেড বদেরারাজ রেড্ডির পক্ষ হইতে উত্থাপিত হেবিয়াস কর্পাসের আবেদন সম্পর্কে শুনানীকালে এই সংবাদ জানান হয়। বন্দীর হত্যা সম্পর্কে তথ্যাদি সরবরাহের জন্য অ্যাডভোকেট জেনারেলকে হাইকোর্ট অনুরোধ করিয়াছেন। — পি. টি. আই.

'২৯শে মার্চ কায়ুর শহীদদের সম্মানে নিখিল ভারত কৃষক দিবস ঃ তেলেঙ্গানার বীরদের ফাঁসি রদ ও দমননীতি প্রত্যাহার দাবির জন্য কৃষক সভার আবেদন' —

১৯৪৩ সালের ২৯শে মার্চ ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদী জল্লাদ শাসকরা কাগাগারো তালুকস্থ কায়ুরের ৪ জন বীর কৃষক সন্তান আপ্পু, কুনহাম্ব নায়ার, চরুকন্দন এবং আবু বাকেরকে ফাঁসি দিয়া হত্যা করে। নিখিল ভারত কৃষকসভা এই শহীদদের স্মরণে প্রতি বৎসর ২৯শে মার্চ নিখিল ভারত কৃষক দিবস হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।................................।

স্বাধীনতা, নব পর্য্যায় ঃ ৪৪শ সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ঃ ৮৯শ সংখ্যা) ২৪শে মার্চ ১৯৫১, শনিবার ১০ই চৈত্র ১৩৫৭তে প্রকাশিত হয়

'নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক দল গুলির যুক্তফ্রন্ট ঃ কমিউনিস্ট পার্টির সম্ভাব্য নির্বাচনী ইশ্‌তাহার সম্পর্কে কমরেড গোপালনের বিবৃতি'

মাদ্রাজ, ২৩শে মার্চ ঃ সদ্যমুক্ত মাদ্রাজের বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা কমরেড এ. কে. গোপালন আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে, ঘোষণা করেন যে, কমিউনিস্ট পার্টি শীঘ্রই তাহার নির্বাচনী ইশ্‌তাহার দেশের জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিবে।

আগামী নির্বাচনে কংগ্রেসকে চ্যালেঞ্জ করিবার জন্য পার্টি অন্যান্য প্রগতিশীল ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দলগুলির সহিত আলোচনা করিতেছে। কমিউনিস্ট ও অন্যান্য দলগুলি কর্তৃক স্বীরিকৃত কর্মসূচী শীঘ্রই ঘোষণা করা হইবে বলিয়া তিনি প্রকাশ করেন।.......অতীতের হঠকারীমূলক নীতিগুলিকে কমিউনিস্ট পার্টি নিন্দা করিয়াছে এবং বর্তমানে এক সঠিক নীতি নির্দ্ধারণ করিবার জন্য পার্টির অভ্যন্তরে তীব্র আলোচনা চলিতেছে। ....।

পরিশেষে তিনি বলেন যে, সকলের জন্য ব্যক্তি স্বাধীনতা কায়েম করিবার জন্য ও সকল রাজবন্দীর মুক্তির জন্য কমিউনিস্ট পার্টি অন্যান্য গণতান্ত্রিক দলের সহিত হাত মিলাইবে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট গড়িবার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি তাহার তরফ হইতে প্রয়োজনীয় আত্মত্যাগ করিবে বলিয়াও তিনি ঘোষণা করেন। — পি. টি. আই.

এই সংখ্যার অন্যান্য শিরোনামের মধ্যে আছে ঃ

'ব্যক্তি স্বাধীনতা ও অন্যান্য মৌলিক অধিকার খর্ব্বের ষড়যন্ত্র ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সুপারিশ অনুসারে ভারত সরকার কর্তৃক শাসনতন্ত্র সংশোধনের সিদ্ধান্ত', 'নির্বাচনী প্রচারে মাইক ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়া সরকারী আদেশ ঃ হাওড়া প্রগতিশীল ব্লকের বিরুদ্ধে সরকারের নির্লজ্জ হস্তক্ষেপ' প্রভৃতি।

'তেলেঙ্গানা বন্দীদের প্রাণদণ্ড রহিত কর'
ভরতের কমিউনিস্ট পার্টির বিবৃতি

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছেন।

সুপ্রীম কোর্টে তেলেঙ্গানার বারজন বীর কৃষকের আবেদন নাকচ করিয়া তাদের প্রতি মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা বহাল রাখায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছে।

ভারতের যেসব দেশপ্রেমিক ও মানবতাবোধসম্পন্ন মানুষ এই মামলার বিষয় জানিতেন, তাহাদের প্রত্যেকেই চাহিয়াছিলেন যে এই মামলাটির বিচার করা হউক প্রকৃত সামাজিক ন্যায় ধর্মের ভিত্তিতে। অথচ আইনের তুচ্ছ অজুহাতে ভারত সরকার যে এই দণ্ডাদেশ বহাল রাখিলেন তাহার অপেক্ষা বেশী উদাসীনতা আর কিছুই হইতে পারে না।

এমনকি আইনসঙ্গত বিবেচনার দিক হইতেও দেখা যায় নিম্ন আদালতে মামলা চলাকালীন অপরাধীগণকে আইনের সুযোগ সুবিধাও দেওয়া হয় নাই বলিয়া সুপ্রীম কোর্ট যে মৃদু ভর্ৎসনা করিয়াছেন, তাহা খুবই গুরুতর এবং ইহা মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করিবারই সমর্থন বিশেষ। সামাজিক ন্যায় বিচার ও স্বাধীনতাকামী প্রত্যেক ভারতবাসীর নিকট আমাদের পার্টি আবেদন জানাইতেছে যে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ প্রত্যাহারের সংখ্যাতীত দাবি তাহার ভারত রিপাবলিকের রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করুন। এই বারজন বীরের মহান আত্মত্যাগ ও সাহস দেশের হাজার হাজার সাধারণ মানুষকে প্রেরণা দিবে। এই বীর বন্দীদের নিকট পার্টি শপথ করিতেছে যে, যে আদর্শের জন্য তাঁহারা সর্বস্ব ত্যাগ করিতেছেন, সেই মহান আদর্শ জয়লাভ না করা পর্য্যন্ত পার্টির বিরাম নাই।

স্বাধীনতা, নব পর্য্যায় ঃ ৪৫শ সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ — ৯০ সংখ্যা) ২৫শে মার্চ ১৯৫১, ববিবার ১১ই চৈত্র ১৩৫৭তে প্রকাশিত বিশেষ সংবাদ ঃ

'জাহাজীদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের নিকট কর্তৃপক্ষের নতি স্বীকার ঃ ৪৫ দিন পর অভূতপূর্ব ঐক্যবদ্ধ ধর্মঘটের সফল অবসান ঃ 'ডাক্তারীর নামে ছাঁটাই' চক্রান্ত প্রতিহত', 'বাংলা ভাষা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হওয়া চাই ঃ পূর্ববঙ্গ কলেজ শিক্ষক সম্মেলনে সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর আবেদন' 'ভারত বৃটেনের কাছে পাওনা ষ্টার্লিং বিনিয়োগের স্বাধীনতা চাইবে না ঃ পার্লামেন্টে কংগ্রেসী অর্থসচিবের নির্লজ্জ ঘোষণা' প্রভৃতি।

স্বাধীনতা, নব পর্য্যায় ঃ ৪৬শ সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ — ৯১ সংখ্যা) ২৬শে মার্চ ১৯৫১, সোমবার ১২ই চৈত্র ১৩৫৭তে শিরোনাম ঃ

'বৃহৎ পঞ্চশক্তির শান্তি চুক্তি ভারতের বুকেই স্বাক্ষরিত হউক ঃ জাতীয় শান্তি দিবসে নেহরু সরকারের নিকট কলিকাতার নাগরিকদের দাবি ঃ সভাপতি হেমন্ত বসু কর্তৃক কোরিয়া সম্পর্কে নেহরুর নীতির তীব্র সমালোচনা' 'ভারতের বাণিজ্য বৃটিশ রথচক্রের সঙ্গে বাঁধা ঃ পার্লামেন্টে শ্রী গোয়েঙ্কার তীব্র সমলোচনা ঃ জবাবে শ্রী কর্মকারের সরকার পক্ষ সমর্থনের ব্যর্থ প্রয়াস', 'শহীদের গ্রাম বড়া কমলাপুরে আবার জনসমাবেশ ঃ জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ ও তেলেঙ্গানার বীরদের মুক্তি দাবি ঃ ভেদাভেদ ভুলিয়া ঐক্যের আহ্বান', 'বাঁকুড়া জেলা ব্যাক্তি স্বাধীনতা সম্মেলনে বিপুল সমাবেশ ঃ শান্তি সম্মেলনের উপর নিষেধাজ্ঞা, বাস্তুহারা উচ্ছেদ বিল ও নিবর্তনমূলক আটক আইন প্রত্যাহার দাবি ঃ তেলেঙ্গানা বন্দীদের মুক্তির আবেদন', 'তেলেঙ্গানা বীরদের প্রাণদণ্ড মকুব করুন ঃ রাষ্ট্রপতির নিকট মুর্শিদাবাদের বিশিষ্ট জননেতাদের আবেদন',

'পুর্ণিয়ায় কমিউনিস্ট পার্টির সভা নিষিদ্ধ'

কাটিহার কমিউনিসট পার্টির পক্ষ হইতে ২০শে ও ২১শে মার্চ, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, শান্তি, যুদ্ধবাদীদের চক্রান্ত, হিন্দুস্থানের জাতীয় পরিস্থিতি, খাদ্য, বস্ত্র, নাগরিক স্বাধীনতা, চাকুরির নিরাপত্তা বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথা লোপ ও আগামী নির্বাচন সম্পর্কে পার্টির নীতি ও কর্মপন্থা জনসাধারণের সামনে উপস্থাপিত করিবার উদ্দেশ্যে এক সভা ডাকা হয়। স্থায়ীভাবে ১৪৪ ধারার রাজত্ব থাকায় সাত দিন পূর্বেই অনুমতি প্রার্থনা করিয়া জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট এক দরখাস্ত করা হয়। কিন্তু শহরে সম্পূর্ণ শান্তি বিরাজমান থাকা সত্বেও এই সভাকে বে-আইনী ঘোষিত করা হয়।.............।

স্বাধীনতা, নব পর্য্যায় ঃ ৪৭শ সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ — ৯২ সংখ্যা) ২৭শে মার্চ ১৯৫১, মঙ্গলবার ১৩ই চৈত্র ১৯৫৭ প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'ভারতের শান্তি আন্দোলনকে ব্যাপক ও স্বাধীন আন্দোলনে পরিণত করুন ঃ ভারতের শান্তি কর্মীদের কাছে বিশ্ব শান্তি নেতাদের দাবি ঃ বোম্বাই-এর সভায় ডাঃ মূলকরাজ আনন্দের ভাষণ'

'তেলেঙ্গানা বন্দী বীরদের প্রাণদণ্ড রদ কর ঃ বি. পি. টি. ইউ. সি'র দাবি'

গত ২২শে মার্চ বি. পি. টি. ইউ. সি. জেনারেল কাউন্সিলের বর্দ্ধিত সভায় নিম্ন মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে ঃ— তেলেঙ্গানার বার জন বীর কৃষকের মৃত্যুদণ্ডে সভা গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছে এবং তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছে। সুপ্রীম কোর্টে উহাদের বিচারে নিয়ম লঙ্ঘনের কথা স্বীকার করিয়াছেন। অথচ বিচারের আপিল গ্রহণে অক্ষমতা জানাইয়াছেন। ইহাতে ভারতের শাসনতন্ত্রের তথাকথিত গণতান্ত্রিক প্রকৃতিই প্রমাণিত হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদ ও উহার তল্পীদার নিজাম, দেশমুখ, রাজাকারদের বিরুদ্ধে জমি ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামী এই বীর কৃষকদের ফাঁসিতে হত্যা করিলে জাতীয় অপমান হইবে। সভা বি. পি. টি. ইউ. সি'র অন্তর্ভুক্ত সমস্ত ইউনিয়নকে বাংলার অন্যান্য গণতান্ত্রিক সংগঠন ও পার্টিকে এবং স্বাধীনতা কামী জনগণকে ইহাদের ফাঁসি হইতে রক্ষার দাবিতে রাজ্য-জোড়া আন্দোলন গড়িতে অনুরোধ করেন । ভারতের রাষ্ট্রপতি যাহাতে নিজামকে এই বীর বন্দীদের প্রাণদণ্ড রদ করিতে এবং অবিলম্বে মুক্তি দিতে পরামর্শ দেন সেজন্য অনুরোধ জানানো হইতেছে।

স্বাধীনতা, নব পর্য্যায় ৪৮শ সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ — ৯৩ সংখ্যা) ২৮শে মার্চ ১৯৫১, বুধবার ১৪ই চৈত্র ১৩৫৭ প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'হাওড়া নির্বাচনে বামপন্থীদের উপর কংগ্রেসী পুলিসের অতর্কিত গুলিবর্ষণ ঃ 'স্বাধীনতা'র চীফ রিপোর্টারসহ ১৪ জন আহত ঃ দুর্নীতি ও অনাচারের বিরুদ্ধে সমগ্র হাওড়ার বিক্ষুব্ধ জনমত ঃ কংগ্রেসের সমর্থক দলে গুণ্ডা ও গনিকা' (স্বাধীনতার চীফ রিপোর্টার অধীর চক্রবর্তী, পায়ে বুলেটের আঘাত) 'মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়া কোন রাষ্ট্রই টিকিয়া থাকিতে পারে না ঃ বাঁকুড়া জেলা ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্মেলনে ছয় হাজার জনসমাবেশ', 'অতি বামপন্থী কর্মকৌশলের বিরোধিতা করুন ঃ আসামের কমিউনিস্ট নেতার বিবৃতি' প্রভৃতি।

স্বাধীনতা, নব পর্য্যায় ৪৯শ সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ — ৯৪শ সংখ্যা) ২৯শে মার্চ ১৯৫১, বৃহস্পতিবার ১৫ই চৈত্র ১৩৫৭ প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'হাওড়া নির্বাচনে বামপন্থীদের বিপুল জয়লাভ ঃ জাগ্রত জনমতের সম্মুখে কংগ্রেসের শোচনীয় ভাগ্য বিপর্য্যয় ঃ ত্রিশটি আসনের মধ্যে ১৪টি ইউ. পি. বি. ও দুইটি স্বতন্ত্র প্রার্থী কর্তৃক অধিকৃত' 'জমি-রুটি-বস্ত্র চাই, যুদ্ধ চাই না শান্তি চাই ঃ আগামী ৩১শে মার্চ কেন্দ্রীয় খাদ্য-বস্ত্র সমাবেশ ঃ সফল করার জন্য কৃষক সভার আবেদন'

'কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ব্যাপক যুক্তফ্রন্ট গঠন করাই কমিউনিস্ট পার্টির আশু উদ্দেশ্য ঃ নির্বাচনে অংশগ্রহণের আইনসঙ্গত অধিকার দাবি ঃ রাজাজী ও নেহরুর কুৎসার জবাবে কমরেড গোপালনের বিবৃতি'

মাদ্রাজ, ২৫শে মার্চ.........কমিউনিস্ট পার্টি এখনই যে কার্য্যক্রম উপস্থাপিত করিয়াছে, তাহা হইতেছে বর্তমান সরকারের নীতির বিরোধী সমস্ত পার্টি, গ্রুপ ও সংগঠন সমূহ লইয়া 'একটি ব্যাপক যুক্তফ্রন্ট গড়িয়া তোলা, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা এবং বর্তমান শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে জনগণের গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতিষ্ঠা করা।

"নেহরু ও রাজাজী কমিউনিস্টদের জেলে আটকাইয়া রাখিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে সস্তা ও কদর্য

দুর্নাম রটাইতেছেন। অভিযোগ করেন যে, কমিউনিস্টরা না কি 'শিশু হত্যাকারী ও সন্ত্রাসবাদী'। বাস্তবপক্ষে ইহা ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভাবেরই ধরন। ইহার সাহায্যে তাঁহারা শান্তি ও গণতন্ত্রের জন্য জনগণের আকাঙ্খাকে এড়াইয়া যাইতে চান এবং যুদ্ধের জুয়াখেলার মধ্যে আমাদের দেশকে টানিয়া নামাইতে চান।

ইহার পশ্চাতে অভিসন্ধি রহিয়াছে আমাদের আইন সম্মতভাবে কাজ করিবার নাগরিক অধিকার না দিবার। নির্বাচন কেন্দ্রে প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে জনগণের চ্যালেঞ্জের পূর্ণরূপ পরিগ্রহণকে ঠেকাইবার উদ্দেশ্যেই হিংসাত্মক সন্ত্রাসবাদের এই আরব্য উপন্যাস ফাঁদা হইয়াছে।

"পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন যে, ব্যক্তি হিসাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে দেওয়া হইবে, পার্টিকে দেওয়া হইবে না। 'হিংসার' কথা বলিবার সময়ে তিনি পার্টির কথাই বলেন, ব্যক্তি বিশেষের কথা তোলেন না। কিন্তু যখন নির্বাচনের প্রশ্ন আসে তখন তিনি পার্টির কথা তোলেন ব্যক্তিবিশেষের কথা বলেন না। এই থেকেই বোঝা যায় যে, স্বাধীন এবং ন্যায্য নির্বাচন তিনি চান না।" ....।

এই সংখ্যার অন্যতম বিশেষ শিরোনাম ঃ

'মার্কসবাদী সাহিত্য প্রকাশ প্রতিষ্ঠানের পুনরুদ্বোধন
বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবিদের উপস্থিতি ও শুভ কামনা'

কলিকাতা, ২৮শে মার্চ ইউনিভার্সিটি ইনাস্টিটিউট হলে প্রখ্যাত সাংবাদিক ডাঃ ধীরেন সেন সহস্রাধিক নর-নারীর উপস্থিতিতে ন্যাশনাল বুক এজেন্সীর পুনরুদ্বোধন অনুষ্ঠানে সমারোহের সঙ্গে নিষ্পন্ন করেন। সভায় কবি নরেন দেব, অধ্যাপক হীরেন মুখোপাধ্যায়, শ্রী পবিত্র গাঙ্গুলী প্রমুখ সুধীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন প্রসিদ্ধ সাংবাদিক শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। বাংলার অগ্রণী মার্কসবাদী সাহিত্য প্রচার প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল বুক এজেন্সী গত প্রায় ২ বৎসর যাবৎ সরকারী রোষে তালা বন্ধ ছিল। সম্প্রতি আদালতের রায়ে সে আদেশ নাকচ হইয়া গিয়াছে।

অধ্যাপক শ্রী হীরেন মুখোপাধ্যায় এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানের প্রতি প্রেরিত মস্কো, পিকিং, লণ্ডন, প্যারিস প্রভৃতি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য প্রচার প্রতিষ্ঠানের শুভেচ্ছাবাণী পাঠ করিয়া শোনান। তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন কথা ও কাজে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যহীন নেহরুর দ্বৈতনীতিই ন্যাশনাল বুক এজেন্সীর প্রতি সরকারী অত্যাচারের হেতু।

ডাঃ ধীরেন সেন জনতার ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করার সরকারী অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সমবেতভাবে প্রতিরোধ আন্দোলনের আহ্বান জানান।

সভাপতি তাঁহার বর্ক্তৃতায় আন্তর্জাতিক মৈত্রী অক্ষুন্ন রাখার দায়িত্ব ন্যাশনাল বুক এজেন্সীর কর্তব্য সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়া তাহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

কবি নরেন দেব সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপরে সরকারী নির্লজ্জ আক্রমণের তীব্র সমালোচনা করেন।

পরিচয়ের পক্ষ হইতে অধ্যাপক সতীন চক্রবর্তী ন্যাশনাল বুক এজেন্সীর পুনরুদ্বোধনকে অভিনন্দিত করেন।

স্বাধীনতা, নব পর্য্যায় ৫০শ সংখ্যা, (ষষ্ঠ বর্ষ --- ৯৫শ সংখ্যা) ৩০শে মার্চ ১৯৫১, শুক্রবার ১৬ই চৈত্র ১৩৫৭তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'হাওড়ার নির্বাচনে বিজয়ী স্বতন্ত্র সদস্যদেরও প্রগ্রেসিভ ব্লকে যোগদান ঃ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সু স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ ঃ বিভিন্ন স্থানে দেশদ্রোহী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক নর-নারীর রায়' প্রভৃতি।

'বক্সা জেল হইতে 'স্বাধীনতা'কে অভিনন্দন'

বক্সা জেল হইতে সদ্যমুক্ত বন্দীদের নিকট হইতে জানা গেল সরকার বক্সা জেলে 'স্বাধীনতা' পত্রিকা পাঠের অনুমতি দিতেছেন না। তাঁহারা বলেন — অন্য পত্রিকা হইতে 'স্বাধীনতা' প্রকাশের সংবাদে সতীশ পাকড়াশী প্রমুখ বক্সার রাজবন্দীগণ জেলের ভিতর হইতেই 'স্বাধীনতা'র উদ্দেশ্যে অভিনন্দন জানান।

শ্রীযুক্ত পাকড়াশী আশা প্রকাশ করিয়াছেন, যেন 'স্বাধীনতা' সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সমস্ত শক্তি বামপন্থী দল, উপদলগুলি ঐক্যবদ্ধ করিতে পারে, যেন 'স্বাধীনতা' পূর্বের 'স্বাধীনতা' র ঐতিহ্যকে অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইতে পারে।

স্বাধীনতার এই সংখ্যাতে বিশেষ বিশেষ আন্তর্জাতিক সংবাদ প্রকাশিত হয় তার শিরোনাম ঃ

'সংবাদপত্র জগতে মার্কিন পঞ্চমবাহিনী গড়িবার চেষ্টা ঃ মার্কিন দূতাবাসে সংবাদপত্র, সম্পাদক ও সাংবাদিক কিনিবার ব্যবসা,' 'ম্যাক আর্থারের সাময়িক যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব আস্তাকুড়ে নিক্ষেপের যোগ্য ঃ পিকিং বেতারে চীনা পিপলস্ কমিটির ঘোষণা ঃ সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে সজাগ থাকিবার সংকল্প প্রকাশ', 'অস্ত্রসজ্জা হ্রাস ও বর্তমান উত্তেজনার কারণ সম্পর্কে নয়া সোভিয়েত প্রস্তাব ঃ সহকারী পররাষ্ট্র সচিব বৈঠকে পেশ ঃ পশ্চিমী শক্তিপুঞ্জের বিরুদ্ধে বাধা সৃষ্টির অভিযোগ', 'ব-দ্বীপ এলাকায় ভিয়েৎমিন আক্রমণ শুরু ঃ হ্যানয়ের ২৫ মাইল দূরে ফরাসী ঘাঁটি আক্রান্ত'।

স্বাধীনতা, নব পর্যায় ৫১শ সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ৯৬শ সংখ্যা) ৩১শে মার্চ ১৯৫১, শনিবার ১৭ই চৈত্র ১৩৫৭তে প্রকাশিত কিছু শিরোনাম ঃ

'কাকদ্বীপ বন্দীদের মামলা আরম্ভ'

গতকল্য (৩০শে মার্চ) কাকদ্বীপের ৭টি মামলার ৩৫ জন কৃষককে স্পেশাল জর্জ এম, ভট্টাচার্যের এজলাসে হাজির করা হয়। কৃষকদের পক্ষে ব্যারিষ্টার স্নেহাংশু আচার্য স্থানীয় তদন্ত এবং কৃষকদের সহিত দেখা করার জন্য সময় প্রার্থনা করেন। অভিযুক্ত কৃষকদের জন্য দরখাস্ত করা হইলে জর্জ এম. ভট্টাচার্য বিগত অনশনের পর সরকারের চুক্তি পরীক্ষা করিয়া ডিভিশন দিতে স্বীকৃত হন। মামলা ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত স্থগিতের হুকুম হয়। অভিযুক্তদের পক্ষে শ্রী অরুণ প্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, শ্রী মহাদেব সিংহ, শ্রীকালিপদ দে, শ্রী দুর্গাপদ মুখার্জি, শ্রী দিগিন চৌধুরী, শ্রী বিমলকুমার দত্ত এবং শ্রী সরজেশ মুখার্জি, শ্রী নলিনীকান্ত সুর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

'গোয়ালিয়রে কমিউনিস্ট বন্দীদের অনশন ধর্মঘট'

গোয়ালিয়র ৩০শে মার্চ — বিচারাধীন ১২জন কমিউনিস্ট বন্দীর অনশন ধর্মঘট আজ ছয়দিনে পৌছাল। দুইজন অনশনধর্মঘটীকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করিতে হইয়াছে। বন্দীরা দাবি করিয়াছেন যে, তাহাদের জেলখানায় বিচার করা চলিবে না। আদালতে বিচার করিতে হইবে।

- পি টি আই.

স্বাধীনতা, নব পর্যায় — ৫২শ সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ৯৭শ সংখ্যা) ১লা এপ্রিল ১৯৫১, রবিবার ১৮ই চৈত্র ১৩৫৭তে প্রকাশিত বিশেষ বিশেষ শিরোনাম ঃ

'সঙ্কীর্ণ দলগত স্বার্থ বাস্তুহারাদের বৃহত্তর স্বার্থের অন্তরায় ঃ উচ্ছেদ বিলের প্রতিরোধ সর্বদলের

একতার জন্য জ্যোতি বসুর আবেদন ঃ কুৎসা রটনাকারীদের মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত না হইবার জন্য হুঁসিয়ারি, গত ২৮শে মার্চের ময়দানের জনসভা সম্পর্কে 'গণবার্তা' পত্রিকায় কুৎসা প্রচার করায় — 'গণবার্তা'র মিথ্যা প্রচারের প্রতিবাদে পদত্যাগ করিতেছি ঃ গণবার্তার সংবাদদাতার বিবৃতি', 'খাদ্য ও বস্ত্র দুর্ভিক্ষ রুখিবার জন্য জাতীয় আন্দোলন গড়িয়া তুলুন ঃ খাদ্য সমাবেশে কমরেড বঙ্কিম মুখার্জির আবেদন ঃ দুর্ভিক্ষ নিবোধে চীনের দৃষ্টান্তকে অভিনন্দন'।

'জেসপ ফ্যাকটরী মামলার রায় ঘোষণা ঃ ৮ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড'

কলিকাতা, ৩১শে মার্চ — 'জেসপ ফ্যাক্টরী আক্রমণ' মামলার রায়ে আজ আলিপুরের স্পেশাল জর্জ শ্রী শৈলেন গুহরায় উক্ত ফ্যাক্টরীর ৮ জন আর. সি. পি .আই দলভুক্ত কর্মীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। ২৩ জন অভিযুক্তদের মধ্যে আর দুইজনকে যথাক্রমে ৭ ও ২ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হইয়াছে। বাকি ১৩ জনকে খালাস দেওয়া হইয়াছে।

১৯৪৯-এর ২৬শে ফেব্রুয়ারি কিছু জেসপ ফ্যাক্টরীর শ্রমিক ও আর . সি . পি . আই কর্মী কর্তৃক ফ্যাকটরী আক্রমণ ও ৩ জন ইউরোপীয় কর্মচারী হত্যার অভিযোগে এই মামলা দীর্ঘদিন যাবৎ চলিবার পর উক্ত রায় আজ ঘোষিত হয় ....।

............দণ্ডিত ব্যক্তিদের নাম — জীবনলাল বসু, মিলন রায়, আনোয়ার আলী, সরকার বালমুকুন্দ, কার্তিক ধারা ও আরও ৩ জন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। রাজকৃষ্ণ চক্রবর্তীকে ৭ বৎসরের এবং সন্তোষ মিশ্রকে ২ বৎসরের কারাদণ্ড দেওয়া হইয়াছে।

স্বাধীনতা, নব.পর্যায় ৫৩শ সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ - ৯৮শ সংখ্যা) ২রা এপ্রিল ১৯৫১, সোমবার ১৯শে চৈত্র ১৩৫৭তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'লাঠি-গুলির অত্যাচার কংগ্রেস সরকারের চরম দুর্বলতার পরিচয় ঃ অত্যাচারের প্রতিবাদে ব্যাপকতম ঐক্যের জন্য বি পি টি ইউ সি'র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভার ' ডাক', 'ডালমিয়ার সত্যযুগে ব্যয় সংকোচের অজুহাতে ব্যাপক ছাঁটাই ঃ বার্তা সম্পাদক সহ ৮ জন সাংবাদিক ও ৩২ জন অফিস ও প্রেসকর্মী কর্মচ্যুত', এছাড়া এই সংখ্যায় বিশেষ বিশেষ আন্তর্জাতিক শিরোনাম ঃ মার্কিনী গম দয়ার দান নহে ঃ পরিবর্তে ভারতের ম্যাঙ্গানীজ প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণের মাল-মশলা প্রেরণের তোড়জোড়', 'সোভিয়েত দেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের আবার মূল্য হ্রাস ঃ শান্তিবাদী অর্থনীতির জয়যাত্রার আরেক ধাপ' প্রভৃতি।

'সাবাস পি . সি . সেন!'

কলিকাতা, ১লা এপ্রিল --- পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার 'দুর্ভিক্ষমন্ত্রী: পি. সি . সেন (প্রফুল্ল চন্দ্র সেন) আবার আসরে নামিয়াছেন। কিছুদিন আগে আরামবাগ মিউনিসিপ্যাল ইলেকশন উপলক্ষে এক বক্তৃতা করিতে গিয়া তিনি শুধু কথা ছুড়িয়াই ক্ষান্ত হন নাই, প্রকাশ সঙ্গে সঙ্গে হাত-পাও ছুড়িয়াছিলেন। ফলে একাধিক শ্রোতা আহত হইয়াছিলেন। ইহার পর মন্ত্রীবর কিছুদিন চুপ মারিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু বিশ্রাম তাঁহার কপালে লেখা নাই। আজ আবার তাঁহাকে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে। এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আগামী নির্বাচনে কংগ্রেস সমস্ত ভোট ঝাটাইয়া লইয়া যাইবে। শতকরা অন্ততঃ ৭০/৮০টি আসন কংগ্রেস লাভ করিবেই।" তবে আরামবাগ নির্বাচনে সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হইয়া আজকের সভায় আর শারীরিক কসরতের অবতারণা করেন নাই।

স্বাধীনতা, নব পর্যায় ৫৪শ সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ৯৯শ সংখ্যা) ৩রা এপ্রিল ১৯৫১, মঙ্গলবার ২০শে চৈত্র ১৩৫৭তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'সংশোধিত আকারেও কংগ্রেসী সরকারের উদ্বাস্তু উচ্ছেদ বিল গ্রহণযোগ্য নহে ঃ সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদের সিদ্ধান্ত ঃ বিল উত্থাপন দিনে সর্বত্র কালো পতাকা সহ বিক্ষোভ প্রদর্শনের নির্দেশ', 'হাওড়ায় প্রগতিশীল ব্লকের জয়লাভে মার্কিন মুলুকে আতঙ্ক ঃ কমিউনিস্টদের প্রভাব বাড়িয়া যাইতেছে বলিয়া মার্কিন সেনেটরের আর্তনাদ ঃ আশু গম খয়রাতির জন্য আবেদন ঃ 'মৈমনসিং জেলায় কৃষক আন্দোলনের উপর সরকারী হামলা ঃ শত শত হিন্দু-মুসলমান কর্মী আটক ঃ জেলখানায় নির্মম অত্যাচার চালু',

'গণবার্তা'র সাংবাদিক অসাধুতায় বিক্ষোভ ঃ মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিবাদ'

মহাশয়,

'গণবার্তায় দেখিলাম যে দমদম এলাকায় ২৮ তারিখের ছাত্র ধর্মঘটে ছাত্র ফেডারেশন কর্মীরা বিরোধিতা করে। .... ছাত্র ফেডারেশনের ন্যায় একটি প্রগতিশীল ছাত্র ফেডারেশনের নামে এই হীন প্রচারের দ্বারা তাহারা আজ বামপন্থী নামে অভিহিত হইবার মর্যাদা হারাইয়াছে। .... দমদমের বাস্তুহারা ছাত্রছাত্রীরা পূর্ববঙ্গ হইতে বহু দুঃখবরণ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। তাহাদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে এইভাবে ধ্বংস করিবার অধিকার কাহারও নাই। এই সমস্ত বাস্তুহারা দরদীদের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ আন্দোলন চালাইবার শপথ লইতেছি।'

কুমারী দীপালী সেন, মীনা ব্যানার্জি, অঞ্জলী সেন, অরুণা সেন, বিজলী সেন, ইলা দেবী, প্রভা দেবী, বৈদ্যনাথ মৈত্র, মায়া দেবী, দিলীপ কুমার সেন, কুমার আশুতোষ ইনস্টিটিউশন ও কৃষ্ণকুমার হিন্দু একাডেমীর ছাত্রছাত্রীবৃন্দ।

.... এইরূপ বিভেদমূলক সংবাদ প্রকাশ করিয়া 'গণবার্তা' ইতিমধ্যেই আশুতোষ কলেজের ছাত্রদের মধ্যে হীন প্রতিপন্ন হইয়াছে। ... . পত্রখানির একখানা কপি 'গণবার্তা' পত্রিকায় পাঠান হইল।

ইতি -

আশুতোষ কলেজের সান্ধ্যবিভাগের ছাত্রবৃন্দ।

হাইকোর্টের রায়ে পার্টি বৈধ হওয়ার পর আর্থিক অসুবিধার মধ্যেও নব পর্যায়ে স্বাধীনতাকে চালাতে হচ্ছে। সংগঠনগতভাবে পার্টি এখনও প্রকাশ্যে কাজ শুরু করতে পারেনি সরকারী রোষে। পার্টির কোন বৈধ অফিসও এখনও হয় নি। নব পর্যায়ে স্বাধীনতার সম্পাদকমন্ডলীকে অর্থ সংগ্রহের কাজে উদ্যোগ নিতে হয়েছে। সম্পাদকমন্ডলী ডাক দিয়েছে —

'১০ই এপ্রিল স্বাধীনতার অর্থ সংগ্রহ দিবস'

আগামী ১০ই এপ্রিল মঙ্গলবার সারা পশ্চিমবাংলায় স্বাধীনতার অর্থ সংগ্রহ দিবস পালন করা হইবে। প্রতি জেলায়, প্রতি গ্রামে, প্রতি শহরে এই দিনে রাস্তায় রাস্তায়, হাটে-বাজারে, স্কুল-কলেজে, অফিস-কারখানায় দলে দলে স্কোয়াড করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। কলিকাতার সমস্ত দরদী পাঠককে ঐদিন সকাল ৮ ঘটিকার মধ্যে স্বাধীনতা অফিসে হাজির হইতে অনুরোধ করা যাইতেছে, সেখান হইতে বক্স লইয়া অর্থ সংগ্রহে বাহির হইতে হইবে।

সম্পাদকমন্ডলী,

১/৪/৫১

স্বাধীনতা, নব পর্যায় - ৫৫শ সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ১০০তম সংখ্যা) ৪ঠা এপ্রিল ১৯৫১, বুধবার ২১শে চৈত্র ১৩৫৭ তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'খাদ্য- বস্ত্র ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাবিতে বীরভূমের গ্রামাঞ্চলে সমাবেশ ঃ ফরোয়ার্ড ব্লক, আর. এস. পি, আর . সি . পি ও কমিউনিস্ট প্রভৃতি বিভিন্ন বামপন্থী কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগ ঃ বন্দীমুক্তি ও তেলেঙ্গানা কৃষকদের প্রাণদন্ড রদের দাবী'।

'তেলেঙ্গানা বন্দীদের ফাঁসী মকুব করা হোক ঃ বিচারপদ্ধতির অনিয়ম'

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা বলেন, তেলেঙ্গানা কৃষকদেব মামলার বিচার পদ্ধতির বিভিন্ন বিষয় বিচার করার অধিকার তাহাদের নাই।

বিচার পদ্ধতিতে কিরূপ অনিয়ম হইয়াছে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

জনার্দ্দন রেড্ডি এবং অন্যান্য (১৪ নং) এবং কুলুর ইয়েলিয়া এবং অন্যান্য (১৭ নং) মঙ্গল সামুয়েল এবং অন্যান্য (১৮ নং) এই তিনটি মামলাতেই (লালঝান্ডা) স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল অভিযোগ গঠন না করিয়াই প্রমাণাদি সম্পূর্ণ রেকর্ড না করিয়াই বিচার শুরু করেন। এই স্পেশাল ট্রাইব্যুনালই রাজাকর কাসীম রাজভীর মামলা পরিচালনা করার সময় ওয়ারেন্ট পদ্ধতি এবং প্রমাণাদি বিশদভাবে রেকর্ড করিয়া অগ্রসর হয়।

উপযুক্ত ক্ষেত্রে এইরূপ পদ্ধতি গ্রহণ করাও ট্রাইব্যুনালেরই নিয়ম। কিন্তু রাজাকর নেতা রাজভীর বিচারে তাহা লওয়া হয় নাই। সেই কাসীম নেতৃত্বে রাজাকর নেতৃত্বে রাজাকর নৃশংসতার শিকার বারোজন কৃষক সম্পর্কে।

মানবতার খাতিরে প্রাণদন্ড রদ করা হোক

গত ২৭ শে মার্চ দক্ষিণ কলিকাতা ব্যক্তিস্বাধীনতা কমিটির এক সভায় বলা হয়, তেলেঙ্গানার কৃষকেরা অনাহারের জন্য জমি দখল করিতে গিয়া মৃত্যুদন্ডের সম্মুখীন হইয়াছেন। তাহাদের অনাহার রোধের উপায় সম্পর্কে কোনো মত প্রকাশ না করিয়া এই কমিটি শুধুমাত্র মানবতার খাতিরে ইহাদের প্রাণদন্ড মুকুবের আবেদন জানাইতেছে।

বিধান সরকারের সাংবাদিক নিয়ন্ত্রণ

কলিকাতা, ৩রা এপ্রিল ১৯৪৬, কম-সে-কম একটানা পাঁচ বছর সংবাদপত্রে কাজ করার অভিজ্ঞতা যাহাদের নাই, এমন কোনো সাংবাদিককে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে সংবাদ সংগ্রহের জন্য নির্দেশপত্র দেওয়া হইবে না — এই মর্মে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা গেল।

উল্লেখযোগ্য যে, সম্প্রতি যেসব সংবাদপত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কেলেঙ্কারীর কথা ফাঁস করিয়া দিয়াছে তাহাদের অনেকেরই বয়স পাঁচ বছর নহে এবং তাহাদের অনেক রিপোর্টারই একটানা পাঁচ বছর সংবাদপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত নহেন। ....

'সুপ্রিম কোর্টে ২১ জন রাজবন্দীর সওয়াল শুরু'

নয়াদিল্লী, ২রা এপ্রিল, প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত এইচ কানহাইয়ার সভাপতিত্বে সুপ্রিম কোর্টের

পাঁচজন জজ লইয়া গঠিত একটি কনস্টিটিউশন বেঞ্চ আজ মাদ্রাজের ২১ জন কমিউনিস্ট রাজবন্দীর হেবিয়াস কর্পাস আবেদনের শুনানী গ্রহণ করেন।

আবেদনকারীদের মধ্যে মাদ্রাজের তিনজন বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা রহিয়াছেন। ইহারা হইতেছেন, মাদ্রাজ কমিউনিস্ট পার্টির ভূতপূর্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত বেঙ্কটরামা, মাদ্রাজের দুইজন কমিউনিস্ট এম. এল . এ-র অন্যতম শ্রীযুক্ত পি. বেঙ্কটেশ্বরুলু এবং শ্রীযুক্ত মোহনকুমার মঙ্গলম।

আবেদনকারীদের পক্ষে কৌসুলী শ্রীযুক্ত এম. কে . নাম্বিয়ার বলেন যে, সংশোধনী আইনের ৯, ১০, ১১ ও ১২ ধারাগুলি শাসনতন্ত্রের ২১ ও ২২ ধারা অনুযায়ী বাতিল হইয়া গিয়াছে।

সওয়াল শেষ হইবার পূর্বেই কোর্টের কার্য শেষ হয়। আগামীকাল পর্যন্ত শুনানী মুলতুবী রাখা হয়।

- পি টি আই।

স্বাধীনতা, নব পর্যায় - ৫৬শ সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ১০১তম সংখ্যা) ৫ই এপ্রিল ১৯৫১, বৃহস্পতিবার ২২শে চৈত্র ১৩৫৭ তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'জাতীয় আন্দোলনের মর্মকেন্দ্র মেদিনীপুরের কংগ্রেসী শাসনের বিরুদ্ধে জনমত ঃ ঘাটাল মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে সমস্ত আসনে কংগ্রেসীদের পরাজয় ঃ ১৫টি আসনের মধ্যে সম্মিলিত দল কর্তৃক ১২টি আসন দখল'।

'খাদ্য না দিলে ভারত কমিউনিস্ট খপ্পরে পড়িবে ঃ মার্কিন কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে পররাষ্ট্র দপ্তরের আবেদন'

ওয়াশিংটন, ৩রা এপ্রিল — ট্রুম্যান শাসকমন্ডলী ভারতে খাদ্যশস্য প্রেরণের প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য পুনরায় কংগ্রেসের নিকট আবেদন জানাইয়াছে।

পররাষ্ট্র দপ্তর হইতে বলা হইয়াছে যে, বিনিময়ে যে বন্ধুত্ব পাওয়া যাইবে তাহা এই দানের প্রস্তাবিত মূল্য উনিশ কোটি ডলারের অনেক বেশি।

উহাতে বলা হইয়াছে যে, মূল্য শোধের জন্য ভারতের উপর চাপ দেওয়া হইলে কমিউনিস্টদেরই খপ্পরে পড়িতে হইবে।

- পি টি আই।

এই সংখ্যায় প্রকাশিত বিশেষ শিরোনাম ঃ

'স্বাধীনতা পুনঃ প্রকাশে গিরনী কামগড় ইউনিয়নের অভিনন্দন'

প্রতিক্রিয়াশীল আমলাতান্ত্রিক সরকার কর্তৃক স্বাধীনতার প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেওয়ায় তিন বৎসর প্রকাশ স্থগিত থাকিবার পর স্বাধীনতা যে পুনরায় তাহার যাত্রা শুরু করিল এই শুভ সংবাদকে বোম্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণী নিশ্চয়ই গর্ব এবং প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখিবে। ভারতবর্ষের পুঁজিবাদী পত্রিকাগুলি যখন আমেরিকার যুদ্ধবাদী প্রচারবন্যায় ভাসিয়া যাইতেছে এবং আমেরিকার জীবনযাত্রা প্রণালীর প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিতেছে, তখন ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত একটি দৈনিক কাগজই সম্বল ভারতবর্ষের জনসাধারণের সামনে ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের পথের আলোকবর্তিকা হিসাবে দাঁড়াইতে পারে। বোম্বাইয়ের সূতাকল শ্রমিকদের পক্ষ হইতে আমি কেবল এই প্রতিশ্রুতিই দিতে পারি যে, আপনারা যে উদ্দেশ্যের জন্য কাজ করিয়া যাইবার প্রতিজ্ঞা নিয়াছেন,

সেই কাজে আমরা আমাদের সাহায্যের হাত সর্বদাই বাড়াইয়া রাখিব। আমরা আপনাদের এই পুনরাবির্ভাবের উল্লেখযোগ্য সাফল্য কামনা করি।

ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণী এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দীর্ঘজীবী হোক।

— এস. জি. পাটকর.
জেনারেল সেক্রেটারী।

'নতুন আটক আইন ভাল আইন ঃ সুপ্রিম কোর্টে এটর্নী জেনারেলের সাফাই'

নয়াদিল্লি, ২রা এপ্রিল — আজ ভারত সরকারের তরফ হইতে এটর্নী জেনারেল মিঃ এম. সি. শীতলবাদ সুপ্রিম কোর্টে বলেন যে, ১৯৫১ সালের সংশোধিত নিবর্তনমূলক আটক আইন শাসনতন্ত্রের বিধানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি ভালো আইন।

এই সংশোধিত আইনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করিয়া সুপ্রিম কোর্টে মাদ্রাজের কতিপয় কমিউনিস্ট রাজবন্দীর হেবিয়াস কর্পাস আবেদনের পক্ষে কৌসুলী মিঃ এম. কে . নাম্বিয়ারের সওয়ালের জবাবে শীতলবাদ উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

২২ ধাবা বলে শাসনতন্ত্রের আটকের বিধানকে বে-আইনীভাবে তিন মাস পর্যন্ত বাড়াইবার জন্য এই আইনে বিধান দেওয়া হইয়াছে বলিয়া মিঃ নাম্বিয়ার যে অভিযোগ করেন, তাহার উল্লেখ করিয়া মিঃ শীতলবাদ বলেন যে, পুরাতন ও নূতন আইন বলে আটক আদেশকে এক পর্যায়ে ফেলার ভুল নীতির ফলে এই সংশয় উপস্থিত হইয়াছে।

মিঃ নাম্বিয়ার পূর্বদিনের সওয়াল শুরু করিয়া বলেন যে, আটক বন্দীদের সর্বোচ্চ তিন মাস আটক থাকাব মূল অধিকার এই আইনে খর্ব করা হইয়াছে। তিনি বলেন, প্রকৃত আটক ও আটকের আদেশ, এই দুইটি জিনিসকে গুলাইয়া ফেলিলে চলিবে না।

তাঁহার সওয়াল শেষ হইবার পূর্বেই আদালতের কাজ মুলতুবি রাখা হয়।

- পি টি আই।

স্বাধীনতা, নব পর্যায় ৫৭ সংখ্যা, (ষষ্ঠ বর্ষ - ১০২তম সংখ্যা) ৬ই এপ্রিল ১৯৫১, শুক্রবার ২৩শে চৈত্র ১৩৫৭ তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'মার্কিন অমিতব্যয়তাই আন্তর্জাতিক নিউজপ্রিন্ট ঘাটতির কারণ ঃ ব্রিটিশ সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি এ্যাডলের অভিযোগ'।

'আগামী বিশ্ব যুব-ছাত্র শান্তি-মহোৎসব'

'দক্ষিণ কলিকাতা যুব শান্তি সংযোগ কমিটি'র পক্ষ হইতে বিভিন্ন ছাত্র ও যুব প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে প্রচারিত এক বিবৃতিতে জানান হইয়াছে যে আগামী আগস্ট মাসে বার্লিনে যে 'বিশ্ব যুব-ছাত্র শান্তি-মহোৎসব' হইবে, তাহাতে আমাদের দেশের যুবক-যুবতী ও ছাত্র-ছাত্রীদের (যোগ) অংশগ্রহণ করিবার জন্য একটি মিলিত 'প্রস্তুতি কমিটি' গঠন করা দরকার'। ....

'এ. আই. টি. ইউ . সি'র কার্যকরী সমিতির আগামী অধিবেশন এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে কলিকাতায় হইবে বলিয়া ঘোষণা' —

কলিকাতা, ৫ই এপ্রিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কমরেড

জ্যোতি বসু নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন ঃ

.... সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির এই অধিবেশন এমন এক সময় হইতে যাইতেছে যখন দেশের শ্রমিক আন্দোলনে বর্তমান বিভেদ এবং অনৈক্যের সুযোগ লইয়া সরকার এবং মালিকগণ মজুরী কাটা, বেকারী, গণ-অনশন এবং ভীষণ দমন-নীতির দ্বারা শ্রমিকশ্রেণীর উপর ক্রমবর্ধমান আঘাত হানিতেছে।

"আমরা সমগ্র শ্রমিকশ্রেণী, সংযুক্ত এবং সহযোগী সমস্ত ইউনিয়ন এবং ভ্রাতৃত্বমূলক সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলিকে সর্বপ্রকার প্রচারের মারফত ঐক্যের দাবি লইয়া উৎসাহের সহিত অগ্রসর হইতে আহ্বান জানাইতেছি। শ্রমজীবী জনসাধারণের এই ঐক্যের দাবিতে শক্তিশালী হইয়া ওয়ার্কিং কমিটি বর্তমান অধিবেশনে সর্বপ্রকার প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরিয়া প্রয়োজনীয় ঐক্যের এই দাবিকে অবশ্যই গ্রহণ করিবেন। অতএব প্রস্তাবিত এই অধিবেশন আমাদের দেশের শ্রমিক আন্দোলনে এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণের সূচনা করিবে।"

'মৌলিক অধিকারের উপর সরকারী হামলা ব্যর্থ করুন ঃ সম্মিলিত অভিযানের জন্য কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বান'

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ সংগঠনী কমিটি সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে ঘোষণা করিয়াছেন যে, কলিকাতার পুলিস কমিশনার প্রকাশ্য স্থানে সভা, শোভাযাত্রার, রাস্তায়, গাড়িতে লাউড স্পীকার, মাইক, চোঙ প্রভৃতি ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়া যে আদেশ জারী করিয়াছেন তাহা একদিকে যেমন মানুষের মূল অধিকার-বিরোধী, অন্যদিকে তেমনি মারাত্মক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। এই নিষেধাজ্ঞার ফলে কার্যতঃ সভা-সমিতি, শোভাযাত্রা করাই অসম্ভব হইবে। .... কংগ্রেসী শাসকগোষ্ঠীর আজ আর প্রকাশ্য জনসভা করিবার সাধ্য নাই। বিক্ষুব্ধ জনতার সম্মুখীন হইবার সাহস আর তাহাদের নাই। তাই বারবার নির্বাচনে পরাজিত ও গণ-সংগ্রামের ধাক্কায় পরাস্ত হইয়া আজ তাহারা মরিয়া হইয়া মানুষের কণ্ঠরোধ করিয়া আত্মরক্ষা করার শেষ চেষ্টা করিতেছে। শত শত দেশপ্রেমিককে কারারুদ্ধ করিয়া, মানুষের মৌলিক অধিকার মত প্রচারের পথ রুদ্ধ করিয়া এবং কংগ্রেসী সরকার ক্ষমতায় আসীন থাকিবার স্বপ্ন দেখিতেছে।

সে স্বপ্ন ধুলিসাৎ করিবার দেশপ্রেমিক দায়িত্ব লইবে দেশের সমস্ত শ্রেণী, সমস্ত দল। সভা-সমিতি, মত প্রচারের উপর পুলিস কমিশনারের এই হামলা পশ্চিমবাংলার জাতীয় ঐতিহ্যকেই চ্যালেঞ্জ করিয়াছে। সে ঐতিহ্য রক্ষা করিতে আগাইয়া আসিতে হইবে কংগ্রেস-বিরোধী সমস্ত দলকে, শ্রমিক, কৃষক, ছাত্রসমাজকে। মিলিত শক্তির আঘাতে কংগ্রেস আজ হাওড়া নির্বাচনে পর্যুদস্ত। সেই শক্তিকে আরো ব্যাপক, আরো দৃঢ় করিয়া ব্যর্থ করিতে হইবে পুলিসের এই উদ্ধত চ্যালেঞ্জকে।

আমরা তাই আহ্বান জানাইতেছি — শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, যুব সমাজের কাছে, আবেদন করিতেছি পশ্চিমবাংলার সমস্ত দল, সমস্ত গণ-সংগঠনের নিকট — আর এক মুহূর্ত দেরি না করিয়া সর্বশক্তি একত্র করিয়া রুখিয়া দাঁড়ান এই চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে। ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর এই পুলিসী হামলা অবিলম্বে ব্যর্থ করিবার দৃঢ়তা লইয়া শুরু হোক দেশব্যাপী বিরামহীন সভা, শোভাযাত্রার অভিযান। প্রতিবাদের প্রস্তাব উঠুক প্রতি কমিটি হইতে, প্রতি সভায়। একের পর এক ডেপুটেশন চ্যালেঞ্জ করুক মানুষের এই মৌলিক অধিকার হরণের সরকারী হামলাকে। সে অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত শান্তি নাই — বিশ্রাম নাই।

এই সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে 'স্বাধীনতা' তহবিলের জন্য আবেদন —

'স্বাধীনতার তহবিল পূরণ অভিযান'

— বিজয়ী জাহাজী ধর্মঘটের নির্ভীক হাতিয়ার -
— হাওড়া নির্বাচনে বিজয়ী কংগ্রেস-বিরোধী মিলিত ফ্রন্টের বিশ্বস্ত মুখপত্র -
— ঐক্যবদ্ধ বাস্তুহারা আন্দোলনের ঘনিষ্ঠতম সাথী -
— পুলিস জুলুমের বিরুদ্ধে দুর্জয় যোদ্ধা -
স্বাধীনতাকে আরো বলিষ্ঠ, আরো শক্তিশালী করিতে ৩০ হাজার টাকার তহবিল পূরণ করুন।

স্বাধীনতা, নব পর্যায় - ৫৮শ সংখ্যা (ষষ্ঠবর্ষ - ১০৩তম সংখ্যা) ৭ই এপ্রিল ১৯৫১, শনিবার ২৪শে চৈত্র ১৩৫৭ তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'মনীষী আইনষ্টাইনও মার্কিন বিরোধী ঃ শান্তির নামে মার্কিন সরকারের আতঙ্ক'

৫ই এপ্রিল ওয়াশিংটন হইতে রয়টার কর্তৃক প্রচারিত — বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনষ্টাইন ও মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের 'অ-মার্কিন কার্যকলাপ সম্পর্কে কমিটির' কোপ নজরে পড়িয়াছেন।

আলবার্ট আইনষ্টাইন বিভিন্ন শান্তি-সংগঠনের সহিত যুক্ত আছেন বলিয়াই উক্ত কমিটি তাঁহাকে "অ-মার্কিন কার্যকলাপের" দায়ে ফেলিয়াছেন। ....

'পশ্চিমবঙ্গ আইনসভা শতাধিক সংশোধনযুক্ত উচ্ছেদ বিল তাড়াহুড়ার মধ্যে পাস করার চেষ্টা ঃ জনমত সংগ্রহের জন্য প্রচারের দাবি অগ্রাহ্য', 'জটিল পরিস্থিতি'

উচ্ছেদ বিলকে কেন্দ্র করিয়া সরকারী মহলে, কৃষক প্রজা মজদুর পার্টির মধ্যে এবং আর. এস. পি. পরিচালিত বাস্তুহারা প্রতিরোধ কমিটির মধ্যেও গভীর মতবিরোধ স্পষ্ট দ্বন্দ্বের রূপ লইতে শুরু করিয়াছে।

.... মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় ও হাফপ্যান্ট খ্যাত মন্ত্রী মেদিনীপুর উপদলের শ্রী নিকুঞ্জ মাইতির মধ্যে নাকি একহাত হইয়া গিয়াছে এবং শ্রী মাইতি নাকি পদত্যাগেরও হুমকি দিয়াছেন। .... ।

কৃষক মজদুর প্রজা পার্টির ডাঃ ঘোষ ও ডাঃ ব্যানার্জি (ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ এবং ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জি, উভয়েই ভূতপূর্ব কংগ্রেসী মন্ত্রী ছিলেন) যেভাবে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের সহিত বিল সম্পর্কে আপোস করিয়াছেন তাহাতে শ্রী চারুচন্দ্র ভান্ডারী, শ্রী হরিপদ চ্যাটার্জি প্রমুখ উক্ত পার্টির পশ্চিমবঙ্গীয় সদস্যগণ যে একমত হইতে পারেন নাই ....।

শ্রীযুক্ত ভান্ডারীদের বক্তব্য হইলো, সংশোধিত বিলেও পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের উপরই কেবল গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে, অথচ ইহার সহিত জড়িত পশ্চিমবঙ্গের অপরাপর স্বার্থের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই .. ..।

'সুপ্রিম কোর্টে রাজবন্দীর মামলা ঃ শুনানী শেষ ঃ রায়দান স্থগিত'

নয়াদিল্লি, ৫ই এপ্রিল — সুপ্রিম কোর্ট মাদ্রাজ, আসাম ও উড়িষ্যার ৩১ জন কমিউনিস্ট রাজবন্দীর হেবিয়াস কর্পাস আবেদনের শুনানি শেষ করিয়াছেন।

একমাত্র শ্রীযুক্ত মোহনকুমার মঙ্গলম ছাড়া আর কেহই খালাস পান নাই। তবে নূতন নিবর্তনমূলক আইন শাসনতন্ত্রের বিরোধী বলিয়া রাজবন্দীদের পক্ষ হইতে যে সাধারণ যুক্তি উত্থান করা হইয়াছে তাহার জন্য সুপ্রিম কোর্ট বর্তমানে রায়দান স্থগিত রাখিয়াছেন।

মাদ্রাজের প্রধান কমিউনিস্ট নেতা চুয়ান্ন বৎসর বয়স্ক প্রফেসর জি. স্যামুয়েলও অন্যতম আবেদনকারী ছিলেন। তবে শুনানীর জন্য দিল্লি রওনা হওয়ার প্রাক্কালে মাদ্রাজ সরকার তাঁহাকে মুক্তি দেন।

— পি টি আই

'পশ্চিমবঙ্গ ব্যক্তিস্বাধীনতা কমিটি'

পশ্চিমবঙ্গ ব্যক্তিস্বাধীনতা কমিটির কার্যকরী সভাপতি অধ্যাপক ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও সম্পাদক শ্রী যাদবেশ্বর ভট্টাচার্য এক বিবৃতিতে বলেন, কলিকাতার পুলিস কমিশনার সম্প্রতি পার্কে ও রাস্তাঘাটে মাইক্রোফোন প্রভৃতির ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। .... উদ্বাস্তু উচ্ছেদ বিল এবং খাদ্য-বস্ত্রাদির অব্যবস্থা উপলক্ষেও জনসাধারণ .... সভায় ও মিছিলে তাঁহাদের ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। .... আমরা নাগরিকদের ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর এই হস্তক্ষেপের প্রতিবাদ জানাইতেছি। ইহা শুধু অন্যায় নহে, ইহা শাসনতন্ত্রের মৌলিক অধিকারের ধারার বিরোধী।

'দুনিয়াব্যাপী নিউজপ্রিন্ট সঙ্কট : মার্কিন যুদ্ধ প্রস্তুতির ফলে বিভিন্ন দেশে সংবাদপত্র বন্ধ হইবার উপক্রম'

ভারতে নিউজপ্রিন্ট দুর্ভিক্ষ ও ইহার সুদূরপ্রসারী বিষময় ফল সম্বন্ধে সাবধান করিয়া শ্রী দেবদাস গান্ধী আমেরিকায় নিউজপ্রিন্ট ব্যবহারের অমিতব্যয়িতাকেই দায়ী করিয়াছেন। তিনি তাই আমেরিকাকে তাহার নিউজপ্রিন্ট ব্যবহারের শতকরা ৫ ভাগ হ্রাস করিবার গুরুত্ব উপলব্ধি করিবার আবেদন জানাইয়াছিলেন।................।

ভারত সরকার এই সমস্যাটির মূলগত সমাধানের কোন চেষ্টা করেন নাই। আমেরিকার একাধিপত্যের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ না করিয়া বা অন্যান্য দেশগুলি হইতে নিউজপ্রিন্ট আমদানি করার কোন ব্যবস্থা না করিয়া কেবলমাত্র নিউজপ্রিন্টের উপর নিয়ন্ত্রণ জারী করিয়াছেন। তাহার ফলে নিউজপ্রিন্ট ব্যবসায়ী ও ব্যবহারকারী উভয়ই তাহাদের ষ্টক সরকারকে জানাইতে বাধ্য থাকিবে কয়েক ধরনের পুস্তকের পাতার সংখ্যাও নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে।................।

স্বাধীনতা, নব পর্যায় — ৫৯শ সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ১০৪তম সংখ্যা) ৮ই এপ্রিল ১৯৫১, রবিবার ২৫শে চৈত্র ১৩৫৭তে প্রকাশিত শিরোনাম :

'শান্তি কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা : মিঃ ট্রিগভি লাই-এর ঘোষণা' —

লেকসাক্‌সেস্ ৭ই এপ্রিল — রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ ট্রিগভি লাই আজ এখানে ঘোষণা করেন যে .... তিনি বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের এক প্রতিনিধিদলের সহিত সাক্ষাত করিতে রাজী আছেন।

মিঃ লাই বলেন যে, এই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করবেন ফরাসী আণবিক বৈজ্ঞানিক ফ্রেডারিক জোলিও কুরী।

- পি টি আই

'শান্তি-চুক্তির জন্য ভারতের উদ্যোগ চাই : ভারতীয় শান্তি কংগ্রেসের আহূত বোম্বাইয়ের সভায় প্রস্তাব'

.... প্রস্তাবে নেহরুকে অনুরোধ করা হইয়াছে যে, পঞ্চ শক্তি শান্তি চুক্তি সম্পাদনের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জন-গণতন্ত্রী চীন, ব্রিটেন ও ফ্রান্স-এর এক সভা তিনি ভারতেই ডাকুন।

'তৃতীয় বিশ্ব-যুব উৎসব : সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশনের ডাক'

আগামী (১৯৫১) ৫ই হইতে ১৯শে আগস্ট বার্লিনে 'বিশ্ব-যুব উৎসব' হইবে।

বিশ্বশান্তি পরিষদ গত ফেব্রুয়ারি মাসে বার্লিন অধিবেশন হইতেই। সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশন .... ছাত্র সমাজের প্রতি এক আবেদনে এই উৎসবে যোগ্য অংশগ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন।

বৃহৎ পাঁচশক্তির মধ্যে শান্তি চুক্তির জন্য আবেদনে সমগ্র শক্তি লইয়া স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানকে সফল করিবার জন্য সমস্ত ছাত্র ও যুব সমাজকে ডাক দেওয়া হইয়াছে।

'কমিউনিস্ট পার্টি স্মারকলিপি পেশ করে নাই : নির্বাচনে অংশগ্রহণ সম্পর্কে রাজাজীর উক্তি'

নয়াদিল্লি, ৭ই এপ্রিল, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীরাজাগোপালাচারী বলেন যে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ হইতে আগামী নির্বাচনে আইনসঙ্গত পার্টি হিসাবে অংশগ্রহণ করার অনুমতি চাহিয়া ভারত সরকারের নিকট কোন স্মারকলিপি পেশ করা হয় নাই। .... ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির হায়দ্রাবাদ, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন এবং ইন্দোর রাজ্য এলাকার শাখাগুলিকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে সেইরূপ ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হইয়াছে।

— পি টি আই।

'সোশ্যালিস্ট পার্টি ত্যাগ করিয়া নতুন দল গঠনের উদ্যোগ : পাঁচশত নেতৃত্ব-বিরোধী সদস্যের সভায় শ্রীমতী অরুণা আসফ আলীর ভাষণ'

.... বিদ্রোহীরা নতুন একটি দল গঠন করিবেন। শ্রীমতী অরুণা আসফ আলী এই গ্রুপে রহিয়াছেন। .... তিনি বলেন যে সোশ্যালিস্ট পার্টির 'দক্ষিণপন্থী উপদল' বর্তমানে যে নীতি অনুসরণ করিতেছেন তাহাতে দেশে কখনও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। .... পার্টির নীতি সম্প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল ও পুঁজিবাদ সমর্থক হইয়া উঠিয়াছে।

প্রাদেশিক নেতৃত্বের কার্যকলাপকে নিন্দা করিয়া এবং উহাকে আমলাতান্ত্রিক উপদলের স্বেচ্ছাচার বলিয়া বর্ণনা করিয়া সভায় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ....

—পি টি আই।

আরও গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম — নেহরু সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ কর্মপন্থা গ্রহণ করুন ঃ শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত সংগঠনসমূহের প্রতি সমাজতন্ত্রী দলের ডাক'।

'সন্ত্রাসবাদের ভুয়া অজুহাতে বন্দীদের আটক রাখা চলিবে না ঃ গণতান্ত্রিক নির্বাচনের জন্য অবিলম্বে রাজবন্দীদের মুক্তি চাই'

— বক্সা জেল হইতে সদ্যমুক্ত শ্রমিক নেতা কেষ্ট ঘোষ .... দাবি করিয়াছেন, গণতান্ত্রিক নির্বাচনের জন্য অবিলম্বে সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি দিতে হইবে।

.... বর্তমান সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির বিরুদ্ধে স্বাধীনতা, শান্তি ও গণতন্ত্রপ্রিয় সমস্ত সংগঠন গ্রুপ ও ব্যক্তিকে লইয়া যে ব্যাপক গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের কথা সংবাদপত্র মারফত সাধারণের নিকট ঘোষণা করিয়াছেন বকসা বন্দীবা তাহার সহিত একমত। এইরকম এক যুক্তফ্রন্ট গঠনের সাফল্যের উপরেই গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। ....

'স্বাধীনতা'র উদ্দেশ্যে

'কারাগারের দেওয়াল ভেদ করিয়া মজুফ্ফর আহ্মদ, নিরঞ্জন সেনের বাণী'

সম্প্রতি দমদম জেল থেকে কয়েকজন কমরেড মুক্তিলাভ করিয়াছেন। জেল থেকে বেরিয়ে আসবার সময় মুজফ্ফর আহ্মদ ও নিরঞ্জন সেন তাঁদের ডেকে বলেন ঃ

"আপনারা বাইরে গিয়ে কমরেডদের বলবেন 'স্বাধীনতা'কে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা বিশ্বাস করি শত অসুবিধা সত্ত্বেও 'স্বাধীনতা' দেশব্যাপী গণ-আন্দোলনে সঠিক নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে। আমরা বাইরে থাকলে সর্বশক্তি দিয়ে 'স্বাধীনতা'কে সাহায্য করতাম। জেলে থেকে কিছুই করার ক্ষমতা আমাদের নেই। তবে দেশব্যাপী যে মুক্তহস্তে 'স্বাধীনতা'কে সাহায্য করবেন সে বিশ্বাস আমাদের আছে।"

স্বাধীনতা, নব পর্যায় — ৬০শ সংখ্যা, (যষ্ঠ বর্ষ ১০৫তম সংখ্যা), ৯ই এপ্রিল ১৯৫১, সোমবার ২৬শে চৈত্র ১৩৫৭ তে প্রকাশিত শিবোনাম ঃ

'মৌলিক অধিকার রক্ষার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন চালান ঃ মাইক প্রভৃতির উপরে নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের আবেদন'

৮ই এপ্রিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি শ্রী সত্যপ্রিয় ব্যানার্জি এবং সাধারণ সম্পাদক শ্রী জ্যোতি বসু এম. এল .এ বলেন "পুলিস কমিশনারের নির্দেশ ব্যতীত মাসের মধ্যে কলিকাতায় মাইক্রোফোন, লাউড স্পীকার প্রভৃতি ব্যবহার করা যাইবে না .... তাহা জনসাধারণের সভা-সমাবেশ করার অধিকারের উপর অকারণ আক্রমণ ছাড়া কিছুই নহে। ....

.... গঠনতন্ত্রে স্বীকৃত এই মৌলিক অধিকার রক্ষা করিবার জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ জানান এবং আন্দোলন শুরু করেন।

"নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিব" ঃ হাওড়ার জনসভায় ইউ. পি . বি মনোনীত কমিশনারের ঘোষণা ঃ পৌরসভাকে সরকারাধীনে আনার চক্রান্ত চলিতেছে বলিয়া অভিযোগ।

'পুতপুতিয়া এলাকায় খাদ্য, বস্ত্র ও শিক্ষার দাবিতে দশ হাজার জনতার সমাবেশ ঃ পুলিসের দমননীতিতে ক্ষতবিক্ষত জনগণের নবজাগরণের সূচনা'

৪ঠা এপ্রিল মেদিনীপুরের পুতপুতিয়া এলাকায় দাবান্দীতে দশ হাজার জনসাধারণের এক সভায় সভাপতিত্ব করেন সংযুক্ত জননেতা শ্রী কানাই ভৌমিক।

সভায় (১) হাজা এলাকায় খাজনা মকুব, (২) ঘাটতি এলাকায় সস্তায় খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের দোকান, (৩) দুর্ভিক্ষ বছরের লোন মকুব, (৪) এগার হাজার তাঁতের তাঁত প্রতি ৪ বান্ডিল সূতা, (৫) মৎস্যজীবীদের সস্তা মুল্যে প্রয়োজনীয় সূতা সরবরাহের দাবি করা হয়।.......... আবাদযোগ্য পতিত জমি উদ্ধার করিয়া ভূমিহীন কৃষক ও উদ্বাস্তুদের মধ্যে বিতরণ ও জমিদারী, বড় জোতদারী উচ্ছেদ করিয়া খোদ চাষীর হাতে জমি ন্যায্যভাবে বন্টনের দাবি করা হয়। বিশ্বশান্তি কংগ্রেসেব পঞ্চশক্তি শান্তি চুক্তির দাবিতে প্রস্তাব উত্থাপন করেন জেলা শান্তি কমিটির সম্পাদক শ্রীনন্দদুলাল সিং। ....প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

স্বাধীনতা, নব পর্যায় — ৬১শ সংখ্যা, (ষষ্ঠ বর্ষ ১০৬তম সংখ্যা), ১০ই এপ্রিল ১৯৫১, মঙ্গলবার ২৭শে চৈত্র ১৩৫৭ তে প্রকাশিত শিবোনাম ঃ

'সাধারণ নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি সমস্ত আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে ঃ বিহার কমিউনিস্ট নেতা কর্তৃক মুক্ত গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের সঙ্কল্প প্রকাশ'

৯ই এপ্রিল, পাটনায় ভারতীয় কনিউনিস্ট পার্টির বিহার কমিটির সম্পাদক কমরেড ইন্দ্রনাথ সিংহ আজ সাংবাদিকদের নিকট বলেন যে, পার্টি আগামী সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য সমস্ত খাঁটি গণতান্ত্রিক দলের গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন করিতে এবং সাধারণ কর্মপন্থার ভিত্তিতে বিহার আইনসভায় সমস্ত আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে চাহে।

'ট্রেড ইউনিয়নের কাজ-কর্মে সরকারী বাধাদানের নমুনা ঃ সরকারী ট্রেড ইউনিয়ন দপ্তরের টালবাহানা ও গড়িমসি'

আগে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রী করিতে কোন অসুবিধায় পড়িতে হইত না, খুব তাড়াতাড়িই রেজিষ্ট্রী করা যাইত। কিন্তু কংগ্রেসী সরকারের আমলে ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রী করা এক দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

রেজিষ্ট্রেশন ফর্ম তো পাওয়াই যায় না। .... টাইপ করা ফর্ম হইতে খুঁজিয়া খুঁজিয়া খুটিনাটি বাহির করিয়া ফর্মটি আবার ইউনিয়ন অফিসে ফেরৎ পাঠাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। .... একটি ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রী করিতে ছ'সাত মাস সময় লাগে।

.... প্রত্যেকটি ইউনিয়নকে রেজিষ্ট্রিকৃত কোন একটি সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হইতে হইবে। ইহার পিছনেও একটু রহস্য আছে। .... অধিকাংশ ট্রেড ইউনিয়ন বি. পি .টি .ইউ. সি. সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হইয়া কাজ করিতে চাহিতেছে। বি. পি. টি. ইউ সি. সরকারের কোন রেজিষ্ট্রিকৃত সংগঠন নয়। .... জাতীয় টি. ইউ. সি-কে রেজিষ্ট্রী করা হইতেছে।

ইউনিয়নের বাৎসরিক রিটার্ণ দেওয়ার ব্যাপারেও ইউনিয়নগুলিকে অযথা হয়রানি করা হইতেছে। .... এমনকি 'অডিটর' দ্বারা পরীক্ষিত হিসাবপত্র সম্বন্ধেও প্রশ্ন করিয়া পাঠানো হইয়াছে। একটি ইউনিয়নের ইস্তাহার ছাপানোর খরচ দেখিয়া তাহার বিশদ বিবরণ চাহিয়া পাঠানো হইতেছে। প্রত্যেকটি ইউনিয়নের পিছনে কোন্ রাজনৈতিক দল আছে, তাহাও অনুসন্ধান করা হইতেছে।

'চটকল ট্রাইব্যুনালে শ্রমিকদের সর্বনাশের ব্যবস্থা'

পাটকলের মালিক ও শ্রমিক-বিরোধের মীমাংসার জন্য পশ্চিমবাংলার সরকার ১৯৫০ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর এক ট্রাইব্যুনাল বসাইয়াছেন। .... ৪/১১/৫০ তারিখ হইতে ট্রাইব্যুনালে আলোচনা চলিতেছে। ....

আলোচ্য বিষয় সরকার স্থির করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী ট্রাইব্যুনালেরই আলোচ্য বিষয় নির্ধারণ করার কথা। সরকার যে আলোচ্য বিষয় স্থির করিয়াছেন তাহাতে আছে শ্রমিকদের কাজ বৃদ্ধি, ছাঁটাইয়ের প্রণালী, ছোট ও বড় মিলের মধ্যে পার্থক্য বিচারের প্রয়োজন আছে কিনা, ছুটি, মাগ্গীভাতা ও কেরানী-দরওয়ান-মিস্ত্রীদের বেতন বৃদ্ধি প্রভৃতির কথা। শ্রমিকদের জরুরী প্রয়োজন বেতন বৃদ্ধি, ছাঁটাই বন্ধ, ৪৮ ঘন্টা কাজ অথবা পুরা বেতন প্রভৃতির কথা আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে স্থান পায় নাই।

'যুদ্ধ প্রস্তুতির বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হউন ঃ পাকিস্তান যুব সম্মেলনে যুব সমাজের প্রতি সভাপতির ডাক'।

'শান্তি আন্দোলনের অপব্যবহার সম্পর্কে সমস্ত শান্তি কমিটির প্রতি কেন্দ্রীয় সংগঠনের চিঠি' অধ্যাপক ডি. ডি. কোসাম্বি, সারা ভারত শান্তি প্রস্তুতি কমিটির সহ-সভাপতি ও বিশ্বশান্তি ব্যুরোর সদস্য

প্রথম প্যারায় —

প্রিয় বন্ধুগণ,

আপনারা অবগত আছেন যে প্রস্তুতি কমিটি দিল্লিতে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। শান্তি মঞ্চকে শান্তি ব্যতীত ভিন্নতর কোন উদ্দেশ্যে অপব্যবহার করা সম্পর্কেই এই প্রস্তাব। বর্তমান চিঠির লক্ষ্য হইলো উক্ত প্রস্তাবের মর্মটুকু আপনাদের নিকট প্রাঞ্জল করিয়া ধরা, তথা অপব্যবহার অর্থে এখানে কি বলা হইতেছে তাহা কয়েকটি দৃষ্টান্ত সহযোগে বুঝাইয়া দেওয়া।

তৃতীয় প্যারায় --

প্রথমত ঃ শান্তি অর্থে আমরা খুব সুনির্দিষ্টভাবে যাহা বুঝি তাহা হইলো তৃতীয় মহাযুদ্ধ রোধ করা, অর্থাৎ জাতিগুলির মধ্যে শান্তি। প্রত্যেক জাতির আভ্যন্তরীণ প্রশ্ন সেই জাতিরই নিজস্ব বস্তু এবং তাহার সমাধান কি পদ্ধতিতে হইবে তাহা ঠিক করিবেন একমাত্র তাঁহারাই। যদিও সহযোগী মানুষ হিসাবে বলা যায়, আমরা যেকোন প্রশ্নেই শান্তিপূর্ণ মীমাংসার পক্ষপাতী। কিন্তু যদি কোন দেশে কোন বিশেষ গ্রুপ তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সশস্ত্র পদ্ধতিকে বাছিয়া লন, এমনকি বিপ্লব অথবা গৃহযুদ্ধ পর্যন্ত, তো ইহা ঠিক করা না করা সম্পর্কই তাঁহাদের ব্যাপার। এই ধরনের আভ্যন্তরীণ বিবাদে বাহির হইতে হস্তক্ষেপ করা অপর জাতির অধিকার বহির্ভূত, একমাত্র সম্ভবতঃ ব্যক্তিগতভাবে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে বিবদমান পক্ষে যোগদান করা ছাড়া এবং নিজেদের পুরোপুরি নাগরিকত্ব হারাইবার ঝুঁকিও লইয়া স্বভাবতই এখানে বিপ্লব চলিতে আমরা একমাত্র কমিউনিস্ট বিপ্লবই বুঝাইতেছি না, কিন্তু হয়তো বা ফ্যাসিস্ট বিপ্লব অথবা শুধুমাত্র রাজনৈতিক অভ্যুত্থান যাহার সঠিক আধুনিক সংজ্ঞা নাও থাকিতে পারে।

শেষ প্যারায় —

বিশেষ করিয়া যখন কোন বিষয়ে কোন সন্দেহের সৃষ্টি হয় তখন আপনাদের সমস্যার কথা ও পরামর্শ পাঠাইবেন। আমরা তদনুযায়ী যথাশক্তি চেষ্টা করিব। মনে রাখিবেন আমরাও মানুষ, আমরা কোন উদ্ধত শ্রেণীর জীব নহি। আপনাদের মতো আমরাই একই বিরাট আন্দোলনের মানুষ। আপনাদের অভিজ্ঞতা হইতে আমরাও লিখিতে পারি; আপনাদের অভিজ্ঞতা আমাদের প্রত্যেকের অভিজ্ঞতার পরিধি বাড়াইয়া তুলিবে।

এই সংখ্যাতেই আছে কমরেড বঙ্কিম মুখার্জির আবেদন ঃ

'পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষকসভার আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু ঃ অবিলম্বে প্রাদেশিক কার্যালয়ের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করুন'

পশ্চিমবঙ্গ কৃষকসভার সভাপতি কমরেড বঙ্কিম মুখার্জি .... বলেন যে, সকলেই অবগত আছেন, পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষকসভা বে-আইনী ঘোষিত হইয়াছিল। কিছুদিন পূর্বের কলিকাতা হাইকোর্টের রায়ে প্রাদেশিক কৃষকসভার উপর হইতে উক্ত নিষেধাজ্ঞা উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু অফিস প্রভৃতির অভাবে এবং প্রাদেশিক কৃষকসভার অধিকাংশ সদস্য ও কর্মকর্তা এখনও পর্যন্ত জেলে থাকায় প্রাদেশিক কৃষকসভা আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করিতে পারে নাই। প্রাদেশিক কৃষকসভার বর্তমান সঙ্কট একমাত্র প্রাদেশিক সম্মেলনের মধ্য দিয়াই দূর হইতে পারে। ....।

এই সঙ্গে আছে 'স্বাধীনতা' সাহায্য তহবিলের আবেদনও —

'কেন স্বাধীনতাকে সাহায্য করিবেন?'

কারণ ঃ

১। স্বাধীনতা সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম চালাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

২। স্বাধীনতা প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য এবং ভারতের জাতীয় ঐতিহ্য রক্ষার জন্য সমস্ত শ্রেণী, সমস্ত দল, স্বাধীনতাকামী সমস্ত নরনারী সম্মিলিত গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়িয়া তুলিতে সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছে।

৩। স্বাধীনতা অন্ন, বস্ত্র, জমি, চাকুরির জন্য, শ্রমিক, কৃষক, কর্মচারী, ছাত্র, যুবক, শিক্ষক, মহিলা, দোকানদার, ছোট—মাঝারী ব্যবসায়ী - শিল্পপতিদের স্বার্থরক্ষার জন্য অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করে।

৪। স্বাধীনতা ন্যায়, সত্য, শান্তির পথ অনুসরণ করে। অন্যায়, মিথ্যা, যুদ্ধ, অত্যাচারের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রামই তার নীতি।

তাই স্বাধীনতা সাম্রাজ্যবাদী বড় বড় পুঁজিপতি এবং জমিদার ব্যতীত আর সকলেরই নিজের কাগজ। তাতে মুক্তহস্তে সাহায্য করে দেশের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করুন।

— সম্পাদকমণ্ডলী

স্বাধীনতা, নব পর্যায় — ৬২তম সংখ্যা, (ষষ্ঠ বর্ষ ১০৭তম সংখ্যা), ১১ই এপ্রিল ১৯৫১, বুধবার ২৮শে চৈত্র ১৩৫৭ তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'তেলেঙ্গানা বন্দীদের ফাঁসি রদ করা হোক ঃ পশ্চিমবাংলায় জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান দাবি'

তেলেঙ্গানা বন্দীদের ফাঁসি রদের দাবিতে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক আন্দোলন দেখা দিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ ব্যক্তিস্বাধীনতা কমিটির কার্যকরী সভাপতি অধ্যাপক ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও সম্পাদক শ্রী যাদবেশ্বর ভট্টাচার্য ভারত প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের নিকট এক তারযোগে তেলেঙ্গানার বারজন বীর কৃষকের জীবন ভিক্ষা করিয়াছেন।

গত ৩১শে মার্চ বসিরহাট উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক ছাত্র সংঘের উদ্যোগে আহূত

এক সভায় রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের নিকট অনুরোধ জানানো হয় যে তেলেঙ্গানার ১২ জন কৃষকের ফাঁসি রদ করা হোক এবং তাহাদের বিনা শর্তে মুক্তি দেওয়া হোক।

'ভারতে সংবাদপত্র ও সাংবাদিক জগতে নিদারুণ সঙ্কট : প্রতিরোধের জন্য সাংবাদিক ও প্রেস কর্মচারীদের সংঘবদ্ধ আন্দোলনের 'আবশ্যকতা'

ভারতীয় সংবাদপত্র সেবা সংঘের কার্যনির্বাহক সমিতির অন্যতম সদস্য এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক সুকুমার মিত্র নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছেন —

ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধবাজদের যুদ্ধোন্মাদনা সৃষ্ট পরিস্থিতি মার্কিন সংবাদপত্রসমূহের মালিকগোষ্ঠী কর্তৃক নিউজপ্রিন্ট বা সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজের বিপুল অপচয় এবং ভারত সরকারের অকর্মন্যতা ভাবতেব সংবিধান জগতে এক ভয়াবহ সঙ্কটের সৃষ্টি করিয়াছে। নিউজপ্রিন্টের ব্যাপারে ভারতের পরনির্ভরশীলতা দূর করিবার জন্য ভাবত সরকার গত তিন বৎসরের মধ্যে কোনরূপ চেষ্টা করেন নাই। .... এই অবস্থার ফলেই ভারতে আজ নিউজপ্রিন্ট অগ্নিমূল্য এবং সংবাদপত্র সেবী ও সংবাদপত্রের সহিত যুক্ত অসংখ্য কর্মচারীর জীবনে নিদারুণ সঙ্কট ঘনাইয়া উঠিয়াছে। নিউজপ্রিন্টের অভাব ও ব্যয়বৃদ্ধির অজুহাতে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সংবাদপত্রে ছাঁটাই শুরু হইয়াছে।

.... যদি সাংবাদিক ও সংবাদপত্রসমূহের প্রেস ও অন্যান্য বিভাগের কর্মচারীরা সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলন শুরু করিতে না পারেন .... তাহা হইলে ভারতীয় সাংবাদিকদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবে। এই কারণে আমি কলিকাতার ভারতীয় সংবাদপত্র সেবী সংঘের নিকটে এই আবেদন জানাইতেছি যে, তাঁহারা যেন অবিলম্বে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। প্রেসকর্মী এবং সংবাদপত্রসমূহের অন্যান্য বিভাগের কর্মচারীদের সহযোগিতায় ভারতীয় সংবাদপত্র সেবী সংঘ শক্তিশালী আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে পারেন বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। তাঁহারা নিম্নলিখিতভাবে এই আন্দোলন এখনই শুরু করিতে পারেন—

১। নিউজপ্রিন্টের সরবরাহ যাহাতে যথারীতি চালু থাকে তজ্জন্য বিদেশ হইতে যথাসম্ভব নিউজপ্রিন্ট আমদানি করার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে দ্রুত নিউজপ্রিন্ট উৎপাদন করিবার জন্য ভারত সরকাবের উপর চাপ দিতে হইবে।

২। নিউজপ্রিন্টের মূল্যবৃদ্ধির জন্য ব্যয় সঙ্কোচার্থে মালিকরা সাংবাদিকদের সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত যদি গ্রহণ করিতে চান তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট কাগজগুলির সম্পাদক, বার্তা সম্পাদক, সহ-সম্পাদকদের প্রতিনিধিস্থানীয় কোন ব্যক্তি এবং ভারতীয় সংবাদপত্র সেবী সংঘের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত কমিটির সহিত আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। প্রেস কর্মচারী ও সংবাদপত্রের অন্যান্য কর্মচারীদের সম্পর্কেও অনুরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আমি এই দুইটি কর্মপন্থার উল্লেখ করিলাম ; সর্বনিম্ন কর্মপন্থারূপে সেগুলি গৃহীত হইতে পারে বলিয়া আমি মনে করি। ....

বিবৃতি বিশারদ ধর্মধ্বজী শেঠ ডালমিয়ার মতো বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিয়া কর্মচারীদের প্রতি হৃদয়হীন ঔদাসীন্য ও প্রতিশ্রুতিভঙ্গের দৃষ্টান্ত তাঁহারা অনুসরণ করিবেন না এই ভরসা আমরা করিতে পারি।

স্বাধীনতা, নব পর্যায় — ৬৩শ সংখ্যা, (ষষ্ঠ বর্ষ ১০৮তম সংখ্যা), ১২ই এপ্রিল ১৯৫১, বৃহস্পতিবার ২৯শে চৈত্র ১৩৫৭ তে প্রকাশিত শিরোনাম :

'কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ প্রভৃতির আটক কাল বৃদ্ধি ঃ বক্সা বন্দী শিবিরে আরও বন্দী প্রেরণের তোড়জোড়'

জানা গেল, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, সতীশ পাকড়াশী, আবদুর রেজ্জাক খাঁ, কমল সরকার প্রভৃতি ৫৩ জন বন্দীর আটককাল এক বৎসর বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

জানা গেল বক্সা ক্যাম্প তুলিয়া দেবার বদলে কর্তৃপক্ষ আরও বন্দী প্রেরণ করার ব্যবস্থা করিতেছেন। এই উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই ডেটিনুয়ের ব্যারাকগুলি বসবাসের জন্য উপযুক্ত করার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়াছে। কয়েদী ব্যারাকে আরও কয়েদী আনা হইয়াছে।

বক্সায় বর্তমানে ছাব্বিশজন বন্দী আছেন।

'পুলিস কমিশনারের হুকুমনামা ব্যক্তি স্বাধীনতার মূলে আঘাত করিয়াছে ঃ লাউডস্পীকার প্রভৃতি ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে নেতৃবৃন্দের যুক্ত বিবৃতি'

কলিকাতা, ১১ই এপ্রিল— প্রমোদ সেনগুপ্ত (পশ্চিমবঙ্গ ব্যক্তিস্বাধীনতা কমিটি), রঙ্গীন সেন (এস ইউ . সি), প্রমোদ দাশগুপ্ত (কমিউনিস্ট পার্টি). নির্মল মুখার্জি (বলশেভিক পার্টি), নমিতা সেন (ডবলিউ. সি . এ), নির্মল ঘোষ (আই. পি . টি. এ), অজিত ঘোষ (বি. পি .টি .ইউ .সি), তাপস সেন (প্রোগ্রেসিভ কালচারের অ্যাসোসিয়েশন), মণীন্দ্র বসু (ডেমোক্র্যাটিক ভ্যান গার্ড), সুকোমল দাশগুপ্ত (এস. ইউ. সি ছাত্র শাখা) ও বিকাশ বসু (ডেমোক্র্যাটিক ভ্যানগার্ড ছাত্র শাখা) লাউড স্পীকার, মাইক, চোং প্রভৃতি ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন।

.... আজ খাদ্য-বস্ত্রের অভাবে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন দুর্বিসহ হইয়া উঠিয়াছে, লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারা পুনর্বসতির কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। বেকার সমস্যা, চোরাকারবারী, দুর্মুল্যতা বাড়িয়াই চলিয়াছে, সরকাব কোন সমস্যারই সমাধান করিতেছেন না। এই সব কারণে জনসাধারণেব অসন্তোষ ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। পুলিস কমিশনারের এই নিষেধাজ্ঞা যে জনসাধারণের এই ন্যায়সঙ্গত অসন্তোষের কণ্ঠরোধ করিবার জন্যই জারী করা হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এই স্বৈরাচারী নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে সম্মিলিত আন্দোলন আরম্ভ করিতে হইবে এবং আমাদের মৌলিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ....।

'কংগ্রেস ফ্যাসিস্ট নীতির দিকে ধাবিত হইতেছে ঃ আমেদাবাদের ৬ জন কংগ্রেস কর্মীর উক্তি'

১০ই এপ্রিল, কোন কংগ্রেস কর্মী কর্তৃক কংগ্রেস সরকার এবং কংগ্রেসের সমালোচনা করিলে তাহাব বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা লওযা হইবে বলিয়া যে প্রস্তাব কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গ্রহণ করিয়াছেন তাহার প্রতিবাদ করিয়া আমেদাবাদের ৬ জন কংগ্রেস কর্মী কংগ্রেস সভাপতির নিকট একটি পত্র লিখিয়াছেন।

প্রকাশ, এই চিঠিতে বলা হইয়াছে যে, কংগ্রেস ফ্যাসিস্ট নীতির দিকে ধাবিত হইতেছে এবং যে জনসাধারণেব দুঃখ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাদের নিকট হইতে কংগ্রেস সরিয়া যাইতেছে। কংগ্রেস কর্তৃক সমালোচনা সহ্য না করাব এই নীতি কংগ্রেস সংগঠনকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবে।

- পি টি আই।

এই সংখ্যাতেই এই সম্পর্কে স্বাধীনতার 'সম্পাদকীয়'র কিছু কিছু অংশ নিম্নে উল্লেখ করা হলো —

'ধ্বংসের পথে কংগ্রেস'

ভারতের বৃহত্তম সংগঠন ছিল কংগ্রেস। সে কংগ্রেস আজ বালির বাঁধের মতো ঝর ঝর করিয়া ভাঙ্গিয়া গুড়া হইয়া যাইতেছে। আসন্ন নির্বাচনের মুখে নেতৃবৃন্দ তাই কোন প্রকারে জোড়াতালি দিয়া ঘর সামলাইতে অতি বেশি সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন। ওয়ার্কিং কমিটির সাম্প্রতিক দিল্লি অধিবেশন সে সচেষ্টতার একটি ব্যর্থ প্রকাশ মাত্র।

হাওড়া, আরামবাগ, দমদম, মালদহ প্রভৃতি নির্বাচনগুলি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, কংগ্রেস আজ জনসাধারণ হইতে কত দূরে সরিয়া গিয়াছে। কংগ্রেস পদতল হইতে যে প্রচন্ডবেগে মাটি ধ্বসিয়া যাইতেছে, আগামী নির্বাচনের কথা মনে করিয়া কংগ্রেস নেতৃত্বও এ সত্য আর উপেক্ষা করিতে পারিতেছেন না। কংগ্রেস আজ আতঙ্কিত, ওয়ার্কিং কমিটি দিল্লি অধিবেশনের প্রত্যেকটি সিদ্ধান্তে সে আতঙ্ক নিষ্ঠুরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কংগ্রেসের মধ্যে উপদল গঠন বে-আইনী ঘোষণা করিয়া কংগ্রেস গভর্ণমেন্টের প্রকাশ্য সমালোচনা করা নিষিদ্ধ করিয়া ওয়ার্কিং কমিটি কংগ্রেসের ভাঙ্গা ঘর জোড়া দেবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কিসের উপর দাঁড়াইয়া, কাহাদেব লইয়া এই জোড়াতালি চলিবে? সে বালির বাঁধ ধ্বসিতে শুরু করিয়াছে। সাধ্য নাই শত ডিক্টেটরী শৃঙ্খলার হুমকিতে তাহা রোধ করে।

যাহারা ইতিমধ্যে কংগ্রেস পরিত্যাগ কবিয়া বিরোধী দল গঠন করিয়াছেন, তাহাদের আবার কংগ্রেসে ভিড়াইবার সব চেষ্টাই প্রায় ব্যর্থ হইয়াছে। .... কংগ্রেসের অনাচার, দুর্নীতি হইতে আত্মরক্ষা করিবাব জন্য এই ধরনের কংগ্রেস পবিত্যাগের উদাহরণ যেকোন প্রদেশ, যেকোন জেলা হইতেই শত শত মিলিবে।

আর যাহারা জনসাধারণ হইতে বিচ্যুত, সাম্প্রতিক নির্বাচনে পরাজিত, ভাঙনেব পর ভাঙনে সঙ্কুচিত এই কংগ্রেসে এখনো টিকিয়া আছেন, তাঁহাদেরও অধিকাংশ কংগ্রেসী অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছেন। .... তাই ওয়ার্কিং কমিটি মরিয়া হইযাই শৃঙ্খলারক্ষার নামে কংগ্রেসের মধ্যে কংগ্রেসী শাসনের সমালোচনাও নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত লইয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও কি কংগ্রেসের এই ভাঙন রুদ্ধ হইবে?

কংগ্রেসের আজ এই দুরাবস্থা কেন? কংগ্রেসী পত্রিকা 'যুগান্তরে'র সম্পাদকীয় হইতেই তাহার কিছু জবাব মিলিবে ঃ "বিগত সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস যে ইস্তাহার প্রচার করিয়াছিলেন, দেশেব শাসনভার গ্রহণ করার পথে তাহার অধিকাংশই কার্যকরী হয় নাই। কার্যকরী হওয়া দূরে থাকুক, সেদিকে চেষ্টাও বিশেষ কিছু অগ্রসর হয় নাই। .... কংগ্রেস যদি তাহাদের নির্বাচনী ইস্তাহার অনুযায়ী প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য কিছুদূর অগ্রসর হইবার আগ্রহ বা আন্তরিকতা প্রদর্শন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে হয়তো এইরূপ অবস্থা ঘটিত না।"

কংগ্রেসী সরকার যে দেশবাসীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাহাদের নিজস্ব নির্বাচন ইস্তাহারকে কিভাবে পদদলিত করিয়াছেন, গত সাড়ে তিন বৎসরের তিক্ত অভিজ্ঞতায় জনসাধারণ তাহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছেন। মাউন্টব্যাটেনী স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইয়া কংগ্রেসী নেতৃত্ব দেশের জাতীয় স্বার্থ সাম্রাজ্যবাদের হাতে বিকাইয়া দেয়। .... সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষা করা এবং নির্বাচনী

ইস্তাহার কার্যকরী করা একসঙ্গে চলিতে পারে না। কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষা করার পথ বাছিয়া লয়। নির্বাচনী ইস্তাহার স্বভাবতই অগ্রাহ্য হয়।

ফলে কংগ্রেসী শাসন সাম্রাজ্যবাদ, টাটা-বিড়লা ও জমিদারদের স্বার্থ ব্যতীত দেশের আর কোন শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করে নাই। অন্ন, বস্ত্র, জমি, চাকুরি. বাসস্থান, শিল্প প্রসারের কোন সমস্যারই সমাধান কংগ্রেসী শাসনে মিলে নাই। তাই আজ ভারতের জনসাধারণ যত বেশি বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মাউন্টব্যাটেনী "স্বাধীনতা"র শৃঙ্খল মোচন করিতে, কংগ্রেসের নিজ ঘরেও অর্ন্তদ্দন্দ্ব ততই তীব্র রূপ ধারণ কবিতেছে। .... বিরোধী দলগুলির উপব দমন নীতি চালাইয়া শত শত বিরোধী পক্ষকে কারারুদ্ধ রাখিয়া, — সভা-সমিতি, মাইক ব্যবহার প্রভৃতি নিষিদ্ধ করিয়া আগামী নির্বাচন জিতিবাব ষড়যন্ত্র চালাইতে হইতেছে। আর শৃঙ্খলার নামে নিজ দলে স্বৈরাচারী নেতৃত্ব কায়েম করিতে হইতেছে।

কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটির নিষেধাজ্ঞা আর শৃঙ্খলার হুমকি — কিছুই সাম্রাজ্যবাদ তোষণকারী কংগ্রেসের অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয় রোধ করিতে পারিবে না। কংগ্রেসের একমাত্র ভরসা আজ দমননীতি, তাহারই সাহায্যে আগামী নির্বাচনে বিরোধীদলগুলিকে সে পরাজিত করিবার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু সঙ্কুচিত, অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত দ্বিধাবিভক্ত কংগ্রেস ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জনতাব প্রবল শক্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া কতদিন দমননীতি চালাইতে সক্ষম হইবে? .... কংগ্রেসের দুর্নীতি, সাম্রাজ্যবাদ-তোষণ, বিশ্বাসঘাতকতা, অনাচার যাঁহারা ব্যর্থ করিতে চান, তাঁহাদের সকলের ব্যাপক সম্মিলিত অভিযান আজ দেশের স্বার্থ দাবি করে।

এই সংখ্যার আর একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষ সংবাদ —

'জাতিসংঘের প্রধান সেনাপতিব পদ হইতে ম্যাক আর্থার বিতাড়িত : চীন-ভূখন্ডে যুদ্ধ সম্প্রসারণের চক্রান্তে বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদের পরিণতি : প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান কর্তৃক ম্যাক আর্থারের পদে জেনারেল রিজওয়েকে নিয়োগ'

ওয়াশিংটন, ১১ই এপ্রিল, ... প্রেসিডেন্ট এক বিশেষ সাংবাদিক সম্মেলনে ম্যাক আর্থারের পদচ্যুতি ঘোষণা করেন। বেলা ১টার মধ্যে জেনারেল ম্যাক আর্থারকে তাঁহার সমস্ত দায়িত্ব জেনারেল রিজওয়েকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। .... হোয়াইট হাউস হইতে এ সম্পর্কে যে বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, জেনারেল ম্যাক আর্থারের বিবৃতি ও কার্যাবলী প্রেসিডেন্টের নীতির বিরোধী। ....!

স্বাধীনতা, নব পর্যায় —৬৪তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ১০৯তম সংখ্যা) ১৩ই এপ্রিল ১৯৫১, শুক্রবার ৩০শে চৈত্র ১৩৫৭তে প্রকাশিত শিরোনাম :

'তেলেঙ্গানা বন্দীদের পুনর্বিচার ও সমস্ত রাজবন্দীর মুক্তি দাবি : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরুর নিকট আন্তর্জাতিক নারী সংঘের তার'

নয় কোটি দশ লক্ষ সদস্যা লইয়া গঠিত আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক নারী সংঘের পক্ষ হইতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সম্পাদিকা মারে ক্লদেৎ ভালিয়াৎ কোতুরিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নিকট এক তারযোগে দাবি করিয়াছেন যে, তেলেঙ্গানা বন্দীদের আইনগত সমস্ত সুবিধা দিয়া পুনর্বিচারের ব্যবস্থা করা হোক এবং বে-আইনীভাবে আটক সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হোক।

'ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হউন ঃ বামপন্থী দলসমূহের প্রতি অরুণা আসফ আলির আবেদন ঃ সোশ্যালিস্ট পার্টির তীব্র সমালোচনা'

১২ই এপ্রিল, সমাজতন্ত্রী নেত্রী শ্রীমতী অরুণা আসফ আলি .... ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক পার্টির কাছে আবেদন করেন যে, যাহারা মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাস করেন. তাহারা আসুন সাধারণ কর্মসূচীর ভিত্তিতে কাজের ভিতর দিয়া আমরা এক হই। একমাত্র এই প্রকার ঐক্যই বামপন্থীদেব সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে।

তিনি প্রস্তাব করেন যে, ব্যাপকভাবে পাঠচক্র সংগঠিত করে। .... কারখানাগুলি ও সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের লইয়া কারখানা সংগ্রাম কমিটি গঠন করিতে হইবে। বর্তমানের নিখিল কৃষক সংগঠনগুলিকে পরিবর্তন করিতে হইবে, ক্ষেতমজুরদের সংগ্রাম কমিটি ও পাঠচক্র সংগঠিত করিতে হইবে।

বামপন্থীদের সম্বন্ধে আলোচনাকালীন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সম্বন্ধে তিনি বলেন কোনও মার্কসবাদীই আজ ভারতের বামপন্থীদের সম্বন্ধে উদাসীন অথবা নিরপেক্ষ থাকিতে পারে না, বিশেষ করিয়া ভারতের "কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থা সম্বন্ধে" ইহার কারণ এই যে চূড়ান্তভাবে "সর্বহারার রাজনৈতিক শ্রেণীসচেতনতা কমিউনিস্ট পার্টির গঠনের আকার না হইয়া পারে না।" কমিউনিস্ট পার্টি "যতদিন পর্যন্ত না তাহাকে শোধরাইয়া লইতে পারে ততদিন পর্যন্ত অধিকাংশ মজুরশ্রেণীর ও অন্যান্য বামপন্থীদের সন্দেহ কিছুটা থাকিয়া যাইবে।"

সমাজতন্ত্রী দল সম্বন্ধে .... মত প্রকাশ করেন যে, এই দলের ভিতর অনেক মার্কসবাদী রহিয়াছেন— যাহারা নেতৃত্ব সম্বন্ধে মোহমুক্ত। এই নেতৃত্ব ইউরোপের সমাজতন্ত্রী দলগুলির সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের মতো একইরকম নীতি অনুসরণ করিতেছেন।

যাহারা বিশ্ব সমাজতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ হিসাবে মার্কিন ধনতন্ত্রবাদকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে, এই নীতি ভারতের সমাজতন্ত্রী দলকে তাঁহাদের পুরোভাগে লইয়া গিয়া হাজির করিয়াছে।

সমাজতন্ত্রীদলের পররাষ্ট্র নীতি .... সোভিয়েত ইউনিয়নের জনসাধারণের বিরুদ্ধে বেপরোয়া, বিরোধী এবং অন্যায় সমালোচনাব সম্ভাব্য প্রতিক্রিযার কথা চিন্তা না করিয়াই সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করা হয়।

— পি টি আই।

"বৃহৎ মালিকগোষ্ঠীর কাছে সবকার আত্মসমর্পণ করিয়াছেন" — অন্যতম ধনকুবের গোয়েঙ্কার পত্রিকার অভিযোগ

গোয়েঙ্কার "ইন্ডিয়ান ফাইনান্স" পত্রিকার ৭ই এপ্রিল তারিখের সংখ্যায় "বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ও সরকারের নীতি" শীর্ষক এক প্রবন্ধে বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর নিকট প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারত সরকার আত্মসমর্পণ করিতেছেন বলিয়া তীব্র অভিযোগ করা হইয়াছে ;

.... টাটা-বিড়লা প্রভৃতি রাঘব বোয়ালের পরেই ধনিক হিসাবে গোয়েঙ্কাদের নাম করা হইয়া থাকে এবং বৃহৎ ধনিকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গোয়েঙ্কাব পত্রিকার এই অভিযোগের মধ্যে ভারতীয় ধনিক সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে স্বার্থের সংঘাতের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি রহিয়াছে।

আত্মসমর্পণের ইতিহাস

প্রবন্ধটিতে বলা হইয়াছে, গত কয়েকমাস যাহা দেখা গিয়াছে, তাহাকে প্রতিটি ফ্রন্টে বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর কাছে সরকারের অস্বীকৃত এবং প্রচ্ছন্ন আত্মসমর্পণ বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে

পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, শিল্প জাতীয়করণ সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতি উল্লেখ করিয়া পত্রিকাটি বলিয়াছে, জাতীয়করণ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী, তাঁহার সহযোগী মন্ত্রীবর্গ এবং কংগ্রেসের বীরত্বপূর্ণ উক্তির স্মৃতি ছাড়া আজ আর অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নাই।

.... মধ্যপ্রদেশে একটি কাগজের কলের জন্য সরকারের তরফ হইতে অনেক কাজ করার পর, কলটির পরিচালনার ভার ম্যানেজিং এজেন্সীর হাতে দেওয়া হইয়াছে, টেলিফোনগুলিকে লিমিটেড কোম্পানি করা হইয়াছে। সিন্দরিতে সারের কারখানাকেও লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত করা হইবে। এই সমস্ত ব্যাপারেই, গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠানগুলি চালু করার গুরুদায়িত্ব লইয়াছেন এবং পরের ভিক্ষার সহজ কাজগুলি ব্যবসায়ীদের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

................কৃষকদের হাতেই দেশের উদ্বৃত্ত টাকার বেশিরভাগ জমিয়া উঠার যে কথা বৃহৎ ব্যবসায়ীগোষ্ঠী ঢাক পিটাইয়া বলিয়া থাকে, ভারত সরকার সেই অসমর্থিত ধারণাটিকেই মানিয়া লইয়াছেন।

এই সংখ্যার অন্যান্য শিরোনাম —

'ভারত কর্তৃক কোরিয়ায় মার্কিন ফৌজকে চার লক্ষ চটের থলি উপহার ঃ অথচ পাটের পরিবর্তে সোভিয়েতের খাদ্যদানের প্রস্তাব গ্রহণে দ্বিধা', 'ভারতের পেন্সিল শিল্পে মালিকানা হস্তগত করিতে মার্কিন অনুপ্রবেশের চেষ্টা', **'মাদ্রাজে ৪২ জন কমিউনিস্ট বন্দীর মুক্তিলাভ'**—

১২ই এপ্রিল মাদ্রাজ সরকার ৪২ জন কমিউনিস্ট রাজবন্দীর মুক্তির আদেশ দিয়েছেন।.... .... জনৈক সরকারী মুখপত্র বলেন যে, এই মুক্তির আদেশ দ্বারা কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি সরকারের নীতির কোনও পরিবর্তন বুঝাইবে না।

মাদ্রাজ রাজ্যে এখনও তিনশত কমিউনিস্টকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে।

— পি টি আই।

স্বাধীনতা, নবপর্যায় — ৬৫তম সংখ্যা, (ষষ্ঠ বর্ষ ১১০তম সংখ্যা) ১৪ই এপ্রিল ১৯৫১, শনিবার ৩১শে চৈত্র ১৩৫৭তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'গণতান্ত্রিক নির্বাচনের জন্য বিনা বিচারে আটক বন্দীদের মুক্তি চাই ঃ সদ্যমুক্ত রাজবন্দীদের দাবি'

এডভাইসরী বোর্ডের সুপারিশক্রমে বিভিন্ন জেল হইতে মুক্ত ২৩ জন রাজবন্দী — মণিকুন্তলা সেন (প্রেসিডেন্সী জেল), জলি কোল, হিমাংশু সিংহ, প্রভাত মিত্র, সুনীল বসুরায়, দেবেন্দ্র বিজয় সেন, গোপাল দাস, গৌর দাস, কানাই ভট্টাচার্য, সুনীল সেনগুপ্ত ও অরবিন্দু ঘোষ (দমদম সেন্ট্রাল জেল), কেষ্ট ঘোষ, সুমতি মজুমদার, রামদেও রায়, ডাঃ বিমল বাগচী, সুকুমার গুপ্ত, সুবোধ ভাওয়াল ও সুশীল গাঙ্গুলি (বক্সা জেল), মঞ্জু বসু, মতি সরকার ও অমিয় ব্যানার্জি (বহরমপুর জেল) এবং এস মহিউদ্দীন (আলিপুর জেল) এক বিবৃতিতে যে সমস্ত আটক রাজবন্দীকে এখনও আটক রাখা হইতেছে তাহাদের মধ্যে কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ, আবদুর রেজ্জাক খাঁ, নিরঞ্জন সেনগুপ্ত প্রভৃতি কমিউনিস্ট নেতাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি যে কিরকম হাস্যকর ও অলীক তাহা দেখাইয়া বলিয়াছেন যে, উহাদিগকে রীতিমতো অন্যায় ও জবরদস্তি সহকারে এখনও আটক রাখা হইয়াছে।........... আগামী নির্বাচনে স্বাধীনতা ও শান্তিকামী সকল দল, উপদল ও ব্যক্তির মিলিত ফ্রন্টের জয়লাভ সুনিশ্চিত করিয়া দেশের শান্তি ও স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করা দরকার। উপসংহারে বাংলার সমস্ত স্বাধীনতা ও শান্তিকামী দল প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে এই বন্দীদের মুক্তির জন্য তুমুল আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

.... দায়িত্বশীল কমিউনিস্ট নেতারা সম্প্রতি বহু বিবৃতি মারফত কমিউনিস্ট পার্টির অতীত ভুলের কথা স্বীকার করিয়াছেন যে আজ প্রধান কর্তব্য হইতেছে সাম্রাজ্যবাদ ও তাহার অনুগামীদের বিরুদ্ধে শান্তি ও প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের সমস্ত প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি বিশেষ ও পার্টিগুলি লইয়া গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন করা কমিউনিস্টরা এ কথা পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করিয়াছেন ও আমরাও করিতেছি যে, আগামী নির্বাচনে কমিউনিস্টরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে এবং ঐ উদ্দেশ্যে তাহারা পুর্ণ ব্যক্তি স্বাধীনতা চায়। ন্যায় ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্লোগানই আজিকার দিনে পার্টির প্রধান স্লোগান। .... সমস্ত জনসাধারণের সহিত শান্তি ও বন্ধুত্বের জন্য কমিউনিস্টরা সংগ্রাম করিবে।

ভূমিসংস্কার ও খাদ্য আমদানির ভিত্তিতে কমিউনিস্টরা খাদ্য সমস্যার সমাধান চায়।

কমিউনিস্টরা জনসাধারণেব উন্নত জীবনযাত্রার মান চায়।

কমিউনিস্টরা সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃত্ব মুক্ত স্বাধীন ভারতবর্ষ চায়।

.... আমরা বিশ্বাস করি যে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারী বাংলাদেশের জনসাধাবণ সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন কবিবেন।

এই সংখ্যায় অন্যান্য বিশেষ শিরোনাম ঃ

'অদ্য ১৪ই এপ্রিল সারা ভারত বিড়ি শ্রমিক কর্মচারী হরতাল ঃ বিড়ি শ্রমিক প্রতিবাদ দিবস পালন করুন ঃ বি পি টি ইউ, সি'র আবেদন', **'লেক হাসপাতাল তোলার বিরুদ্ধে বিশিষ্ট চিকিৎসকবৃন্দ ঃ আন্দোলন গড়িয়া তোলার জন্য জনসাধারণের প্রতি আবেদন'**

... . বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারী চিকিৎকদের মধ্যে আছেন ; ডাঃ জে সি ব্যানার্জি, ডি এম গুপ্ত, কে কে কে ঘোষ, বি কে সেনগুপ্ত, পি কে সেন, জে কে রায়, কে এন দে, এ সি উকিল, বি মান্না, এম কে চ্যাটার্জি, এস কোনার, এম এন ছেত্রি, এ কে সেন, এস কে মুন্সী, এম এন দে, টি কে বসু, এস মিত্র, পি কে ঘোষ, জি পাঁজা, এ কে বোস, সমর রায়চৌধুরী, এম এ বায়চৌধুরী, বি এন ব্যানার্জি, আর চ্যাটার্জি. এস মিত্র, জে চক্রবর্তী, এ বি মুখার্জি, এ কে দাস, জে সেন, এস কে সেন, ও কে বসু, পি কে চ্যাটার্জি, এ এন রায়, জে মজুমদার, সলিল দত্ত, এস সি চ্যাটার্জি, পি এন চৌধুরী, এম এন বিশ্বাস প্রভৃতি।

এছাড়াও আছে 'তেলেঙ্গানা বন্দীদের প্রাণদণ্ড মকুব কর ঃ ভোলানাথ পেপার হাউস এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের দাবি এবং বীরভূম কীর্ণাহার অঞ্চলে গণসহি'।

স্বাধীনতা, নব পর্যায় — ৬৬তম সংখ্যা, (ষষ্ঠবর্ষ ১১১তম সংখ্যা) ১৫ই এপ্রিল ১৯৫১, ববিবার ১লা বৈশাখ ১৩৫৮তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'তেলেঙ্গানার বারো জন কৃষককে ফাঁসি দেওয়া চলিবে না ঃ কাটোয়া জনসভার দাবি ঃ গোবিন্দপুর (বর্ধমান) ইউনিয়ন বোর্ডের প্রস্তাব ঃ চন্দননগর অভিযাত্রী সংঘের প্রস্তাব' —

'ইহারা মুক্ত না হইলে বাংলায় গণতান্ত্রিক নির্বা:ন হইতে পারে না' —

বক্সা জেলে এখনই ২৬ জন আটক বন্দী রহিয়াছেন। ইহাদেব মধ্যে প্রিয় ট্রাম শ্রমিক নেতা ক্ষেত্র নারায়ণ মিশির, প্রবীণ জননায়ক ও কৃষকনেতা আবদুর রেজাক খান, অগ্নিদিনের নায়ক সতীশ পাকড়াশী এবং তরুণ অধ্যাপক অনিল চ্যাটার্জি শক্ত অসুখে ভুগিতেছেন।

ইহাদের মধ্যে আছেন তরুণ বিজলী শ্রমিক মকবুল, সুপরিচিত সাংবাদিক শিব শঙ্কর মিত্র, কৃষক, শ্রমিক ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অনেক কর্মী ও নেতা।

বহরমপুর জেলে এখনও পর্যন্ত ২০ জন বন্দী আটক রহিয়া গিয়াছেন .... ।

স্বাধীনতা, নব পর্যায় — ৬৭তম সংখ্যা, (ষষ্ঠবর্ষ ১১২তম সংখ্যা) ১৬ই এপ্রিল ১৯৫১, সোমবার ২রা

বৈশাখ ১৩৫৮তে প্রকাশিত —

'ট্রেড ইউনিয়ন গড়িয়া তুলুন ঃ বোম্বাই-এর বার্তাজীবী সম্মেলনের ডাক'

১৫ই এপ্রিল, ন্যাশনাল হেরল্ড-এর সম্পাদক শ্রীযুক্ত চেলাপথি রাও-এর সভাপতিত্বে আজ এখানে বোম্বাইয়ের কার্যরত বার্তাজীবীদের প্রথম কনভেনশনের উদ্বোধন হয়।

সভাপতি শ্রীযুক্ত রাও দেশের বার্তাজীবীদের ট্রেড ইউনিয়নের ভিত্তিতে সংগঠিত হইতে আবেদন করেন। তিনি বলেন যে "বার্তাজীবী সাংবাদিকদের মধ্যেই ঐক্যের সর্বাপেক্ষা একান্ত অভাব। যাহারা কোন না কোন পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন তাঁহারা এবং সংশ্লিষ্ট নাই তাঁহারা যদি আজ ট্রেড ইউনিয়নের ভিত্তিতে সংগঠিত হইতে না পারেন তাহা হইলে তাঁহারা বাঁচিতে পারিবেন না।"

'ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পথে বাধা ঃ সরকাবী দপ্তরের বে-আইনী ও অসঙ্গত কার্যপদ্ধতি'

লেবর কমিশনার ও রোজষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের অফিসের কার্যাবলীর উপর একটু দৃষ্টি দিলেই পশ্চিমবাংলার কংগ্রেসী সরকারের শ্রমনীতির কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়।

ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ডিসপিউট অ্যাক্ট অনুযায়ী এই অফিসের নিকট কোন শ্রমবিরোধ উপস্থিত হইলেই তাড়াতাড়ি সালিশ বৈঠক ডাকার নিয়ম আইনে রহিয়াছে। কিন্তু এই নিয়ম কতটুকু মানা হয় এবং শ্রমবিরোধের ব্যাপারে লেবর কমিশনারের অফিসের কর্মচারীরা কতটুকু নিরপেক্ষ থাকেন নিচের কয়েকটি ঘটনা হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

.... তিনমাস যাবৎ আসাম, বেঙ্গল রাবার ওয়ার্কার্স-এ শ্রমবিরোধ ....

নিউ ট্যাঙ্কার গাজা সামসুদ্দিনের চামড়া গুদামের তিম মাস যাবৎ শ্রমবিরোধ..........

উল্টোডাঙ্গার নান পটারীর শ্রমিকদের .... চার মাস যাবৎ ডেপুটেশন গণ-দরখাস্ত প্রভৃতি বারে বাবে দেওয়া সত্ত্বেও .... এই বিরোধ মীমাংসার জন্য লেবর কমিশনারেব অফিস কোন চেষ্টাই করে নাই। .. ..

ফিনিক্স ফসনেও .... বে-আইনীভাবে ছাঁটাই করা হইয়াছে। এক্ষেত্রেও লেবর কমিশনারের অফিস কোন ব্যবস্থা করে নাই ....।

লক্ষ্মী ম্যাচ কারখানায় শ্রমিকদের দৈনিক বারো আনা মজুরীতে কাজ করিতে হয়। .... কয়েকমাস যাবৎ লেবর কমিশনারের অফিসে ঘোরাঘুরি কবিয়াছেন। কিন্তু লেবর কমিশনারের দপ্তরকে দিয়া কোন সালিশী বৈঠকের বাবস্থা করানো যায় নাই।

রেজিষ্ট্রেশন কাটার হুমকি —রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের অফিস হইতে বিভিন্ন ইউনিয়নকে .... চিঠিপত্র প্রায়ই দেওয়া হয় যে, সাতদিনের মধ্যে 'অমুকটা' না করিলে বেজিষ্ট্রেশন কাটিয়া দেওয়া হইবে। ... . কিন্তু এই অফিসের কর্মচারীরা চিঠিপত্র লিখিবার সময় এই আইনেব কথা আমলেই আনেন না।

ব্রুকবন্ড শ্রমিকদের ইউনিযনের (লালঝান্ডা) রেজিষ্ট্রেশন আছে। .... বিদেশী কোম্পানী ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সক্রিয় হইয়া ওঠে। .... রেজিষ্ট্রেশন খারিজ না হওযা সত্ত্বেও লেবর কমিশনারের অফিস ইউনিয়নের সাথে শ্রমিকদের অভাব অভিযোগ লইয়া আলোচনা করিতে চাহিতেছে না।

নতুন ইউনিয়ন গঠনেও বাধা — নতুন ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশনের ব্যাপারে আরো আশ্চর্য ঘটনা চোখে পড়িতেছে। কোন একটি ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রি করার আবেদনপত্রে যে শ্রমিকরা সহি করিয়াছিলেন, রেজিষ্ট্রি অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিসের কর্তারা সেই কারখানায় যাইয়া কারখানা মালিকের সামনে

সেইসব শ্রমিককে ডাকাইয়া জেরা করিয়াছেন। এইভাবে জঙ্গী শ্রমিকদের নাম মালিকের নিকট ফাঁস করিয়া দেবার পবিত্র দায়িত্বই এই সরকারী কর্তারা গ্রহণ করিয়াছেন। এই কার্যকলাপ যে বে-আইনী তাহা এই অফিসের কর্তাদের বিবেচনারই বিষয় নহে। ....

.... এইরকম অসংখ্য ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ... শ্রমিকেরা নিজেদের ইউনিয়ন গঠনে যাহাতে আইনগত সুযোগ-সুবিধা না পায় তাহার ব্যবস্থা করাই লেবর কমিশনার ও রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন অফিসের নীতি হইয়াও দাঁড়াইয়াছে।

'খাদ্য ও বস্ত্রের দাবিতে গ্রামাঞ্চলে ঐক্যবদ্ধ অভিযান : বর্ধমান, বীরভূম, আন্দুল, মৌড়ীতে বিপুল জনসমাবেশ : শান্তি প্রস্তাব সমর্থন এবং বন্দীমুক্তি ও দমননীতি প্রত্যাহারের দাবি'

খাদ্য ও বস্ত্রের দাবিতে বাংলার গ্রামাঞ্চলে বড়ো বড়ো জনসমাবেশ মারফত এক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন শুরু হইয়াছে।

গত ১১ই এপ্রিল, কাটোয়ায় চার হাজার গত ৭ই এপ্রিল বীরভূমে নলহাটিতে দুই হাজার এবং আন্দুলে ৮ই এপ্রিল প্রায় ৭০০ জন কৃষক, মধ্যবিত্ত প্রভৃতির কয়েকটি বড়ো বড়ো ঐক্যবদ্ধ সমাবেশ হয়।

বীরভূমের সভায় হেমন্ত বসু হইতে শুরু করিয়া ফরোয়ার্ড ব্লক, আর এস পি, কমিউনিস্ট পার্টি, কৃষক-প্রজা দল প্রভৃতি বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন দলের কর্মীদের একই মঞ্চে সমবেত হইতে দেখা যায়।

কাটোয়ায় খাদ্য সম্মেলন হইতে বার্লিন শান্তি প্রস্তাবকে সমর্থন ও নির্বাচনের জন্য অবিলম্বে বন্দীমুক্তি ও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহারের দাবী জানানো হয়।

•

স্বাধীনতা, নব পর্যায় - ৬৮তম সংখ্যা, (ষষ্ঠ বর্ষ ১১৩তম সংখ্যা) ১৭ই এপ্রিল ১৯৫১, মঙ্গলবার ৩ রা বৈশাখ ১৩৫৮তে প্রকাশিত :

'কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ —দিল্লিতে স্থানান্তরিত করার সম্ভাবনা'

১৬ই এপ্রিল বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেল বিনা বিচারে আটক বন্দী কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদকে দুই-একদিনের মধ্যেই দিল্লিতে স্থানান্তরিত করা হইবে এবং সেখানে তাঁহাকে সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত করা হইবে।

'অকারণে হয়রানি. ন্যায্যভাগ ফাঁকি এবং ব্যাপক উচ্ছেদ : পুলিস, আমলা ও পেটোয়া ভাগচাষ বোর্ডের সাহায্যে বর্গাদার আইন কার্যকরী করার নমুনা'

মেদিনীপুর, ১২ই এপ্রিল — মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল, সুতাহাটা, নন্দীগ্রাম, নাচুরী, কাঁথি, রামনগর, এগরা, ভগবানপুর ও পটাশপুর থানায় ব্যাপক এলাকায় বর্গাদার আইন অনুসারে প্রাপ্য ভাগচাষীদের ন্যায্য ভাগও দেওয়া হইতেছে না। সরকারী আমলা, পুলিস ক্যাম্প এবং পেটোয়া ভাগচাষ বোর্ডগুলির সাহায্যে জোতদাররা ব্যাপকভাবে চাষী উচ্ছেদ এবং আধি ভাগই বহাল রাখার চেষ্টা করিতেছে।

'বিহার রাজ্য ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস — বার্লিন শান্তি আবেদনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন : ভারতে পাঁচ-শক্তি সম্মেলন আহ্বান করার দাবি : তেলেঙ্গানা কৃষকদের মৃত্যুদন্ড রহিতের দাবিতে ব্যাপক আন্দোলনের সিদ্ধান্ত'

.... গত ২৬শে মার্চ বিহার রাজ্য ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির এক সভা হইয়া গিয়াছে।

এই সভা বিশ্বশান্তি পরিষদের পঞ্চ শক্তি শান্তি চুক্তির বার্লিন প্রস্তাব সমর্থন করে এবং সারা ভারত শান্তি সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটি নয়া দিল্লিতে বৃহৎ পাঁচ-শক্তির শান্তি সম্মেলন আহ্বানের জন্য ভারত সরকারকে যে অনুরোধ করিয়াছেন, এই সভা তাহা সমর্থন করিয়াছে।

.............ওয়ার্কিং কমিটি অপর এক প্রস্তাবে সিদ্ধান্ত করেন যে, তেলেঙ্গানার ১২জন কৃষকের প্রতি ফাঁসিব আদেশ রদ করিবার জন্য ভারত রিপাবলিকের সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও হায়দরাবাদের রাজপ্রমুখের নিকট আবেদন জানানো হইবে। ওয়ার্কিং কমিটি বিহার রাজ্য ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বিভিন্ন ইউনিটকে নির্দেশ দিয়া বলিয়াছেন যে, এই মৃত্যুদন্ডাজ্ঞা রহিত করিবার দাবি লইয়া সারা বিহারে তুমুল আন্দোলন চালাইতে হইবে এবং প্রতি সভা ও সমাবেশ হইতে মৃত্যুদন্ড রহিতের আবেদন কবিয়া ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ও রাজপ্রমুখের নিকট তারবার্তা প্রেরণ করিতে হইবে। এই দাবি সমর্থন করিবার জন্য ওয়ার্কিং কমিটি অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনের নিকটও আবেদন জানাইয়াছেন।

আর একটি প্রস্তাবে দেশব্যাপী প্রতিবাদ অগ্রাহ্য কবিয়া কমরেড বালু স্বামীকে ফাঁসি দেওয়ায় তীব্র নিন্দা কবা হয়।

এই সংখ্যায় অন্যান্য বিশেষ শিরোনাম — 'আউষ চাষ চুলায় যাক বেশি করিয়া পাট বোনো ঃ মুর্শিদাবাদে আউষেব বীজ ৩০ টাকা কিন্তু পাটেব জন্য ১ লক্ষ বিঘা জমি বরাদ্দ', 'বিহাবের দুর্ভিক্ষের কাহিনীতে নেহরুর বুক বিদীর্ণ ঃ যথাসাধ্য করিবার মৌখিক আশ্বাস ঃ দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলের রিপোর্ট আসিয়া পৌঁছিয়াছে বলিয়া ঘোষণা', 'শান্তি চাই, নাগবিক অধিকার চাই, মূল্যবৃদ্ধির অবসান চাই ঃ অস্ট্রেলিয়াব নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচী', 'ম্যাকার্থারকে তাড়ানো যুদ্ধবিস্তৃত করার নয়া ফিকির মাত্র ঃ পিকিং পিপল্‌স্ ডেলী'র প্রবন্ধে ট্রুম্যানের চক্রান্ত ফাঁস', 'মার্কিন শ্রমিক ও নাগরিকদের মধ্যে শান্তির আকাঙ্খা বিস্ময়কর গতিতে পরিব্যাপ্ত হইতেছে ঃ ভাবিষ্যতের পূর্বাভাস বলিয়া সদ্যমুক্ত কমিউনিস্ট নেতার ঘোষণা' প্রভৃতি।

স্বাধীনতা, নব পর্যায় - ৬৯তম সংখ্যা, (ষষ্ঠ বর্ষ ১১৪তম সংখ্যা) ১৮ই এপ্রিল ১৯৫১, বুধবার ৪ঠা বৈশাখ ১৩৫৮তে প্রকাশিত ঃ

'ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করিতে না পারায় আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিলাম ঃ বিহারে লাট প্রাসাদের সম্মুখে মুমূর্ষু গ্রামবাসীর জবানবন্দী ঃ বিহারে দুর্ভিক্ষের মর্মন্তুদ কাহিনী'

১৬ই এপ্রিল পাটনায় সারন জেলার গোপালপুর গ্রামের ৫০ বছর বয়স্ক এক গ্রামবাসীকে লাটপ্রাসাদের সম্মুখে এক গাছে ফাঁসিতে ঝুলিতে দেখা যায়। ....।

পুলিসের নিকট জবানবন্দীতে মুমূর্ষু গ্রামবাসীরা বলেন যে, পেটের জ্বালা সইতে না পারিয়াই আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিলেন। .... ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট তাঁহার স্ত্রী ও ছোট দুইটি কন্যার ভরণ-পোষণের জন্য সরকারী সাহায্য চাহিয়া আবেদন জানান। বিহারের রাজ্যপালের নিকটও তিনি অনুরূপ খাদ্যবস্ত্রের আবেদন করেন। .... পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও তিনি কোনো চাকরি জুটাইতে পারেন নাই এবং স্ত্রী-কন্যার .... মুখে খাদ্য জোগাইতে পারেন নাই।

স্বাধীনতা, নব পর্যায় - ৭০তম সংখ্যা, (ষষ্ঠ বর্ষ ১১৫তম সংখ্যা) ১৯শে এপ্রিল ১৯৫১, বৃহস্পতিবার ৫ ই বৈশাখ ১৩৫৮তে প্রকাশিত ঃ

'বোম্বাইতে মজুর ঐক্য স্থাপনের প্রয়াস ঃ বিভিন্ন পার্টি ও গ্রুপের যুক্তভাবে মে-দিবস পালনের সিদ্ধান্ত'

শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য স্থাপনের প্রথম ধাপ হিসাবে যুক্তভাবে 'পয়লা মে' পালনের আলোচনার জন্য সম্প্রতি বোম্বাই শহরের বিভিন্ন শ্রমিক-পার্টি ও গ্রুপের এক সভা হইয়া গিয়াছে। .... নিম্নোক্ত পার্টি ও গ্রুপের প্রতিনিধিগণ সভায় যোগদান করেন।

(১) ওয়ার্কার্স ও পিজন্টস্ পার্টি (মোর, জজ ও দেশমুখের প্রভাবিত), (২) কমিউনিস্ট পার্টি, (৩) বোম্বাই গিড়িনি কামগড় ইউনিয়ন (লালঝান্ডা), (৪) বোম্বাই প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, (৫) ফরোয়ার্ড কমিউনিস্ট পার্টি। সোস্যালিস্ট পার্টি (বোম্বাই), হিন্দ মজদুর সভা (বোম্বাই) ও মিল মজদুর সভা আমন্ত্রিত হইয়াও যোগদান করেন নাই।

সভায় যুক্তভাবে 'পয়লা মে' পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া নিম্নোক্ত ব্যাক্তদের লইয়া সংযুক্ত মে-দিবস পালন কমিটি' গঠিত হয়। (১) বাবুরাও জগতশ, (২) এস এস মিরাজকর, (৩) কে এন জোগলেকর, (৪) নানা পাতিল, (৫) এস জি পাটকর, (৬) ডাঃ মোরে।

সিডিউলকাষ্ট ফেডারেশনের জন্য একটি আসন খালি রাখা হইয়াছে। শ্রীমতী অরুণা আসফ আলীকে মে-দিবসের সংযুক্ত শ্রমিক সমাবেশে সভাপতিত্ব করিবার অনুরোধ জানাইয়া একটি প্রস্তাব সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

'ভারতের দুর্ভিক্ষের দাওয়াই ঃ আন্তর্জাতিক মুষ্টিভিক্ষার ব্যবস্থা'

জাতিসংঘের সম্পাদকমন্ডলীকে লইয়া গঠিত একটি কমিটি কর্তৃক ভাবতের জন্য মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহের পরিকল্পনা জাতিসংঘের সম্পাদক মিঃ ট্রিগভি লাই সমর্থন করিযাছেন।

মিঃ লাই সম্প্রতি বলিয়াছেন যে, সম্পাদকমন্ডলীর অনেক সদস্য ভারতের বর্তমান বিপজ্জনক খাদ্য সঙ্কট প্রত্যক্ষভাবে ও ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছিলেন। আমি তাঁহাদের এই প্রস্তাব সর্বান্তকরণে সমর্থন করি। স্বভাবতই এই দান হইবে সামান্য কিন্তু আমাদেব দেওয়া প্রতি পাউন্ড শস্য ভারতের কোন একজনকে নিশ্চয়ই উপবাসের হাত হইতে বাঁচাইতে পারিবে। এবং তাহার সাথে সাথে ভারতের জনতার প্রতি জাতিসংঘের সম্পাদকমন্ডলীর বন্ধুত্ব ও সক্রিয় আগ্রহ প্রমাণিত হইবে।

- পি টি আই

'বিশ্বের জনমত ম্যাকার্থারকে বিতাড়ণে বাধ্য করিয়াছে ঃ কমরেড হ্যারি পলিটের অভিমত ঃ নূতন প্রতারণার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী'

১৬ই এপ্রিল ব্রিটি শ কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড হ্যারী পলিট সম্প্রতি ম্যাক আর্থারের অপসারণ সম্পর্কে এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, বিশ্বের শক্তিশালী জনমত ম্যাক আর্থারকে অপসারণ করিতে বাধ্য করিয়াছে। ইহার ফলে কোরিয়ার যুদ্ধের অবসান এবং এখনই ব্রিটিশ সৈন্য সরাইয়া আনা, বিশ্বশান্তির উদ্দেশ্যকে রক্ষা করার সংগ্রাম এবং বৃহৎ পঞ্চ শক্তির মধ্যে শান্তিচুক্তির সংগ্রাম তীব্রতর করিতে ব্রিটেনের শান্তিপ্রিয় জনগণ উৎসাহিত হইবে।

'প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলনে সমবেত প্রচেষ্টার নূতন স্তর ঃ প্রস্তুতি কমিটি গঠনের জন্য বিশিষ্ট নাট্যকার ও অভিনেতাদের বিবৃতি'

বাংলার নাট্যজগতে এক গভীর সঙ্কট লক্ষ্য করিয়া তাহার প্রতিকারের জন্য সমবেত প্রচেষ্টার উদ্যোগী হইয়া কয়েকজন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, অভিনেতা মিলিয়া .... একটি নাট্য সম্মেলন ও নাট্যোৎসবের জন্য প্রস্তুতি কমিটি গড়িবার লক্ষ্য নিয়া এই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন। শচীন সেনগুপ্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, মনোজ বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতাপ চন্দ্র চন্দ, উৎপল দত্ত (লিটিল থিয়েটার), গঙ্গাপদ বসু (বহুরূপী), জ্ঞান মজুমদার (নাট্যচক্র), বরেন রায় (দীপায়ন সংস্কৃতি সংঘ), নিরঞ্জন সেন (সর্বভারতীয় গণনাট্য সংঘ), ডেভিড কোহেন (ইউনিটি থিয়েটার), চিন্ময় ঘোষদস্তিদার (ভবানীপুর

আর্ট অ্যান্ড কালচার), দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (নাট্যচক্র, ভদ্রকালী), মোমতাজ আহমেদ খাঁ (স্বস্তিকা সংঘ), রমানাথ সেনগুপ্ত (আনন্দ নাট্য কুঞ্জ)।

বিবৃতি প্রসঙ্গে তাঁহারা বলিয়াছেন ঃ বাংলার সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নাট্য আন্দোলন অপেক্ষাকৃত নবাগত হইলেও জাতীয় সাংস্কৃতিক জীবনে বাংলার নাটক ও অভিনয় অভূতপূর্ব প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। কিন্তু নাট্যজগতে আজ এক গভীর সঙ্কট দেখা দিয়াছে।

দেশের লোকসংস্কৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়াই আমাদের নাট্যশালার বর্তমান দুর্গতির কারণ। ....।

.... নাট্য আন্দোলনের পথে প্রধান অন্তরায় সামন্ত যুগীয় চিন্তাধারা। নাট্যশালার সামন্তবাদী ধারাটি প্রধান হইয়া উঠিয়াছে. ...... যাহারা একদিন বাংলার রঙ্গমঞ্চে প্রগতিশীল নাটকের জন্য সংগ্রাম করিয়াছেন, তাঁহারা যেন ক্রমশই হীনবল, স্তব্ধ ও নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িতেছেন।

অপরদিকে পুলিস কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ বাংলার নাট্য আন্দোলনকে এক বিবাট সমস্যার সম্মুখীন করিয়া তুলিয়াছে। প্রগতিশীল নাটক ও তাহার অভিনয় নিষিদ্ধকরণ, মঞ্চ মালিক এবং বিভিন্ন সভাগৃহের কর্তৃপক্ষগণের উপর নানারূপ বিধিনিষেধ আবোপ, যেকোন নূতন নাটকের অভিনয় পুলিসের অনুমতি-সাপেক্ষ করিবার জন্য নাট্য সম্প্রদায়গুলির চাপ ও অপেশাদার নাট্যানুষ্ঠানের উপর আমোদকরেব বোঝা চাপাইয়া দেওয়া প্রভৃতি সরকারী হস্তক্ষেপের ফলে একদিকে প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলনের শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। অপরদিকে পেশাদার মঞ্চ জগৎ নিজের অস্তিত্ব কোনরকমে বজায় রাখিবার জন্য অত্যন্ত পুরাতন পথে ঘুরপাক খাইয়া মরিতেছে। .... প্রগতিশীল নাট্যকার, অভিনেতা, প্রযোজক, পরিচালক, নাট্য সমালোচক ও নাট্যানুরাগী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের মিলিত প্রচেষ্টার দ্বারাই এই সঙ্কট হইতে মুক্তি পাওয়া যাইতে পারে।

অতএব সমবেত প্রচেষ্টাব প্রথম সোপান স্বরূপ আমরা অচিরে পশ্চিমবঙ্গের একটি নাট্য সম্মেলন ও নাট্যোৎসবের প্রয়োজন অনুভব করিতেছি। সেখানে নাট্যমোদী গণতান্ত্রিক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান মাত্রই মতামত প্রকাশের সুযোগ পাইবেন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাঁহাদের উন্নত শিল্পকলাকে সর্বসাধারণের সমক্ষে তুলিয়া ধরিতে পারিবেন। এতৎ সম্পর্কে কর্তব্য নির্ধারণ এবং প্রস্তাবিত নাট্য সম্মেলন ও নাট্যোৎসবের জন্য একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠনের উদ্দেশ্যে আগামী ২৪শে এপ্রিল (১৯৫১), মঙ্গলবার অপরাহ্ন সাড়ে ৫ ঘটিকায় কমার্শিয়াল মিউজিয়াম হলে (কলেজ স্ট্রীট মার্কেট. কলিকাতা) একটি সভাব আয়োজন করিতেছি। ... .

এই সংখ্যায় আর একটি প্রকাশিত বিশেষ শিরোনাম ঃ

'কোরিয়ার' প্রতি ভারতবর্ষ ঃ স্তালিন পুরস্কারপ্রাপ্ত বীরাঙ্গনার প্রতি ডাঃ অটলের বাণী'

পিকিং, ১৮ই এপ্রিল, সারা ভারত শান্তি সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটির সভাপতি ও বিশ্বশান্তি পবিষদের সদস্য ডাঃ অটল কোরীয় গণতান্ত্রিক নারী সংঘের সভাপতি পাক জনি আইকে অভিনন্দন জানাইয়া এক তারবার্তা প্রেরণ করেন।

আপনাকে স্তালিন শান্তি পুরস্কার দিয়া আন্তর্জাতিক স্তালিন শান্তি পুরস্কার কমিটি পৃথিবীর শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য আপনার সংগ্রামকে যে স্বীকৃতি দিয়াছেন তজ্জন্য আপনি আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে শান্তি ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আপনার বীর দেশ যে বীরত্বপূর্ণ লড়াই চালাইতেছে তাহার দিকে ভারতের কোটি কোটি লোক গভীর ঔৎসুক্যের সহিত তাকাইয়া আছে।

আমরা সকলেই আপনাদের জয় ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পরাজয় কামনা করি।

-- রয়টার

স্বাধীনতা, নব পর্যায় - ৭১তম সংখ্যা, (ষষ্ঠ বর্ষ ১১৬তম সংখ্যা) ২০শে এপ্রিল ১৯৫১, শুক্রবার ৬ ই বৈশাখ ১৩৫৮তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

ভারত সীমান্তবর্তী নেপালের বৃহত্তম শিল্পকেন্দ্র 'বিরাটনগরে শ্রমিক মিছিলের উপর পুলিসের নির্বিচার গুলি বর্ষণ ঃ মোট ১৪ জন নিহত ঃ ৫১ জনেরও অধিক আহত ঃ প্রতিবাদে শহরের সর্বত্র হরতাল প্রতিপালিত,' 'সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতি যুদ্ধের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ ঃ সোভিয়েত ও চীনের সহিত ভারতের মৈত্রী দুনিয়ায় স্থায়ী শান্তি আনিবে ঃ বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের উক্তি', 'সোভিয়েত, চীন প্রভৃতির সহিত অনাক্রমণ চুক্তি করা হউক ঃ আমেরিকার নিকট ইতালীয় পররাষ্ট্র সচিবের প্রস্তাব ঃ আটলান্টিক চুক্তির সুখী পরিবারে ভাঙনের সূত্রপাত', 'শান্তিরক্ষা আইনের জন্য ফরাসী পার্লামেন্টে বিল ঃ যুদ্ধ প্রচারের বিরুদ্ধে শান্তি সৈনিকদের অভিযান',

' রেল ও পোর্টে অপ্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিক নিয়োগ নিষিদ্ধ করিয়া পার্লামেন্টে বিল আনয়ন'

নয়াদিল্লি, ১৯শে এপ্রিল, শ্রমমন্ত্রীর পক্ষে উৎপাদন ও সরবরাহমন্ত্রী শ্রীযুত গ্যাডগিল আজ পার্লামেন্টে এই মর্মে এক বিল আনেন যে, রেলওয়ে এবং পোর্টে এখন হইতে ১৫ ও ১৭ জন বয়স্ক শ্রমিকদের রাত্রে কাজে বহাল রাখা চলিবে না। ১৫ বৎসরের নিচে কোন ছেলে-মেয়েকে পোর্ট এলাকায় কোন কাজে নিয়োগ করা যাহাতে না হয বিলে তাহাও উল্লেখ করা হয়।

- পি টি আই

স্বাধীনতা, নব পর্যায় - ৭২তম সংখ্যা, (ষষ্ঠ বর্ষ ১১৭তম সংখ্যা) ২১শে এপ্রিল ১৯৫১, শনিবার ৭ ই বৈশাখ ১৩৫৮তে প্রকাশিত ঃ

'কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদের হেবিয়াস কর্পাস আবেদন ঃ ২৭শে এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টে শুনানী আরম্ভ হওয়ার কথা'

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ দীর্ঘকাল যাবৎ তাঁহাকে বে-আইনীভাবে আটক রাখা সম্পর্কে বাংলা সরকারের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে ১ হেবিয়াস কর্পাস আবেদনপত্র পেশ করিয়াছেন।

কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদকে ১৯৪৮ সালের ২৬শে মার্চ গ্রেপ্তার করিয়া দমদম জেলে আটক রাখা হয়। আটকের ৩ মাস পরে মুক্তিলাভের মাত্র দুইদিন পরেই তাঁহাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়।

(প্রয়োজনীয় সংযোজনী ঃ ১৯৪৮ সালের ২৬শে মার্চ যাঁরা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে আছেন কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ, আবদুর রেজ্জাক খান, শ্যামসুল হুদা, সুবোধ রায়, সোমনাথ হোড়, সুনীল কুন্দগ্রামী, অধ্যাপক সুনিল মুন্সী, কেদার ভট্টাচার্য, অজয় হোম, সমীর দাশগুপ্ত প্রমুখ আরও বহু কমরেড। তাঁরা সকলেই প্রথমে প্রেসিডেন্সি জেলে আটক ছিলেন। কয়েকজন কমরেড ১৫ দিন পর এবং বাকি কমরেড তিনমাস পর মুক্তি পান। মুক্তি পাওয়ার ৫ মাস পর পুনরায় গ্রেপ্তার হলেন কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ, সুবোধ রায়, শামসুল হুদা প্রমুখ আরও বহু কমরেড। এঁদের দমদম সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হয় এবং কমরেড সুবোধ রায় প্রমুখ বেশ কিছু কমরেডকে বক্সার জেলে স্থানান্তরিত করা হয়।)

জেলে সরকারী অব্যবস্থায় তিনি (কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ) গুরুতর রূপে অসুস্থ হইয়া পড়েন ও আজ পর্যন্ত সরকার তাঁহার চিকিৎসার কোন সুবন্দোবস্ত না করার ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য ক্রমাগতই খারাপের দিকে চলিয়াছে।

এই বৃদ্ধ দেশপ্রেমিককে বিনা কারণে অসুস্থ অবস্থায়ও আটক রাখার প্রতিবাদে ও তাঁহার মুক্তির

দাবিতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা কমিটি ব্যাপকভাবে গণসহি সংগ্রহ করেন। বাংলার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহার অবিলম্বে মুক্তির দাবি জানাইয়া পশ্চিমবাংলা সরকারের নিকট আবেদন জানান। কিন্তু এই সমস্ত আবেদনের প্রতি কোনরূপ কর্ণপাত না করিয়াই পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্পূর্ণ বে-আইনী আইনের দ্বারা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের স্তম্ভ বিশেষ কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদকে আজ পর্যন্ত আটক রাখিয়াছেন।

'মে দিবসে বিনা শর্তে ছুটি চাই'

অপর কোন ছুটির দিনে কাজ করিবার শর্তে মে-দিবসে ছুটি দেওয়া হইবে — এই মর্মে ভারত সরকার যে নির্দেশ দিয়াছেন তাহার প্রতিবাদে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে ইউ টি / ইউ সি'র সাধারণ সম্পাদক শ্রী মৃণালকান্তি বসু দাবি করেন যে মে-দিবসে বিনা শর্তে ছুটি দিতে হইবে। তিনি অন্যান্য কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনকেও উপরোক্ত দাবি উপস্থিত করিবার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন।

- পি টি আই

'পঞ্চশক্তি শান্তি চুক্তির জন্য বিশ্বশান্তি সংসদের আবেদনে সহি দিন ঃ বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের আহ্বান'

কলিকাতা, ২০শে এপ্রিল - .... বাংলার কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক বলিয়াছেন ঃ

"আমরা লেখক হিসাবে এই আবেদনের সহিত নিজেদের যুক্ত করিতেছি। এবং বাংলাদেশের সমস্ত লেখককে এই আবেদনে স্বাক্ষর করার জন্য আবেদন জানাইতেছি।"

স্বাক্ষর — সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধ সান্যাল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, গজেন্দ্রনাথ মিত্র, সুমথনাথ ঘোষ, কৃষ্ণদয়াল বসু, গোপাল হালদার, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

বিশ্বশান্তি সংসদের আবেদন

কি কি কারণে বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কার উদ্ভব হইয়াছে সেই সম্পর্কে মতামত নির্বিশেষে সারা দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষ যে আশা পোষণ করেন তাহা পূরণ করিবার জন্য ঃ

শান্তিকে শক্তিশালী ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তাকে সুরক্ষিত করার জন্য ঃ

আমরা দাবি করি — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীনের জনগণের রিপাবলিক, গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্স — এই পাঁচটি বৃহৎ শক্তি ১টি শান্তি চুক্তি সম্পাদন করুন।

কোনো বৃহৎ রাষ্ট্রের সরকার কর্তৃক এই শান্তিচুক্তি সম্পাদনের জন্য সাক্ষাৎকারের অস্বীকৃতিতে আমরা সেই সবকারের আক্রমণাত্মক অভিসন্ধির সাক্ষ্য বলিয়া গণ্য করিব।

আমরা সকল শান্তিপ্রিয় জাতিকে আহ্বান জানাইতেছি, সকল দেশের জন্য উন্মুক্ত এই শান্তিচুক্তি সম্পাদনকে উঁহারা সমর্থন করুন।

আমরা আমাদের নিজেদের স্বাক্ষর এই আবেদনের সঙ্গে যুক্ত করিয়াছি ও সকল শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন নর-নারীকে ও শান্তিকে শক্তিশালী করিতে চান ঐ সমস্ত সংগঠনকে আমরা এই আবেদনে স্বাক্ষর করিবার জন্য আবেদন জানাইতেছি। এই আবেদনে প্রথম স্বাক্ষরকারী হইলেন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ফ্রিডরিক জোলিও কুরি প্রমুখ বিশ্বশান্তি কাউন্সিলে দুনিয়ার সমস্ত দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ। **এই আবেদনে সহি দিন ঃ অন্যের সহি সংগ্রহ করুন ঃ যুদ্ধ চক্রান্ত ব্যর্থ হইবে।**

'মে দিবস পালন করুন — কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বান'

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ সংগঠনী কমিটি আগামী মে-দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নলিখিত

বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন ঃ

এবার সারা বিশ্বে মে-দিবস উদযাপিত হইবে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজদের প্রত্যক্ষ বিরোধিতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। .... মানুষ শোষণের নির্মম কৌশল এবং বিশ্বময় যুদ্ধের আগুন জ্বালাইবার প্রতিটি চক্রান্তের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণ-প্রতিরোধ সৃষ্টি করাই এবারকার মে-দিবস উদযাপনের প্রধান উদ্দেশ্য। .... ভারতের শ্রমিকশ্রেণীও অবশ্যই সমস্ত দল, সমস্ত শ্রেণীর সহযোগিতায় সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মে-দিবস উদযাপন করিয়া তাহার গুরুদায়িত্ব পালন করিবে।

আমরা পার্টির প্রত্যেক ইউনিটকে উপযুক্তভাবে মে-দিবস পালন করিতে আহ্বান জানাইতেছি এবং তাহার জন্য অন্যান্য দল ও নানা সংগঠনের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া মিলিত উদযাপনের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিতেছি। যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তি রক্ষার জন্য শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমস্ত শোষিতের মিলিত অভিযানের জন্য বিশেষ সচেষ্টতার সহিত এবারকার মে-দিবস উদযাপন সফল করিয়া তুলিতে হইবে।

'আসামে সাধারণ নির্বাচনের আহ্বান ঃ প্রাদেশিক কমিউনিস্ট পার্টির বিবৃতি'

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সম্প্রতি পুনর্গঠিত আসাম প্রাদেশিক কমিটি নির্বাচন সম্পর্কে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন ঃ

আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে আসামে কমিউনিস্টরা কি করিবেন? এই প্রশ্ন এবং অন্যান্য রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক প্রশ্নের সম্মুখীন হইয়া আসামের কমিউনিস্টরা ১৯৪৮ সালের নির্বাচিত প্রাদেশিক কমিটিকে আবার প্রতিষ্ঠিত করা এবং উহাতে আরও নূতন সভ্য গ্রহণ করার দাবি জানাইতেছিলেন। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক সভায় প্রাদেশিক কমিটি পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ কমিটি-সভ্য জেলে পচিতেছেন, অথবা ব্যক্তিস্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত বলিয়া মাত্র ছয়জন প্রাদেশিক কমিটি সভ্য উহাতে যোগ দিতে সমর্থ হন। ফলে অবিলম্বে পার্টিসভ্যদের মতামত লইয়া কমিটিকে পুনর্গঠিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

প্রাদেশিক কমিটি পার্টির নির্ভুল কর্মপন্থার জন্য আভ্যন্তরীণ আলোচনা চালানো, অতীতের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অথবা দলগত ভুল-ভ্রান্তির পর্যালোচনা করিয়া উহার অবসান করা এবং অবিলম্বে সাধাবণ নির্বাচন সম্বন্ধে একটি সাধারণ রাজনৈতিক বিবৃতি দান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করিয়াছে।

প্রাদেশিক কমিটি আসন্ন সাধারণ নির্বাচন সম্পর্কে কমিটির মতামত ব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন যে, ... পার্টির প্রতি সরকারের মনোভাব যাহাই হোক না কেন, নির্বাচনে তাঁহারা অংশগ্রহণ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করেন।

"কমিউনিস্ট পার্টি এবং অন্যান্য সংগঠনকে পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার দান করা হোক" গণতন্ত্রী শক্তির এই দাবির প্রতি সরকারের বিরোধিতা উহা দূর করার জন্য আরও জোরদার আন্দোলন করিয়া চলিবে বলিয়া প্রাদেশিক কমিটি আশা প্রকাশ করেন।

.... অতীতে সংকীর্ণতাবাদী পার্টি নেতাদের অনাচারে বহিষ্কৃত অথবা অসন্তুষ্ট পার্টি সভ্য ও দরদী সহ সকল পার্টিসভ্য ও দরদীর প্রতি আবেদন, তাঁহারা যেন শান্তি, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জয়লাভের জন্য আসন্ন নির্বাচনের আন্দোলনে সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করেন।

স্বাধীনতা, নব পর্যায় — ৭৩ তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ১১৮তম সংখ্যা) ২২শে এপ্রিল ১৯৫১, রবিবার ৮ই বৈশাখ ১৩৫৮তে প্রকাশিত ঃ

'আগামী নির্বাচনে ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়িয়া তুলুন ঃ শান্তি, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সংগ্রামে কমিউনিস্ট পার্টির ডাক ঃ পশ্চিমবঙ্গের প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটির বিবৃতি'

.... বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, কমিউনিস্ট পার্টি আগামী নির্বাচনে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক

কর্মসূচীর ভিত্তিতে সমস্ত গণতান্ত্রিক ও বামপন্থী পার্টি ও ব্যক্তিদের সহিত নির্বাচনী মৈত্রী গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিবেন। ....

বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, পার্টি অদূর অতীতে যে সকল গুরুতর ভুল করিয়াছেন, সেই সকল ভুল সংশোধন করিয়া ঐক্যবদ্ধ গণ-আন্দোলন ও সংগঠনের বিকাশ সাধনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। জনসমর্থন লাভের জন্য আবেদন জানাইয়া বিবৃতিতে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ হইতে একটি ন্যূনতম কর্মসূচী পেশ করা হইয়াছে।..........।

.... জনসাধারণকে বোকা বানাইবার জন্যই আজ কমিউনিস্ট হিংসার ধুয়া তোলা হইতেছে। সমগ্র ভারতে বিনা বিচারে আটক শত শত কমিউনিস্টকে আদালত ও রিভিউ বোর্ড মুক্তি দিয়াছেন। কিন্তু কোথায় সেই বহুল প্রচারিত কমিউনিস্টদের হিংসাত্মক কার্যকলাপ? সর্বত্রই কমিউনিস্টরা গণ-সংগঠনগুলিতে গণতান্ত্রিক উপায়ে কাজ করিতেছে ও খাদ্য, বস্ত্র এবং জনগণের জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য সংগ্রাম করিতেছে। আমাদের মতামত গোপন করিতে আমরা ঘৃণাবোধ করি। আমরা ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা সর্বদা গণতান্ত্রিক নীতি মানিয়া চলিব এবং আমাদের জনগণের অধিকাংশ অনুমোদন করেন না। এরূপ কোন পথ আমরা কোনও সময়েই গ্রহণ করিব না।

প্রবঞ্চনা ও কুৎসা রটানোর ভিত্তিতে ১৯৪৮ সালে আমাদের পার্টিকে বে-আইনী করিবার পর হইতে সরকার আমাদের পার্টি ও জনগণের বিরুদ্ধে অশ্রুতপূর্ব হিংসাত্মক আক্রমণ চালাইয়াছে। তাহার পর সরকার লাঠি, কাঁদুনে গ্যাস ও গুলী চালাইয়া শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, মধ্যবিত্ত প্রভৃতির আইনসঙ্গত ধর্মঘট, সভা ও শোভাযাত্রা ভাঙিয়া দিয়াছে। শহরে, গ্রামে এমনকি কয়েদখানার মধ্যেও সরকার নর-নারীর উপর গুলী চালাইয়াছে। .... অতীতে সরকারের এই সমস্ত আক্রমণে প্ররোচিত হইয়া কমিউনিস্টরা কোন কোন ক্ষেত্রে হতাশার ফলে হঠকারীতাপূর্ণ হিংসাত্মক পন্থা গ্রহণ করে। ... ...।

নেহরু সরকারের অমানুষিক নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার জন্য সমস্ত সৎ নর-নারী এবং সমস্ত গণতান্ত্রিক ও বামপন্থী পার্টিগুলি ও সমস্ত জনসাধারণের নিকট আমরা আবেদন জানাইতেছি। .... আমরা জনগণের নিকট আবেদন জানাইতেছি, তাঁহারা যেন বন্ধুত্বের সঙ্গে আমাদের প্রসারিত হস্তকে গ্রহণ কবেন। সর্বজনসম্মত একটি ন্যূনতম কর্মসূচী সম্পর্কে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করার ও তাহাকে কার্যে পরিণত করার জন্য সম্মত হন।

* শান্তির পক্ষে যুদ্ধের বিরুদ্ধে
* অনতিবিলম্বে স্বাধীন ও ন্যায্য নির্বাচনের জন্য
* সমস্ত রাজনৈতিক মামলার গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রত্যাহারের জন্য
* সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য
* নাগরিক অধিকারের উপর হইতে সমস্ত বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের জন্য।

'খাদ্যের বদলে গুলি এবং লাঠি চার্জ : কোচবিহারে ভুখ মিছিলের উপর বেপরোয়া গুলি চালনায় ৫ জন নিহত, ৪০ জন আহত'

২১শে এপ্রিল পাঁচ হাজারের অধিক এক ভুখ মিছিল কোচবিহারের সরকারী ভবনের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বিক্ষোভকারীরা শান্তিপূর্ণভাবে খাদ্যবস্ত্রের দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন। পুলিস কিন্তু তাহাদের উপর এলোপাথাড়িভাবে গুলিবর্ষণ করে এবং লাঠি চার্জ করিতে

শুরু করে। পুলিসের গুলিতে শোভাযাত্রীদের ৪ জন ঘটনাস্থলে নিহত হন। .... ৪০ জনের অধিক আহত হইয়াছে।

.... আরও একজন মারা গিয়াছেন এবং আহত ব্যক্তিদের মধ্যে ১৩ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

এই সংখ্যায় আর একটি প্রকাশিত বিশেষ শিরোনাম ঃ

'শান্তি সম্মেলন তহবিলে দান করিবার জন্য বিশিষ্ট নাগরিকদের আবেদন'

বিশিষ্ট ব্যক্তি ঃ ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রী হেমন্তকুমার বসু, শ্রী অমব বসু, শ্রী জে সি গুপ্ত, অধ্যাপক ত্রিপুরারী চক্রবর্তী, শ্রী মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, শ্রী জ্যোতি বসু, এম এম এ, শ্রী গোপাল হালদার, শ্রী অজিত বিশ্বাস, শ্রী দেবনাথ দাশ,. ডাঃ জে কে ব্যানার্জি, ডাঃ কর্ণেল জে, আর সেনগুপ্ত, ডাঃ পবিত্র ও শ্রী প্রমোদ সেনগুপ্ত।

স্বাধীনতা, নব পর্যায় —৭৪ তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ১১৯তম সংখ্যা) ২৩শে এপ্রিল ১৯৫১, সোমবার ৯ই বৈশাখ ১৩৫৮তে প্রকাশিত ঃ

'শিশু ও নারী হন্তাদের শাস্তি চাই ঃ বিধান সরকারের পদত্যাগ চাই ঃ ভুখ মিছিলের উপর বর্বর পুলিসী হত্যাকান্ডে আরও একজন নিহত ঃ শহরে সামরিক ফৌজ তলব ঃ বিক্ষুব্ধ জনতা কর্তৃক এস পি'র বাড়ি আক্রান্ত ঃ বিভিন্ন কংগ্রেস অফিস চড়াও'

২২শে এপ্রিল আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য শহরে আজ ফৌজ তলব করা হইয়াছে। তাহারা কোচবিহার শহরের রাস্তায় রাস্তায় টহল দিয়া বেড়াইতেছে। সেক্রেটারী দপ্তরের সম্মুখে ভুখা মিছিলের বিরাট জনতার উপর পুলিসের বেপরোয়া গুলি বর্ষণের ফলে শহরের পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করিয়াছে বলিয়া এক সরকারী মুখপাত্র জানান।.............।

যাহাদের হত্যা করা হইয়াছে

১। বন্দনা তালুকদাব (১৬), ২। সুরেশ তালুকদার (৭), ৩। কবিতা বসু (২৫), ৪। সতীশ দেবনাথ (১৫), ৫। বাদল বিশ্বাস (২০), ৬। মহাবীর কাঞ্জিলাল (২২) প্রমুখ।

'প্রতিবাদে ঐক্য ফ্রন্ট গড়িয়া তুলুন ঃ কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনী কমিটির ডাক'

কোচবিহারের মানুষ ৭০ টাকা মণ-দরে চাউল কিনিতে না পারিয়া ভুখা পেটে মিছিল করিতে গিয়া পাইযাছেন গুলি। এই কি মার্কিন গমের পূর্বাভাষ? .... জঘন্য অপমানের শর্ত দিয়াছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, তাহার সঙ্গে কি ভুখা মানুষের দাবিকে এমনি করিয়া স্তব্ধ করিবার শর্তও রহিয়াছে?

কোচবিহারে নৃশংস হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ জানাইয়া এক বিবৃতি প্রসঙ্গে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি উক্ত মন্তব্য করিয়াছেন। বিবৃতিতে আরও বলা হইয়াছে ঃ

.... আমরা দাবি করি অবিলম্বে বে-সরকারী তদন্ত কমিটি বসাইয়া যতদূর সম্ভব উক্ত হত্যাকান্ডের প্রতিবিধান করা হোক ঃ হত্যাকারীদের অবিলম্বে সাসপেন্ড করিয়া শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক ঃ সাত বছরের বালক, ... কিশোরী বন্দনা, কবিতা কোন চোরাকারবারীর স্বর্গ কিংবা বিধান সরকারের গদিও চাহে নাই; মাত্র দু'মুঠো চাউল চাহিতেই সেই তাজা কচি বুকের রক্তে মাটি লাল হইয়া উঠিল। কিন্তু সুরেশ, বন্দনা, কবিতার রক্ত কোচবিহারের মাটিতে লিখিয়া গিয়াছে — এই বিধানমন্ত্রিসভাই অপরাধী; দেশ শাসনের অধিকার ইহাদের নাই — ইহাদের শাস্তি চাই।

.... দেশের সমস্ত গণতন্ত্রী দল, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির প্রতি আবেদন জানানো হইয়াছে যে, কোচবিহারবাসীর দাবিকে সারা প্রদেশের দাবি বলিয়া ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে বিধান সরকারকে বাধ্য করুন।

'একতা ও শান্তির নামে শপথ লইয়া মে দিবস পালন করুন ঃ ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু ও মিরাজকর'

ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রী মৃণালকান্তি বসু ও অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সহ-সভাপতি শ্রী এস এস মিরাজকর এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, অতীতের ন্যায় এবারও সমগ্র পৃথিবী জুড়িয়া শ্রমিকশ্রেণী একতা ও শান্তির নামে শপথ লইয়া মে-দিবস পালন করিবে। ভারতে এই দিবস পালনের এক বিশেষ তাৎপর্য আছে, কারণ আজ বিশ্বশান্তি বিপন্ন। বিশ্বশান্তি শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য প্রগতিশীল শক্তিগুলির মিলিত উদ্যোগেই কেবল রক্ষিত হইতে পারে। ....।

স্বাধীনতা, নব পর্যায়, ৭৫তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ১২০তম সংখ্যা) ২৪শে এপ্রিল ১৯৫১, মঙ্গলবার ১০ই বৈশাখ ১৩৫৮তে প্রকাশিত ঃ

'কোচবিহারে জনসাধারণের দাবির নিকট সরকারের নতি স্বীকার ঃ ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার এবং জেলায় আংশিক রেশনিং চালু ঃ হত্যাকারীদের প্রকাশ্য বিচারের জন্য সমস্ত দল ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দাবি'

খাদ্য চাহিবার অপরাধে যাহারা জীবন দিল

১। দিব্যেন্দ্র — ডাক নাম বকুল তালুকদার (৭), বুলেট, ২। কবিতা বসু (১৫) নার্স — বেওনেট ও বুলেট, ৩। বন্দনা তালুকদার (১৬) রিভলবারের গুলির আঘাত, ৪। জিতেন ওরফে বাদল বিশ্বাস (২০) বুলেট, ৫। শৈলেশ দেবনাথ (২৫) বুলেট।

বুলেটের দ্বারা সাংঘাতিকভাবে আহত

১। মহাদেব কাঞ্জিলাল (২২) পরে মৃত্যু, ২। সুবোধ দাস, ৩। ইন্দুপ্রভা তালুকদার, ৪। উপেন্দ্র সাহা, ৫। রমেন ঘোষ, ৬। জয়দেব লাল বণিক, ৭। স্বদেশ গুপ্ত নিয়োগী, ৮। বিজন গাঙ্গুলি, ৯। সুনীতি দেবী, ১০। মঙ্গল দাস।

ইহা ভিন্ন লাঠি চার্জের ফলে যে ২০জন আহত হইয়াছেন তাহাদের মধ্যে ১। শৈলেন সরকার, ২। জগদীশ চৌধুরী প্রমুখ অনেকের অবস্থা সঙ্কটজনক ....।

এই সঙ্গে আছে বিশেষ বিশেষ আন্তর্জাতিক শিরোনাম ঃ

'কোরিয়ায় ১০০ মাইল রণাঙ্গণ জুড়িয়া গণফৌজের প্রচন্ড পাল্টা আক্রমণ ঃ বিভিন্ন স্থানে জাতিসংঘ বাহিনীর পশ্চাদপসরণ ঃ শত্রুপক্ষের অবিরাম গোলাবর্ষণ উপেক্ষা করিয়া চন্দ্রালোকে গণফৌজের অগ্রগতি', 'ব্রিটেনের যুদ্ধবাদী মন্ত্রিসভায় ভাঙন ঃ যুদ্ধ বাজেটের প্রতিবাদে (শ্রমসচিব) মিঃ বিভান ও (বাণিজ্য বোর্ডের প্রেসিডেন্ট) মিঃ হ্যারল্ড উইলসনের পদত্যাগ ঃ মন্ত্রিসভার বৈঠকঃ শীঘ্রই নির্বাচনের সম্ভাবনা', 'ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসিষ্ট শাসনের বিরুদ্ধে প্রচন্ড শ্রমিক বিক্ষোভ ঃ উত্তর স্পেনের ২টি শহরে ব্যাপক শ্রমিক ধর্মঘট শুরু'।

এই সঙ্গে আর একটি শিরোনাম ঃ

'কমিউনিস্টদের সহিত ঐক্যবদ্ধ হইবো না ঃ অশোক মেটার ঐক্য-বিরোধী দম্ভোক্তি'

তিরুচি, ২৩শে এপ্রিল ভারতীয় সোস্যালিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রী অশোক মেটা এখানে বলেন যে, তাঁহার পার্টি কমিউনিস্টদের সহিত কোনপ্রকার বোঝাপড়া করিবে না। কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ সংগঠনী কমিটির বিবৃতির উপর মন্তব্য প্রসঙ্গে তিনি ঐ উক্তি করেন। কমিউনিস্ট

পার্টির পশ্চিমবঙ্গ সংগঠনী কমিটি আগামী সাধারণ নির্বাচনে গণতান্ত্রিক ও বামপন্থী পার্টিগুলির মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হইবার জন্য আবেদন জানাইয়াছে।

— পি টি আই

স্বাধীনতা, নব পর্যায় — ৭৬তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ১২১তম সংখ্যা) ২৫শে এপ্রিল ১৯৫১, বুধবার ১১ই বৈশাখ ১৩৫৮তে প্রকাশিত ঃ

'শিশু ও নারী হত্যাকারী সরকারের উচ্ছেদ দাবি ঃ কোচবিহার ঘটনার প্রতিবাদে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের কর্মীর কংগ্রেস ত্যাগ'

২৪ শে এপ্রিল — "আমি চল্লিশ বৎসর যাবৎ কংগ্রেসের সেবা করিয়া আসিতেছি কিন্তু কোচবিহারের হত্যাকান্ডের পর কংগ্রেসের প্রতি আমার সমস্ত মোহ্ দূর হইয়াছে। আমি এই সভায় ঘোষণা করিতেছি যে, আজ হইতে আমি কংগ্রেসের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ কবিলাম।" কোচবিহারে নিরস্ত্র ভুখ মিছিলের উপর পুলিসের গুলি চালনার প্রতিবাদে দেশবন্ধু পার্কে (কলিকাতা) অনুষ্ঠিত এক জনসভায় ১৯০৫ সালের বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের অন্যতম কর্মী শ্রী ললিতমোহন সিংহ্ উপরিউক্ত মন্তব্য করেন।

তিনি আরও বলেন যে, "এক মুষ্ঠি অন্নের পরিবর্তে যে সরকার নির্বিচারে নারী-পুরুষ ও শিশুর উপর গুলি চালায়, সে সরকারেব উচ্ছেদই আমাব কাম্য। ব্যক্তিগত ও দলগত সুখ-সুবিধার উর্ধ্বে রাখিয়া আমি সমস্ত বামপন্থী দল ও প্রগতিশীল ব্যক্তিকে এই সরকারের উচ্ছেদের জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করিতে আহ্বান জানাইতেছি।

কোচবিহারের হত্যাকান্ডের জন্য বিভিন্ন গণ-সংগঠন প্রতিবাদ জানিয়েছেন

হাওড়া ছাত্র ফেডারেশন প্রতিবাদে হাওড়া স্কুলে, কলেজে হরতাল আহ্বান করিয়াছেন।

প্রতিবাদ জানিয়েছেন — সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান পার্টি, হুগলি জেলা ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটি, সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টারের হাওড়া জেলা কমিটি, ওয়েস্ট বেঙ্গল হকার্স অ্যাসোসিয়েশন, গণতান্ত্রিক সংহতি, পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র অ্যাসোসিয়েশন, ভারতীয় বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল, পূর্ব কলিকাতা শ্রমিক ঐক্য সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটি, সালিখা অগ্রগামী দল প্রভৃতি।

'কমিউনিস্ট পার্টি সমাজতন্ত্রী ঐক্য গড়িয়া তুলিবে ঃ পার্টি কর্তৃক অরুণা আসফ আলীর বিবৃতি অভিনন্দিত'

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন ঃ দেশের সমস্ত সমাজতন্ত্রী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হইবার জন্য কমরেড অরুণা আসফ আলীর আহ্বানটিকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি অভিনন্দন জানাইতেছে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদে শিক্ষিত শ্রেণী সচেতন শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য কমিউনিস্ট পার্টির রূপ পরিগ্রহ করিবে এবং শ্রমিকশ্রেণীর সহিত উহার জীবন্ত সম্পর্ক থাকিবে বলিয়া তিনি যে ঘোষণা করিয়াছেন, উহাকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি অভিনন্দিত করিতেছে। একটি ঐক্যবদ্ধ সমাজতন্ত্রী আন্দোলন যাহাতে দেশের সমস্ত বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করিতে পারে সে জন্য মার্কসবাদ-লেনিনবাদী নীতিতে বিশ্বাসী সকল পার্টি ও গ্রুপের আন্দোলনের ভিতর দিয়া একতা গড়িবার জন্য পার্টি ঐকান্তিক চেষ্টা করিবে, এই নিশ্চয়তা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কমরেড অরুণা আসফ আলী এবং সমাজতন্ত্রী ঐক্যের সমর্থকদিগকে দিতেছে।

'পঞ্চ শক্তির শান্তি চুক্তি চাই ঃ বিশ্বশান্তি সংসদের আবেদনে বাংলার মনীষীদের স্বাক্ষরদান ' যেসব বিজ্ঞানী সহি দিয়াছেন'

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা (পালিত অধ্যাপক) — ডিরেকটর নিউক্লিয়র ফিজিক্স ইনষ্টিটিউট।

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু (খয়েরা প্রফেসর) — প্রধান অধ্যাপক বিশুদ্ধ পদার্থবিদ্যা বিভাগ।

ডাঃ প্রভাতচন্দ্র সর্বাধিকারী, ডি-এস সি, পি-এইচ ডি — প্রধান অধ্যাপক উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ।

ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী, ডি এস সি (এডিনবরা) এফ-এন-আই — অধ্যাপক প্রাণিতত্ত্ব বিভাগ।

ডাঃ মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী, পি এইচ ডি — প্রধান অধ্যাপক ফলিত রসায়ন বিভাগ।

ডাঃ অমরেন্দ্রনাথ সাহা, ডি এস সি — অধ্যাপক ঐ।

আরও সহি দিয়াছেন সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রী প্রফুল্লকুমার গুহ এবং সহাধ্যক্ষ শ্রী রমণীমোহন রায়, ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী শ্রী যামিনী রায়, কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান ব্যারিষ্টাররা।

সহি দিয়াছেন লেখক ও সাংবাদিক শ্রী বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রী চঞ্চল কুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রী সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, শ্রী পরিমল গোস্বামী, শ্রী নন্দ গোপাল সেনগুপ্ত, শ্রী কৃষ্ণদয়াল বসু, শ্রী গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য।

তৃতীয় বিশ্ব যুব-ছাত্র শান্তি- উৎসবের জন্য ৯০টি দেশে ব্যাপক প্রস্তুতি ঃ আগস্ট মাসে বার্লিনে ২০ লক্ষাধিক যুব-ছাত্র সমাবেশের আয়োজন'

আগামী ৫ই হইতে ১৯শে আগস্ট বার্লিনে তৃতীয় বিশ্ব যুব-ছাত্র শান্তি উৎসব হইবে। বিশ্ব-গণতন্ত্রী যুব ফেডারেশন ও আন্তর্জাতিক ছাত্র ইউনিয়ন এই উৎসবের উদ্যোক্তা। সাবা দুনিয়ার ২৫ হাজারের বেশি ছাত্র-যুব এবং ২০ লক্ষ জার্মান যুবক-যুবতী এই উৎসবে যোগ দেবেন।

নতুন যুদ্ধের বিপদেব বিরুদ্ধে শান্তির জন্য সংগ্রামে যুবশক্তি সংঘবদ্ধ হও ঃ

উৎসবের এই স্লোগানেই তাহার লক্ষ্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

স্বাধীনতা, নব পর্যায় — ৭৭তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ১২২তম সংখ্যা) ২৬শে এপ্রিল ১৯৫১, বৃহস্পতিবার ১২ই বৈশাখ ১৩৫৮তে প্রকাশিত ঃ

'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নূতন নীতি ঘোষণা ঃ চারি হাজার শব্দ সমন্বিত বিবৃতি প্রকাশ'

বোম্বাই, ২৫শে এপ্রিল — আজ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ভারতের জনসাধারণের "রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির" চৌত্রিশ ধারার কর্মপন্থা ঘোষণা করেন ও "জনগণতন্ত্রের এক নূতন সরকারের দ্বারা বর্তমান গণতন্ত্র-বিরোধী গণস্বার্থ-বিরোধী সরকাবের পরিবর্তনের জন্য "ভারতের শ্রমজীবী জনতাকে" ঐক্যবদ্ধ হইবার আবেদন জানান।

পার্টির পলিট ব্যুরো কর্তৃক নির্ধারিত কর্মপন্থা মূল কথাগুলি উল্লেখ করিয়া প্রচারিত বিবৃতিতে বলা হয়, এশিয়ায় ভারতই হইলো শেষ বৃহত্তম পরাধীন অর্ধ-ঔপনিবেশিক দেশ। যেখানে আজও সাম্রাজ্যবাদীরা লুঠ ও শোষণ চালাইতেছে।

বিবৃতিতে বলা হয় "কমিউনিস্ট পার্টি বিশ্বাস করে যে, ভারতও শীঘ্রই বিজয়ী জনগণতন্ত্র হিসাবে বিশ্বের মহান জাতিগুলির মধ্যে আপনার আসন পরিগ্রহ করিবে ও সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইবে।"

চার হাজার কথায় সমাপ্ত বিবৃতিতে পার্টির কর্মপন্থার রণকৌশলের "আমূল পরিবর্তনে"র কথা ঘোষণা করা হয়, যে কর্মপন্থার মধ্যে আছে শ্রমিকশ্রেণীর সরকার প্রতিষ্ঠা ও বিনা খেসারতে সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা।

বিবৃতিতে সমস্ত বিদেশী শিল্প, ব্যাঙ্ক, ব্যবসার প্রতিষ্ঠান, জাহাজ কোম্পানি ও চা বাগান প্রভৃতি জাতীয়করণের দাবি করা হয়।

আরও যে যে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ নিয়ে লেখা হয়েছে ঃ অনু-শিরোনাম ঃ

পররাষ্ট্র নীতি ....

জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা ....

কমিউনিস্ট পার্টির দায়িত্ব ঃ

ঘোষণাটিতে বলা হয়, "জনসাধারণের সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসা কমিউনিস্ট পার্টি তাহার দায়িত্ব বলিয়া মনে করে। .... ভারতের শ্রমিকশ্রেণীকে কি বাস্তব দায়িত্ব পালন করিতে হইবে সে সম্পর্কে একটা খসড়া দেওয়া কমিউনিস্ট পার্টি নিজে দায়িত্ব বলিয়া মনে করে।"

আশাভঙ্গ ও মোহমুক্তি ....

শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা ....

মধ্যবিত্তের অবস্থা ....

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন ....

জাতীয় ভাষা ....

ঐক্যেব আবেদন ঃ

ঐক্যের আবেদন করিয়া বিবৃতিটিতে বলা হয়, "আমাদের দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য, সামন্ততন্ত্রের দমনের হাত হইতে কৃষকশ্রেণীর মুক্তির জন্য, শ্রমজীবী জনতার জীবনের উন্নতি সাধনের জন্য, আমাদের কৃষি ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নের জন্য ও দেশের সাংস্কৃতিক অগ্রগতির জন্য আমাদের পার্টি লক্ষ লক্ষ মেহনতী মানুষকে একটিমাত্র গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে ঐক্যবদ্ধ হইবার আবেদন করিতেছেন। আবেদন কবিতেছেন শ্রমিকশ্রেণীর কাছে, কৃষকশ্রেণীর কাছে, মেহনতী বুদ্ধিজীবীর কাছে, মধ্যবিত্তের কাছে, দেশের স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধশালী জীবনের বিকাশ সাধনে আগ্রহশীল জাতীয় বুর্জোয়াদের কাছে।"

- পি টি আই.

সংযোজন ঃ

"ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির খসড়া প্রোগ্রাম" (ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরো কর্তৃক গৃহীত) পূর্ণ বয়ানটি স্বাধীনতা'র নব পর্যায় - ৮০তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ১২৫তম সংখ্যা) ২৯শে এপ্রিল ১৯৫১, এই তারিখে প্রকাশিত হয় এবং তা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশ যে পি টি আই কর্তৃক প্রচারিত অনেক জায়গায় ভুল আছে।

এই সংখ্যার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম ঃ

'দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালাইতে হইবে ঃ কমিউনিস্ট পার্টির কোচবিহার জেলা কমিটির আহ্বান'

কোচবিহার, ২৪শে এপ্রিল "এত বড় ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যেও কোচবিহারের জনসাধারণ যে অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিয়াছেন, শাসকগোষ্ঠীর তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত ছিল, তৎপরিবর্তে তাহারা যে সাফাই গাহিতেছেন, তাহাতেই জনসাধারণের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিতেছে। এই নৃশংস হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে কমিউনিস্ট পার্টি এখনই মিলিত সংগ্রাম কমিটির তদন্তে সাব্যস্ত অপরাধীদের গ্রেপ্তার, বরখাস্ত ও শাস্তি বিধান দাবি করিতেছে এবং পূর্ণ রেশন ব্যবস্থা চালু না হওয়া পর্যন্ত এই উপলক্ষে সমস্ত ওয়ারেন্ট ও দমনমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার এবং সমস্ত ক্ষয়ক্ষতির জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপুরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালাইয়া যাইবার আবেদন জানাইতেছে এবং কোচবিহার হইতে মনোনীত কংগ্রেসী এম এল এ-দের অবিলম্বে পদত্যাগ দাবি করিতেছে ঃ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কোচবিহার জেলা সংগঠনী কমিটির পক্ষ হইতে .... উপরোক্ত দাবি ও আহ্বান জানান হইয়াছে।

এছাড়া অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম ঃ

'কোচবিহার হত্যাকান্ড -— বিধান সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও বিক্ষোভ ঃ কলিকাতার

বিভিন্ন প্রতিবাদ সভায় বামপন্থী ঐক্যের আহ্বান', 'কোচবিহার হত্যার জন্য দায়ী অফিসারদের শাস্তি চাই ঃ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে বিধান মন্ত্রিসভার পদত্যাগ দাবি'।

'আগামী নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির কার্যক্রম ঃ কমরেড জেড-এ আহ্‌মদের বিবৃতি'

২৪ শে এপ্রিল, ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির উত্তরপ্রদেশ কমিটির নবনির্বাচিত সেক্রেটারী ডাঃ জেড. এ. আহ্‌মদ আজ বলেন যে, আগামী নির্বাচনে দেশের সমস্ত প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক শক্তির সহিত কমিউনিস্ট পার্টি হাত মিলাইবে; জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যাহাতে সত্য সত্যই তাঁহাদের গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙক্ষা ও স্বার্থকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন, সেই জন্যই কমিউনিস্ট পার্টি এই চেষ্টা করিবে।

.... তিনি বলেন যে, পার্টির অভ্যন্তরে বিপুল আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়া কমিউনিস্ট পার্টি এক নূতন কার্যক্রম গ্রহণ করিয়াছে। কমিউনিস্ট পার্টির নূতন রাজনৈতিক কর্মসূচীর মূল বক্তব্য হইল ব্যাপক ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন করা; এই ফ্রন্টের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক সমস্ত দল, শ্রেণী, গ্রুপ, ব্যক্তিবিশেষ থাকিবেন। যাঁহারা দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা, ব্যাপক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক সংস্কার ও ভারতকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তির পক্ষে রাখিতে সচেষ্ট হইবেন, তাঁহারাই এই ফ্রন্টে থাকিবেন।

- পি টি আই

স্বাধীনতা, নব পর্যায়—৭৮তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ১২৩তম সংখ্যা) ২৭শে এপ্রিল ১৯৫১, শুক্রবার ১৩ই বৈশাখ ১৩৫৮তে প্রকাশিত শিরোনামের মধ্যে অন্যতম শিরোনাম ঃ

'কমিউনিস্ট নেতা কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের মুক্তির আদেশ ঃ দীর্ঘ তিন বৎসর পর আজীবন জাতীয় মুক্তিযোদ্ধার কারামুক্তি'

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদকে মুক্তির আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবাংলা প্রাদেশিক শাখাকে অবৈধ ঘোষণার পরই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের আজীবন যোদ্ধা এই বৃদ্ধ নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁহাকে .... একবার মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু মাত্র আড়াই দিন পরেই আবার গ্রেপ্তার করা হয়।

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ .... বন্দীশালাতেই ছিলেন; কিন্তু মাত্র কয়েকদিন আগে তাঁহাকে দিল্লিতে নেওয়া হয়। কলিকাতা হাইকোর্ট কর্তৃক তাঁহার হেবিয়াস কর্পাসের আবেদন নাকচ করার বিরুদ্ধে তিনি সুপ্রিম কোর্টে আপীল করিয়াছিলেন। অদ্য সুপ্রিম কোর্টে মামলার শুনানির দিন ছিল। কিন্তু শুনানির একদিন আগেই অ্যাডভাইসরি বোর্ডের সুপারিশক্রমে পশ্চিমবাংলার সরকার তাঁহার মুক্তির আদেশ ঘোষণা করেন।

নিজস্ব সংযোজন

কাকাবাবু মুক্তি পাওয়ার আগে পর্যন্ত নব পর্যায়ে স্বাধীনতা'র প্রায় প্রতিটি সংখ্যায় শিরোনামযুক্ত বক্তব্য তুলে ধরে পার্টির পরিবর্তিত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির একটি রূপরেখা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। হাইকোর্টের রায়ে পার্টি আইনী ঘোষিত হওয়ার পরও পার্টির কোন প্রকাশ্য অফিস হয়নি। নব পর্যায়ে প্রকাশিত স্বাধীনতা যে প্রেসে ছাপা হতো, সেই ১৯৯ পার্কষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৭, ইস্ট এন্ড প্রেস-এর বাড়িটিকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে যোগাযোগ কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা হতো। গোপন পার্টি অফিস ও গোপন পার্টি প্রেস সংগঠন পুনরায় প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ করেনি। ১৯৫২

সালের জানুয়ারি মাসে সাধারণ নির্বাচন। কাকাবাবু মুক্তি পাওয়ার পর নব উদ্যোগে পার্টির কাজ শুরু হলো। প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটির তত্ত্বাবধানে ১৯৫১ সালের শেষের দিকে পার্টি সম্মেলনের প্রস্তুতিও শুরু হলো। এই সম্মেলনেই পূর্ণাঙ্গ প্রাদেশিক কমিটি গঠিত হয়।

১৯৫১ সালের ২৭ শে এপ্রিল কাকাবাবুর মুক্তির আদেশ হয়। মুক্তি পেয়ে কাকাবাবু এসে উঠলেন ৭৭ নং ধর্মতলা স্ট্রিটের কমিউনে। ১৯৪৮ সালের ২৬শে মার্চ মাঝরাতে পুলিসের স্পেশাল ব্রাঞ্চ কমরেড সুবোধ রায়, সোমনাথ হোড়, সুনীল কুন্দগ্রামী, সমীর দাশগুপ্তকে গ্রেপ্তার করে কমিউনিটি সীল করে দিয়েছিল। কাকাবাবু আসার পরে দীর্ঘদিন বাদে কমিউনিটি সীলমুক্ত হলো।

ধর্মতলা স্ট্রিটের কমিউন এবং গোপন পার্টি প্রেস তালতলার গার্ডনার লেন-এর বাড়ির দূরত্ব বেশি নয়। গোপন প্রেসে আমরা চারজন ছিলাম। কমরেড পুলিন দত্ত, ধীরেন বিশ্বাস, সমীর দাশগুপ্ত এবং আর একজন কমরেড তাঁর আসল নাম জানি না। গোপন কেন্দ্র থেকে পুলিন দত্ত এবং আমি কাকাবাবুর সঙ্গে এসে ৭৭ নং ধর্মতলা স্ট্রিটের কমিউনে দেখা করলাম। কাকাবাবুর সঙ্গে আলোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করতে বললেন। পার্টি প্রেসের গোপন কেন্দ্রে ছাপার কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। ধীরেন বিশ্বাস এবং অন্য কমরেডটি গোপন কেন্দ্র ছেড়ে চলে গেছেন। আমরা দু'জন পার্টির সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করলাম। এরই মধ্যে কমরেড মণি সিং-এর সঙ্গে পূর্ব সিদ্ধান্ত মতো আমার হাজং যাওয়ার সিদ্ধান্ত কাকাবাবু বাতিল করে দিলেন। কাকাবাবু আমাকে সরস্বতী প্রেসের কর্মাধ্যক্ষ, শৈলেন গুহ'র সঙ্গে কথা বলে আপাতত সেই প্রেসে পাঠাবার কথা ভাবলেন। অবশ্য পরবর্তীকালে তা কার্যকরী হলো না।

কিছুদিন অপেক্ষা কবার পর নির্ধারিত দিনে কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করলে তিনি সিদ্ধান্ত জানালেন। পুলিন দত্ত তখন জানালেন তিনি ঠিক করেছেন পার্টির যদি আর গোপন প্রেস-সংগঠনের প্রয়োজন না হয় তিনি পরিবারে ফিরে যাবেন। গোপন প্রেসে থাকার সময় কমরেড পুলিন দত্তর স্ত্রী মারা যান। কাকাবাবু কমরেড পুলিন দত্তর বক্তব্যতে সম্মতি দিলেন।

সিদ্ধান্ত মতো পার্টির গোপন প্রেস ১৯৫১ সালের যতদূর স্মরণ করতে পারছি জুন মাস নাগাদ উঠে গেল। কাকাবাবু আমাকে পাঠালেন পার্টির গোপন কেন্দ্রে আপার সার্কুলার রোডের একটি বাড়িতে। সেখানে কমরেড নীরোদ চক্রবর্তী এবং কমরেড প্রমথ ভৌমিক-এর সঙ্গে আমার থাকার ব্যবস্থা হলো। তখনও পার্টির প্রকাশ্য প্রাদেশিক অফিস ঠিক হয় নি। পরে কাকাবাবুর উদ্যোগে ৬৪নং লোয়ার সার্কুলার রোডে (বর্তমানে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড) কমরেড করিম সাহেবের বাড়ির দোতলাটি ভাড়া নিয়ে সেখানে পার্টির কেন্দ্রীয় নির্বাচনী অফিস করা হলো। কারণ আর কয়েক মাস পরেই সাধারণ নির্বাচন। কাকাবাবু আমাকে সেই নির্বাচনী অফিসের কাজে নিযুক্ত করলেন।

নির্বাচনী অফিস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রস্তুতি শুরু হলো পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সম্মেলনের। পার্টি বৈধ হওয়ার পর এই প্রথম সম্মেলন। ১৯৫১ সালের অক্টবরের প্রাদেশিক সম্মেলন মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আমি ছিলাম প্রকাশ্য সম্মেলনের কুরিয়ার, কমরেড শৈলেন দাশগুপ্ত ছিলেন গোপন কেন্দ্রের কুরিয়ার। যতদিন সম্মেলন চলেছিল ততদিনই আমি এবং কমরেড শৈলেন দাশগুপ্ত যোগাযোগ করতাম ভবানীপুর অঞ্চলের জগুবাবুর বাজারের ভিতরে একটি দর্জির দোকানে। কমরেড শৈলেন দাশগুপ্ত বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক।

এই পঞ্চম প্রাদেশিক সম্মেলন থেকেই কাকাবাবু সর্বসম্মতিক্রমে সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটিও গঠিত হলো। এবার শুরু হলো বৈধ সংগঠন হিসাবে সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে পার্টির কাজ। কাজ করতে গেলে প্রধান হাতিয়ার দৈনিক কাগজ। কাকাবাবু এবার আলাপ-আলোচনা শুরু করলেন নব পর্যায়ে যে স্বাধীনতা কাগজ বের হচ্ছে তাকে কি করে

আরও সংগঠিত করা যায়, প্রচার বাড়ানো যায়। চিন্তা-ভাবনা শুরু করলেন পার্টির নিজস্ব প্রেস প্রতিষ্ঠার। প্রচুর অর্থের প্রয়োজন।

নব পর্যায়ে, 'স্বাধীনতা' যথারীতি প্রকাশিত হচ্ছে। ৭৯তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ১২৪তম সংখ্যা) ২৮শে এপ্রিল ১৯৫১, শনিবার ১৪ই বৈশাখ ১৩৫৮তে প্রকাশিত একটি আবেদন ঃ

'স্বাধীনতা'র অর্থ ভান্ডার পূরণ করিয়া দিন'

দক্ষিণ কলিকাতা জেলা কংগ্রেস কমিটির সদস্য শ্রী সুশীল চক্রবর্তী "স্বাধীনতা ফান্ডে" টাকা দিয়া লিখিয়াছেন ঃ

'স্বাধীনতা'র নীতিতে যথেষ্ট আস্থাশীল না হইলেও আমি বিশ্বাস করি, জনগণের স্বার্থে এবং কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের বিরুদ্ধে ইহার প্রয়োজন বর্তমানে অনস্বীকার্য। আমার সামান্য সাহায্য ইহার দীর্ঘজীবন লাভে কোনরূপ সহায়তা করিলে সুখী হইব।

'স্বাধীনতা'র জন্য চাঁদার টাকা বাংলার প্রত্যেকটি ঘরে রহিয়াছে। আপনার চেষ্টাই উহাকে সংগ্রহ করিতে পারে।

স্বাধীনতা, নব পর্যায় — ৮০তম সংখ্যাতে একটি আবেদন ঃ

'কাকদ্বীপ কৃষক বন্দীদের বাঁচান'

কাকদ্বীপের ৩৬ জন কৃষক নেতাকে আগামী ৩০শে এপ্রিল স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে বিচারের জন্য উপস্থিত করা হইবে। স্পেশাল কোর্টের পরিবর্তে যাহাতে জুরীর বিচার হয় তাহার দাবি করিবার জন্য আমরা দেশবাসীর নিকট আবেদন করিতেছি। উপযুক্তভাবে তাঁহাদের মামলা পরিচালনার জন্য হাজার হাজার টাকা প্রয়োজন। নিম্নলিখিত ঠিকানায় অবিলম্বে যথাসাধ্য সাহায্য পাঠাইবার জন্য প্রত্যেক দেশবাসীর নিকট আবেদন জানাইতেছি।

— ইতি, ভোলানাথ ঘোষ
সম্পাদক, কাকদ্বীপ ডিফেন্স কমিটি,
৫৫এ মহানির্বান রোড, কলিকাতা-২৯।

স্বাধীনতা, নব পর্যায় - ৮১তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ১২৬তম সংখ্যা) ৩০শে এপ্রিল ১৯৫১, সোমবার ১৬ই বৈশাখ ১৩৫৮তে প্রকাশিত ঃ

'কাকদ্বীপের ৩৬ জন কৃষকের বিচার অদ্য হইতে স্পোশাল ট্রাইব্যুনালে শুরু'

অদ্য হইতে কাকদ্বীপের গজেন মালী প্রমুখ কৃষকের বিচার শুরু হইতেছে কুখ্যাত স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল মারফত।

এই কৃষকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র রাষ্ট্রদ্রোহ ও নরহত্যা প্রভৃতি গুরুতর অভিযোগ আনা হইয়াছে, কিন্তু বিচারে সাধারণ জুরী বিচারের পদ্ধতি অনুসরণ না করিয়া ইংরাজ আমলের মতো স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল বসান হইয়াছে।

উল্লেখযোগ্য যে, গণ-আন্দোলনের অপরাধে ২৪ পরগনা জেলার প্রায় ১০০০ কৃষকের বিরুদ্ধে নানান মামলা দায়ের করা হয়। ইহাদের অধিকাংশই কাকদ্বীপ, সন্দেশখালি এলাকার। ইতিপূর্বে ৬ জন কৃষকের ৭ বৎসর করিয়া কারাদন্ডের আদেশ হইয়া গিয়াছে। এখনো প্রায় ৬০০ জন কৃষকের বিরুদ্ধে প্রায় ৭০টি মামলা চালু রহিয়াছে। ইহাদের অধিকাংশকেই বিচারাধীন অবস্থায় দেড় বৎসর থেকে দুই বৎসর পর্যন্ত কারারুদ্ধ থাকিতে হইয়াছে। বর্তমানেও প্রায় ৮০ জন কৃষক এখনো বিচারাধীন অবস্থায় কারারুদ্ধ আছেন।

'লুণ্ঠন, গৃহদাহ ও পাশবিক অত্যাচার ঃ কাকদ্বীপে কৃষকদের উপর অত্যাচারের নিষ্ঠুর বিবরণ'

স্বাধীনতার বিশেষ সংবাদদাতার বিবরণ — বহু বিঘোষিত কাকদ্বীপ দমনের রথচক্র চালাবার জন্য সরকার এখানকার কৃষকদের নামে অপবাদ দেন অরাজকতার। আমরা গিয়েও সত্যি সত্যি দেখলাম অরাজকতা। কিন্তু সে অরাজকতার স্রষ্টা কৃষক নয়, — জমিদার আর পুলিস।

তাদের নেতৃত্বে কৃষকদের সম্পদ লুণ্ঠন, গৃহদাহ আর পাশবিক অত্যাচার — এই হচ্ছে কংগ্রেসী আমলের কাকদ্বীপের কৃষকদের ইতিহাস। .... ।

কেন আন্দোলন

.... ২৪ পরগনা জেলার সমুদ্রের কাছাকাছি গঙ্গার মোহনায় এই সুন্দরবন অঞ্চলে কাকদ্বীপ। ৩০/৪০ বছর আগে এইসব এলাকা জঙ্গলে ভর্তি ছিল। সরকার এখানকার জমিগুলি তুলে দেন জমিদার ও লাটদারদের হাতে। নানা প্রলোভন দেখিয়ে তারা এখানে কৃষকদের বসায়। সাপ-বাঘের সঙ্গে লড়াই করে এখানকার জঙ্গলকে আবাদে পরিণত করে এই কৃষকরা।

কিন্তু দেখা গেল শ্রমের ফল তাঁরা পাচ্ছেন না। জমিদার জোতদার লাটদারেরা শহরে বসে আমোদ করছেন, আর কৃষকরা ফসলের ন্যায্য ভাগও পাচ্ছেন না।

১৯৪৫ সালে তাই এখানে ভাগচাষীরা দাবি তোলেন তে-ভাগা দিতে হবে। চার-পাঁচ বছর ধরে এই আন্দোলন চলে। এই আন্দোলনের ভিত্তি এতোই ন্যায়সঙ্গত ছিল যে সরকার পর্যন্ত ভাগচাষ আইন পাশ করে দাবির ন্যায্যতা মুখে স্বীকার করতে বাধ্য হন।

অহল্যার রক্ত

কিন্তু এই আন্দোলন চলতে চলতে এলো ১৯৪৭ সালের কংগ্রেসী আমল। চন্দনপীড়ির কৃষক মেয়ে-পুরুষেরা একটি শোভাযাত্রা বার করলে সশস্ত্র পুলিস দল হঠাৎ গুলিবর্ষণ করে। গর্ভবতী অহল্যা সহ ৪ জন কৃষক রমণী ও ৪ জন কৃষক তৎক্ষণাৎ মারা যান।

কংগ্রেসী আমলের এই প্রথম নারী হত্যার এ কাহিনী .... তারপর থেকে ১৯৪৯-৫০ সাল ধরে কৃষকদের উপর চলে পুলিস ও কংগ্রেসী সেবাদলের সৃষ্টি এক বিভীষিকার রাজত্ব। দিনের পর দিন কৃষকদের ঘর থেকে লুট হতে থাকে ধান, চাল, তৈজসপত্র। প্রায় সমস্ত পূর্ণ বয়স্ক পুরুষকেই তাঁরা জেলে পোরে বা গ্রাম ছাড়িতে বাধ্য করে। .... ।

'তেলেঙ্গানার বীর বন্দীগণ ঃ মৃত্যুদন্ড মকুবের আবেদন রাষ্ট্রপতির বিবেচনাধীন'

তেলেঙ্গানার ১২ জন কৃষক বন্দীর মৃত্যুদন্ড মকুবের আবেদন দিল্লিতে পৌঁছিয়াছে এবং সম্প্রতি উহা রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের বিবেচনাধীন রহিয়াছে বলিয়া জানা গেল।

সংশ্লিষ্ট গভর্ণর অথবা রাজপ্রমুখ এই ধরনের আবেদন প্রথম বিবেচনা করেন এবং তাঁহারা প্রত্যাখান করিলে, আবেদন দিল্লিতে রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য প্রেরিত হয়।

নব পর্যায়ে, স্বাধীনতা যথারীতি প্রকাশিত হচ্ছে। ৮২তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ - ১২৭তম সংখ্যা) ১লা মে ১৯৫১, মঙ্গলবার ১৭ই বৈশাখ ১৩৫৮তে প্রকাশিত ঃ

'কাকদ্বীপ কৃষক বন্দীদের মামলা ঃ স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে শুনানী আরম্ভ'

গতকল্য আলিপুর সেশন কোর্টে সেশন জজ মিঃ মণি ভট্টাচার্যের স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে কাকদ্বীপের ৩৬ জন কৃষক বন্দীদের বিচার আরম্ভ হয়।

সশস্ত্র প্রহরী বেষ্টিত বিচারকক্ষের অভ্যন্তরে লৌহনির্মিত একটি খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ বন্দীদের সম্মুখে শুনানী আরম্ভ হয়। ছিন্ন, মলিন বস্ত্রাদি পরিহিত অধিকাংশ বন্দীর ক্লিষ্ট চোখেমুখে সুদীর্ঘ দুই বৎসরের কংগ্রেসী কারাবাসের সমস্ত চিহ্নই লক্ষিত হয়।

কাকদ্বীপের কৃষক আন্দোলনের এক সংক্ষিপ্ত পটভূমিকা দিয়া পাবলিক প্রসিকিউটর মিঃ হরিপদ ব্যানার্জি কৃষক নেতা গজেন মালীর নিকট গ্রেপ্তারের কালে চারিটি চিঠি পাওয়া যায় বলিয়া অভিযোগ করেন। মিঃ ব্যানার্জি চিঠিগুলি কোর্টে পাঠ করেন। চিঠিগুলি বিদ্যুৎ নামক জনৈক কৃষকনেতা কর্তৃক দশরথ, গঙ্গাধর, পরাণ ইত্যাদি কৃষক-কর্মীদের নিকট লিখিত বলিয়া অভিযোগ করা হয়।

"রাষ্ট্রদ্রোহ" এবং "নর হত্যা"র প্রমাণ হিসাবে চিঠিগুলি পড়িবার কতকগুলি উল্লেখযোগ্য অংশ লক্ষিত হয়। যথা ধনী জমিদার, জোতদার কংগ্রেসী দালাল তথা সেবাদলের উপর আক্রমণকে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া উল্লেখ করিযা পত্রলেখক জনসাধারণের উপর আক্রমণ না পড়ে এই ব্যবধানমূলক বাণী উচ্চারণ করেন। একটি চিঠিতে টাকার প্রয়োজনে যেকোনও এক ধনী ব্যক্তির বাড়ি আক্রমণ করার নির্দেশ থাকে। অপর একটি চিঠিতে "বুলেট" সাবধানে খরচ করিবার নির্দেশ থাকে।

অতঃপর আসামীপক্ষের উকীল আসামীদের জন্য ডিভিশন দাবী করেন।

কোর্ট ভাঙ্গা হইবার পর বন্দীগণকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় কয়েদী গাড়িতে তুলিয়া লইয়া পুলিস প্রস্থান করে। বন্দীগণ গাড়ির ভিতর হইতে "কৃষক আন্দোলন জিন্দাবাদ" ইত্যাদি ধ্বনি দিতে দিতে কোর্ট ত্যাগ করেন।

বন্দীগণের পক্ষে উকিলদের মধ্যে শ্রীযুক্ত এন আর দাশগুপ্ত, অরুণপ্রকাশ চ্যাটার্জি, বিমলকুমার দত্ত, পঙ্কজ গাঙ্গুলী সরোজেশ মুখার্জি, কালীপদ দে, মহাদেব সিং এবং গিরীন্দ্র রায়চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

'ঐক্যই দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর মূল শক্তি ঃ বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের ডাক ঃ যুদ্ধের বিরোধিতার আবেদন'

দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণী ও ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্দেশে মে-দিবস উপলক্ষে বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন **ফেডারেশন** .... **আবেদনে** বলা হইয়াছে যে, ঐক্যই শ্রমিকশ্রেণীর ও সমস্ত শ্রমিকের শক্তি।

আবেদনে বলা হইয়াছে, "ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা যুদ্ধের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইবো, অনশন, দারিদ্র্য ও বেকারীকে নিশ্চিহ্ন করিব। সমস্ত দেশের মেহনতী জনতার বাঁচিবার ও কার্য করিবার অবস্থাকে উন্নত কবিব এবং আমাদের সংযুক্ত চেষ্টার ফলে আমরা জনতাকে শোষণকারী ও যুদ্ধের প্ররোচনাদাতা সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের বিরোধিতা করিব।"

.... সমস্ত দেশের শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির প্রতি আহ্বান জানানো হইয়াছে ঃ

* আপনাদের আর্থিক ও সামাজিক দাবির সংগ্রামে যুক্তফ্রন্টকে আরও ব্যাপক করুন।

* শ্রমিক আন্দোলনে সাম্রাজ্যবাদের বিভেদ সৃষ্টিকারী দালালদের মুখোস খুলুন ও তাহাদের দূরে সরাইয়া দিন।

* বৃহৎ পঞ্চশক্তির মধ্যে শান্তি চুক্তির আবেদনে সই করুন।

* জার্মানি ও জাপানেব পুনরস্ত্রীকরণের বিরুদ্ধে লড়ুন।

* বিশ্বশান্তির রক্ষার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলিয়া নিন ও সর্বস্ব দিয়া উহাকে রক্ষা করুন, আন্তর্জাতিক মজুর ঐক্যের পতাকাকে উর্ধ্বে তুলিয়া ধরুন।

* বিশ্বশান্তির জন্য ও উন্নততর জীবনযাত্রা কার্যেব অবস্থার জন্য সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য দীর্ঘজীবী হউক।

* সমস্ত দেশের শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামী প্রতিষ্ঠান বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন দীর্ঘজীবী হউক।

শান্তি আন্দোলন সম্পর্কিত অন্যান্য শিরোনাম :

'শান্তি, স্বাধীনতা ও শ্রমিক স্বার্থের সজাগ প্রহরী বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন', 'শান্তি চুক্তির দাবিতে শ্রমিক, শিক্ষক, লেখকদের মধ্যে সহি সংগ্রহের অগ্রগতি', 'ব্যারাকপুর মহকুমায় শান্তি সম্মেলন : শ্রমিক অঞ্চলে শান্তি সংগ্রামের প্রসার', 'শান্তি চুক্তির দাবিতে সাড়ে ১৮ হাজার সহি : বিশিষ্ট ডাক্তারদের স্বাক্ষর', 'বাগমারী-উল্টোডাঙ্গা শান্তি সম্মেলন', 'শান্তির স্বপক্ষে বেঙ্গল কেমিক্যালের ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক : স্থায়ী শান্তি কমিটি গঠিত', 'দলমত-নিরপেক্ষভাবে শান্তির জন্য দাঁড়াও : মে-দিবসে বিশ্ব-গণতান্ত্রিক যুব সংঘের ডাক', 'শান্তিবাদী না হইয়াও ব্রিটেনের অস্ত্রসজ্জার বিরোধিতা' প্রভৃতি।

স্বাধীনতা, নব পর্যায় — ৮৩তম সংখ্যা (ষষ্ঠবর্ষ, ১২৮তম সংখ্যা) ৩রা মে ১৯৫১, বৃহস্পতিবার ১৯শে বৈশাখ ১৩৫৮তে প্রকাশিত :

'সদ্যমুক্ত কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের আজ কলিকাতায় আগমণ : হাওড়া স্টেশনে সম্বর্ধনার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির আবেদন'

সদ্যমুক্ত কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ দিল্লি মেইল যোগে আজ সকাল ১০-৪০ মিনিটে হাওড়া স্টেশনে (৭ নং প্লাটফরম) আসিয়া পৌঁছিবেন।

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটির এক বিজ্ঞপ্তিতে পার্টির সমস্ত সভ্য ও দরদীদের হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত হইতে নির্দেশ দিয়া জানাইতেছে যে, ভারতের জাতীয় আন্দোলনের এই আজীবন বীর যোদ্ধা ও কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ কয়েকদিন পূর্বে দিল্লিতে পরামর্শদাতা কমিটি কর্তৃক এক আদেশে মুক্তি লাভ করিয়াছেন।.................. পার্টির তরফ হইতে কমরেড আহ্‌মদকে উপযুক্ত সংবর্ধনা জ্ঞাপন করিবার জন্য পার্টির কলিকাতা, হাওড়া, ২৪ পরগণা ও হুগলীর সমস্ত ইউনিটের সভ্য ও দরদীরা সমবেত হউন।

'বোম্বাইয়ে সমারোহে বিভিন্ন দলের যুক্ত উদ্যোগে মে-দিবস পালন : শ্রমিক ঐক্যের শত্রুদের বিরুদ্ধে অরুণা আসফ আলীর সতর্কবাণী'

.... কমিউনিস্ট পার্টি, ওয়ার্কার্স এন্ড পেজেন্টস পার্টি, সোস্যালিস্ট পার্টির বিশংবাদী দল, ফরোয়ার্ড কমিউনিস্ট পার্টি এবং বিপ্লবী সাম্যবাদী দলের সভ্যগণকে লইয়া গঠিত সংযুক্ত মে-দিবস অনুষ্ঠান কমিটি কর্তৃক সংগঠিত জনসভায় শ্রীমতী অরুণা আসফ আলী বলেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, ঐক্যের এই আবেদনকে কার্যকরী করিয়া আমরা সমস্ত বিভক্ত এবং দুর্বল বামপন্থী দলগুলিকে লইয়া একটি সংযুক্ত ফ্রন্ট গঠন করিতে পারিব।.. ....।"

"যদি আমরা অবিলম্বে এই প্রয়োজনীয় কাজ করিতে পারি, তাহলে ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে আত্মবিশ্বাস এবং বিপ্লবী উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আরও বেশি ওয়াকিবহাল হইয়া আগামী মে-দিবস পালন করা সম্ভবপর হইবে।"

শ্রীমতী আসফ আলী শ্রমিকশ্রেণীকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দেন যে, তাঁহারা যেন প্রবঞ্চক বন্ধুদের উপর বিশ্বাস স্থাপন না করেন, কারণ এই সমস্ত বন্ধুরা এখনও বিশ্বাসঘাতকতা করিবার জন্য ব্যবস্থা করিতেছে। ....।

এই সভা সোস্যালিস্ট পার্টিকে এই বলিয়া দোষী সাব্যস্ত করে যে, এই পার্টি মার্কিন ব্রিটিশ যুদ্ধবাদীদের সোভিয়েত ও চীন বিরোধী নীতি ও উক্ত যুদ্ধবাদীগণ কর্তৃক পৃথিবীতে আর একটি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধাইবার নীতি সমর্থন করে। ....।

মে-দিবসের উল্লেখযোগ্য শিরোনাম — 'মে-দিবসের অভূতপূর্ব সমাবেশে দেশে দেশে শ্রমিক ঐক্যের বিজয় ঘোষণা ঃ মস্কো রেড স্কোয়ারে কমরেড স্তালিন কর্তৃক উৎসব পরিদর্শন ঃ চীন ও ইতালীতে সুদীর্ঘ শোভাযাত্রা ও সভায় স্থায়ী শান্তির শপথ গ্রহণ', 'তেহরাণে বিপুল মে-দিবস উৎসব ঃ শহীদ ধর্মঘটীদের প্রতিকৃতি সহ ৬০,০০০ লোকের শোভাযাত্রা'।

কাকদ্বীপ মামলা

'বন্দীদের প্রথম শ্রেণী বলিয়া গণ্য'

কলিকাতা ২রা মে — দুই বৎসর বিনা বিচারে চোব-ডাকাতের সহিত সাধারণ বন্দী হিসাবে কংগ্রেসী কারাগারে থাকার পর আজ হইতে কাকদ্বীপ মামলাব অভিযুক্তগণ প্রথমশ্রেণীর বন্দী হিসাবে গণ্য হইলেন। বিগত ৩০শে এপ্রিল বন্দী কৃষকদের পক্ষ সমর্থনকারী উকিল এই দাবি উপস্থিত করার পর ১লা মে সেশন জজ মাননীয় মণি ভট্টাচার্য উক্ত রায় দেন ....।

স্বাধীনতা, নব পর্যায় — ৮৪তম সংখ্যা (ষষ্ঠবর্ষ, ১২৯তম সংখ্যা) ৪ঠা মে ১৯৫১, শুক্রবার ২০শে বৈশাখ ১৩৫৮তে প্রকাশিত ঃ

'হাওড়া স্টেশনে কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের বিপুল সম্বর্ধনা ঃ অভ্যর্থনার জবাবে বন্দীমুক্তি আন্দোলন জোরদার করার আহ্বান'

দীর্ঘ তিন বছর কারাবাসের পর সম্প্রতি মুক্তি পাইয়া কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ গতকাল দিল্লি হইতে ... . কলিকাতায় আসিয়া পৌছান।

হাওড়া স্টেশনে লালঝান্ডা হাতে এক বিরাট জনতা .... ট্রেন প্লাটফরমে পৌছিলে সমগ্র জনতা উচ্চ কণ্ঠে কমরেড মুজফ্‌ফরের দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া তাঁহার কামরার সামনে ছুটিয়া গিয়া উপস্থিত হয়, বজ্রমুষ্টি তুলিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধাভরে অভিনন্দন জানায়।

সংযুক্ত সমাজবাদী সংস্থাব নেতা শ্রী অমর বসু কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতাকে অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন, প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা কমরেড বঙ্কিম মুখার্জি, শামসুল হুদা হইতে শুরু করিয়া কমবেড জ্যোতি বসু ও খ্যাত-অখ্যাত কমিউনিস্ট পার্টির বহু সদস্যই তাঁহাদের প্রিয় নেতাকে সাদর অভ্যর্থনা জানান ....।

হাওড়া স্টেশন হইতে তাঁহাকে সোজা স্বাধীনতা অফিসে আনা হইলে সেখানেও শোভাযাত্রা সহকারে এক জনতা আসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানান।

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলিব পক্ষ হইতে কমরেড আহ্‌মদকে ফুলের তোড়া ও মাল্যদান করা হয়।

প্রাদেশিক কমিউনিস্ট পার্টি, হাওড়া কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, স্বাধীনতা, মতামত, হাওড়া জেলা বাস্তুহারা সমিতি, পটারী ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, ট্রাম ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, কিষান সভা, ছাত্র ফেডারেশন, পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক লন্ড্রী সমিতি, সালকিয়া অগ্রগামী সংঘ, বাগমারী গণতান্ত্রিক নওজওয়ান সংঘ, হাজরা জনকল্যাণ সংঘ, ভারতীয় আয়রণ এন্ড ইলেকট্রিক স্টিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, টালিগঞ্জ শাহাপুর ছাত্র সংসদ, আহ্বান পত্রিকা ও মেদিনীপুর জেলা কিষান সভার পক্ষে ডাঃ জ্যোতিষ ঘোষ।

পি-ও-সি বর্ধিত সভা কর্তৃক অভিনন্দন জ্ঞাপন

জেলাসমূহের প্রতিনিধিদের সঙ্গে যুক্তভাবে কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটির

এই বর্ধিত সভা কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের জেল হইতে মুক্তিতে তাঁহাকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শ্রদ্ধা জানাইতেছে। কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ আবার আমাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছেন, ইহাতে এই সভা বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহবোধ করিতেছে। এই সভা বিশ্বাস করে যে, আজকের অবস্থায় পার্টিরাঙ্কে ও জনগণের মধ্যে তাঁহার উপস্থিতি পার্টিকে পুনর্গঠিত করিয়া ক্রমবর্ধমান গণ-আন্দোলনের পুরোভাগে দাঁড় করাইবার দিক দিয়া আমাদের দায়িত্ব পালনে যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

কাকাবাবুর মুক্তি উপলক্ষ্যে 'স্বাধীনতা'র সম্পাদকীয় :

সংগ্রামী অভিনন্দন

দীর্ঘ তিন বৎসর ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা পলিতকেশ মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ কংগ্রেসী কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়া দেশবাসীর মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

বিপুল আশায় দেশবাসী তাঁহাকে হৃদয়ের মধ্যে টানিয়া লইতে চাহিয়াছে। হাওড়া স্টেশনে তাঁহার আগমন উপলক্ষ্যে যে উদ্দাম অভিনন্দনের প্লাবন বহিয়া যায়, একটার পর একটা শ্রমিক ইউনিয়ন হইতে শুরু করিয়া ছাত্র-ছাত্রী, তরুণ রাজনৈতিক কর্মী এবং অমর বসু প্রমুখ জননেতাদের যে ঐক্য ও সমাবেশ গড়িয়া ওঠে তাহা মুজফ্‌ফর আহ্‌মদেরই যোগ্য।

সে অভিনন্দনের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে প্রিয় নেতার প্রতি সংগ্রামীদের স্বাভাবিক দরদই শুধু নয়, ফুটিয়া উঠিয়াছে শোষণ, শাসন ও দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলায় নতুন করিয়া পথ চলার আকাঙক্ষা, ফুটিয়া উঠিয়াছে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেষ্ঠ সন্তানের সহিত গণতন্ত্রী বাংলার সহজ ঐক্যবোধ, ফুটিয়া উঠিয়াছে যুদ্ধ ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের আপসহীন ঐতিহ্য।

কিন্তু দেশবাসীর অচেতন অগ্রবাহিনীতে দুর্বলতা আজ মারাত্মক। কমিউনিস্ট পার্টিরমধ্যে সঙ্কট আজও বর্তমান।

'স্বাধীনতা' আশা করে, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের অভিনন্দনের মধ্যে যাহার আভাস দেখা গেল, শ্রমিকশ্রেণীর বাস্তব অভিজ্ঞতার জোরে তাহাই এবার বাস্তব হইয়া উঠিবে। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ হোন শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির বলশেভিক ঐক্যের প্রতিশ্রুতি ; শান্তি, স্বাধীনতা আর গণতন্ত্রের জন্য মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ হোন শ্রমিক আর কৃষক এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রত্যেকটি শ্রেণীর দুর্জয় ঐক্যের প্রতিশ্রুতি ; জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সাফল্যের সূচনা।

'স্বাধীনতা'র প্রাণপুরুষ মুজফ্‌ফর আহ্‌মদকে আবার সংগ্রামী অভিনন্দন জানাইতেছে আজকের নিষেধাজ্ঞা-মুক্ত 'স্বাধীনতা'।

'তেলেঙ্গানা কৃষকদের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা মকুবের দাবি'

নাগপুর ৩রা মে, আজ নাগপুর হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের এক সভায় ভারত ডোমিনিয়নের রাষ্ট্রপতি ও হায়দরাবাদের রাজপ্রমুখের নিকট দাবি করা হইয়াছে যে, অবিলম্বে তেলেঙ্গানার ১২ জন কৃষকের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা মকুব করা হোক। উক্ত সভায় এক প্রস্তাবে বলা হয় যে, খুনের মামলাগুলিতে সংক্ষিপ্ত বিবরণীর ব্যবহার, গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে অস্বীকার, অভিযুক্তদের তাড়াহুড়া করিয়া নাম মাত্র আনুষ্ঠানিক মামলার মধ্য দিয়া বিচার বিভাগের সমস্তরকম গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অস্বীকৃত হইয়াছে। এই সমস্ত কারণে অভিযুক্তদের দণ্ডাজ্ঞা মকুবের অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কারণ রহিয়াছে।

ইহাও অত্যন্ত নিন্দাসূচক যে, সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা সৃষ্ট ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক তাহাদের মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হইয়াছে।

- পি টি আই

শান্তির আহ্বান

অভাবের তাড়নায় ক্ষিপ্ত, বেকার সমস্যায় জর্জরিত, বর্তমান সমাজব্যবস্থার জগদ্দল পাষাণভারে মথিত বহু মানুষ যুদ্ধকে আহ্বান জানায়। মনে করে, এইবার বেকার সমস্যা মিটিবে, তাহাদের একটা সুরাহা হইবে। কিন্তু ইহা হইল নৈরাশ্য-ক্ষিপ্ত মানুষের আত্মহত্যার বাসনা, অসুস্থ মানুষের মনের বিকার। রক্তস্রোত, ধ্বংস ও নারকীয় হত্যাকান্ডের মধ্য দিয়া মানুষের কোন সমস্যারই সমাধান নাই — মুষ্টিমেয় যুদ্ধবাজ ও মুনাফাখোর ছাড়া আর কাহারও ইহাতে স্বার্থ নাই ঃ শান্তি ও সৃষ্টির পথেই মানুষের কল্যাণ । আজ জগতের কোটি কোটি নর-নারী এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে, তাই যুদ্ধবাজদের ঘৃণ্য চক্রান্তের বিরুদ্ধে শুরু হইয়াছে তাহাদের অপরাজেয় অভিযান। শান্তিব সংগ্রামে যোগদানের আহ্বান আসিয়াছে আজ পশ্চিমবঙ্গেও । পশ্চিমবঙ্গ শান্তি সম্মেলনে যোগ দিয়া সেই আহ্বানে সাড়া দিন — শত কোটি মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া আপনিও বলুন যুদ্ধ চাই না — শান্তি চাই।

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক শান্তি সম্মেলন ৪ঠা হইতে ৮ই মে ঃ মহম্মদ আলী পার্ক

পশ্চিমবঙ্গ শান্তি সম্মেলন এবং সংগ্রাম উপলক্ষে অন্যান্য শিরোনাম ঃ

'শান্তির সংগ্রামে ভারতের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঃ বৃটিশ শান্তি কমিটির পক্ষ হইতে মিঃ প্রীটের অভিনন্দন', 'বিশ্বশান্তি রক্ষাকল্পে সাম্রাজ্যবাদ উৎখাত করুন ঃ মে-দিবসে জাতির প্রতি ডাঃ হো-চি-মিনের ভাষণ', 'পাঁচশক্তি শান্তি-চুক্তি দাবিতে পশ্চিমবঙ্গে ৪৬ হাজার স্বাক্ষর ঃ তালিকা অসম্পূর্ণ ঃ '২৪ পরগনা সহি সংগ্রহ অভিযানে কৃষক-কর্মীদের উদ্যোগে বিপুল সাড়া ঃ শান্তি সম্মেলন উপলক্ষে।

'স্বাধীনতা'র সম্পাদকীয় ঃ
('শান্তির দুর্গ পশ্চিমবাংলা')

প্রথম প্যারায় লেখা হয়েছে ঃ

আজ হইতে পশ্চিমবঙ্গের শান্তি সম্মেলন শুরু হইবে। কেন এই শান্তি সম্মেলন ? কারণ ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শত্রুদের নেতৃত্বে সারা বিশ্বে আবার একটা যুদ্ধের দাবানল জ্বালিবার মারাত্মক ষড়যন্ত্র চলিয়াছে। যুদ্ধবাজ মার্কিন দস্যুদের রক্তলোলুপ সর্বগ্রাসী থাবা আজ দুনিয়ার প্রত্যেকটি দেশের স্বাধীনতা হরণের দিকে ধাবিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি দেশকে সে যুদ্ধের পথে গ্রাস করিতে চায়, লুন্ঠন করিতে চায়।

শেষ দু'টি প্যারায় লেখা হয়েছে ঃ

ভারতবাসী সৈন্য বাড়াতে চায় না, ... ভারতবাসী যুদ্ধের অর্ডার সরবরাহ করিতে চায় না, দেশের মানুষের জন্য কাপড় উৎপাদন করিতে চাই। পঞ্চশক্তিকে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ করিয়া যুদ্ধ প্রতিরোধ করা তাই ভাবতের আজ প্রধান জাতীয় কর্তব্য।

আজিকার শান্তি সম্মেলন সেই জাতীয় কর্তব্য সাধনের পথে সাবা পশ্চিমবাংলার মানুষকে অনুপ্রাণিত করিবে।

স্বাধীনতা, নব পর্যায় — ৮৫তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ১৩০তম সংখ্যা) ৫ই মে ১৯৫১, শনিবার ২১শে বৈশাখ ১৩৫৮-তে প্রকাশিত ঃ

বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়ে কাকাবাবুর স্বাক্ষরিত 'স্বাধীনতা' দৈনিক সম্পর্কে নিম্নলিখিত আবেদনটি প্রকাশিত হয় .

শিরোনাম ঃ

কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের আবেদন

'স্বাধীনতা' আবার বের হয়েছে দেখে আমি আনন্দিত হয়েছি। 'স্বাধীনতা'কে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব সকলের। যাঁরা এই কাগজের টিকে থাকার দরকার মনে করেন, তাঁদের একান্ত উচিত আর্থিক সাহায্য সংগ্রহ ক'রে কাগজখানাকে বাঁচিয়ে রাখা। সকলের নিকটে এটাই আমার একান্ত নিবেদন।

৩ রা মে, ১৯৫১

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

৪ঠা মে, ১৯৫১ হইতে পশ্চিমবঙ্গে যে প্রাদেশিক শান্তি সম্মেলন আরম্ভ হয়েছে ৫ই মে'র 'স্বাধীনতা'য় নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হয় ঃ

'বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে প্রাদেশিক শান্তি সম্মেলন আরম্ভ : ২ হাজার প্রতিনিধি ও ৫ হাজার দর্শকের সমাবেশ : নানা মত সত্ত্বেও শান্তির জন্য ঐক্য ও আন্দোলনের আগ্রহ'

.... ৭ হাজার মানুষের সমাবেশ ও সম্মিলিত বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে মহম্মদ আলী পার্কে পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক শান্তি সম্মেলন শুরু হয়।

বাংলার জনসাধারণের শান্তি কামনাকে ভাষা দিয়া সম্মেলনের মূল সভানেত্রী অশীতিপর দেশনেত্রী মোহিনী দেবী আবেগকম্পিত স্বরে বলেন -- "আবার যদি যুদ্ধ লাগে, তবে যে দেশের দুর্দশা আরও বাড়িয়া যাইবে। এমনিতেই চারিদিকের দুঃখে বুক ফাটিয়া যায়। আপনারা এক হোন, এক হইয়া দেশেব সমস্ত লোককে টানিয়া আনিয়া আপনারা কাজ করুন।"

শ্রীযুক্ত ত্রিপুরারী চক্রবর্তী ঘোষণা করেন, "হিংসা-দ্বেষ-যুদ্ধ ইহা মানুষের মৌলিক কথা নয়, মানুষের মৌলিক কথা হইলো ঃ মঙ্গল কামনা, আনন্দ কামনা। আমি বিশ্বাস করি এটম বোমার চেয়ে মানুষ শক্তিশালী।"

তিনি বলেন ঃ আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে আপনারা দাবি করুন ঃ 'শান্তি চাই', চাই দেশকে সুখ-সমৃদ্ধিশালী করিতে, আন্তর্জাতিক শান্তিকে রক্ষা করিতে।

'শান্তি আন্দোলনে যোগ্যস্থান গ্রহণ করিতে মেয়েদের প্রতি আবেদন ঃ বিশিষ্টা মহিলাদের বিবৃতি'

শান্তি আন্দোলনে যোগ্য অংশগ্রহণ করিবার জন্য মেয়েদের নিকট আবেদন জানাইয়া শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, 'মহিলা মহল' সম্পাদিকা শ্রীমতী আশা দেবী, শ্রীমতী গীতা বোস, শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী ছায়া ঘোষ এবং প্রবীণা কংগ্রেস নেত্রী শ্রীমতী মোহিনী দেবী একটি বিবৃতি দিয়াছেন।

বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, ক্রমবর্ধমান সঙ্কট আজ জাতির জীবনী শক্তিকে নিঃশেষ করিয়া দিতেছে, আসন্ন তৃতীয় মহাযুদ্ধের বিভীষিকা তাহাব করাল ছায়া বিস্তার করিয়াছে, গত মহাযুদ্ধে বাঙালির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া উপহার দিয়াছে ৫০-এর মন্বন্তর। এই যুদ্ধকে রোধ করিতে না পারিলে

তাহার চেয়েও ভীষণ ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করিতেছে। এই যুদ্ধকে রোধ করিতেই হইবে। মা ও মেয়েদের আগাইয়া আসিতে হইবে সর্বাগ্রে জননীরা। আর সন্তানদের যুদ্ধের বলি হইতে দিবেন না কিছুতেই, এই আওয়াজ তুলিতে হইবে। ....।

স্বাধীনতা, নব পর্যায় — ৮৬তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ১৩১তম সংখ্যা) ৬ই মে ১৯৫১, রবিবার ২২শে বৈশাখ ১৩৫৮-তে প্রকাশিত ঃ

'রাজনৈতিক কারণে নিরাপত্তা বন্দী ২৫১২ জন ঃ 'চোরাকারবারী বন্দী মাত্র ৬৮ জন ঃ কংগ্রেসী রামরাজত্বের নমুনা ঃ পার্লামেন্টে রাজাজীর তথ্য পেশ'

নয়াদিল্লি, ৫ই মে, পার্লামেন্টে শ্রী এম পি মিশ্রের এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজাজী আজ জানান যে, কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বন্দী আইনে রাজস্থান, স্বরাষ্ট্র এবং ত্রিপুরা ছাড়া সমস্ত ভারতে ৩১শে মার্চ ১৯৫১ সাল পর্যন্ত ২৫১২ জনকে আটক করিয়া রাখা হয়।

রাষ্ট্রের নিরাপত্তা অথবা শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ভারতে মোট ২৪৪৪ জনকে এবং কালোবাজারীতে মুনাফা লুটবার জন্য ৬৮জনকে উক্ত আইনে আটক রাখা হয়।

রাজনৈতিক কারণে হায়দরাবাদেই সর্বোচ্চ সংখ্যক ব্যক্তিকে আটক রাখা হয়। ইহার সংখ্যা ১২০১। কিন্তু এখানে কালোবাজারীর জন্য আটক রাখা হয় মাত্র ৪ জনকে ....।

— পি টি আই

'শান্তি সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন — আন্দোলনের সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থার জন্য আলোচনা ঃ ১০৭ টি শান্তি কমিটি ও ৪৯০টি অন্যান্য সংগঠনের ১৫৮১ জন প্রতিনিধির অধিবেশন : শান্তি-চুক্তির দাবিতে ১ লক্ষ ১০ হাজার সহি'।

'প্রাদেশিক শান্তি সম্মেলনে এরেনবুর্গ ও ফাদায়েভের বাণী'

বিশ্ববিখ্যাত সোভিয়েত লেখক আলেকজান্ডার ফাদায়েভ ও ইলিয়া এরেনবুর্গ পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক শান্তি সম্মেলনের কাছে তারযোগে নিম্নলিখিত বাণী প্রেরণ করিয়াছেন।

"পশ্চিমবঙ্গের শান্তি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করিবার জন্য আমন্ত্রণে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। দুর্ভাগ্যবশতঃ সংবাদ দেরীতে পাওয়ায় সম্মেলনে ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ করিতে পারিতেছি না। সাগ্রহ অভিনন্দন জানাইতেছি। দুনিয়াব্যাপী শান্তিকে শক্তিশালী করিবার জন্য আপনাদের মহৎ সংগ্রামের সাফল্য কামনা করি।

স্বাধীনতা, নব পর্যায় — ৮৭তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ১৩২তম সংখ্যা) ৭ ই মে ১৯৫১, সোমবার ২৩শে বৈশাখ ১৩৫৮-তে প্রকাশিত ঃ

'রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তেলেঙ্গানার বারজন বীর কৃষক বন্দীর প্রাণদন্ড মকুব ঃ স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের রায় নাকচ করিয়া যাবজ্জীবন কারাদন্ডের আদেশ ঃ বিশ্বব্যাপী তুমুল প্রতিবাদের সম্মুখে কংগ্রেসী সরকারের নতি স্বীকার'

নয়াদিল্লি, ৬ই মে আজ এখানে সরকারীভাবে স্বীকৃত হইয়াছে যে, রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ তেলেঙ্গানার ছয় ব্যক্তিকে হত্যার অভিযোগে দন্ডিত বারোজন কমিউনিস্ট বন্দীর প্রাণদন্ডাজ্ঞা মকুব করিয়াছেন। রাষ্ট্রপতি বন্দীদের মার্জনা ভিক্ষার জন্য প্রেরিত আবেদনপত্র বিবেচনার পর তাঁহাদের যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করিয়াছেন। তবে সিদ্ধান্তটি সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইবে না।

— পি টি আই

'নির্বাচনে কংগ্রেস-বিরোধী প্রগতিশীল সকল দেশের সহযোগিতা প্রয়োজন ঃ কৃষক-প্রজা-মজদুর পার্টির সম্মেলনে ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের বক্তৃতা'

৬ই মে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জির সভাপতিত্বে কৃষক-প্রজা-মজদুর পার্টির প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কিত প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলেন, আগামী সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসকে তাহার বর্তমান আসন হইতে অপসারণ করিবার চেষ্টা করা সমস্ত প্রগতিশীল দলেরই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ ....।

উল্লেখযোগ্য শিরোনাম — 'পঞ্চশক্তি শান্তি-চুক্তির জন্য সম্মেলন ভারতেই ডাকা হউক ঃ তৃতীয়দিনের অধিবেশনে প্রাদেশিক শান্তি সম্মেলনের দাবি ঃ কোরিয়ায় বিদেশী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণার প্রকাশ'।

'শান্তি সম্মেলনে চীনা শান্তি কমিটির বাণী'

আপনাদের সম্মেলনকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ শুধুমাত্র কোরিয়ায় যুদ্ধ বাধাইয়াই থামিতে চাহে না, তাহাবা সমগ্র এশিয়া তথা সারা পৃথিবীকে যুদ্ধে জড়াইতে চায়। বিশ্বশান্তি রক্ষা এবং জাপানকে পুনরস্ত্রীকবণের বিরুদ্ধে আমাদের দুই দেশের জনতার ঐক্যবদ্ধ লড়াই আমেরিকান আক্রমণের বিরুদ্ধে অগ্রসর হউক।

'বঙ্গীয় নাট্য সম্মেলন ও নাট্যোৎসব'

বঙ্গীয় নাট্যসম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রী শচীন সেনগুপ্ত জানাইতেছেন—

গত ২৪শে এপ্রিল (১৯৫০) কমার্শিয়াল মিউজিযাম হলে বঙ্গীয় নাট্য সম্মেলন ও নাট্যেৎসবের প্রস্তুতির জন্য শ্রী শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সভাপতিত্বে .... এক সভায় বহু খ্যাতনামা শিল্পী ও ৬০টি সংগঠনের প্রতিনিধি ও বহু নাট্যোমোদী ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। .... উপস্থিত সংগঠনগুলির প্রতিনিধি লইয়া একটি প্রস্তুতি কমিটি হইয়াছে। এই প্রস্তুতি কমিটির পরিচালনায় উপরোক্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। .... এই কমিটির সভাপতি শিশির কুমার ভাদুড়ী।

সহ-সভাপতিবৃন্দ — ও সি গাঙ্গুলী , নির্মলচন্দ্র চন্দ, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অহীন চৌধুরী, নরেশ মিত্র, ডাঃ হোসেন দাশগুপ্ত, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, নরেন দেব ও সরযুবালা দেবী ও তুলসী লাহিড়ী। সাধারণ সম্পাদক — শচীন সেনগুপ্ত। যুগ্ম সম্পাদক — দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু, শম্ভু মিত্র ও নিরঞ্জন সেন। কোষাধ্যক্ষ — প্রতাপচন্দ্র চন্দ। অফিস সম্পাদক — সজল রায়চৌধুরী। সভ্যবৃন্দ — কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় কুমার, প্রভা দেবী. মলিনা দেবী, তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীর মিত্র, সুধী প্রধান, জ্ঞান মজুমদাব, দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, কালী ব্যানার্জি, বলেন রায়, চিন্ময় ঘোষদস্তিদার, ও নির্মল ঘোষ। আরও ৫ জন সভ্য এই কমিটিতে গ্রহণ করা যাইবে।

ইহা ছাড়া সম্মেলনের আদর্শ ও কর্মপন্থা নির্মাণের জন্য শচীন সেনগুপ্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (আহ্বায়ক) , ও সি গাঙ্গুলী, নরেন দেব, দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, নীরেন রায় এবং শম্ভু মিত্রকে লইয়া একটি ম্যানিফেস্টো সাব কমিটি গঠিত হইয়াছে। ....প্রতিটি প্রস্তুতি কমিটির সভ্যকে ও যে কোনো নাট্যানুরাগী সংস্কৃতির সংগঠন ও ব্যক্তিকে অনুরোধ করা যাইতেছে তাঁহারা যেন তাঁহাদের লিখিত মতামত অফিসে পেশ করেন...................।

নির্মলচন্দ্র চন্দ, শান্তি বসু, চারু ঘোষ, সরযুবালা দেবী, মনোজ বসু, সুধী প্রধান ও প্রতাপচন্দ্রকে (আহ্বায়ক) লইয়া একটি অর্থ সাব-কমিটি গঠিত হইয়াছে ....।

......................প্রতিটি নাট্যামোদী ব্যক্তি সংগঠনকে আবেদন করছি এই সম্মেলনের আদর্শ ও কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য লিখিত মন্তব্য পেশ করুন ও সক্রিয় সহযোগিতার দ্বারা এই প্রচেষ্টাকে সফল করিয়া তুলুন.................।

স্বাধীনতা, নব পর্যায় — ৮৮তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ১৩৩তম সংখ্যা) ৮ ই মে ১৯৫১, মঙ্গলবার ২৪শে বৈশাখ ১৩৫৮-তে প্রকাশিত ঃ

'ব্যাপকতম ভিত্তিতে শান্তি আন্দোলন গড়িবার সাংগঠনিক ব্যবস্থা ঃ পশ্চিমবঙ্গ শান্তি সম্মেলনের প্রতিনিধি অধিবেশন সমাপ্ত ঃ শান্তি চুক্তির দাবিতে আগামী তিনমাসে পাঁচলক্ষ সহি তোলার সিদ্ধান্ত'

৭ই মে, পশ্চিমবঙ্গ শান্তি সম্মেলনের চারদিনব্যাপী প্রতিনিধি অধিবেশনের শেষদিনে আজ একটি স্থায়ী শান্তি কমিটি গঠিত হয়। ডাঃ মেঘনাদ সাহা এই কমিটির সভাপতি ও শ্রীপ্রমোদ সেনগুপ্ত সম্পাদক নির্বাচিত হন।

সম্মেলনে সংগঠন সম্পর্কিত প্রস্তাবে শান্তি আন্দোলনকে ব্যাপকতম ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করাব জন্য আগামী তিন মাসের মধ্যে প্রতিটি এলাকায়, অঞ্চলে, মহকুমায়, জেলায় শান্তি সম্মেলনের মধ্য দিয়া দলমতনির্বিশেষে সমস্ত শান্তিকামীকে লইযা কমিটি গঠন করার আহ্বান জানানো হয।

পঞ্চ শক্তি শান্তি চুক্তিব জন্য আন্দোলন বর্তমানে প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। তাই উক্ত প্রস্তাবে আগামী তিন মাসের মধ্যে বার্লিন আবেদনে পাঁচ লক্ষ স্বাক্ষর সংগ্রহের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা হয়।

সংগঠন সংক্রান্ত প্রস্তাবের অন্যান্য ধারায় ঘোষণা করা হয় যে, হিন্দি, উর্দু, বাংলা ভাষায় শান্তি আন্দোলনের মুখপত্র প্রকাশ করা হইবে। বিশ্বশান্তি সংসদের বিভিন্ন প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তকে জনপ্রিয় করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে এবং শান্তি আন্দোলনের ভিত্তিকে ব্যাপকতম করার জন্য সমস্ত গণ-সংগঠনের সহিত সংযোগ স্থাপন করা হইবে।

একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্তকে পৌঁছিতে পারার ফলে স্থির হয় যে সমস্ত সংশোধনসহ খসড়া রিপোর্টটিও ভারত সরকারের নিকট আবেদন সম্পর্কিত প্রস্তাবটি সারা ভাবত শান্তি কমিটির কাছে বিবেচনার জন্য পাঠানো হইবে।

আজ বিভিন্ন মর্মে দশটি প্রস্তাব কয়েকটি সংশোধন সহ অধিকাংশের ভোটে গৃহীত হয় এবং একটি প্রস্তাব দ্বারা জনগণের কাছে যুদ্ধের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলনের জন্য আবেদন জানানো হয।

সংবাদে প্রকাশ ভারত সরকার মৌলিক অধিকাব সংকোচন সংক্রান্ত পরিবর্তন করাব জন্য সংবিধান সংশোধনেব চিন্তা করিতেছেন সেই সম্পর্কে প্রতিক্রিযা।

'বর্তমান অবস্থায় শাসনতন্ত্র সংশোধন অনুচিত ঃ নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের প্রস্তাব'

নাগপুর, ৭ ই মে, নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের মধ্যপ্রদেশ শাখা এই অবস্থায় শাসনতন্ত্রের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত কিছুই সংশোধন করা উচিত হইবে না বলিয়া মত প্রকাশ করেন। ইহার ভিত্তিতে এক প্রস্তাব পাশ করা হইয়াছে।

প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, পার্লামেন্ট কর্তৃক যদি শাসনতন্ত্র কোন সংশোধনের সম্বন্ধে আলোচনা হয় তাহা হইলে নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলন এই বিষয়ে বিবেচনা করিবার জন্য এক বিশেষ সভা ডাকিবে।

— পি টি আই

'সংশোধন করা উচিত নয় ঃ সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রস্তাব'

নয়াদিল্লি, ৭ ই মে, সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী কমিটি এক প্রস্তাবে আজিকার অবস্থায় শাসনতন্ত্র সংশোধন না করিবার জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

ভারতের এটর্নী জেনারেল মিঃ এস সি শীতলবাদের সভাপতিত্বে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, মৌলিক অধিকারসমূহ সংকোচসাধন বা সীমাবদ্ধ করার মতো জরুরী কোন অবস্থা উদ্ভুত হইয়াছে বলিয়া কমিটি জানে না।

বহু চিন্তা ও আলোচনার পর শাসনতন্ত্রে যে সকল মৌলিক অধিকার নিবন্ধ হইয়াছে তাহা কোনমতেই সংক্ষিপ্ত বা সীমাবদ্ধ করা উচিত হইবে না। মাত্র ষোল মাস হইলো এই শাসনতন্ত্র চালু হইয়াছে এবং ভারতের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টও এই সকল মৌলিক অধিকার সম্বন্ধীয় কতকগুলি রাজ্যের আইনের শাসনতান্ত্রিকতা বা বৈধতা সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করেন নাই।

কমিটি মনে করে যে, সাধারণ নির্বাচন কমিটি আসিয়া পড়িয়াছে বলিয়াও শাসনতন্ত্র সংশোধন কমিটি পিছাইয়া দেওয়া উচিত।

সে যাহাই হউক, প্রস্তাবিত সংশোধনগুলি জনমত প্রকাশের জন্য প্রচার এবং বার অ্যাসোসিয়েশনের অন্যান্য জনসাধারণের সংগঠনসমূহের মতামত প্রকাশের জন্য পর্যাপ্ত সময় ও সুযোগ না দিয়া কোন সময়েই শাসনতন্ত্রের সংশোধন করা উচিত নয়।

— পি টি আই

এরপর কাকদ্বীপ মামলা সম্পর্কে সংবাদ এবং অভিযুক্ত কৃষক বন্দীদের পরিচয়

'আইনসঙ্গত জুরি বিচার পদ্ধতির দাবি'

জিয়াগঞ্জের শৈলেন অধিকারী (কৃষক-প্রজা-মজদুর পার্টি), শোভানাথ বসু (ছাত্র ফেডারেশন), ধীরেন খাঁ (চা ও মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতি), শান্তি দাস (ডেমোক্রেটিক লেবার ফ্রন্ট), করুনা দে, নারায়ণ সেন (খাদ্য অভিযান কমিটি), বিশ্বনাথ চক্রবর্তী (সাংবাদিক) এবং সমর অধিকারী (কমিউনিস্ট পার্টি) এক যুক্ত বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন ঃ কাকদ্বীপের ৩৬ জন কৃষক বন্দী আজ চরম রাজদণ্ডের সম্মুখীন। কাকদ্বীপের আন্দোলনের ফল হিসাবে দীর্ঘ দুই বৎসর হাজত বাসের পর আজ তাহাদের বিচার শুরু হইয়াছে। এই কৃষকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র রাষ্ট্রদ্রোহ ও নরহত্যা প্রভৃতি গুরুতর অভিযোগ আনা হইয়াছে। কিন্তু বিচারে সাধারণ জুরী বিচারের পদ্ধতি অনুবসরণ না করিয়া ইংরেজ আমলের মতো স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল বসান হইয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে .... আমরা দাবি করিতেছি যে, অবিলম্বে তাঁহাদের বিচারের আইনসঙ্গত সমস্ত ব্যবস্থা করা হোক।

৭ ই মে তারিখের 'স্বাধীনতা'য় প্রকাশিত অভিযুক্তদের পরিচয়

(১) নৈহাটির অন্তর্গত হরিণঘাটার শ্রী অশোককুমার বোস (২) মগরাহাটের শ্রীমানিকলাল হাজরা (৩) ডায়মন্ডহারবারের শ্রী কাংশারী হালদার (৪) কাকদ্বীপের অন্তর্গত লায়ালগঞ্জের শ্রী গজেন মালী (৫) শ্রী অমূল্য চন্দ্র কামিলা (৬) শ্রীভূষণ চন্দ্র কামিলা (৭) শ্রী বিজয়কৃষ্ণ মন্ডল, (৮) কাকদ্বীপ অন্তর্গত রাজনগরের শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র কামিলা (৯) কাকদ্বীপের অন্তর্গত বুধাখালীর শ্রী সতীশচন্দ্র সাউ (১০) কাকদ্বীপ থানার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামের শ্রী যোগেন্দ্রনাথ গুড়িয়া (১১)

জনাব তাহারাৎ শেখ (১২) দক্ষিণ চন্দননগরের শ্রী হরিপদ শাসমল (১৩) শ্রী শ্রীহরি মন্ডল (১৪) মহারাজগঞ্জের শ্রী কৃত্তিবাস দাস (১৫) বুথাখালীর শ্রীকুমুদচন্দ্র সাউ (১৬) শিবরামপুরের শ্রীমাখনলাল ঘোড়াই (১৭) শ্রী ননী গোপাল ঘোড়াই (১৮) রাজনগরের শ্রী ভান্ড দাস (১৯) শ্রী হরিপদ ভুঁইয়া (২০) শ্রী সুধীরচন্দ্র সাউ (২১) শ্রী তরণী সাউ (২২) লায়ালগঞ্জের শ্রী অনন্তরাম কুটি (২৩) শ্রী অতুলচন্দ্র সাঁতরা (২৪) শ্রী ভীমচরণ ঘোড়াই (২৫) শ্রী ভূপতি চন্দ্র জানা (২৬) শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ দিনদার (২৭) শ্রী হরেকৃষ্ণ শাসমল (২৮) শ্রী যোগেন্দ্রনাথ দাস (২৯) শ্রী যতীন্দ্রনাথ জানা, (৩০) শ্রী ক্ষীরোদ চন্দ্র বেড়া (৩১) শ্রী ফণিভূষণ হালদার (৩২) শ্রী শ্যাম মন্ডল (৩৩) শ্রী মঙ্গল সারাঙ্গ (৩৪) শ্রী পশুপতি সাঁতরা (৩৫) শ্রী সুজয় বারিক (৩৬) শ্রী সুশীল দলপতি।

এর পরের সংবাদ —

'এ আই টি ইউ সি কর্তৃক বসু - রুইকর প্রস্তাবের অভিনন্দন ঃ ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত ঘোষণা'

কলিকাতায় অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বর্ধিত সভা ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্যের জন্য বসু-রুইকর প্রস্তাবকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন এবং উহাকে পুরোপুরি সমর্থন জানাইয়াছেন। এই প্রস্তাবে দুইটি শ্রম-বিলেব বিরুদ্ধে এবং শ্রমিকশ্রেণীর উন্নততর জীবনধারণের জন্য এবং শ্রমিকশ্রেণীর সামনে অন্যান্য সমস্যার উপর সম্মিলিত আন্দোলনের কথা বলা হইয়াছে।

ইউ টি ইউ সি'র সহিত সম্মিলিতভাবে দৈনন্দিন কাজ চালাইবার জন্য একটি যুক্ত সংস্থা গঠন করিবার জন্য ওয়ার্কিং কমিটি শ্রীচক্করাই চেট্টিয়ার, শ্রী সত্যপ্রিয় বন্দোপাধ্যায়, শ্রী কে এন যোগলেকর, শ্রী জ্যোতি বসু, শ্রী এম এস মিরাজকর অথবা শ্রী এস এ ডাঙ্গেকে ইউ টি ইউ সি'র সহিত আলোচনা চালাইবার জন্য ভার দিয়াছেন। কমিটি এই দুই সংগঠনের সাংগঠনিক ঐক্য হইবে বলিয়া আশা করে......... ... .।

আর একটি বিশেষ শিরোনাম ঃ

'আচার্য কৃপালনী ও কিদোয়াই সাহেবের কংগ্রেস ত্যাগের সিদ্ধান্ত ঃ মে মাসের শেষ দিকে নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের ব্যবস্থা ঃ ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট ভাঙিয়া দিয়াও সুরাহা হইল না।'

স্বাধীনতা, নব পর্যায় — ৮৯তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ১৩৪তম সংখ্যা) ৯ ই মে ১৯৫১, বুধবার ২৫শে বৈশাখ ১৩৫৮-তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'প্রবল গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়া যুদ্ধ চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া দিব ঃ শান্তি-সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে প্রতিনিধিদের শপথ ঘোষণা', 'সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন শান্তির নিশ্চিত দুর্গ ঃ স্বদেশ অভিমুখে যাত্রার পূর্বে লন্ডনে ডাঃ অটলের ঘোষণা' (ডাঃ মোহনলাল অটল — সারা ভারত শান্তি কংগ্রেসের সভাপতি), 'বন্দী মুক্তি আন্দোলনের জন্য সর্বদলীয় কমিটি গঠন ঃ ব্যক্তি স্বাধীনতা কর্মী সম্মেলনের সিদ্ধান্ত প্রভৃতি।

স্বাধীনতা, নব পর্যায় — ৯০তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ১৩৫তম সংখ্যা) ১০ ই মে ১৯৫১, বৃহস্পতিবার ২৬শে বৈশাখ ১৩৫৮-তে প্রকাশিত ঃ

'সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নীতি সম্পর্কিত খসড়া বিবৃতি (ইউনিট এবং কর্মীদের মধ্যে আলোচনার জন্য) ঃ

গত ৪ঠা হইতে ৭ ই মে কলিকাতায় সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির এক বর্ধিত সভা বসে। বোম্বাই, রাজস্থান, দিল্লি, কেরালা, মধ্য ভারত, উত্তরপ্রদেশ সহ দেশের সমস্ত অংশ হইতে ১১ জন প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগ দেন।

বিভিন্ন প্রশ্নে প্রায় ২৩টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ২০ হাজার সদস্য সহ ১৬টি ইউনিয়ন, এ আই টি ইউ সি-তে যোগ দেন।

প্রাদেশিক ইউনিটগুলির আলোচনার জন্য নীতি সম্পর্কিত একটি খসড়া বিবৃতি রচিত হইয়াছে ....।

সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস হইল সরকার ও পুঁজিপতি শ্রেণীর আক্রমণের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য ও সংগ্রামের প্রতীক। অতীতে এ আই টি ইউ সি বহুবার সদস্যের সহিত শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য গড়িয়া তুলিয়াছে বা বজায় রাখিয়াছে এবং সরকার, মালিক ও তাহাদের দালালদের বিভেদমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে। এ আই টি ইউ সি এই গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা গর্ব্বে সহিত স্মরণ করিতেছে। এ আই টি ইউ সি সর্বদাই আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতির জন্য দাঁড়াইয়াছে, এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিকদের কেন্দ্রীয় সংগঠন বিশ্ব টি ইউ ফেডারেশনের সদস্য এই এ আই টি ইউ সি...................।

সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস সমস্ত কেন্দ্রীয় শ্রমিক প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট এই আন্তরিক আবেদন জানাইতেছে যে, শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করুন, বন্ধুত্বে প্রসারিত হস্ত গ্রহণ করুন এবং যতশীঘ্র সম্ভব একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন গড়িয়া তুলিবার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কার্যে অগ্রসর হউন।

স্বাধীনতা, নব পর্যায় — ৯১তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ১৩৬তম সংখ্যা) ১১ই মে ১৯৫১, শুক্রবার ২৭শে বৈশাখ ১৩৫৮-তে প্রকাশিত ঃ

'আজ হইতে বোম্বাইয়ে দ্বিতীয় সারা ভারত শান্তি কংগ্রেস আরম্ভ ঃ শান্তি 'সংগ্রামের শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য ৪ শত প্রতিনিধির সমাবেশ'

.....১১ই হইতে ১৩ই মে বোম্বাইয়ে দ্বিতীয় সারা ভারত শান্তি কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে।

.....দেশের সব জায়গা হইতে বিভিন্ন রাজনৈতিক পার্টির ৪শতের বেশি নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধি এই কংগ্রেসে যোগ দিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

শান্তি প্রতিষ্ঠা করিবার কাজে বিশ্বাস ঘোষণা কবিয়া, ব্যাপক হত্যার সমস্ত অস্ত্র নিষিদ্ধ করিবার দাবি জানাইয়া এবং এশিয়ার মাটি হইতে সমস্ত বিদেশী সৈন্যের অপসারণ দাবি করিয়া একটি খসড়া 'জাতীয় আবেদন' কংগ্রেসে উপস্থিত করা হইবে।

"বর্তমান সঙ্কটজনক বিশ্ব পরিস্থিতিতে ভা রতের সম্মুখে যে সব জরুরী সমস্যা দেখা দিয়েছে" সে সম্পর্কে এই কংগ্রেসে আলোচনা হইবে।

"শান্তি সংগ্রামের শক্তিবৃদ্ধি করিবার জন্য যে সব সুনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার" তাহাও এই কংগ্রেস হইতে ভারতের পার্লামেন্টে ও সরকারের নিকট উপস্থিত করা হইবে।..........।

.........প্রস্তুতি কমিটির সভাপতি ডাঃ মোহন লাল অটল বলেন যে শান্তি আন্দোলন কমিউনিস্টদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা তাঁহাদের কুক্ষিগত বলিয়া যে কথা ওঠে, তাহা মিথ্যা। তিনি বলেন — "ইহা হইল শান্তির শত্রুদের জঘন্য মিথ্যা।"

প্রস্তুতি কমিটির অন্যতম সদস্য ডাঃ মুলকরাজ আনন্দ বলেন যে, ভারতের শান্তি আন্দোলন হইল একটি আত্ম-কর্তৃত্বসম্পন্ন স্বাধীন আন্দোলন। এই আন্দোলনে কমিউনিস্টদের নিয়ন্ত্রণ নাই।

— পি টি আই

'পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির ঘোষণা ঃ সাধারণ মহিলাদের সংগঠিত হইবার জন্য নেত্রীবৃন্দের আহ্বান'

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির শ্রীলীলা মজুমদার, মঞ্জুশ্রীদেবী, গীতা মল্লিক, অর্পণা

বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভা গুই, আর্যবালা দেবী, ইলা বসু, গীতা মুখোপাধ্যায়, অশ্রু দাস নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছেন:—

প্রায় দু'বছর বে-আইনী থাকবার পর পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি আজ হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী আইনী ঘোষিত হয়েছে। দীর্ঘ দু'বছর পর আজ আমরা আমাদের কথা সাধারণ মেয়েদের কাছে বলবার সুযোগ পেয়েছি।

১৯৪২ সালে যুদ্ধের এক ঘোর দুর্দ্দিনে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি জন্ম নেয়। মেয়েদের সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার রক্ষার জন্য নারীর "আত্মরক্ষা" "আত্মনির্ভরশীলতা" "আত্মপ্রতিষ্ঠা" — এই ছিল মূল লক্ষ্য।

১৯৪৩-৪৪ সালের দুর্ভিক্ষের সময় সারা বাংলার গ্রামে ও সহরে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির উদ্যোগে গড়ে উঠেছে, খিচুরীর ক্যান্টিন, দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্র, রিলিফ সেন্টার, দুস্থ মেয়েদের ওয়ার্কসপ, কলিকাতা চালের কিউতে শত শত দুস্থ মেয়েকে নিয়মিত ভাবে চাল সরবরাহের দায়িত্ব বহন করেছেন সমিতির কর্মীরা। . ...।

'৪৭ সালে নোয়াখালি ও কলিকাতার ভয়াবহ দাঙ্গার দিনে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি দাঙ্গায় লাঞ্ছিত সর্বহারা মেয়েদের পাশে এসে দাঁড়াতে পশ্চাদপদ হয়নি নোয়াখালিতে, রিলিফের কাজে কলিকাতায় শান্তি সেনার আন্দোলনে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কর্মীরা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। ....।

আমাদের দেশে শতকরা ৯৯টি মেয়েই অসংগঠিত, তাই যেকোন উদ্দেশ্য রক্ষার জন্য মেয়েদের সংগঠিত করা, মেয়েদের মধ্যে ব্যাপক চেতনার সঞ্চার করা হচ্ছে প্রধান কাজ। সেজন্য মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি সমস্ত মেয়েদের এক সমিতির মধ্যে সংগঠিত হবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। . . ..।

এই সমিতি সম্পর্কে অনেকেরই ভ্রান্ত ধারণা আছে যে সমিতি কোন পার্টি বা রাজনৈতিক দলের করতলগত প্রতিষ্ঠান। আমরা দৃঢ়কণ্ঠে এর প্রতিবাদ করি।.................. কোন রাজনৈতিক দলের মতামত কারো উপর চাপিয়ে দেওয়া হবেনা। এটা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির গৃহীত কনষ্টিটিউশনের মূলকথা।

স্বাধীনতা, নবপর্য্যায় ৯২ তম সংখ্যা, (ষষ্ঠ বর্ষ ১৩৭তম সংখ্যা) ১২ই মে ১৯৫১, শনিবার ২৮শে বৈশাখ ১৩৫৮তে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য শিরোনাম ঃ

'সমগ্র এশিয়াকে পদানত করাই আমেরিকার লক্ষ্য ঃ সারা ভারত শান্তি সম্মেলনের উদ্বোধনে ডাঃ অটলের সতর্ক বাণী ঃ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে দেশবাসীকে আহ্বান', 'নয়া চীনে শান্তি-চুক্তি দাবিতে ৩০ কোটি স্বাক্ষরের প্রতিশ্রুতি ঃ দেশে দেশে শান্তি আন্দোলনের ব্যাপক অভিযান', 'পাকিস্তানে ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর ব্যাপক সরকারী হামলা শুরু ঃ লাহোর ও করাচীতে নয়জন কমিউনিস্ট নেতা গ্রেপ্তার ঃ আরও ধরপকড়ের সম্ভাবনা', 'প্রাণদণ্ডাজ্ঞা মকুব তেলেঙ্গানা বন্দীদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ঃ অন্যান্য বন্দীদের মামলা চালাইয়া যাইতে দেশবাসীর নিকট অনুরোধ'।

স্বাধীনতা, নবপর্য্যায়-- ৯৩তম সংখ্যা, (ষষ্ঠ বর্ষ ১৩৮তম সংখ্যা) ১৩ই মে ১৯৫১, রবিবার ২৯শে বৈশাখ ১৩৫৮তে প্রকাশিত ঃ

'যুদ্ধবাজকে ভারত তাহার সম্পদ স্পর্শ করিতে দিবে না ঃ সারা ভারত শান্তি সম্মেলনের উদ্বোধনে ডাঃ কিচলুর বক্তব্য ঃ শান্তি আন্দোলন কমিউনিস্ট প্রভাবিত বলিয়া বর্ণনা তীব্র প্রতিবাদ'

অবিভক্ত পাঞ্জাব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রাক্তন সভাপতি ডাঃ সফিউদ্দীন কিচলু (১১ই মে) সারা ভারত শান্তি সম্মেলন উদ্বোধন করিতে গিয়া বলেন, "ভারতের শান্তি আন্দোলন একটি অরাজনৈতিক স্বাধীন প্রতিষ্ঠান এবং যদি কেহ বলে উহা কমিউনিস্টদেরদ্বারা প্রভাবিত তবে আমি সর্বপ্রথম তাহার প্রতিবাদ করিব।" . ...।

ভারতের নরনারীকে ঐক্যবদ্ধভাবে যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবাব আবেদন জানাইয়া ডাঃ কিচলু বলেন ঃ

"যুদ্ধের মতলব যাহার আছে তাহাকে কিছুতেই ভারত যেন তাহার সম্পদ ব্যবহার করিতে না দেয় এবং কোন বিদেশী সৈন্যবাহিনীকে সে যেন তাহার মাটিতে থাকিতে অথবা তাহার বুকের উপর দিয়া চলাচল করিতে যেন না দেয়।"

'ভারতীয় শাসনতন্ত্র আরও সঙ্কুচিত ঃ জমিদারী বিলুপ্তির নামে বাক্ স্বাধীনতা ও স্বাধীন ব্যবসায়ের অধিকার হরণ'

১১ই মে, আজ ভারতীয় পার্লামেন্টে ভারতের শাসনতন্ত্রের উপর যে সংশোধন বিল আনা হইয়াছে, তাহার বিষয়বস্তু হইতেছে বাক্ স্বাধীনতা, বিভিন্ন জীবিকা এবং ব্যবসায়ের অধিকার খর্ব করা এবং কোনও কোনও প্রদেশের বিভিন্ন জমিদারি উচ্ছেদ বিল এবং জমিদার সম্পর্কিত আইনগুলিকে রক্ষা করা।

এই বিলের একটি ব্যবস্থা হইতেছে, "কোনও এস্টেট রাজ্য সরকারকে আইন করিয়া দখলের অধিকার দান এবং শাসনতন্ত্রের মৌলিক অধিকার বিষয়ক অংশের সহিত খাপ খায়না এই অজুহাতে প্রাদেশিক আইনসভার এই আইন প্রণয়নের অধিকার নাই, এই মর্মে কোন মামলা আদালতে উত্থাপন করা হইবে না। এই বিলের তৃতীয় ব্যবস্থায় রায়কে পশচাদপদ শ্রেণীগুলির শিক্ষা, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নতিবিধানে বিশেষ অধিকার দেওয়া হইতেছে, এবং পক্ষপাতদুষ্ট বলিয়া আদালতে এই ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করা যাইবে না।" . ...।

স্বাধীনতা, নব পর্য্যায় -- ৯৪তম সংখ্যা, (ষষ্ঠ বর্ষ ১৩৯তম সংখ্যা) ১৪ই মে ১৯৫১, সোমবার ৩০শে বৈশাখ ১৩৫৮তে প্রকাশিত ঃ

'দিল্লীতে পঞ্চ - শক্তির শান্তি চুক্তি সাক্ষরিত হোক ঃ ভারত সরকারের নিকট শান্তি সম্মেলনের দাবি'

১৩ই মে, বোম্বাইতে তিন দিনব্যাপী সারা ভারত শান্তি সম্মেলনের পক্ষ হইতে ভারত সরকারের কাছে দাবি জানানো হইয়াছে যে, শান্তি চুক্তি সম্পাদনের জন্য পঞ্চশক্তি বৈঠক দিল্লীতে আহ্বান করা হউক।

জনসাধারনের কাছে এক আবেদনে বলা হয়, তাঁহারা যেন শান্তি চুক্তির আবেদনেব সমর্থনে কোটি কোটি সহি সংগ্রহে উদ্যোগী হন।

'শাসনতন্ত্র সংশোধনী প্রস্তাব অত্যন্ত নিন্দনীয় ঃ ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটির সভাপতির বিবৃতি'

পশ্চিমবঙ্গ ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটির কার্যকরী সভাপতি গঠনতন্ত্র সংশোধনের বিরোধিতা করিয়া বিবৃতি দিয়াছেন।

ইংরেজ আমলের সঙ্কীর্ণ নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতিনিধি হিসাবে যাহারা ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে আইনসভায় নির্বাচিত হন, তাঁহাদের রচিত শাসনতন্ত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতা সঙ্কোচ করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। জনমতের চাপে আইনসভার প্রতিনিধিগণ যে সীমাবদ্ধ অধিকারগুলি স্বীকার করিতে বাধ্য হন তাহাও আবার নাকচ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

..........সমস্ত রাজনৈতিক দলের পক্ষ হইতে এমনকি অত্যন্ত রক্ষণশীল কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ও সংবাদপত্র হইতেও এই ধরনের সংশোধন প্রস্তাবের প্রতিবাদ করা হইয়াছে।

আমরা দাবি করি যে আইনসভার সভ্যগণ এই সংশোধন প্রস্তাব প্রত্যাখান করিয়া জনমতের মর্য্যাদা রক্ষা করুন।

'নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সম্মেলন অবিলম্বে অনুষ্ঠানের দাবি ঃ পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক কনভেনশনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ'

১৩ই মে কলিকাতায় গণতান্ত্রিক শিক্ষক সংস্থার উদ্যোগে আহূত সারা পশ্চিমবাংলায় শিক্ষক সমাজের এক কনভেনশন কলিকাতার চেতলা হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। অত্যন্ত অল্প দিন হইল এই সংস্থার জন্ম হইলেও ১০০টি স্কুলের প্রতিনিধি হিসাবে প্রায় ২০০ জন শিক্ষক এই কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন।

.........কনভেনশনে সভাপিতত্ব করেন চুঁচুড়ার দেশবন্ধু হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীবলাইচাঁদ চট্টোপাধ্যায়। সভার প্রারম্ভে সংস্থার সম্পাদক শ্রী সুনীল কুমার ভট্টাচার্য্য সংস্থা গড়িবার উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির পতাকাতলে থাকিয়া উক্ত সংস্থার যত দুর্নীতি, অচলতা এবং নিষ্ক্রিয়তা দূরীভূত করিয়া সত্যিকারের গণতান্ত্রিক শিক্ষক সমিতি হিসাবে উহাকে বাঁচাইয়া তোলাই আমাদের প্রথম কাজ। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির কার্য্যকলাপকে অগণতান্ত্রিক ও আমলাতান্ত্রিক আখ্যা দিয়া উহার বিরুদ্ধে তিনি অভিযোগ করেন যে, উক্ত সমিতি ৪ বৎসর কাল যাবৎ কোনরূপ সম্মেলন ও কার্য্য নির্বাহক সমিতির নির্বাচন করিতেছে না এবং গত বিষ্ণুপুর সম্মেলনে এই মর্ম্মে গৃহীত প্রস্তাব কার্য্যকরী করিতেছে না।

.........কনভেনশনে প্রথম প্রস্তাবে আগামী জুলাই মাসের মধ্যে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সম্মেলন অনুষ্ঠান করিয়া নূতন কার্য্য নির্বাহক সমিতি নির্বাচিত করিবার দাবি জানান হয়। . ...।

'স্বাধীনতা' প্রকাশে কংগ্রেসীদের গাত্রদাহ ঃ গুণ্ডা লাগাইয়া পাঁচ শতাধিক কাগজ কাড়িয়া অগ্নিসংযোগ'

১৩ই মে সকালে কলিকাতাব হাজরা রোডের মোড়ে যখন "স্বাধীনতা" পত্রিকা বিলি হইতেছিল তখন ১৫/১৬ জন কংগ্রেসী গুণ্ডা হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হয় এবং "স্বাধীনতা" পত্রিকার সমস্ত কপি (৫৫০ খানা) ছিনাইয়া লইয়া পুড়াইয়া ফেলে।.. ....স্থানীয় হকারগণ এই গুণ্ডামীর প্রতিবাদ করিলে তাঁহাদের মারপিট করা হয়।

১৩ই মে "স্বাধীনতা" পত্রিকায় "ডাণ্ডার জোরে 'জনসেবকের' জনসেবা" শীর্ষক যে সংবাদ বাহির হয় এই ঘটনা তাহারই জের। সংবাদে বলা হইয়াছিল যে, "জনসেবক" কাগজ বিক্রী করিতে অস্বীকার করায় একদল কংগ্রেসী গুণ্ডা হকারদের উপর লাঠি ও ডাণ্ডা লইয়া হামলা করে। যখন কংগ্রেসী গুণ্ডারা "স্বাধীনতা" পত্রিকা ও হকারদের উপর হামলা করে তখন তাহারা এই বলিয়া হুমকি দেয় যে ১৩ই মে তারিখের সংবাদ প্রকাশের জন্য দুঃখ প্রকাশ না করিলে "স্বাধীনতা" পত্রিকার উপর এই হামলা চলিত থাকিবে। . ...।

এই সঙ্গে প্রকাশিত অন্যান্য বিশেষ, শিরোনাম ঃ

"দুই শত পুলিস হানা দিয়া একজন কৃষক নেতাকে গ্রেপ্তার ঃ বিভিন্ন গ্রামে কৃষক কর্মীদের অনুসন্ধানে পুলিসী হামলা'(গ্রেপ্তার হয়েছেন ২৪ পরগনার ফলতা থানা এলাকার পলাশ প্রামাণিক), 'পাঞ্জাবে গণতান্ত্রিক কর্মীদের ব্যাপক ধরপাকড় ঃ কিসান কমিটির সম্পাদক গ্রেফতার ঃ প্রগতি লেখক সংঘের প্রতিবাদ', 'রাজবন্দীদের মুক্তি ও ব্যক্তি স্বাধীনতার পুনঃ প্রতিষ্ঠা চাই ঃ কাছাড় জিলা কম্যুনিষ্ট পার্টির ডাক'।

স্বাধীনতা, নবপর্য্যায় — ৯৬তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ১৪১তম সংখ্যা) ১৬ই মে ১৯৫১, বুধবার ১লা জৈষ্ঠ্য ১৩৫৮ তে প্রকাশিত

'শাসনতন্ত্র সংশোধনী প্রস্তাব প্রত্যাহার চাই : প্রধানমন্ত্রীর নিকট ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটির তার'—

পশ্চিমবঙ্গ ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটির সভাপতি শ্রী অতুল চন্দ্র গুপ্ত প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর নিকট ....এক তার প্রেরণ করিয়াছেন। শাসনতন্ত্র সংশোধন করার জন্য পার্লামেন্টের সত্য সত্যই যে এক বিল উত্থাপিত হইয়াছে, বিভিন্ন সময়ে এসম্পর্কে সংবাদ প্রচারিত হওয়া সত্ত্বেও আজ তবু দেশবাসী এই সংবাদ জানিয়া বিস্মিত হইয়াছে। ৩৭৯ ধারার বলে যে অস্থায়ী পার্লামেন্ট গঠিত হইয়াছে, এবং যখন সাধারণ নির্বাচন, সেই সময়ে ঐ পার্লামেন্ট ৩৬৮ ধারায় কথিত শাসনতন্ত্রকে সংশোধন করিতেছে, ইহা নিয়মতান্ত্রিক ঘটনা ছাড়াও খুবই বিস্ময়কর।

শাসনতন্ত্র সম্পর্কে প্রস্তাবিত পন্থাবলম্বনের মধ্যে যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাকে কেবল অতীতের ঘৃণ্যতম দৃষ্টান্তের সহিতই তুলনা করা যাইতে পারে। এখনও এই সংশোধনী প্রস্তাব প্রত্যাহার করার সময় আছে। জনসাধারণের মতামত না লইয়া কোন সরকারের অধিকার নাই শাসনতন্ত্রকে সংশোধন করার, বরং তাহাকে শাসনতন্ত্রের দ্বারাই পরিচালিত হইতে হইবে।

এই সংখ্যার অন্যান্য বিশেষ বিশেষ শিরোনাম ঃ

'লাইসেন্স ও পারমিট হোল্ডাররাও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে ঃ কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দলের সংশোধন সাব কমিটির সিদ্ধান্ত ঃ কংগ্রেসী ধনিক-তোষণ নীতির নগ্নরূপ প্রকাশ'

— পি. টি. আই.

'কমিউনিস্ট আন্দোলন প্রশমিত করাই খাদ্য দানের উদ্দেশ্য ঃ সিনেটে মার্কিন "সদাশয়তার"র তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা'. — পি. টি আই.

'সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে শান্তি চুক্তির দাবিতে ১ কোটি ১০ লক্ষ সহি ঃ সারা ভারত শান্তি কনভেনশনের ঘোষণা ঃ শান্তি আন্দোলনের উপর দমন-পীড়ন ব্যর্থ করিবার সংকল্প', 'যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিতে দিবেন না ঃ শান্তি চুক্তি অভিযানে বিশ্ব-শান্তি বুরোর ডাক', 'কংগ্রেসে একটা বড় ভাঙন অবশ্যম্ভাবী বলিয়া (উত্তর প্রদেশ আইন সভার বিরোধী দলের নেতা) শ্রীযুক্ত ত্রিলোকী সিং-এর অভিমত'। — পি. টি. আই.

স্বাধীনতা, নব পর্য্যায় — ৯৭তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ - ১৪২তম সংখ্যা) ১৭ই মে ১৯৫১, বৃহস্পতিবার ২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮তে প্রকাশিত বিশেষ সংবাদ

'মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সম্বর্দ্ধনা সভা'

বাংলার শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের প্রবীণ নেতা প্রখ্যাত জননায়ক কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ দীর্ঘ তিন বৎসর পরে কারামুক্ত হইয়াছেন। দেশের ক্রমবর্দ্ধমান দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে এই অকপট দেশসেবকের সেবা দেশকে যথেষ্ট সাহায্য করিবে। আজ দলমত নির্বিশেষে সমস্ত দেশবাসীর ঐক্য গঠনে এই অভিজ্ঞ জননেতার আমাদের মধ্যে উপস্থিতি যথেষ্ট আশার সঞ্চার করিয়াছে। কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদকে তাঁহার সদ্য কারামুক্তি উপলক্ষে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিবার জন্য আগামী শুক্রবার ১৮ই মে সন্ধ্যা ছটায় ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে এক জনসভার আয়োজন করা হইয়াছে। শ্রী অতুল চন্দ্র গুপ্ত এই সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

আমরা দলমত নির্বিশেষে সকলকে যোগদান করিতে আহ্বান জানাইতেছি। শ্রী অমর বসু — সাধারণ সম্পাদক, ইউ. এস. ও. ; শ্রী হেমন্ত বসু, শ্রী হরিদাস ঘোষ, শ্রী মৃণাল কান্তি বসু — সভাপতি ; ইউ. টি. ইউ. সি, শ্রী সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় — সভাপতি, বি. পি. টি. ইউ. সি ; শ্রী বঙ্কিম মুখার্জি, শ্রী সৌরিন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত — সম্পাদক, প: ব: ফরোয়ার্ড ব্লক, শ্রী জ্যোতিষচন্দ্র

জোয়ারদার — এস. আর. পি.; অধ্যাপক ক্ষিতিশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক ত্রিপুরারী চক্রবর্ত্তী — সম্পাদক, চীন-ভারত মৈত্রী সংঘ ; শ্রী প্রমোদ সেনগুপ্ত — সাধারণ সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ শান্তি কংগ্রেস, শ্রী জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়, ডেমোক্রেটিক ভ্যানগার্ড, ডা: ধীরেন্দ্রনাথ সেন, অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য শ্রী জ্যোতি বসু এম. এল. এ., শ্রী যাদবেশ্বর ভট্টাচার্য, ব্যক্তি-স্বাধীনতা কমিটি।

এই সঙ্গে শাসনতন্ত্র সংশোধন বিল সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ —

'ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব্বের সরকারী চক্রান্ত ঃ কলিকাতা হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশন কর্তৃক নিন্দা'

১৬ই মে কলিকাতা হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশনের এক বিশেষ সভায় এডভোকেট শ্রী জে এ লাহিড়ী কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

'এই এসোসিয়েশনের স্বাধীনতাকে আরও খর্ব্ব করা এবং শাসনতন্ত্র অনুসারেই ভোট দানের অধিকার প্রাপ্ত পূর্ণ বয়স্ক জনসংখ্যার মতামত ব্যতিরেকেই ভারতের শাসনতন্ত্র সংশোধনের জন্য ভারত সরকারের প্রচেষ্টার নিন্দা করিতেছে। এসোসিয়েশন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আরও খর্ব্ব করার জন্য সবকারের সংকল্পিত উদ্যোগে অসন্তোষও প্রকাশ করিতেছে।'

'দিল্লীর বিশিষ্ট আইনজীবীদের প্রতিবাদ'

১৬ই মে নয়া দিল্লীতে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শ্রী এন সি চ্যাটার্জী এবং আরও ৫১ জন বিশিষ্ট আইনজীবী ভারতের আইনজীবীবৃন্দ এবং বিভিন্ন বার এসোসিয়েশনের নিকট শাসনতন্ত্র অনুসারে স্বীকৃত মৌলিক অধিকার কোনরূপ খর্ব্ব করার প্রস্তাবিত উদ্যোগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার আবেদন জানাইয়াছেন।

'আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতিবাদ'

শাসনতন্ত্রে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিধান সংশোধনকল্পে পার্লামেন্টে বিল উত্থাপনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া কলিকাতার এন সি চন্দ্র, শ্রী তুলসীচরণ গোস্বামী, শ্রী সত্যরঞ্জন বক্সী, শ্রী জগদীশচন্দ্র সিংহ, শ্রী লালমোহন ঘোষ, শ্রী হেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রী অতুলচন্দ্র কুমার এবং শ্রী মনিন্দ্রকৃষ্ণ রায় এক যুক্ত বিবৃতি দিয়েছেন। — পি. টি. আই.

এই সম্পর্কে আর একটি শিরোনাম — 'শাসনতন্ত্র সংশোধন বিল সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত ঃ বাক্‌স্বাধীনতা খর্ব্বের প্রস্তাবে কংগ্রেসী দলের সম্পাদক স্তম্ভিত ঃ প্রস্তাবের সমর্থনে প্রধানমন্ত্রীর সাফাই' (প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব করেন)

এই সংখ্যায় অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বিশেষ শিরোনাম ঃ

'ভারতকে গোলামে পরিণত করিবার জন্য মার্কিন শাসক গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র ঃ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মতলব ফাঁস', 'ভারত ও চীনের বন্ধুত্ব শান্তির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হইবে ঃ ভারত-চীন মৈত্রী সঙ্ঘের উদ্বোধন প্রসঙ্গে মিঃ চৌ-এর ভাষণ', 'এশিয়ার জনগণের শত্রুকে বিধ্বস্ত করিতে চীন-ভারত মৈত্রী দীর্ঘজীবী হোক ঃ মৈত্রী সমিতির নিকট মাদাম সান ইয়াৎ সেনের অভিনন্দন বাণী'।

স্বাধীনতা, নব পর্য্যায় —৯৮তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ১৪৩ তম সংখ্যা) ১৮ই মে ১৯৫১, শুক্রবার ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮তে প্রকাশিত সংবাদ ঃ

'কমিউনিস্ট নেতা ডাঃ রনেন সেন ও ভূপেশ গুপ্ত গ্রেপ্তার ঃ পুলিসের কবলে 'স্বাধীনতা'র জেনারেল ম্যানেজার প্রমোদ দাশগুপ্ত ঃ মহকুমা হাকিম কর্তৃক জামীনের আবেদন অগ্রাহ্য'

গত বুধবারে (১৬ই মে ১৯৫১) স্বাধীনতার জেনাবেল ম্যানেজার প্রমোদ দাশগুপ্তকে গ্রেপ্তার করে। প্রমোদ দাশগুপ্তের নিকট সংবাদপত্রে প্রকাশার্থ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির খসড়া কর্মসূচী

সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ সংগঠনী কমিটির একটি বিবৃতির ছয়টি কপি ছিল। এই কপিগুলি পুলিস হস্তগত করে।

ঐ দিনই কমিউনিস্ট নেতা ডাঃ রণেন সেন এবং ভূপেশ গুপ্ত বার-এট-ল-কে গ্রেপ্তার করে। ....।

গতকল্য বৃহস্পতিবার, পুলিস তিন জনকেই আলিপুরের সদর মহকুমা হাকিমের আদালতে হাজির করে। মহকুমা হাকিম প্রমোদ দাশগুপ্ত প্রভৃতির জামীনের আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাদের পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তা আইনের ১১নং ধারার বলে ১৯শে মে পর্যন্ত পুলিস হাজতে রাখার নির্দেশ দেন। আদালতে প্রমোদ দাশগুপ্ত প্রভৃতির পক্ষে এ্যাডভোকেট শ্রী অরুণ প্রকাশ চ্যাটার্জী এবং মোক্তার শ্রী নলিনী সুর উপস্থিত ছিলেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য প্রমোদ দাশগুপ্ত নিরাপত্তা আইনে আটক বন্দী ছিলেন এবং গত ডিসেম্বর মাসে হাইকোর্টের নির্দেশে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। ইহার অল্পকাল পরে 'স্বাধীনতা' প্রকাশিত হইলে তিনি ইহার জেনারেল ম্যানেজার পদে নিযুক্ত হন।

এর পরে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ —

'শাসনতন্ত্র সংশোধনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ ঃ পার্লামেন্টে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের তীব্র সমালোচনা'

নয়া দিল্লী, ১৭ই মে, আজ পার্লামেন্টের বিশিষ্ট নিরপেক্ষ সদস্যগণ শ্রী নেহরু কর্তৃক শাসনতন্ত্রের সংশোধনের জন্য উত্থাপিত বিলের উপর তাহাদের সমালোচনা চালাইয়া যান। বিশেষ করিয়া মতামত প্রকাশ সংক্রান্ত মৌলিক অধিকার সংকুচিত করার যে চেষ্টা হইতেছে তাহার উপর তাঁহারা আলোচনা চালান।

পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জুরু বলেন যে, এই সংশোধন মত প্রকাশ করিবার মৌলিক অধিকারকে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করা হইয়াছে।

নিখিল ভারত সম্পাদক সম্মেলনের সভাপতি শ্রী দেশবন্ধু গুপ্ত প্রধানমন্ত্রীকে বলেন যে তিনি যেন জনসাধারণের শুভবুদ্ধি ও সংবাদপত্রের উপর বিশ্বাস রাখেন। ......প্রধানমন্ত্রী (জওহরলাল নেহরু) জনসাধারণের উপর বিশ্বাস হারাইতেছেন। ....।

জনাব হাসান ঈমাম বলেন যে, আজিকার এই দিনটিকে ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকেরা ভারতবর্ষে স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্ম ও গণতন্ত্রের মৃত্যুর দিন বলিয়া গণ্য করেবে। — পি টি আই

শাসনতন্ত্র সংশোধন সম্পর্কে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর বক্তব্যের শিরোনাম এবং অভিমত —

'সব কিছু জাতির ইচ্ছা অনুসারেই করিতেছি ঃ পার্লামেন্টে শাসনতন্ত্র হত্যাকালে শ্রী নেহরুর বুলি'

..........প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, বিলটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা না করিয়া বা অহেতুক তাড়াহুড়া করিয়া এই বিল উত্থাপন করেন নাই। পরিণত চিন্তা ও খুঁটিনাটি পরীক্ষা করার পর ইহা পার্লামেন্টে উত্থাপন করা হইয়াছে। গত কিছু দিন যাবৎ জনসাধারণের মনে এই প্রশ্ন দেখা দিয়াছে। কেবলমাত্র দেশে নয়, বিদেশেও এই শাসনতন্ত্রের সমালোচনা হইয়াছে।

........শাসনতন্ত্রের ব্যবস্থা অনুযায়ী বর্তমান পার্লামেন্টে এই সংশোধনের কাজে অগ্রসর হইতে পারে। আইন ও নিয়মতন্ত্রের প্রশ্ন ছাড়াও বর্তমান পার্লামেন্টের শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের নীতিগত অধিকার রহিয়াছে। তিনি বলেন যে, জনসাধারণ বা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করার কোন চেষ্টা হইতেছে না। — পি. টি. আই.

শাসন ক্ষমতা কংগ্রেসের হাতে আসার পর কংগ্রেসের নীতি বিরুদ্ধ কার্যকলাপে বিরক্ত হয়ে অনেক কংগ্রেস নেতাই মূল সংগঠন কংগ্রেস ত্যাগ করেন। তারই মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম ঃ

'অতঃপর আচার্য্য কৃপালনীর পদত্যাগ'

মাদ্রাজ, ১৭ই মে, আচার্য্য কৃপালনী আজ কংগ্রেস হইতে তাঁহার পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা কবিয়াছেন............।

আচার্য্য কৃপালনী কংগ্রেস সভাপতি ট্যাণ্ডনজীর নিকট এক পত্রে বলেন যে, সকল মীমাংসার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় বেদনার সঙ্গে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করিতেছেন। কিন্তু বর্তমানে তিনি যে মতবাদে বিশ্বাস করেন, তাহাতে কংগ্রেস হইতে পদত্যাগ ভিন্ন উপায় নাই। তিনি আরও বলেন যে কংগ্রেসের মূল নীতি ও আদর্শে তিনি এখনও বিশ্বাসী। কিন্তু কংগ্রেস সংগঠন আজ সেই মূল নীতিকে কার্যকরী করিতে অক্ষম — ইহাই তাঁহার পদত্যাগের কারণ। আজও যদি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের মূলনীতির ভিত্তিতে দেশের সামনে কোন কর্মপন্থা উপস্থিত করেন। তাহা হইলে তিনি উহার সহিত সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। — পি. টি. আই.

ভারতের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বদান্যতা সম্পর্কে আর একটি সংবাদ —

'ভারতের কপালেও জুটিতে পারে কমিউনিস্ট বিরোধী প্রচারে মার্কিন নিউজপ্রিন্ট'

ওয়াশিংটন, ১৭ই মে, রয়টারের সংবাদে প্রকাশ যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদ পত্রের মালিকদের কমিউনিস্ট বিরোধী প্রচারের জন্য ১২টি দেশের সংবাদপত্রকে ১০ হাজার টন সংবাদপত্রের কাগজ দিতে হইতে পারে। বিদেশী সংবাদপত্রগুলি যাহাতে চালু থাকে সেই জন্যই এইরূপ পন্থা লওয়া হইবে।

এই পন্থা গৃহীত হইলে যুগোশ্লাভিয়া, গ্রীস, ইন্দোচীন, ফিলিপাইন, ব্রহ্মদেশ, হাওয়াই, সিংহল, পাকিস্তান এবং সম্ভবত ভারতবর্ষ এই সাহায্য পাইবে। — পি. টি. আই.

স্বাধীনতা, নব পর্য্যায় —৯৯তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ১৪৪ তম সংখ্যা) ১৯শে মে ১৯৫১, শনিবার ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮তে প্রকাশিত সংবাদের প্রথম শিরোনাম ঃ

'বামপন্থীদের মধ্যে ঐক্যের জন্য প্রবল আশার সঞ্চার ঃ কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদের মুক্তির রাজনৈতিক গুরুত্ব ঃ বিভিন্ন দল, মত, প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে বিপুল অভিনন্দন'

১৮ই মে কলিকাতায় বিপুল জনসমাগমেপূর্ণ ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে আজ বিপ্লবী আন্দোলনের অবিচল নেতা সদ্যমুক্ত কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদকে কলিকাতার নাগরিকদের পক্ষ হইতে আন্তরিক সম্বর্দ্ধনা জানানো হয়।....................।

সম্বর্দ্ধনার জবাবে কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ আবেগরুদ্ধভাবে বিনা বিচারে আটক, বিচারাধীন ও সাজাপ্রাপ্ত রাজনৈতিক বন্দীদের কারামুক্ত করার জন্য অবিলম্বে বিপুল আন্দোলন গড়িয়া তোলার আকুল আহ্বান জানান।

সভায় সভাপতিত্ব করেন ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটির সভাপতি শ্রী অতুলচন্দ্র গুপ্ত।

বিভিন্ন বামপন্থী দল ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং বহু বিশিষ্ট অদলীয় ব্যক্তির ঐকান্তিক উদ্যোগে এই সম্বর্দ্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়.................।

তাঁহারা মুহুর্মুহ ধ্বনি তুলিতেছিলেন ঃ সমস্ত রাজবন্দীর মুক্তি চাই, বামপন্থী ঐক্য জিন্দাবাদ, দুনিয়ার মজদুর এক হও, কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ জিন্দাবাদ ইত্যাদি।

বহু গণসংগঠনের পক্ষ হইতে কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদকে মাল্যভূষিত করা হয়। মহম্মদ

ইসমাইল নামক জনৈক শ্রমিক তাঁহাকে একটি কারুকার্য করা লাল ঝাণ্ডা উপহার দেন। সভার পক্ষ হইতে........তাঁহাকে একটি মানপত্র প্রদান করা হয়।

বহুমানভাজন মুজফ্ফর আহ্মদের করকমলে প্রদত্ত উক্ত মানপত্রে বলা হয় : আজ আমরা আপনাকে কোনও এক বিশেষ দল বা মতবাদের প্রতিনিধিমাত্ররূপে অভিনন্দিত করিতেছি না। আপনাকে আজ ভারতবর্ষের জাগ্রত জনতার মূর্ত্ত প্রতীকরূপে ঐকান্তিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

"স্বকীয় মতবাদে অটল থাকিয়া জন-আন্দোলনের সামগ্রিক স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসকে কার্যকরী করার ব্যাপারে আমরা আপনার অমূল্য অবদানের জন্য আশান্বিত মনে প্রতীক্ষা করিতেছি।

আপনার মত স্থিরপ্রতিজ্ঞ, নিরহঙ্কার অথচ তেজস্বী নেতাকে পাইয়া আমাদের জন-আন্দোলন ধন্য হইয়াছে. জনতার আকাঙ্ক্ষিত সমাজ অচিরে প্রতিষ্ঠাকল্পে যে উদ্যোগ আজ একান্ত প্রয়োজন, আপনার নেতৃত্বে তাহা সুসংগঠিত হইয়া উঠুক, ইহাই আমাদের কামনা।"

প্রবীণ সাংবাদিক শ্রী হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ সম্বর্দ্ধনা জানাইতে উঠিয়া বলেন, আমরা যখন মুজফ্ফর আহ্মদের মুক্তিতে তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইতেছি তখন দিল্লীতে শাসনতন্ত্র সংশোধন আনিয়া জনসাধারণকে নূতনভাবে শৃঙ্খলিত করার আয়োজন চলিতেছে। যতদিন না জনসাধারণের এই নূতন শৃঙ্খল রচনাকারীদের শৃঙ্খলিত করিতেছেন ততদিন মুক্তি নাই।

ডাঃ ধীরেন সেন বলেন, সংঘবদ্ধ আন্দোলনের জোরে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্ত করিয়া আনিতে পারিলে তবেই কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদের প্রতি প্রকৃত সম্মান দেখানো হইবে।

সম্বর্দ্ধনা জানাইতে উঠিয়া অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য্য যুদ্ধকে প্রতিরোধ করার ও বামপন্থী ঐক্য গড়ার কাজে সর্বশক্তি নিয়োগের শপথ জানান।

কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ হইতে কমরেড বঙ্কিম মুখার্জি বজ্রমুষ্টি তুলিয়া প্রিয় নেতাকে অভিনন্দন জানান ও ঘোষণা করেন যে অন্ন-বস্ত্র ইত্যাদি সমস্ত সমস্যার মীমাংসার জন্য যে বিপুল জনসমাবেশের প্রয়োজন, তাহার জন্য ক্ষুদ্র দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া আমরা দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িব।

অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, আবার যদি কমরেড মুজফ্ ফরের উপর রাজরোষ উদ্যত হয়। আমাদের সুসংগঠিত আন্দোলনের জোরে তাঁহাকে আমাদের মধ্য হইতে ছিনাইয়া লইতে দিব না। তিনি সমস্ত রাজবন্দীকে মুক্ত করার দায়িত্ব গ্রহণে আহ্বান জানান।

সভাপতি শ্রী অতুল গুপ্ত বলেন, বামপন্থী ঐক্য সামরিক প্রয়োজনে গঠিত হইলে তাহা চিরস্থায়ী হইবে না। দেশের মঙ্গলের জন্য নিঃস্বার্থ কাজের মধ্য দিয়েই প্রকৃত ঐক্য স্থায়ী হইতে পারে। দেশকে উন্নত করার কাজে আজীবন আত্মত্যাগী মুজফ্ফর আহ্মদ পথ দেখাইবেন বলিয়া তিনি আশা প্রকাশ করেন।

এস আর পি'র শ্রী জ্যোতিষ জোয়ারদার ও জাহাজী শ্রমিক নেতা শ্রী নলিনী ভট্টাচার্য্য এবং নাট্যকার শ্রী শচীন সেনগুপ্ত কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদকে অভিনন্দন জানাইয়া সভায় বক্তৃতা করেন।

কবি বিমল ঘোষ ও পূর্ণেন্দু পত্রী প্রবীণ জন নেতার প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন কবিতা পাঠ করেন। গণনাট্য সঙ্ঘ, দক্ষিণায়ণ ও ইউনিটি থিয়েটার সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

শ্রী অমর বসু, শ্রী হরিদাস বসু, শ্রী জীবন লাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রী প্রমোদ সেনগুপ্ত, শ্রী মলয় ব্রহ্মচারী, শ্রী ললিত সিংহ, ডাঃ জ্যোতিষ ঘোষ, ডাঃ নারায়ণ রায় প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। ....।

'বামপন্থী ঐক্যের জন্য বন্দীমুক্তি চাই : সম্বর্দ্ধনার জবাবে মুজফ্ ফর আহ্মদ'

কমরেড মুজফ্ ফর আহ্মদ সম্বর্দ্ধনার জবাবে বলেন, আপনাদের আমার প্রতি ভালবাসার পরিচয় পাইয়া আমি মুগ্ধ ও অভিভূত হইয়াছি। আমি একজন অতি সাধারণ রাজনৈতিক কর্মী।

সভায় আমার সম্পর্কে অনেক কথা বাড়াইয়া বলা হইয়াছে — ইহা আমার প্রতি আপনাদের ভালবাসারই পরিচয়।

আজ সর্বাগ্রে তাঁহাদের কথাই মনে পড়িতেছে, যাঁহাদের কারাগারে ফেলিয়া আসিলাম তাঁহারা বিনা বিচারে আটক বিচারাধীন ও সাজা পাওয়া বন্দিগণ। ইহাদের মধ্যে আছেন শ্রী সতীশ পাকড়াশী, যিনি ইংরেজ রাজত্বে ২৪ বৎসর কারাবাস করিয়াছেন, শ্রী গণেশ ঘোষ যিনি ২১ বৎসর বন্দী ছিলেন, আর আছেন শ্রী নিরঞ্জন সেন, কমরেড আবদুর রেজ্জাক খান, আমার ২৯ বছরের কর্মের সাথী আবদুল হালিম। ইহা ছাড়া জেলে যাঁহাদের সহিত পরিচয় হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে দশ বারো বছরের কিশোর বালকও আছে। ইহাদের সকলকে মুক্ত করার জন্য জোরদার আন্দোলন প্রয়োজন । সরকার যাহাতে মুক্তি দিতে বাধ্য হন। সার্বজনীন নির্বাচনের কোনও অর্থ থাকিবে না যদি ইহারা কারান্তরালেই থাকিয়া যান।

বামপন্থী ঐক্যের জন্য যাঁহারা আগ্রহশীল অথচ বন্দী হইয়া আছেন তাঁহাদের মুক্ত করিতেই হইবে। বিভিন্ন মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনের মধ্য দিয়া বামপন্থী ঐক্যের গুরুত্ব আমরা উপলব্ধি করিয়াছি। এই ঐক্যের জন্য একান্তভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা শান্তি আন্দোলনের মধ্য দিয়া ঐক্য প্রতিষ্ঠার পথে আগাইয়া যাইব। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা যে যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলনকেও সরকার ভাল চোখে দেখিতেছেন না।

বিধানতন্ত্রে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারকে ক্ষুন্ন করার জন্য পার্লামেন্টে যে বিল উত্থাপিত হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধেও তীব্র আন্দোলন করিতে হইবে।

পরিশেষে তিনি ঐক্যের জন্য আবেদন জানাইয়া বলেন যে ঐক্যের পথেই সমস্ত সাফল্য আসিবে।

এই সঙ্গে শাসনতন্ত্র সংশোধন সম্পর্কে আর একটি বিশেষ সংবাদ —

'গণতন্ত্রের গন্ধ দূর হইল : নেহরু কর্তৃক শাসনতন্ত্র সংশোধনের সাফাই'

১৮ই মে নয়া দিল্লীতে পার্লামেন্টে শাসনতন্ত্র সংশোধন বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাবের উত্তর দিতে গিয়া প্রধানমন্ত্রী নেহরু বলেন যে, তিনি পূর্ণ বিশ্বাস পাইয়াই বিলটি উত্থাপন করিয়াছেন এবং উহা চালাইয়া লইয়া যাইতেও তিনি চাহেন।

শ্রী নেহরু আরও বলেন, "প্রস্তাবিত সংশোধনগুলি শাসনতন্ত্রকে বদলান দূরের কথা আমাদের মনোমত উপায়ে শাসনতন্ত্রকে কার্যকরী করিবে।"

তিনি আরো বলেন, "আমি পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে বলিতেছি যে, শাসনতন্ত্রে যাহা নিহিত ছিল, শাসনতন্ত্র পরিষদে যে কথা আমরা বারবার আলোচনা কারয়াছিলাম এবং যাহা প্রত্যেকটি শাসনতন্ত্রে অন্তর্নিহিত থাকে, তাহাই এই সংশোধনগুলিতে বলা হইয়াছে, নূতন আইন করিবার কোন কথাই এই বিলে নাই, তাহা করিবে পার্লামেন্ট । হয় এই পার্লামেন্ট — না হয় ইহার উত্তরাধিকারী পার্লামেন্ট।" কাজেই শাসন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতা হস্তগত করার কথা বলা আলোচনার বাহিরে।

শ্রী নেহরু ৯ নং ধারার মতামত প্রকাশ সম্বন্ধে সংশোধন সংক্রান্ত আলোচনা করিতে গিয়ে বলেন, "কোন লোককেই শতকরা একশত ভাগ স্বাধীনতা দেওয়া যায় এরকম হতে পারে না।"

— পি টি আই

অবশেষে একই তারিখে পরবর্তী সংবাদে প্রকাশিত শিরোনাম :

'পার্লামেন্ট কর্তৃক শাসনতন্ত্র সংশোধন বিল সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত : আইন সচিব কর্তৃক সংশোধনের পক্ষে সাফাই : সুপ্রিম কোর্টের প্রতি কটূক্তি : বিভিন্ন সদস্য কর্তৃক বিলের সমালোচনা'

স্বাধীনতায় প্রকাশিত শাসনতন্ত্র সংশোধন সম্পর্কে বিভিন্ন পত্রিকার বক্তব্য এবং শিরোনাম ঃ

'ব্যক্তি স্বাধীনতার শ্বাসরোধ ঃ নেহরুর শাসনতন্ত্র সংস্কার সম্পর্কে বিভিন্ন পত্রিকার মতামত'

বর্তমান শাসনতন্ত্র অনুযায়ী যেটুকু ব্যক্তি স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অবকাশ ছিল, তাহাও হরণ করিবার জন্য পার্লামেন্টে ভারত সরকারের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরুর উত্থাপিত "শাসনতন্ত্র সংশোধন" বিলের বিরুদ্ধে "টাইমস অফ ইণ্ডিয়া", "ফ্রি প্রেস জার্নাল", "ইণ্ডিয়ান নিউজ ক্রনিকেল", অমৃত বাজার পত্রিকা, যুগান্তর, আনন্দবাজার, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, সত্যযুগ প্রভৃতি পত্রিকা তীব্র সমালোচনা করিয়াছে।

আনন্দবাজার পত্রিকা পর্যন্ত খোলাখুলিভাবে বলিয়াছে যে জনমতকে প্রভাবিত করিবার জন্যই আইনমন্ত্রী শ্রী আম্বেদকরের বদলে প্রধানমন্ত্রী নিজেই বিলটি উত্থাপিত করিয়াছেন।

একমাত্র বিড়লার সংবাদপত্র "হিন্দুস্থান টাইমস"ই বলিয়াছে যে, শাসনতন্ত্র সংশোধনের জন্য "সরকারের যুক্তি সাধারণভাবে সমর্থিত হইবে।"

"সত্যযুগ" পত্রিকা সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলিয়াছে, "সন্দেহ করিবার সঙ্গত কারণ আছে যে, উত্থাপিত সংশোধনী বিলের ব্যক্তি স্বাধীনতা সঙ্কোচক আপত্তিসূচক বিধান হইতে জনসাধারণের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করিবার উদ্দেশ্যেই উহাতে জমিদারীপ্রথা উচ্ছেদ, শিল্প বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্তকরণ, অনুন্নত সম্প্রদায়ের বিশেষ অধিকার সংক্রান্ত ধারাগুলি সংযোজিত হইবে।"

......"যুগান্তর" পত্রিকাও উহাকে "স্বেচ্ছাচারী" মনোভাবের পরিচায়ক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

"স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ" শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "যুগান্তর" পত্রিকা বলিতেছে, 'স্বাধীনতার শ্বাসরোধ' বলিলেই ঠিক হইত তথাপি স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ বলিয়াই আমরা বিষয়টিকে অভিহিত করিব।" পত্রিকাটি আরও বলিয়াছে, "মুখে যাঁহারা গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার বুলি প্রচার করেন ; তাঁহারাই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করিয়া তাহাদিগকে শূলে চড়াইবার অস্ত্র শানিত করিতেছেন।" মৌলিক অধিকারও খড়গের নীচে ঝুলিতেছে।

"মৌলিক অধিকারের উদার সমর্থক" নেহরুকে "অতি দ্রুততার সহিত সংবিধান সংশোধনের" নায়করূপে অবতীর্ণ হইতে দেখিয়া আনন্দবাজার পত্রিকা বলিতেছে যে, ইহাতে আইনসভার সদস্যরা "অপ্রস্তুত" বোধ করিতেছেন। "সাধারণ নির্বাচনের দ্বারা নির্দ্ধারিত জাতির নূতন ও প্রকৃত প্রতিনিধিমণ্ডলীর" দ্বারা যাহাতে বিষয়টি বিবেচিত হইতে পারে তাহার জন্য পত্রিকাটি সংশোধন স্থগিত রাখার সুপারিশ করিয়াছে।

"হিন্দুস্থান স্টাণ্ডার্ড" পত্রিকাও "এখন নহে" শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছে। নূতন নিবর্ত্তনমূলক আইন সুপ্রীম কোর্ট কর্ত্তৃক বৈধ ঘোষিত হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়া আনন্দবাজার পত্রিকা বলিয়াছে "সরকারের সামাজিক প্রয়োজনের জন্য রচিত সকল নূতন আইনই ন্যায়ালয়ের বিবেচনায় অবৈধ" বলিয়া ঘোষিত হয় না।

অমৃতবাজার পত্রিকায় "সংবাদপত্র আইন" শীর্ষক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হয় "মৌলিক অধিকারগুলির ভাগ্যই তুলাদণ্ডে ঝুলিতেছে।" পত্রিকাটি আরও বলে, সংবাদপত্রের সম্পাদকদের প্রকৃতপক্ষে গুণ্ডা ও সমাজবিরোধী শক্তির পর্যায়ে ফেলা হইয়াছে এবং এখন হইতে সরকারী শাসন বিভাগীয় হুকুমই ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিবর্তে চালু হইবে।

দিল্লি হইতে প্রকাশিত আচার্য্য কৃপালনীর "ইণ্ডিয়ান নিউজ ক্রনিকেল" পত্রিকা বলিয়াছে, মৌলিক

অধিকারগুলি যাহাতে বজায় থাকে ও বর্তমান দমননীতির আইনগুলি যাহাতে না থাকিতে পারে সেদিকে নজর দেওয়া এখন জনসাধারণের বিশেষ করিয়া সংবাদপত্রগুলির দায়িত্ব।

বোম্বাইয়ের "ফ্রি প্রেস জার্নাল"এর মতে আইনসভার উত্থাপিত বিলের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে এবং ব্যাপকভাবে আইন অমান্য আন্দোলন সংগঠন করা খুবই ন্যায়সঙ্গত হইবে।

"অশোভন ব্যাগ্রতার" সহিত এই বিলটি উত্থাপন করার কথা উল্লেখ করিয়া 'টাইমস অফ ইণ্ডিয়া" পত্রিকা বলিয়াছে, যে সরকার নির্বাচনের প্রাক্কালে এই ধরনের বিশেষ ক্ষমতার দ্বারা নিজেকে সশস্ত্র করিয়া তোলে, আইনসভাকে নিজের অনুকূলে টানিয়া আনার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়া তাহার পক্ষে স্বাভাবিক।

স্বাধীনতা, নব পর্যায় ১০০ তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ১৪৫ সংখ্যা) ২০শে মে ১৯৫১, রবিবার ৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮তে প্রকাশিত ঃ

'কমিউনিস্ট নেতৃত্রয় অবশেষে আটক আইনের কবলে'

১৯শে মে আলিপুর কোর্টে কমিউনিস্ট নেতৃত্রয় ডাঃ রণেন সেন, শ্রী ভূপেশ গুপ্ত ও শ্রী প্রমোদ দাশগুপ্তকে হাজির করা হয়। সরকার পক্ষ হইতে তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোনরূপ অভিযোগ দাখিল করিতে না পারায় কংগ্রেসী "গণতান্ত্রিক" সরকারের শেষ ও একমাত্র আশ্রয়স্থল নিবর্ত্তনমূলক আটক আইনের বলে তাঁহাদের আটক রাখার আদেশ দেওয়া হয়। নেতৃত্রয়কে দমদম জেলে প্রেরণ করা হইয়াছে. ....।

'তেলেঙ্গানা বন্দীদের সম্পূর্ণ মুক্তি দিতে হইবে'

সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি মিঃ ডি. চক্কুবাই চেট্টিয়ার বলিয়াছেন যে, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ১২ জন তেলেঙ্গানা বন্দীর মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা মকুব করাকে সমস্ত শ্রেণীর জনগণ বিপুল আনন্দের সহিত বরণ করিয়া লইয়াছেন। ....

তাঁহাদের মুক্তিদানের কারণগুলি সর্বজনবিদিত। তাঁহাদের ক্ষেত্রে ফৌজদারী বিচার নীতিব সাধারণ নিয়মগুলিকেও খোলাখুলি অমান্য করা হইয়াছিল এবং তাঁহাদের জীবন যদি রক্ষা না করা হইত তবে সরকার এবং বিশেষ করিয়া কংগ্রেস যখন আপোষহীন অন্তর্দ্বন্দ্বে দুর্বল হইয়া পড়িতেছে, তখন সেই কংগ্রেসের উপরও ইহা দূরপনেয় কলঙ্ক ডাকিয়া আনিত। কিন্তু এই কারণগুলিকে কখনই কেবল মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা রহিতের সমতুল্য বলা যায় না, কারণগুলি একেবারে বিচারের মূলে আঘাত করে ; কাজেই তাঁহাদের অবিলম্বে মুক্তি আদেশ দিতে হইবে। ইহা কেবল ক্ষমা প্রদর্শনের ব্যপার নহে, সভ্য দেশের বিচার-বিভাগীরা সমস্ত আইনের ইহা চূড়ান্ত অবমাননা বলিয়া ইহা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। কাজেই ঐ বিচারে আইনের অপব্যবহার করা হইয়াছে এবং সমস্ত মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাই অপ্রযোগ্য, তাই ইহাকে বাতিল করিতে হইবে। ....রাষ্ট্রপতির কাছেও তিনি আবেদন করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি যেন তাহাদের মুক্তির আদেশ দিয়া তাঁহার এই সৎকার্য্যকে সম্পূর্ণ করেন।..........

এছাড়া এই সংখ্যার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য শিরোনাম ঃ

'পশ্চিমবঙ্গের ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের কংগ্রেস ত্যাগের সিদ্ধান্ত ঃ পাটনায় নূতন সর্বভারতীয় দল গঠনের প্রয়াস', 'কংগ্রেস সরকারের পরিবর্তে চাই জনগণের গণতান্ত্রিক সরকার ঃ দিনহাটায় ক্ষুধার্ত্ত জনসমাবেশে জ্যোতি বসুর বক্তৃতা ঃ শহর ও গ্রামে পূর্ণ রেশনিং এবং নির্বাচিত পঞ্চায়েত কমিটির স্বীকারের দাবি' প্রভৃতি।

স্বাধীনতা, নব পর্য্যায় ১০১তম সংখ্যা, (ষষ্ঠ বর্ষ ১৪৬তম সংখ্যা) ২১শে মে ১৯৫১, সোমবার ৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮তে প্রকাশিত ঃ

পার্টির খসড়া প্রোগ্রাম দেশের সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তির প্রোগ্রাম ঃ ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ সংগঠনী কমিটি কর্তৃক অভিনন্দন জ্ঞাপন'

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটির বিবৃতি —

"ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পলিট ব্যুরো যে খসড়া প্রোগ্রাম দিয়াছেন পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইতেছে ও দ্বিধাহীন চিত্তে তাহা গ্রহণ করিতেছে। এই খসড়া প্রোগ্রামে যে মহান নেতৃত্ব দেওয়া হইয়াছে কমিটি তাহার জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে ও ইহার প্রশংসা করিতেছে। এই মহান নেতৃত্ব কেবল আমাদের পার্টির কর্মীদের জন্যই নয়, পরন্তু আমাদের দেশের সমস্ত গণতান্ত্রিক, সামন্ততন্ত্র বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তির জন্যও।

প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি এই খসড়া প্রোগ্রামকে চূড়ান্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ বলিয়া মনে করে বলিয়াই এই খসড়ার ভিত্তিতে আমাদের চেতনাকে নূতন রূপ দেবার জন্য এবং গভীরতর করিয়া তুলিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করিবে না। এই লক্ষ্য সামনে রাখিয়া আমাদের কমিটি নিশ্চয়ই আত্মসমালোচনার দৃষ্টিতে এই প্রোগ্রামের আলোকে তাহার সমস্ত অতীত কার্যকলাপ ও রাজনৈতিক বোধের বিচার করিবে। "প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি সমস্ত পার্টি ইউনিট ও পার্টি সভ্যদের কাছে আবেদন জানাইতেছে যে, তাঁহারাও যেন নিজের নিজের ইউনিট মারফৎ এবং পার্টির নিয়ম নীতির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ অভ্যন্তরীণ আলোচনায় অন্যান্য কায়দা মারফৎ অনুরূপভাবে চেষ্টা শুরু করেন।

"এই খসড়া প্রোগ্রামের চূড়ান্তভাবে গৃহীত হওয়া যদিও পার্টি কংগ্রেসের উপর নির্ভরশীল, তথাপি প্রাদেশিক কমিটি মনে করে যে, এই প্রোগ্রামই পার্টির সমস্ত কাজকর্মের পথ নির্দেশ করিবে ও আজকের দিনের সমস্ত গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব দিবে।

"প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, এই খসড়া প্রোগ্রাম পার্টি সভ্যদের ঐক্যবদ্ধ করার ভিত্তিও আমাদের দিয়েছে। কমিটি তাই সমস্ত পার্টি সভ্যদের কাছে এই আবেদন করিতেছে যে, এখন হইতে তাঁহারা যেন রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক উভয়দিক দিয়াই এমনভাবে চলেন যাহাতে এই খসড়া প্রোগ্রামের ভিত্তিতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা পার্টির ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি।

" প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি সমস্ত পার্টি সভ্য ও দরদীকে অনুরোধ জানাইতেছে, তাঁহারা যেন গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলি ও জনসাধারণের মধ্যে এই খসড়া প্রোগ্রামের আলোচনার সূত্রপাত করেন ও আলোচনা সংগঠিত করেন এবং ইহাকে প্রকৃত স্বাধীনতা ও জনগণের গণতন্ত্রের জন্য, শান্তি ও প্রগতির জন্য সংগ্রামের বর্তমান স্তরের কর্মসূচী হিসাবে জনপ্রিয় করিয়া তুলেন।

"পরিশেষে, প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি অত্যন্ত আন্তরিকভাবে আমাদের পার্টি খসড়া প্রোগ্রাম সম্পর্কে আমাদের জনসাধারণের সমস্ত গণতান্ত্রিক অংশের নেতা ও কর্মীর নিকট হইতে মতামত ও সমালোচনা আহ্বান করিতেছে।"

এই সঙ্গে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম ঃ

'সমস্ত শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে ব্যাপক ঐক্যের জন্য উদাত্ত আহ্বান ঃ সুরাটে সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রী মিরাজকরের ভাষণ'

১৯শে মে সুরাটে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সহ-সভাপতি মি: এস. এস. মিরাজ কর বলেন যে, রাজনৈতিক মতামত নির্বিশেষে দেশের বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনগুলিকে একই

সাধারণ ভিত্তি ট্রেড ইউনিয়নের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্য সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে।

তিনি বলেন ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস খুব শীঘ্রই সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সহিত মিলিয়া এক হইয়া যাইতে পারে। ঐক্য গড়িয়া তুলিবার পথে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস অল ইণ্ডিয়া রেলওয়েমেন্স ফেডারেশনের সমান্তরাল সংগঠন হিসাবে গঠিত অল ইণ্ডিয়া ইউনিয়ন অফ রেলওয়েমেন্স তুলিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।...................।

................১৯৪৮ সাল পর্যন্ত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ঐক্যত্মবদ্ধ ছিল। তাহার পর হইতেই বিভিন্ন রাজনৈতিক মতের চারিটি সংগঠন গজাইয়া উঠিয়াছে। শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন সমূহের মধ্যে বিভাগের ফলে শ্রমিকদের গুরুতর ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। সেই জন্য আমরা এইরূপভাবে কাজ করিতে মনস্থ করিয়াছি, যাহাতে রাজনৈতিক মতামত যাহাই হউক না কেন, বিভিন্ন সংগঠনকে ট্রেড ইউনিয়নের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করা যায়।.................. ....

সোস্যালিষ্টরা এমনভাবে তাহাদের সংগঠন চালাইতেছে যেন তাহারা ঐক্যের বিরুদ্ধেই কাজ করিতে চায়।.................আমবা একটি মাত্র কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন চাই। ....মি: জয়প্রকাশের নেতৃত্বে রেলওয়েমেন্স ফেডারেশন এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন ইউনিয়নকে পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে রাজী হয় নাই।.......... ....।

কয়েক বৎসর পূর্বে আমরা যে ভুল করিয়াছিলাম এখন আমরা তাহা শুধরাইয়া লইয়াছি। ....অতীতে যে ভুল করা হইয়াছে তাহার পুনরাবৃত্তি আর ঘটিবে না।

এক প্রশ্নের উত্তরে মি: মিরাজকর বলেন যে, আমাদের রেলওয়ে ইউনিয়নগুলিকে বিরাট অসুবিধার মধ্যে কাজ করিতে হইতেছে। আমাদের শত শত ইউনিয়ন কর্মীকে জেলে আটকাইয়া রাখা হইয়াছে এবং আমাদের ইউনিয়নগুলিকে বে-আইনী করা হইয়াছে। কিন্তু দুর্বল বলিয়া নহে, শ্রমিক ইউনিয়নগুলির ঐক্যের জন্য অকৃত্রিম আকাঙক্ষাবশতঃ আমরা সংগঠনটি তুলিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত লইয়াছি। — পি. টি. আই.

'শাসনতন্ত্র সংশোধন বাতিলের প্রস্তাব ঃ কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির সভায় ভোটাধিক্যে পরাজিত'

১৯শে মে নয়াদিল্লিতে শাসনতন্ত্রের ১৯(২) ধারার সংশোধনগুলি প্রত্যাহার করার একটি প্রস্তাব কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির এক সভায় পরাজিত হইয়াছে বলিযা জানা গিয়াছে।

এই সংশোধনগুলির ফলে বাক স্বাধীনতা ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার মৌলিক অধিকাব সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর পার্লিয়ামেন্ট বাধানিষেধ আরোপ করিতে পারিবে।

সংশোধনগুলি প্রত্যাহার করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন শ্রী দেশবন্ধু গুপ্ত। প্রস্তাবটি বিপুল ভোটাধিক্যে পরাজিত হয়। প্রস্তাবেব পক্ষে ভোট দেন মাত্র চারিজন। --- পি. টি. আই.

এই সংখ্যার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য শিরোনাম ঃ

'খাদ্যবস্ত্র শিক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ডাক ঃ মেদিনীপুরে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে চার হাজার নরনারীর সমাবেশ, 'বারো জন কমিউনিস্ট ও বামপন্থীকর্মী গ্রেফতার ঃ পাঞ্জাবে (পাঃ) পুলিসের ব্যাপক ধরপাকড়'।

স্বাধীনতা, নবপর্য্যায় — ১০২তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ১৪৭তম সংখ্যা) ২২শে মে ১৯৫১, মঙ্গলবার ৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮তে প্রকাশিত ঃ

'কাকদ্বীপ মুলতুবী মামলা শুরু ঃ প্রথম সাক্ষী আই. বি. ইনস্পেক্টরের দীর্ঘ বিবৃতি'

২১শে মে — কাকদ্বীপ কৃষক বন্দীদের মামলা গত ৪ঠা মে হইতে মুলতুবী থাকার পর আলীপুরের স্পেশাল কোর্টে আজ পুনরায় শুরু হইল। বন্দীদের বিরুদ্ধে আনীত ৮০ জন সাক্ষী দাতার মধ্যে প্রথম জনের সাক্ষ্য গ্রহণের কাজ আজ সমাপ্ত করা হয়।

৪ঠা মে-তে আসামী পক্ষের কৌঁসুলী বিভিন্ন ৭টি মামলার সাক্ষ্য গ্রহণের কাজ পৃথক পৃথক ভাবে করার জন্য বিচারক শ্রীমনি ভট্টাচার্য্যের নিকট যে আবেদন করিয়াছিলেন, আজ বিচারক উহা অগ্রাহ্য করিয়া সাক্ষ্য গ্রহণের কাজ একসাথে চলিবে বলিয়া নির্দেশ দেন। বন্দীদের তরফ হইতে শ্রীমানিক হাজরা আজ পুনরায় অভিযোগ করেন যে, জেল কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের প্রথম শ্রেণীর বন্দীর কোন সুযোগ সুবিধাই এখনও পর্যন্ত দিতেছেন না.............।

সাক্ষীর বিবৃতি — প্রথম সাক্ষী ২৪ পরগনা জেলা আই. বি ইন্সপেক্টর প্রফুল্ল কুমার ভট্টাচার্য্য ....বিবৃতির প্রারম্ভে বলেন যে, তিনি গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া জেলা আই. বি'র ওয়াচ ডিপার্টমেন্টের জেলার সাপ্তাহিক গোপন রিপোর্ট ডায়মণ্ড হারবারের রাজনৈতিক ব্যাপারের অফিসার ইনচার্জ। তিনি কাকদ্বীপ এলাকা বহুবার ঘুরিয়া কৃষক আন্দোলন ও কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকলাপ সম্পর্কে যথেষ্ট অবগত হইয়াছেন।

কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে তিনি বলেন যে, ইহা ভারতবর্ষের একটি অতি পরিচিত রাজনৈতিক দল। পার্টির বর্তমান দৈনিক মুখপত্র হিসাবে তিনি 'স্বাধীনতা'র নাম উল্লেখ করেন। পার্টির কার্যকলাপ বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, ১৯৪৬ সাল হইতে "তেভাগা" ও "জমিদারী প্রথা" উচ্ছেদ এই দুই দাবির উপর ভিত্তি করিয়া কাজ করার নীতি তাহারা গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু ১৯৪৭ সালেব মাঝামাঝি হইতে তাহারা এইরূপ প্রচার করিতে থাকে যে, আপোষ ব্যর্থ হইলে বল প্রয়োগ করিতে হইবে। ১৯৪৬ সাল হইতেই বাহিরের নেতারা এই এলাকায় আসিয়া সভা-সমিতি, প্রচার পত্র বিলি ও পোস্টার প্রভৃতির মারফৎ আন্দোলন আরম্ভ করেন বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি জনাব আবদুল হালিম, শ্রীকৃষ্ণবিনোদ রায়, শ্রী নিত্যানন্দ চৌধুরী, শ্রী সুনীল চ্যাটার্জী, শ্রী রাসবিহারী ঘোষ, শ্রী হেমন্ত ঘোষাল, শ্রী কংসারী হালদার, শ্রী অবনী লাহিড়ী প্রভৃতির নাম উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, ইঁহারাই কাকদ্বীপের বিভিন্ন এলাকায় কৃষক সমিতির ইউনিট গড়িয়া তোলেন। এই ইউনিটগুলির মধ্যে উত্তরে বুধাখালি ও দক্ষিণে লায়ালগঞ্জ এই দুইটি শাখাই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। ইহারা ১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে পার্টি একটি "ধ্বংসমূলক" কর্মসূচী গ্রহণ করে। ইহার পর উক্ত এলাকায় কমিউনিস্টদের কার্য্যকলাপের তীব্রতা বৃদ্ধি পায় বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

ব্যারিষ্টাব শ্রী অরিন্দম দত্ত, শ্রী অরুণ প্রকাশ চ্যাটার্জী, শ্রী সরোজেশ মুখার্জী, শ্রী বিমল দত্ত, শ্রী পঙ্কজ গাঙ্গুলী, শ্রী নিহার চক্রবর্তী, শ্রী দিগিন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রী জ্যোতিষ ভৌমিক, শ্রী অমিয় দত্ত, শ্রী বিপ্রদাশ চৌধুরী ও শ্রী গিরিশ রায় চৌধুরী প্রভৃতি আইনজীবীগণ আসামীপক্ষ সমর্থন করেন।

'শাসনতন্ত্র সংশোধনের অধিকার বর্তমান পার্লামেন্টের নাই ঃ বোম্বাই বার এসোসিয়েশনে সুস্পষ্ট অভিমত'

২১শে মে বোম্বাই বার এসোসিয়েশন "কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে ভারতের শাসনতন্ত্র তাড়াহুড়া করিয়া সংশোধনের জন্য যে ভাবে চেষ্টা করিতেছেন" তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া একটি প্রস্তাব পাশ করিয়াছেন।

বার এসোসিয়েশন এই মত প্রকাশ করেন যে, সাধারণ নির্বাচনের পরে আইনমত গঠিত একটি পার্লামেন্ট নির্বাচকমণ্ডলীরদ্বারা প্রস্তাবিত কোন সংশোধন করিতে পারেন — তা ছাড়া শাসনতন্ত্রের কোন সংশোধন এখন হইতে পারে না। — পি. টি আই.

'রাজবন্দী ও নিরাপত্তা বন্দীদের ভোটাধিকার স্বীকৃত'

২১শে মে নয়াদিল্লিতে পার্লামেন্টে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে রাজবন্দীদের ভোটদানের অধিকার দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

সিলেক্ট কমিটি কর্তৃক সংশোধিত জনপ্রতিনিধিত্ব বিলে (২ নং) প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, নিরাপত্তা বন্দীদের ভোটদানের অধিকার দেওয়া হইবে না। কিন্তু পরিষদ শ্রী যশপৎ রায় কাপুরের একটি সংশোধন প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে। এই সংশোধনে নিরাপত্তা বন্দীদের ভোটদানের অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

.... শ্রী কাপুরের সংশোধনের উপর বলিতে গিয়া আইন সচিব ডাঃ আম্বেদকর বলেন ঃ যাঁহার ভোটাধিকার আছে, তিনি স্বাধীনভাবে তাহা করিতে পারেন -- এইরূপ কোন প্রস্তাবের উপর তাঁহার ব্যক্তিগত যথেষ্ট সমর্থন আছে। কিন্তু আইনে এইরূপ নিয়ম আছে যে, বন্দীগণ তাঁহাদের কোন অধিকার আরোপ করিতে পারেন না, সেই জন্যই তিনি শ্রীকাপুরের সংশোধন গ্রহণ করিতে রাজী নন। ভোটের দ্বারা এই (শ্রী কাপুরেব) সংশোধন গৃহীত হয়।

পি .টি. আই.

এই সংখ্যার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য শিরোনাম ঃ

'বৈদেশিক বিশেষজ্ঞেব 'সাহায্যে'র নামে ভারতে মার্কিন গুপ্তচর আমদানি ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ভারতের একাধিক চুক্তির রহস্য', 'চীনের প্রশ্নে জাতিসঙ্ঘে নেহরুর ভূমিকা এবার খুবই ভালো ঃ "সমাজতন্ত্রী" লোহিয়ার মার্কিন চাটুবৃত্তির আর একদফা প্রকাশ', 'উত্তর প্রদেশের দেড় হাজার কংগ্রেস কর্মীর কংগ্রেস ত্যাগের সম্ভাবনা'।

স্বাধীনতা, নব পর্যায় - ১০৩ তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ১৪৮ তম সংখ্যা) ২৩ শে মে ১৯৫১, বুধবার ৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮ তে প্রকাশিত --

'কাকদ্বীপ মামলা -- সাক্ষীরা বন্দীদের চিনিবার সুযোগ পাইতেছে ঃ বন্দীদের পক্ষের কৌঁসুলীর অভিযোগ'

২২ শে মে, কাকদ্বীপ মামলার সাক্ষ্য গ্রহণের দ্বিতীয় দিনে সাক্ষ্যপ্রদান করেন ২য় সাক্ষী ডায়মন্ড হারবার থানার ভাবপ্রাপ্ত অফিসাব শ্রীসমরেন্দ্র নাথ বসু ও ৩য় সাক্ষী ২৪ পরগণা জেলা আই-বি সাব-ইন্সপেক্টব শ্রী রবীন্দ্রনাথ সরকার।

............................২য় সাক্ষী সমরেন্দ্র নাথ বসুর বিবৃতি মামলার "ষড়যন্ত্র" প্রভৃতি অভিযোগের সহিত সম্পর্ক শূন্য ও অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া আসামী পক্ষের কৌঁসুলী আপত্তি করিয়া বিচারকের নিকট একটি আবেদন পত্র পেশ করেন।

সাক্ষীদ্বয়ের বিবৃতি -- ২য় সাক্ষী শ্রী সমরেন্দ্রনাথ বসু কাকদ্বীপ এলাকার আন্দোলনের উৎপত্তি সম্পর্কে গতকালের সাক্ষীর ন্যায়ই বিস্তৃত বিবরণ দিয়া বলেন যে, ঐ স্থানে সভা-সমিতির বেশির ভাগই গোপনে হইত এবং দুই একটি প্রকাশ্যে হইত। তিনি বলেন যে, ঐরূপ দুই একটি সভায় তিনি উপস্থিত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে সাক্ষী আদালতে উপস্থিত কয়েকজন অভিযুক্তকে চিনাইয়া দেন কিন্তু বন্দী শ্রী ফনী হালদারকে ভূষণ হালদার বলিয়া দেখান। 'ধ্বংসমূলক' কার্যের উদাহরণ স্বরূপ চক্‌দাব শ্রী দ্বারিকানাথ সামন্তের নাম উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, অভিযুক্ত গজেন মালী তাহার একজন ভাগ চাষী। উক্ত চকদারের কাছারি ধ্বংস করিয়া ঐ স্থানে কৃষক সমিতির অফিস স্থাপন করা হইয়াছে বলিয়া তিনি অভিযোগ করেন। ইহার পর উক্ত এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি হয় ও পুলিস ক্যাম্প বসে। ....।

৩য় সাক্ষী শ্রী রবীন্দ্রনাথ সরকার কাকদ্বীপ এলাকায় অনুষ্ঠিত দুইটি সভা রিপোর্ট সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদানকালে সভায় কে সভাপতি ছিলেন, কি কি শ্লোগান সভায় দেওয়া হইয়াছিল, বক্তা কে কে উপস্থিত ছিলেন, কি বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছিল, কি নিশান সভায় ছিল ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দেন। এই প্রসঙ্গে তিনিও কয়েকজন বন্দীকে চিনাইয়া দেন। কিন্তু বন্দী শ্রী মাখন ঘোড়াইকে ননী ঘোড়াইরূপে দেখান। শেষে আসামী পক্ষের কৌসুলীর একটি প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, তিনি প্রায় সমস্ত বন্দীর নামই জানেন কিন্তু চেহারার সাথে নাম মিলাইতে পারিতেছেন না।

................আগামীকাল পুনরায় শুনানী হইবে।

'মুক্তির পরেও জনসাধারণের সেবায় আত্মনিয়োগ করিব ঃ তেলেঙ্গানা বন্দীর চিঠি'

তেলেঙ্গানা ডিফেন্স কমিটির কৌসুলী মিঃ ডি লতিফির নিকট তেলেঙ্গানা বন্দী শ্রী জি রঘুপতি রেড্ডি এক চিঠি দিয়েছেন –

প্রিয় কমরেড মিঃ লতিফি লাল সেলাম,

মিঃ প্রিট আমাদের জন্য যা করেছেন তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটি চিঠি দিচ্ছি। আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে এই চিঠি লিখতে বসে আমি আপনাদের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতাবোধে অভিভূত হয়ে পড়ছি।

আমাদের জীবনের এক সঙ্কটময় মুহূর্তে যাঁরা আমাদের ফাঁসির মঞ্চ থেকে বাঁচাবার জন্য এগিয়ে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে যাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টায় আমাদের জীবন রক্ষা পেয়েছে আপনি তাঁদের মধ্যে একজন একথা আমি এবং আমার কমরেডরা মনে করি।

পনের মাস আগের একটি দিনের কথা আমার বেশ মনে আছে। সেদিন আমরা বারো জন পরদিন সকালে ফাঁসির মঞ্চে গিয়ে দাঁড়াতে মনের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলাম। সেদিন আমরা জানতাম না যে. জনসাধারণ আমাদের উপেক্ষিত অনাথের মতো মরতে দিতে রাজি নয় এবং আপনি তাঁদের পক্ষ থেকে আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবেন।

.... খুব ঠিক কথা বলতে হলে আমরা কি ১৯৫০ সালের ২১শে জানুয়ারির সকাল ৯ ঘটিকার কথা কোনদিন ভুলতে পারবো। এই সময়টি আমাদের জীবনের এক মোড় ফিরিবার মুহূর্ত।

সেদিন থেকে জনসাধারণ আমাদের জন্য যে আগ্রহ দেখিয়েছে, সে কথা আপনি ভালভাবেই জানেন এবং এখানে সে কথা আমি আর পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। .... জনসাধারণ এবং যে সমস্ত কমরেড শেষ পর্যন্ত আমাদের জীবন বাঁচাতে কার্যকরী হয়েছেন আপনার মারফৎ তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমরা আশা করি জনসাধারণ আমাদের জন্য যে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন তা চলতে থাকবে এবং জেলে আমাদের জীবন যাতে কোন রকমে নষ্ট না হয় তার দিকে আমরা সচেষ্ট থাকবো। আমরা একথা বলতে পারি যে, জেল থেকে যখন আমরা বেরিয়ে আসবো, তখন যাতে জনসাধারণের কাজে আরও ভালোভাবে লাগতে পারি তার জন্য আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা করবো।

স্বাঃ, জি. রঘুপতি রেড্ডি

'স্পেশাল কোর্ট অ্যাক্টের বৈধতা চ্যালেঞ্জ ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপর রুল জারী' -

গত মঙ্গলবার (২২শে মে, ১৯৫১) দিন কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুত বসুর এজলাসে

কাকদ্বীপ মামলার অন্যতম অভিযুক্ত শ্রীগজেন মালীর পক্ষ হইতে শাসনতন্ত্রের ২২৬ ধারা অনুযায়ী এক দরখাস্ত পেশ করিয়া বলা হয় যে, স্পেশাল কোর্ট অ্যাক্টটি ভারতীয় শাসনতন্ত্রে ১৪ ধারার বিরোধী। ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ১৪ ধারার বিধান অনুযায়ী ভারতীয় সকল নাগরিকেরই বিচারালয়ে সমান সুযোগের অধিকার আছে।

স্পেশাল কোর্ট অ্যাক্ট জুরী ছাড়া বিচারের ব্যবস্থা হইয়াছে।

বিচারপতি শ্রীযুত বসু কেন স্পেশাল কোর্ট অ্যাক্ট বাতিল করা হইবে না, সে সম্পর্কে ১৫ দিনের মধ্যে কারণ দর্শাইবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপর নির্দেশ দেন।

কৌসুলী শ্রী এস. কে. আচার্য শ্রীগজেন মালীর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

'শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনীর কংগ্রেস ত্যাগ'

আজ কংগ্রেস সভাপতির নিকট লিখিত এক পত্রে শ্রীমতী কৃপালনী তাঁহার কংগ্রেস ত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে দেশ কংগ্রেসের নিকট হইতে বহু কিছু আশা করিয়াছিল। কিন্তু আজ আর্থিক দিক দিয়া জনগণের অবস্থা আরও খারাপ হইয়াছে। কংগ্রেসের মধ্যে গণতন্ত্র বলিয়া আজ আর কিছু নাই। যে ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেস অতীতে সংগ্রাম করিয়াছে, কংগ্রেস সরকার সর্বত্র সেই ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করিতেছে। সুতরাং কংগ্রেস বা কংগ্রেস সরকারের দ্বারা জনসাধারণের স্বপ্ন সফল হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

-- পি. টি. আই।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য শিরোনাম --'রেল শ্রমিকের সংগ্রাম সফল করিতে হইবে ঃ রেল শ্রমিক সভায় জ্যোতি বসুর বক্তৃতা ঃ ফেডারেশন নেতাদের ঐক্যবিরোধিতা সত্ত্বেও আন্দোলন জোরদার করুন', 'সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কংগ্রেস খাদ্য-বস্ত্র লইয়া ছিনিমিনি খেলিতেছে ঃ বুড়ুল সংগ্রামে শহীদ অনুরূপ সেনের স্মৃতি সভায় হেমন্ত বসু ও বঙ্কিম মুখার্জির বক্তৃতা ঃ ১৫ হাজার নরনারীর বিপুল সমাবেশ ঃ গ্রাম গ্রামান্ত হইতে শোভাযাত্রা' 'শান্তি-চুক্তির দাবিতে চীনে ২২ কোটি স্বাক্ষর ঃ 'লাষ্টিং পীস' পত্রিকা হইতে'।

স্বাধীনতা, নব পর্যায় ১০৪তম সংখ্যা, (ষষ্ঠ বর্ষ ১৪৯তম সংখ্যা) ২৪শে মে ১৯৫১, বৃহস্পতিবার ৯ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮তে প্রকাশিত

'কাকদ্বীপ মামলা – জেল কর্তৃপক্ষ কোর্টের নির্দেশ অমান্য করিয়াছেন ঃ বন্দীদের পক্ষের কৌসুলীর মন্তব্য'

২৩শে মে আলিপুর স্পেশাল কোর্টে কাকদ্বীপ বন্দীদের মামলার শুনানীর অষ্টম দিনে সাক্ষ্যপ্রদান করেন ৪র্থ সাক্ষী ওয়াচার কনষ্টেবল শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ৫ম সাক্ষী শ্রীচৈতন্যদেব ব্যানার্জি **(২৪ পরগণা জেলার বেওতা গ্রামের কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট)** এবং ষষ্ঠসাক্ষী ২৪ পরগণা জেলার আই বি সাব ইনস্পেক্টর শ্রী অনিল ব্যানার্জি। সাক্ষ্য গ্রহণের তৃতীয় দিনে মোট ৮০ জন সাক্ষীর মধ্যে মাত্র ৬ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্ত হয়।

৩রা মে তারিখে বিচারক জেল সুপারিন্টেডন্টকে লিখিত নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও আজও পর্যন্ত বন্দীদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত বন্দীদের প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে.........................
আসামীপক্ষের কৌসুলী এই প্রসঙ্গে বলেন যে, ... এইরূপ চলিলে বন্দীদের আইনসঙ্গত অধিকারের জন্য তাঁহারা হাইকোর্টের সাহায্য লইতে বাধ্য হইবেন বলিয়া মন্তব্য করেন। বিচারক বলেন যে, তিনি পুনরায় জেল কর্তৃপক্ষকে এই সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে জানাইবেন।

সাক্ষীর বিবৃতি — ৪র্থ সাক্ষী ওয়াচার কনষ্টেবল শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও ৬ষ্ঠ সাক্ষী আই বি সাব-ইন্সপেক্টর শ্রীঅনিল ব্যানার্জির বিবৃতি পূর্ব্বের পুলিস কর্মচারী সাক্ষীত্রয়ের বিবৃতির একেবারে অনুরূপ। পূর্ব্বের সাক্ষীগণের বিবৃতির মতই কবে হইতে উক্ত এলাকায় গিয়াছিলেন, কিভাবে আন্দোলনের প্রসারলাভ হইল, বাহিরের ও স্থানীয় নেতা কাহারা ছিলেন, কয়টি সভায় তাহারা উপস্থিত ছিল, সভার সভাপতি, বক্তা, বক্তৃতা, ঝান্ডা, শ্লোগান ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁহারা বিস্তৃত বিবরণ দেন এবং কয়েকজন বন্দীকে চিনাইয়া দেন। ৫ম সাক্ষী কংগ্রেস সভাপতি শ্রীচৈতন্যদেব ব্যানার্জি এই মর্মে সাক্ষ্য দেন যে, বেঁওতা এলাকায় '২৪ পরগণা জেলা কৃষক সমিতির ডাক' এই নামে একটি প্রচারপত্র তাঁহার হস্তগত হওয়ায় তিনি উহা জেলা কমিটির সম্পাদকের মারফৎ পুলিসের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া অনুরোধ জানান যে, **পুলিস যেন স্থানীয় কংগ্রেসের অধীনে থাকিয়া "শান্তিপ্রিয়" গ্রামবাসীগণকে কমিউনিস্টদের সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন।**

ব্যারিস্টার শ্রী এন আর দাশগুপ্ত ও শ্রী অরিন্দম দত্ত এবং শ্রী চিন্তাহরণ রায়, শ্রী বিমলকুমার দত্ত, শ্রী অজয় চক্রবর্তী, শ্রী সরোজেশ মুখার্জি, শ্রী গিরিন রায়, শ্রী দিগিন চৌধুরী ও শ্রী জ্যোতিষচন্দ্র ভৌমিক প্রভৃতি আইনজীবীগণ আসামী পক্ষ সমর্থন করেন। ....

এই সঙ্গে আছে কাকদ্বীপ ডিফেন্স কমিটির একটি আবেদন ---

আলিপুর কোর্টের একজন সাধারণ দোকানদার কাকদ্বীপ কৃষকদের গৌরবময় সংগ্রামের কথা শুনিয়া মামলা তহবিলে ১১ টাকা দিয়াছেন।

আপনি কি এই বীর বন্দীদের বাঁচাইবার জন্য আপনার সাহায্য পাঠাইযাছেন ?

ভোলানাথ ঘোষ
সেক্রেটারি, কাকদ্বীপ ডিফেন্স কমিটি
৫৫ এ মহানির্বান রোড
কলিকাতা - ২৯

এই সংখ্যার অন্যান্য বিশেষ বিশেষ শিরোনাম ঃ

'ভারত কর্ত্তৃক যুক্তরাষ্ট্রে প্রভূত যুদ্ধের কাঁচামাল সরবরাহে সন্তোষ ঃ খাদ্য বিল বিতর্ককালে মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে বিভিন্ন সদস্যের বক্তৃতা ঃ ভারতে কমিউনিস্ট বিরোধী আইন যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা উগ্র হওয়ায় নেহরুর প্রশংসা' প্রভৃতি।

স্বাধীনতা, নব পর্যায় ১০৬ সংখ্যা, (ষষ্ঠ বর্ষ ১৫১ তম সংখ্যা) ২৬শে মে ১৯৫১, শনিবার ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮তে প্রকাশিত --

'কাকদ্বীপ মামলা — পুলিস বন্দীকে চিনাইয়া দিয়াছে, কোর্টে বন্দীদের তীব্র অভিযোগ'

২৫শে মে আলিপুর স্পেশাল কোর্টে কাকদ্বীপ মামলার শুনানীর দশম দিবসে মোট পাঁচজনের সাক্ষ্য গ্রহণের কাজ সমাপ্ত করা হয়। এ পর্যন্ত মোট ৮০ জন সাক্ষীর মধ্যে ১৪ জনের সাক্ষ্য গ্রহণের কাজ সমাপ্ত করা হইল।

সাক্ষী প্রভাসচন্দ্র পাত্র স্কুল শিক্ষক অভিযুক্ত শ্রী অশোক বোসের সহিত তাঁহার পরিচয় আছে এবং তিনি তাঁহার বাড়ীর ৫/৬ টি পরে শ্রী নরেন মালীর সহিত বাস করিতেন বলিয়া সাক্ষ্য দেন। ৩-১-৫০ তারিখে উক্ত বাড়ি পুলিস কর্ত্তৃক ঘেরাও হয় এবং উহার ফলে কয়েকটি পুস্তিকা পাওয়া যায়। উহা কোর্টে উপস্থিত করা হয়।

সাক্ষী শ্রীমতিলাল সরকার (অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর) কিছু প্রচার পত্র পান এবং উহা কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইয়া দেন। ঐ সকল কোর্টে উপস্থিত করা হয়।

সাক্ষী শ্রীবসন্ত শীট (পোঃ অফিসের রাণার) কুমেদ সাউকে গ্রেপ্তারের ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি প্রথমে সতীশ সাউকে কুমেদ সাউ বলিয়া দেখান এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে কুমেদ সাউকে চিনাইয়া দেন। উপস্থিত পুলিস বলিয়া দেওয়ার ফলেই সাক্ষী বন্দীকে চিনিতে পারেন বলিয়া বন্দীগণ তীব্রভাবে অভিযোগ করেন।

শেষ সাক্ষী জোতদাব জনাব কফিল আলী খাঁন একটি শোভাযাত্রায় এবং উহাতে পুলিসের গুলিবর্ষণ সম্পর্কে বর্ণনা দেন। শোভাযাত্রী ডাঃ চৈতন্য দাসের গ্রেপ্তারের পর তাঁহার নিকট প্রাপ্ত কাগজপত্র আদালতে উপস্থিত করিলে আসামী পক্ষের কৌসুলী আইনগত আপত্তি জানাইয়া বলেন যে, ডাঃ চৈতন্য দাস এই মামলার আসামী না হওয়ায় উক্ত কাগজপত্র আদালত গ্রহণ করিতে পাবে না।

ব্যারিস্টার শ্রী এন আর দাশগুপ্ত ও শ্রী অরিন্দম দত্ত এবং শ্রী চিন্তাহরণ রায়। শ্রী অজয় চক্রবর্তী, শ্রী মহাদেব সিং, শ্রী অরুণপ্রকাশ চ্যাটার্জি, শ্রী বিমল দত্ত, শ্রী সরোজেশ মুখার্জি, শ্রী জ্যোতিষ ভৌমিক, শ্রী গিরীন্দ্র বায়, শ্রীপঙ্কজ গুপ্ত, শ্রী দিগিন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীরামেন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি আইনজীবীগণ আসামী পক্ষ সমর্থন করেন।

'সতের বছরের কৃষক তরুণ জানুর দুর্গায়ার প্রাণ বাঁচান ঃ তেলেঙ্গানা ডিফেন্স কমিটির আবেদন'

যাহাদেব অভূতপূর্ব সাহায্য ও সমর্থনে তেলেঙ্গানার বারজন কৃষকের মৃত্যুদন্ড রহিত কবা গিয়াছে সেই সমস্ত অসংখ্য দেশপ্রেমিক নরনারীব নিকট তেলেঙ্গানা ডিফেন্স কমিটি আবেদন করিতেছে যে, "ভারতের রাষ্ট্রপতি ও মহামান্য নিজামের নিকট সংখ্যাতীত আবেদন পাঠাইয়া সতেরো বৎসর বয়স্ক তরুণ কৃষক জানুব দুর্গায়ার মৃত্যুদন্ড মকুবের প্রার্থনা করুন।"

তেলেঙ্গানা ডিফেন্স কমিটির সম্পাদিকা মিসেস এস লতিফি মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হায়দরাবাদের সতেরো বৎসর বয়স্ক তরুণ কৃষক জানুব দুর্গায়ার মৃত্যুদন্ডাদেশ মকুবের জন্য দেশবাসীর নিকট উপরোক্ত আবেদন করিয়াছেন।

১৯৪৮ সালেব শেষ ভাগে ইপপাগুদেম গ্রামে তিনজন কংগ্রেসী নিহত হন এবং উহার সহিত জানু দুর্গায়ার জড়িত বলিয়া সরকাব পক্ষ অভিযোগ করেন। ডোঙ্গির অনুষ্ঠিত নলগোন্ডার বিশেষ ট্রাইব্যুনাল এই মামলার বিচার করেন এবং সিদ্ধান্ত করেন "সম্ভবত দুর্গায়া এই খুনের সহিত জড়িত ছিলেন।" তাঁহাকে মৃত্যুদন্ডাদেশে দন্ডিত করা হয়। এই সম্পর্কে কোন সাক্ষী পাওয়া যায় নাই।

দুর্গায়া সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন। গত ৯ই মে সুপ্রিম কোর্ট দুর্গায়ার আবেদন বাতিল করিয়া দেন।

ইহার পর দুর্গায়া ভারত রিপাবলিকের সভাপতি ও মহামান্য নিজামের নিকট মৃত্যুদন্ড রহিতের আবেদন করেন। আবেদনেব ভিত্তি হিসাবে নিম্নলিখিত কারণগুলি দেওয়া হইয়াছে ঃ-

(১) মৃত্যুদন্ড সম্পর্কিত মামলায় সংক্ষিপ্ত ও ঢালাও ব্যবস্থা সভ্যতার সমস্ত ধারনার বিরোধী এবং হায়দরাবাদ হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চ সম্প্রতি ইহাকে নিয়মতন্ত্র বিরোধী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

(২) দুর্গাযার শাস্তি দেওয়া হইয়াছে কল্পনা, প্রবণতা ও অবস্থানঘটিত প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া।

(৩) ট্রাইব্যুনালের তিনজনের মধ্যে একজন বিচারক বলিয়াছেন যে সরকারী পক্ষের মামলা নানা মিথ্যার একটি ফিরিস্তি, এই বলিয়া তিনি আসামীকে মুক্তি দিবার কথা বলেন।

(৪) মামলার সময় দুর্গায়া আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে পারেন নাই। (তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য প্রস্তুত হইতে মাত্র দুইদিন সময় দেওয়া হইয়াছিল)। ফলে তিনি সরকারীপক্ষের অভিযোগের দৃশ্যমান অসংখ্য দুর্বলতাগুলির মুখোস খুলিতে পারেন নাই, অভিযোগ যে দুর্বলতাগুলি ছিল তাহা হইতেছে –

– পুলিসের প্রথম রিপোর্ট দিতে ১ মাস দেরি।

– রিপোর্টে দুর্গায়ার নাম না থাকা।

– রিপোর্টে যে কাহিনী বর্ণনা করা হইয়াছিল তাহা অনেকটা দুর্গায়ার স্বপক্ষে ছিল, পরে অভিযোগকারী যে কাহিনী বাড়াইয়া তোলেন তাহার সহিত রিপোর্টের কাহিনীর পার্থক্য, আসামী চিহ্নিত করার জন্য পূর্বে কোন আইডেন্টিফিকেশন প্যারেড না করাইয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে আসামীর কাঠগড়ায়, (এই ব্যবস্থাকে কলিকাতা হাইকোর্ট বলিয়াছেন "অকেজো")।

– অধিকাংশ সাক্ষ্যের মধ্যে পক্ষপাতিত্বের নিদর্শন।

(৫) মামলার স্থান ডোঙ্গিরের আবহাওয়া এমন অস্বাভাবিক ছিল যে, সেখানে ন্যায় বিচার প্রায় ছিল অসম্ভব। আইনগত রেকর্ডে আছে যে, দুর্গায়ার মতো এই রকম সমসাময়িক আর একজন আসামী পুলিস কর্তৃক "কমিউনিস্ট" আখ্যা লাভ কবায় কোন স্থানীয় আইনজীবীরা আসামীর পক্ষ সমর্থন করেন নাই।

(৬) ফৌজদারী মামলার সমস্ত স্বাভাবিক সুবিধাগুলি হইতে দুর্গায়াকে বঞ্চিত করা হইয়াছিল এবং বিচারের সময় হাজির হইবার পূর্বে তাঁহার নিজের পক্ষ সমর্থনের ব্যবস্থা প্রস্তুতের জন্য তাঁহাকে কোন নোটিস বা সুযোগ দেওয়া হয় নাই, এবং বিচারের পূর্বে কোন অভিযোগ ছাড়াই গত এক বৎসর তাহাকে নিবর্ত্তনমূলক আইনে আটকাইয়া রাখা হইয়াছিল, এই অবস্থায় তাহাকে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সহিতও দেখা সাক্ষাত বা পত্র বিনিময় করিতে দেওয়া হয় নাই, এইসব মিলিয়া অভিযোগের পরিমাণে তাহার অবস্থা ছিল নিতান্ত অসমান এবং দুর্বল।

এইসব কারণের সহিত যুক্ত হইয়াছে দুর্গায়াব নিতান্ত অল্পবয়স এবং মৃত্যুদন্ডের পর অস্বাভাবিক সময় ক্ষেপন (যাহার ফলে তাঁহার প্রচন্ড মানসিক যন্ত্রণা বৃদ্ধি পাইয়াছে)।

'১লা জুন আন্তর্জাতিক শিশু দিবস ঃ যুদ্ধ ও খাদ্য সঙ্কটের বিরুদ্ধে শিশুকে রক্ষা করিবার সংগ্রাম ঃ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির আবেদন '

কোরিয়া সমেত এশিয়ার বিস্তীর্ণ ভূখন্ডে ভয়ঙ্কর ঔপনিবেশিক যুদ্ধ এবং খাদ্য বস্ত্রাদির নিদারুণ সঙ্কটের মাঝে এবার ১লা জুন 'আন্তর্জাতিক শিশু দিবস' পালিত হইবে। এই উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির সহ-সম্পাদিকা শ্রী শোভা হুই বিভিন্ন মহিলা সংগঠন, অন্যান্য সমস্ত গণতন্ত্রী সংগঠন এবং শিক্ষক, চিকিৎসক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্য সমাজসেবীদের সংগঠনের নিকট এক আবেদন যুদ্ধের বিরুদ্ধে ও খাদ্যাদির সঙ্কট সমাধানকল্পে আন্দোলন শক্তিশালী করিয়া শিশুদের বর্তমান ও ভবিষ্যত নিরাপদ করিবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন।

.... শিশুদের মঙ্গলের জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় নিম্নলিখিত দাবি নিয়া শ্রী শোভা হুই আন্দোলন সংগঠনের আহ্বান জানাইয়াছেন ঃ-

(১) শিশুদের জন্য বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা,

(২) শিশু হাসপাতাল ও প্রসূতিসদন বৃদ্ধি,

(৩) শ্রমিক মায়েদের প্রসূতিভাতা ও শিশু রক্ষাগারের ব্যবস্থা,

(৪) শিশু শ্রমিক ও নিয়োগ বন্ধ করিয়া শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনধারণের উপযোগী মজুরীর ব্যবস্থা।

শিশু দিবসের অন্যতম প্রধান দাবি হইবে ঃ যুদ্ধ খাতে খরচ কাটিয়া সে অর্থ শিক্ষা ও শান্তিপূর্ণ গঠনকার্যে নিয়োগ করা হউক।

শিশু দিবস উপলক্ষে আহ্বানে শ্রী শোভা গুই মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিকে শক্তিশালী ভিত্তিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন।

তিনি আরও জানাইয়াছেন যে সভা-সমিতি, মিছিল, প্রাচীর চিত্র, ল্যান্টার্ণ বক্তৃতা, শিশু প্রদর্শনী, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে মায়েদের আশা আকাঙ্খা ও শিশুদের মঙ্গলের কাজটিকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে হইবে।

এই সংখ্যার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য শিরোনাম ঃ

'ব্রিটিশ আমলের ঘৃণ্য আইন সংবিধানে স্থান পাইতে পারে না ঃ পন্ডিত কুঞ্জরু কর্তৃক শাসনতন্ত্র সংশোধন প্রস্তাবের তীব্র সমালোচনা ঃ সিলেক্ট কমিটির সদস্যদের মধ্যে মতভেদ ঃ বাক্ স্বাধীনতা হরণ সংক্রান্ত ধারার সংশোধন', 'ফেডারেশন নেতাদের ঐক্যবিরোধী নীতিকে পরাস্ত করিতে হইবে ঃ আলিপুরদুয়ার রেল শ্রমিক সভায় শ্রীজ্যোতি বসুর বক্তৃতা' প্রভৃতি।

স্বাধীনতা, নব পর্যায়- ১০৭ তম সংখ্যা, (ষষ্ঠ বর্ষ ১৫২ তম সংখ্যা) ২৭ শে মে ১৯৫১, রবিবার ১২ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮ তে প্রকাশিত সংবাদ এবং শিরোনাম ঃ

'বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির কন্ঠরোধই শাসনতন্ত্র সংশোধনের লক্ষ্য ঃ স্বাধীন নির্বাচন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবার আশঙ্কা ঃ 'ইউ টি ইউ সি'র সম্পাদক শ্রীমৃণালকান্তি বসুর বিবৃতি' –

"সরকার বিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির মত ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করাই বর্তমান শাসনতন্ত্র সংশোধনের আসল উদ্দেশ্য। এই সংশোধন গৃহীত হইলে স্বাধীন নির্বাচন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা রহিয়াছে। বিনা বিচারে আটক রাখিবার ও সংবাদপত্রের কন্ঠরোধ করিবার পক্ষে এই সংশোধনে আরও বেশি ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে"।

.... শাসনতন্ত্রের প্রাথমিক অধিকার সংক্রান্ত ১৯ ধারা সিলেক্ট কমিটি কর্তৃক পরিবর্তনের উপর (বক্তব্য) ....

সংশোধিত ১৯ (২) ধারায় "বাধা নিষেধের" পূর্বে 'যুক্তিসঙ্গত' কথা বসান জনমতের পক্ষে কোন সুবিধাই নয়। মত ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা ছাড়া অন্যান্য অধিকারগুলি প্রযোগের বাধা নিষেধের ব্যাপারে 'যুক্তি সঙ্গত' কথাটি ছিল বলিয়াই ইহা করিতে হইয়াছিল।

শান্তিপূর্ণ ভাবে ও অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া জমায়েত হওয়া, সমিতি অথবা ইউনিয়ন গড়া, ভারতের সমস্ত স্থানে স্বাধীনভাবে বিচরণ করা, ভারতের যে কোন স্থানে বসবাস করা, সম্পত্তি অর্জন, রক্ষা ও বিক্রয় করা, যে কোন পেশা অবলম্বন করা অথবা ব্যবসা ও বাণিজ্য ইত্যাদি যে কোন বৃত্তি গ্রহণ করার অধিকারগুলি ইতিমধ্যেই 'যুক্তিসঙ্গত' বাধা নিষেধের আওতায় পড়িয়াছে। শাসনতন্ত্রে বক্তৃতা ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা উচ্চস্থান অধিকার করিয়া থাকে। এইস্থান হইতে এই স্বাধীনতাকে নিচুতে টানিয়া নামানো হইয়াছে। তাই বক্তৃতা ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতাকে গুরুতরভাবে খর্ব করার উদ্দেশ্যে যে সকল নূতন বিধিনিষেধ প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহার আগে 'ন্যায়সঙ্গত' এই কথাটি না বলা হইলে অত্যন্ত অসঙ্গত কাজ হইত। বক্তৃতা ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার যাহা কিছু অবশিষ্ট রহিল তাহাকে অন্যান্য স্বাধীনতার মত আদালতের বিচার্য্য বিষয় করিতে হইয়াছে।

একথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, যে সকল সংশোধন করা হইয়াছে তাহার মধ্যে পড়ে কুখ্যাত রাজদ্রোহ আইনের পুনঃপ্রবর্তন। তথাকথিত জননিরাপত্তা আইনসমূহের (মোট ১১টি) বলে রাজ্য সরকারগুলিকে 'জননিরাপত্তা' বলবৎ করার উদ্দেশ্যে পুরাদমে অগ্রসর হইবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে এবং ইহার ফলে তাহাদের বিনা বিচারে লোককে গ্রেফতার ও আটক রাখার বিরোধী সংবাদপত্র সমূহকে দমন করা, রাজদ্রোহাত্মক এই অজুহাতে কংগ্রেস গবর্নমেন্ট তীব্র সমালোচনার ন্যায় অপরাধগুলির ক্ষেত্রে আদালতের বিচার ব্যতিরেকেই শাস্তিদানের সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। .... প্রধানমন্ত্রী (পন্ডিত জওহরলাল নেহরু) বর্তমান অস্থায়ী পার্লামেন্ট কর্তৃক .... যে সকল পরিবর্তনসাধিত হইতে চলিয়াছে, তাহার সমর্থনে বলিয়াছেন যে "জীবন মৃত্যু অথবা টিকিয়া থাকার এই যুগে" ব্যক্তিস্বাধীনতার সঙ্কোচসাধন প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। .... শাসনতন্ত্রে যে দূরপ্রসারী পরিবর্তন করা হইতেছে তাহা গণতান্ত্রিক পন্থাকে চ্যালেঞ্জ করিতেছে। গবর্নমেন্টের পক্ষে ইহা হিংসাত্মক কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। দেশের সম্মুখে যে ভবিষ্যৎ দেখা যাইতেছে তাহাতে যাহারা শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে গবর্নমেন্ট পরিবর্তনের পক্ষপাতী তাঁহারা অতি শয় উদ্বিগ্ন হইবেন। শাসনতন্ত্র সংশোধন করিয়া গবর্ণমেন্ট যে ভীতত্রস্ত কাজের পরিচয় দিয়াছেন তাহার পটভূমিকায় নির্বাচন স্বাধীনভাবে পরিচালিত হইবে তাহার সম্ভাবনা আছে কি?

'যুক্ত বামপন্থী উদ্যোগে বাক্-স্বাধীনতা হরণের বিরুদ্ধে জনসভা : কমনওয়েলথ গোলামী বজায় রাখা ও নির্বাচনের মুখে কণ্ঠরোধই সংশোধনের উদ্দেশ্য'

২৬ শে মে, কমিউনিস্ট পার্টি, ফরোয়ার্ড ব্লক, সোস্যালিষ্ট রিপাবলিকান পার্টি, সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টার, নিখিলবঙ্গ ছাত্র কংগ্রেস (কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট), সোস্যালিষ্ট রিপাবলিকান স্টুডেন্টস্ ব্যুরো প্রভৃতি বামপন্থী দল ও প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবিত সংশোধনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য পার্ক সার্কাসে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত একটি প্রস্তাবে জনমতকে পদদলিত করিয়া কেবলমাত্র ভোটের জোরে এই সংশোধন পাশ করাইবার অপচেষ্টা হইতে নেহরু সরকারকে নিবৃত্ত হইবার দাবি জানানো হয়। এবং জনসাধারণের সকল অংশকে এই সংশোধনের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে আহ্বান জানানো হয়।

'সংযুক্ত কিষাণ সভার সম্মেলনে কিষাণ সভা কর্মীদের অংশগ্রহণ : বিহারে কিষাণ ঐক্যের প্রচেষ্টা'

বিহার রাজ্য সংযুক্ত কিষাণ সভার যে সম্মেলন আগামী ৩০ শে ও ৩১শে মে সাহেবগঞ্জে অনুষ্ঠিত হইতে যাইতেছে, তাহাতে অংশগ্রহণ করিবার জন্য রাজ্য কিষাণ সভার সম্পাদক শ্রী যোগীন্দ্র শর্মা কিসাণ সভা কর্মীদের আহ্বান করিয়াছেন।

.... উভয় কৃষক সংগঠনের মধ্যে কথাবার্তা চলিতেছে, যাহাতে উক্ত সম্মেলনটি এমনভাবে সংগঠিত করা যায়, দুইটি কৃষকসভা একটি সংগঠনে মিলিতে পারে ....।

.... গত কয়েকমাস যাবৎ সংগঠন দুইটি পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াও .... সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কর্মপন্থার ভিত্তিতে যুক্তভাবে কাজ করিয়া আসিতেছেন ; এবং উভয় সংগঠন মিলিত হইবারও উদ্দেশ্য ঘোষণা করিয়াছেন .... ।

স্বাধীনতা, নব পর্যায়- ১০৯ তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ১৫৪ তম সংখ্যা) ২৯শে মে ১৯৫১, মঙ্গলবার ১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮তে প্রকাশিত শিরোনাম :

'পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলায় চরম খাদ্যাভাবের সূচনা : ভুখ মিছিল ও মিলিত সভার

মারফত জনতার প্রতিবাদ ঃ সরকারী কর্মচারীদের আমলাতান্ত্রিক মনোভাবে সঙ্কট ঘণীভূত', 'জেলাবোর্ড হইতে কংগ্রেসী কুশাসন দূর করিতে হইবে ঃ বীরভূম সংযুক্ত প্রগতিশীল দলের আহ্বান'।

ভারতীয় শাসনতন্ত্রে প্রস্তাবিত সংশোধন আদৌ চলিবে না ঃ দিল্লি বার্তাজীবী সঙ্ঘের প্রস্তাব'

২৭ শে মে দিল্লির বার্তাজীবী সঙ্ঘের এক সাধারণ সভায় একটি প্রস্তাবে ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ১৯(২) ধারার প্রস্তাবিত সংশোধনের তীব্র নিন্দা করা হয় এবং ভারতীয় বেতনভুক বার্তাজীবী সঙ্ঘের সভাপতির অভিমত ও সর্বভারতীয় সম্পাদক সম্মেলনের স্ট্যান্ডিং কমিটির সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানান হয়। সভার মতে সংবিধানের প্রস্তাবিত সংশোধন মত ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতাকে খর্ব করিতে যদিও সিলেক্ট কমিটিতে আরোপিত বাধা নিষেধগুলিকে কিছুটা সমর্থনযোগ্য করা হইয়াছে, তথাপি সঙ্ঘ মনে করে যে, ঐ সব বাধা নিষেধ বার্তাজীবীদের অযথা নাজেহাল করিবে।

অপর একটি প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, সংবাদপত্রের মালিক গোষ্ঠীদের একচেটিয়া ব্যবসার মনোভাব সংবাদপত্র স্বাধীনতাকে ক্ষুন্ন করিতেছে। কিন্তু সেই স্বাধীনতার উপর আরো বাধা নিষেধ চাপাইয়া উক্ত মনোভাবের অবসান ঘটানো কোন প্রকারেই সম্ভব নয়। পরন্তু, বেতনভুক বার্তাজীবীদের উপব মালিকগোষ্ঠীর আধিপত্য আরো বাড়াইবার সুযোগ দিবে এবং কাগজকে মামলা মোকদ্দমার হাত হইতে বাঁচাইবার অজু হাতে সংবাদপত্রগুলির দৈনন্দিন কার্যকলাপের উপর খবরদারি চলিবে। সঙ্ঘ তাই মনে কবে যে সংবিধানের ১৯ (২) ধারার পরিবর্তন আদৌ চলিবে না। প্রস্তাবে দাবি করা হইয়াছে যে, সরকার যেন বেতনভুক বার্তাজীবীদের চাকুরীর নিরাপত্তা রক্ষা এবং স্বাধীনভাবে কাজ করার সুবিধাদানের যথোচিত ব্যবস্থা করে। কারণ আজ পর্যন্ত ভারত সরকার অথবা রাজ্য সরকার বেতনভুকবার্তাজীবী এবং তাঁহাদের সঙ্ঘগুলির শক্তি বৃদ্ধিব কোনরূপ চেষ্টা করেন নাই বা তাঁহাদের সুখ সুবিধারও কোন ব্যবস্থা করেন নাই। ইহার ফলে বেতনভুক বার্তাজীবীরা আজ সম্পূর্ণ পদানত।

— পি টি আই

স্বাধীনতা, নব পর্যায় - ১১০ তম সংখ্যা, (ষষ্ঠ বর্ষ ১৫৫ তম সংখ্যা) ৩০ শে মে ১৯৫১, বুধবার ১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮ তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'নির্বাচনের পূর্বে জনতার কণ্ঠরোধ করাই শাসনতন্ত্র সংশোধনের একমাত্র উদ্দেশ্য ঃ প্রতিরোধের জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তোলার আবেদন ঃ শ্রমিক নেতা মিরাজকর ও মৃণালকান্তি বসুর যুক্ত বিবৃতি'

২৯শে মে কলিকাতা, প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র সংশোধন সম্পর্কে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সহ-সভাপতি এস এম মিরাজকর এবং ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রী মৃণালকান্তি বসু এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন যে জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদকে প্রকাশ্যে অগ্রাহ্য করিয়া ভারত সরকার এমনিতেই প্রতিক্রিয়াশীল শাসনতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন করিতে চলিয়াছে। ইহার ফলে সীমাহীন ক্ষতি হইবে।

.... তাঁহারা আরও বলেন যে কংগ্রেসী শাসন আজ এমনই দেউলিয়া হইয়া পড়িয়াছে যে তাহারা শতকরা মাত্র ১৩ জনের দ্বারা নির্বাচিত পরিষদ কর্তৃক রচিত শাসনতন্ত্রের অতি সঙ্কুচিত অধিকারটুকু আসন্ন নির্বাচনের পূর্বেও সহ্য করিতে রাজি নহে।

জমিদারী বিলোপ আইন কার্যকরী করিয়া কৃষকদের সুবিধা করার জন্য শাসনতন্ত্র সংশোধন করা হইতেছে — এই ধাপ্পায় কেহই বিভ্রান্ত হইবেন না। .... সরকার যদি সত্যই জমিদারী প্রথায় উচ্ছেদ চাহিতেন তাহা হইলে বিহার, আসাম ও দক্ষিণ ভারতে ভারতের

স্থায়ী কৃষি সঙ্কট এইরূপ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের রূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ করিত না, ... 'বেশি খাদ্য ফলাও'' এত প্রচার সত্ত্বেও খাদ্য উৎপাদন দিন দিন কমিয়া যাইত না ....

.... সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে জনগণের আরও বেশি কণ্ঠরোধের মরীয়া প্রচেষ্টাই শাসনতন্ত্র সংশোধনের আসল কারণ। প্রাদেশিক নিরাপত্তা আইন জরুরী প্রেস ক্ষমতা আইনের ৪ নং ধারা প্রভৃতি ঘৃণ্য আইনগুলির .... যদি আজ প্রতিরোধ করা না যায় তাহা হইলে এটলী ট্রুম্যান কোম্পানির মতো যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে সমস্ত সমালোচনা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। শ্রমিক ধর্মঘটে প্ররোচনা, জন নিরাপত্তা বিপদ প্রভৃতির অজুহাতে যে কোন শ্রমিক নেতাকে আটক করা হইবে। ....শত শত বার গুলিবর্ষণ ও বিনা বিচারে হাজার হাজার লোককে আটকের ফলে আজ ইহার অর্থ পরিষ্কার হইযা গিয়াছে।

.... বর্তমান শাসনতন্ত্রে কেবলমাত্র জমিদার ও পুঁজিপতিদের স্বার্থই রক্ষিত হইয়াছে। শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সদিচ্ছাই প্রকাশ করা হইয়াছে -- তাহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য কোন ব্যবস্থাই ইহাতে নাই। প্রস্তাবিত সংশোধনের ফলে এই অবস্থা আরও খারাপ হইবে। নেহরু নীতির সমর্থক সংবাদপত্রের সম্পাদকরা যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন শ্রীনেহরু তাহাও প্রত্যাখ্যান করেন। .... ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে দেশ ছাইয়া যাইতেছে। ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি বেকারী এবং মজুরী ও মাগ্গীভাতা কমানোর ফলে শ্রমিক ও কৃষক জনতা ক্রমশই চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। কোচবিহারের মতো গুলিবর্ষণই জনতার নিকট সবকারের একমাত্র জবাব। ... . প্রস্তাবিত সংশোধন দ্বারা সরকার জনগণের বিরুদ্ধে নিজের স্বার্থকে সুরক্ষিত করিতে চায়।

পরিশেষে জনসাধারণের নিকট আবেদন জানাইয়া বলা হয যে গণতন্ত্রকামী জনতার প্রত্যেকটি অংশ এই সংশোধনেব নিন্দা করিয়াছে। আজ সকলের কর্তব্য হইতেছে .... ইহার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সৃষ্টি করা।

প্রস্তাবিত সংশোধন প্রত্যাহাবের দাবিতে সমস্ত ট্রেড় ইউনিয়ন, কৃষক, ছাত্র, যুব ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানেব নিকট আমরা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তোলার জন্য আবেদন জানাইতেছি। সংশোধনের প্রস্তাব প্রত্যাহার ও জনগণকে পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতা দিবার দাবিতে প্রতিবাদ সভা, শোভাযাত্রা প্রভৃতি সংগঠিত করুন। জনগণ যাহাতে তাহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য সংগ্রাম চালাইতে এবং আসন্ন নির্বাচনের সুযোগ পাইতে পারে তাহার জন্য সমস্ত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের উপর বাধা নিষেধ প্রত্যাহাব এবং ট্রেড ইউনিয়ন কৃষক ও অন্যান্য রাজনৈতিক কর্মীদের উপর হইতে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা উঠাইয়া লওয়ার দাবি করুন।

'কাকদ্বীপ মামলা – সরকারী উকিলের আচরণে আপত্তি'

২৯শে মে, কাকদ্বীপ মামলার অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানের ৭ম দিবসে বন্দীপক্ষের ব্যবহারজীবী আজ পুনরায় অভিযোগ করেন যে, সরকারী উকিল শ্রী হরিপদ ব্যানার্জি সাক্ষীগণকে এমনভাবে প্রশ্ন করিতেছেন তাহার ফলে সাক্ষী উত্তর সম্পর্কে ধারণা করিয়া লইতে সক্ষম হইতেছে আজ তাঁহারা এইরূপ কয়েকটি প্রশ্ন সম্পর্কে আপত্তি জানান ....।

আজ সাক্ষ্যপ্রদান করেন লয়ালগঞ্জের চাষী শ্রীসতীশ মাঝি। স্থানীয় কৃষক সমিতির নেতা বলিয়া অভিহিত কয়েকজন অভিযুক্ত ও সাক্ষীবর্ণিত বাহিরের কমিউনিস্ট নেতাগণের চাষীদের মধ্যে আন্দোলন সংক্রান্ত কার্যকলাপের ও কৃষকদের লড়াইয়ের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়া বলেন যে, তিনি স্থানীয় কৃষক সমিতির সভ্য ছিলেন, কিন্তু কৃষকসভার অন্যান্য কর্মীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তিনি

একমত ছিলেন না ও সেজন্য উক্ত কার্যকলাপগুলিতে তিনি অংশগ্রহণ করেন নাই। তিনি আরও বলেন যে, স্থানীয় নেতা শ্রীগজেন মালী, জনাব তাহারাৎ শেখ, শ্রীমানিক হাজরা ইত্যাদি অভিযুক্তগণ গোপন সভার বন্দোবস্ত করিতেন ও ঐরূপ কয়েকটি গোপন সভায় তিনি উপস্থিত ছিলেন। গ্রামের বড় জোতদার শ্রীদ্বারিক সামন্তের কাছারি 'ধ্বংস' করিয়া দিয়া সেই স্থলে 'কমিউনিস্ট পার্টির অফিস' খোলা হয় এবং তাঁহার সমস্ত জমি কমিউনিস্ট চাষীদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয় বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন যে, জোতদার-জমিদারের পক্ষে যে সব চাষী কাজ করিত তাহাদের খুন করা হইত এবং কয়েকজন নিহত ব্যক্তির নাম তিনি করেন। তিনি অভিযুক্তদের মধ্যে কয়েকজনকে চিনাইয়া দেন।

পরের সাক্ষীও লয়ালগঞ্জের চাষী শ্রীগৌরহরি দাস উপরিউক্ত সাক্ষীর ন্যায় বিবৃতি দেন এবং বলেন যে, তিনিও কৃষক সভার সভ্য ছিলেন। ইহার সাক্ষ্য গ্রহণের কাজ সমাপ্ত হয় নাই ....

.... ।

স্বাধীনতা, নব পর্যায় - ১১১তম সংখ্যা, (ষষ্ঠ বর্ষ ১৫৬ তম সংখ্যা) ৩১শে মে ১৯৫১, বৃহস্পতিবার ১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮ তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'কাকদ্বীপ মামলা – সাক্ষ্য গ্রহণের অষ্টম দিন'

৩০ শে মে আলিপুর স্পেশাল কোর্টে কাকদ্বীপ মামলার সাক্ষ্য গ্রহণের অষ্টম দিনে ... . সাক্ষী শ্রীগৌরহরি দাসের সাক্ষ্যের শেষ অংশটুকু গ্রহণ করা হয়।

....সাক্ষী শ্রীসুধীর দাস কয়েকজন বন্দীকে সনাক্ত করেন কিন্তু অমূল্য কালিমাকে সুশীল দলপতি বলিয়া এবং কুমেদ সাউকে সতীশ সাউ বলিয়া সনাক্ত করেন। ইহার পর শ্রী সতীশ সাউকে দেখাইয়া বলেন যে, তিনি বন্দীর মুখ চেনেন কিন্তু নাম বলিতে পারিতেছেন না। তখন বন্দী শ্রীসতীশ সাউ আদালতকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন যে, সাক্ষী প্রতিটি ঘটনার সহিত তাঁহার নাম বলিতেছেন এবং প্রতিটি সভায় তাঁহাকে দেখিয়াছেন বলিয়া দাবি করিতেছেন অথচ নাম বলিতে সক্ষম হইলেন না। ইহাতে বিচারক উত্তর দেন যে ঘটনাটি তাঁহার খেয়াল থাকিবে।

শ্রীচিন্তাহরণ রায় প্রমুখ আইনজীবীগণ বন্দীদের পক্ষ সমর্থন করেন।

'জনসাধারণ খাদ্য চায় – বুলেট নহে ঃ শাসনতন্ত্র সংশোধনের প্রতিবাদে আচার্য কৃপালনীর তীব্র মন্তব্য'

নয়া দিল্লি, ৩০শে মে - বক্তৃতা ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রাথমিক অধিকার ক্ষুন্ন করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু শাসনতন্ত্র সংশোধনের যে বিল আনিয়াছেন তাহার নিন্দা করিয়া আচার্য কৃপালনী আজ পরিষদে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, "জনসাধারণ খাদ্য চায়— বুলেট নহে"।

তিনি বলেন, সরকার কেবল তখনই স্থায়ী হইতে পারিবেন, যখন তাঁহারা খাদ্য, বস্ত্র ও গৃহের অভাব প্রভৃতি বিক্ষোভের কারণগুলির সমাধান করিতে পারিবেন।

এই সমস্ত সমস্যা প্রথমে সমাধানের চেষ্টার পরিবর্তে সরকার শাসনতন্ত্র সংশোধনের প্রস্তাব করিয়া ঘোড়ার আগে গাড়ী জুড়িতেছেন।

জনশৃঙ্খলা রক্ষার অজুহাতের কথা উল্লেখ করিয়া আচার্য কৃপালনী বলেন যে, জনসাধারণ যদি কোন শোভাযাত্রা বাহির করে, ছাত্ররা যদি স্কুল-কলেজে কোন সুযোগ সুবিধা দাবি করে কিংবা বুভুক্ষু জনতা যদি খাদ্যের দাবি করিয়া ভুখা শোভাযাত্রা বাহির করে তখনই জনশৃঙ্খলার ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। তখনই সরকার পুলিস নিয়োগ করে এবং তাহারা নারী-শিশু নির্বিশেষে জনতার উপর অতি নিপুণতার সহিত গুলিবর্ষণ করে।

— পি টি আই

এই সংখ্যার অন্য বিশেষ বিশেষ সংবাদ ঃ 'তিব্বতের শান্তিপূর্ণ মুক্তি সাম্প্রতিক ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা ঃ পানচেনলামা কর্তৃক চীনা কমিউনিস্ট পার্টিও কমরেড মাও-কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন'।

কমিউনিস্ট পার্টি হাইকোর্টের রায়ে আইনসঙ্গত হওয়ার পর ১৯৫১ সালের ৩১শে মে পর্যন্ত পার্টির দৈনিক মুখপত্র 'স্বাধীনতা'র প্রায় প্রতিটি সংখ্যার কিছু কিছু শিরোনাম এবং বিষয়বস্তু তুলে দিয়ে দেখাবার চেষ্টা হয়েছে। গত সাড়ে তিন বছরে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকার জনজীবন, গণ-আন্দোলন এবং দেশের পরিস্থিতির মূল্যায়ন না করে, একদিকে শাসনতন্ত্র সংশোধন করে মৌলিক অধিকারহরণ করার চেষ্টা, অন্যদিকে আইনী আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন এমনকি যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তি আন্দোলনকেও কিভাবে পুলিস, লাঠি টিয়ার গ্যাস, গুলির সাহায্যে এবং নানা ধরণের নিপীড়ণ ও নিরাপত্তা আইন প্রয়োগ, বিনা বিচারে গ্রেপ্তার প্রভৃতি অন্যায় অত্যাচার করেছে, তা বিভিন্ন শিরোনামায় প্রকাশ করে 'স্বাধীনতা' তার ভূমিকা পালন করেছে।

(বিভিন্ন গণ-আন্দোলনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে তেভাগা আন্দোলনও কাকদ্বীপের মামলার ঘটনাই সাম্যবাদী সংবাদপত্রের এই সময় একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। 'তেভাগা লড়াই' বইটি কৃষকদের অধিকার অর্জনের লড়াইয়ের একটি স্মরণীয় ইতিবৃত্ত। সেই বই থেকে কিছু উল্লেখযোগ্য উদ্ধৃতি পাঠকদের সামনে উপস্থিত করা প্রয়োজন মনে করি।)

ব্রিটিশ শাসনে ১৯৪৬ সালের ফসল কাটার মরসুমের মুখে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভা তেভাগা আন্দোলনের ডাক দেয়। গোটা বাংলাদেশ জুড়ে শুরু হলো তেভাগার আন্দোলন। সারা ভারত কৃষক সভার দাযিত্বে তখন কমরেড ভবানী সেন। গড়ে উঠলো সুন্দরবন অঞ্চলে তেভাগার সংগ্রাম।

যখন তেভাগা আন্দোলনের ডাক দেয় তার তিন বছর আগে কাকদ্বীপের মাটিতে বুধাখালিতে কৃষক সমিতিব লাল ঝান্ডা এই প্রথম তোলা হয়। কাকদ্বীপে যে আন্দোলন শুরু ১৯৪৬-৪৭ সাল থেকে তা ১৯৪৮, ১৯৪৯, ১৯৫০ অবধি চলতে থাকে। একদিকে লাটদার জমিদারদের জমি দখল করে কৃষকদের মধ্যে বিলি, অন্যদিকে 'সরকারের গোলায় ধান নয় কৃষকের গোলায় ধান' এই স্লোগান তোলা হলো।

এর মধ্যে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে সাম্রাজ্যবাদী সর্তে কংগ্রেস নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতায় দেশ স্বাধীনতা পেল এবং বাংলাদেশ দু'ভাগ হলো। কাকদ্বীপের কৃষক আন্দোলন তখন তুঙ্গে। কমরেড সরোজ মুখার্জি নিজেই এলেন সমস্ত ব্যাপারটা দেখার জন্য। তিনি কাকদ্বীপের পরিস্থিতি দেখে বললেন, ২৪ পরগণার এই আন্দোলনের সাথে মেদিনীপুরকে যুক্ত করতে পারলে ভালো হয়। কাকদ্বীপের কৃষকরা তখন সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দিকে। এই সময় ইন্ডিয়ান আর্মির প্রাক্তন মেজব জয়পাল সিং কাকদ্বীপে এলেন বিপ্লবীদের অস্ত্র শিক্ষা দিতে। তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়।

কাকদ্বীপের কৃষক আন্দোলনের ধারা পুলিসি অত্যাচারের বিরুদ্ধে, প্রতিরোধের ঘটনাবলী বৃহত্তর জনসমাজে ছড়িয়ে দিতে কমিউনিস্ট পার্টি জনমত গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে কংগ্রেস সরকার কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করার পর বিভিন্ন বেআইনী প্রচার পুস্তিকার মাধ্যমে জনমত গঠনে প্রয়াসী হন।

কাকদ্বীপ অঞ্চলে নিরক্ষরের সংখ্যা বেশি ছিল। এজন্য ওখানে ইশ্‌তেহার ইত্যাদি লিখিত প্রচার মাধ্যমের চেয়ে বেশি জোর দেওয়া হতো বিভিন্ন স্লোগান, মিটিংয়ের উপর। যেমন 'এবছর তেভাগা চাই', 'লাঙল যার জমি তার', 'সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক, এ সব স্লোগানের ভিত্তিতে কৃষকেরা জোট বেঁধেছিলেন। সুন্দরবন অঞ্চলে 'লাঙল যার জমি তার' স্লোগানের বিশেষ অর্থ হলো কৃষকের জমিতে অধিকার। কৃষকদের জঙ্গী মনোভাব যখন তীব্রতর হলো তখন স্লোগান

উঠল, 'জান দেব তো জমি দেব না', 'জান দেব তো ধান দেব না'। মিটিংয়ে উচ্চারিত এই স্লোগানগুলির মাধ্যমে কাকদ্বীপের লড়াইয়ের মনোভাব আসেপাশে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিপদ সঙ্কেত হিসাবে শাঁখ বাজানো হতো। গ্রামে পুলিস ঢুকলেই শাঁখ বাজিয়ে গ্রামের মানুষকে সাবধান করে দেওয়া হতো।

১৯৪৮ সালের ৬ই নভেম্বর চন্দনপিড়ি গ্রামে পুলিসের গুলি চালনায় অহল্যা দাস সহ আটজন পুরুষ-নারী নিহত হন। চন্দনপিড়ির ঘটনা এর পরেই কমিউনিস্ট পার্টির প্রচারে বহুবার নানাভাবে এসেছে। কাকদ্বীপের কৃষক আন্দোলনের প্রতীক হয়ে আছেন অহল্যা মা।

১৯৪৮ সালের ৪ঠা নভেম্বর চন্দনপিড়ি গ্রামে একটি মিটিং হয়।। ৬ই নভেম্বর সকালে ধানকাটা শুরু হয়। হঠাৎ খবর এলো স্থানীয় পার্টি সম্পাদক রাখাল জানার উদ্দেশ্যে পুলিস আসছে। বৈরাগী শশধর দাস শাঁখ বাজিয়ে সকলকে সতর্ক করে দেন। শাঁখ শুনে সবাই সুধীর মাইতির বাড়িতে কমিউনিস্ট পার্টির অফিসের দিকে যান। মেয়েরা আগে, তাদেব হাতে ঝাঁটা ও বঁটি। পুরুষেরা পেছনে হাতে লাঠি। অফিসের কাছে দেখেন জমিদার বাড়ির সেনবাবুদের নায়েব কংগ্রেসের পরেশ দাস, সঙ্গে বারোজন পুলিস এবং সেনবাবুদের কর্মচারী রাইচরণ মাইতি। পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় এবং কৃষকেরা পুলিসের রাইফেল ছিনিয়ে নেয়। ক্ষমা চেয়ে পুলিস বন্দুক ফেরৎ পায় এবং সেনবাবুদের নায়েব পবেশ দাসকে ঘটনাস্থলে রেখেই চলে যায়। কৃষকরা তাকে ধরে নিয়ে বৈকুণ্ঠ কবমের বাড়িতে বন্ধ করে রাখে। কৃষকরা ঘটনাস্থল থেকে ফিরে আসার সময় বুঝতে পারল পুলিস পুনরায় আসছে।

কৃষকরা ঘুরে পুনরায় সেনবাবুদেব কাছারিতে গিয়ে দেখে সশস্ত্র পুলিস। কর্মচারী রাইচরণ মাইতি চীৎকার করে বলে 'ফায়ার! ফায়ার!' গুলি শুরু হয়। গর্ভবতী অহল্যার বুকে গুলি লাগে। এই অবস্থায় হামাগুড়ি দিয়ে স্বামী ও ছেলের কাছে যাওযার পর তাঁর মৃত্যু হয়। সেদিন আরও যাঁবা নিহত হন অশ্বিনী, সরোজিনী (পুলিস বেয়নেট দিয়ে পেট চিরে দেয়), উত্তমী, বাতাসী, গজেন, অধর ও দেবেন। এরপর কৃষকেরা বিচার করে সেনবাবুদের নায়েব পরেশ দাসকে কেটে সপ্তমুখী নদীর পাঁকে পুঁতে দেয়। পুলিসি নির্যাতন কিন্তু অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে।

১৯৪৯ সালেই কাকদ্বীপকে শিশু তেলেঙ্গানায় রূপদানের সিদ্ধান্ত হয়। এ সময়েই কলকাতার বাগুইআটিতে একটি বিশেষ কেন্দ্র স্থাপিত হয়। সেখানে ভবানী সেন, গোপেন চক্রবর্তী, নরেন গুহ নিয়মিত মিলিত হতেন কাকদ্বীপ সংঘর্ষকে পরিচালনা করার পরামর্শ দেওয়ার জন্য। এক গোপন সভায় কাকদ্বীপের নেতৃস্থানীয় কর্মীরা অশোক বোস, কংসারী হালদার, গজেন মালী, বিজয় মন্ডল ছদ্মনাম গ্রহণ করেন।

স্বাধীন কংগ্রেসী রামরাজত্বে গুলি ও সঙ্গীনের খোঁচায় আট মাসের গর্ভবতী ভাগচাষীর স্ত্রী নিহত হয়েছে। ধারালো সঙ্গীনের খোঁচায় চিরে গেছে গর্ভের অজাত শিশু। বেয়নেট দিয়ে পেট চিরে নিযেছে সংগ্রামী কৃষকের। গুলিতে নিহত করেছে বহু সংগ্রামী কৃষককে।

সেদিন পৈশাচিক হাসি হেসে গান্ধী টুপি মাথায় সেনবাবুদের নায়েব কংগ্রেসী পান্ডা পরেশ দাস বলেছে চিৎকার করে -- "কেমন তেভাগা নেবে না? .... সাধ মিটেছে জমির" তবুও সংগ্রামী কৃষকদের মেয়ে-পুরুষ-শিশু দুর্জয় প্রতিরোধ করে চলেছে অব্যাহত গতিতে। মোটামুটি বহু শহীদের রক্তের বিনিময়ে কাকদ্বীপ তেভাগা আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটলো ১৯৫০ সালে।

কাকদ্বীপের আন্দোলন চলাকালীন কমিউনিস্টদের প্রচার আন্দোলন চলেছে ধারাবাহিকভাবে। তখন কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী। পার্টির মুখপত্র 'স্বাধীনতা'ও বন্ধ। পার্টি নেতৃত্ব গোপন কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন নাম দিয়ে পত্রিকা বের করত। কিছুদিন পর পর ডা: বিধানচন্দ্র রায় পরিচালিত কংগ্রেস সরকারের রক্ষাকবচ ভারত রক্ষা আইনে কাগজগুলি এক এক করে বন্ধ হয়ে যায়।

বে-আইনী হওয়ার পর 'স্বাধীনতা' অন্য প্রেস থেকে পুনরায় প্রকাশিত হয়ে কিছুদিন চলেছিল। কম্পোজিটর হিসাবে আমিও তার সঙ্গে জড়িত ছিলাম। এছাড়াও দৈনিক এবং সাপ্তাহিক হিসাবে আরও কতকগুলি কাগজ প্রকাশিত হয়। এই সমস্ত কাগজের নাম শিরোনাম এবং বিষয়বস্তু উল্লেখ করে এই গ্রন্থেই মুদ্রিত হয়েছে। এই স্বল্পায়ু কাগজগুলিই কাকদ্বীপের কৃষক আন্দোলনের সংবাদ বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে।

এরপরে শুরু হলো জেল থেকে কাকদ্বীপের কৃষক আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের মুক্ত করে আনার পালা। দায়িত্ব পড়েছে প্রকাশ্যে যাঁরা আছেন সেই নেতাদের উপর। কাকদ্বীপ মামলা লড়ার জন্য গঠিত হলো 'কাকদ্বীপ ডিফেন্স কমিটি'। ডিফেন্স কমিটি জনগণের কাছে নিম্নলিখিত আবেদন জানালেন ঃ-

"জনসাধারণ অবগত আছেন যে ২৪ পরগনা জেলার কাকদ্বীপ থানায় সেখানকার কৃষকরা সামন্তবাদী অত্যাচার এবং ভূমি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন। তাঁরা দাবি করিয়াছিলেন যে, মধ্যযুগীয় ভূমিব্যবস্থার বিলোপ করিয়া পরভোজী জমিদার-জোতদারদের উচ্ছেদ করা হোক। এই উপায়ে তাঁদের দাসত্ব শৃঙ্খল হতে মুক্তি দেওয়া হোক এবং উৎপাদন বাড়াইবার সহায়তা করিয়া দেশকে চিরস্থায়ী দুর্ভিক্ষের হাত হইতে রক্ষা করা হোক।

"তাঁদের এই দাবির পরিবর্তে কিন্তু তাঁরা পাইয়াছেন অকথ্য অত্যাচার। আজ কয়েকশত কৃষক এখন দন্ডবিধির বিভিন্ন ধারায় মারাত্মক অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া বিচারাধীন জেলে পচিয়া মরিতেছেন। সরকার প্রদত্ত পরিচয়পত্র ব্যতিরেকে বাহির হইতে আজ কাহারও ঐ অঞ্চলে প্রবেশের অধিকার নাই। বাস্তবিক পক্ষে আজ কাকদ্বীপকে সারা দুনিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখা হইয়াছে।

"এখানকার কৃষকদের যথাসম্ভব সাহায্য করার জন্য একটি কাকদ্বীপ ডিফেন্স কমিটি সমস্ত জনসাধারণ, সমস্ত শ্রেণী, সকল দল, সকল সংগঠনের নিকট আবেদন জানাইতেছে --তাঁরা দুঃস্থ কৃষকদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসুন।"

১৯৫০ সালে ফসল কাটার মরশুম শেষ হওয়ার পর ১৯৫১ সালে আবার খাদ্যাভাব ও গণবিক্ষোভ শুরু হলো। সেই সময় প্রাদেশিক কৃষক সংগঠন কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল "কৃষকদের উপর হামলা না করিয়া বড় জোতদারদের ধান সংগ্রহ করো"। এই দাবি নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিক্ষোভ সমাবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা চলে।

নিদারুণ নিপীড়ন, অত্যাচারের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন গণ-আন্দোলনও দেখা দিতে লাগল। সামনে সাধারণ নির্বাচন। আতঙ্কিত হয়ে পন্ডিত জওহরলাল নেহরু পরিচালিত কংগ্রেস সরকার ভারতীয় শাসনতন্ত্র সংশোধন করে জনসাধারণের মৌলিক অধিকার খর্ব এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করার জন্য বিল পাশ করেছে। এর বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের বিভিন্ন বার অ্যাসোসিয়েশন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন এবং সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘ-এর প্রতিবাদ আন্দোলন-এর সংবাদ 'স্বাধীনতা'র পাতায় কি ভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা দেখান হয়েছে।

এর মধ্যে শুরু হয়ে গেছে সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি। গড়া হয়েছে নির্বাচনী কমিটি।

'স্বাধীনতা', নব পর্যায় - ১৪৩তম সংখ্যায় (ষষ্ঠ বর্ষ ১৮৮তম সংখ্যা) প্রকাশিত শিরোনাম এবং সংবাদ ঃ

'সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট গঠনের উদ্যোগ ঃ স্বাধীনভাবে নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ দাবি ঃ প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রতিনিধি দল প্রেরণের সিদ্ধান্ত ঃ কলিকাতায় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নির্বাচনী বোর্ডের বৈঠক'

১লা জুলাই ১৯৫১ কলিকাতায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নির্বাচনী বোর্ডের সভায়

প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর নিকট এক প্রতিনিধি দল প্রেরণের সিদ্ধান্ত হইয়াছে। কমরেড সোহন সিং যোশ, বঙ্কিম মুখার্জি, জেড এ আমেদ ও জ্যোতি বসুকে লইয়া এই প্রতিনিধি দল গঠিত হইয়াছে।

কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে ভারত সরকারের বৈষম্যমূলক ব্যবহার এবং পার্টির সংগঠন, এবং নির্বাচন প্রার্থী ও কর্মীদের উপর নানারূপ বিধিনিষেধ আরোপের ফলে আজ যে গুরুতর বাধার সৃষ্টি হইয়াছে, প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রতিনিধি দল তাহা উপস্থিত করিবেন। প্রতিনিধি দলের পক্ষ হইতে এক সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর নিকট এক জরুরী বার্তা প্রেরণ করা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় নির্বাচনী বোর্ড আরও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এক সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠনের সম্ভাবনার উপায় নির্ধারণের জন্য দেশের সমস্ত প্রগতিশীল দল ও গ্রুপের সহিত সংযোগস্থাপন করা হইবে।

কমিউনিস্ট পার্টির নির্বাচনী ইস্তাহারেব উপর চূড়ান্ত আলোচনা শেষ হইয়াছে। শীঘ্রই এই ইস্তাহার প্রকাশ করা হইবে।

কেন্দ্রীয় নির্বাচনী বোর্ডের অফিস কলিকাতায় ৭৭ নং ধর্মতলা স্ট্রীটে স্থাপিত হইয়াছে এবং কমরেড মুজফফর আহমদ ও জ্যোতি বসু যথাক্রমে ইহার সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন।

সমস্ত রাজ্য কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে নিজ নিজ রাজ্যে নির্বাচনী বোর্ড গঠনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

নির্ব্বাচনী প্রস্তুতিতে ভারত সরকাবও তার কাজ করে চলেছে। তারই একটি শিরোনাম ঃ

'পরিকল্পনার ছলনায় মানুষকে বিভ্রান্ত করিবার চক্রান্ত ঃ নির্ব্বাচনে ভোট আদায়ের জন্য নেহরু সরকারের তোড়জোড়'

২৯শে জুন নয়া দিল্লির সংবাদে প্রাকশ .... ভারত সরকারের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু প্ল্যানিং কমিশনের অধিবেশন লইয়া ব্যস্ত আছেন। উল্লেখযোগ্য যে, প্ল্যানিং কমিশনের রিপোর্টটি কংগ্রেসের নির্ব্বাচনী ইস্তাহারের মধ্যে পুবাপুরি সন্নিবেশিত হইবে এবং তাই রিপোর্টটির রচনা যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য কংগ্রেস নেতৃত্ব অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

রিপোর্টটিকে "হৃদয়গ্রাহী ও জনপ্রিয়" করার জন্য কংগ্রেস নেতৃত্ব এবং ভারত সরকার প্ল্যানিং কমিশনকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, রিপোর্টটির মধ্যে খাদ্য পরিস্থিতির এবং কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি সম্পর্কে যেন বিশেষ জোর দেওয়া হয় এবং সেচ ব্যবস্থা, শিক্ষা, যানবাহন, স্বাস্থ্য প্রভৃতির উন্নতি ও "সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে'র সম্পর্কে যেন বেশ ভালো ভালো কথা বলা হয়। 'শ্রমিকদের শ্রীবৃদ্ধি'র পরিকল্পনাদি যাহাতে রিপোর্টটির বেশ খানিকটা জায়গা জুড়িয়া থাকে, তাহার ব্যবস্থাও করা হইবে বলিয়া জানা গেল। আবও উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবিত 'শ্রমসম্পর্ক আইন' লইয়া আলোচনা করার জন্য আগামী ২৭শে ও ২৮শে জুলাই বোম্বাইয়ে শিল্পোন্নয়ন কমিটিব অধিবেশন হইবে। এই কমিটির পূর্বের দুইটি অধিবেশনে জাতীয় টি ইউ ও হিন্দ মজদুর সভাব নেতৃত্ব মজুরদের খাটুনি বৃদ্ধি ও ছাঁটাইয়েব নীতি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

.... প্ল্যানিং কমিশনের রিপোর্টে উপবোক্ত বিভিন্ন 'জনহিতকব কার্যের ব্যবস্থা করার পর' সরকারেব হাতে আর রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ইত্যাদির জন্য কোন টাকা থাকিবে না ; এবং 'কাজে কাজেই শিল্পের ব্যাপারটা পুঁজিপতিদের হাতেই ছাড়িয়া দেওয়া হইবে।" কিন্তু কমিশন সরাসরি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের বিরুদ্ধে কিছু বলিবেন না।

এই সংখ্যাতেই আর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। তার শিরোনাম ঃ

'ভারতীয় সংবাদপত্র সেবী সংঘ ঃ ট্রেড ইউনিয়নের ভিত্তিতে সংগঠিত করার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত'

১লা জুলাই (১৯৫১) রবিবার কুমার সিংহলে আহুত ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সংঘের বিশেষ সাধারণ অধিবেশনে ট্রেড ইউনিয়নের ভিত্তিতে সংবাদপত্রসেবী সংঘকে সংগঠিত করিবার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উপস্থিত সদস্যদের কেহই এই সিদ্ধান্তে বিরোধিতা করেন নাই। এই অধিবেশনে সংবাদপত্রসেবী সংঘকে ফেডারেশন অব ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ার অন্তর্ভুক্ত করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভাপতি শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় সভার প্রারম্ভে তাঁহার ভাষণে বলেন যে আজিকার দিনে ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার মধ্যে সাংবাদিকরা যদি নিজেদের সংগঠিত করিতে না পারেন তাহা হইলে তাহাদের ন্যায়সঙ্গত দাবিদাওয়া আদায় করা সম্ভব হইবে না। তিনি একথাও সকলকে স্মরণ করাইয়া দেন যে নিখিল ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত না হইয়া আজিকার স্বাধীন ভারতে কোন প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কার্যকরী কিছু করা কঠিন। তিনি বলেন যে, সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যেই কলিকাতায় ১৯২২ সালে ভারতীয় সংবাদপত্র সেবী সংঘের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। নানা কারণে এই প্রতিষ্ঠান সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। .... এই অবস্থায় আমাদের সমস্ত দ্বিধা ত্যাগ করিয়া সেই প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তিনি বলেন যে ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে কোন কোন মহলের অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা আছে। তাঁহারা মনে করেন যে ট্রেড ইউনিয়ন কথার অর্থই হইতেছে ধর্মঘট বা সংঘর্ষ। কিন্তু ইহা আদৌ সত্য নহে। সাধারণ মানুষের কল্যাণসাধনের জন্যই ট্রেড ইউনিয়নের ন্যায় সংগঠন বর্তমান জগতে গড়িয়া উঠিয়াছে। কোন প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করা কোন ট্রেড ইউনিয়নের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। ন্যায়সঙ্গত দাবিদাওয়া আদায়ের নিয়মতান্ত্রিক পন্থাই ট্রেড ইউনিয়ন অনুসরণ করিয়া থাকে। সমস্ত সভ্য দেশেই ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন বর্তমান এবং সেগুলি সমাজ ও গবর্নমেন্ট কর্তৃক স্বীকৃত। .... সম্পাদক শ্রী ধীরেন্দ্র দাশগুপ্ত বলেন যে ১৯৪৭ সাল হইতেই ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সংঘকে ট্রেড ইউনিয়নের ভিত্তিতে গঠন করিবার প্রস্তাব উঠিয়াছে এবং এ সম্বন্ধে বহু আলোচনার পর ট্রেড ইউনিয়নের অনুকূলেই অধিকাংশ সভ্য মত দিয়াছিলেন। তথাপি নানা কারণে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইতে বিলম্ব হইয়াছে .. .. ।

ইহার পর সম্পাদক নতুন সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সংঘের অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় গৃহীত হয়।

শাসনতন্ত্র সংশোধন সম্পর্কে সম্পাদক সম্মেলনের সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতির বিবৃতি।

'স্বাধীনতা' নব পর্যায় ১৪৪ সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ১৮৯ তম সংখ্যা)য় প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'সম্পাদক সম্মেলনের সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন ঃ টি ইউ সি'র সভাপতি শ্রী চক্করাই চেট্টিয়ারের বিবৃতি'

২৬শে জুন ১৯৫১ মাদ্রাজে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি শ্রী চক্করাই চেট্টিয়ার বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, সমস্ত সরকারী পরামর্শদাতা কমিটিগুলিতেই সহযোগ স্থগিত রাখিবার যে প্রস্তাব সারা ভারত সম্পাদক সম্মেলন গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকামী মানুষমাত্রেই স্বাগত জানাইবে। আত্মমর্যাদা ও আত্মবিশ্বাসসম্পন্ন এবং স্বাধীন সাংবাদিকতার ঐতিহ্য বহনে প্রতিশ্রুত যে কোন গণতান্ত্রিক সংবাদপত্রের সম্মুখে ইহা ছাড়া অন্য কোন মনোভাব গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না ....।

শাসনতন্ত্র সংশোধন করিয়া নির্ভীক সাংবাদিকতার উপর এক খড়গ ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে। দোষী সংবাদপত্রসেবী ছাড়া আর কাহারও উপর প্রয়োগ করা হইবে না বলিয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু যে যুক্তি দিযাছেন তাহা অতীত দিনের পুরাতন স্বৈরাচারী স্বাধীনতার শত্রুদের কথারই প্রতিধ্বনি। আমরা আশা করেছিলাম ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র অপসারণের পর সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের সকল রকম অপচেষ্টা বন্ধ হইবে। জনসাধারণের মতের সম্মুখীন হইতে ভীত -- ইহা কংগ্রেসের রাজনৈতিক অধঃপতনের সুনিশ্চিত লক্ষণ, প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যেও ইহা ফুটিয়া উঠিয়াছে। .... ইহা দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি যে ভারতীয় সংবাদগুলি আলোচ্য প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া .... নির্বাচনের প্রাক্কালে বাক্ স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা তার উপর আক্রমণ সহ্য করিতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করিয়াছেন। কারণ উক্ত সংশোধন যাহা কার্যকরী করিতে কংগ্রেস বদ্ধপরিকর। তাহা কার্যকরী হইলে বাক্ ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা লুপ্ত হইবে।

'মেদিনীপুরজেলা কমিউনিস্টকর্মী সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে তিনহাজার জনসমাবেশ ঃ পার্টির খসড়া কার্যক্রমকে ব্যাখ্যা ঃ কংগ্রেস সরকারকে অপসারণের জন্য ঐক্য গঠনের ডাক'

২৫শে জুন ১৯৫১ দাসপুরে মেদিনীপুর জেলার কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী সম্মেলন উপলক্ষে কলোড়া গ্রামে তিন হাজার মজুর -কৃষক - মধ্যবিত্তের এক সম্মেলন হয। .... কমরেড মৃগেন ভট্টাচার্য সভার উদ্বোধন করিয়া বলেন যে, 'দেশব্যাপী খাদ্য-বস্ত্র সঙ্কটের জন্য দায়ী কংগ্রেস সরকারকে পরিবর্তনের জন্য -- ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়িয়া তুলিতে হইবে। ঘাটাল মহকুমা খাদ্য অভিযান কমিটির সভাপতি অধ্যাপক নিকুঞ্জ চৌধুরী সম্মেলনকে অভিনন্দন জানাইয়া বলেন, খাদ্য-বস্ত্র প্রভৃতি জনগণের সমস্যা সমাধানের জন্য সমস্ত দেশপ্রেমিকের কমিউনিস্ট পার্টির সহিত একযোগে কাজ করা অত্যন্ত প্রয়োজন।"

চাষীর হাতে জমি চাই

কমরেড বংশী সামন্ত বলেন, বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ করিয়া যতোদিন না চাষীর হাতে জমি দেওয়া হইতেছে, ততদিন খাদ্য সঙ্কটের সমাধান অসম্ভব। কমরেড কানাই ভৌমিক বলেন, ইঙ্গ-মার্কিন একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষাকারী কংগ্রেসী সরকার প্রতিটি সমস্যাকে শুধু জটিল করিয়া তুলিতে পারে। তাই ইহার পরিবর্তন চাই।

"দেশভক্ত জনগণ কংগ্রেস ছাড়ো"

কমরেড দেবেন দাশ কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচী ও কর্মনীতির বিশ্লেষণ করিয়া কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টের ডাক দিলে দেশভক্ত জনগণ কংগ্রেস ছাড় ধ্বনিতে জনতা ফাটিয়া পড়ে।

স্বাধীনতা, নব পর্যায়-১৪৬তম সংখ্যা(ষষ্ঠবর্ষ ১৯১তম সংখ্যা) ৫ই জুলাই ১৯৫১ প্রকাশিত শিরোনামঃ

'জনগণের আশু ও জরুরী দাবির ভিত্তিতে মিলিত ফ্রন্ট গড়িয়া তুলুন ঃ তামিলনাড়ু ও কেরালায় সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের অপূর্ব জাগরণের বিবরণ ঃ কমিউনিস্ট নেতা এ কে গোপালনের বিবৃতি' --

মাদ্রাজের বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা এ কে গোপালন .... বলেন, চার বছর আটক থাকার পর গত এপ্রিল (১৯৫১) মাসে মাদ্রাজ হাইকোর্টের আদেশে আমি মুক্তিলাভ করিয়াছি।

.... আমার বিগত ২৫ বছরের রাজনৈতিক জীবনে ইতিপূর্বে আমি কখনও রাজনৈতিক জাগরণ লক্ষ্য করি নাই। জনগণের রাজনৈতিক চেতনার বিরাট অগ্রগতি ঘটিয়াছে।

.... জেলে যখন ছিলাম তখন জেল মন্ত্রী মাধব মেননরা আইনসভায় প্রকাশ্যভাবে বলিতেন যে, জনসাধারণ আমাদিগকে মারিয়া ফেলিবে তাঁহারা আমার মত আটক বন্দীদিগকে ছাড়িতেছেন না। কিন্তু তামিলনাড়ু ও কেবালায় আমার অভিজ্ঞতা হইল .... . হাজার হাজার লোক জড়ো হইয়া আমার বক্তৃতা শুনিতেছেন যেখানে আমরা অতীতে কোনদিন যাই নাই .... ।

তিনি বলেন, কারাগার হইতে তিনি যখন মুক্ত হন তখন মালাবারে কয়েক বছর ধরিয়া দমননীতি চলিয়াছে। .... পনেরজন কর্মীকে পুলিস হাজতে মারপিট করিয়া হত্যা করা হইয়াছে। গ্রামে গ্রামে গুন্ডারাজ চলিয়াছে, পাইকারী গুলিবর্ষণ, কৃষকের বাড়ীতে অগ্নি সংযোগ ও মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার হইয়াছে। .... একমাস আগে পর্যন্ত সভাসমিতি নিষিদ্ধ ছিল এবং কর্মীদিগকে পাইকারীভাবে গ্রেপ্তার করা হইত। এই অবস্থাতেও; এমনকি যে সব এলাকায় কমিউনিস্ট কর্মীদিগকে পুলিস রীতিমত তাড়া করিয়া ফিরিত তেমন গ্রামাঞ্চলেও সভাগুলিতে ২৫/৩০ হাজারের সমাবেশ হইয়াছে। ....

এই জনজাগরণের কারণ কি, ... তিনি বলেন

বর্তমান সরকারকে হটাইবার সংগ্রামে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করিতে আমরাই পারি, এই বিশ্বাস তাহাদের জন্মিয়াছে।

"তাঁহারা জানেন গত চার বছর আমরাও তাঁহাদের সঙ্গী হিসাবে দুঃখভোগ করিয়াছি। তাঁহারা জানেন আমরা বরাবর শ্রমিক, কৃষক, সরকারী কর্মচারী প্রভৃতি প্রতিটি সংগ্রামে তাঁহাদের পাশে দাঁড়াইয়া লড়িয়াছি, দুঃখ কষ্ট ও ভোগ করিযাছি। তাঁহারা জানেন, আমরা সর্বদাই দুর্নীতি ও কালোবাজারীর বিরুদ্ধে এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্য আপোষহীন সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছি।"

.... শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত বুঝিয়াছে যে, এই সরকার সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের সমর্থক এবং গণতন্ত্রের বিরোধী, কাজেই ইহা দ্বারা তাঁহাদের কোন সমস্যারই সমাধান হইবে না। তাঁহারা সরকারের শ্রমিক ও কৃষক স্বার্থ বিরোধী আইন-কানুনের নমুনা দেখিয়াছেন। "কংগ্রেসী রামরাজত্বের দুর্ভোগ জনগণকেই হাড়ে হাড়ে টের পাইতে হইয়াছে।

"জনগণ জানেন আমরা তাঁহাদের সংগ্রামের সাথী হিসাবে বহু দুঃখ সহ্য করিয়াছি, অনেকের প্রাণ গিয়াছে, কত পরিবার ধ্বংস হইয়াছে। কিন্তু তবু আমরা হিংস্র দমননীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে কুণ্ঠাবোধ করি নাই।"

মিলিত ফ্রন্ট চাই

"এই সমস্ত কারণেই, তাঁহারা বর্তমান সরকারের পতন এবং ইহার স্থলে একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার পক্ষে। তাঁহারা চান গণতান্ত্রিক সরকার তাঁহাদের খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য জরুরী সমস্যাগুলির সমাধান করিবেন .... ।

.... একটি সর্বনিম্ন কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হইয়া এই প্রতিক্রিয়াশীল এবং সাম্রাজ্য বাদ ও সামন্ত তন্ত্রের সমর্থক সরকারের পতন ঘটাইবার জন্য .... দেশের সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি অনুরোধ জানাইতেছি।"

...."জনগণের আশু জরুরী দাবির ভিত্তিতে একটি সর্বনিম্ন কর্মসূচী রচনা করিতে পারিলে উহার ভিত্তিতে নির্বাচন সংগ্রামের জন্য ব্যাপক ঐক্য প্রতিষ্ঠার বনিয়াদ গড়িয়া উঠিবে। ইহাই হইবে সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের সুমহান সংগ্রামের সূত্রপাত।"

এই সঙ্গে আছে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম ঃ

'বিচারের নামে পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের হত্যার চক্রান্ত ঃ রাওয়ালপিন্ডি মামলা সম্পর্কে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সতর্কবাণী ঃ সারা ভারত জুড়িয়া প্রতিবাদ আন্দোলন গড়িয়া তোলার ডাক', 'কুপার্স ক্যাম্পে উদ্বাস্তুদের উপর আবার গুলি বর্ষণ ঃ তিনজনের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া উদ্বাস্তু জনসভায় ঘোষণা ঃ ক্যাম্পে ১৪৪ ধারা জারি ঃ ৩০ জন গ্রেপ্তার ঃ মিলিটারির হাতে অঞ্চল সমর্পন', 'কোচবিহার গুলি চালনা মামলা -- ৭ বছরের বালিকাকে চুলের মুঠি ধরিয়া লাথি প্রভৃতি।

স্বাধীনতা, নব পর্যায়-- ১৪৭তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ১৯২ তম সংখ্যা) ৬ই জুলাই ১৯৫১ প্রকাশিত শিরোনামঃ

'তেলেঙ্গানা সমস্যা সমাধানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের চেষ্টা ঃ হায়দরাবাদ জেলে কমিউনিস্ট নেতৃদ্বয়ের সহিত দেড়ঘন্টাব্যাপী আলোচনা'

৫ই জুলাই ১৯৫১ হায়দরাবাদে তেলেঙ্গনার কমিউনিস্ট ও হায়দরাবাদ সরকারের মধ্যে আলাপ লাচনার মারফত একটি মিটমাট করার জন্য হায়দবাবাদের তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তি নিজেরা উ হইয়া চেষ্টা করিতেছেন। অধুনা আটক নেতৃস্থানীয় কমিউনিস্টদের সহিত সাক্ষাত করার জন্য রাজ্য সরকার যাহাদের অনুমতি দিয়াছেন, তাঁহারা হইলেন চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রাক্তন ডিরেক্টর জেনারেল কর্ণেল ওয়াগরে, সাবা হায়দরাবাদ সাংবাদিক সমিতির সভাপতি শ্রীনরসিং রাও ও ব্যারিষ্টার জনাব আতাউর রহমান।

হায়দরাবাদ সেন্ট্রাল জেলে আটক তেলেঙ্গানার কমিউনিস্ট নেতা মখদুম মহিউদ্দীন ও ডাঃ রাজবাহাদুর গৌরেব সঙ্গে (৪ঠা জুলাই) তাহারা সাক্ষাত কবেন।

.. . . তাঁহারা ঐ নেতাদের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিবেন। তাঁহাদের মতামত চূড়ান্তভাবে অবগতির পর তাহা সরকারকে জানাইবেন। .. .. তাঁহারা বলেন যে, গতকল্যকার আলোচনায় কমিউনিস্ট নেতৃদ্বয়কে "অত্যন্ত যুক্তিবাদী" রূপে দেখিতে পান, তাঁহাদের নিকট হইতে তাঁহারা অত্যন্ত "উৎসাহ ব্যঞ্জক সাড়া" পাইয়াছেন .... ।

কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষ

.... আলাপ-আলোচনার মারফত কোন মিটমাট হইলে উহাকে চূড়ান্তভাবে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিব কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদন কবাইয়া লইতে হইবে। .... বর্তমানে আটক কমিউনিস্টগণ এই কার্যক্রম সম্পর্কে পরস্পরের সহিত দেখা সাক্ষাত কবিয়া যাহাতে আলাপ আলোচনা কবিতে পারেন, তাহার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

এই সংখ্যায় আছে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পাদকীয়। ১৯৫১ সালের ৮ই জুন 'লাস্টিং পীস' পত্রিকায় প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'ট্রেড ইউনিয়নে কাজ করা কমিউনিস্টদের কর্ত্তব্য'

ট্রেড ইউনিয়নগুলি শ্রমিকশ্রেণীব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গণসংগঠন। এগুলিব কর্ত্তব্য হইল শ্রমিকশ্রেণীর ভিতরে একতা প্রতিষ্ঠা ও দৃঢ়ীভূত করা, শান্তির জন্য সংগ্রাম করা, শ্রমিকদের দৈনন্দিন স্বার্থের জন্য এবং সমগ্রভাবে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের জন্য সংগ্রাম করা।

যে সব দেশে শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত সে সব দেশে ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা এবং শ্রমিকদের জরুরী স্বার্থ ও শান্তিরক্ষার জন্য তাহাদের সংগ্রামের উপায় ও সাধন একধরণের; আর যে সব দেশে রাষ্ট্রক্ষমতা শ্রমিক জনগণের শোষণকারীদের হাতে, সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের হাতে সে সব দেশে উহা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের।

ধনবাদী দেশসমূহে যে সব ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিকশ্রেণীর অনুরক্ত সন্তানদের দ্বারা পরিচালিত সেইসব ইউনিয়ন শ্রমিকদের আশু স্বার্থের সংগ্রামকে ক্রমশই অধিকতর পরিমাণে ছড়াইয়া দিতেছে ক্ষুধা, দারিদ্র, গণতান্ত্রিক অধিকার দমন প্রমুখ নীতির বিরুদ্ধে, আক্রমণাত্মক যুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী প্রস্তুতি স্বরূপ যে বর্ধমান ফ্যাসিস্ত বিপদ তাহার বিরুদ্ধে, ট্রেড ইউনিয়নগুলি ক্রমশই অধিকতর পরিমাণে সংগ্রাম ছড়াইয়া দিতেছে................................ ।

বর্তমান অবস্থায় শান্তির সংগ্রামে ট্রেড ইউনিয়নগুলির ভূমিকার গুরুত্ব ক্রমেই বাড়িতেছে। স্টকহোম আবেদনে সহি সংগ্রহের কাজে তাহারা সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়াছে। একটা শান্তিচুক্তির জন্য সমস্ত দেশেই এখন যে দেশব্যাপী আন্দোলন চলিয়াছে সে আন্দোলনে উহারা আবো বেশি কর্মতৎপরতা দেখাইতেছে।

ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলি ক্রমশই বেশি বেশি করিয়া উল্লেখযোগ্য জনসমাবেশ ও ধর্মঘট সংগঠিত করিতেছে শ্রমিকশ্রেণীর দাবিও স্বার্থরক্ষা করার উদ্দেশ্যে ....।

দক্ষিণপন্থী সোস্যালিস্ট ও অন্যান্য বিভেদকারীরা আমেরিকান হুকুমে বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনে ভাঙ্গন আনার চেষ্টা করে .... আর যে সব ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা বিশ্ব ফেডারেশনের বিরোধী সে সব ইউনিয়নের সভ্যদের ভিতরও ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে অসন্তোষ দারিদ্র, ক্ষুধা ও যুদ্ধেব সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে, শ্রমিক ঐক্যে বিভেদ সৃষ্টিকারীদের নীতির বিরুদ্ধে।

শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমপরায়ণ জনগণ নিজ নিজ অভিজ্ঞতা হইতে ক্রমেই বেশি কবিয়া বুঝিতেছে যে একতাতেই তাহাদের শক্তি। শুধু সমবেত চেষ্টার দ্বারাই শ্রমিক জনগণ যুদ্ধের পথরোধ করিতে পারে, দূর করিতে পারে ক্ষুধা, দারিদ্র ও বেকারি, জনগণের জন্য আনিয়া দিতে পারে উন্নত কাজের অবস্থা ও উন্নততর জীবন। কিন্তু কেবলমাত্র দৈনিক সংগ্রামেই এই ঐক্য প্রতিষ্ঠিত ও দৃঢ়ীভূত হয়। সেই দৈনিক সংগ্রামের যাত্রাপথে শ্রেণীসংগ্রাম লব্ধ ভুল অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জনগণ কমিউনিস্ট পার্টিগুলির নীতি ও স্লোগান সম্বন্ধে বিশ্বাস অর্জন করে এবং দক্ষিণপন্থী সোস্যালিস্ট পার্টিগুলি ও তাহাদের নেতাদেব নীতির সাংঘাতিক পরিণাম সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়।

কমিউনিস্টরা যতক্ষণ জনগণের কাছে না যাইতেছে তাহাদের দৈনন্দিন সংগ্রামকে সুপটু ও নিঃস্বার্থ ভাবে সংগঠিত না করিতেছে ততক্ষণ শ্রমিকদিগকে পরিচালিত করার বা তাহাদের ঐক্যসাধন করার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। সমস্ত ধনবাদী দেশে কমিউনিস্টরা চেষ্টা করে যাহাতে বিশ্ব ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়নগুলি সঠিকভাবে কাজ চালাইয়া যায়, অনবরত নিজেদের কাজের উন্নতি করিতে থাকে এবং সভ্য ও সমর্থক বাহিনীকে আরও শক্তিশালী ও প্রসারিত করিয়া চলে। দুর্ভাগ্যের কথা কতকগুলি দেশের ট্রেড ইউনিয়ন সমূহে আজও পর্যন্ত কমিউনিস্টদের সংখ্যা অল্প। আবার সেই অল্প সংখ্যকের ভিতরও অনেক কমিউনিস্টই সক্রিয় ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী নন। কোন কোন কমিউনিস্ট পার্টিতে ট্রেড ইউনিয়ন কাজ সম্বন্ধে যে কুনো মনোবৃত্তি আজও লক্ষ্য করা যায় এবং ট্রেড ইউনিয়ন কাজের গুরুত্ব লঘু করিয়া দেখার যে ভাব কমিউনিস্টদের মধ্যে আজও দেখা যায় তাহা শেষ করা প্রয়োজন।

ট্রেড ইউনিয়নে কমিউনিস্টদের কাজ করা এবং শ্রমিক জনগণের দৈনন্দিন জীবন ও সংগ্রাম

সম্পর্কিত সমস্ত ব্যাপারে সক্রিয় ভাগ লওয়া, ইহা হইল কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টি গুলির অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য, শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য শক্তিশালী করার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে ঐক্য বিরোধীদের বিরুদ্ধে দৃঢ়তম সংগ্রাম চালাইবার প্রয়োজনের কথাও কমিউনিস্টরা সর্বদাই মনে রাখে। দক্ষিণপন্থী সোস্যালিস্ট নেতাদেব জঘন্য ক্রিয়াকলাপ ধনবাদের প্রতি তাহাদের দাসসুলভ বশ্যতা অনবরত সুসঙ্গতভাবে ইহার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়া চলা কমিউনিস্টদের একটি প্রধান কর্তব্য। .... কমিউনিস্টদের কাজ হইল; এইসব ইউনিয়নের সভ্যদের সঙ্গে স্থায়ী সংযোগ গড়িয়া তোলা। দক্ষিণপন্থী নেতাদেব কৃতঙ্গ নীতি যাহাতে তাহারা ধরিতে পারে সেজন্য তাহাদের সাহায্য করা এবং ট্রেড ইউনিয়ন জনগণের স্বার্থকে সকল উপায়ে রক্ষা করা। শ্রমিকদেব সংগ্রামে অনবরত ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়েব (Action) স্থূল প্রত্যক্ষ প্রস্তাব উত্থাপন কবিতে কবিতে ও দক্ষিণপন্থী নেতাদের স্বরূপ চিনাইতে চিনাইতে কমিউনিস্টদের এমন করিয়া তুলিতে হইবে যাহাতে জনগণেব সম্মুখে বিভেদকারীরা তাহাদের কৃতস্থ কর্মতৎপরতায় জবাবদিহি করিতে বাধ্য হয়। যদি এই নেতাদেব বিরুদ্ধে নিচে হইতে যথেষ্ট চাপ আনা যায় এবং কমিউনিস্টরা যদি নিচে হইতে ঐক্য গড়িয়া তুলিতে পারে -- তবেই ইহা সম্ভব। .... শ্রমিক জনগণ যেখানেই আছে সেখানে সব সময়েই কমিউনিস্টদের অবশ্যই কাজ কবিতে হইবে ও কর্মতৎপর হইতে হইবে।

বিজয়ী সাম্যবাদ, বিজয়ী গণশক্তির আওতার ভিতর ট্রেড ইউনিয়নের মর্যাদা একেবারে ভিন্ন রকমের, সমস্ত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তাহাদের ভূমিকাও ভিন্ন রকমের।

কমরেড স্তালিন শিখাইয়াছেন যে "ট্রেড ইউনিয়নগুলি পার্টি সংগঠন নয়। যে শ্রমিকশ্রেণী আমাদের দেশে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত, তাহাদের সার্বজনীন সংগঠন বলিয়া ট্রেড ইউনিয়গুলিকে বর্ণনা করা যাইতে পাবে। এগুলি কমিউনিজমেব স্কুল। এগুলির ভিতর হইতে শ্রেষ্ঠ লোকগুলিকে তাহারা উপবে উঠাইয়া দেয় — শাসনযন্ত্রেব সকল শাখায় নেতৃত্বমূলক কাজ করার জন্য। শ্রমিকশ্রেণীব মধ্যে অগ্রসর ও অনগ্রসর উপাদানগুলির ভিতর এগুলি বন্ধনস্বরূপ। শ্রমিক জনগণেব সহিত উহাবা শ্রমিক অগ্রদলের যোগসাধন কবে।"....... ..... ।

.... জনগণতন্ত্র গুলিতেও কমিউনিস্টদেব ট্রেড ইউনিয়ন কাজ অনেক বেশি ঘণীভূত করিতে হইবে এবং এ বিষয়ে এখন যে সব ত্রুটি আছে তাহা দূর করিতে হইবে। কোন কোন কারখানাব কমিউনিস্ট পার্টি, শাখা প্রতিষ্ঠানগুলি প্রায়ই ট্রেড ইউনিযন ও ট্রেড ইউনিযন প্রতিষ্ঠানের কাজ নিজের হাতে তুলিযা লয়। .... এমনও দেখা যায়, কাবখানার গুরুত্বপূর্ণ ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত ব্যাপার, মাত্র কয়েকজন ট্রেড ইউনিয়ন নেতার হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাও অনেক ক্ষেত্রে সভ্য সাধারণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে। ট্রেড ইউনিয়ন গণতন্ত্র নীতির ইহা দারুন ব্যতিক্রম, শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন হইতে পৃথক হইয়া পড়ে, কারখানাব গুরুতর সমস্যা সমাধানেব কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। এমন বেশ কিছু কমিউনিস্ট আজও আছে যাহারা মনে কবে যে পার্টির সভ্য হইলেই যথেষ্ট, ট্রেড ইউনিয়নে কাজ করার আর প্রয়োজন নাই! সর্বহারাব একাধিপত্য ব্যবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টি ও জনগণের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নগুলিই হইল যোগাযোগকাবী বেল্টিং স্বরূপ, ইহা তাহারা বুঝে না। তাহারা বুঝে না যে, কমিউনিস্টবা ট্রেড ইউনিয়নগুলির ভিতর নিয়মিত ও সক্রিয় কাজ কবিলে তবেই ব্যাপক জনসাধারণকে সোস্যালিস্ট গঠনমূলক তৎপরতায় টানিয়া আনা যায়।

কমিউনিস্ট পার্টিগুলিব একটা জরুরী কর্তব্য হইল ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে কমিউনিস্টদের কাজ তীব্র করিয়া তোলা। এই কর্তব্য সম্পন্ন হইলে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যস্থাপন ও দৃঢ়ীভূত করার কাজ যথেষ্ট পরিমাণে সুগম হইবে, শান্তি, গণতন্ত্র ও সোস্যালিজমের শিবির আরো শক্তিশালী করিতেও যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

স্বাধীনতা, নব পর্য্যায় - ১৪৮ তম সংখ্যা, (ষষ্ঠ বর্ষ ১৯৩তম সংখ্যা) ৭ই জুলাই ১৯৫১, শনিবার ২২ শে আষাঢ় ১৩৫৮, প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'২৭শে আগস্ট হইতে ভারতের সর্বত্র রেলের চাকা বন্ধ ঃ এ আই আর এফ জেনারেল কাউন্সিলের সভায় আপোষের পথও উন্মুক্ত রাখার সিদ্ধান্ত ঃ বহিষ্কৃত ইউনিয়নগুলির ফেডারেশনে অন্তর্ভুক্তির না মঞ্জুর'

উক্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে কর্মীদের মতামত ব্যালটে নেওয়া হয়েছিল তার শিরোনাম ঃ

'শতকরা ৯৯ জন ধর্ম্মঘটের পক্ষে'

৬ই জুলাই ১৯৫১, কলিকাতা — ই আই আর এমপ্লয়ীজ ইউনিয়নের শতকরা ৯০ ভাগ সভ্য ধর্মঘটের পক্ষে ভোট দিয়াছে। সম্প্রতি রেলওয়ে মেন্স ফেডারেশনের নির্দ্দেশে গৃহীত স্ট্রাইক ব্যালটে উক্ত ফলাফল পাওয়া গিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ বিহার এবং উত্তর প্রদেশে ৪ সহস্র মাইলব্যাপী রেলপথে কর্মরত ৮৪ হাজার ৯ শত ইউনিয়ন সদস্যের মধ্যে ৭৪ হাজার ২ শত ব্যালটে অংশগ্রহণ কবেন এবং তাহার মধ্যে ৭৩ হাজার ৫ শত জন ধর্মঘটের পক্ষে ভোট দিয়াছেন।

-- পি টি আই

এই সংখ্যায় অন্যান্য যে সব গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম প্রকাশিত হয়েছে —

'কৃষক রাজবন্দীদের পরিবার উচ্ছন্নের সরকারী পরিকল্পনা ঃ দমদম জেলের একজন কৃষক রাজবন্দীর পরিবারও পারিবারিক ভাতা পান না', 'দমদম জেলের বন্দীদের দাবি ঃ নির্ব্বাচনে অংশগ্রহণ করিবার জন্য পূর্ণ সুযোগ চাই',

'তেলেঙ্গানার ১২ জন কৃষকের ফাঁসীর দন্ডাজ্ঞা মকুব হওয়ায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন' —

ভারতের রাষ্ট্রপতি কর্ত্তৃক বারজন তেলেঙ্গানা কৃষকের ফাঁসির হুকুম রদ হওয়ায় ডাঃ ডি এন প্রিট ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি এই মামলায় কৃষকদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন।

— পি টি আই

স্বাধীনতা, নব পর্যায়- ১৪৯তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ১৯৪তম সংখ্যা) ৮ই জুলাই ১৯৫১ তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'সর্বপ্রকার অগণতান্ত্রিক বাধানিষেধ প্রত্যাহার চাই ঃ নির্ব্বাচন সম্পর্কে ভারত সরকারের নিকট কমিউনিস্ট নেতার দাবি'

৭ই জুলাই বোম্বাইতে কেরালার কমিউনিস্ট নেতা ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নির্ব্বাচনী বোর্ডের অন্যতম সদস্য কমরেড এ কে গোপালন এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, নিরোধমূলক আটক আইন প্রয়োগ করা হইবে না অথবা নির্ব্বাচনের দরুন এই আইনটি বাতিল করা হইবে সরকার এইরূপ আশ্বাস দিলে আত্মগোপনকারী কমিউনিস্ট গণ প্রকাশ্যে বাহির হইয়া আসিতে রাজি আছেন।

.... আমরা সাধারণ নির্ব্বাচনকে ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্য, শান্তি ও ঐক্যের জন্য সংগ্রামের উদ্বোধন হিসাবে গ্রহণ করিব .... ।

.... কমিউনিস্ট পার্টির নির্ব্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশিত হইবে। .... এই ইশতেহারে বিনা খেসারতে কৃষকদের হাতে জমি বন্টন, সমস্ত নৃপতিদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও সম্পদ জাতীয়করণ

এবং ভারতে ব্রিটিশ সম্পত্তি , শিল্প বাজেয়াপ্ত ও জাতীয়করণের প্রতিশ্রুতি দিবে। ইশতেহারে সমস্ত রাজ্যসমূহের অবলুপ্তি ও ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইবে।

.... ইশ্‌তেহারে বর্ণিত কর্ম্মসূচীর ভিত্তিতে কমিউনিস্ট পার্টি সমস্ত বিরোধী দলসমূহের সহিত ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠনে সচেষ্ট হইবেন। তবে ধর্মীয় ভিত্তিতে জনগণের মধ্যে বিভেদ আনয়নকারী হিন্দু মহাসভার সাথে কমিউনিস্ট পার্টির কোন সংস্রব থাকিবে না।

— পি টি আই

এই সঙ্গে আছে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম ঃ

'সমস্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য বিরাট আন্দোলন গড়িয়া তুলুন ঃ ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটির সভায় বিশিষ্ট জননেতাগণের আহ্বান'

৭ই জুলাই কলিকাতায় ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে পশ্চিমবঙ্গ ব্যক্তি-স্বাধীনতা কমিটি কর্তৃক বন্দীমুক্তির দাবিতে আহূত এক জনসভায় সভাপতি শ্রী হেমন্তকুমার বসু মূল প্রস্তাব উত্থাপন প্রসঙ্গে বলেন, যে সমস্ত বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মীকে আজও বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে, তাঁহাদের যদি অবিলম্বে মুক্ত না করা হয়, যদি আগামী নির্বাচনে তাঁহাদের অংশগ্রহণের গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকার না করা হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, কংগ্রেস তাহার জবরদস্তি শাসনকে আরো দীর্ঘদিন করায়ত্ত রাখিতে চায়। তিনি বলেন, সংঘবদ্ধ ও জোরদার আন্দোলন গড়িয়া তুলিলে সরকার অচিরে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকেই মুক্তি দিতে বাধ্য হইবেন।

মূল প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ বলেন যে, আজ কংগ্রেসী কারাগারে তিন প্রকার রাজবন্দী আছেন ঃ বিনা বিচারে আটক , দণ্ডিত ও বিচারাধীন বন্দী।

বিভিন্ন শ্রেণীর বন্দীদের অবস্থা ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলেন যে, ইঁহাদের মুক্তিব জন্য ক্রমাগত আন্দোলন চালাইতে হইবে। পাড়ায় পাড়ায়, বস্তিতে বস্তিতে, মজুর এলাকায়, শহরের হল ঘরে, শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী সকল মত ও পথের সকলকে লইয়া নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন চালাইবার প্রতিজ্ঞা এই সভা হইতেই গ্রহণ করার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

বিভিন্ন প্রস্তাব সম্পর্কে সভায় বক্তৃতা করেন পশ্চিমবঙ্গ ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটির কার্যকরী সভাপতি শ্রী ক্ষিতিশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ ফরোয়ার্ড ব্লকের শ্রীসৌরিন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, হুগলী জেলা ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটির সভাপতি ও প্রাদেশিক ফরোয়ার্ড ব্লকের সহ-সভাপতি শ্রীগোপেশ মজুমদার, বলশেভিক পার্টির শ্রী কালিপদ ঘোষ, আর সি পি আই'এর শ্রী বিনয় চ্যাটার্জি, সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টারের শ্রী সুবোধ ব্যানার্জি, বর্ধমান জেলা ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটির সম্পাদক ও অধুনালুপ্ত পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীরাধাগোবিন্দ দত্ত, পশ্চিমবঙ্গ ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক শ্রীপ্রমোদ সেনগুপ্ত ও শ্রী সাধন গুপ্ত বার-এট-ল।

সভার প্রস্তাব

সভায় গৃহীত মূল প্রস্তাবে চার বছরের কংগ্রেসী শাসনে জনসাধারণের চরম দুর্গতির বর্ণনা করিয়া বলা হয় যে, আইনসঙ্গত ও গণতান্ত্রিক বিরোধিতার সমস্ত সুযোগ সরকার একে একে অপহবণ করিতেছেন, গণসংগঠনের কর্মীদের নিরাপত্তা বন্দী করা হইয়াছে, নির্বাচনের পূর্বে ভারতীয় গঠনতন্ত্রকে সংশোধিত করিয়া মৌলিক অধিকার খর্ব করা হইয়াছে। একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক দলকে কার্যত বে-আইনী রাখা হইয়াছে। গণসংগঠনের কর্মীদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি

রাখা হইয়াছে কিংবা বিভিন্ন মামলা আনিয়া হয়রানি করা হইতেছে। এইরূপ অবস্থায় কোন দেশে স্বাধীন নির্বাচন সম্ভব নয়। তাই সভা দাবি করে, বে-আইনী রাজনৈতিক দল ও প্রতিষ্ঠানকে পুরোপুরি 'আইনী করা হউক; বিনা বিচারে আটক বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হউক; গণসংগঠনের কর্মীদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহার করা হউক, রাজনৈতিক কারণে ধৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করা হউক; রাজনৈতিক কারণে দণ্ডিত ব্যক্তিদের মুক্তি দেওয়া হউক। রাজনৈতিক কারণে ধৃত সমস্ত বন্দীকে এখনই উচ্চ শ্রেণীতে রাখার ব্যবস্থা করা হউক।'

১৯৫১ সালের জানুয়ারি মাসে পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি হাইকোর্টের রায়ে আইনসঙ্গত পার্টি হিসাবে ঘোষিত হলেও পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস সরকারের সরকারী কোপে পার্টি কার্যত বে-আইনী। এইরূপ অবস্থায় পার্টি সাংগঠনিক কাজকর্ম শুরু করেছে। পুরানো কমিটির জায়গায় গঠিত হয়েছে প্রাদেশিক সংগঠন কমিটি। তারই উদ্যোগে '**কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সভা**' –

আগামী সোমবার ৯ই জুলাই (১৯৫১) বিকাল ৫।।. সময় মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যদের এক সাধারণ সভা হইবে। আলোচ্য বিষয় পি ও সি'র কয়েকটি সিদ্ধান্ত এবং আর্থিক অবস্থা। সভায় যোগ দিতে প্রবেশ পত্র লাগিবে।

সম্পাদক

প্রাদেশিক সংগঠন কমিটি

স্বাধীনতা, ১৫০তম সংখ্যা, (ষষ্ঠ বর্ষ-১৯৫তম সংখ্যা) ৯ই জুলাই ১৯৫১তে প্রকাশিত বিশেষ শিরোনাম ঃ

'কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নির্বাচনের অফিস' —

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নির্বাচন বোর্ডের সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত জ্যোতি বসু এম এল এ জানাইতেছেন ঃ

"এতদিন আমাদের কেন্দ্রীয় নির্বাচন বোর্ডের কোনো স্বতন্ত্র অফিস ছিল না। এই উদ্দেশ্যে আমরা আপাতত ৬৪ নম্বর লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-১৬, বাড়ির দোতলা ভাড়া লইয়াছি। এই বাড়িতে আমাদের আফিস স্থাপনের কাজ শুরু হইয়াছে। এখন হইতে সকলে এই ঠিকানায় আমাদের চিঠিপত্র লিখিবেন। আমাদের সহিত দেখা সাক্ষাতও এই বাড়িতেই হইবে।"

লেখকের সংযোজন

'উক্ত নোটিসটি কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ নিজের হাতেই লিখে 'স্বাধীনতা'য় ছাপার জন্য পাঠিয়েছেন। পূর্বেই উল্লেখ করেছি ১৯৫১ সালের ২৭শে এপ্রিল কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ-এর কারামুক্তির পর করিম সাহেবের দোতলা বাড়িটি ভাড়া নিয়েছেন। এতদিন পর তা কার্যকরী হয়ে সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হলো।

উল্লেখ করা প্রয়োজন করিম সাহেবের পরিবার পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, সেই কারণে সব দিক থেকে সুবিধাও ছিল।

এই সঙ্গে নিম্নলিখিত সংবাদটিও প্রকাশিত হয় ঃ

'কমিউনিস্ট পার্টিকে আমন্ত্রণের সিদ্ধান্ত ঃ প্রতিবাদপত্র প্রাপ্তির পর নির্বাচন কমিশনারের হুঁস'

৭ই জুলাই নয়া দিল্লিতে ইউ পি আই-র সংবাদে প্রকাশ যে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নির্বাচনী বোর্ডের নিকট হইতে প্রতিবাদ পত্র প্রাপ্তির পর নির্বাচন কমিশনার বর্তমানে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে নিমন্ত্রণ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। আগামী নির্বাচনে যে সমস্ত পার্টি অংশগ্রহণ করিবে তাহারা এই সম্মেলনে সমবেত হইয়া নির্বাচনী প্রতীক কি হইবে তাহা নির্ধারণ করিবে।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নির্বাচনী বোর্ডের সদস্য সর্দার সোহন সিং জোশ কমিশনারের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং কমিউনিস্ট পার্টি এই ব্যাপারে যে সমস্ত অসুবিধার সম্মুখীন হইতেছে তাহা বর্ণনা করেন ....।

.... ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নির্বাচনী বোর্ডের একজন প্রতিনিধি প্রধানমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া জানা যায়। .... প্রতিনিধিদল পার্টির কতিপয় সদস্যের উপর যে বিধিনিষেধ রহিয়াছে এবং যাহার ফলে তাহারা আত্মগোপন করিতে বাধ্য হইয়াছেন, সে সম্পর্কে তাহারা প্রধানমন্ত্রীর সহিত আলোচনা করিবেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নির্বাচনী প্রচারকার্য আরম্ভ হওয়ার পূর্বে এই বিধিনিষেধ অবশ্যই প্রত্যাহার করিতে হইবে, ইহাই পার্টির দাবি।

এর পরে নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত উল্লেখযোগ্য সংবাদ

'রাওয়ালপিন্ডি মামলার ন্যায্য বিচার চাই ঃ ব্যাপক আন্দোলনের জন্য আহ্বান'

বোম্বাই, ৭ই জুলাই -- পাকিস্তানে মার্কিন নির্দেশিত তথাকথিত "রাওয়ালপিন্ডি ষড়যন্ত্র মামলা'র জড়াইয়া পাকিস্তান টাইমস্ পত্রিকার সম্পাদক ও বিশ্বশান্তি সংসদের সদস্য জনপ্রিয় কবি ফৈজ আহমদ ফৈজ, পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টিব সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সজ্জাদ জহীর প্রমুখ পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীদের এক গোপন ট্রাইব্যুনালে 'বিচার' করিয়া দীর্ঘমেয়াদী জেল অথবা প্রাণদন্ড দিবার যে চক্রান্ত চলিযাছে, তাহার বিরুদ্ধে শতাধিক ভারতীয় বুদ্ধিজীবী এক বিবৃতি দিয়াছেন।

ইতিমধ্যে ডাঃ মুলকরাজ আনন্দের সভাপতিত্বে গঠিত রাওয়ালপিন্ডি মামলার ন্যায্য বিচার কমিটির পক্ষ হইতে দাবি করা হইয়াছে যে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সরকারের যদি সত্যই কোন প্রমাণ থাকে তাহা হইলে প্রকাশ্য আদালতে দাঁড়াইয়া তাহা উপস্থিত করুন।

.... কয়েকজন উচ্চপদস্থ সমরনায়ককে লইয়া পাক সরকার এই "ষড়যন্ত্র" মামলা শুরু করেন। ভাবতীয় প্রগতি লেখক ও শিল্পী এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, পাকিস্তানে গণতন্ত্রী ও শান্তিকামী যে কোন আওয়াজকে দমাইয়া দেওয়াই এই ষড়যন্ত্র মামলার লক্ষ্য।

ন্যায্য ও প্রকাশ্য বিচারের দাবি জানাইয়া .... অভিযান বোম্বাইতে শুরু হইয়া গিয়াছে। সারা ভারত প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ, সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশন ইহাতে নেতৃস্থানীয় অংশগ্রহণ করিতেছেন ....।

২৭শে আগস্ট হইতে ভারতেব সর্বত্র রেলের চাকা বন্ধ এই প্রসঙ্গে বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'নেহরুর আবেদনে কোন স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি নাই ঃ ধর্মঘটের ফলে বিপর্যয় ঘটিলে সরকারই দায়ী হইবেন ঃ লাল ঝান্ডা ইউনিয়নকে ফেডারেশনে লইব না বলিয়া সাংবাদিক বৈঠকে জয়প্রকাশের উক্তি'।

স্বাধীনতা, নব পর্যায় - ১৫১ তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ -- ১৯৬তম সংখ্যা), ১০ই জুলাই ১৯৫১তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'নেহরুজীর ভূয়া আশ্বাসে শ্রীদেশবন্ধু গুপ্তের ডিগবাজি ঃ ১২ই জুলাই সংবাদপত্রসমূহের হরতালের বিরোধিতা ঃ সম্পাদক সম্মেলনে ভাঙ্গনের সম্ভাবনা ঃ বোম্বাইতে শ্রী সদানন্দ কর্তৃক সভা আহ্বান'

বোম্বাই, ৯ই জুলাই'র নিজস্ব সংবাদে প্রকাশ -- নেহেরু গবর্নমেন্ট কর্তৃক বাক-স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণের প্রতিবাদে ১২ই জুলাই সারা ভারতে সংবাদ পত্র প্রকাশ বন্ধ রাখিবার যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল (সংবাদ পত্র) সম্মেলনের সভাপতি শ্রীদেশবন্ধু গুপ্ত অকস্মাৎ তাহা মুলতুবী রাখার পক্ষে মত দিয়া বিবৃতি প্রকাশ করায় সম্পাদক সম্মেলনে গুরুতর সঙ্কটের সৃষ্টি হইয়াছে।

.... নিখিল ভারত সম্পাদক সম্মেলনের বোম্বাই শাখার সভাপতি মিঃ এস সদানন্দ ১০ই জুলাই বোম্বাই শাখার এক জরুরী অধিবেশন আহ্বান করিয়াছেন। এই অধিবেশনে সম্পাদক সম্মেলনের সভ্য নহেন এরূপ সমস্ত কাগজকেও আমন্ত্রণ করা হয়েছে। ....।

স্বাধীনতা, নব পর্যায়- ১৫২ তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ১৯৭ তম সংখ্যা) ১১ই জুলাই ১৯৫১ প্রকাশিত সংবাদ –

'দেশবন্ধুজীর স্বৈরাচারী নীতিতে সংবাদপত্র জগতে তীব্র প্রতিক্রিয়া ঃ বহু সংবাদ পত্র কর্তৃক হরতাল প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য ঃ ১২ই জুলাই স্বাধীনতা, গণবার্তা ও লোকসেবকের প্রকাশ বন্ধ'

বোম্বাই, ১০ই জুলাই 'ফ্রি প্রেস জার্নাল'এর সংবাদে প্রকাশ যে বোম্বাই-এর বহু সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা ১২ই জুলাই সংবাদ পত্র বন্ধ রাখিবে, হরতাল পালন করিবে। পুণা হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ২/১টি ভিন্ন পুণার সমস্ত সংবাদপত্র ঐদিন হরতাল পালন করিবে।

.... মি: হ্যারিসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উর্দু জার্নালিষ্টস্ অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী সমিতির এক সভায় ১২ই জুলাই হরতাল পালন করিবার জন্য সমস্ত উর্দু সংবাদপত্রের নিকট আবেদন জানান হইয়াছে।

.... বিহার জার্নালিষ্টস্ অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী সমিতির সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে, নিখিল ভারত সম্পাদক সম্মেলনের সভাপতি আগামী ১২ই জুলাই-এর প্রস্তাবিত সংবাদপত্রের হরতাল স্থগিত রাখিবার জন্য যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে গভীর হতাশা প্রকাশ করিয়াছে। গৃহীত প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, ... হরতাল স্থগিত রাখিবার পক্ষে সভাপতি যে কারণ দেখাইয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং অবিশ্বাস্য। .... এই অদ্ভুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া তাঁহারা ভারতের সমগ্র সংবাদপত্রকে ডুবাইয়া দিয়াছেন।

কলিকাতার তিনখানি দৈনিক 'স্বাধীনতা' 'গণবার্তা' ও 'লোকসেবক' ধর্মঘটের মূল সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১২ই জুলাই প্রকাশ বন্ধ রাখিবেন।

শ্রী সদানন্দের প্রতিবাদ – 'ফ্রি প্রেস জার্নাল' এ শ্রী সদানন্দ এক বিবৃতিতে বলেন যে, ... সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের উপর বাক্ ও প্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করার বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত রহিয়াছে। যত বড় প্রভাবশালী ব্যক্তিই এই সংগ্রামের বিরোধিতা করুন না কেন, এই সংগ্রামকে পরিপূর্ণ জয়ের পথে লইয়া যাইতে হইবে।

এই সঙ্গে 'স্বাধীনতা' বন্ধ থাকা সম্পর্কে 'জরুরী বিজ্ঞপ্তি' ও প্রকাশিত হয়েছে –

শাসনতন্ত্র সংশোধন করিয়া যেভাবে নেহরু সরকার জনসাধারণের বাক্-স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করিয়াছেন, সমস্ত গণতন্ত্রকামী মানুষের পক্ষ হইতে তাহার প্রতিবাদে আগামী ১২ই জুলাই 'স্বাধীনতা' প্রকাশিত হইবে না। ....

এর পরের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদটি হচ্ছে ঃ

'আসন্ন সারা ভারত রেল ধর্মঘটকে সফল করুন ঃ অনুমোদিত ইউনিয়ন সমূহের প্রতি ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের আহ্বান'

বোম্বাই, ৯ই জুলাই – আগামী ২৭শে আগস্ট হইতে নিখিল ভারত রেলওয়ে মেনস্ ফেডারেশন যে সাধারণ ধর্ম্মঘট শুরু করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাকে সমর্থন করিবার জন্য সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস উহার অনুমোদিত রেলওয়ে ইউনিয়নসমূহের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।

.... ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সহ-সভাপতি শ্রী এস এস মিরাজকর রেল শ্রমিকদের নিকট প্রত্যেক ওয়ার্কশপ, লাইন, রেলকেন্দ্র ও স্টেশনে যুক্ত ষ্ট্রাইক কমিটি গঠনের আহ্বান জানাইয়াছেন।

এস আই আর লেবার ইউনিয়ন, ই আই রেল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ও আরও কতিপয় রেল শ্রমিক ইউনিয়নকে পুনরনুমোদন দানে নিখিল ভারত রেলওয়েমেনস্ ফেডারেশনের অস্বীকৃতিকে শ্রী মিরাজকর দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রী নেতাদের বিভেদমূলক সিদ্ধান্ত বলিয়া মনে করেন।

— পি টি আই

'ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম কমিটি গঠন করুন : রেল ধর্মঘটের সমর্থনে শ্রী জ্যোতি বসুর বিবৃতি'

শ্রী জ্যোতি বসু, এম এল এ সভাপতি, ই আই রেল বোর্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন .... বলেন :

"নিখিল ভারত রেল ফেডারেশন ২৭শে আগস্ট ১৯৫১ হইতে সাধারণ ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা দক্ষিণপন্থী সোস্যালিস্ট নেতৃবৃন্দের উস্কানি দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়া ১৯৪৯ সালে যে সমস্ত ইউনিয়নকে বহিষ্কৃত করা হইয়াছিল পুনরন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

আমাদের ইউনিয়ন সাধারণ ধর্মঘটকে সমর্থন করে ... . ।

শ্রী জওহরলাল নেহরুর সরকার জীবনধারণের প্রত্যেকটি অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির এবং সাধারণ মানুষের অবর্ণনীয় দু:খ দুর্দ্দশার জন্য দায়ী ....।

ধর্মঘট হইতে প্রতি নিবৃত্ত হইবার জন্য নেহরুজীর শেষ মুহূর্তের আবেদন নেহাতই অন্তঃসার শূন্য এবং আলোচনার অযোগ্য। ....

সঙ্কট মুহূর্তে যে সকল দক্ষিণপন্থী সোস্যালিস্ট এবং ফেডারেশনের নেতারা ঐক্য বিরোধীর ভূমিকা গ্রহণ করিলেন আমরা তাঁহাদিগকে নিন্দা না করিয়া পারিতেছি না। ....।

শ্রী জ্যোতি বসু এই ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন কয়েকজন নেতার কার্যাবলীতে চুপচাপ বসিয়া না থাকিয়া রেল শ্রমিক ও কর্মচারীদের বিভিন্ন সেকশনে, ডিপার্টমেন্টে, সেডে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম কমিটি গঠন করিতে আহ্বান জানান।

উপসংহারে শ্রী জ্যোতি বসু বলেন যে, "দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রী নেতাদের মনোভাব যাহাই হোক না কেন রেল শ্রমিক কর্মচারীদের দাবি ন্যায্য এবং তাহার আশু মীমাংসা প্রয়োজন। রেল শ্রমিক কর্মচারীদের এজন্য সংগ্রাম কমিটি করিতেই হইবে।" ....।

এই সঙ্গে প্রকাশিত আর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম :

'পুলিসি অত্যাচারের কেন্দ্র কাকদ্বীপে নূতন আন্দোলনের সূচনা : জবরদস্তি ধান সীজ ও উচ্ছেদ বন্ধ করার আহ্বান : দুই বৎসর পর কৃষক সমিতির প্রথম সভায় স্পেশাল কোর্ট ও ডি ডি পার্টি প্রত্যাহার এবং বন্দী মুক্তির দাবি'

.... গত ২৩শে জুন (১৯৫১) কাকদ্বীপ অঞ্চলের কৃষক কর্মীদের এক সভায় কাকদ্বীপ কৃষক সংগঠনী কমিটি গঠিত হয়। .... বুধাখালি, রাধানগর, শিবরামপুর, লয়ালগঞ্জ, চন্দননগর, রাজগঞ্জ, মথুরাপুর ও কোয়েমুড়ের কৃষক সমিতির কর্মীগণ এই সভায় যোগদান করেন। সভায় সমস্ত শহীদের নামে দেশের মুক্তি সংগ্রামকে আগাইয়া লইবার জন্য সকলে শপথ গ্রহণ করেন।

.... গত তিন বৎসর ধরিয়া কাকদ্বীপের কৃষকেরা সন্ত্রাস ও বিভীষিকার রাজত্বে বাস করিতেছেন। গ্রামে গ্রামে পুলিস ও মিলিটারি পাঠান হইয়াছে, প্রায় প্রতিটি বাড়ী তছনছ করা হইতেছে। শত শত কৃষককে গ্রেপ্তার করিয়া জেল হাজতে পচান হইতেছে। আইডেনটিটি কার্ড প্রবর্তন করিয়া অঞ্চলটিকে সারা দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখা হইয়াছিল। এখানকার ৩৬ জন কৃষক

আজ স্পেশাল কোর্টে নরহত্যা, ডাকাতি প্রভৃতি গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত। কৃষক সমিতি বে-আইনি ঘোষিত ছিল। প্রায় দুই বৎসর পরে এই প্রথম কৃষক সমিতির সভা।

সভায় বলা হয় যে, কাকদ্বীপের কৃষক শান্তিতেই জীবনযাপন করিতে চাহে, কিন্তু কংগ্রেসী শাসকবর্গ ও জমিদার তাহাদের কোনমতেই শান্তিতে বাস করিতে দিতেছেন না। কাকদ্বীপের কৃষকেরা সন্ত্রাস সৃষ্টি করিতে চায়, এই অজুহাত সৃষ্টি করিয়া গ্রামে গ্রামে পুলিস ক্যাম্প বসাইয়া রাখা হইয়াছে। .... জমিদার-জোতদারদের নেতৃত্বে কুখ্যাত ডি ডি পার্টি সৃষ্টি করিয়া কৃষক হত্যার জন্য তাহাদের হাতে রাইফেল ও বন্দুক পর্যন্ত তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে .. ..।

সঙ্কীর্ণতা দুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ করিয়া জনতার সংগ্রামে মিশিয়া যাইবার সঙ্কল্প

সভায় কৃষক সভার কর্মীদের অতীত দিনের সঙ্কীর্ণতা দুষ্ট এবং কৃষক ও জনস্বার্থ বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ করার কথা বিশেষ জোরের সহিত ঘোষণা করা হয়। বলা হয় যে, কৃষক শ্রেণীর সকল স্তরের স্বার্থ লইয়া তাঁহারা সংগ্রাম করিবেন এবং সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদরূপী শত্রুর আক্রমণে যাঁহারাই কমবেশি মার খাইতেছেন, তাঁহাদের সহিত এক কর্মসূচির ভিত্তিতে আগাইয়া যাইবেন। বিগত দিনের বহু ভুল ভ্রান্তি, পুলিসের একটানা আক্রমণের সম্মুখে কৃষক ও সমগ্র জনতা বহু বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়াও .... কৃষকসভার প্রতি আস্থা রাখিয়াছেন, তজ্জন্য সভায় আনন্দপ্রকাশ করা হয়।

আশু দাবির ভিত্তিতে নতুন আন্দোলনের কর্মসূচী

১) সমস্ত এলাকা হইতে পুলিস ক্যাম্প ও অতিরিক্ত বাহিনী তুলিয়া লওয়া হউক, ডি ডি পার্টি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হউক।

২) স্পেশাল কোর্ট, ১৪৪ ধারা ও সমস্ত মামলা প্রত্যাহার করা হউক -- দন্ডপ্রাপ্ত ও বিচারাধীন বন্দীদের মুক্তি চাই।

৩) লুণ্ঠিত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা চাই।

৪) চাষীদের ঘরে ধান সীজ চলিবে না। থানা কর্ডন প্রত্যাহার চাই।

৫) চাষীকে জমি হইতে উচ্ছেদ করা চলিবে না -- ভাগ রেকর্ডে চাষীর স্বত্ব দিতে হইবে।

৬) বাঁধ বাধার কাজ অবিলম্বে শুরু করিতে হইবে।

৭) ভাগচাষীর তৃতীয়াংশ মানিতে হইবে।

.... কৃষকদের এই বাঁচার লড়াইয়ে সামিল হইবার জন্য সকল ভাগচাষী, ক্ষেতমজুর ও মধ্যবিত্তের সাথে সমস্ত ধনী কৃষক এমনকি অনেকক্ষেত্রে দেউলিয়া জোতদারকেও আহ্বান জানাইয়াছেন।

'শিলিগুড়ি রাজনৈতিক মামলাতেও অভিযুক্তদের বেকসুর মুক্তি লাভ : দীর্ঘ দেড় বৎসর হয়রানির পর পুলিসী অভিযোগের স্বরূপ ফাঁস'

দীর্ঘদিন পরে গত ৩রা (জুলাই ১৯৫১) শিলিগুড়ির দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক মামলাটির বিচার শেষ হয় .... গত ৩১-১২-৪৯ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান রায়ের শিলিগুড়ি আগমন উপলক্ষে ছাত্র-ছাত্রী-মজুর জনতার উপর স্থানীয় পুলিস লাঠি চালনা ও

অনুরূপ অত্যুৎসাহী হঠকারিতায় ....১৭ জনকে অভিযুক্ত করিয়া ভারতীয় দন্ডবিধির ১৫৭ ও ১৪৯ (২) ৩৫৩ ধারায় এক মামলা দায়ের করে সুদীর্ঘ ৩ মাস পরে মামলাটির চার্জসীট দেওয়া হয় ....।

মামলাটির বিশেষত্ব এই যে দীর্ঘদিনের মধ্যেও পুলিস মামলাটির পক্ষে কোন "পাবলিক সাক্ষী" দাঁড করাইতে পারে নাই। মামলাটির প্রতি ক্ষেত্রে পুলিসের হীনমনোবৃত্তি, মিথ্যা মামলা সাজানোর তথ্য প্রকাশ পাইতে থাকে .... ।

বিচারে অভিযুক্তদের সকলেই বেকসুর খালাস পান।

এই সঙ্গে প্রকাশিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য শিরোনাম ঃ

'পাঁচসালা নেহরু পরিকল্পনা সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতিরই জের' **'বাঁকুড়া - ২১ জন কৃষক কর্মীর কারাদন্ড'**

গত ২৭শে জুন (১৯৫১) বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এস, এন, রায় চৌধুরীর এজলাসে ২১ জন কৃষক কর্মী হুদল নারায়ণপুর গ্রামে দলবদ্ধভাবে জমিদার নলিনাক্ষ মন্ডলের পুষ্করিণীতে মাছ লুটের অভিযোগে ৩ মাস হইতে ৮ মাস পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইয়াছেন ....।

দন্ডাদেশ প্রাপ্তদের মধ্যে বাঁকুড়ার কৃষক সমিতির সম্পাদক ও প্রাদেশিক কৃষক কাউন্সিলের শ্রীননী গোপাল রায় অন্যতম। .... হুদল নারায়ণপুরের জনসভায় বক্তৃতা দেওয়া ও সিমলা গ্রামে চাষীর ঘরের ধান সীজ করার প্রতিবাদ করিয়া বক্তৃতা দেওয়ায় ১০৭ ধারা মামলায় ও একটি বোমার মামলায় বেকসুর খালাস পাইয়াছিলেন। তিনি প্রায় ১৪ মাস কংগ্রেসী জেল হাজতে আটক থাকেন।

স্বাধীনতা, নব পর্যায় -১৫৩তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ-১৯৮ তম সংখ্যা), ১৩ই জুলাই ১৯৫১ শুক্রবার প্রকাশিত সংবাদ ঃ

'রেল শ্রমিকদের ধর্মঘটের সমর্থন ঃ কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারীয়েটের বিবৃতি'

সারা ভারত রেলওয়ে মেন্‌স ফেডারেশনের জেনারেল কাউন্সিল রেল শ্রমিকদের পক্ষ হইতে যে দাবিগুলি উপস্থিত করিয়াছেন এবং ২৭শে আগস্ট হইতে সাধারণ ধর্মঘটের যে ডাক দেওয়া হইয়াছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারিয়েটের তরফ হইতে একটি বিবৃতিতে ইহার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করা হইয়াছে। দাবিগুলির মধ্যে প্রধান হইল, জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধি অনুসারে মাগ্‌গীভাতার বৃদ্ধি। স্বয়ং সরকার কর্ত্তৃক স্বীকৃত পে-কমিশনই এই সুপারিশ করিয়াছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু ধর্মঘটের এই আহ্বানকে হঠকারী বলিয়া অভিযোগ করিযাছেন। বিবৃতিতে শ্রী নেহরুর এই উক্তিকে প্রকৃত সত্যের নির্মম ও অবাস্তব বিকৃতি বলিয়া বর্ণনা করা হয়। গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে দুইবার ভারতের অন্যতম প্রধান শ্রম কেন্দ্রে কিন্তু নিকৃষ্ট বেতনের রেল শ্রমিকেরা ধর্মঘটের পক্ষে সর্ব্বব্যাপক রায় দেন — একবার ১৯৪৬ ও আবার ১৯৪৯ সালে। উভয় ক্ষেত্রেই কংগ্রেস নেতারা খাদ্য সঙ্কট ও জাতীয় উৎপাদনের জন্য অতিরিক্ত খাটিবার দায়িত্বের কথা তুলিয়া শ্রমিকদের সিদ্ধান্ত বদলাইবার জন্য আবেদন জানান। শ্রমিকদের কাছে ধৈর্য ও আপোষের মারফত বিবোধ মীমাংসারও আবেদন করা হয়।

"কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও সরকারের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিতে আস্থা জ্ঞাপন করিয়া শ্রমিকদের ভাগ্যে

জুটিয়াছে ক্রমবর্ধমান ক্ষুধা, ছাঁটাই এবং অতিরিক্ত কাজের বোঝা! যে জনসাধারণের স্বার্থের অজুহাতে শ্রমিকদের ধর্মঘট হইতে বিরত থাকিতে বলা হয়, তাঁহাদের ভাগ্যেও বঞ্চিত খাদ্যসঙ্কট ও অভাব ছাড়া আর কোন লাভ হয় নাই। তাই এইসব সদুপদেশ ও আবেদনে তৃতীয়বার ঠকিতে রাজি হইবেন না এবং একের বিরুদ্ধে অপরকে খেলাইবার অপচেষ্টাও ব্যর্থ করিয়া দিবেন।

"নিজেদের ন্যায্য সংগ্রামে জয় অর্জনের জন্য রেল শ্রমিকদের অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে। কে কোন ট্রেড ইউনিয়ন বা কে কোন পার্টির অনুরক্ত সে কথা না তুলিয়া দলমত নির্বিশেষেই শ্রমিকদের একতা চাই। মাগ্গীভাতা মূল দাবির উপর শক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে দাঁড়াইতে হইবে এবং সরকারের কোন অস্পষ্ট আশ্বাস তাঁহাদের মধ্যে যেন কোন আত্মসন্তুষ্টি ও মোহ বিস্তার করিতে না পারে। ঐক্যের জন্য ও ধর্মঘট চালনার জন্য নিচু হইতে সাধারণ শ্রমিকদেরই উদ্যোগী হইতে হইবে। জনসাধারণের অন্যান্য অংশের মধ্যে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে সরকারী প্রচারের মুখোসও তাঁহাদের খুলিয়া দিতে হইবে। শুধুমাত্র সেভাবেই তাঁহাদের পিছনে জনসমর্থন জমাট হইয়া উঠিতে পারে।

"শ্রমিকদের দাবিসমূহ আদায়ের জন্য সকল শ্রমিকদের একতা গঠন এবং ধর্মঘটের প্রস্তুতির জন্য কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিকদের পার্শ্বে সর্বদাই আছেন।"

এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে রেল ধর্মঘট সম্পর্কে কংগ্রেস সরকারের আক্রমণ। তারই কিছু কিছু সংবাদ শিরোনাম ঃ

'প্রস্তাবিত রেল ধর্মঘটের বিরুদ্ধে সরকারের প্রথম আঘাত ঃ এসেন্সিয়াল সার্ভিসে ধর্মঘট বে-আইনী করিয়া অর্ডিন্যান্স জারি '

১১ই জুলাই (১৯৫১) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রচারিত এক অর্ডিন্যান্সে দেশের যে কোন এসেন্সিয়াল সার্ভিসে ধর্মঘট বে-আইনী করার জন্য সরকারের হাতে ক্ষমতা আরোপিত করা হইয়াছিল। আসন্ন রেল ধর্মঘট দমন করার জন্যই এই অর্ডিন্যান্স জারী করা হইয়াছে।

প্রথমতঃ ছয় মাসের জন্য এই অর্ডিন্যান্স বলবৎ থাকিবে এবং প্রয়োজন হইলে পরে নূতনভাবে আবার অর্ডিন্যান্স জারি করা হইবে।

এসেন্সিয়াল সার্ভিসে যাহারা ধর্মঘট করিবেন বা ধর্মঘট চালাইবেন, এইসব বে-আইনী ধর্মঘটে প্ররোচনা অথবা অর্থ সাহায্য করিবেন, এই অর্ডিন্যান্সে তাঁহাদের জন্য কারাদণ্ডের বিধান রহিয়াছে

.... বেতার বক্তৃতায় রেলওয়ে মন্ত্রী শ্রীগোপালাস্বামী আয়েঙ্গার বলেন যে, সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া সরকার প্রস্তাবিত রেল ধর্মঘট বন্ধ অথবা দমন করিতে বদ্ধ পরিকর। বিভ্রান্ত হইয়া রেলওয়ে শ্রমিক ফেডারেশন যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, জনসাধারণকে তাহার পরিণাম হইতে রক্ষা করিতে সরকার চাহেন। .

— পি টি আই

'অর্ডিন্যান্সের দ্বারা ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারকে চ্যালেঞ্জ ঃ নিখিল ভারত রেলওয়ে ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদকের বিবৃতি'

নিখিল ভারত রেল কর্মচারী ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রী গুরুস্বামী .... বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, সরকারকে অত্যাবশ্যকীয় প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট নিষিদ্ধ করিবার ক্ষমতা দিয়া যে,

জরুরী অর্ডিন্যান্স জারি করিয়াছেন তাহার দ্বারা সরকার ট্রেড ইউনিয়নের অধিকারের বিরুদ্ধে নূতন চ্যালেঞ্জ জানাইয়াছেন। .... সরকারের প্রচারের দ্বারা জনমতকে বিভ্রান্ত করা হইতেছে। সরকারের যুক্তি দুর্বল বলিয়া তাঁহারা সালিশী মানিয়া লইতে সাহস করিতেছেন না।

.... সরকার যতদিন পর্যন্ত না জরুরী অর্ডিন্যান্সকে কার্যকরী করিয়া প্রস্তাবিত রেল ধর্মঘটকে বে-আইনী করিতেছে ততদিন পর্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসার চেষ্টা এবং জরুরী অবস্থার সম্মুখীন হইবার প্রস্তুতির কাজ চলিতে থাকিবে।

অর্ডিন্যান্সের প্রতিবাদে পোষ্ট-টেলিগ্রাফ ইউনিয়ন

নয়াদিল্লি, ১২ই জুলাই পোষ্ট এন্ড টেলিগ্রাফ ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারী আজ এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, সরকার যে অর্ডিন্যান্স জারি করিযাছেন তাহার তীব্র প্রতিবাদ হওয়া উচিত। তিনি বলেন যে সরকার ক্রমশঃ একনায়কত্বের পথে চলিয়াছেন। কিন্তু তরবারি বা সঙ্গীন উঁচাইয়া ধর্মঘট পরিহার করা যায় না। সরকার তাঁহার কার্যকলাপ দ্বারা অযথা শ্রমিকশ্রেণীকে প্ররোচনা দিতেছেন এবং তাঁহাদের অসহযোগিতা ডাকিয়া আনিতেছেন।

-- পি টি আই

এই সঙ্গে আছে কৃষক বন্দীদের বাঁচাইবার জন্য একটি আবেদন

'কৃষক বন্দীদের বাঁচান'

★ ২৪ পরগণার বিভিন্ন এলাকায় শত শত বন্দী নানারূপ মারাত্মক অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছেন। গত ৯ই জুলাই ভাঙ্গোব এলাকার ৩০ জন কৃষক ডাকাতির অভিযোগে দায়রায় সোপর্দ হইয়া জেল হাজতে গিয়াছেন।

★ গত ১০ই জুলাই (১৯৫১) হাটগাছা এলাকায় ৫ জন কৃষক ডাকাতির অভিযোগে দায়রায় সোপর্দ হইয়া জেল হাজতে গিয়াছেন।

★ গত ১১ই জুলাই দেউলী এলাকার ৭০ জন কৃষক ডাকাতির অভিযোগে দায়রায় সোপর্দ হইয়া জেল হাজতে গিয়াছেন। (তন্মধ্যে ৫ জন মহিলা আছেন)

★ কাকদ্বীপের ৩৬ জন কৃষক নরহত্যা, ডাকাতি প্রভৃতির অভিযোগে স্পেশাল কোর্টে বিচারাধীন।

এদের বাঁচাবার জন্য আপনার কি কিছু করার নাই?

শুধু ২৪ পরগণার কৃষকদের উপর ভবসা করিলে ইহাদের রক্ষা করা যাইবে না। ইহাদের মামলা পরিচালনার জন্য এমন কি শুধু এক কোর্টে জামিনের জন্য চেষ্টা করিতে হইলে হাজার হাজার টাকার দরকার, অথচ ডিফেন্স কমিটির হাতে সামান্য অর্থও নাই। দেশ প্রেমিক জনসাধারণের নিকট আবেদন করিতেছি।

২৪ পরগণা লিগ্যাল এড কমিটি

স্বাধীনতা, নব পর্যায় - ১৫৪ সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ- ১৯৯ তম সংখ্যা) ১৪ই জুলাই ১৯৫১ শনিবার ২৯শে আযাঢ় ১৩৫৮ তে প্রকাশিত বিশেষ বিশেষ শিরোনাম ঃ

'কমিউনিস্ট পার্টির উপর অহেতুক দমননীতি চলিবে না ঃ পার্টির কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েটের বিবৃতি তে নেহরুর মনগড়া অভিযোগ খন্ডন'

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকমন্ডলী (সেক্রেটারিয়েট) নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন ঃ

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির নিকট উপস্থাপিত দীর্ঘ রিপোর্ট প্রসঙ্গে শ্রী নেহরু আমাদের পার্টির বিরুদ্ধে এক তীব্র আক্রমণ চালাইয়াছেন, আমাদের বিরুদ্ধে 'রাষ্ট্রবিরোধী সহিংস কার্যকলাপ ও প্রকাশ্য যুদ্ধ চালানোর অভিযোগ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তাহাদের (কমিউনিস্ট পার্টির) উদ্দেশ্য বোধহয় কোনরকমে একটা গোলমাল এবং বিভেদ সৃষ্টি করা যাহা র পরিণামে একটা কিছু সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে।

কোন কোন বিষয়ে সম্প্রতি তাহারা নিজেদের নীতি ও কৌশল পরিবর্তন করিয়াছে কিন্তু মূলত তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গি পূর্বের ন্যায় একই রকম রহিয়াছে।

"শ্রী নেহরুর এসব কথাবার্তার নূতনত্ব কিছুই নাই। ইহার মধ্যে একটি মাত্র তাৎপর্যের বিষয় হইল এই যে শ্রী নেহরু বর্তমানে উপলব্ধি করিয়াছেন জনসাধারণকে ভুল বুঝাইবার পক্ষে 'হিংসা নীতি' ও 'যুদ্ধ' প্রভৃতি অস্পষ্ট এবং ভিত্তিহীন অভিযোগগুলি আর যথেষ্ট নয়; এবং এই জন্যই কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি তাঁহার শত্রু মনোভাবের আসল কারণ প্রকাশ করিয়াছেন, -- সে কারণ হইল আমাদের দেশের জনসাধারণের নিকট যে সব সমস্যা বাস্তব সেগুলি সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি।

১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে আমাদের পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসেব অব্যবহিত পরে সরকার কোনরকম যুক্তির ও ন্যায্যতার পরোয়া না করিয়াই আমাদের পার্টির উপর আক্রমণ শুরু করেন, আমাদের পার্টির ইউনিট সমূহকে নিষিদ্ধ করা হয়, বিনা বিচারে হাজার হাজার কর্মীকে জেলে বন্দী করা হয়, পার্টির সম্পত্তি প্রভৃতি বাজেয়াপ্ত করা হয়, এবং সারা দেশে বিশেষত: যে সব এলাকায় পার্টির কিছুটা গণভিত্তি ছিল সেখানে সরকার এক সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেন, বে-আইনী সৈন্যবাহিনী গঠন অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ইত্যাদি নানারকম আজগুবি কথাবার্তা তোলা হয়, কিন্তু এই অহেতুক সবকার আক্রমণের আসল কারণ যাহা ছিল, আজও নেহরুর ভাষায় তাহাই প্রকাশ পাইতেছে। আমাদের 'মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি' তাঁহার সরকারের পছন্দ হয় নাই।

"আমাদেব মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি যে ঠিক নেহরুর মনোমত নয়, তাহা আমবা অস্বীকার করিতে চাহি না; এই পার্থক্যের কারণ আমাদের পার্টি হইল কমিউনিস্ট পাটি, সে পার্টি শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি, সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদী দাসত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থার যাহারা অবসান করিতে চান, এইরকম সাধারণ শ্রমজীবী জনতাব পার্টি হইল আমাদের পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি।

শ্রী নেহরু এবং যাহাদের তিনি প্রতিভূ সেই কায়েমীস্বার্থ নিজেদেরই সুবিধার জন্য এই সমাজব্যবস্থাকে জীয়াইয়া রাখিতে চান। আমরা তাহা চাই না, এই ব্যবস্থার সহিত আমাদের কোন আপোষও নাই।

'আমরা জানি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির এই পার্থক্য বিদ্যমান আছে এবং পার্থক্য বজায় থাকিবে, কিন্তু এই পার্থক্যের অজুহাত তুলিয়া কোন একটি গণতান্ত্রিক দেশে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের যে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার আছে, তাহা হইতে আমাদের পার্টিকে বঞ্চিত করা চলিবে না ইহাই আমাদের দাবি ও অভিমত। শ্রী নেহরুকে আমবা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে আজও পর্যন্ত তেলেঙ্গানায়এবং অন্ধ্রে সরকারী সন্ত্রাস অবাধে চলিতেছে। হাজার হাজার কমিউনিস্টকে হয় বিনা বিচারে জেলে আটকাইয়া রাখা হইয়াছে, আর নয়তো নিবর্তনমূলক আটক আইন অনুযায়ী তাঁহাদের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি রহিয়াছে। এবং কয়েকটি রাজ্যে আমাদের পার্টি নিম্নতম প্রাথমিক ব্যক্তি স্বাধীনতা হইতেও বঞ্চিত। যাহাতে আগামী নির্বাচনে প্রকৃতই স্বাধীন এবং সুষ্ঠু নির্বাচন হইয়া উঠিতে পারে সেইজন্য আমরা উপরিউক্ত ব্যবস্থাগুলিরই অবিলম্বে অবসান দাবি করি।"

এই সঙ্গে প্রকাশিত আর কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ঃ

'যশোহরের কৃষক নেতাদের যাবজ্জীবন দন্ডাদেশ বহাল ঃ ফেডারেল কোর্টে আপীলের জন্য অর্থ সাহায্যের আবেদন'

পূর্ববঙ্গ রাজনৈতিক বন্দী লিগ্যাল এড ও রিলিফ প্রস্তুতি কমিটি এক বিবৃতি প্রসঙ্গে জানাইতেছে যে যশোহর জেলা কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক জনাব নূর জালান, জ: মোদাচ্ছের মুন্সী প্রভৃতি নয়জন কৃষক কর্মীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে ঢাকা হাইকোর্টে যে আপিল চলিতেছিল তাহা ডিসমিস করিয়া দিয়া হাইকোর্ট দন্ডাদেশ বহাল রাখিয়াছেন।

বিবৃতিতে আরও অভিযোগ করা হইয়াছে যে জনাব জালান ও মুন্সীকে গ্রেপ্তারের পর পুলিস অমানুষিকভাবে মারিতে মারিতে অজ্ঞান করিয়া ফেলে। তাঁহাদের গ্রামের বাড়ি ঘর ক্রোক করার নাম করিয়া সমস্ত জিনিষপত্র পুলিস লইয়া যায় এবং কোন তালিকা দেয় না।

......ঢাকা হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে ফেডারেল কোর্টে আপীল করা হইবে। আপীলের খরচ চালাইবার জন্য সমস্ত দেশবাসীর নিকট মুক্ত হস্তে অর্থদানের জন্য কমিটি আবেদন জানাইয়াছেন।

'স্বাধীনতা হরণের প্রতিবাদ ঃ ভারতের নানাস্থানে সংবাদ পত্র সমূহের হরতাল '

সংবাদ পত্র সম্পাদক সম্মেলনের সভাপতি শ্রীদেশবন্ধু গুপ্তর নির্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া গত ১২ই জুলাই ভারতের বিভিন্ন স্থানের সংবাদপত্রসমূহ হরতাল পালন করেন।

পশ্চিমবঙ্গে 'স্বাধীনতা' 'গণবার্তা' ও 'লোকসেবক' এই তিনটি দৈনিক 'মতামত' 'দামোদর' এই দুইটি সাপ্তাহিক ১২ই জুলাই প্রকাশিত হয় নাই। মীরাটের সিন্ধি দৈনিক 'প্রভাত' ও হরতাল পালন করেন। পাটনার সমাজতন্ত্রী হিন্দী দৈনিক 'জনতা' ১২ই জুলাই প্রকাশিত হয় নাই।

বোম্বাইতে ফ্রি প্রেস জার্নাল, জনশক্তি, নবশক্তি প্রভৃতি ৬টি দৈনিক এবং ভারতজ্যোতি, ক্রসরোডস, এ্যাটম, ব্লিৎস প্রভৃতি ৫টা সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ থাকে। পুনা, দিল্লি, হায়দরাবাদ, লখনৌ, বাঙ্গালোর, আমেদাবাদ, বরোদা, মধ্যপ্রদেশ, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন, প্রভৃতি স্থানে মোট ২৯টি দৈনিক ও সাপ্তাহিক হরতাল পালন করে।

এছাড়া অন্যান্য যেসব গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে আছে ·

'বিপ্লবী জননেতা ডা. কে আই সিং-এর নেতৃত্বে নেপালে বিদ্রোহ ঃ ভুইওয়াল জেলার শাসনভার গ্রহণ ঃ নেপালী রক্ষীদলেও বিদ্রোহের সূচনা', 'ব্রিটিশ ও মারোওয়াড়ী চা-কোম্পানির ত্রাণকর্তা বিধান মন্ত্রিসভা-ঃ ভেজাল মিশাইবার অভিযোগ হইতে নিষ্কৃতি দেওয়ার চেষ্টা', 'বোটানিকাল গার্ডেনে শ্রমিক ছাঁটাই ঃ প্রতিবাদে দুই শতাধিক শ্রমিকের ধর্মঘট' 'ব্রিটিশ ব্যাঙ্ক ধ্বংস হোক ঃ করাচীতে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের বিক্ষোভ', 'খাদ্য-বস্ত্র ও রিলিফের দাবিতে কৃষ্ণনগরে ভুখমিছিল ঃ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে ঘেরাও ঃ ঐক্যের চাপে আংশিক দাবি আদায় প্রভৃতি।

স্বাধীনতা, নব পর্যায় - ১৫৫তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ২০০তম সংখ্যা) ১৫ই জুলাই ১৯৫১তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

"নেহরুর পরিকল্পনা দেশকে ইঙ্গ-মার্কিন জোটের পদানত করিয়া রাখিবে ঃ বিদেশী পুঁজি বাজেয়াপ্ত এবং বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি উচ্ছেদের কথা নাই ঃ এ-আই-টি-ইউ-সি'র সহ-সভাপতির বিবৃতি"

"প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরুর সভাপতিত্বে গঠিত প্ল্যানিং কমিশন কর্তৃক 'পাঁচ বৎসরে দেশকে পুনরুজ্জীবিত' করার যে পরিকল্পনা ঢক্কানিনাদ সহকারে প্রচার করে হইয়াছে তাহা আমাদের দেশের

পশ্চাৎপদ ঔপনিবেশিক অর্থনীতিকে জীয়াইয়া রাখা এবং দেশকে ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধ-জোটের পদানত করিয়া রাখার পরিকল্পনা ছাড়া আর কিছু নহে।" নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সহ-সভাপতি শ্রী এস এস মিরাজকর .... উপরোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন।

..........ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার সঙ্গে গাঁট ছড়া বাঁধিয়া এবং দেশের লোককে অনাহারে রাখিয়া কেবলমাত্র কাঁচামাল রপ্তানি করার ক্ষেত্র হিসাবে ভারতবর্ষকে কায়েম রাখিবার ব্যবস্থাই পরিকল্পনায় করা হইয়াছে। বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা বিলোপের এবং কৃষকদের হাতে জমি দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দেশের খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর কথা উহাতে নাই। কৃষক সম্প্রদায়কে ভূমিদাসত্ব মুক্ত না করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করার যে কোনও পরিকল্পনা ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

.... পরিকল্পনাতে বিদেশী পুঁজি কর্তৃক দেশকে অবাধ শোষনের উপর হস্তক্ষেপের কোনও কথা নেই। সরকারী হিসাব মতোই আমাদের দেশের পেট্রোলিয়াম শিল্পেব শতকরা ৯৭ ভাগ, রবার শিল্পের ৯৩ ভাগ, লাইট রেলওয়ের ৯০ ভাগ, দিয়াশলাই ৯০ ভাগ, চট ৮৯ ভাগ, চা ৮৬ ভাগ, খনি (কয়লা বাদে) ৭৩ ভাগ, রবার বাগান ৫৪ ভাগ, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি ৪৬ ভাগ, সুতাকল ২৬ ভাগ বিলাতী পুঁজির দখলে রহিয়াছে। বিদেশী পুঁজির এই গ্রাস হইতে মুক্ত না করিয়া ভারতীয় অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করার পরিকল্পনা পরিহাস ছাড়া আর কিছুই নহে।

এর পরবর্তী উল্লেখযোগ্য রেল-ধর্মঘট সম্পর্কে শিরোনাম ঃ

'সরকার কর্তৃক ব্যাপক পুলিসি ব্যবস্থার প্রস্তুতি ঃ ইতিমধ্যেই রেলশ্রমিক নেতা পূর্ণেন্দু দত্ত রায় গ্রেপ্তার ঃ রেলকেন্দ্রে গোয়েন্দাদের উৎপাত ঃ জনগণকে উস্কাইবার জন্য ৫০% রেশন কার্ডের চক্রান্ত '

.. .. প্রস্তাবিত রেল ধর্মঘটকে দমন করার জন্য ব্যাপকভাবে পুলিসি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা হইয়াছে।

গত বুধবার যে অর্ডিন্যান্স পাশ করা হইয়াছে তাহাতে যে কোন পুলিস অফিসারকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তারের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ধর্মঘট শুরু করিয়াছে বা চালাইয়া যাইতেছে বলিয়া যুক্তিসঙ্গত ভাবে যাহাকেই সন্দেহ করা হইবে, তাহাকেই গ্রেপ্তার করা চলিবে। একজন সাধারণ কনষ্টেবলকে পর্যন্ত পুলিস অফিসার বলিয়া ধরা হইবে।

ইতিমধ্যে অর্ডিন্যান্স বলে ধর্মঘট বে-আইনী ঘোষিত না হলেও কার্যক্ষেত্রে দমননীতি শুরু হইয়া গিয়াছে।

গতকল্য পুলিস রেল শ্রমিক নেতা পুর্নেন্দু দত্ত রায়কে গ্রেপ্তার করেন ....।

.. .. সরকার রেল শ্রমিকদের দাবি মিটাইতে বা ধর্মঘটের আশঙ্কায় পূর্ব হইতে খাদ্যস্টক সংগ্রহ করিয়া রাখিতে রাজি নহেন। তাহার বদলে তাহারা স্থির করিয়াছেন, যে খাদ্যস্টক আছে তাহা দিয়াই চালাইবেন। ধর্মঘটের সঙ্গে সঙ্গে রেশন শতকরা ৫০ ভাগ বা আরো বেশি কাটিয়া দিবেন।

এই সঙ্গে আরো যে সব গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম প্রকাশিত হয়েছে তা হচ্ছে ঃ

'বিদ্রোহ দমনে নেপাল ও ভারতের যুক্ত সামরিক অভিযান ঃ ভৈরাওয়া শহর আক্রমণের উদ্যোগ ঃ নেপালের অনুরোধে ভারত সরকার কর্তৃক সৈন্য প্রেরণ', 'অদ্য চন্দননগর মিউনিসিপ্যাল অ্যাসেম্বলির নির্বাচন ঃ দুর্নীতির বিরুদ্ধে ও রেশনের দরহ্রাসের জন্য সংযুক্ত প্রগতিশীল ফ্রন্টের সুস্পষ্ট ঘোষণা' 'কলিকাতা কর্পোরেশন নির্বাচনী আইনের কারসাজিতে শতকরা ৮০ ভাগ ভোটদাতা বঞ্চিত'। নির্বাচনী ইস্তাহার সম্পর্কে 'স্বাধীনতা'র সম্পাদকীয় বক্তব্য — (প্রথম তিনটি প্যারায়)

কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহার

এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন -- কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারের জন্য দেশের লোক সাগ্রহে বসিয়া নাই।

সাম্রাজ্যবাদীদের পুরাতন শোষণের ব্যবস্থাকে কংগ্রেস নেতারা আজ চার বৎসর নিজেদের নূতন দালালী ও দুর্নীতিকে আরও শতগুণ ভয়ঙ্কর ও জঘন্য করিয়া তুলিয়াছেন। এই চার বৎসরে দেশের মানুষের মুখের শেষ গ্রাসটি তাঁহারা কাড়িয়া লইয়াছেন, পরণের শেষ ছিন্ন বস্ত্রটুকুও ছিনাইয়া লইয়াছেন। জীবনের সামান্যতম আবশ্যকীয় জিনিসপত্রকে কংগ্রেস-- কর্তারা নিজেদের চোরাবাজারী স্বার্থে ও চোরা-কর্মচারীর সহায়তায় অগ্নিমূল্য করিয়া তুলিয়াছেন। গণতান্ত্রিক অধিকার চাহিলে রাজপথে, ক্ষেতে, মাঠে, কারখানায়, জেলে, নরনারী, বালক-বালিকার উপরে নির্বিচারে চালাইয়াছেন লাঠি, টিয়ারগ্যাস ও গুলি। ইহাই তো কংগ্রেসের এই কয় বৎসরের কীর্তি বা 'এ্যাচিভমেন্ট'। কংগ্রেসের ইস্তাহারে তবে আশ্বাস পাইবার মত কি আছে? নেহরু তাঁহার বিবরণে জিনিসের মূল্য হ্রাসের কথা তুলিয়াছেন। আর অন্য দিকে অমনি বাড়ানো হইয়াছে চাউলের ও গমের দাম। শ্রমিকের কষ্ট লাঘবের মামুলী বুলি কংগ্রেস কর্তারা কপচাইতেছেন আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শ্রমিকের শেষ অস্ত্র 'ধর্মঘটের' বিরুদ্ধে অর্ডিন্যান্স জারি করিতেছেন।

.... কংগ্রেসের পূর্ববর্তী (১৯৪৫)-এর নির্বাচনী ইস্তাহারের মতই এই ইস্তাহারের উদ্দেশ্য দেশবাসীকে প্রতারিত করা। তখনকার দিনে 'পূর্ণ স্বাধীনতার সংকল্প' দিয়া সকল মিথ্যাচারকে ঢাকিয়া দেওয়া গিয়াছিল .... কিন্তু তাহার পরে কংগ্রেসই সেই স্বাধীনতা সংগ্রামকে বানচাল করিয়াছে। "স্বাধীনতার নামে সাম্রাজ্যবাদীর সহকারী হইয়া সাম্রাজ্যবাদের নিকট দেশের স্বার্থ-বলি দিয়াছে। তাই এবারকার ইস্তাহারের মূল উদ্দেশ্যটা হইল প্রথমত, এই বিশ্বাসঘাতকতাকে কথার আড়ম্বরে গোপন করিয়া যাওয়া; দ্বিতীয়ত ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদী শোষণ, নিজেদের দুর্নীতি ও দেশ-জোড়া চোরাকারবারীর রাজত্ব -- ও লাঠি, গুলি, অত্যাচার পুলিস রাজ ও অর্ডিন্যান্স রাজের জঘন্য অমানুষিকতাকে যতটা সম্ভব মিথ্যা যুক্তি দিয়া হালকা করিয়া লওয়া ; তৃতীয়ত যতটা সম্ভব তাই একদিকে "বহুধা দর্শের" বুলি ঝাড়িয়া অন্যদিকে কার্যকরী 'আর্থিক পরিকল্পনার' আশ্বাস দিয়া আবার দেশের লোকের ভোটটিকে আদায় করিয়া লওয়া -- সাম্রাজ্যবাদের দালালিতে পাকা হইয়া বসা আরও একবার।

(শেষ প্যারায়)

যে লক্ষ লক্ষ লোককে কংগ্রেস সরকার বাস্তুহারা করিয়াছেন, তাঁহারা তাই ওই ইস্তাহার বিশ্বাস করিবার মত কোনো জিনিস পাইবে না। যে কোটি কোটি মানুষের অন্ন বস্ত্র কংগ্রেস সরকার ছিনাইয়া লইয়া তাঁহাদিগকে কালোবাজারের শিকার করিয়া তুলিয়াছে, তাঁহারা এই ইস্তাহারে কোনো আশ্বাসের রেখাও দেখিবেন না। ভারতবর্ষের যে বহু বিলম্বিত কৃষক-বিপ্লব আজ ধূমায়মান - তাহার সার্থকতার কোনো সম্ভাবনা এই কংগ্রেসের দ্বারা নাই। এ দেশের স্বদেশী শিল্প, স্বদেশী কল-কারখানা গড়িবার সে প্রয়াসে এখানকার শিল্পপতিরা মাথা খুঁড়িতেছেন, সাম্রাজ্যবাদের দালালরূপে কংগ্রেস সরকার সেই শিল্পোন্নতির পথই আগলাইয়া আছে -- এই ইস্তাহারের সেই শিল্পপতিরা কোন্ আশা পাইবেন? আর এই ইস্তাহার কেন, ইহার পশ্চাদপদ লাঠি, টিয়ার গ্যাস, গুলি ও অর্ডিন্যান্সই কি চাপা দিতে পারিবে কংগ্রেসের গত চার বৎসরের কীর্তিকলাপ, জাতির প্রতি তাদের বিশ্বাসঘাতকতা?

স্বাধীনতা, নব পর্যায় - ১৫৬তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ২০১ তম সংখ্যা) ১৬ই জুলাই ১৯৫১, সোমবার ৩১ শে আষাঢ় ১৩৫৮তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'মালাবারে কমিউনিস্ট - প্রজাপার্টি ঐক্যের সম্ভাবনা ঃ সাংবাদিক বৈঠকে গোপালনের ঘোষণা'

১৪ই জুলাই আমেদাবাদে কমিউনিস্ট নেতা শ্রী এ কে গোপালন .... এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, কমিউনিস্ট পার্টি প্রগতিশীল শক্তি ও বামপন্থীদের মধ্যে নির্বাচনী মৈত্রী তৈয়ারি করিয়া একটি 'গণফ্রন্ট' গঠন করিতেছে। বিভিন্ন রাজ্যে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য ইহারা চেষ্টা করিবে। শ্রী গোপালন বলেন যে, মালাবারে কমিউনিস্ট ও প্রজা পার্টির মধ্যে মৈত্রী প্রায় গঠনের পথে; তিনি আচার্য্য কৃপালনীর সঙ্গে শীঘ্রই যোগাযোগ করিতেছেন।

সোস্যালিস্ট পার্টির ঐক্যবিরোধী কার্যক্রমের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে ইহা সত্ত্বেও কমিউনিস্ট পার্টি তাহাদের সহিত ঐক্যের জন্য চেষ্টা করিয়া যাইবে। নেতৃত্ব যদি কমিউনিস্টদের সহিত ঐক্য না সৃষ্টি করে, তাহা হইলে সাধারণ সমাজতন্ত্রী কর্মী নেতৃত্বকে অগ্রাহ্য করিয়া বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করিবে, এ বিশ্বাস তাঁহার আছে। কমিউনিস্টদের এখন আটক রাখা সম্পর্কে তিনি বলেন যে, যদি অত্যাচারমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা না হয়, তাহা হইলে সমান অধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা কষ্টকর হইবে।

-- পি টি আই

'সংশোধনের অযোগ্য কংগ্রেসী সরকারকে বদলাইতে হইবে ঃ বিরাট জনসভায় কৃপালনীজীর বক্তৃতা ঃ জমিদার ও পুঁজিপতিদের প্রতি হুঁশিয়ারী'

১৫ই জুলাই ১৯৫১ কলিকাতা ময়দানে .... জনসভায় আচার্য্য কৃপালনী কংগ্রেস সরকারের তীব্র সমালোচনা করিয়া বলেন, বর্তমান সরকারকে যখন সংশোধন করা যাইতেছে না, তখন তাহাকে বদলাইতে হইবে। তিনি সরকার, পুঁজিপতি, জমিদার, প্রভৃতিকে হুঁশিয়ার করিয়া দিয়া আরও বলেন যে অহিংস উপায়ে না শুধরাইলে, পরে "প্রকৃতি আর ক্ষমা করিবে না এবং এখানেও চীন-রাশিয়া প্রভৃতি দেশের অবস্থা হইবে। .... এই ধরনের ঘটনা ভারতে ঘটে, তাহা তিনি চাহেন না।

তাঁহার বিভিন্ন সভায় পুলিস পাঠানোর তীব্র সমালোচনা করিয়া তিনি বলেন যে, পুলিস চোর ডাকাত ধরিতে পারে না; বটে, তবে সরকার-বিরোধী দলগুলির নির্বাচনী প্রচার সভায় তাহারা ঠিক উপস্থিত থাকে।

.... গত চার বৎসরে কংগ্রেসী শাসনে খাদ্য-বস্ত্র-গৃহ-শিক্ষা-স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধান তো হয়ই নাই, বরং দেশের অবস্থা আরও খারাপ হইয়াছে।

.... কমিউনিস্ট ও কৃষক-প্রজা-মজদুর দলের মধ্যে ঐক্যের সম্ভাবনা সম্পর্কে কমিউনিস্ট নেতা গোপালনের বক্তৃতার সরাসরি উল্লেখ না করিলেও, আচার্য্য কৃপালনী কমিউনিস্টদের সম্পর্কে বলেন, সরকার তাঁহাদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক নীতির অভিযোগ আনিয়া থাকিলেও তিনি জানেন যে কমিউনিস্টরা গরিবের সেবাই করিতে চাহে, তবে তাহাদের পথ হয়তো স্বতন্ত্র হইতে পারে।

এ ছাড়া এই সংখ্যাতে যে সব বিশেষ বিশেষ শিরোনাম প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে আছে ঃ

'চাষীকে জমি না দিয়া ফাঁসির আসামী করা হইতেছে ঃ শত শত কৃষককে জেলে পুরিয়া চাষ নষ্টের সরকারী ষড়যন্ত্র ঃ সাহায্যের জন্য ২৪ পরগণা কৃষক নেতার আবেদন', 'চন্দননগর নির্বাচনে সম্মিলিত বামপন্থী দলের বিপুল জয়লাভ কংগ্রেসী কুশাসনের বিরুদ্ধে জনসাধারণের সুস্পষ্ট রায় ঃ পরাজয় সুনিশ্চিত বুঝিয়া শেষ মুহূর্তে কংগ্রেসের পৃষ্ঠ প্রদর্শন'।

'স্বদেশী ধর্মঘটের সমর্থনে এক মঞ্চে চারটি টি-ইউ সংগঠনের নেতা ঃ পানিহাটিতে দুই

হাজার শ্রমিক, মধ্যবিত্ত ও গণ সংগঠনের প্রতিনিধিদের মিলিত জনসভা ঃ ঐক্য গড়িয়া তোলার জন্য বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের আহ্বান'

'পানিহাটি স্বদেশী ইন্ড্রাস্ট্রীজ শ্রমিকদের ঐতিহাসিক ধর্মঘটের ৮০তম দিবসে, ... বি পি টি ইউ সি, ইউ টি ইউ সি, হিন্দ্ মজদুর সভা ও জাতীয় টি ইউ, পশ্চিম বাংলার এই চারটি কেন্দ্রীয় সংগঠনের পক্ষ হইতেই নেতৃবৃন্দ ও প্রতিনিধিগণ একই সভামঞ্চে দাঁড়াইয়া ধর্মঘটিদের সমর্থন জানান।

শ্রী জ্যোতি বসু বি পি টি ইউ সি'র পক্ষ হইতে শ্রমিকদের অভিনন্দন জানাইয়া ঘোষণা করেন, আপনাদের ঐক্য আজ খন্ড খন্ড ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে এখানে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছে। আমরা প্রতিশ্রুতি দিতেছি আপনাদেব প্রত্যেকটি সংগ্রামের পাশে আমরা থাকিব। শ্রমিকদের ঐক্যকে গড়িয়া তোলার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। ....

স্বাধীনতা, নব পর্যায় - ১৫৭তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ২০২ তম সংখ্যা) ১৭ই জুলাই ১৯৫১তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'কমিউনিস্ট পার্টির নীতি ও লক্ষ্য সম্পর্কে কমরেড গোপালনের বিবৃতি'

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নির্বাচনী বোর্ডের সভ্য কমরেড এ কে গোপালন আগামী নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির নীতি সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিবৃতি দিয়াছেন ঃ-

"সম্প্রতি কলিকাতায় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির এক বৈঠক হইয়া গিয়াছে। উহাতে নির্বাচনী ইস্তাহারের একটি খসড়া প্রস্তুত হইয়াছে। .... এই ইস্তাহারে ২৫টি দফা আছে। কমিউনিস্ট পার্টির লক্ষ্য ও কর্মসূচী কি এবং জনসাধারণ কাহাকে ভোট দিবে সং ক্ষেপে তাহাই এই ২৫ দফায় বলা হইয়াছে।"

নিম্নোক্তগুলির জন্য যাহারা লড়িবেন পার্টি তাঁহাদের ভোট দিবার জন্য জনসাধারণকে বলিবেন।

(১) যে গভর্নমেন্ট বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারের জমি চাষীকে দিবে।

(২) যে গভর্নমেন্ট ভাবতে ব্রিটিশ পুঁজি বাজেয়াপ্ত ও জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিবে, জাতীয় শিল্পকে 'বিদেশী' প্রতিযোগিতার হাত হইতে এবং জনসাধারণকে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের হাত হইতে রক্ষা করিবে।

(৩) যে গভর্নমেন্ট সামন্ত নৃপতিদের সম্পত্তি ও অর্থ বাজেয়াপ্ত ও জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিবে।

(৪) যে গভর্নমেন্ট ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবে এবং ব্রিটিশ উপদেষ্টাদের বিতাড়িত করিবে।

(৫) যে গভর্ননেন্ট শ্রমিকশ্রেণীকে পুরা কাজের ও জীবন ধারণের মত মজুরীর ও সামাজিক নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিবে।

(৬) যে গভর্নমেন্ট পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকারের, ব্যক্তি স্বাধীনতার এবং নিবর্ত্তনমূলক আটক আইনের ও অন্য যে সকল আইনে সংবাদপত্রের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়াছে, ধর্মঘট বে-আইনি হইতেছে এবং ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠানগুলিকে ও তাহাদের নেতাদের শাস্তি দেওয়া হইতেছে সেই সকল আইনের বিলোপ সাধনের গ্যারান্টি দিবে।

(৭) যে গভর্নমেন্ট সামন্ত নৃপতি শাসিত রাষ্ট্রগুলির বিলোপ ঘটাইবে এবং সংখ্যালঘুদেব ও উপজাতীয় অঞ্চলের জন্য স্বায়ত্ত শাসনমূলক গভর্নমেন্ট সহ ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন করিবে।

(৮) যে গভর্নমেন্ট জমিদার পুঁজিপতিদের শাসনতন্ত্র বিলুপ্ত করিবে এবং যাহারা এমন এক

শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবে যাহাতে মৌলিক অধিকারের গ্যারান্টি থাকিবে এবং নির্বাচকমন্ডলীর প্রত্যাহারের অধিকারসহ স্বাধীনভাবে নির্বাচিত পার্লামেন্টের ব্যবস্থা থাকিবে।

(৯) যে গভর্নমেন্ট চোরা বাজার নিশ্চিহ্ন করিবে এবং একচেটিয়া ফাটকাবাজ ও মন্ত্রী প্রভৃতি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত তাহাদের দালালদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করিবে।

উপরোক্ত কর্মসূচীর ভিত্তিতে কমিউনিস্ট পার্টি সকল দলের সহিতই যুক্তফ্রন্ট গঠনে রাজি আছেন। .... যদি কোন দল আনুষ্ঠানিকভাবে কাগজে কলমে আমাদের কর্মসূচী গ্রহণ করেও তবে সেই দলের শ্রেণীচরিত্র তাহাদের বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। আমাদের দেখিতে হইবে ঐ দল গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিক্ষোভকে তাহার নিজের স্বার্থে কাজে লাগাতে চাহে কি না । এমন দল আছে যাহারা ধর্মের ভিত্তিতে জনসাধারণকে বিভক্ত করিয়া রাখিতে চাহে। এই ধরনের দলের সহিত আমাদের কোন কারবার থাকিবে না। ....

.........কংগ্রেসী সরকার দেশের সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আমরা এই সরকারকে নির্বাচনে পরাজিত করিতে চাই। নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইহাই আমাদের আসল লক্ষ্য ....।

আমাদের পার্টি .... দেশের কোন কোন অংশে হায়দরাবাদের ও ত্রিবাঙ্কুর কোচিনে আজও বে-আইনী। আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক নেতারা হয় জেলে নতুবা আত্মগোপনে বাধ্য ও পুলিসের দ্বারা বিতাড়িত।

এখনও গ্রেপ্তার চলিতেছে। .... বোম্বাইতে কমিউনিস্ট পার্টির বহু অগ্রণী নেতাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী প্রতিষ্ঠান নয় এবং ইহার সভ্য ও দরদীদের অন্যান্য নাগরিকদের মতই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার আছে.................।

আমাদের পার্টি বিশ্বাস করে, কেবলমাত্র জনগণের সর্বাত্মক ঐক্যের দ্বারা এই গভর্নমেন্টকে উচ্ছেদ করিয়া এক গণতান্ত্রিক গভর্নমেন্ট স্থাপন সম্ভব। বর্তমান শাসন ব্যবস্থার বিরোধী দলগুলি যদি যুক্তফ্রন্ট গঠন করিতে অথবা নিজেদের মধ্যে নির্বাচনী চুক্তি করিতে ব্যর্থ হয়, তবে তাহার ফল দেশের পক্ষে শোচনীয় হইবে।

ব্যাক্তি স্বাধীনতা, শান্তি ও ঐক্যেব সংগ্রামের সূচনা হিসাবেই নির্বাচনকে আমবা গ্রহণ করিতেছি। জনসাধারণের ঐক্য ও সংগ্রাম আরও অগ্রসর হইলে আমরা জনসাধারণের প্রয়োজন মিটাইবার উপযোগী গভর্ণমেন্ট গঠনে সক্ষম হইব .... ।

'বোম্বাই-এ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বামপন্থীদের নির্বাচনী ঐক্য গঠিত কমিউনিস্ট পার্টি, ওয়ার্কার্স এন্ড পেজান্টস পার্টি এবং বামপন্থী সমাজতন্ত্রীদের যোগদান : শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করিবার সিদ্ধান্ত'

১৫ ই জুলাই ১৯৫১ পুনায় পেজান্টস্ এন্ড ওয়ার্কার্স পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি এবং বামপন্থী সমাজতন্ত্রীদের দুই দিন ব্যাপী সম্মেলন ....সকলে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনে সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একত্রে কাজ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আগামী সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একযোগে লড়িবার জন্য তাহারা 'নির্বাচনী ঐক্য' গঠনে স্বীকৃত হইয়াছেন। সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে ....একটি "সংযোগ কমিটি" গঠন করা হইবে।

সম্মিলিত শ্রমিক প্রতিষ্ঠান গঠনের উপর জোর দিয়া সম্মেলনে প্রস্তাব করা হয় যে, নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এবং উহার বোম্বাই শাখাকে পুণর্গঠন করা হউক। ইহার ফলে হিন্দ্ মজদুর সভা, ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এবং নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস— এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের একত্রীকরণের কাজ সহজ হইবে।

পেজান্টাস এন্ড ওয়ার্কাস পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রী এস এস মোর সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, এই তিনটি পার্টির নির্বাচনী ঐক্যের উদ্দেশ্য হইল তাহাদের বিভক্ত শক্তিকে একত্রে প্রয়োগ করা। ....যদি এই ঐক্যকে যথযথভাবে কার্যকরী করা যায় তাহা হইলে বোম্বাই রাজ্যে কংগ্রেসকে সংখ্যালঘিষ্ঠ দলে পরিণত করা যাইতে পারে।

কমিউনিস্ট নেতা এস এস মিরাজকর ....মোরের বক্তব্য সমর্থন করেন ....।

— পি টি আই

'কংগ্রেসী নির্বাচনী ইশ্‌তেহারের তীব্র সমালোচনা ঃ কমিউনিস্ট পার্টির আমেদাবাদ জেলা সম্মেলনে গোপালনের বক্তৃতা '

১৫ই জুলাই আমেদাবাদে কমিউনিস্ট পার্টির জেলা সম্মেলনে ....কমিউনিস্ট নেতা শ্রী এ. কে. গোপালন কংগ্রেস পার্টির নির্বাচনী ইশতেহারের তীব্র সমালোচনা করেন।

তিনি বলেন গত চার বছর শাসনকার্যে কংগ্রেসী সরকারের কার্য্যকলাপের ভিত্তিতেই কংগ্রেসের নির্বাচনী শপথের বিচার করিতে হইবে।

................আজ কৃষি সমস্যাই আমাদের বিভিন্ন সমস্যার চাবিকাঠি .....বিনা খেসারতে জমিদারী উচ্ছেদ করিয়া ভূমি সমস্যার আমূল পরিবর্তন ব্যতীত শিল্পোন্নয়নের বড় বড় বুলির কোন মানেই হয় না।

.... কংগ্রেসী ইশতেহারের তাঁতীদের দুঃখ কষ্টে উদ্বেগ প্রকাশ করা হইয়াছে, অথচ সরকার সুতা রফতানি করিতে দিতেছেন এবং এই সুতা রফতানিই তাঁতীদের দুর্দ্দশার মূল।

শ্রী গোপালন বলেন, বাক স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রশ্নে ইশতেহারটি ইচ্ছা করিয়াই অস্পষ্ট রাখা হইয়াছে। কিন্তু শাসনতন্ত্রের সংশোধন ও রেলওয়ে অর্ডিন্যান্সের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা হইতেই প্রমাণ হয় কংগ্রেস রাজত্বে জনতা কতটুকু ব্যাক্তি স্বাধীনতার আস্বাদ পাইতেন।

— পি টি আই

'শ্রমিক দমনের নূতন অর্ডিনান্স প্রত্যাহারের দাবি ঃ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের জন্য শ্রী যুত মিরাজকরের আবেদন'

১৪ই জুলাই বোম্বাইতে নিখিলভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সহ সভাপতি শ্রী এস এস মিরাজকর সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দিয়া বলিয়াছেন, ন্যায়সঙ্গত দাবি দাওয়া আদায়ের জন্য ৯ লক্ষ রেল শ্রমিক ও কর্মচারীর বৈধ ধর্মঘটকে দমন করিবার উদ্দেশ্য লইয়া ভারতের প্রেসিডেন্ট ষ্ট্রাইক নিষিদ্ধ করিয়া যে অর্ডিনান্স জারি করিয়াছেন এ- আই- টি- ইউ-সি তাহার তীব্র নিন্দা করিতেছে। এই অর্ডিন্যান্স জারির মধ্য দিয়া ভারতীয় শাসনতন্ত্রের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রই প্রকাশ পাইয়াছে, প্রকাশ হইয়াছে বর্তমান সরকারের শ্রমিক শ্রেণী বিরোধী, জন বিরোধী চরিত্র।

..........সারা ভারত রেলওয়েমেনস ফেডারেশনের নিকট আমাদের আবেদন, তাঁহারা গবর্নমেন্টের এই উদ্ধত চ্যালেঞ্জের উপযুক্ত জবাব দিন, এবং তজ্জন্য ফেডারেশনের বহির্ভূত সকল ইউনিয়নকে সমান অধিকারের ভিত্তিতে ফেডারেশনে এখনই অন্তর্ভুক্ত করিয়া সমস্ত রেল শ্রমিক কর্মচারীর লৌহ দৃঢ় একতা গড়িয়া তুলুন।

গণতান্ত্রিক মনোভাবসম্পন্ন সমস্ত নরনারীর নিকট আমাদের আবেদন গবর্নমেন্টের অন্যায়

ঔদ্ধত্য জনিত এই গুরুতর পরিস্থিতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা কর্তৃপক্ষকে বিপজ্জনক পথ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করুন এবং জীবনযাত্রার ব্যবস্থাকে উন্নত করিবার জন্য শ্রমিকদের সংগঠন গড়াব ও ধর্মঘট করিবার উদ্দেশ্যে অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে শ্রমিকরা যে কোন পথ অবলম্বন করিবেন তাহা তাঁহারা সমর্থন করুন। সমস্ত সভ্য দেশেই শ্রমিকদের ঐ সকল ন্যায্য অধিকার স্বীকৃত হইয়া থাকে।

সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস মনে করে যে গবর্ণমেন্টের এই চ্যালেঞ্জ কেবলমাত্র রেল শ্রমিক ও কর্মচারীদের ঐক্য ও দৃঢ় মনোভাবের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হয় নাই, পরন্তু সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীর ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের বিরুদ্ধেই এই চ্যালেঞ্জ প্রযুক্ত হইতেছে। অতএব শ্রমিকদের সমস্ত কেন্দ্রীয় সংগঠনের নিকট আমাদের আবেদন, তাঁহারা ঐক্যবদ্ধভাবে সরকারের এই চ্যালেঞ্জের জবাব দিন।

এর পরের সংবাদ খেলার জগতে 'স্বাধীনতা'র প্রবেশ ঃ

সরকারী আক্রমণ, প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং আর্থিক অসুবিধার মধ্যেও 'স্বাধীনতা' এবং প্রেসের কর্মীরা সাংস্কৃতিক এবং ক্রীড়া জগতে অংশগ্রহণ করলেন। এঁদের উৎসাহ দেখে অনেক ক্লাবও এগিয়ে এলেন প্রদর্শনী খেলার জন্য। তারই একটি খেলা হয়েছিলো ১৬ই জুলাই ১৯৫১ সালে। সেই সংবাদ প্রকাশিত 'স্বাধীনতা'র শিরোনাম প্রদর্শনী খেলা

'স্বাধীনতা' বনাম 'তিলজলা এ্যাথেলেটিক ক্লাব'

সকাল সাড়ে ছয়টায় পার্ক সার্কাস ময়দানে 'স্বাধীনতা' বনাম 'তিলজলা এ্যাথেলেটিক ক্লাব'এর খেলা বিরাট উত্তেজনার মধ্যে অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। কর্দ্দমাক্ত মাঠে তিলজলা ক্লাবের বেশীরভাগ খেলোয়াড় বুট পরিয়া খেলেন, অপরপক্ষে স্বাধীনতার খেলোয়াড়রা নগ্ন পায়ে খেলেন।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য শিরোনামের মধ্যে আছে ঃ

' শালিমার, পোর্ট ও ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানায় ২৬১ জন শ্রমিক ছাঁটাই ঃ কাজ নাই অজুহাত দিয়া বৃটিশ মালিকের ব্যাপক ছাঁটাইয়ের চক্রান্ত', 'স্বদেশী ইন্ডাস্ট্রীজের ধর্ম্মঘটের মীমাংসা হইতেছে না কেন? ধর্মঘটের ৮১ দিন উত্তীর্ণ', ইউ. পি. এফ-এর পক্ষে শতকরা ৭৬ ভোট ঃ কংগ্রেসের পক্ষে ৮','১৫ জুলাই চন্দননগরে জনগণের ঐতিহাসিক জন্ম ঃ কংগ্রেসী শাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভের পরিণতি'।

স্বাধীনতা, নবপর্যায়- ১৫৮ তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ২০৩ তম সংখ্যা) ১৮ই জুলাই ১৯৫১, বুধবার ১লা শ্রাবণ ১৩৫৮ তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'হায়দরাবাদ কৃষক সমস্যা সমাধান চেষ্টায় মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ - এর যাত্রা'

গতকাল (১৭ ই জুলাই) দ্বিপ্রহরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও কেন্দ্রীয় নির্ব্বাচনী বোর্ডের সভাপতি কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও নির্বাচনী বোর্ডের সম্পাদক কমরেড জ্যোতি বসু বিমানযোগে হায়দরাবাদ অভিমুখে রওনা হইয়া গিয়াছেন।

তেলেঙ্গানা কৃষকদের সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা করাই তাঁহাদের ......উদ্দেশ্য। তাঁহারা হায়দরাবাদের বিভিন্ন দল ও হায়দরাবাদ সরকারের সহিত দেখা করিবেন। ....

এর পরে আছে কাকদ্বীপ কৃষকদের সংবাদ ঃ

'ইহাদের ছাড়া কি গণতান্ত্রিক নির্বাচন সম্ভব? ঃ কাকদ্বীপ ট্রাইবুনালের আসামী ভূষণ কামিলা'

.......জীবন ধারণের জন্য ভূষণকে করতে হয় ক্ষেতমজুরী। বারো বছর ধরে তাকে ক্ষেতমজুরী করে আসতে হয়েছে। ....।

তারপর এলো ১৯৪৬ সাল। ইংরাজের বিরুদ্ধে আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের দিন।

ভূষণের এলাকাতেও এল তেভাগার ডাক। ....ভূষণ তাতে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ....ভাগ চাষীদের ন্যায্য আন্দোলনের সাফল্যের জন্য শুরু হলো তার প্রাণপাত পরিশ্রম। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করলেন জাতীয় নেতারা। ঘোষণা হলো 'স্বাধীনতা'র কিন্তু কোন পরিবর্ত্তন এলো না, কাকদ্বীপে। কোনো পরিবর্ত্তন হলো না চাষী, ভাগচাষী, ক্ষেতমজুরদের অবস্থার। ....যে জমিদার জোতদাররা ব্রিটিশ সরকারের দালালী করত, তারাই হয়ে উঠেছে কংগ্রেসী সরকারের প্রধান আশ্রয়, প্রধান পৃষ্ঠ পোষক।

................যে কংগ্রেস একদিন জমিদারী প্রথার উচ্ছেদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো, সেই কংগ্রেস সরকাবই গুলি চালাল কাকদ্বীপে। দলে দলে বন্দি করে রাখল ভূষণ কামিলার মতো শত শত কৃষককে।

ভূষণের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনল তার কাছে রিভলবার পাওয়া গিয়েছে। ....প্রকাশ্য আদালতে তার বিচার হলো। দেখা গেল সরকারের পক্ষে এ অভিযোগ মিথ্যা । ভূষণ মুক্তি পেল আদালত থেকে। .... মুক্তি দিয়েই জেল গেট থেকে আবার গ্রেপ্তার করল কংগ্রেসী সরকার। আর প্রকাশ্য আদালত নয়। অভিযুক্ত করল স্পেশাল ট্রাইবুনালে ..।

ভূষণ যদি কারারুদ্ধ থাকে, ভূষণ কামিলাকে যদি প্রাণদন্ড গ্রহণ করিতে হয়, তবে কি গণতন্ত্রের কোন অর্থ থাকে? যে সাধারণ নির্বাচন হইতেছে তাহাতে ভূষণের মতো কর্মীরা না থাকিলে কি তাহাকে গণতান্ত্রিক নির্বাচন বলা যায়?

'পশ্চিম বাংলার দেশপ্রেমিক জনতার নিকট কৃষক কর্ম্মীদের চিঠি'

প্রিয় বন্ধু, ২৪ পরগনা কৃষক আন্দোলন গত দুই বৎসরের পুলিসী অত্যাচারের ও অতি বামপন্থী কর্ম্ম কৌশলে গুঁড়া হইয়া গিয়াছে। গ্রামে গ্রামে আজও পুলিস ক্যাম্প রহিয়াছে ; বেশীরভাগ নেতৃস্থানীয় কর্মীদের হয় জেলে রাখা হইয়াছে, নয় গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করিয়া আত্মগোপনে থাকিতে বাধ্য করা হইয়াছে। এ অবস্থায় প্রায় ৭০ টি মামলা, এতগুলি সেসন কেস ও স্পেশাল কোর্টে মামলা চালাইবার খরচ আমরা কোনমতে জোগাড় করিতে পারিতেছি না।

কাকদ্বীপ ও ২৪ পরগনার অন্যান্য বহু অঞ্চলের মামলা পরিচালনার দায়িত্ব যদি আপনারা শুধু ২৪ পরগনার জনসাধারণের উপর ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, তবে এই সকল অভিযুক্তদের বাঁচান যাইবে না।

জানি, প্রতিটি জেলায় বহু মামলা চালাইবার খরচে আপনারাও বিপর্যস্ত হইতেছেন। তবুও বলি, আজ এই সকল বন্দীর রক্ষার ভার যদি আমাদের হাত হইতে সমগ্র প্রদেশের দেশপ্রেমিক জনসাধারণ গ্রহণ না করেন তবে ইঁহাদের রক্ষা করা যাইবে না। ডিফেন্স কমিটির ঠিকানায় সকলকে যথাসাধ্য (অর্থ ও কাপড) সাহায্য করিতে আবেদন জানাইতেছি। (এই ডিফেন্স কমিটি বিভিন্ন দলীয় ও অ-দলীয় ব্যাক্তিগণকে লইয়া গঠিত হইয়াছে)।

-- ২৪ পরগণার কৃষক কর্ম্মীগণ

'গণ সংগঠনে কমিউনিস্টদের কাজ তীব্র করিয়া তোল'

কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কাস পার্টিগুলির ইনফরমেশন ব্যুরোর মুখপত্র 'ফর এ লাস্টিং পীস', 'ফর এ পিপলস ডিমক্রেসী' পত্রিকার ২৫ শে মে (১৯৫১) তারিখে সম্পাদকীয় প্রবন্ধের যে অনুবাদ প্রকাশিত হয় তার কিছু কিছু অংশ নিম্নে তুলে দেওয়া হলো।

"শ্রমরত ব্যাপক জনগণের সহিত — প্রধানত : সর্ব্বহারার সহিত, কিন্তু অ-সর্বহারা শ্রমরত

জনগণের সহিতও বটে — কমিউনিস্টরা যে পরিমাণে নিজেদের যুক্ত করিতে পারিবে, তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখিতে পারিবে, এক হিসাবে বলিতে গেলে তাহাদের সহিত মিশিয়া যাইতে পারিবে, সেই পরিমাণেই সংগ্রাম সাফল্য লাভ করিবে"।

— লেনিন।

.... কমিউনিস্টদের সম্মুখে জরুরী কর্ত্তব্য হইল ঃ কোনো কোনো গণ-সংগঠনের নেতৃত্বের মধ্যে যে সব সাম্রাজ্যবাদী দালাল অনুপ্রবেশ করিয়াছে তাহাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম করা, দক্ষিণপন্থী সোস্যালিস্ট ভেদ সৃষ্টিকারী ....গুপ্তচরদের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম করা; নির্দ্দয়ভাবে তাহাদের জঘন্য চালগুলির স্বরূপ উদঘাটন করা ; অসংগঠিত শ্রমিকদের ভিতর এবং যে সব শ্রমিক এখনও ভেদপন্থীদের প্রভাবে আছে তাহাদের ভিতর কাজ করা। শান্তি ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এবং শ্রমরত জনগণের অর্থনৈতিক স্বার্থ ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য জনগণকে একত্র সমাবিষ্ট করিবার পক্ষে নীচের তলা হইতে ঐক্য গড়িয়া তোলাই সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী উপায় ....।

পার্টির সাংগঠনিক, রাজনৈতিক ও আদর্শগত কাজের গুরুতর কর্ত্তব্য হিসাবে পার্টি সভ্যদিগকে কর্ম্মী, সংগঠক, আন্দোলনকারী ও প্রচারকরূপে গণ-সংগঠনগুলিতে যোগ দিতে হইবে, একথা বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টি জানাইয়া দেয়। কমিউনিস্টদের পক্ষে গণ-সংগঠন হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে চলিবে না, বরং সাহসের সহিত গণ-সংগঠনগুলির ভিতরে গিয়া কাজ করিতে হইবে। যে সব কমিউনিস্ট কোনো না কোনো গণ-সংগঠনে কাজ করেন তাহাদের অবশ্যই সেই সেই সংগঠনের নির্দিষ্ট কর্ত্তব্যগুলি হিসাবে ধরিতে হইবে এবং এমনভাবে কাজ করিতে হইবে যাহাতে শান্তি ও গণতন্ত্রের জন্য সর্ব্বসাধারণের সংগ্রামে সেই সংগঠনগুলির যোগদান অবধারিত হয়।

.... জনগণের মধ্যে কমিউনিস্টদের কাজ করার প্রধান পদ্ধতি হইল জনগণকে বুঝাইয়া রাজী করানো। জনগণ বুঝিতে পারে এমন ভাষায় তাহাদের সঙ্গে কথা বলিতে পারা; জনগণ হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন না করা; জনগণের স্বার্থরক্ষার সংগ্রামে আত্মভোলা সংগ্রামের ব্যক্তিগত উদাহরণ দ্বারা তাহাদের বিশ্বাস অর্জ্জন করা; গণ-সংগঠনের কাজে যে সব ভুল ত্রুটি সেগুলিকে ধৈর্য্য সহকারে ও সুষ্ঠুভাবে সমালোচনা করা; এই ভুলত্রুটি সংশোধনে সাহায্য করা — এই সব গণ-সংগঠনে কমিউনিস্টদের কাজ করার পক্ষে ইহাই একমাত্র সম্ভবপর কায়দা, অপরিহার্য কায়দা। কমিউনিস্টদের জানা উচিত যে "যতক্ষণ না শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি জনগণের সহিত ব্যাপক যোগাযোগ করিতে পারিতেছে, প্রতিনিয়ত যোগাযোগগুলির শক্তিবৃদ্ধি করিতে পারিতেছে, জনগণের কণ্ঠস্বর কি করিয়া শুনিতে হয় ও তাহাদের আশু প্রয়োজন কি করিয়া বুঝিতে হয় সে কথা যতক্ষণ না বুঝিতে শিখিতেছে, শুধু জনগণকে শিক্ষা দেওয়াই নয়, জনগণের নিকট হইতে শিক্ষা লইবার জন্যও পার্টি যতক্ষণ না প্রস্তুত হইতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহা প্রকৃত গণ পার্টিতে পরিণত হইতে পারে না, লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ও সমস্ত শ্রমরত জনগণকে পরিচালনা করার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে না।" (স্তালিন)

কমিউনিস্টদের পক্ষে যাহা কর্ত্তব্য ও বাধ্যবাধকতা স্বরূপ, কমিউনিস্টরা তাহা পালন করিলে, শ্রমরত জনগণের গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলি শান্তির গণ-সংগ্রামে ও ঈঙ্গ-মার্কিন শয়তানী চক্রান্তের বিরুদ্ধে গণসংগ্রাম ক্রমেই আরও বলাশালী শক্তিতে পরিণত হইবে।

এছাড়া অন্যান্য যেসব গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে আছে 'কংগ্রেসী দুঃশাসন হইতে চন্দননগরকে মুক্ত করায় জনসাধারণকে ধন্যবাদ ঃ সংযুক্ত প্রগতিশীল ফ্রন্টের

সভাপতিত্বে বিবৃতি', **'সরকারী নয়া অর্ডিন্যান্সের তীব্র প্রতিবাদ ঃ 'ই আই রেল-রোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের প্রতিনিধি সভায় ব্যাপক ঐক্যের প্রস্তাব'**

ই আই রেল - রোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতির সভাপতিত্বে গত ১৫ ই জুলাই ইউনিয়নের পশ্চিমবাংলা অঞ্চলের বিভিন্ন শাখা র প্রতিনিধিদের এক সভায় গৃহীত প্রস্তাব ঃ

ভারতীয় ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট বিশেষ প্রয়োজনীয় শিল্পসমূহে ধর্ম্মঘট বে-আইনী করিবার উদ্দেশ্যে যে অর্ডিন্যান্স জারি করিয়াছেন সভা তাহার নিন্দা করিতেছে। রেল শ্রমিক কর্মচারী এবং জনসাধারণের উপযুক্ত খাদ্য, বেতন ও মাগগিভাতা প্রভৃতির সংগ্রামকে বলপ্রয়োগ দ্বারা ধ্বংস করার জন্যই এই ফ্যাসিস্ট কায়দা অবলম্বন করা হইয়াছে। সুতরাং এই অর্ডিন্যান্স শ্রমিক এবং কর্মচারীদের সাধারণ মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর অক্রমণ ছাড়া আর কিছুই নয় এবং সেই জন্যই জনসাধারণের সকল অংশেরই ইহাকে নিন্দা করা ও সকল শক্তি দিয়া ইহার প্রতিরোধ করা উচিত।

.... সভার অভিমতে শ্রী জয় প্রকাশের ঐক্য বিরোধী নীতিই সরকারের হস্ত শক্তিশালী করিতেছে।

.... সভা সমস্ত রেল-শ্রমিক কর্ম্মচারীকে ঐক্য ও সংগঠন গড়িয়া তুলিয়া ফেডারেশন নেতৃত্বকে ঐক্য - বিরোধী ও শ্রমিক-স্বার্থ বিরোধী নীতি বর্জ্জন করিতে বাধ্য করিবার জন্য আহ্বান জানাইতেছে।

সভা এই সঙ্কটময় মুহূর্তে .... কংগ্রেসী সরকারের অক্রমণকে পরাজিত করিবার জন্য সমস্ত জনসাধারণকে আহ্বান জানাইতেছে। একমাত্র ঐক্য এবং সংগঠনের জোরেই সরকারী আক্রমণের সমুচিত জবাব দেওয়া সম্ভব।

স্বাধীনতা, নব পর্যায় ঃ ১৫৯তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ২০৪তম সংখ্যা) ১৯শে জুলাই ১৯৫১, বৃহস্পতিবার ২রা শ্রাবণ ১৩৫৮তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'তেলেঙ্গানা সমস্যার মীমাংসার সর্ত ঘোষণা — হায়দরাবাদে কমরেড গোপালনের বিবৃতি ঃ গবর্ণমেন্ট ও বন্দীদের সহিত আলোচনার উদ্যোগ আয়োজন'

১৮ই জুলাই হায়দরাবাদে কমিউনিস্ট নেতা এ কে গোপালন আসিয়া পৌছিয়াছেন..........। তিনি বলেন, তিনি এবং অন্য দুইজন কমিউনিস্ট নেতা মুজফ্ফর আহ্মদ ও জ্যোতি বসু হায়দরাবাদ গবর্নমেন্ট ও জেলে হায়দরাবাদের কমিউনিস্ট নেতাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া হায়দরাবাদের সংগ্রাম যাহাতে প্রত্যাহৃত হইতে পারে তাহার জন্য একটা মীমাংসার চেষ্টা করিবেন।

এ কে গোপালন জানান যে, নিম্নোক্ত সর্তে তেলেঙ্গানা আন্দোলন প্রত্যাহৃত হইতে পারে।

(১) হায়দরাবাদ সরকার সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত কৃষকদের জমি হইতে উচ্ছেদ বন্ধ রাখিবেন এবং জমির প্রশ্নটি মীমাংসার জন্য গণপরিষদের হাতে ছাড়িয়া দিবেন।

(২) তেলেঙ্গানা হইতে মিলিটারি সরাইয়া লইতে হইবে।

(৩) কমিউনিস্ট বন্দীদের ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে হইবে।

তেলেঙ্গানার সমস্যা মূলত কৃষি সমস্যা বলিয়া এ কে গোপালন মত প্রকাশ করেন। তেলেঙ্গানার ভূমি সমস্যা ও হায়দরাবাদ রাজ্যের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রব্যবস্থা নির্ধারণের জন্য তিনি গণপরিষদের দাবি করেন।

.... সম্প্রতি বোম্বাইতে প্রধানমন্ত্রী মি: ভেল্লোভীর সহিত তিনি সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং তিনজন লইয়া গঠিত প্রতিনিধিমন্ডলীর মীমাংসার আলোচনা সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। মি : ভেল্লোভী তাঁহাকে জানান এ ব্যাপারে গবর্নমেন্টের নিকট কোন প্রস্তাব আসে নাই।

এ কে গোপালন বলেন, "ইহা হইতে বুঝিয়াছি, গবর্নমেন্ট মীমাংসার বিরোধী নহেন।"

.... গবর্নমেন্ট যতক্ষণ পর্যন্ত হায়দরাবাদ রাজ্যের অন্তত নেতৃস্থানীয় আটক কমিউনিস্টদের ছাড়িয়া না দিতেছেন, ততক্ষণ আলোচনা চালানো কিংবা কার্যকরীভাবে আন্দোলন প্রত্যাহার সম্ভব নহে।

.... কমিউনিস্ট নেতাগণ জেলে কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গে দেখা করিবার অনুমতি চাহিয়া ইতিমধ্যেই গবর্নমেন্টের নিকট তার করিয়াছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাহার কোন জবাব পাওয়া যায় নাই। তাঁহারা অবশ্য আবার গবর্নমেন্টের নিকট এই অনুমতি চাহিবেন। ....

— পি টি আই

উক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম ঃ

'বামপন্থী ঐক্যের নামে কমিউনিস্ট-বিরোধী জিগির ঃ সৌম্যেন ঠাকুর কর্তৃক স্টালিন ও মাও-সে-তুঙ-এর বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার', 'গ্যাস কোম্পানি জাতীয়করণ' রহস্য ঃ অচল কারখানা গবর্নমেন্টকে দিয়া মোটা টাকায় কিনাইবার উদ্যোগ', ও **'হায়দরাবাদ হাইকোর্টে গুরুত্বপূর্ণ রায় ঃ বে-আইনী আটকের বিরুদ্ধে হেবিয়াস কর্পাসের রায় '**

১৬ই জুলাই হায়দরাবাদ হাইকোর্টের ডিভিসন বেঞ্চ এই মর্মে রায় দেন যে, যদি কোন ব্যক্তিকে নিরাপত্তা আইনে আটক রাখা হয় এবং ঐ একই অভিযোগে সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে যদি ফৌজদারী আদালতে কোন মামলা চলিতে থাকে তাহা হইলে নিরাপত্তা আইনে আটকের আদেশ অবৈধ বলিয়া গণ্য করা হইবে।

শ্রী চিকাপ্তি মামিল্লা লালু তাঁহার আটকের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে যে হেবিয়াস কর্পাসের আবেদন করেন, তাহার ফলেই ডিভিসন বেঞ্চ উক্ত মর্মে রায় দেন। — পি টি আই

-স্বাধীনতা, নব পর্যায় — ১৬০তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ২০৫ তম সংখ্যা) ২০শে জুলাই ১৯৫১, শুক্রবার ৩রা শ্রাবণ ১৩৫৮তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'কটকে ছাত্র ও জনতার উপর পুলিসের লাঠিচার্জ ও গুলিবর্ষণ ঃ বেতন বৃদ্ধির প্রতিবাদে ৮ হাজার ছাত্রের ধর্মঘটের জের ঃ শহরে সভা, শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ ঃ উড়িষ্যা আইন পরিষদের অধিবেশন মুলতুবি।

১৯শে জুলাই — উড়িষ্যা গভর্ণমেন্ট কর্তৃক কলেজের মাহিনা শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ বৃদ্ধির প্রতিবাদে গত ১১ই জুলাই হইতে উড়িষ্যার আট হাজার কলেজ ছাত্রের যে ধর্মঘট শুরু হইয়াছে, আজ তাহা গুরুতর আকার ধারণ করে। ধর্মঘটী ছাত্ররা উড়িষ্যার পরিষদ ভবনের সম্মুখে আজ ১০ দিন যাবত পিকেটিং চালাইতেছে । .... পরিষদ ভবনে প্রবেশের পথ পরিষ্কার করিবার জন্য পুলিস লাঠিচার্জ করিলে ৪ জন ছাত্রী সহ কয়েকজন ছাত্র গুরুতরভাবে আহত হন। .... ইহার পর হাঙ্গামা ছড়াইয়া পড়ে এবং দুইটিস্থানে উত্তেজিত জনতা কর্তৃক পরিবেষ্টিত দুইজন পুলিস অফিসার তাহাদের রিভলভার হইতে তিন রাউন্ড গুলিবর্ষণ করে। ফলে এক ব্যক্তি আহত হয়............।

'তেলেঙ্গানা প্রশ্ন আলোচনাকল্পে হায়দরাবাদে কমিউনিস্ট নেতৃত্রয় ঃ বিশিষ্ট নাগরিকদের প্রতিনিধিদলের সহিত আলোচনা ঃ জেলে সহকর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের অনুমতি এখনও মিলে নাই'

১৯শে জুলাই হায়দরাবাদে পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট নেতা শ্রী জ্যোতি বসু সন্ধ্যায় প্রেস ট্রাস্ট

অফ ইন্ডিয়ার প্রতিনিধির নিকট বলেন যে, তিনি এবং তাঁহার সহকর্মীরা এখনও পর্যন্ত হায়দরাবাদ জেলে তাঁহাদের কমরেডদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য রাজ্য সরকারের নিকট হইতে অনুমতি পান নাই। শ্রী বসু বলেন যে, তেলেঙ্গানার পরিস্থিতি বিচার করিবার জন্য এবং জেলে তাঁহাদের কমরেডদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিন বছরের পুরাতন সমস্যার মীমাংসার পথ নির্ধারণের জন্য কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি তাঁহার এবং তাঁহাদের অপর দুইজন সহকর্মীর উপর দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে।

বুধবার (১৮ই জুলাই) রাত্রে শ্রী গোপালন জনাব মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও শ্রী জ্যোতি বসু হায়দরাবাদের তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লইয়া গঠিত প্রতিনিধিদলের সহিত দেড় ঘন্টাকাল আলোচনা করেন। রাজ্য সরকার ও তেলেঙ্গানার কমিউনিস্টদের মধ্যে মীমাংসার সম্ভাবনা সম্পর্কেই আলোচনা হয়...........।

মুখ্যমন্ত্রী ভেল্লোডীর বিবৃতি

হায়দরাবাদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী এম কে ভেল্লোডী আজ কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের হায়দরাবাদ সফর সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া বলেন যে, দেশীয় রাজ্য সচিব শ্রী গোপালস্বামী আয়েন্সার তাঁহার গত হায়দরাবাদ সফরের সময় কমিউনিস্টদের সহিত আপোস আলোচনা সম্পর্কে যে নীতি ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহা আজও বহাল আছে। শ্রী আয়েঙ্গার সেই সময় বলিয়াছিলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না কমিউনিস্টরা তাঁহাদের কাজের দ্বারা প্রমাণ করিতেছেন যে, তাহারা হিংসার পথ ত্যাগ করিয়াছেন, ততদিন আপোস-আলোচনার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

শ্রী ভেল্লোডী বলেন যে, একদিকে রিপোর্ট পাওয়া যাইতেছে যে জেলে আটক কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ হিংসার পথ ত্যাগ করা সম্পর্কে চিন্তা করিতেছেন।

কিন্তু জেলায় কমিউনিস্টদের হিংসাত্মক কার্যকলাপের কোন পরিবর্তন হয় নাই ....।

হেবিয়াস কপার্স মঞ্জুর

হায়দরাবাদ হাইকোর্টের এক ডিভিসনাল বেঞ্চে আজ রাজবন্দী ইন্দ্রথি সখ্যায়ার হেবিয়াস কপার্স আবেদন মঞ্জুর করিয়া মন্তব্য করেন যে, কমিউনিস্টদের বার্তাবাহী হইয়া কার্যকলাপ বে-আইনী, এই অভিযোগ করা না হওয়ায় উক্ত কার্য অন্যায় মোটেই নয়। তাঁহারা আরও মন্তব্য করেন, কমিউনিস্টদের খাদ্য অথবা আশ্রয়দান আইন বহির্ভূত নয়। — পি টি আহ

'নেপালের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বিদেশীর সামরিক হস্তক্ষেপ : নেপাল কমিউনিস্ট পার্টির তীব্র প্রতিবাদ'

নেপালের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নেহরু সরকারের সামরিক ও অন্যবিধ হস্তক্ষেপের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া নেপাল কমিউনিস্ট পার্টি এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন।

কলিকাতায় নেপাল কমিউনিস্ট পার্টির ইনফরমেশন ব্যুরো হইতে প্রচারিত এই বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, ডাঃ কে আই সিং ও তাঁহার অনুগামীদের ধ্বংস করিবার জন্য নেপাল সরকার বিদেশী সামরিক শক্তি আনিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, "নেপালের জনগণ নয় — একটি বিদেশী সরকারই তাঁহাদের শক্তির উৎস।"

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, পশ্চিম নেপালে ডাঃ সিং-এর নেতৃত্বে গণ-অভ্যুত্থান হয়। কিন্তু নেপাল ভারত মিলিত সামরিক শক্তি তাঁহাদের হঠাইয়া দেয়।

১৮ই জুলাই পি টি আই-এর সংবাদে জানা গেল যে, ডাঃ সিং-কে গ্রেপ্তার করিবার জন্য নেপাল সরকার ৫ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্যও নেপালী ও ভারতীয় কর্তৃপক্ষ একযোগে কাজ করিতেছেন...............।

নব পর্যায়ে দৈনিক স্বাধীনতা প্রকাশের পর চরম আর্থিক সঙ্কটের আবর্তে পড়ে সম্পাদকমণ্ডলী নিম্নলিখিত আবেদনটি জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করেছেন ঃ

'স্বাধীনতা'কে বাঁচিয়ে রাখুন

স্বাধীনতার পাঠক ও দরদীদের কাছে স্বাধীনতা এক জরুরী আবেদন উপস্থিত করছে। কারণ অবিলম্বে যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য না লাভ করলে স্বাধীনতার প্রকাশে এক চরম সঙ্কট দেখা দেবে।

যে 'স্বাধীনতা' কংগ্রেস সরকারের দমন যন্ত্রকে অগ্রাহ্য করে শেষ পর্যন্ত টিকে রয়েছে, তা যদি এখন আর্থিক অনটনের জন্য বন্ধ হয়, তবে তা আপনাদের সকলের পক্ষে এক ভয়ঙ্কর দুর্ভাগ্য।

আপনি শ্রমিক

'স্বাধীনতা' আপনারই সৃষ্টি। বিশেষ করে আপনাদের অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, চাঁদার উপর নির্ভর করেই 'স্বাধীনতা' প্রথম জন্ম নিয়েছিল। সেদিন যে সমস্যার তাগিদে আপনারা 'স্বাধীনতা'র মত একটা হাতিয়ার চেয়েছিলেন, তার কোন সমস্যারই সমাধান আজও হয় নি। কংগ্রেসী রাজত্বে আপনাদের জীবন আরো দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। আজকেও আপনার মজুরীর জন্য আপনার কাজের অবস্থার উন্নতির জন্য, আপনার ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের জন্য, আপনার ভবিষ্যতের জন্য কি দাঁড়াবে, যদি সত্যই স্বাধীনতা বন্ধ হয়ে যায়?

আপনি কৃষক

আপনারও কোনো সমস্যার সমাধান হয়নি কংগ্রেসী স্বাধীনতায়। পেটে ভাত নাই, পরনে কাপড় নাই। চাষের জমি নাই। বাজারদর আগুন। চারিদিকে দুর্নীতি। বড়ো বড়ো জমিদার আর বড়ো বড়ো জোতদারদের বিরুদ্ধে আপনার জমির জন্য কে দাঁড়াবে, যদি স্বাধীনতা বন্ধ হয় আপনার মুক্তি, আপনাদের শিক্ষার জন্য, আপনাদের সোনার বাংলাকে দুর্নীতিমুক্ত করে ফসলে, আর পণ্যে নূতন করে গড়ে তোলার জন্য কে আপনাদের সাহায্য করবে, যদি 'স্বাধীনতা' না থাকে?

আপনি মধ্যবিত্ত ছাত্র-বুদ্ধিজীবী

আপনাদের প্রত্যেকের বেকারীর অবসান, পরিবারের স্বাচ্ছন্দ্য, সকলের শিক্ষা এবং সংস্কৃতির উপযুক্ত মর্যাদা ভবিষ্যতের জন্য কে দাঁড়াবে যদি 'স্বাধীনতা' থেমে যায়?

আপনি বাংলার মেয়ে

সমাজের জগদ্দলপীড়ন থেকে আপনার মুক্তি আপনার ন্যায্য অধিকার আপনার স্বামী ও শিশুর ভবিষ্যৎ এ সবের জন্য সংগ্রামে কে আপনাকে সাহায্য দেবে যদি 'স্বাধীনতা' না থাকে?

আপনি গণতন্ত্রী কর্মী, আপনি শান্তি ও স্বাধীনতাকামী ভারতীয় নাগরিক

কংগ্রেসী অপশাসনের মাঝখানে কে আপনার আদর্শকে প্রতিফলিত করবে, কে শ্রদ্ধা করবে আপনাদের সংগ্রাম, আপনাদের প্রচেষ্টাকে? কেমন করে গড়ে উঠবে অপশাসনের বিরুদ্ধে জনগণের

ঐক্য, আপনাদের ঐক্য, কে দাঁড়াবে যুদ্ধের বিরুদ্ধে, ভারতবর্ষ থেকে সাম্রাজ্যবাদকে নির্মূল করার দাবিতে কে ক্ষমাহীন লড়াই চালাবে, যদি 'স্বাধীনতা' বন্ধ হয়ে যায়?

আপনারাই 'স্বাধীনতা'র প্রধান পাঠক, প্রধান পৃষ্ঠপোষক। 'স্বাধীনতা' প্রধানত আপনাদের ওপরেই নির্ভরশীল। 'স্বাধীনতা' আপনাদের সাহায্যের জন্য এখনো আরো কার্যকরী হয়ে উঠতে না পেরে থাকে তবে আরো একটা বড় কারণ 'স্বাধীনতা'র আর্থিক সঙ্কট।

এই সঙ্কট এতো প্রচন্ড যে, আমাদের মতো গরিব সংস্থানের ওপরেও প্রতি মাসে প্রায় 7 হাজারের মতো লোকসানের ভার চেপেছে। 'স্বাধীনতা'র কর্মীরা অনেকেই চরম আর্থিক ক্ষতি সহ্য করে, বহুল আত্মোৎসর্গ করেই কাগজটিকে চালাতে সাহায্য করছেন।

এতো লোকসান যদি দিতে হয়, তবে কোনো কাগজের টিকে থাকা সম্ভব?

হ্যাঁ সম্ভব। অন্তত 'স্বাধীনতা'র পক্ষে সম্ভব। কারণ আমরা আপনাদের জানি। আপনারাই আমাদের একমাত্র ভরসা। আপনারা ইতিমধ্যেও 'স্বাধীনতা'র জন্য কম অর্থ সাহায্য করেন নি। আজ জনগণের ঐক্যবদ্ধ শক্তির জোরে কুশাসনমুক্ত হবার যখন দিন আসছে, যখন গড়ে উঠছে দেশের মানুষের মধ্যে এক নূতন ঐক্য, যখন কংগ্রেসী রাজত্ব অবসান করার জন্য জনগণ নূতন আশায় বুক বাঁধছে, তখন 'স্বাধীনতা' বন্ধ হতে পারে না, আপনারা 'স্বাধীনতা'- কে বন্ধ হতে দিতে পারেন না।

'স্বাধীনতা'কে চালু রাখা, তাকে আরো শাণিত, আরো ব্যাপক, আরো উন্নত করা সম্ভব যদি আপনারা আরো বেশি করে নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে ওঠেন, নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে স্বাধীনতার জন্য অর্থ সাহায্য সংগ্রহ করতে শুরু করেন।

কংগ্রেসী শাসনের যদি অবসান ঘটাতে চান, তবে 'স্বাধীনতা'কে বাঁচিয়ে রাখুন।

আমাদের সংগ্রামী অভিনন্দন গ্রহণ করুন,

ইতি — সম্পাদকমন্ডলী।

স্বাধীনতা, নব পর্যায় — ১৬১তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ২০৬তম সংখ্যা) ২১শে জুলাই ১৯৫১, শনিবার ৪ঠা শ্রাবণ ১৩৫৮তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'আলোচনার ফলে কমিউনিস্টদের সুবিধা হইবে ঃ তেলেঙ্গানা প্রশ্নে মীমাংসা প্রচেষ্টায় অশোক মেহতার আতঙ্ক'

হায়দাবাদ, ১৯শে জুলাই, তেলেঙ্গানা সমস্যা আলোচনা ও বিচারের জন্য এখানে তিনজন কমিউনিস্ট নেতার আগমন সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে সমাজতন্ত্রী নেতা শ্রী অশোক মেহতা পি টি আই প্রতিনিধিকে বলেন ঃ কমিউনিস্টদের সহিত আলোচনার ফলে ক্ষতিই হইবে। তেলেঙ্গানা সমস্যা সম্পর্কে হায়দরাবাদ সরকার ও কমিউনিস্টদের মধ্যে কোনো জোড়াতালি দেওয়া চুক্তিতে কমিউনিস্টদেরই সুবিধা হইবে। — পি টি আই।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম ঃ

'কমিউনিস্ট ও অন্যান্য প্রগতিবাদীদের মুক্তির দাবিতে ঝড় তুলুন — রাওয়ালপিন্ডি ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে পূঃ বঃ কমিউনিস্ট পার্টির বিবৃতি', যাহাদের লইয়া সোস্যালিষ্ট ফ্রন্ট গড়িলাম, তাহাদের সর্বভারতীয় ভিত্তি নাই' ঃ 'রাজ্য সোস্যালিষ্ট সম্মেলনে শিবনাথ ব্যানার্জির আক্ষেপ'।

"প্রাথমিক শিক্ষকগণ কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচারযন্ত্র হইবেন না" ঃ 'পঃ বঃ প্রদেশের প্রাথমিক শিক্ষক নেতাদের আবেদন'

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমাজের পক্ষ হইতে ৩৮ জন শিক্ষক নেতা এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, আগামী ২২শে জুলাই ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে যে সম্মেলন ডাকা হইয়াছে,

উহা চক্রান্তমূলক এবং শিক্ষকগণকে আগামী নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রচারযন্ত্রে পরিণত করাই ইহার উদ্দেশ্য।

যে ভূয়া ও ভুঁইফোড় 'সম্মেলন' ডাকা হইয়াছে, তাহা শিক্ষক আন্দোলনে ভেদ বাধাইবার জন্যই পরিকল্পিত, শিক্ষকগণকে এতোদিন নিরন্ন ও বিষণ্ণ রাখিয়া আজ নির্বাচনের মুখে আমাদের দুঃখে একটু মায়াকান্না কাঁদিয়া আমাদিগকে কংগ্রেসের প্রচারযন্ত্রে পরিণত করিবার ও ধোঁকা দিবার উদ্দেশ্যেই এই কারসাজি করা হইয়াছে।

ইহাতে তাহারা আমাদিগকে জনসাধারণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে এবং ষোল বৎসর ধরিয়া গড়া আমাদের সংগ্রামী প্রতিষ্ঠানটিকে ভাঙিয়া দিতে পারিবে বলিয়া তাহারা আশা করে। পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সহিত ইহার কোনো সম্পর্কই নাই................। আমরা শিক্ষকসমাজের নিকট আবেদন করিতেছি, আপনারা শিক্ষক আন্দোলনকে ভাঙিয়া দিবেন না।

স্বাধীনতা, নব পর্যায় — ১৬২তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ২০৭তম সংখ্যা) ২২শে জুলাই ১৯৫১, রবিবার ৫ই শ্রাবণ ১৩৫৮তে প্রকাশিত শিরোনাম :

'হায়দরাবাদে বন্দীদের সহিত মুজফ্ফর আহ্‌মদ প্রভৃতির সাক্ষাৎকার : তেলেঙ্গানা পরিস্থিতি ও মীমাংসার শর্ত সম্পর্কে দুই ঘন্টাকাল আলোচনা : কমিউনিস্ট নেতাদের আগমনে কর্তৃপক্ষের আতঙ্ক : সভা-সমিতি নিষিদ্ধ আদেশ

২১শে জুলাই হায়দরাবাদে জনাব মুজফ্ফর আহ্‌মদ, জ্যোতি বসু এবং এ কে গোপালন হায়দরাবাদ জেলে বন্দী বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা জনাব মখদুম মহিউদ্দীন, ইয়েল্লা রেড্ডী, চৌধ্রী, ডাঃ রাজবাহাদুর গৌড় প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করেন.............। কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ তেলেঙ্গানার পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং গভর্ণমেন্টের সহিত মীমাংসার শর্ত সম্পর্কে আলোচনা করেন ....।

আজ হইতে সাত দিনের জন্য হায়দরাবাদ শহর এলাকার মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি অথবা কমিউনিস্ট নেতাদের উদ্যোগে জনসভা নিষিদ্ধ করিয়া হায়দরাবাদের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এক আদেশ জারি করিয়াছেন। সেকেন্দ্রাবাদের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটও আজ হইতে সাত দিনের জন্য সেকেন্দ্রাবাদ শহর এলাকার মধ্যে সভা-সমিতি এবং পাঁচ জনের অধিক লোকের একত্রে সমাবেশ নিষিদ্ধ করিয়া এক আদেশ জারি করিয়াছেন। এই আদেশের ফলে আজ সন্ধ্যায় সেকেন্দ্রাবাদে যে জনসভায় জ্যোতি বসু, মুজফ্ফর আহ্‌মদ ও এ কে গোপালনের বক্তৃতা দেবার কথা ছিল সেই সভাও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। একজন সরকারী মুখপত্র বলেন যে, হায়দরাবাদে কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত রহিয়াছে, কাজেই এই পার্টির উদ্যোগে কোনো সভা-সমিতি রাজ্য সরকার করিতে দিতে পারেন না।

নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসু বলেন, "ইহা বে-আইনী, গণতন্ত্র বিরোধী এবং যুক্তিহীন, কারণ তাঁহারা আগামী নির্বাচন সম্পর্কেই সভায় জনসাধারণের নিকট তাঁহাদের বক্তব্য বলিতে চাহিয়াছিলেন।"

তেলেঙ্গানা প্রশ্নের মীমাংসা সম্ভাবনায় কংগ্রেস নেতার আতঙ্ক

২০শে জুলাই হায়দরাবাদ অ্যাড হক প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির শ্রী ডি জি বিন্দু সাংবাদিকদের নিকট বলেন যে, তেলেঙ্গানার জন্য যেকোনো প্রশ্নে কমিউনিস্টদের সহিত কোনোরূপ আলাপ-আলোচনা হইতে পারে না। তেলেঙ্গানা কমিউনিস্ট ও রাজ্য সরকারের মধ্যে মীমাংসার জন্য হায়দরাবাদে উপস্থিত তিনজন কমিউনিস্ট নেতা যে চেষ্টা করিতেছেন, সে সম্পর্কে শ্রী বিন্দু ঐ মন্তব্য করেন।

রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি বলেন যে, কমিউনিস্টরা বরাবর "জাতীয়তা বিরোধী", তাহাদের মূল দর্শন হইলো, "শ্রেণী দ্বন্দ্ব ও শ্রেণী-সংগ্রাম"। তিনি প্রশ্ন করেন যে যদি মীমাংসা হয় তাহা হইলে তাহা যে রক্ষিত হইবে তাহার কি নিশ্চয়তা আছে? — পি টি আই।

আমাদিগকে মামলায় ঝুলাইয়া ন্যায়সঙ্গত ও স্বাধীন নির্বাচন অসম্ভব : মাদ্রাজ মুখ্যমন্ত্রীর নিকট স্মারকলিপিতে রামনাথপুরম কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্তদের বক্তব্য

মাদ্রাজে মাদুরাই জেলার প্রায় সত্তর জন কৃষক, শ্রমিক ও ছাত্র-যুবক নেতাদের বিরুদ্ধে গত দুই বছর ধরিয়া "রামনাথপুরম কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা" নামক একটি মামলা ঝুলিতেছে। এই মামলায় অভিযুক্তদের পক্ষ হইতে মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে লিখিত এই পত্রটি রামনাথপুরম কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা ডিফেন্স কমিটির সদর দপ্তর হইতে প্রচারার্থে পাঠানো হইয়াছে :

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, মাদ্রাজ,
মাদুরাই সেন্ট্রাল জেল,
সুপারিন্টেন্ডেন্টের মারফতে

মহাশয়,

বিষয় : স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেটের ফাইলে আর সি নং ১৯৫১ সালের ১ রামনাথপুরম কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা : সাধারণ নির্বাচন, মামলা প্রত্যাহার

(১) ....আমরা রামনাথপুরম কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্তরা আপনার দৃষ্টিতে নিচের তথ্যগুলি হাজির করিতেছি — আপনার সময় বিবেচনা এবং তদনুযায়ী অনুকূল আদেশের আশায়।

(২) ভারতীয় ফৌজদারী আইনের ১২০ (খ), ১২১ (ক) ধারা এবং অন্যান্য অপরাধের অভিযোগে আমরা অভিযুক্ত। অভিযুক্তদের অনেককেই প্রায় দুই বছর আগে গ্রেপ্তার করিয়া বহুকাল পরে তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র পেশ করা হইয়াছে। প্রায় দুই মাস আগে প্রাথমিক অনুসন্ধানাদি শুরু হইয়াছে এবং উহা শেষ হইতে বেশ কিছুদিন লাগিতে পারে। তারপর মামলা যদি বিচারার্থে পেশ করা হয়, তাহা হইলেও উহার ফয়সালা হইতে যথেষ্ট সময় লাগিবে।

(৩) আমাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্য-মিথ্যার নির্ণয় না করিয়াও আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, আমরা কোনো গুরুতর অপরাধই করি নাই এবং অভিযোগপত্রে বর্ণিত ফৌজদারী ষড়যন্ত্রের কোনো কথাই ওঠে না। যেহেতু মামলা এখনও বিচারালয়ে বিচার সাপেক্ষ, কাজেই আমরা এ পর্যন্ত দেওয়া সাক্ষ্যাৎ ইত্যাদির উপর কোনো মন্তব্য করিতে চাই না তবে শুধু এই কথাই বলিতে চাই যে, মনে হইতেছে এই সাক্ষ্যগুলিই বাদীপক্ষের সম্ভাব্য সাক্ষ্য এবং এই সব সাক্ষ্য হইতে সরকারকে উচ্ছেদের জন্য ফৌজদারী ষড়যন্ত্র করা হইয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করার যৌক্তিকতা নাই। অবশ্য যদি সাক্ষ্যগুলিকে আপাতদৃষ্টিতে সঠিক বলিয়াই ধরা যায় এবং যদি উহা সত্য বলিয়াই ধরিয়া লই, তবু কয়েকজন অভিযুক্তকে মাত্র বে-আইনী ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টিকে নিভাইয়া দিবার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে উহার প্রদীপ শিখা জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন বলিয়াই শুধু বলা যায় — এবং ভারতীয় শাসনতন্ত্রে সমিতি গঠনের যে অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে তাহার ফলে এই বে-আইনী ঘোষণার আদেশও পরে প্রত্যাহার করা হইয়াছে। একটি রাজনৈতিক দলকে রক্ষা করাকে কোনো অপরাধ বলিয়া আমরা মনে করি না এবং ইতিহাসেই রহিয়াছে যেকোনো একটি রাজনৈতিক দলের উপর যখন দমননীতি চলে, তখন কিছু মানুষকে উহার প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখিতে হয়। ইহাকে কখনও গুরুতর শাস্তিদানের যোগ্য অপরাধ বলিয়া ধরা যায় না। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া সরকারকে এই মামলা প্রত্যাহার করিতে বলিলে কি বেশি দাবি করা হইবে?

(৪) আমাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি রাজনৈতিক প্রকৃতির............। পরিস্থিতির পরিবর্তনে ১৯৪৭ সালে কি কংগ্রেসী সরকার মাদুরাই ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করেন নাই? মাদ্রাজ ষড়যন্ত্র মামলার কারারুদ্ধ বন্দীরা যখন নীতি পরিবর্তন করেন, তখন কি তাঁহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হয় নাই? গান্ধী আরুইন চুক্তির পরে কি জেল হইতে সমস্ত বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই? কংগ্রেস ১৯৪৫ সালে নীতি পরিবর্তন করিলে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকেই ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই কি? সম্প্রতি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তাঁহাদের কর্মসূচী ও রণকৌশল পরিবর্তন করিয়াছেন। পার্টির নীতি সম্পর্কিত বিবৃতিতে সন্ত্রাসবাদকে সোজাসুজি নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। এখন কি সরকারের তরফ হইতেও অনুকূল মনোভাব দেখানো উচিত নয়। ব্রিটিশের তুলনায় কি ভারতীয় রাজনীতিক যোগ্যতা নিম্নস্তরের?

(৫) ইতিমধ্যে আগামী নভেম্বর-ডিসেম্বর (১৯৫১) মাসেই রাজ্য পরিষদ এবং পার্লামেন্টের নির্বাচন হইবার কথা। আমাদের ইতিহাসে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ইহাই সর্বপ্রথম নির্বাচন.............। ঘৃণিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রত্যক্ষ শাসন দুর হওয়ার পরে আমাদের দেশের মানুষের নিয়ন্ত্রণে এই সর্বপ্রথম সাধারণ নির্বাচন হইতেছে — ইহাও আমরা বলিতে চাই। আমরা বলিতে চাই। আমরা এই নির্বাচনে গুরুত্ব দিতেছি এবং উহাতে যোগদান করিতেও চাই।

(৬) শ্রী জওহরলাল নেহরু ঘোষণা করিয়াছেন যে, নির্বাচন "অবাধ" এবং "ন্যায্য" হইবে। .... ব্যাপকভাবে প্রচার করা হইয়াছে যে, প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকেই আসন্ন নির্বাচনে যোগদান ও উহাতে প্রতি দ্বন্দ্বিতা করিতে পূর্ণ ও ন্যায্য সুযোগ দেওয়া হইবে। কিন্তু হাজার হাজার দেশভক্ত যখন কোনো না কোনো মামলায় জেলে পঁচিতেছেন, হাজার হাজার বিনা বিচারে আটক এবং শত শত বিশিষ্ট নেতা নিবর্তনমূলক আটক আইনে বা অন্য কোনো বিশেষ অভিযোগের পরোয়ানা বলে নির্বাচনে যোগদান হইতে কার্যত বঞ্চিত হইতেছেন তখন নির্বাচন হইলে কি এই প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হইবে? একমাত্র তামিলনাড়ুতেই চারটি ষড়যন্ত্র মামলা চলিতেছে এবং প্রত্যেকটির শতেক লোক বছর দুই ধরিয়া ঝুলিতেছেন। যতদিন পর্যন্ত রাজনৈতিক প্রকৃতির এই মামলাগুলি ঝুলিবে এবং যেসব অভিযুক্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে নির্বাচন হইতে দূরে রাখিয়া এই নির্বাচনকে কি "অবাধ" ও "ন্যায্য" নির্বাচন বলা যায়?' আমাদের বিরুদ্ধে আনীত মামলা, আটক বন্দী এবং নেতাদের বিরুদ্ধে পরোয়ানা প্রভৃতি যদি প্রত্যাহার না হয় এবং নেতাদের অনুপস্থিতিতে অথবা কোনো একটি রাজনৈতিক পার্টিকে ন্যায়সঙ্গত সুযোগ না দিয়া যদি নির্বাচন হয় তাহা হইলে উহা হইবে অন্যায় গণতন্ত্র-বিরোধী এবং রীতিমতো তামাসা জাতীয় বস্তু............। আমরা প্রকাশ্যভাবে কাজ করিয়াই মতামত পরীক্ষা করিতে চাই...............। আমরা সরকারকে অনুরোধ করি তাঁহারা যেন আমাদের বিরুদ্ধে আনীত মামলা প্রত্যাহার করেন এবং আমাদিগকে মুক্তি দিন।

'জনসাধারণ কমিউনিস্ট বিরোধী নয় বলিয়া জয়প্রকাশজীর গাত্রদাহ : সোস্যালিষ্ট পার্টিকে ভোট দিলেই সব মুসকিলের আসান'

২১শে জুলাই কলিকাতায় পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সোস্যালিষ্ট পার্টির সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে সোস্যালিষ্ট নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ আফসোস করিয়া বলেন, বাঙালীরা খুব রাজনীতি বোঝেন বলিয়া বড়াই করেন অথচ তাঁহারা কেন যে কমিউনিস্টদের বরদাস্ত করেন, তাহাদের ভোট দেন, তাহা আমি বুঝিয়া পাই না............। বক্তৃতার প্রায় সিকিভাগ সময়ই তিনি কমিউনিস্ট পার্টি, লেনিন, স্তালিন ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা, কৃষক-প্রজা-মজদুর ও পশ্চিমবাংলার অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নানা সমালোচনায় অতিবাহিত করেন এবং বলেন যে,

একমাত্র তাঁহার পার্টিই জনসাধারণের কল্যাণ করিতে পারে এবং তাঁহাদিগকে ভোট দেওয়া জনসাধারণের কর্তব্য..........।

উড়িষ্যায় কংগ্রেসী শাসকদের দমননীতির প্রতিবাদে জনমত

উড়িষ্যার ধর্মঘটী ছাত্রদের পিছনে পশ্চিমবাংলার ছাত্র সমাজ তাঁহাদের পূর্ণ সমর্থন জানাইয়াছেন। কংগ্রেসী শাসকদের বর্বর দমননীতির প্রতিবাদে বাংলার জনমত জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। একমাত্র 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ছাড়া অন্য কোনো পত্রিকার সমর্থন কংগ্রেসী সরকার পান নাই।

পুলিসের গুলি আত্মরক্ষার জন্য ?

'আনন্দবাজার পত্রিকা' — সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলিয়াছেন ঃ

"১৯শে তারিখের এই দাঙ্গা-হাঙ্গামার কার্যকারণ কি, সেই সম্পর্কে একটি বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। যে পুলিস অফিসার রিভলবার ছুঁড়িয়াছিলেন, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবেই আত্মরক্ষার জন্য কিনা অথবা আক্রান্ত হইবার আতঙ্কেই গুলি বর্ষিত হইয়াছিল, তাহারই নিরপেক্ষ তদন্তের আবশ্যক।"

"আনন্দবাজার" ইহাও বুঝিতে চাহিয়াছেন, বেতন বৃদ্ধিটা তেমন কিছুই নয়, "পশ্চিমবঙ্গের কলেজের বেতন হইতে এই বর্ধিত বেতনও অনেক কম।"

............."স্পষ্টত দেখা যায় ছাত্র-নেতাগণ কমিউনিস্ট দল প্রভাবিত ছাত্রগণের উগ্র কর্মনীতির বিরুদ্ধে নিজেদের দাঁড় করাইতে পারেন নাই। দেখিতে দেখিতে গোড়ায় যে ছাত্র আন্দোলন শান্তিপূর্ণ পথে অগ্রসর হইতেছিল তাহাই উগ্রপন্থী ও কমিউনিস্ট নেতৃত্বে ভিন্নরূপ গ্রহণ করে।

কমিউনিস্ট উসকানির ব্যর্থ অজুহাত

কমিউনিস্ট উসকানির পুরনো অজুহাত অচল, ইহাই দেখাইয়া "লোকসেবক" বলিয়াছেন —

"কটকের সমস্ত ছাত্র কমিউনিস্ট হইয়া গিয়াছে কিংবা কোনো অযৌক্তিক উসকানিতে এতগুলি ছাত্র বিনা বিচারে মানিয়া লইয়াছেন ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। দাবির সঙ্গে কোনো বিক্ষোভ সৃষ্টি হইলেই উহা কমিউনিস্টদের কাজ বলিয়া চালাইয়া দেওয়ার সরকারী রেওয়াজ ভারতে নূতন নহে।"

.... "শান্তিপুর্ণ মনোভাব লইয়া ছাত্রদের সহিত আচরণ করিলে এই সঙ্কট পরিহার করা যাইতো। বর্তমানে প্রেষ্টিজ রক্ষার জন্য যে ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে, উহাতে জাতীয় সরকারের প্রেষ্টিজ বাড়িতেছে, না, ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রী সরকারের অনুসৃত প্রাক্তন বিধিব্যবস্থাগুলিরই জয় ঘোষণা আজ কংগ্রেস সরকার দ্বারাই হইতেছে, তাহা প্রধান কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ একবার ধীরভাবে ভাবিয়া দেখিবেন কি ?"

"গভর্ণমেন্টের বে-দরদী মনোভাবের পাল্টা প্রতিক্রিয়া"

"সত্যযুগ" বেতন বৃদ্ধি সমর্থন করেন নাই। ছাত্রদের আচরণও সঙ্গত মনে করেন নাই। সরকারের "বে-দরদী মনোভাবে"রও সমর্থন করেন নাই ....।

লাঠি ও গুলি চালনার নিন্দা

"যুগান্তর" ছাত্রদের আন্দোলন সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিলেও সরকারী দমননীতির নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন —

"সামর্থের অতিরিক্ত হারে বেতন বৃদ্ধি করার আয়োজন হইলে ছাত্রদের তরফ হইতে তাহার প্রতিবাদ ওঠা অস্বাভাবিক নয়। অবশ্য সে প্রতিবাদ আরো শান্তি এবং সংযতভাবে করা যাইতো কি না, অথবা ছাত্রদের নিষ্ক্রিয় ধর্মঘট যে শেষ পর্যন্ত সক্রিয় উত্তেজনায় পরিণত হইলো, ইহা তাঁহাদেরই দোষে কিনা, সে কথা ভাবিবারও অবকাশ আছে।"

"কিন্তু যেভাবেই হোক, আর যাহাই কারণ হোক, ছাত্রসমাজের উপর লাঠি ও গুলি বর্ষণ এমনি একটা অনভিপ্রেত এবং অনুচিত ব্যাপার যে, যেকোনো স্থিরবুদ্ধি মানুষই ইহাকে সর্বান্তকরণে নিন্দা করিতে বাধ্য হইবেন।"

"গণবার্তা" .... বলিয়াছেন —

"উড়িষ্যা সরকার প্রচলিত ধারার বাহিরে যাইবেন এ আশা কেহ করেন না। সেই জন্য উড়িষ্যার ছাত্র-বিক্ষোভকে দমন করিবার জন্য লাঠি ও গুলি চালনার সংবাদ পাইয়া জনসাধারণ খুব বেশি বিস্ময় বোধ করিবে না। বিশেষ করিয়া পশ্চিমবাংলার জনসাধারণ তো নয়ই। লাঠি, টিয়ারগ্যাস ও গুলির সহিত পশ্চিমবাংলার জনসাধারণের সাক্ষাৎ পরিচয় গত চার বছরের কংগ্রেসী শাসনে কম হয় নাই। উড়িষ্যার গুলি চালনায় এই রাজ্যের জনসাধারণ তাই বিস্মিত হয় নাই। "

'কাকদ্বীপের এক কৃষক সন্তানকেও ফাঁসীর আসামী করা হইয়াছে'

কাকদ্বীপের হরিপদ ভুঁইয়া —

কয়েক বৎসর আগে মেদিনীপুরের মন্মথ ভুঁইয়া এসে বাসা বাঁধলেন কাক দ্বীপের চরে।

১৯৪২ সালে কংগ্রেসী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে সর্বস্ব হারিয়েই তিনি এসেছিলেন।

তারপর এলো স্বাধীনতা। তাঁর মতো দেশ সেবকদের আত্মদানে কংগ্রেসী কর্তারা রাজতক্তে বসলো, কিন্তু এদের পরিবারে কোনো সুখ এলো না। মাত্র কয়েক বিঘা জমি ভাগ চাষ করার সাথে জমিদারের লাঠি-ঝাঁটা আর অন্যায় জুলুমই এই পরিবারের ভাগ্যে জুটলো।

তাই আবার সংগ্রামে নামতে হলো ঃ এবার মন্মথর ছেলে হরিকে। হরি '৪৬ সালে তেভাগার সময় থেকে অতি বিশ্বস্তভাবে কৃষক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে আসছিলো। তাই ২০ বৎসর বয়স্ক এই নির্ভীক দেশপ্রেমিককে কংগ্রেস সরকার আজ ফাঁসীর আসামী করে রেখেছেন আর প্রকাশ্য বিচারের ন্যায়সঙ্গত সুযোগ থেকেও তাকে বঞ্চিত করেছেন।

এইভাবেই তার নিজের পিতৃ-পুরুষের দেশ সেবার পুরস্কার দিতে চাইছেন আমাদের কংগ্রেসী রাম রাজত্বের কর্ণধারগণ। আপনি কি তাকে এইভাবে মরতে দেবেন? তাকে বাঁচাবার জন্য আপনার কি কিছু করার নাই?

.... আগামী নির্বাচনকে গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালনার জন্য অবিলম্বে ইহাদের মুক্তির আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে আবেদন জানাই।

— সম্পাদক, ২৪ পরগনা জেলা, কৃষক সংগঠনী সমিতি।

এ ছাড়া এই সংখ্যায় আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম ঃ

বাঁকুড়া সম্মিলিত প্রগতি দল গঠনের আয়োজন

১৮ই জুলাই (১৯৬১) সম্প্রতি বাঁকুড়া জেলার কমিউনিস্ট পার্টি, বামপন্থী ও অ-দলীয় জন-নেতাগণ, কৃষক সমিতি, বিড়ি কারিগর ইউনিয়ন, ব্যক্তি স্বাধীনতা সংঘ প্রভৃতি গণ-সংগঠনগুলির প্রতিনিধিগণ এক ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হইয়া কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে এক ন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে মিলিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করেন................।

৪টি ঘরোয়া বৈঠকে দীর্ঘ আলোচনার পর প্রগতিশীল ব্লকের এক খসড়া কর্মসূচী রচিত হইয়াছে এবং শীঘ্রই একটি প্রগতিবাদী সম্মেলন আহ্বান করা হইবে..................।

'সরকার কর্তৃক কমিউনিস্ট পার্টির কাগজপত্র বিনষ্ট'

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বাঁকুড়া জেলা কমিটির প্রতিনিধি কমরেড জগদীশ পালিত সীজ করা কাগজপত্র ফেরত পাওয়ার দাবি জানাইলে তাঁহার নিকট ৭ ই জুলাই (১৯৫১) এক পত্রে গোয়েন্দা পুলিস বিভাগের সুপারিনটেনডেন্ট জানাইয়াছেন যে, পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হওয়ার পর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বাঁকুড়া জেলা কমিটির অফিস হইতে বই ও কাগজপত্র ১৯০৮ সালের সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৭ (১) (২) ধারা অনুসারে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অর্ডার মতো নষ্ট করা হইয়াছে।

স্বাধীনতা, নব পর্যায় — ১৬৩ তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ২০৮তম সংখ্যা) ২৩শে জুলাই ১৯৫১, তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'কমিউনিস্ট পার্টি ও বন্দীগণ মীমাংসার জন্য সমান আগ্রহশীল ঃ হায়দরাবাদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের আলোচনা'

২২ শে জুলাই হায়দরাবাদে কমিউনিস্ট নেতা মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, জ্যোতি বসু ও এ কে গোপালন পুনরায় হায়দরাবাদ জেলে কমিউনিস্ট আটক বন্দী মকদুম মহীউদ্দিন ও রাজা বাহাদুর গৌড়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া .... মীমাংসার শর্তগুলি চূড়ান্তভাবে আলোচনা করেন।

.... এই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে এ কে গোপালন পি টি আই-কে বলেন যে, আটক কমরেডদের সহিত তাহাদের আলোচনার প্রথম দফা আপাততঃ শেষ হইয়াছে।

জেলে সাক্ষাৎ শেষ করিয়া নেতৃবৃন্দ সন্ধ্যায় হায়দরাবাদের স্বরাষ্ট্র সচিব মিঃ শেষাদ্রির সহিত দেখা করেন এবং তেলেঙ্গানা সমস্যা সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টি ও গভর্ণমেন্টের মধ্যে সম্ভাব্য মীমাংসা সম্পর্কে তাহাদের মত জানান। এই .... সাক্ষাৎকারের সময় স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী নগেন বাহাদুর উপস্থিত ছিলেন।

এই বৈঠকের পর কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ পি টি আই-কে বলেন, "আমাদের পরস্পরকে বুঝিবার অধ্যায় শেষ হইয়াছে। কমিউনিস্ট পার্টির তরফ হইতে বলিতে পারি পার্টি মীমাংসার জন্য আগ্রহশীল এবং হায়দরাবাদ জেলে আমাদের বন্ধুরাও মীমাংসার জন্য সমানভাবে আগ্রহান্বিত। কোন্ পথে মীমাংসা হইতে পারে তাহা আজ আমরা স্বরাষ্ট্র সচিবকে জানাইয়াছি। আমাদের মত বিবেচনা করিতে ও জবাব দিতে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। অতএব পরবর্তী করণীয় এখন গভর্ণমেন্টের।"

.... এ কে গোপালন পি টি আই-কে জানান, সেকেন্দ্রাবাদ, হায়দরাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের সভার উপর যে নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছেন, তাহার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করিয়া তিনি হায়দরাবাদ হাইকোর্টের নিকট এক আবেদন করিবেন। — পি টি আই।

এই সংখ্যার অন্যান্য বিশেষ বিশেষ শিরোনামের মধ্যে আছে

'রেল ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত বহাল ঃ আপোসে মিটমাটের চেষ্টাও অব্যাহত ঃ এ. আই. আর. এফ. ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব', 'দুই বৎসরের মধ্যেই বর্মাকে মুক্ত করা হইবে ঃ রেঙ্গুন শহরে কমরেড থানটুনের ঘোষণা সম্বলিত প্রচারপত্র বিলি' প্রভৃতি।

স্বাধীনতা, নব পর্যায় — ১৬৪তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ২০৯তম সংখ্যা) ২৪শে জুলাই ১৯৫১, তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'কমিউনিস্ট পার্টির নির্বাচনী ঐক্য ঃ শ্রী এ কে গোপালনের ব্যাখ্যা'

২২শে জুলাই হায়দরাবাদে কমিউনিস্ট নেতা শ্রী এ কে গোপালন প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়ার প্রতিনিধির নিকট বলেন যে, কমিউনিস্ট পার্টির নির্বাচনী ইস্তাহার শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। ....

তাঁহার পার্টির নেতৃবৃন্দ শীঘ্রই প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টা করিবেন। প্রধানমন্ত্রীর সহিত আলোচনায়, কমিউনিস্ট পার্টির যে সমস্ত সদস্য কোনো কারণে তালিকাভুক্ত হইতে পারেন নাই তাঁহাদের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্ন, ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রবর্তন এবং আগামী সাধারণ নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়গুলি উত্থাপন করা হইবে।

.... কমিউনিস্ট পার্টি অন্যান্য বামপন্থী দলগুলির সহিত দুই ধরনের নির্বাচনী ঐক্য গড়িবার চেষ্টা করিবেন। প্রথমত, কমিউনিস্ট পার্টির নির্বাচনী ইস্তাহারের উপর পূর্ণ সম্মতির ভিত্তিতে সংযুক্ত ফ্রন্ট। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিস্বাধীনতা, কৃষি সংস্কার, শ্রমিকদের জনসাধারণের মানের উন্নতি, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম প্রভৃতি নিম্নতম কর্মপন্থার ভিত্তিতে নির্বাচনী ঐক্য। — পি টি আই।

'দিল্লিতে বামপন্থীদের লইয়া ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ ব্লক গঠিত : সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সংযুক্ত ফ্রন্ট গঠনের সঙ্কল্প'

'নয়াদিল্লি, ২২শে জুলাই — আগামী সাধারণ নির্বাচনে দিল্লিতে কংগ্রেস এবং হিন্দু মহাসভা ও ভারতীয় জনসংঘের মতো প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলির বিরুদ্ধে প্রতি দ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি, ফরোয়ার্ড ব্লক এবং বামপন্থী সমাজতন্ত্রীদের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলনে "ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ ব্লক" গঠন করা হইয়াছে।

ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা শ্রী এম, বিদ্যালঙ্কার সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। .... সভায় গৃহীত প্রস্তাবে ধর্মঘট নিষিদ্ধ করিবার জন্য সরকার সম্প্রতি যে জরুরী অর্ডিনান্স জারি করিয়াছেন, তাহাকে গণতন্ত্রবিরোধী এবং বে-আইনী বলিয়া অভিহিত করা হয় এবং অবিলম্বে ইহার প্রত্যাহার দাবি করা হয়। অপর এক প্রস্তাবে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি দাবি করা হয়।

কমিউনিস্ট নেতা শ্রী যজ্ঞশ্বর শর্মাকে ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ ব্লকের আহ্বায়ক নির্বাচিত করা হয় এবং প্রত্যেক দল হইতে একজনকে লইয়, তিনজনের উপর কার্যকরী সমিতি গঠনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। বামপন্থী সমাজতন্ত্রীদের প্রতিনিধি হিসাবে শ্রীমতী অরুণা আসফ আলিকে কমিটিতে গ্রহণ করা হয়। — পি টি আই।

হুগলি জেলায়, আজও ২২ জন নিরাপত্তা বন্দী : ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্মেলনে অবিলম্বে মুক্তি দাবি

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট দেশের লোকের মনে সে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা দিয়াছিল কংগ্রেসী নেতারা তাতে খুশি হন নাই। আতঙ্কিত হইয়াছিলেন কারণ সাম্রাজ্যবাদের নিকট হইতে পাওয়া শাসননীতিকে জীয়াইয়া রাখার জন্যই তাঁহারা গদিতে বসিয়াছিলেন — দেশের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করার জন্য নয়। তাই তাঁহাদের প্রয়োজন হয় বিনা বিচারে আটক রাখা, লাঠি ও গুলি চালানো। ২২শে জুলাই শ্রীরামপুর টাউন হলে .... নিখিলবঙ্গ ব্যক্তিস্বাধীনতা কমিটির সভাপতি শ্রী অতুল গুপ্ত তাঁর ভাষণে উপরোক্ত মন্তব্য করেন। সভায় ব্যক্তিস্বাধীনতা মুদ্রণ ও সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ, বিনা বিচারে আটক রাজবন্দীদের মুক্তির দাবি, উড়িষ্যার ধর্মঘটী ছাত্রদের উপর গুলি বর্ষণের প্রতিবাদ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

'কামগার ইউনিয়ন ও মজদুর সভা মিলন সারা ভারতের আদর্শ : সুতাকল শ্রমিক আন্তর্জাতিকের অভিনন্দন'

বোম্বাই, ২২শে জুলাই গিরনি কামগর ইউনিয়ন ও মিল মজদুর সভা সম্প্রতি মিলিত হইয়া মিল মজদুর ইউনিয়ন (লাল ঝান্ডা) নামে বোম্বাই সুতাকল শ্রমিকদের যে ঐক্যবদ্ধ সংগঠন প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছে তাহাকে অভিনন্দন জানাইয়া ডব্লিউ এফ টি ইউ'র অন্তর্ভুক্ত সূতাকল ও কাপড়কল ট্রেড ইউনিয়ন আন্তর্জাতিকের সাধারণ সম্পাদক কমরেড আলেকজান্ডার বুবস্কি বোম্বাই গিরনি কামগর ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শ্রী এম জি পাটকরের নিকট একটি পত্র পাঠাইয়াছেন।

পত্রে কমরেড বুবস্কি বলিয়াছেন যে, এই মিলন ভারতের সাধারণ সূতাকল শ্রমিকের সমাবেশকে শক্তিশালী করিবার পথে এক অগ্রগামী পদক্ষেপ এবং শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক সংহতির আদর্শের পক্ষে এক সুনিশ্চিত বিজয়।

যাহাদের পরিশ্রমে ভারতের সূতাকল শ্রমিকদের উন্নততর জীবনযাত্রার সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার স্বরূপ এই মিলন সংঘটিত হইয়াছে এই দুইটি ইউনিয়নের সেই সব সাধারণ কর্মীদের তিনি সূতাকল ট্রেড ইউনিয়ন আন্তর্জাতিকের তরফ হইতে অভিনন্দন প্রেরণ করিয়াছেন। এই পত্রে তিনি বলিয়াছেন যে, এই ঐক্য সূতাকল শ্রমিকদের শ্রম, বেতন ও ট্রেড ইউনিয়ন স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামী মনোভাব বাড়াইয়া তুলিবে এবং ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর নিকট আদর্শস্বরূপ থাকিবে।

এই সংখ্যার অন্যান্য কিছু শিরোনাম : 'টিটো ফ্যাসিস্টগোষ্ঠীর ধ্বংস আনিবার্য : পোল্যান্ডের উৎসব-সভায় মলটভের ভাষণ : সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের যুদ্ধ প্রস্তুতির বিরুদ্ধে সতর্কবাণী', 'উন্নতধরনের শিক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বান : ছাত্র ফেডারেশন সম্পাদকের বিবৃতি' প্রভৃতি।

স্বাধীনতা, নব পর্যায় — ১৬৫ তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ২১০তম সংখ্যা) ২৫ শে জুলাই ১৯৫১, তে প্রকাশিত শিরোনাম :

'হিন্দু মহাসভার সহিত সহযোগিতার সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা : ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারিয়েটের বিবৃতি

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারিয়েট নিম্নোলিখিত মর্মে এক বিবৃতি দিয়াছেন। কোনো কোনো সংবাদপত্রে এই মর্মে খবর প্রকাশিত হইয়াছে যে, আগামী সাধারণ নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি হিন্দু মহাসভার সহিত একযোগে নির্বাচনে প্রতি দ্বন্দ্বিতার জন্য প্রস্তুত। এই সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা। মহাসভাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সহিত মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ জঘণ্যতম প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমীস্বার্থের বাহক : সাম্রাজ্যবাদীদের প্রত্যক্ষ গুপ্তচর বলিয়া কমিউনিস্ট পার্টি মনে করে। এই অবস্থায় হিন্দু মহাসভার সহিত সহযোগিতা কিংবা দেশের কোনো স্থানে হিন্দু মহাসভা প্রার্থীকে সমর্থন করার কোনো কথাই পার্টির পক্ষ হইতে উঠিতে পারে না। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির তথাকথিত পিপ্‌ল্‌স পার্টি সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য।

'নির্বাচন সম্পর্কে হায়দরাবাদে সভা আহ্বান : কমরেড গোপালন কর্তৃক অনুমতি চাহিয়া দরখাস্ত পেশ'

২৪ শে জুলাই হায়দরাবাদে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনার জন্য আগামী ২৭ শে জুলাই এখানে এক জনসভা আহ্বান ও উহাতে বক্তৃতা দিবার অনুমতি চাহিয়া কমিউনিস্ট নেতা এ কে গোপালন চীফ সি টি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট এক দরখাস্ত করিয়াছেন। গত ২১শে জুলাই এক সপ্তাহের জন্য হায়দরাবাদে কমিউনিস্ট পার্টির সভা অনুষ্ঠানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী হওয়ায় এই দরখাস্ত করা হইয়াছে। — পি টি আই।

এই সংখ্যায় অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শিরোনামের মধ্যে আছে —

'সারা ভারত প্রতিবাদ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত : ধর্মঘট-বিরোধী অর্ডিন্যান্স সম্পর্কে এ আই আর এফ ওয়ার্কিং কমিটি', 'গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহার ও রাজবন্দীদের মুক্তি চাই : ব্যক্তিস্বাধীনতা কমিটির উদ্যোগে সাহাপুরে জনসভা', 'হাওড়া জেলা বোর্ডের ভাইসচেয়ারম্যান অপসারণ-রহস্য:

কংগ্রেসী নেতাদের ঘৃণ্য প্রতিহিংসা গ্রহণের কাহিনী ঃ পুনর্বহালের আদেশ দান প্রসঙ্গে বিচারকের কঠোর মন্তব্য' প্রভৃতি।

স্বাধীনতা, নব পর্যায় — ১৬৬তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ২১১তম সংখ্যা) ২৬শে জুলাই ১৯৫১, তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া কাশ্মীর প্রশ্নের শান্তিপূর্ণ সমাধান চাই ঃ পাক-ভারত সীমান্তে সৈন্য সমাবেশে জনসাধারণের আতঙ্ক ঃ শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বান'

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি সংবাদপত্রে নিম্নোক্ত বিবৃতি দিয়াছেন ঃ

ভারত ইউনিয়ন ও পাকিস্তানের সরকার নিজ নিজ দেশ রক্ষার নামে দুই দেশের সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করিতেছেন। এবং সৈন্য সমাবেশের দরুণ উভয়েই একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ করিতেছেন............। কতিপয় ও সংবাদ প্রচার এজেন্সী প্ররোচনামূলক প্রবন্ধ লিখিতেছে ও প্রচার চালাইয়া যাইতেছে।

আমাদের দেশকে সুচতুরভাবে বিভক্ত করিয়া, ঝগড়া রেষারেষি ও মনোমালিন্যের একটি স্থায়ী উৎস হিসাবে কাশ্মীরে গোলমাল জীয়াইয়া রাখিয়া, ঘরবাড়ি হইতে শত-সহস্র সাধারণ মানুষকে আশ্রয়চ্যুত করিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে, সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য বাড়িয়া উঠিবার পক্ষে তাহা যথেষ্ট উর্বর।

এই পরিস্থিতি সাম্রাজ্যবাদীরা পরিকল্পনা অনুযায়ী সৃষ্টি করিয়াছিল। সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতায় লিগ ও কংগ্রেস সরকার এই পরিস্থিতিকে স্থায়ী করিয়াছে। .... সাম্রাজ্যবাদেব বিশেষ স্বার্থে এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগাইবার জন্য মধ্যস্থতার বেশ ধরিয়া আসিয়াছেন ভারত ও পাকিস্তানের জনসাধারণের ঘৃণ্যতম শত্রু ডাঃ গ্রাহাম। .... পাকিস্তানের লিগ গভর্ণমেন্ট আশ্রয় দিয়াছেন আর ভারত সরকার .... যাহারা গ্রাহামের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন করিতেছেন .... তাহাদেরই দমন করিয়া চলিয়াছেন ....।

আসলে বাস্তব ঘটনা হইতেছে এই যে, পাকিস্তানের লিগ গভর্ণমেন্ট ও ভারত ইউনিয়নের কংগ্রেস গভর্ণমেন্ট নিজেদের কুশাসনের বিরুদ্ধে জনসাধারণের দ্রুতগতি অভিযান দেখিয়া ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। বিশেষ করিয়া ভারত ইউনিয়নের কয়েকটি জেলা বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি এবং আইন পরিষদের আসন লইয়া সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নির্বাচনে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে জনসাধারণ কংগ্রেসী শাসন আর বরদাস্ত করিতে চান না। .... এমতাবস্থায় কংগ্রেস স্বভাবতই এমন একটি অজুহাত খুঁজিতে থাকিবেন, যাহাতে আগামী নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জনতার রায় কার্যকরীভাবে রূপ লইতে না পারার উপযুক্ত অবস্থা সৃষ্টি করা যায়।

ঐক্যবদ্ধ জনসাধারণের বিপ্লবী আন্দোলন ভাঙিয়া দিবার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা বরাবরই সাম্প্রদায়িক গন্ডগোলের হাতিয়ার ব্যবহার করিয়াছে। .... যতদিন না ভারত ও পাকিস্তান ভ্রাতৃ দ্বন্দ্বের রক্তস্নানে ডুবিয়া যায় ততদিন গ্রাহামের মধ্যস্থতারও অবসান নাই।

.... কাশ্মীর কোনো সাম্রাজ্যবাদী শলাপরামর্শের ধার ধারিবে না। ভারতীয় ইউনিয়ন এবং পাকিস্তানের জনসাধারণের বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার মধ্য দিয়া কাশ্মীর নিজেই নিজের সমস্যার সমাধান করিয়া লইবে .... ।

কমিউনিস্ট পার্টি, সুতরাং, সমগ্র জনসাধারণের নিকট সময়োচিত কর্তব্যে জাগিয়া উঠিবার আহ্বান জানাইতেছে। সমস্ত শ্রেণী এবং পার্টিকে সংগঠিত করিয়া ভারতীয় ইউনিয়ন এবং পাকিস্তানের

মধ্যে একটি অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদনের জন্য, কাশ্মীরে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ বন্ধ করিবার জন্য, অবিলম্বে গ্রাহামের বহিষ্কারের জন্য, কাশ্মীরবাসীদের দ্বারাই কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের জন্য, উভয় রাষ্ট্রের পারস্পরিক সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য অপ্রতিহত দাবি তুলিবার আহ্বান করিতেছে ....।

'দেশকর্মীদের আটক রাখিয়া স্বাধীন নির্বাচন অসম্ভব : আটক ও সাজাপ্রাপ্ত বন্দীদের মুক্তি এবং গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রত্যাহার চাই : পশ্চিমবঙ্গ ব্যক্তি-স্বাধীনতা কমিটির বিবৃতি'

"দেশের গঠনতন্ত্র রচনার অধিকার বর্তমান সংসদের আছে কি না এ প্রশ্ন না তুলিলেও এ কথা বলা চলে যে এই গঠনতন্ত্রের ভিত্তিতে প্রথম নির্বাচনে জনসাধারণ বিশিষ্ট অংশগ্রহণ করিতে আগ্রহশীল। কিন্তু যতক্ষণ দেশকর্মীরা কারাগারের অন্তরালে আছেন বা ব্যক্তি স্বাধীনতা বিভিন্নভাবে ব্যাহত হইতেছে, ততক্ষণ স্বাধীন নির্বাচন সম্ভব নহে। তাই প্রত্যেকটি গণতন্ত্রকামী দেশবাসীর নিকট আমাদের আহ্বান তাঁহারা বন্দীমুক্তির দাবিকে তীব্রতর করিয়া তুলুন এবং এমন আন্দোলন সৃষ্টি করুন, যাহাতে অবিলম্বে সরকার বিনাবিচারে আটক রাজবন্দীদের মুক্তি দিতে বাধ্য হন। রাজনৈতিক কারণে দন্ডিত বন্দীদের ছাড়িয়া দেন, সমস্ত গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ও রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন।" ....

'বাক-স্বাধীনতা খর্ব হইলেও অনুমতি পাইবে না : শ্রী গোপালনের আবেদনপত্র অগ্রাহ্য করিয়া সি টি ম্যাজিস্ট্রেটের রায় '

হায়দরাবাদ, ২৪ শে জুলাই — সি টি ম্যাজিস্ট্রেটের নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে শ্রী গোপালনের আবেদনপত্র বাতিল করা প্রসঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেট বলেন যে, তেলেঙ্গানা কমিউনিস্টদের ক্রমাগত "হিংস্র" কার্যকলাপের ফলে জনসাধারণ কমিউনিস্ট প্রতিষ্ঠানের উপর বিরোধী মনোভাবাপন্ন হইয়া ওঠে। পুলিস সঠিকভাবেই আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছে যে, শ্রেণী-বিদ্বেষ প্রচার করিয়া কোনো বক্তৃতা দেওয়া হইলে তাহার ফলে শান্তিভঙ্গ ঘটিতে পারে। কোনো ব্যক্তিবিশেষের ইহাতে বাক্-স্বাধীনতা খর্ব হইতে পারে ; কিন্তু উপায় নেই।

তিনি আরও বলেন যে, জনসাধারণের স্বার্থের খাতিরে কখনও কখনও ব্যক্তিবিশেষের স্বাধীনতা খর্ব করার প্রয়োজন হয়।

কোনো ব্যক্তি খুশিমতো যাহা ইচ্ছা করিবেন, শাসনতন্ত্রে সে অধিকার দেওয়া হয় নাই। শ্রী গোপালন আর একটি সভা অনুষ্ঠানের অনুমতি চাহিয়া যে আবেদন করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া তিনি বলেন যে, ঐ সভায় "সাধারণ নির্বাচন ও আমাদের কর্তব্য" সম্পর্কে বলিতে যাইয়া শ্রী গোপালন স্বভাবতই তাহার আদর্শের কথা এবং তিনি যে প্রতিষ্ঠানের সদস্য তাহার ভাবধারার কথা বলিবেন। কমিউনিস্ট প্রতিষ্ঠান রাজ্যে বে-আইনী থাকায় ঐ পার্টির মনোনয়ন লইয়া কোনো ব্যক্তি এই রাজ্যে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারেন না।

কমিউনিস্ট নেতা শ্রী এ কে গোপালন ....হায়দরাবাদের চীফ সি টি ম্যাজিস্ট্রেটকে বলেন যে, তিনি যে পার্টির সদস্যই হন না কেন, হায়দরাবাদে জনসাধারণের সম্মুখে নির্বাচন সম্পর্কে বক্তৃতা দেওয়ার মৌলিক অধিকার তাঁহার আছে। ২১শে জুলাই এক জনসভায় শ্রী গোপালনের বক্তৃতা দিবার কথা ছিল। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট তাহা বে-আইনী ঘোষণা করেন...........। শ্রী গোপালন বলেন যে, এ জনসভা কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক আহুত হয় নাই। কমিউনিস্ট পার্টি হায়দরাবাদ রাজ্যে বে-আইনী ঘোষিত। দুইজন নাগরিক ব্যক্তিগতভাবে এই সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। ভারতের

শাসনতন্ত্র অনুযায়ী তাঁহাদের এই অধিকার আছে...........। নূতন সভা আহ্বান করার অনুমতি তাঁহাকে দেওয়া উচিত। — পি টি আই।

এই সংখ্যায় গুরুত্বপূর্ণ শিরোনামের মধ্যে আছে

'মেদিনীপুর মিউনিসিপ্যাল বোর্ডে কংগ্রেসের পরাজয় : চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান পদে প্রগতিশীল প্রার্থীদ্বয় নির্বাচিত', 'অবিলম্বে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের হাতে ক্ষমতা অর্পণের দাবি : চন্দননগরে সংযুক্ত প্রগতিশীল ফ্রন্টের উদ্যোগে বিরাট জনসভা' প্রভৃতি।

স্বাধীনতা, নব পর্যায় — ১৬৭তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ২১২তম সংখ্যা) ২৭শে জুলাই ১৯৫১, তে প্রকাশিত শিরোনাম :

'মূল কয়েকটি বিষয়ে একমত হইয়া নির্বাচনী ঐক্য গঠনের সঙ্কল্প : শ্রী জ্যোতি বসু কর্তৃক কমিউনিস্ট পার্টির নীতি বিশ্লেষণ : সারা ভারতব্যাপী কংগ্রেস-বিরোধী যুক্তফ্রন্ট গঠনের আহ্বান'

২৫শে জুলাই নাগপুরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নির্বাচনী বোর্ডের সম্পাদক কমরেড জ্যোতি বসু বলেন যে, পার্টির নির্বাচনী ইস্তাহারের মূল কয়েকটি বিষয় হইলো, বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ, কোনরকম মূল্য না লইয়াই চাষীদের মধ্যে জমি বিতরণ, সামন্ত নৃপতিদের ধন এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, ভারতে ব্রিটিশ পুঁজি ও কারখানা বাজেয়াপ্ত করা এবং জাতীয়করণ করা, কমনওয়েলথ হইতে ভারতকে সরাইয়া লইয়া আসা এবং সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তকে পরাজিত করিতে হইলে অন্যান্য শান্তিকামী দেশগুলির সহিত, বিশেষ করিয়া পাকিস্তান, সিংহল, নেপাল এবং ভারত সীমান্তের অন্যান্য দেশগুলির সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ বৈদেশিক সম্বন্ধের নীতি গ্রহণ করা।

.... যদি পার্টির নির্বাচনী ইস্তাহারেব সমস্ত বিষয় সবার পক্ষে গ্রহণযোগ্য নাও হয়, তাহা হইলে মূল কয়েকটি বিষয়ের উপর একমত হইয়া তাহার ভিত্তিতে আগামী নির্বাচনে লড়াই করিবার জন্য নির্বাচনী ঐক্য গড়িয়া তুলুন...........। কমিউনিস্ট পার্টি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য যাহারা গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল এবং কংগ্রেস সরকারের বিরোধী এরকম সমস্ত রাজনীতিক পার্টি, দল এবং ব্যক্তিবিশেষের সহিত মিলিত হইয়া একটি শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন।

.... পার্টির প্রাদেশিক শাখাগুলিকেও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়িয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা করিতে বলা হইয়াছে এবং ইতিমধ্যেই দিল্লি ও বোম্বাইয়ে এরূপ ফ্রন্ট গঠন করা হইয়াছে। .... কমিউনিস্ট পার্টি সোস্যালিষ্ট পার্টির সহিতও যুক্তফ্রন্ট করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু ইহাদের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব এই যুক্তফ্রন্ট গড়িয়া তুলিতে সাহায্য না করিয়া কংগ্রেসকেই সাহায্য করিতেছে।

যদিও কৃষক-প্রজা-মজদুর পার্টির সহিত অনেক বিষয়েই একমত নয় তথাপি যুক্তফ্রন্ট যে সমস্ত মূল বিষয় তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিবে তাহার ভিত্তিতেই কাজ চালাইবার মতো নির্বাচনী একতা গড়িয়া তুলিবার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি তাহাদের আহ্বান করিবে..............।

'নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের গোপন পরিকল্পনা : সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, বামপন্থী অনৈক্য প্রভৃতির সুযোগ গ্রহণ : ভোট সংগ্রহের জন্য নানাপ্রকার কৌশল অবলম্বনের সিদ্ধান্ত'

কলিকাতা, ২৬শে জুলাই — আগামী সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য কংগ্রেসের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যে ব্যাপক ও বিস্তৃত পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন .... কিছুদিন আগে কলিকাতায়

অনুষ্ঠিত উচ্চতম কংগ্রেস নেতাদের এক বৈঠকে এই পরিকল্পনাগুলি আলোচিত ও অনুমোদিত হইয়াছে............।

এই পরিকল্পনায় অন্যতম প্রধান স্থান পাইয়াছে সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতা প্রচারের .... উচ্চতম একজন কংগ্রেস নেতা তাঁহার ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের বলেন যে, হিন্দু-মুসলমান বা বাঙালী-বিহারী বা পশ্চিমবঙ্গ-পূর্ববঙ্গ এই সমস্যাগুলি যে কোনো একটি বিষয় নিয়া "জনসাধারণকে ক্ষেপাইয়া" তোলা এমন কিছু কষ্টকর নয়। কংগ্রেস নেতাদের নির্বাচনী পরিকল্পনায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে বামপন্থীদের মধ্যে অনৈক্য।

কংগ্রেস কর্তাদের ধারণা ও বিশ্বাস যে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বামপন্থী দলের মধ্যে কোনো ঐক্য স্থাপিত হইবে না। এবং এই ঐক্য যাহাতে স্থাপিত না হয়, তাহার জন্য তাঁহারা নানাভাবে চেষ্টা ও কাজ করার একটি পরিকল্পনাও নিয়াছেন।

.... অর্থ সংগ্রহের জন্য তাঁহারা দেশের সমস্ত চোরাকারবারী ও মুনাফাখোরদের নিকট হইতে কিভাবে টাকা আদায় করিতে হইবে, তাহা এই পরিকল্পনায় স্থান পাইয়াছে।

দেশের সমস্ত সংবাদপত্রকে যাহাতে তাঁবে আনা যায়, সে সম্বন্ধেও বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে। কয়েকটি কংগ্রেসী পত্রিকা বর্তমানে যে লোক দেখা কংগ্রেস-বিরোধিতা দেখাইতেছে, তাহাও বন্ধ করার জন্য তাঁহাদের অনুরোধ জানানো হইবে..........।

.... সর্বশেষে তাঁহারা নির্বাচনের দিন নানা ধরনের কৌশলের অস্ত্র গ্রহণ ইত্যাদি সম্বন্ধেও আগে হইতে প্রস্তুত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়াছেন............।

তাছাড়াও কি করিয়া জাল ভোট দিতে হয়, কি করিয়া বুথ দখল করিতে হয়, কি করিয়া অন্যের নামে ভোট দিতে হয় এই সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার জন্য কলিকাতায় কংগ্রেস কর্মীদের জন্য একটি বিশেষ শিক্ষা শিবির খোলা হইবে। এই শিক্ষা শিবিরে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমেরিকা হইতে একজন "ঝানু" উপদেষ্টা আনাইতে হইবে।

'শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামী ঐক্য পুনরায় দৃঢ়তর করুন ঃ ২৯শে জুলাই যুক্তভাবে পালনের জন্য টি ইউ সি ও ইউ টি ইউ সি'র আবেদন'

.... এই বৎসরের ২৯শে জুলাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে পালন করিয়া শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামী ঐক্যকে পুনরায় দৃঢ়তর করার জন্য পশ্চিমবাংলার শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতী জনসাধারণের এবং অন্যান্য শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের নিকট বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রী জ্যোতি বসু এবং সংযুক্ত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বায়ক শ্রী যতীন চক্রবর্তী নিম্নলিখিত যুক্ত আবেদন জানাইয়াছেন।

ঐতিহাসিক ২৯শে জুলাই .... ১৯৪৬ সালে এই দিনটিতে মেহনতকারী জনসাধারণ বিশেষভাবে শ্রমিকশ্রেণী দলমত নির্বিশেষে পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম শুরু করে। .... যে দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া সেইদিন মেহনতী জনতা ও শ্রমিকশ্রেণী একমাত্র হাতিয়ার হিসাবে সংগ্রামী ঐক্য গড়িয়া তুলিয়াছিল আজ শ্রমিক আন্দোলনের বিভেদ ও অনৈক্যের মধ্যে সেই সংগ্রামী ঐক্যকেই পুনরায় দঢ়তর করিয়া তুলিতে হইবে।

. ... অন্যান্য শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের নিকট আবেদন, তাঁহারা যেন আমাদের সহিত সহযোগিতা করিয়া আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠাব সংগ্রামকে শক্তিশালী করিয়া তোলেন।

'পাক-ভারত শান্তি চুক্তির দাবিতে পশ্চিমবঙ্গ শান্তি সংসদের বিবৃতি : শান্তির দাবি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান' —

"নিরাপত্তা পরিষদের ইঙ্গ-মার্কিন প্রস্তাবকে কাশ্মীরে কার্যকরী করিবার জন্য এদেশে ডাঃ গ্রাহামের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার অবনতি ঘটিতে শুরু করিয়াছে" দেখিয়া পশ্চিমবঙ্গ শান্তি সংসদের সাধারণ সম্পাদক শ্রী প্রমোদ সেনগুপ্ত এক বিবৃতিতে কাশ্মীর সমস্যার শান্তিপূর্ণ ও গণতন্ত্রসম্মত সমাধান দাবি করিয়া সে দাবি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য জনসাধারণের নিকট আহ্বান জানাইয়াছেন।

'স্তালিনের শান্তি-প্রয়াসে ভারতবর্ষে জনসাধারণের সুগভীর আস্থা : মস্কোতে সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের ভাষণ : মার্কিন যুদ্ধবাদী প্রচারের বিরুদ্ধে প্রগতি লেখকদের সংগ্রামের কথা উল্লেখ'

লন্ডন, ২৫শে জুলাই — টাসের এক সংবাদে জানা যায় যে, সোভিয়েত ভ্রমণরত ভারতীয় সংস্কৃতি কর্মীদলের অন্যতম সদস্য শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার মস্কোতে বলেন যে, ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলাদেশে স্তালিনের শান্তি-প্রয়াসের উপর জনসাধারণের মনে সুগভীর আস্থা ও বিশ্বাস আছে। সেখানে প্রগতিশীল লেখকেরা মার্কিন যুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইতেছেন।

স্বাধীনতা, নব পর্যায় — ১৬৮তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ২১৩তম সংখ্যা) ২৮শে জুলাই ১৯৫১ তে প্রকাশিত শিরোনাম :

'কমিউনিস্ট পার্টি সন্ত্রাসের কার্যকলাপ অনুমোদন করে না : তেলেঙ্গানা সম্পর্কে শ্রী গোপালন: কৃষকদের উপর সরকারী ও সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচার এখনও অব্যাহত রাখার অভিযোগ'

হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ২৭শে জুলাই কমিউনিস্ট নেতা শ্রী এ কে গোপালন আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, হায়দরাবাদ রাজ্যের তেলেঙ্গানা এলাকায় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপসমূহ যাহাদের দ্বারাই সংঘটিত হোক না কেন, ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি উহা অনুমোদন করে না .. ..।

তেলেঙ্গানার ব্যাপার লইয়া হায়দরাবাদের স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রী শেষাদ্রী এবং কারাগারে আটক তেলেঙ্গানার কমরেডদের সহিত তাঁহার এবং তাঁহার দুইজন সহকর্মী শ্রী জ্যোতি বসু ও জনাব মুজফ্ফর আহ্মদের আলোচনা হইয়াছে ....।

.... ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির তেলেঙ্গানায় অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত বা দলবদ্ধ সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতা করিয়া এক প্রস্তাব লইয়াছেন............। " এখনও যদি কোনো কমরেড কোনো বিশেষ জমিদার বা তাহার দালালের বিরুদ্ধে এরূপ কোনো কার্যে লিপ্ত থাকে তবে পার্টি তাহার কার্য অনুমোদন করে না। আমরা তাহার বিরুদ্ধে। তবে আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করা প্রয়োজন ....। তেলেঙ্গানার ঘটনাবলী সামন্ততান্ত্রিক ও সামাজিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবং জমির জন্য লড়াই।

শ্রী এ কে গোপালন অভিযোগ করেন যে, রাজ্য সরকার ভূমিস্বত্ত্ব আইন পাশ হওয়ার পরেও প্রতিদিনই চাষীরা জমি হইতে উৎখাত হইতেছে এবং তাহাদের জমি বিক্রয় হইতেছে। ফলে তেলেঙ্গানার পতিত জমির পরিমাণ বাড়িয়াই যাইতেছে। এবং রাজ্যে গুরুতর খাদ্য সঙ্কট দেখা দিতেছে।

.... যদি জমি হইতে চাষীদের উৎখাত করা বন্ধ করা হয়, চাষীদের জমি দেওয়া হয় এবং পুলিস ও সেনাদল সরাইয়া লওয়া হয় তবে লড়াইয়ের কোনো প্রশ্নই থাকিতে পারে না। তিনি

এবং তাঁহার কমরেড শ্রী জ্যোতি বসু ও জনাব মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ জেলে আটক তেলেঙ্গানার বন্দীদের, রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিবের সহিত .... যে আলোচনা করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন, ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি তেলেঙ্গানা সমস্যার একটা সমাধানে পৌছিবার উপায় বাহির করার উদ্দেশ্যে এই সকল ব্যক্তির সহিত তাঁহাদিগকে দেখা করিতে পাঠাইয়াছেন। তিনি দুঃখ করিয়া বলেন যে, রাজ্য সরকার তাঁহাকে তেলেঙ্গানার গ্রামগুলি পরিদর্শনে যাইবার অনুমতি দেন নাই।

তিনি জানান যে,

> তেলেঙ্গানার বেপরোয়া হত্যাকান্ড, লুঠতরাজ, অগ্নিকান্ড প্রভৃতি সাধিত করার যে সকল অভিযোগ সরকার কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে আনিয়াছেন, ঐ এলাকার ৩০ জন গ্রামবাসীর নিকট হইতে সংগৃহীত তথ্যে সেগুলি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণিত হয়। তিনি অভিযোগ করেন যে, পুলিস হেফাজতে থাকাকালে অনেককে গুলি করিয়া মারা হইয়াছে। হুজুরনগর তালুকে জামিনে মুক্ত বিচারাধীন ৮ জন লোককে গুলি করিয়া মারা হয়। কয়েকজন রাজবন্দীর উপর নির্যাতন করা হয় এবং কয়েকজনের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়।

শ্রী নেহরুর কাছে খোলা চিঠি

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নিকট লিখিত এক খোলা চিঠিতে শ্রী গোপালন হায়দরাবাদ রাজ্যে ব্যক্তিস্বাধীনতা সঙ্কোচনের অভিযোগ করিয়াছেন। সেকেন্দ্রাবাদে দুইটি সভার উপব হায়দরাবাদের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট যে নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছেন, উক্ত পত্রে শ্রী গোপালন তাহার উল্লেখ করিয়া জনসাধারণের ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করিতে বাজ্য সরকারকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করেন। —পি টি আই।

'আর এক দফায় বাক ও প্রচার স্বাধীনতা হরণের উদ্যোগ ঃ পার্লামেন্টের আগামী অধিবেশনে বিল উত্থাপনের পরিকল্পনা'

. ... নেহরু সরকার প্রেস ও বক্তৃতার স্বাধীনতা আর এক দফা হরণের উদ্দেশ্যে পার্লামেন্টের আগামী অধিবেশনে উত্থাপনের জন্য কযেকটি বিল প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছেন। ভারতীয় দন্ডবিধি আইন সংশোধন করিয়া বক্তৃতার স্বাধীনতা ও প্রেস আইন সংশোধন করিয়া প্রচারের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করার নবতম পরিকল্পনাগুলিই এই বিলগুলির মধ্যে বহিয়াছে।

'কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে ভারত সরকারের নির্লজ্জ ন্যাকামি ঃ নির্বাচন-প্রতীক নির্ধারণ বৈঠকে না ডাকিবার অপূর্ব অজুহাত'

ভারত সরকাবের নির্বাচন কমিশন আগামী নির্বাচনের প্রতীক চিহ্ন স্থির করিবার বৈঠকে .... যে সকল সর্বভাবতীয় রাজনৈতিক দলকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে 'বামরাজ্য পরিষদ' পর্যন্ত আছে, কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি নাই।

এই সম্পর্কে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নির্বাচন বোর্ডের সম্পাদক জ্যোতি বসু (এম এল এ) নির্বাচন কমিশনের নিকট জানিতে চাহিলে উক্ত কমিশনের সম্পাদক মি : পি এন সুব্রহ্মনিয়াম তাঁহাকে লিখিয়াছেন যে, মাদ্রাজ, পশ্চিমবঙ্গ, হায়দরাবাদ ও ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন এই কয়টি রাজ্যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী। কমিশন জানিতে চাহেন এই অবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টি

পার্লামেন্টের অথবা রাজ্য পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে চাহেন কি না এবং প্রত্যেক রাজ্য পরিষদে ও পার্লামেন্টের আসনের জন্য কতজন প্রার্থী দাঁড় করাইতে চান।

জ্যোতি বসুর জবাব

উত্তরে জ্যোতি বসু আমন্ত্রিত হইবার পরিবর্তে শেষ মুহূর্তে এই ধরনের প্রশ্নে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া নির্বাচন কমিশনের সম্পাদককে লিখিয়াছেন যে, বহু পূর্বেই তিনি তাঁহার পার্টির পক্ষ হইতে ৩০শে জুলাই তারিখের বৈঠকে যোগদানের ইচ্ছা জানাইয়াছেন এবং তিনি কখনও ভাবিতে পারেন নাই যে, অন্যতম বৃহত্তর সর্বভারতীয় দলটি আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত লইয়াছে তাহাকে এইভাবে বাহিরে রাখা হইবে।

ইহা জানাইয়া তিনি লিখিয়াছেন ঃ

যাহা হোক, যে কয়টি বিষয় আপনি জানিতে চাহিয়াছেন তাহা এই

(১) মাদ্রাজে কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী, আপনার এই সংবাদ ভুল। মাদ্রাজ হাইকোর্ট পার্টির উপরকার নিষেধাজ্ঞা বিধি-বহির্ভূত বলিয়া ঘোষণা করিলে সেখানকার রাজ্য সরকার ঐ নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লন। অতএব মাদ্রাজে পার্টি বৈধ এবং সেখানে পার্টির নামে প্রার্থী দাঁড় করানো হইবে। (২) পশ্চিমবঙ্গে পার্টির উপরকার নিষেধাজ্ঞা কলিকাতা হাইকোর্ট কর্তৃক বিধিবহির্ভূত ঘোষণা করা হইয়াছে এবং পার্টি বৈধভাবেই কাজ করিতেছেন। সেখানেও পার্টির নামে প্রার্থী দাঁড় করানো হইবে। (৩) ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন ও হায়দরাবাদে পার্টি এখন অবৈধ এবং ঐ সকল রাজ্যে ব্যক্তিগতভাবে কমিউনিস্ট নির্বাচন প্রার্থী হইবে ; কিন্তু আমরা আশা করি, নির্বাচনের পূর্বে ঐ সকল রাজ্যে পার্টি বৈধ ঘোষিত হইবে। (৪) অতএব, হায়দরাবাদ, ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন ছাড়া আমরা প্রায় সমস্ত আসনের জন্যই প্রার্থী দাঁড় করাইবো। ঠিক এখনই আমাদের সঠিক সংখ্যা জানানো সম্ভব নয়।

'নির্বাচন কমিশনারের নিকট জ্যোতি বসুর তার'

কলিকাতা, ২৬শে জুলাই, বিভিন্ন দলের নির্বাচনে প্রতীক স্থির করার জন্য নির্বাচন কমিশনার কর্তৃক আহূত সম্মেলনে কমিউনিস্ট পার্টিকে কেন আমন্ত্রণ করা হয় নাই, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির সম্পাদক শ্রী জ্যোতি বসু এম এল এ নির্বাচন কমিশনার শ্রী সুকুমার সেনের নিকট এক তার পাঠাইয়াছেন। উল্লেখযোগ্য যে, পূর্বে এক ঘোষণাতেও কমিউনিস্ট পার্টির নাম বাদ দেওয়া হইয়াছিল। নির্বাচন কমিশনার শ্রী সুকুমার সেনকে সে সময় এ কথা স্মরণ করাইয়া দিলে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, কমিউনিস্ট পার্টিকে নির্বাচনে অংশগ্রহণে যথোপযুক্ত সুবিধা দেওয়া হইবে।

এই সংখ্যাতেই আছে 'স্বাধীনতা'র আর্থিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ-এর 'নিবেদন' এবং 'বিশেষ সভা'র নিম্নোক্ত নোটিশ —

নিবেদন

প্রতি মাসে সাত-আট হাজার টাকা লোকসান দিয়া "স্বাধীনতা" চালাইতে হইতেছে। যে-কোনো দৈনিক কাগজ নূতন বাহির করিলেই লোকসান দিয়া চালাইতে হয়, "স্বাধীনতা"র মতো কাগজে লোকসান তো হওয়ারই কথা। তবে, অন্য ব্যবসাদারী কাগজের তুলনায় আমাদের লোকসান কিছু কম হয়। কারণ, আমাদের কাগজে যাঁহারা কাজ করেন তাঁহারা অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়া থাকেন। মোটের উপরে, মোটা লোকসান হওয়া সত্ত্বেও কাগজ আমাদের চালাইয়া যাইতে হইবে। কোনো মোটা তহবিল হাতে লইয়া আমরা কাজ শুরু করি নাই। কাজেই টাকার জন্য আমাদের

দেশের গণতান্ত্রিক জনসাধারণের উপরে নির্ভর করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নাই। সামনে নির্বাচন আসিতেছে। এই ব্যাপারে "স্বাধীনতা" আমাদের মস্ত বড় হাতিয়ার হইবে। "স্বাধীনতা"কে বন্ধ করিয়া দেওয়ার কথা আজ উঠিতেই পারে না।

আমার একান্ত নিবেদন এই যে, সকলে "স্বাধীনতা"কে অর্থ-সাহায্য করিতে থাকুন।

মুজফ্ফর আহ্মদ
২৭শে জুলাই, ১৯৫১

"স্বাধীনতা" সম্পর্কে বিশেষ সভা

আগামী ৩১শে জুলাই মঙ্গলবার "স্বাধীনতা" অফিসে কলিকাতা, হাওড়া, হুগলি ও ২৪ পরগনার সকল অঞ্চলের সমস্ত পার্টি সভ্যদের একটি জেনারেল বডি মিটিং হইবে। বিষয়-১। স্বাধীনতার আর্থিক সমস্যা এবং ২। পত্রিকা বিক্রয়ের সংগঠন।

পত্রিকা অফিস হইতে কার্ড সংগ্রহ করিবেন। কোনো অঞ্চল যাহাতে প্রতিনিধিবিহীন না থাকেন সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।

আহ্বায়ক — মুজফ্ফর আহ্মদ।

উক্ত নোটিশ দু'টি "স্বাধীনতা"র ২৯শে জুলাই তারিখের সংখ্যাতেও প্রকাশিত হয়।

স্বাধীনতা, নব পর্যায় — ১৬৯তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ২১৪তম সংখ্যা) ২৯শে জুলাই ১৯৫১, তে প্রকাশিত 'সম্পাদকীয়'র কিছু কিছু অংশ প্রকাশ করা হলো ঃ

২৯শে জুলাই

পাঁচ বছর আগে একদিন কলিকাতা জাগিয়া উঠিয়াছিল। আর জাগিয়া উঠিয়াছিল সারা দেশ।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অহঙ্কারের শহর কলিকাতায় ও শহরতলীতে সেদিন কারখানার পর কারখানার ধোঁয়া উঠে নাই। নিঃসাড় হইয়া গিয়াছিল যানবাহন, পোর্ট, বাস, ট্রাম আর রিক্সা। ব্রিটিশ বণিক আর ব্যাঙ্কারদের হৃদপিন্ড ক্লাইভ ষ্ট্রীটে হাজিরা দিতে আসেন নাই কর্মচারীরা। উপরতলার সাদা আর কালো শাসকের দল স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল আতঙ্কে।

আর অন্যদিকে জাগিয়া উঠিয়াছিল আসল কলিকাতা। জাগিয়া উঠিয়াছিল দেশ। দশ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারীর ঐক্যবদ্ধ সাধারণ ধর্মঘটে, নিশানের পর নিশান, মিছিলের পর মিছিলে, পুলিস-মিলিটারীর হুকুমকে সাময়িকভাবে ক্ষান্ত করিয়া লক্ষ লক্ষ পদাঘাতে একদিনের জন্য দুলিয়া উঠিয়াছিল পরাক্রান্ত জনসমুদ্র। ডাক-তার কর্মচারীর সংগ্রাম উপলক্ষ্য করিয়া দাবি তুলিয়াছিল — শ্রমিক-কর্মচারীর বাঁচার দাবিকে মানিতে হইবে। দাবি তুলিয়াছিল — ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারত ছাড়ো.........।

তারপর হইতে দীর্ঘ পাঁচ বছর কাটিয়াছে। দেশবাসী মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছেন কোথাও একটা ভুল হইয়াছে ....। ভারতের দুই খন্ডিত অংশে উৎসব জাগিয়াছে, ভূয়া স্বাধীনতার প্রগলভ ঝান্ডা উড়িয়াছে আইনসভাগুলিতে .... কেবলি জাগিয়া উঠিয়াছে বুভুক্ষা। অন্নহীন, বস্ত্রহীন, ভবিষ্যৎহীন ভারতের দুই খন্ডে শুধু মুদ্রা জাগিয়াছে সেই একই বনিয়াদি ব্রিটিশ কায়েমীস্বার্থ, সেই একই জমিদার, রাজা ,রাজ প্রমুখের দল ....।

আর রক্ত ঝরিয়াছে বেশি, অনেক বেশি, ব্রিটিশ আমলের অপেক্ষাও বেশি............।

পাঁচ বছরের ক্ষুধা আর রক্তের অভিজ্ঞতায় আজ চিনিতে বাকি নেই কাহারা সেই প্রবঞ্চক, ২৯শে জুলাইয়ের স্বপ্নকে যাহারা ইংরেজের সঙ্গে আপোসের মধ্যে বিসর্জন দিয়াছে ; কাহারা সেই বিশ্বাসঘাতক, গদির লোভে যাহারা পণ্যের মতো স্বদেশকে নীলামে চড়াইয়াছে। পাঁচ বছর

পরে কংগ্রেসী ও লিগ শাসকচক্র দুটির উলঙ্গ স্বরূপকে আজ আর শত্রু বলিয়া চিনিতে ভুল হইবে না..........।

কিন্তু তাহারই সঙ্গে আসিয়াছে সেদিনকার ১৬ই আগস্টের মতোই আর এক সর্বনাশা চক্রান্ত। সেই একই সাম্রাজ্যবাদের হাতে খেলিয়া ভারতের দুই খন্ডে দুই জুয়াড়ী শাসকচক্রের সেই একই জনঘাতী উসকানি ....।

(১৬ই আগস্ট ১৯৪৬ সাল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা) . . ..।

পাঁচ বছর আগের ময়দান তাহাকে ডাকিতেছে। দশ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারীর সাধারণ ধর্মঘট তাহাকে ডাকিতেছে। ব্রিটিশ কায়েমীস্বার্থকে উচ্ছেদ করার অসম্পূর্ণ গৌরব তাহাকে ডাক দিতেছে। ১৬ই আগস্টের প্রেতমূর্তির উপর আজ জয়ী হইতে হইবে ২৯শে জুলাইকে। হিন্দুস্তান-পাকিস্তান, হিন্দু-মুসলিম, বাঙালী-অবাঙালী, এদল আর ওদলের সমস্ত প্রকার বিভেদের উপর আজ উঁচু করিয়া তুলিতে হইবে ২৯শে জুলাইয়ের প্রেরণাকে। ২৯শে জুলাই জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ কলিকাতার শ্রমিকশ্রেণীর অমর ঐক্য ।

এই সঙ্গে আছে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম ঃ

গণতান্ত্রিক নির্বাচনের জন্য আটক বন্দীদের মুক্তি চাই গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রত্যাহার চাই ঃ করিমগঞ্জের বিশিষ্ট নেতাদের আবেদন'

করিমগঞ্জের ভূতপূর্ব কংগ্রেস এম এল এ শ্রী দক্ষিণারঞ্জন গুপ্ত, আসামের ভূতপূর্ব মন্ত্রী মোঃ মাহমুদ আলী। কংগ্রেস নেতা শ্রীহরিপদ দত্ত, শ্রী কিরণকুমার দাস, উকিল শ্রী নগেন্দ্রনাথ দে, প্রফেসার শ্রী সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, পূর্বাচল সম্পাদক শ্রী সুবোধচন্দ্র দত্ত, মোক্তার বারের সম্পাদক শ্রী ললিতকুমার শর্মা, বাস্তুহারা উকিল সমিতির সম্পাদক শ্রীদয়াময় দাস, নারী কল্যাণ সমিতির সম্পাদিকা শ্রী সুহাসিনী কর, নয়া দুনিয়ার সম্পাদক শ্রী যজ্ঞেশ্বর কর, কলেজ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শ্রী ব্রজগোপাল ভট্টাচার্য, নারী কল্যাণ সমিতির সহ-সম্পাদিকা শ্রীমতী বাসন্তী ভট্টাচার্য ও শ্রীমতী উষা রায়, খাদ্য কমিটির যুগ্ম সম্পাদক শ্রী হিমাংশু দাশগুপ্ত প্রমুখ ৩৭ জন স্থানীয় নেতা নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন।

আগামী ডিসেম্বর মাসে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে যাইতেছে.........। কিন্তু আসাম সরকার আজও এই মহকুমার অন্যতম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কমিউনিস্ট পার্টির নেতা, কর্মী এবং সমর্থক অনেককে জেলখানায় আটক রাখিয়াছেন, বহু কর্মীর নামে দীর্ঘদিন যাবৎ মামলা ঝুলিতেছে এবং বিশিষ্ট কর্মীদের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ও হুলিয়া জারি করিয়াছেন। অতীতের হঠকারী নীতির সহিত সম্পর্ক অস্বীকার করিয়া কমিউনিস্ট পার্টি তাহার নূতন নীতি জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করিয়াছে............। জনসাধারণের স্বাধীন মতামত প্রকাশের সুযোগ দেওয়ার জন্য সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি একান্ত প্রয়োজন।

কমিউনিস্ট পার্টি ও তাহার নীতির সহিত আমরা প্রত্যেকে একমত না হওয়া সত্ত্বেও আগামী সাধারণ নির্বাচনকে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক হিসাবে অনুষ্ঠানের জন্য আমরা আসাম সরকারের নিকট আবেদন জানাইতেছি.............।

এই সংখ্যাতেই অন্যান্য বিশেষ শিরোনামের মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে.............।

'মান্দালয়ের নিকটে বার্মার মুক্তিফৌজের সমাবেশ ঃ কমিউনিস্ট নেতা থাকিন থানটুনের সেনাপতিত্বে আক্রমণের উদ্যোগ', 'বিদেশী মালিকের শোষণ আরও ২০ বৎসরের জন্য বহাল ঃ কলিকাতা ট্রাম কোম্পানির সহিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চুক্তি', 'বেলুড় টাটানগর ফাউন্ড্রির ধর্মঘট

ভাঙিবার জন্য পুলিস ও মালিকের জুলুম : প্রতিবাদে একই মালিকের সমস্তক'টি কারখানায় প্রতিবাদ ধর্মঘট : ইউনিয়ন সভাপতি ও সম্পাদক গ্রেপ্তার — সারা কারখানা অঞ্চলে পুলিস মোতায়েন', 'আরও কয়েকটি মামলা ফাঁসিয়া গেল : "পুলিসপক্ষের সাক্ষ্য সব মিথ্যা" — শিলিগুড়ি ম্যাজিস্ট্রেটের মন্তব্য' প্রভৃতি।

স্বাধীনতা, নব পর্যায় — ১৭০তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ২১৫তম সংখ্যা) ৩০শে জুলাই ১৯৫১, তে প্রকাশিত শিরোনাম :

'ভ্রাতৃঘাতী চক্রান্তের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর শপথ গ্রহণ : ঐক্যের দুর্জয় সঙ্কল্প লইয়া ২৯শে জুলাই উদ্‌যাপিত : বন্দীমুক্তি ও ব্যক্তিস্বাধীনতার দাবি : সংগ্রামরত শ্রমিকদের প্রতি সমর্থন'

কলিকাতা, ২৯শে জুলাই — সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে সমস্ত শ্রমিকশ্রেণী ও তাহার সংগঠনগুলিকে তাহাদের রাজনৈতিক কিংবা অন্য যেকোনো পার্থক্য ভুলিয়া ঐক্যবদ্ধ হইবার আগ্রহ ও প্রেরণাই ফুটিয়া ওঠে এবারের ঐতিহাসিক ২৯শে জুলাইয়ের কেন্দ্রীয় সমাবেশে ও অন্যান্য জমায়েতে।

১৯৪৬ সালের ২৯শে জুলাইকে ডুবাইয়া দিয়াছিল ১৬ই আগস্টের আত্মঘাতী দাঙ্গায় সাম্রাজ্যবাদ ও তাহার সাঙ্গপাঙ্গ ও দল। ময়দানের সাত সহস্রাধিক শ্রমিক ও জনজমায়েতে দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করা হয় যে, *শ্রমিকশ্রেণী এবারের ২৯শে জুলাইকে কিছুতেই এই সর্বনাশা পথে পরিচালিত হইতে* দিবে না।

লালঝান্ডা উড়াইয়া কলিকাতার রাজপথকে আবার কাঁপাইয়া তুলিয়া বি পি টি ইউ সি, ও ইউ টি ইউ সি'র যুক্ত উদ্যোগে কেন্দ্রীয় সমাবেশে যোগ দেন ডক ও গ্যাসের শ্রমিকরা, প্লাইউড, গ্লাস, স্ট্যান্ডার্ড মেশিনারী, এস কে চক্রবর্তী প্রভৃতি কারখানার শ্রমিকরা, হাজির হন কলিকাতার বিভিন্ন ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্স, সওদাগরী ও সরকারী অফিসের কর্মচারীরা। ফেস্টুনে, পোস্টারে, লালঝান্ডার সমারোহে সমস্ত সভাস্থলটি মুখর হইয়া উঠিয়াছিল.........। ঐ সংখ্যার অন্যান্য কিছু শিরোনাম :

'কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতি শান্তি সংগ্রামের প্রথম সাফল্য : পঞ্চশক্তির শান্তি চুক্তির সম্ভাবনায় মস্কো বেতারে উৎসাহ প্রকাশ', **'শান্তি-চুক্তির দাবিতে এ যাবৎ ৪৩ কোটি,**

প্রাগ, ২৩ শে জুলাই — ৪২টি দেশের ৪২ কোটি ৯৭ লক্ষ ২৫ হাজার ৭৩৬ জন নর-নারী এ যাবৎ পাঁচ-শক্তি, শান্তি-চুক্তির দাবিতে সহি দিয়াছেন।

এই বিবরণী দিয়া টেলিপ্রেস জানাইতেছেন যে, এখনও অনেক দেশের খবর পাওয়া যায় নাই ; এবং জনগণতান্ত্রিক দেশগুলি ছাড়া অন্যান্য দেশের সংখ্যা আংশিক বিবরণী মাত্র। অধিকন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের সংখ্যা ইহার অন্তর্গত নয়, — সেখানে এখনও অভিযান চলিতেছে............।

[২৯শে জুলাই হইতে ৫ই আগস্ট সারা ভারতে ও পশ্চিমবঙ্গে সহি-সংগ্রহ সপ্তাহ]

এই সঙ্গে আছে — 'অস্ত্রসজ্জার হিড়িকের বিরুদ্ধে অভিযানের ডাক : শান্তি-চুক্তি অভিযানে অন্যতম প্রধান কর্তব্য বলিয়া জোলি ও কুরির বক্তৃতা।'

— টেলিপ্রেস।

স্বাধীনতা, নব পর্যায় — ১৭১তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ২১৬তম সংখ্যা) ৩১শে জুলাই ১৯৫১, মঙ্গলবার, ১৪ই শ্রাবণ ১৩৮৫ তে প্রকাশিত শিরোনাম :

'১৫ই আগস্ট দিবসে কংগ্রেস-বিরোধী ঐক্যবদ্ধ বিক্ষোভ গড়িয়া তুলুন ঃ ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ডাক'

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারিয়েট সমস্ত পার্টি, গ্রুপ ও ব্যক্তি বিশেষের নিকট এক আবেদনে ভারতের বুকের উপর কংগ্রেস যে ধরনের রাজত্ব চালাইতেছে, তাহার প্রকৃত চেহারা নগ্ন করিয়া দিয়া এবং সেই রাজত্ব ধ্বংসের শপথ লইয়া "ক্ষমতা হস্তান্তরে"র চতুর্থ বার্ষিক দিবস উপলক্ষে এই বৎসর ১৫ই আগস্ট তারিখে দেশব্যাপী ঐক্যবদ্ধ সভা, শোভাযাত্রা ও মিছিল বাহির করার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন। গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে আগামী নির্বাচনে প্রত্যেকটি কংগ্রেস প্রার্থীকে পরাজিত করিতে হইবে -- ইহাই হইবে জনসাধারণের সুস্পষ্ট ধ্বনি।

'কাশ্মীরে ইঙ্গ-মার্কিন চক্রান্ত ব্যর্থ করিতে শান্তি আন্দোলন গড়িয়া তোল ঃ গ্রাহামকে তাড়াইয়া শান্তি ও গণতন্ত্রের ভিত্তিতে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান কর ঃ যুদ্ধ ও দাঙ্গা প্ররোচনার বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টির মিলিত অভিযানের আহ্বান'

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধিত যুদ্ধের উন্মাদনা লক্ষ্য করিয়া ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারিয়েট গভীর আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, প্রকাশ্য যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করিয়া উহার ফলে উভয় দেশে সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ডে লক্ষ লক্ষ লোকের অভাবনীয় দুর্দ্দশা দেখা দিতে পারে। ....

"... ..... কমিউনিস্ট পার্টি ভারতের সকল মানুষের কাছে আবেদন জানাইতেছে - তাঁহারা যেন স্মরণ করেন, অতীতে যুদ্ধোন্মত্ততা ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কাহাদের সহায়তা করিয়াছিল, কিভাবে জঘন্যতম প্রতিক্রিয়াপন্থীরা উস্কানি দিয়া জমি ও রুটি, চাকুরি ও ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রশ্ন জনগণের জীবনের প্রধান প্রশ্ন হইতে জনগণের মনোযোগ দূরে সরাইয়া দিবার চক্রান্ত করিয়াছিল।"

এই সংখ্যায় অন্যান্য বিশেষ বিশেষ শিরোনামের মধ্যে আছে --

'নির্বাচনে কংগ্রেসকে পরাজিত করিতেই হইবে ঃ মেদিনীপুরে বামপন্থী ও প্রগতিশীলের বিরাট সমাবেশে ঘোষণা', 'নির্বাচিত হইয়া মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হউন ঃ ....নির্বাচন প্রসঙ্গে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির বিবৃতি', 'চন্দননগর ঃ বিজয়ী সদস্যদের নির্বাচন বানচাল করিবার কংগ্রেসী চক্রান্ত ঃ ভারত সরকারের নিকট পশ্চিম বঙ্গ কংগ্রেস ও বিধান সরকারের জরুরী নোট'

•

'নির্বাচনে বিভিন্ন দলের প্রতীক ঃ বাছাই করার জন্য কমিশনের সহিত দলসমূহের বৈঠক'

নয়াদিল্লি, ৩০শে মে জুলাই -- আগামী সাধারণ নির্বাচনে "লাঙ্গল ও বলদ" প্রতীক লইয়া ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা মনে করিতেছে। যে কয়টা বিভিন্ন প্রতীকের প্রস্তাব কংগ্রেস লইয়াছে তাহার মধ্যে প্রথম হইতেছে "লাঙ্গল ও বলদ"। প্রতীক স্থির করার উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন কর্ত্তৃক আহুত এখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সম্মেলনে বিভিন্ন দলের পছন্দ সম্পর্কে জানানো হয়।

অদ্যকার সম্মেলনে অপর যে ছয়টি রাজনৈতিক দল যোগদান করিয়াছিল তন্মধ্যে সমাজতন্ত্রী দলের পছন্দ প্রতীকের মধ্যে পহেলা নম্বর হইতেছে "লাঙ্গল", প্রজা পার্টির-কুটির, ফরোয়ার্ড ব্লক (মার্কসপন্থী দল) লম্ফমান ব্যাঘ্র, হিন্দু মহাসভা স্বস্তিকা ও তরবারি এবং রামরাজ্য পরিষদ-গাভী, বৎস এবং দোহনরত গয়লানী। ....

— পি টি আই

১৪ই আগস্ট নব পর্যায় ১৮৫তম সংখ্যাতে প্রকাশিত হয়েছে তার শিরোনাম ঃ

'১৫ই আগস্টের জনসমাবেশে দলে দলে যোগ দিন ঃ কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদের আহ্বান'

কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটির সম্পাদক কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ ১৫ই আগস্টের জনসমাবেশ সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিবৃতি দিয়েছেন ঃ

১৫ই আগস্ট তারিখে ভূয়া স্বাধীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দেশের সর্বত্র সভা-সমিতি ও সমাবেশের আহ্বান জানাইয়াছেন।

কলিকাতায় এই উপলক্ষ্যে মহম্মদ আলি পার্কে যে কেন্দ্রীয় সমাবেশের আয়োজন করা হইয়াছে তাহাতে যোগ দিবার জন্য আমি প্রত্যেক পার্টি ইউনিট, প্রত্যেক পার্টি সভ্য ও সমর্থকদের কাছে আবেদন জানাইতেছি।

স্থানীয়ভাবেও বিভিন্ন অঞ্চলে যাহাতে সভা সমিতি ও মিছিল সংগঠিত করা হয় তাহার জন্যও দ্রুত আয়োজন করার জন্য সংশ্লিষ্ঠ সকলের কাছে অনুরোধ জানাইতেছি। স্থানীয় সমাবেশের পর কলিকাতা ও শহরতলী হইতে মিছিল করিয়া কেন্দ্রীয় সমাবেশে যোগদান করা আবশ্যক। কেন্দ্রীয় সমাবেশের পর একটি মিছিল বাহির করা হইবে। সকলকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে তাহারা যেন ফেস্টুন পোস্টার পতাকা ইত্যাদি নিয়া সমাবেশে যোগ দেন।

এই সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে ঃ

'বিধান রায়ের প্রতি কমিউনিস্ট নেতা গোপালনের চ্যালেঞ্জ ঃ রাজবন্দীদের স্বাধীনতা দিলে কংগ্রেস একটি আসনও পাইবে না। নির্বাচনে কংগ্রেস-বিরোধী গণতান্ত্রিক দলকে ঐক্যবদ্ধ হইবার আহ্বান'

.... উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত (১২ই আগস্ট) এক জনসভায় কমিউনিস্ট নেতা কমরেড এ কে গোপালন কংগ্রেসী শাসনে ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকারকে কিভাবে পদদলিত করা হইতেছে, তাহার বিবিধ দৃষ্টান্ত দিয়া প্রসঙ্গত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে চ্যালেঞ্জ জানাইয়া বলেন, "আজ যদি আমাদের সমস্ত আটক কমরেডকে মুক্তি দেওয়া হয়, এবং জনসাধারণের মধ্যে তাঁহাদের কাজ করিতে দেওয়া হয় তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গের একটি আসনেও কংগ্রেস প্রার্থী নির্বাচিত হইতে পারিবে না।" বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও আগামী নির্বাচনে জনসাধারণের দায়িত্ব বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি "ভারতে সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তবাদী জোট ও কংগ্রেসকে" আগামী নির্বাচনে পরাজিত করার জন্য একটি গণতান্ত্রিক কর্মসূচীর ভিত্তিতে দলমতনির্বিশেষে সমস্ত কংগ্রেস বিরোধী গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হইবার আহ্বান জানান।

.... কমরেড এ. কে. গোপালন বলেন বাংলার যে বিপ্লবী ঐতিহ্য একদিন সারা ভারতের জনসাধারণকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাই আগামী নির্বাচনে সমস্ত গণতান্ত্রিক মানুষকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হইতে অনুপ্রাণিত করিবে, ভারতে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করিবে।

চার বছরের ইতিহাস

কংগ্রেসী কুশাসনের চার বৎসরের ইতিহাসে বর্ণনা করিয়া তিনি বলেন, "এই চার বৎসরে কৃষক জমি পান নাই। বুভুক্ষু শ্রমিকের মজুরি বাড়ে নাই, তাঁহার সংগঠনের অধিকার, ধর্মঘটের অধিকার কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। মধ্যবিত্তের কণ্ঠশ্বাস উঠিয়াছে সাধারণ মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা

নাই, দেশে শিল্প বিস্তারে আগ্রহশীল শিল্পপতিরা পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী শোষণে জর্জরিত হইয়াছেন, এবং ক্ষুধার্ত নরনারী এক হইয়া খাদ্যের অথবা মজুরির দাবি জানাইতে গেলে, গুলি খাইয়া মরিয়াছেন।"

.... ইহারই পাশাপাশি কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ক্ষেত্র অবাধ লুণ্ঠনের জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে, বিলাতী মালিকের চটকল, চা-বাগান, জাহাজ ব্যবসার ও বিলাতী ব্যাঙ্কের স্বার্থ অক্ষুন্ন রহিয়াছে, দেশের সামন্তবাদী ব্যক্তির স্বার্থ অব্যাহত রহিয়াছে।

পাঁচশালা মৃত্যু-পরিকল্পনা

কংগ্রেসের পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি বলেন যে, ইহা পাঁচ বছরে ধীরে ধীরে মানুষকে মারার পরিকল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। ইহাতে শুধু বলা হইয়াছে পেটে গামছা বাঁধিয়া কাজ করিয়া যাও।

জনসাধারণকে হুঁসিয়ার করিয়া তিনি বলেন, নির্বাচনের আগে কংগ্রেস ভালো মানুষের মতো হয়তো একবার রেশন বাড়াইবে, কাপড় বেশি দিবে, তারপর ভোট কুড়াইয়া আবার স্বমূর্তি ধারণ করিবে। কিন্তু সে সুযোগ জনসাধারণ যেন কংগ্রেসকে না দেন।

.... সাম্রাজ্যবাদী-সামন্তবাদী স্বার্থের বাহক গণতন্ত্র ও জনস্বার্থ বিরোধী কংগ্রেসকে আগামী নির্বাচনে হঠাইতে গেলে সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে এবং নির্বাচনে সাফল্য লাভ করিয়া বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি লইয়া এক গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

সোস্যালিস্ট নেতাদের বিভেদ নীতি

.... সোস্যালিস্ট নেতারা নিজেদের কংগ্রেস বিরোধী বলিয়া প্রচাব করিতেছেন অথচ কংগ্রেস বিরোধী বিভিন্ন গণতান্ত্রিক শক্তির সহিত একযোগে কাজ করিতে অস্বীকার করিতেছেন।

একটি শিল্পে একটিমাত্র ইউনিয়ন

শ্রমিক শ্রেণীর নিকট ঐক্যের আবেদন জানাইয়া কমরেড গোপালন বলেন, লাল ঝান্ডা শ্রমিকের পেটের ক্ষুধা এবং জাতীয় টি ইউ-র অন্তর্ভুক্ত শ্রমিকের পেটের ক্ষুধা সমান তীব্র, সোস্যালিস্ট ইউনিয়নের শ্রমিকের পেট অন্য শ্রমিকের পেটের চেয়ে ছোট নয়, এইজন্যই নিজেদের স্বার্থেই শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে এবং একটি শিল্পে নিয়োজিত সমস্ত শ্রমিকদের একটি মাত্র ইউনিয়ন গড়িয়া তুলিতে হইবে।

এরপরের শিরোনাম ধর্মঘট সম্পর্কে নিখিল ভারত রেলওয়ে মেন্স ফেডারেশনের বিশ্বাসঘাতকতা নিয়ে ঃ

'রেল ধর্মঘট স্থগিতের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে শ্রী জ্যোতি বসু ঃ ফেডারেশনের দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রী নেতাদের স্বরূপ উদঘাটন'

.... ১৩ই আগস্ট – ই আই ও আসাম রেলরোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি শ্রী জ্যোতি বসু রেলওয়ে ফেডারেশনের নেতাদের ধর্মঘট স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তকে দায়িত্বজ্ঞানহীন ও বিশ্বাসঘাতক কাজ বলিয়া অভিহিত করিয়া এক বিবৃতি দিয়াছেন।

.... "নিখিল ভারত রেলওয়ে ফেডারেশন জাতীয় নিরাপত্তা ও খাদ্য সঙ্কটের অজুহাতে সাধারণ ধর্মঘট স্থগিত রাখিয়াছে।........ কারণ দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রীদের দ্বারা প্রভাবান্বিত রেলওয়ে ফেডারেশনের নেতৃত্ব বারে বারে এইভাবে শ্রমিকদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আসিতেছেন।

"মাগ্‌গী ভাতা ও অন্যান্য দাবির লড়াইযে শক্তিশালী এবং একমাত্র হাতিয়ার হইতেছে শ্রমিকদের একতা। এই একতা যাহাতে গড়িয়া না উঠে তাহার জন্যই ফেডারেশনের দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রী নেতারা চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা ফেডারেশনের বাহিরের ছয়লক্ষ রেল শ্রমিককে ব্যালট বাক্সে ভোট দিতে বাধা দিয়াছেন, বড় বড় ইউনিয়নগুলিকে ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত করিতে অস্বীকার করিয়াছেন ফেডারেশনের অন্তর্গত ও বর্হির্ভূত সমস্ত শ্রমিকদের লইয়া যুক্ত সংগ্রাম পরিষদ গঠন করার প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কেন যে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ একতাকে ভয় করেন, তাহা আজ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে, কারণ শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ রেল শ্রমিকরাই তাহার এই বিশ্বাসঘাতকতাকে রুখিতে পারে।" ....

এই সঙ্গে আছে শান্তি আন্দোলন সম্পর্কিত শিরোনাম ঃ

'বার্লিনের রাজপথে ২০ লক্ষ যুবকের শান্তি শোভাযাত্রা ঃ বিভিন্ন দেশের যুব প্রতিনিধির সমবায়ে ইতিহাসের বৃহত্তম মিছিল ঃ জার্মানির পুনরস্ত্রীকরণের বিরুদ্ধে শান্তি চুক্তির দাবিতে শপথ গ্রহণ'

বার্লিন, ১২ই আগস্ট -- সারা পৃথিবী হইতে আগত কমিউনিস্ট যুবকরা পর্ব বার্লিনের রাজপথে অদ্য অপরাহ্নে আট ঘন্টা গণ-কুচকাওয়াজের পর আনন্দ-নৃত্য শুরু করেন। উদ্যোক্তাদের মতে ইহাই "ইতিহাসের বৃহত্তম শান্তি মিছিল।"

. ... জার্মানীর পুনরস্ত্রীকরণের বিরুদ্ধে ও ১৯৫১ সালে শান্তি-চুক্তির দাবিতে এই যুব জার্মান শান্তি সেনাদল এই শোভাযাত্রা বাহির করেন।............

শান্তি-সৈনিকের শপথ

শোভাযাত্রীদের হাতে প্রাচীর পত্রে লেখা ছিল ঃ খুনী আইসেন হাওয়ার চলিয়া যাও, যাইবার সময় আদেজেয়াত্বিকে (পশ্চিম জার্মানির চ্যান্সেলারকে) সঙ্গে লও।" সমস্ত জার্মানির যুবক এখানে মিলিত হইয়াছে ইয়াঙ্কীদের ধরে তাড়াইবার জন্য", "যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে পশ্চিম জার্মান যুবক কখনই লড়িবে না।" .... -- পি. টি. আই

কংগ্রেসের ভিতরকার সঙ্কটের একটি চিত্রের শিরোনাম ঃ

'নেহরু-টান্ডন বিরোধ নাটকের শেষাঙ্ক ঃ ক্ষমতার ভাগাভাগির ভিত্তিতে যুগল-মিলন আসন্ন'

নয়াদিল্লি, ১৩ই আগস্ট -- ক্ষমতালোভী সমস্ত দলের সন্তুষ্টিবিধান করিয়া চাহিদা মাফিক ক্ষমতা বাঁটিয়া লইয়া ওয়ার্কিং কমিটি পুর্নগঠিত হইবে বলিয়া কংগ্রেসী মহলে জোর গুজব দেখা যাইতেছে। তথাকথিত কংগ্রেসী "সঙ্কট" প্রায় উঠিয়া যাইতেছে। শ্রীসত্যনারায়ণ সিং, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও পন্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থ ও শ্রী সম্পূর্ণানন্দ আজ দ্বিপ্রহরে এক ঘন্টার আধককাল প্রধানমন্ত্রীর মানভঞ্জনার্থে তাঁহার সহিত অবস্থান করেন।

তাঁহারা শ্রী নেহরুর ওয়ার্কিং কমিটি পরিত্যাগ কিম্বা কংগ্রেস সভাপতির পদত্যাগ "দেশের রাজনৈতিক জীবনে এই সঙ্গট মুহূর্তে কি প্রভাব বিস্তার করিবে" তাহা ফলাও করিয়া বর্ণনা করেন।

...... এই দলীয় স্বার্থরক্ষার নীতিকেই "নীতিগত" বিরোধ বলিয়া চালানো হইতেছে।

'কংগ্রেস সঙ্কট গভীরতর ঃ ট্যান্ডনের পদত্যাগের বাসনা প্রকাশ'

.... কয়েকজন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা শ্রী নেহরুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারা এই ধারণা লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন যে, নেহরু ওয়ার্কিং কমিটি পুর্নগঠন চাহেন।

প্রকাশ শ্রী ট্যান্ডন ওয়ার্কিং কমিটিতে তাঁহার সহকর্মীদের বলিয়াছেন যে, তাঁহার সামনে একমাত্র পথ হইতেছে, তিনি পদত্যাগ করিয়া শ্রী নেহরু অথবা অন্য কাউকে সভাপতি পদে আহ্বান করা।

ওয়াকিবহাল মহলের মতে নেহরুর পদত্যাগের হুমকির ফলে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। -- পি. টি.আই

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের আমলাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ভূয়া স্বাধীনতা এক বৎসর পূর্ণ হওয়ার আগেই কংগ্রেস সরকার পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করে। স্বাধীনতা কাগজও বন্ধ করে দেয়। ১৯৫১ সালের ১৫ই আগস্ট ব্রিটিশ শর্তে কংগ্রেসী আমলাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর 'স্বাধীনতা দিবস' চার বছর পূর্ণ হলো। তিন বছর পর হাইকোর্টের রায়ে পার্টি আইনসঙ্গত হওয়ার পর 'স্বাধীনতা' পুনরায় নব পর্যায়ে আত্মপ্রকাশ করার পর এই প্রথম ভূয়া স্বাধীনতা'র একটি চিত্র প্রকাশ্যে তুলে ধরার সুযোগ পেল —

নব পর্যায় - ১৮৬তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ২৩১তম সংখ্যা) ১৫ই আগস্ট ১৯৫১ বুধবাব ২৯শে শ্রাবণ ১৩৫৮ প্রথম পাতার একটি চিত্র ঃ

দেশবাসীর জন্য চার বছর কংগ্রেসী শাসনের রক্তাক্ত আশীর্বাদ

১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ হইতে ১লা আগস্ট ১৯৫০ পর্যন্ত

- **গুলি চলিয়াছে — ১৯৮২ বার**
- **নিহতের সংখ্যা — ৩,৭৮৪ জন**
- **আহত ও পঙ্গু — ১০,০০০ জন**
- **জেলে আটকের সংখ্যা — ৫০,০০০ জন**
- **জেলে নিহতের সংখ্যা — ৮২ জন**

বলিদান!

গত সপ্তাহে ১১২ জন নিঃস্ব শহরের ফুটপাথে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। ঐ সপ্তাহের মোট মৃত্যুর সংখ্যা ৮৩৫ জন। বিভিন্ন রোগে মৃত্যুর সংখ্যা এইরূপ ঃ কলেরায় ১৯ জন, বসন্তে ৫ জন, ম্যালেরিয়ায় ২২ জন, যক্ষায় ৫৫ জন এবং টাইফয়েড ৩৭ জন।

একমাত্র বাংলা দেশেই নিহত নারীর তালিকা

অহল্যা - কাকদ্বীপ - ১৯৪৮
সরোজিনী - " "
লতিকা সেন - কলিকাতা - ১৯৪৯
প্রতিভা গাঙ্গুলি - " "
অমিয়া দত্ত - " "
গীতা সরকার " "
কাননবালা দাসী
এবং ৩ জন নারী - মাশিলা ২রা মার্চ ১৯৪৯
বন্দনা - কোচবিহার - ১৯৫১
বকুল তালুকদাব, " "
কবিতা বসু -
এবং আরো আনেকে


স্বাধীনতা

SWADHINATA

দেশবাসীর জন্য চার বছর কংগ্রেসী শাসনের রক্তাক্ত আশীর্বা

বর্তমান সরকারের অবসান ঘটাইতে হইবে

কমিউনিস্ট পার্টির নির্বাচনী ইস্তাহার

নেহরু-ট্যাণ্ডন আলোচনা ব্যর্থ পর্য্যবসিত

সাম্রাজ্যবাদকে তোষণ

১৫ই আগষ্ট বিরাট জনসমাবেশে

কংগ্রেসী বুলেটের অসংখ্য শিকারের মধ্যে দুইজন

'সাম্রাজ্যবাদকে তোষণ করিয়া জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি'

প্রায় ৮০০ কোটি টাকা ব্রিটিশ পুঁজির এদেশ শোষণের অধিকার রক্ষা।

অন্ততঃ বৎসরে ২০০ কোটি টাকার মুনাফা বাইরে প্রেরণের অধিকার বজায়।

মূল যন্ত্রপাতির বদলে গত বৎসরও ৫৪২ কোটি ছোটখাট বিদেশী পণ্য ও তুলা ইত্যাদি আমদানী করিয়া জাতীয় শিল্পের গতিরোধ ও দেশকে শোষণ।

গত বৎসর ৫৩৭ কোটি টাকার রপ্তানীর মধ্যে প্রধানতঃ কাঁচামাল সস্তায় বাহিরে প্রেরণ করিয়া সাম্রাজ্যবাদীদের অর্থনীতি রক্ষা।

সুদসহ মোট ১৭৫০ কোটি টাকার স্টার্লিং ব্যালেন্স হইতে ইংরাজ আই. সি. এস'দের ২১৬ কোটি টাকা উপহার। অচল পচা ডিসপোজালের মাল কেনার নামে ১৩৩ কোটি টাকা প্রণামী।

মুদ্রামূল্য হ্রাস করা বাবদ স্টার্লিং পাওনা হইতে ক্ষতি ৩৬৭ কোটি টাকা।

১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এই সংখ্যায় অন্যান্য শিরোনাম ঃ

'কংগ্রেসী কুশাসনের চার বছর ঃ ভূয়া স্বাধীনতার স্বরূপ' -- 'ধাপে ধাপে বাজার দর আগুন। খাদ্য চাহিলেই বুলেট!', 'দুঃশাসনের স্বাধীনতা ঃ একদিকে মুনাফার পাহাড় অন্যদিকে বস্ত্রাভাবে আত্মহত্যা', 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর প্রচণ্ড দমন নীতি', '১৫ই আগস্টে ভূয়া স্বাধীনতার বিরুদ্ধে মিলিত প্রতিবাদের আহ্বান ঃ বিভিন্ন বামপন্থী ও প্রগতিশীল দলের বিবৃতি'।

১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা'য় অন্যান্য যে সব প্রধান প্রধান শিরোনাম প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে আছে ঃ

'আগামী নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি ঃ যে রাজ্যে বে-আইনী নয় সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবে ঃ পার্লামেন্টে রাজাগোপালাচারীর ঘোষণা'

নয়াদিল্লি. ১৪ই আগস্ট আজ পার্লামেন্টে শ্রী এইচ. জি. কামাথ যে সমস্ত রাজনৈতিক দল বে-আইনী ঘোষিত হইয়াছে, তাহাদের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়া আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে যোগদানের সুবিধাদান সম্পর্কে এক প্রশ্ন উত্থাপন করেন। এই প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রী রাজাগোপালাচারী বলেন কেন্দ্রীয় সরকার কোন দলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে নাই। হায়দরাবাদ, ত্রিবাঙ্কুর কোচিন এবং প্রাক্তন ইন্দোর রাজ্য এলাকায় কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হইয়াছে। অন্য কোন রাজ্য সরকার কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী করিয়াছে বলিয়া ভারত সরকারের জানা নাই।

কমিউনিস্ট পার্টির উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা সম্পর্কে শ্রী রাজাগোপালাচারী বলেন যে, কমিউনিস্ট পার্টির অপরাধমূলক কার্যকলাপ বন্ধ হইলে ভারত সরকার রাজ্য সরকারকে এরূপ পরামর্শ দিতে পাবে। কমিউনিস্ট পার্টি একদিকে নির্বাচনী প্রচার কার্যের জন্য বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেছে, অন্যদিকে হত্যা, গৃহদাহ প্রভৃতি সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ চালাইয়া যাইবে, এই দুই ধরনের কাজ কখনও একসঙ্গে চলিতে পারে না।

কমিউনিস্ট পার্টি নিজেকে নিয়মতান্ত্রিক দল হিসাবে ঘোষণা করিয়া নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য ভারত সরকারের নিকট দলের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবি জানাইয়াছেন কি না -- এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন যে, কমিউনিস্ট পার্টির কোন কোন সভ্য এইরূপ ঘোষণা করিয়াছেন। তবে সরকারী তথ্য হইতে দেখা যায় যে, হত্যা, অগ্নিকাণ্ড ও লুণ্ঠন যে এখনও অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহাই নহে, তাহারা এই সমস্ত কার্য্যকলাপের অধিকার এখনও ত্যাগ করে নাই। যেখানে কমিউনিস্ট পার্টির উপর নিষেধাজ্ঞা আছে, সেখানে কমিউনিস্ট পার্টি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্দেশ্যে তাহাদের বন্দী কোন প্রার্থীকে মুক্ত করিবার জন্য শাসনতন্ত্রে সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিবে

না। যে সমস্ত রাজ্য কমিউনিস্ট পার্টির উপর কোন নিষেধাজ্ঞা নাই সেখানে পার্টি সভ্যরা স্বাধীনভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবে।

শ্রী কামাথ প্রশ্ন করেন -- লুণ্ঠন, হত্যা প্রভৃতির সংখ্যা কি বৃদ্ধি পাইতেছে?

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, কমিউনিস্টরা এখন পূর্বের মত নির্বিচারে আন্দোলন চালাইতেছে না। তাহারা এখন স্থান বাছিয়া লইয়া সন্ত্রাসমূলক কাজ চালাইতেছে। ....। —পি. টি. আই.

'কমিউনিস্ট পার্টিই আদর্শ : কংগ্রেস কর্মীদের প্রতি নেহরুজীর উপদেশ'

নয়াদিল্লি, ১৪ই আগস্টের সংবাদে প্রকাশ গতকাল কংগ্রেস কর্মীদের এক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু বলেন যে, কংগ্রেস হইতে তাঁহার পদত্যাগের কোন কথাই ওঠে না। তাঁহার বিশ্বাস যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ও নির্বাচনী কমিটি হইতে তাঁহার পদত্যাগের সিদ্ধান্ত কংগ্রেসের পক্ষে শেষ পর্যন্ত মঙ্গলজনকই হইবে। কংগ্রেস কর্মীদের তিনি বলেন যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যে উদ্যম, নিয়মানুবর্তিতা ও উৎসাহ লইয়া কাজ করে, তাহাদিগকেও সেভাবে কাজ করিতে হইবে। এরপরেই ১৪ই আগস্ট নয়া দিল্লিতে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীপুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন এবং শ্রী নেহরুর সহিত আলোচনার পর যে শিরোনাম প্রকাশিত হয়েছে :

'নেহরু-ট্যাণ্ডন আলোচনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারে নেহরুজীর অসম্মতি'।

এই সংখ্যাতেই প্রকাশিত হলো ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নির্বাচনী ইস্তাহার —

'বর্তমান সরকারের অবসান ঘটাইতে হইবে : জনসাধারণের গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের আহ্বান : কমিউনিস্ট পার্টির নির্বাচনী ইশ্‌তাহার'

কলিকাতা, ১৪ই আগস্ট আজ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নির্বাচনী বোর্ড এক সাংবাদিক সম্মেলনে কমিউনিস্ট পার্টির নির্বাচনী ইশ্‌তাহার প্রকাশ করেন এবং তাহা ব্যাখ্যা করেন।

ইশ্‌তাহারে বলা হয় যে, চারি বছর কংগ্রেসী শাসনের ফলে দেশ আজ এক সর্বনাশের মুখে দাঁড়াইয়াছে।

খসড়ায় দাবি করা হয় যে, অবিলম্বে এই সরকারের অবসান ঘটাইতেই হইবে। জনসাধারণকে এই সরকারের বদলে জনগণের গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম করার জন্য ব্যাপক আন্দোলন সৃষ্টি করিতে হইবে।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নির্বাচনী ইশ্‌তাহারের সারমর্ম

"স্বাধীনতা" অর্জনের পর চারি বৎসর সহ পাঁচ বৎসরের কংগ্রেস শাসন বিশ্লেষণ করিয়া ইশ্‌তাহারে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, আমাদের দেশকে সর্বনাশের মুখে আনিয়া ফেলা হইয়াছে। খাদ্য, কাপড় ও জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি জিনিসের উৎপাদন কমিয়া গিয়াছে। ক্রমবর্ধমান দারিদ্র, ক্রমবর্দ্ধমান দ্রব্য মূল্য ও বেকার সমস্যা ইত্যাদির ফলে দুঃখ যন্ত্রণায় জর্জরিত হইতেছেন কৃষক, শ্রমিক, অফিসের কর্মচারী, শিক্ষক, ছাত্র, কারিগর, ছোট ব্যবসায়ী, উৎপাদনকারী (ম্যানুফ্যাকচারার), বাস্তুহারা ইত্যাদি।

জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতার সরকার — জমিদার আর একচেটিয়াপতিদের সরকার

দুঃখ-দারিদ্র, অনাহার যে আছে, তাহা কংগ্রেস নেতারা স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁহারা বলেন যে, ইহা হইল এক নূতন ব্যবস্থার জন্য প্রসব-বেদনা ; লোকে আরও বেশি কাজ করুক,

আরও বেশি উৎপাদন করুক। কিন্তু ইশ্‌তাহারে সজোরে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, এই সব যুক্তি মিথ্যা।.....।

......প্রত্যেকেই দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করিতেছে না এই নেহরুর ভারতে। সাম্রাজ্যবাদীরা দেশী রাজারা ও জমিদারেরা, বৃহৎ একচেটিয়াপতিরা আর লগ্নী পুঁজিদারেরা, ফাটকাবাজেরা ও চোরাকারবারিরা — ইহারা সকলেই সমৃদ্ধি লাভ করিতেছে। দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করিতেছে কেবল সাধারণ মানুষই।

সরকার ব্যক্তি স্বাধীনতা অস্বীকার করে — চালায় দমননীতি

এই রাজ কায়েম রাখিবার জন্য নেহরু সরকার এমন হিংস্র ও নৃশংস সন্ত্রাসের পথ লইয়াছে যাহা প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ শাসন আমলেই যে কোন সন্ত্রাসের সমতুল্য। ইশ্‌তাহারে তাহা বর্ণনা করা হইয়াছে....... .।

সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল পররাষ্ট্র নীতি

ইশ্‌তাহারে সজোরে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, সাম্রাজ্যবাদীদের সহিত ও কমনওয়েলথ-এর সহিত বাঁধা এমন সরকার স্বাধীন ও প্রগতিশীল পররাষ্ট্র নীতি — প্রকৃত শান্তি নীতি অনুসরণ করিতে পারে না......... .।

বর্তমান সরকারের পরিবর্তে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে

সেই জন্য ইশ্‌তাহারে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে এই সরকারের অবসান চাই। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার কোন অধিকারই ইহার নাই। এই সরকারের স্থলে জনগণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য জনসাধারণকে গণআন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে।

জনগণতান্ত্রিক সরকার কাহার প্রতিনিধিত্ব করিবে এবং কার্যক্রম কি হইবে

ইশ্‌তাহারে বলা হইয়াছে যে শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্তশ্রেণী সমূহ এবং সত্যিকারের শিল্পোন্নয়ন ও দেশের স্বাধীনতাকামী জাতীয় বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিত্ব করে এমন সমস্ত গণতান্ত্রিক পার্টি, দল এবং ব্যক্তিদের লইয়া এই জনগণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হইবে।

জনগণতন্ত্র-জনগণের রাষ্ট্র ক্ষমতা

কংগ্রেস সরকারের মতোই এই জনগণতন্ত্রী সরকারও যে প্রতিশ্রুতি পালন করিতে অস্বীকার করিবে না, তাহার নিশ্চয়তা কি? এই প্রশ্নের উত্তরে ইশ্‌তাহারে বলা হইয়াছে যে, জনগণতন্ত্রী সরকার অল্পসংখ্যক ধনীর সরকার হইবে না — হইবে জনসাধারণের সরকার। কাজেই রাষ্ট্রের কাঠামোটিই এমন হইবে যে, জনগণ নিজেরাই সুনিশ্চিতভাবে প্রকৃত রাজ্য শাসন করিতে পারিবেন। "নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানগুলির উপর সমগ্র রাষ্ট্রক্ষমতা ন্যস্ত থাকিবে। উপর হইতে চাপানো কোন আমলা নিয়োজিত হইবে না, জনগণের ঘাড়ে দাঁড়ানো কোন পুলিসবাহিনী থাকিবে না — এবং ইহারা কেহই দায়িত্বহীন এবং অপরিবর্তনীয় হইবে না। উপর হইতে নীচ পর্যন্ত সমস্ত কর্মচারী জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হইবে — তাঁহাদের কাছে দায়ী থাকিবে এবং তাঁহাদের দ্বারা বাতিলও হইতে পারিবে।"
"এ হেন স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিতে গঠিত সরকার জনগণের স্বার্থে পরিচালিত হইবে — কারণ ইহা হইবে জনগণের দ্বারা গঠিত সরকার।"

অবিলম্বে দুর্দশা লাঘব করিবে, কর্মসূচীর সমস্ত দফা লইয়াই কমিউনিস্ট পার্টি সংগ্রাম করিবে

ইশ্‌তাহারে বলা হইয়াছে যে, আমাদের দেশকে একেবারে আগাগোড়া বদলাইয়া দিবে, কর্মসূচীর তেমন মৌলিক দফাগুলির জন্য সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কর্মসূচীর যে সমস্ত দফা আদায়ের ফলে অবিলম্বে জনসাধারণের দুর্দশার এমনকি আংশিক ভারও লাঘব করিবে সেগুলি সফল করিবার জন্যও চেষ্টা করিবে......।

যদি সত্যিকারের গণতন্ত্রী দলগুলির সম্মিলিত ফ্রন্টের কোন সরলকার প্রতিষ্ঠিত হয় -- যে পরিমাণে সেই সরকার .....কর্মসূচী পালন করিবে, সেই অনুপাতেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি উহাকে সমর্থন করিবে।

এই মুহূর্তের প্রধান কর্তব্য একতা প্রতিষ্ঠা

ইশ্‌তাহারে জনগণকে নির্বাচনে এই দাবিগুলির পিছনে দাঁড়াইয়া জনগণের মিলিত ইচ্ছা প্রকাশ করিতে এবং আমাদের গোলামীর নাগপাশ ছিন্ন করিতে আহ্বান জানান হইয়াছে......।

....ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দেশের সমস্ত গণতন্ত্রী শক্তিগুলির কাছে আবেদন জানাইতেছে যে, তাঁহারা যেন একথা হৃদয়ঙ্গম করেন যে, জনগণের গণতন্ত্রী ঐক্য গঠনই আজ মহত্তম কর্তব্য। দেশের জনগণের কাছে পার্টির আহ্বান হইল, তাঁহারা যেন এক শক্তিশালী আন্দোলন গড়িয়া তোলেন এবং প্রগতিশীল ও গণতন্ত্রী দলগুলির প্রতিনিধিকে ভোট দেন।

কমিউনিস্ট পার্টির সতর্কবাণী

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সকলকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, শাসকগোষ্ঠী ন্যায়সঙ্গত নির্বাচনের পথে সর্বপ্রকার বাধাদানের চক্রান্ত করিবে। তাহারা ত্রাস ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করিবে..........সমস্ত কিছুর সম্মুখীন হইয়া উহাকে পরাজিত করিতে হইবে।

কমিউনিস্ট পার্টির বাধা-বিপত্তি

উপসংহারে ইশ্‌তাহারে দেখান হইয়াছে যে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গুরুতর বাধা-বিপত্তি লইয়া নির্বাচনে অবতীর্ণ হইয়াছে -- পার্টির হাজার হাজার কর্মী ও নেতা জেলে। যাঁহারা বাহিরে আছেন তাঁহাদেব পিছনেও পুলিস ছায়ার মতো ঘোরে। পার্টি এখনও ভারতের কোন কোন অংশে বে-আইনী। পার্টির উপর পুলিস ও মিলিটারী সন্ত্রাস অপরিবর্তিত ভাবেই চলিয়াছে। ভোটার তালিকা হইতে এমন অসংখ্য সভ্যের নাম বাদ পড়িয়াছে, যাঁহারা নির্বাচন প্রার্থী হইতে পারিতেন।

কমিউনিস্ট পার্টি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পার্টি

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ভারতের বর্তমান শাসকদের শত্রুতা ও ঘৃণা অর্জন করিয়াছে বলিয়া গর্ববোধ করে এবং তাহা সত্ত্বেও নির্বাচন সংগ্রাম করিবে। জনগণের স্বার্থরক্ষা তাঁহারা যেন কমিউনিস্টরা ভুল করেন নাই, তাহা নহে। কিন্তু খাঁটি সংগ্রামী হিসাবে তাঁহারা বরাবর প্রকাশ্যভাবেই ভুল স্বীকার করিয়াছেন এবং তাহা নিরসনের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কখনই জনগণকে নিপীড়নকারীদের হাতে সঁপিয়া দেন নাই। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দেশের জনগণের সামনে জাতীয় স্বাধীনতা ও জনগণের গণতন্ত্রে পার্টি হিসাবেই দাঁড়াইয়াছে। দেশের স্বাধীনতা, জমি, রুটি, গণতন্ত্র ও শান্তি সুনিশ্চিত করার জন্য জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার মহান প্রতিজ্ঞা লইয়াই হাজির হইয়াছে।

শেষ পর্যন্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নির্বাচনী প্রতীক স্থির হলো।

এই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে --

স্বাধীনতা , নব পর্য্যায় ১৮৮ তম সংখ্যা, ১৭ই আগস্ট ১৯৫১তে শিরোনাম ঃ

'বিভিন্ন পার্টির নির্বাচনী প্রতীক ঃ কমিউনিস্ট পার্টির প্রতীকও গৃহীত'

নয়াদিল্লি, ১৬ই আগস্ট চীফ ইলেকশন অফিসার আগামী নির্বাচনে বিভিন্ন পার্টির জন্য নিম্নলিখিত প্রতীক সমূহ মঞ্জুর করিয়াছেন।

কংগ্রেস -- লাঙ্গল সহ দু'টি বলদ।

কমিউনিস্ট পার্টি -- (যে সমস্ত রাজ্যে আইন সঙ্গত আছে) ধানে শীষ সহ কাস্তে।

সোস্যালিস্ট পার্টি -- মাছ -- পি.টি আই.

এই সংখ্যাতেই পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয়েছে যার শিরোনাম ঃ

'তেলেঙ্গানা প্রশ্নে আচার্য্য ভাবের সহিত আলাপের জন্য কমরেড ডাঙ্গেকে প্রেরণ ঃ ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত ঃ পার্টির কেন্দ্রীয় নির্বাচনী বোর্ডে রদবদল ঃ কমরেড ডাঙ্গে সম্পাদক নির্বাচিত'

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলী তেলেঙ্গানা এলাকায় ভূমি ও জঙ্গী বাহিনীর প্রশ্ন সম্পর্কে হায়দরাবাদে প্রেরিত প্রতিনিধি দলের সহিত সাক্ষাৎ ও তাঁহাদের রিপোর্ট লইয়া আলোচনা করিয়াছেন।

......কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলী কমরেড ডাঙ্গেকে শ্রী বিনোবা ভাবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তেলেঙ্গানা সমস্যা সম্পর্কে ব্যক্তিগত মত বিনিময়ের জন্য প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত লইয়াছেন।........

পার্টির কেন্দ্রীয় নির্বাচনী বোর্ডে কমরেড ইউসুফকে সম্পাদকমণ্ডলী কো-অপ্ট করিয়া লইতেছে। ....কমরেড জ্যোতি বসু অত্যধিক ব্যস্ত থাকায় কমরেড বসুর স্থলে কমরেড ডাঙ্গে কেন্দ্রীয় নির্বাচনী বোর্ডের সম্পাদকরূপে কাজ করিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছে।

স্বাধীনতা, নবপর্যায় -- ১৮৯তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ২৩৪ তম সংখ্যা) ১৮ই আগস্ট ১৯৫১. শনিবার ১লা ভাদ্র ১৩৫৮তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'পিপল্‌স্ রিলিফ কমিটিকে মিলিত সংগঠন হিসাবে গড়িবার সঙ্কল্প ঃ পুনরুদ্বোধন সভায় গণসংযোগের আত্মপ্রকাশ'

দীর্ঘ দেড় বৎসর বে-আইনী থাকার পরে, মাত্র আড়াই মাস পুনরায় জনসেবার মধ্য দিয়াই পিপল্‌স্ রিলিফ কমিটি অগ্রগতির পথে চলিয়াছে। গত ১৪ই আগস্ট কমিটির পুনরুদ্বোধন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় শান্তি সেনার শ্রী দেবতোষ দাশগুপ্ত, বাস্তুহারা নেতা শ্রী প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী, ডেমোক্রেটিক ভ্যানগার্ডের নেতা শ্রী জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়, বিশিষ্ট শিশু চিকিৎসক শ্রী মনীন্দ্রলাল বিশ্বাস, প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী শ্রী মন্মথ সরকার প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যোগদান করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রী মনীন্দ্রলাল বিশ্বাস।

কমিটির সম্পাদক ডাঃ নরেশ ব্যানার্জী গত ছয় বৎসরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করিয়া বলেন যে, অবিলম্বে পিপল্‌স্ রিলিফ কমিটিকে জনসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ গড়িয়া তুলিতে হইবে।

তিনি দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ রিলিফ প্রতিষ্ঠান হিসাবে কমিটিকে গড়িবার জন্য আবেদন জানান।

শ্রী মন্মথ সরকার গ্রামের দুঃস্থ জনসাধারণকে সেবা করার প্রয়োজনের উপর জোর দেন এবং বিভিন্ন গ্রাম্য এলাকায় কেন্দ্র খুলিতে অনুরোধ জানান।

শ্রী দেবতোষ দাসগুপ্ত বলেন, পি আর. সি.'র বিশেষ অবদান, বিনা খরচায় বাংলার রাজনৈতিক কর্মীদের চিকিৎসা। বাংলার বিভিন্ন রিলিফ প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ের ক্ষেত্রে পি. আর. সি'কে অগ্রণী হইবার জন্যও তিনি অনুরোধ জানান।

বাস্তুহারাদের মধ্যে পি. আর. সি.'কে সংগঠিত করার আহ্বান জানাইয়া বক্তৃতা করেন শ্রী প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী। তিনি এবং শ্রী জীবনলাল চট্টোপাধ্যায় সর্বতোভাবে পিপল্‌স্ রিলিফ কমিটির সহিত সহযোগিতা করিবার প্রতিশ্রুতি দেন। তাঁহারাও সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়িবার সংকল্প করেন।

এই সংখ্যাতেই -- গত ১৫ই আগস্ট কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটির সম্পাদক কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ-এর আহ্বানে মহম্মদ আলী পার্কে যে জনসভা হয়েছিল সেই সভার কিছু অংশ এখানে প্রকাশ করা হলো ঃ

'জনসাধারণের আস্থাহীন কংগ্রেসী শাসনের উচ্ছেদের ক্ষেত্র প্রস্তুত ঃ ডাঃ জেড. এ. আহমেদের বক্তৃতার পূর্ণ বিবরণ ঃ সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যই আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের একমাত্র হাতিয়ার'।

গত ১৫ই আগস্ট কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে ও কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সভাপতিত্বে ভুয়া স্বাধীনতার প্রতিবাদে মহম্মদ আলী পার্কে যে বিরাট জনসভা হয় তাহাতে.... ..বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা কমরেড জেড. এ. আহমেদ......বক্তৃতা দেন... ...।

সত্য কথা, আজিকার দুনিয়ায় বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকা যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহিত সম্পর্ক রক্ষা কেন ? ....সব দিক দিয়া যে দেশের সহিত আমাদের বাস্তব ও ঐতিহাসিক নৈকট্য সর্বাপেক্ষা বেশি তাহার সহিত সম্পর্ক সৃষ্টির চেষ্টা না করিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকা হয় কেন? আসল কথা হইল দেশের স্বাধীনতা। কংগ্রেস নেতারা স্বাধীনতার এই দাবিটি তুলিতে চায় না, আব তার জন্য দায়ী একমাত্র নেহরুব শাসন...........।

আজ চার বছর পরে দেখি ২টি পয়সা শুদ্ধ আমার পকেটটিও কাটিয়া লইয়াছে। দেশবাসী একদিনেই সমস্ত সমস্যার সমাধান চাহেন নাই, কিন্তু অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া বুঝিয়াছেন যে, যত বেশি সময় কংগ্রেসীরা পাইয়াছে, তত বেশি লুণ্ঠন তাহারা চালাইয়াছে। তাই ভারতবর্ষের নারী আজ আবরণ শূন্যা-বিবস্ত্র, তাই ভারতের কৃষক আজ দুঃস্থ, তাই ভারতের মানুষ আজ রিক্ত সর্বহারা। ..আর নয়, কংগ্রেসকে বঞ্চনা চালাইতে আব দেওয়া হইবে না। উহাদের শাসন খতম করিতে হইবে। ....।

.....দেশের সম্মুখে সকল সমস্যার সমাধান হইতে পারে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকামী সকল মানুষ, শ্রেণী, দল, গোষ্ঠী ও ব্যক্তির ঐক্যবদ্ধ শক্তি কমিউনিস্ট পার্টি সমস্ত বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করিয়া এই শক্তিশালী একতা সৃষ্টির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। এই একতার পক্ষেই আমাদের জয়লাভ,......আজ কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদের দলভুক্ত। তাই নূতন করিয়া সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, স্বাধীনতাকামী গণতন্ত্রী শক্তির এক মোর্চা গড়িয়া তোলা এই মুহূর্তের সর্বাপেক্ষা বড় কাজ.....।

......স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আমাদের আরও দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে হইবে। ভাবতবর্ষের জনসাধারণের যে মহান সংগ্রামী ঐতিহ্য রহিয়াছে, উহাকে অগ্রসর করিয়া নূতন নেতৃত্বে ; নূতন

পথে অগ্রসর হইবার জন্য বর্তমান কমিউনিস্ট পার্টি নূতন পথ দেখাইতেছে, সে পথ হইল ব্যাপক একতার পথ। এই পথেই জনসাধারণ অগ্রসর হইবেন সন্দেহ নাই।

স্বাধীনতা, নববর্ষ্যায় ১৯১তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ২৩৬তম সংখ্যা) ২০শে আগস্ট ১৯৫১তে প্রকাশিত সংবাদ শিরোনাম ঃ

'ভারতব্যাপী ঐক্যবদ্ধ কৃষক সভা গড়িয়া তুলিবার আহ্বান ঃ সারা ভারত কিসান সভার কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের বৈঠক ঃ সরকারী খাদ্য নীতির তীব্র নিন্দা ঃ বন্দী মুক্তির দাবি'

দেশের ভিতরকার সমস্ত গণতান্ত্রিক কৃষক সংগঠনগুলিকে একটি কৃষক সভায় ঐক্যবদ্ধ হইবার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাইয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে সারা ভারত কিসান সভার কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের অধিবেশনে। এই অধিবেশনে সরকারী খাদ্য নীতির তীব্র নিন্দা করা হয়। সমস্ত কৃষক বন্দীদের মুক্তি, দমননীতি প্রত্যাহার ও পুলিস ক্যাম্প উঠাইয়া লইবার দাবি করা হয়।

সাড়ে তিন বছর পর ৬ই আগস্ট কলিকাতায় সারা ভারত কিসান সভার কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের বৈঠক হয়। বৈঠক চলে ১১ই আগস্ট পর্যন্ত। প্রতিনিধি আসিয়া ছিলেন মালাবার, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন, অন্ধ্র, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, তামিলনাদ, পাঞ্জাব, পেপসু, মধ্যভারত, রাজস্থান ও পশ্চিমবঙ্গ হইতে। প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত কৃষক নেতা কমরেড বঙ্কিম মুখার্জি, এ. কে. গোপলন, ডাঃ জেড. আহমদ, যোগীন্দ্র শর্মা প্রভৃতি। সভাপতি কার্যানন্দ শর্মা জেলে আটক থাকায় গোপালন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সারা ভারত কৃষক সভার.....বিবৃতিতে বলা হইয়াছে ঃ

নানাদিক দিয়াই এই অধিবেশনটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই কয়েক বছর ধরিয়া কৃষক সভার উপর চরম দমননীতি চালানো হইয়াছে। কৃষক সভার হাজার হাজার কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, দীর্ঘকালের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। শত শত কর্মী আজও জেলে আবদ্ধ। কোন কোন প্রদেশে কৃষক সভার বহু কর্মীকে গুলি করিয়া হত্যা করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় কিসান কাউন্সিলের সভ্য কমরেড জয়ন্তী পারেখকে সবরমতী জেলে গুলি করিয়া হত্যা করা হইয়াছে। কৃষক সভার সভাপতি কমরেড কার্যানন্দ শর্মা ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লা রসুল আজও জেলে। কেন্দ্রীয় কিসান কাউন্সিলের অনেক সভ্য ও বহু কৃষক কর্মী আজও আত্মগোপন করিয়া থাকিতে বাধ্য হইতেছেন। এক বছর ধরিয়া পুলিস সারা ভারত কৃষক সভার অফিস তালাবন্ধ করিয়া রাখিয়া ছিল।

এমনি এক অবস্থায় কেন্দ্রীয় কিসান কাউন্সিলের অধিবেশন বসে এবং কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সারা ভারত জুড়িয়া জমির জন্য ও সরকারের চরম দমননীতির বিরুদ্ধে কৃষকরা অপূর্ব বীরত্বের সাথে যে সংগ্রাম চালাইয়া গিয়াছেন, কাউন্সিল তাহার ভূয়সী প্রশংসা করেন। শহীদদের প্রতি বিপ্লবী শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদর্শন করেন। সরকার যে বর্বর অত্যাচার চালাইয়াছে তাহার তীব্র নিন্দা করা হয়।

সারা ভারত কিসান সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সংগঠক স্বামী সহজানন্দ সরস্বতীর প্রতি সভা শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করে।

কিষান কাউন্সিল কৃষক সভার সমস্ত আটক ও সাজাপ্রাপ্ত কর্মীর মুক্তি দাবি করেন.......।

কাউন্সিল তেলেঙ্গানার কৃষকদের সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

তেলেঙ্গানার কৃষকরা রাজাকর ও নিজাম রাজের বাহিনীর বিরুদ্ধে অপূর্ব বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালাইয়া, ভারতের ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম সামন্ত পীড়ন ও শোষণের কবল থেকে

এক বিরাট এলাকাকে মুক্ত করেন। কাউন্সিল ইহার প্রশংসা করেন কাউন্সিল সরকারের নিকট দাবি করে ঃ

-- কৃষকদের জমি তাহাদের হাতেই রাখিতে দিতে হইবে।

— দেশমুখ ও প্যাটেলদের ফিরাইয়া আনা চলিবে না।

— জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের জন্য এখনই আইন করিতে হইবে।

— মিলিটারি ক্যাম্প তুলিয়া লইতে হইবে। ব্যাক্তি স্বাধীনতা ও স্বাভাবিক শান্তিপূর্ণ অবস্থা ফিরাইয়া আনিতে হইবে।

— সমস্ত গ্রেপ্তারী পরোয়ানা তুলিয়া লইতে হইবে ও বন্দীদের মুক্তি দিতে হইবে।

— উপজাতীয় জনসাধারণকে বনাঞ্চলে স্বাধীনভাবে পশুচারণের ও খোলা জায়গায় চাষ আবাদের অধিকার দিতে হইবে।

.. .... সমস্তরকম উস্কানি সত্ত্বেও কোনরূপ সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ করা অনুচিত বলিয়া কাউন্সিল মনে করেন।.........কাউন্সিল সিদ্ধান্ত নিয়াছেন যে, দেশের সমস্ত গণতান্ত্রিক কৃষক সংগঠনগুলিকে একটি সংগঠনে ঐক্যবদ্ধ করিয়া ভারতের কৃষকদের একটি শক্তিশালী সংগঠন গড়িয়া তুলতে হইবে। কমরেড বঙ্কিম মুখার্জির সহিত সংযুক্ত কিষান সভার নেতাদের যে পত্রালাপ হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিয়া কাউন্সিল ডাঃ জেড. আহমদ, বঙ্কিম মুখার্জি ও যোগীন্দ্র শর্মাকে নিয়া একটি সাব কমিটি গঠন করিয়াছেন। এই সাব কমিটি বিষয়টি নিয়া অগ্রসর হইবেন এবং যত শীঘ্র সম্ভব একতা গঠন করিবেন। ....।

.......আগামী কনভেনশন পর্যন্ত সভাপতি ও সম্পাদকের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত কমরেড গোপালনকে সারা ভারত কিসান সভার সভাপতি ও কমরেড বঙ্কিম মুখার্জিকে সম্পাদক নির্বাচিত করা হইয়াছে।

এর পরেই বিশেষ সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে --

স্বাধীনতা, নব পর্যায় ১৯২তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ২৩৭তম সংখ্যা) ২১শে আগস্ট ১৯৫১তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষা আন্দোলনে সরকারের কিছুটা নতি স্বীকার ঃ সম্পাদক সম্মেলনের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির সহিত রাজাজীর আলোচনা ঃ প্রি-সেন্সারশিপ প্রভৃতি ব্যবস্থা লোপের প্রস্তাব'

নয়াদিল্লি ১৯শে আগস্ট সকালে নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্মেলনের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির সহিত শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারীর যে আলোচনা হয়, তাহাতে ভারত সরকার কয়েকটি বিশেষ সুবিধা দিয়া সংবাদপত্র সমূহের সহিত আপোষ করিতে চাহেন বলিয়া মনে হয়। সরকার সর্বপ্রকার প্রি-সেন্সরশিপ (সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় ও সংবাদাদি প্রকাশের জন্য গভর্নমেন্টের নিকট পূর্বাহ্নে উহা পেশ করিবার ব্যবস্থা) লোপ করার এবং সংবাদপত্র প্রকাশে বা প্রচারে নিষেধাজ্ঞা জারি করার যে ক্ষমতা সরকারের আছে, তাহা বাতিল করার প্রস্তাব করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

বর্তমানে সরকারের সংবাদপত্রের সম্পর্কে যথেচ্ছ ব্যবস্থা অবলম্বনের যে ক্ষমতা আছে, তাহা বিচার বিভাগের বিবেচনার উপর ছাড়িয়া দিবার উদ্দেশ্যে আবশ্যকীয় সংশোধনগুলি পার্লামেন্টে আনীত নূতন প্রেসবিলের অন্তর্ভুক্ত করিতে স্বরাষ্ট্র সচিব রাজী হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ...... ..।

— টাইমস অব ইণ্ডিয়া

এর পরের উল্লেখযোগ্য শিরোনাম ঃ

'ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন রাজ্যে কংগ্রেসী দমননীতির অবসান চাই ঃ কমিউনিস্ট নেতা এ. কে. গোপালনের বিবৃতি' –

পুণা, ১৯শে আগস্ট কমিউনিস্ট নেতা এ. কে. গোপালন ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করিয়া বলেন যে, আগামী সাধারণ নির্বাচনে তাঁহারা যাহাতে অংশগ্রহণ করিতে না পারেন, তজ্জন্য কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ও দরদীদের উপর দমননীতি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে....ত্রিবাঙ্কুর কোচিনের নেতৃস্থানীয় ১৭ জন কমিউনিস্টকে ১৪ই আগস্ট গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। যদিও পার্টি এই রাজ্যে বে-আইনী, তবু পার্টির সদস্যরা ব্যক্তিগতভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন, ইহাই তাঁহার ধারণা ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক গ্রেপ্তারে সেই ধারণা ধূলিসাৎ হইয়াছে ; সরকার স্বাধীন ও ন্যায়সঙ্গত নির্বাচন চাহে, এই দাবিও অসত্য প্রমাণিত হইল।

মাদ্রাজ হাইকোর্টে বে-আইনী করণের বিরুদ্ধে যে রায় প্রদান করা হয়, তাহাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করিয়া ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন সরকার এখনও কমিউনিস্ট পার্টির উপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রাখিতেছে। হায়দরাবাদ ও ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে স্বাধীন কার্য্যক্রম গ্রহণে কংগ্রেস বাধা দিচ্ছে ; কারণ সেখানে সমস্ত প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তি সরকারের বিরুদ্ধে কার্যকরী বিরোধিতা সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইবে।

পাঞ্জাবে প্রগতিশীল শক্তির ঐক্য কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা বিশ্লেষিত

১৮ই আগস্ট ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পাঞ্জাব কমিটির দুইজন মুখপাত্র বলেন যে, ঐক্যবদ্ধ বামপন্থী প্রগতিশীল গোষ্ঠী গঠনের জন্য অন্যান্য পার্টির সহিত কমিউনিস্ট পার্টি চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে। প্রদেশে প্রদেশে এই গোষ্ঠী বিভিন্ন রূপ হইবে। পাঞ্জাবে পার্টি ফরোয়ার্ড ব্লক, লাল কমিউনিস্ট পার্টির সহিত ঐক্যবদ্ধ হইবে। পাঞ্জাব কমিউনিস্ট পার্টির প্রায় ১০০ জন সদস্য হয় জেলে, না হয় গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় রহিয়াছেন, না হয় কাহারো উপর গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ঝুলিতেছে। এই সমস্ত লোকদের মুক্তি ও স্বাধীন চলাফেরার অধিকার না দিলে ন্যায়সঙ্গত ও স্বাধীন নির্বাচন সম্পন্ন হইতে পারিবে না। --পি. টি. আই.

এর পরেই আন্তর্জাতিক উৎসব কমিটি কর্তৃক প্রেরিত শান্তি-সহি অভিযান উপলক্ষে সহি সংগ্রহকারীদের ডাক এই সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে ঃ

স্বাধীনতা, নব পর্যায় ১৯৩তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ২৩৮তম সংখ্যা) ২২শে আগস্ট ১৯৫১তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'শান্তি-সহি অভিযান আরও শক্তিশালী করুন ঃ ৯০টি দেশের ৮শত শ্রেষ্ঠ সহি-সংগ্রহকারীর সভা হইতে ডাক'

"নওজোয়ান, যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির সংগ্রামে এক হও। শান্তি চুক্তির জন্য আরও কোটি কোটি সহি সংগ্রহ কর।" -- এই স্লোগানে গত ১০ই আগস্ট বার্লিনে তৃতীয় বিশ্ব যুব-ছাত্র শান্তি উৎসবের মাঝে ৯০টি দেশের ৮শত শ্রেষ্ঠ সহি সংগ্রহকারীর এক সভা হয়। গণতন্ত্রী জার্মান রিপাবলিকের সভাপতি উইল হেল্‌স পাক এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।.....।

.....বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি এই সভায় নিজ নিজ দেশে সহি সংগ্রহ অভিযানের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। যুব-ছাত্র শান্তি উৎসবের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জানাইয়া সমবেত প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, "কাজ করিয়া যান, সংগ্রাম চালাইয়া যান —আপনাদের দৃষ্টান্ত দুনিয়ার নওজোয়ানকে অনুপ্রাণিত করিবে।"

স্বাধীনতা, নব পর্যায় ১৯৪তম সংখ্যা (যষ্ঠ বর্ষ ২৩৯তম সংখ্যা) ২৩শে আগস্ট ১৯৫১তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'তামিলনাদের জেলায় জেলায় কমিউনিস্ট পার্টির ডাকে বিপুল সাড়া ঃ ব্রিটিশ পুঁজি বাজেয়াপ্ত ও জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের দাবিতে জনসমাবেশ'

তামিলনাদের জেলায় জেলায়......কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বানে বিভিন্ন সভায় পার্টির কর্মসূচী ও আগামী সাধারণ নির্বাচনে পার্টির কর্মনীতি ব্যাখ্যা করা হইতেছে।........।

ভেল্লোরের এক সভায় গত ২৯শে জুলাই, কমিউনিস্ট নেতা এস. রাধাকৃষ্ণন.....তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, "আমাদের এই স্বাধীনতা যে সত্যকারের স্বাধীনতা নয়, তাহার প্রমাণ এখনও দেশের উৎপাদন শিল্পের উপর প্রভুত্ব করে ব্রিটিশ শিল্পপতিরা। শিল্প প্রসারেব জন্য দেশীয় শিল্পপতিদের সাহায্য করা তো দূরের কথা বিদেশীদের সহিত প্রতিযোগিতাতেও সামান্যতম সাহায্য দেশী শিল্পপতিরা পান না। শিল্পে ব্রিটিশ প্রভুত্ব দূর করা প্রয়োজন। তাহার উপর জমিদারী প্রথা বিলোপের যে পথ গত নির্বাচনের সময় কংগ্রেস নেতারা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার আজও কিছুই ব্যবস্থা হয় নাই। ....কৃষকদের অবস্থা ক্রমশ আরও খারাপ হইতেছে, শ্রমিক কৃষক ও অন্যান্য জনসাধারণ সকলের অবস্থাই শোচনীয়। এই অবস্থার পরিবর্তন করিতেই হইবে। এখনই বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী প্রথার বিলোপ ও ব্রিটিশ পুঁজি বাজেয়াপ্ত করা প্রয়োজন কিন্তু এই সরকার ইহা করিবে না। সকল শ্রেণীর মিলিত শক্তিতে এই প্রতিক্রিয়াশীল সরকারকে উৎখাত করিতে হইবে -- ইহাই কমিউনিস্ট পার্টির আবেদন।"..................।

এই সংখ্যায় অন্যান্য যেসব গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে আছে -- 'নির্বাচনের আগে জমিদারী উচ্ছেদের ধোঁকা দিতে হইবে ঃ আইন সভার আগামী বৈঠকের জন্য বিধান মন্ত্রিসভার প্রস্তুতি ঃ জমিদারের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া জমিদারী লোপের কায়দা সম্পর্কে গবেষণা',

'শিশুর শত্রু যুদ্ধ, নিরক্ষরতা, পুষ্টিহীনতা ও কুশিক্ষা ঃ সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারীদের বিধানেই ভারত ও পাকিস্তানে শিশুমেধ যজ্ঞ ঃ ভারত পাকিস্তানে শিশু সংরক্ষণের উপায় সম্পর্কে গণতান্ত্রিক নারী সঙ্ঘের পরামর্শ

[পশ্চিমবাংলার মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নিকট লিখিত এক পত্রে বিশ্বগণতান্ত্রিক নারী সঙ্ঘ এক চিঠিতে ভারত ও পাকিস্তানে শিশু সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে আন্দোলন গড়িবার জন্য যেসব মূল্যবান পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে তাহার সারমর্ম নীচে দেওয়া হইল।]

এশিয়ার নারী সম্মেলনের শিশু-সংরক্ষণ সম্পর্কিত প্রস্তাবে প্রত্যেক দেশের বিশেষ করে ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশের নারী সমাজকে শিশুর জীবন বিপন্ন করে তেমন সকল সঙ্কট যেমন যুদ্ধ, গরীবী, নিরক্ষরতা, পুষ্টিব অভাব, কুশিক্ষা প্রভৃতির বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়েছে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে বার্লিনে বিশ্ব গণতান্ত্রিক নারী সঙ্ঘের পরিষদের এক সভায় ১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসে শিশু সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ডাক দেওয়া হয়েছে..........।

ভারত ও পাকিস্তান -- এই দুটি দেশেই শিশু সংরক্ষণের সমস্যা খুব গুরুতর..........।

শিশু সংরক্ষণ সমস্যার সুসমাধান সারা দুনিয়ার সাধারণ মানুষের দাবি। শিশু সংরক্ষণের সঙ্গে কোনরকমে জড়িত আছেন তেমন প্রত্যেক ব্যক্তি ও সংগঠনকেই এ সম্পর্কে অবহিত করা দরকার। স্থানীয়ভাবে শিশু দাবির ওপর কাজকর্ম বাড়িয়ে তোলা উচিত এবং এরই ভিত্তিতে জনগণের সকল

অংশকে ঐক্যবদ্ধ করে দৈনন্দিন দাবি দাওয়ার সুসংহত অভিব্যক্তি দেওয়াও সম্ভবপর। শিশুকে রক্ষা করার দাবি সমস্ত শুভবুদ্ধি মানুষের প্রিয়তম দাবি। কাজেই এ সমস্ত আন্দোলন সফল হবেই এবং তাতে শিশু সংরক্ষণের দাবিতে স্থানীয় ও জাতীয় কমিটি গঠনের পথও খুলে যাবেই। নীচের তলার আন্দোলনের মারফতে গড়ে ওঠা এ ধরনের ঐক্য এক সুসংগঠিত রূপ পরিগ্রহ করে শিশুর জীবনে বিপত্তি ঘটায় তেমন সকল আপদ বিপদ থেকে তাদের রক্ষা করবার জন্য এক প্রচণ্ড শক্তি জাগ্রত করবে।

অন্যান্য আন্দোলনের মতোই শিশু সংরক্ষণের আন্দোলনও বিভিন্ন কাজকর্ম ও দাবিদাওয়ার মাধ্যমে ধাপে ধাপে বিকাশলাভ করবে। ভারত ও পাকিস্তানে এই মহান উদ্দেশ্য সাধনের দাবিদাওয়া এধরনের হবে বলে মনে হয় ঃ

১। যুদ্ধ সঙ্কট থেকে শিশুকে বাঁচানো ;
২। শিশু শ্রমিকদের সংরক্ষণ এবং তাদের জীবন ধারণের উপযোগী মজুরির জন্য দাবি করা ;
৩। শিশু শ্রমিকদের কাজের সময় নির্দিষ্ট করা এবং সান্ধ্য স্কুলের মাধ্যমে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা দাবি ;
৪। শিশু শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সংরক্ষণের দাবি ;
৫। শিশুদের স্কুলে ক্যান্টিন খোলা এবং তাতে রাষ্ট্রের সাহায্য আদায় করা ;
৬। বাস্তুহারা শিশুদের পুনর্বাসন ;
৭। ভবঘুরে শিশুদের কাজকর্মে নিয়োগের ব্যবস্থা ;
৮। আইন করে মায়েদের শিশু নিরাপত্তার অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি ;
৯। খাদ্য সরবরাহে শিশুর খাদ্য সম্পর্কে প্রাধান্য দেওয়া ;
১০। সন্তান জন্মের সময় এবং স্তন্যপায়ী শিশুর জন্য শ্রমজীবী জননীকে উপযুক্ত ছুটি দেওয়ার ব্যবস্থা ,

এসব দাবি এবং স্থানীয় ও জাতীয় স্বার্থ জড়িত অন্যান্য দাবি সকল নরনারীর মনোযোগ আকর্ষণ করবে — তাঁদের সচেতন সংগঠনগুলোর প্রচেষ্টা ভারত ও পাকিস্তানের হাজার হাজার শিশুর জীবননাশক সকল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে যথেষ্ট সাহায্য করবে।

ব্যাপক প্রচার ও কার্য্যকলাপের ভিত্তিতে শিশু সমস্যার সঙ্গে জড়িত সকল ব্যক্তি ও সংগঠনকে নিয়ে জাতীয় অথবা আঞ্চলিক (যা সম্ভব) উদ্যোক্তা কমিটি গড়তে হবে। এই কমিটির উদ্যোগে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠান করে — ভবিষ্যত কাজকর্ম্মের একটা বিরাট মঞ্চ গড়ে উঠবে।

সাম্রাজ্যবাদ শোষিত সামাজিক কাঠামোর ঘৃণ্যরূপ খুলে ধরাটাই এই দাবি আদায়ের সংগ্রামের প্রধান হাতিয়ার। এই সামাজিক কাঠামো শোষণ বজায় রাখবার জন্যই নির্ম্মম।

শিশু সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন হতে যাচ্ছে, তা যুদ্ধের গ্রাস থেকে শিশু সম্পদ বাঁচানোর দাবিতে এক শক্তিশালী জনমতের অভিব্যক্তি করবে।

স্বাধীনতা, নব পর্য্যায় ১৯৫তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ২৪০তম সংখ্যা) ২৪শে আগস্ট ১৯৫১তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে যুব-উৎসব আরম্ভ ঃ স্থায়ী শান্তি, সুখী ও উন্নত ভবিষ্যতের জন্য ছাত্র-যুব সমাজের প্রতিজ্ঞা ঃ উদ্বোধন দিবসে ১০ সহস্র নর-নারীর সমাবেশ'

"উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য শান্তি রক্ষা করিতে বিশ্বের ছাত্র ও যুব-সমাজ এক হও" — এই মূল আওয়াজ লইয়া গতকাল পশ্চিমবাংলার ছাত্র ও যুবকদের পাঁচদিন ব্যাপী উৎসবের উদ্বোধন হয় দশ সহস্রাধিক নর-নারীর উপস্থিতিতে।

(জাতীয় যুব ছাত্র শান্তি উৎসব ২২শে আগস্ট ১৯৫১ পার্কসার্কাস ময়দানে প্রকৃতি বিরূপ হওয়ায় নির্দ্ধারিত দিনে হতে পারে নাই। উদ্বোধন হয় ২৩শে আগস্ট -- লেখক)

শত কণ্ঠের সমবেত যুব সঙ্গীত ও সহস্র কণ্ঠের তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে বিশ্ব যুব উৎসবের পতাকা উত্তোলন করিয়া উৎসবের উদ্বোধন ঘোষণা করেন প্রবীন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা শ্রী সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়।

উৎসবের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া ছাত্রনেত্রী শ্রী গীতা মুখার্জি বলেন — এদেশের লাঞ্ছিত যুব সমাজের সুখী ও স্বাধীন ভবিষ্যতের অধিকার দাবি করাই এই উৎসবের মূল কথা।

পার্ক সার্কাস ময়দানে .... প্যাণ্ডেলের সর্বত্রই চোখে পড়িবে পোস্টার ও ফেস্টুনের সমারোহ — উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা হইয়াছে ঃ "শিক্ষা চাই, জীবিকা চাই, সুখী ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা চাই", "পাক-ভারত যুব মৈত্রী জিন্দাবাদ" ইত্যাদি। ভারতের যুব আন্দোলনের বহুবিধ ঘোষণা।

এই সংখ্যাতেই প্রকাশিত পি. টি. আই পরিবেশিত একটি বিশেষ সংবাদ ঃ

'কংগ্রেসী পাপচক্রে ক্ষমতার কাড়াকাড়ি ঃ শ্রী নেহরুর প্রতি "ডিক্টেটরী"র অভিযোগ'

নাগপুর ২২শে আগস্ট মধ্যপ্রদেশের স্বরাষ্ট্র সচিব পণ্ডিত ডি. পি মিশ্র পদত্যাগপত্র দাখিল করিয়াছেন ; তিনি এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, শ্রী নেহরু বারবার বিবৃতি দিতেছেন যে, তিনি কংগ্রেসকে একটি ধাক্কা দিতেছেন ; ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা তিনি নিজেকে বড় মনে করেন। কংগ্রেসকে সংগঠিত করিবেন বলিয়া শ্রী নেহরু দাবি করিতেছেন। উহাতে কাহারও বিশ্বাস নাই। কারণ আমরা চোখের উপর দেখিতেছি, তাঁহার বারবার আঘাতে মহান প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। শ্রী নেহরুর মতলব হইল যে তাঁহার মন্ত্রিসভা গঠনে কংগ্রেস সভাপতি, ওয়ার্কিং কমিটি ও পার্লামেন্টারি বোর্ডের কোন মতামত থাকিবে না ; তিনিই কংগ্রেস সভাপতির উপর হুকুম জারি করিবেন যে, কাহাকে তিনি মন্ত্রিসভায় লইবেন, কাহাকে লইবেন না। শ্রী নেহরুকে ডিক্টেটর করার প্রস্তাব যদি গৃহীত হয় তাহা হইলে কংগ্রেস তাহার "গণতান্ত্রিক চরিত্র" হারাইবে। শ্রী নেহরুকে ভারতের সিংহাসনে ডিক্টেটর রূপে বসাইলে এশিয়ায় গণতন্ত্রের মৃত্যু হইবে।

প্রধানমন্ত্রী হইলেও কংগ্রেসের নির্দেশ মানিবে

কোলাপুর, ২২শে আগস্ট কংগ্রেস সভাপতি শ্রী পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন আজ ঘোষণা করেন যে, কংগ্রেসেব নৈতিক বাধ্যবাধকতা অগ্রাহ্য করিতে কোন মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীই পাবেন না। কংগ্রেসের নির্দেশ পালন করাই কংগ্রেসী সরকারের কর্তব্য। সরকারের মধ্যে বহু গলদ আছে স্বীকার করিয়া তিনি জনসাধারণকে এই সরকারকে সমর্থন করিতে বলেন।

স্বাধীনতা, নব পর্য্যায় ১৯৬তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ২৪১তম সংখ্যা) ২৫শে আগস্ট ১৯৫১তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'আনন্দমুখর পার্ক সার্কাস ময়দান ঃ যুব উৎসবের দ্বিতীয় দিনে বিপুলতম জনসমাবেশ পঞ্চশক্তি শান্তি চুক্তির দাবিতে সহি সংগ্রহ'

ঔপনিবেশিক দেশের শৃঙ্খলিত যৌবন সমস্ত শক্তি দিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে তাহার বন্ধন — এই চিত্ররূপ সামনে রাখিয়া গণনাট্য সঙ্ঘ সমবেত কণ্ঠে যুব সঙ্গীত গাহিয়া উদ্বোধন করেন।

জাতীয় যুব-ছাত্র উৎসবের দ্বিতীয় দিবস।

উচ্ছ্বসিত জনসমাগমে, স্বেচ্ছাসেবকদের ক্লান্তিহীন কর্মোদ্যমে আগন্তুকদের চঞ্চল আনাগোনায় পার্ক সার্কাস ময়দানের বিরাট প্যাণ্ডাল উৎসবমণ্ডিত হইয়া ওঠে।

শান্তি কর্মীরা উৎসবের ফাঁকে ফাঁকে পঞ্চশক্তি শান্তি চুক্তির দাবিতে সহি সংগ্রহ করিয়া বেড়ান।

যুব উৎসবের এই দ্বিতীয় দিনটি প্রতিপালিত হয় "এশিয়া ছাড়ো" দিবস হিসাবে।

স্বাধীনতা, নব পর্যায় ১৯৭তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ২৪২তম সংখ্যা) ২৬শে আগস্ট ১৯৫১তে প্রধানতম শিরোনাম ঃ

'হাওড়া ও হুগলী হইতে আগত ভুখ-মিছিলের উপর পুলিসের বে-পরোয়া লাঠি চার্জ ঃ ৪ রাউণ্ড টিয়ার গ্যাস প্রয়োগ ঃ ৩৫ জন নর-নারী আহত ঃ বিক্ষুব্ধ জনতার উপর পোর্ট পুলিসের গুলিবর্ষণ ঃ খাদ্যমন্ত্রী মুন্সীজীর বিরূপ সম্বর্দ্ধনায় পুলিসের আক্রোশ ঃ আদালত প্রাঙ্গণে আইনজীবী ও কর্মচারীদের উপরেও হামলা'

কলিকাতা, ২৫শে আগস্ট ভারত সরকারের খাদ্যমন্ত্রী শ্রী কে. এম. মুন্সী যখন কলিকাতায় পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যাভাব মানুষকে খাদ্য সম্পর্কে চুপ করিয়া নানা উপদেশ দিতে আসিয়াছেন, ঠিক তখনই হাওড়া-হুগলী অঞ্চলের প্রায় পাঁচ হাজার বুভুক্ষু নর-নারী খাদ্যবস্ত্রের দাবিতে মিছিল করিয়া পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীদের কাছে অভিযোগ জানাইতে আসিয়া কয়লা ঘাটের মোড়ে পুলিসের লাঠি, টিয়ার গ্যাস এবং পোর্ট কমিশনারের ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ডের গুলির দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হন। তাঁহাদের উপর ঘোড় সওয়ার পুলিসও চালাইয়া দেওয়া হয়। পুলিসের হামলায় মিছিলের ভিতর দুই জন মহিলা সহ অন্তত ৩৫ জন আহত হন এবং পুলিস ১৮ জনকে গ্রেপ্তারও করে। মিছিলের উপর পুলিস চার রাউণ্ড টিয়ার গ্যাস প্রয়োগ করে এবং জনতার একাংশ যখন ছত্রভঙ্গ হইয়া কাছাকাছি পোর্ট কমিশনারের জেটির ভিতর আশ্রয় লইতে যায় তখন পোর্ট কমিশনারের ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ডের লোকেরা গুলি বর্ষণ করে।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইবার প্রায় এক ঘণ্টা পরে পুলিস ব্যাঙ্কশাল কোর্টের সীমানার ভিতর ঢুকিয়া একজনকে গ্রেপ্তার করিয়া প্রহার করিতে শুরু করে। আদালতের আইনজীবী কর্মচারী এবং যাহারা মামলা মোকদ্দমার জন্য আদালতে আসিয়া ছিলেন তাঁহারা আদালতের সীমানায় পুলিসের এই আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করিলে তাহাদের উপরও আক্রমণ চালায়। পুলিস জি. পি. ও.'র কর্মচারীদের উপরও আ ক্রমণ করে বলিয়া জানা গেল।

উল্লেখযোগ্য যে এই সময় কলিকাতায় পার্ক সার্কাস ময়দানে পশ্চিমবঙ্গ যুব ছাত্র শান্তি উৎসব চলছিল। ২৫শে আগস্ট তৃতীয় দিন।

এই সংখ্যায় প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'অম্লান গৌরবে যুব উৎসবের তৃতীয় দিন অনুষ্ঠিত ঃ পাক-ভারত মৈত্রী অটুট রাখার সঙ্কল্প ঃ হাজার হাজার কণ্ঠে ভুখ মিছিলের উপর লাঠি চার্জের নিন্দা'

নাচ গান খেলাধূলা আনন্দকলরবের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ যুব-ছাত্র শান্তি উৎসবের তৃতীয় দিনে ...যখন মঞ্চ হইতে ডালহৌসী স্কোয়ারে ভুখ মিছিলের উপর পুলিসী হামলার সংবাদ ঘোষণা করা হয়, তখন সমবেত সহস্র সহস্র কণ্ঠ তীব্র ঘৃণায় গর্জন করিয়া উঠে এবং ঘটনার তদন্ত ও অপরাধীর শাস্তি দাবি করে।

"পাক-ভারত মৈত্রী দিবস" হিসাবে পালিত উৎসবের এই তৃতীয় দিনে মঞ্চ হইতে কমিউনিস্ট নেতা শ্রী জ্যোতি বসু যখন দিবসটির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া বলেন, সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে ভারত ও

পাকিস্তানে যে বিষাক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি হইয়াছে, দুর্বার গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে পারিলে উভয় স্থানেই সেই আবহওয়ার স্থলে প্রতিষ্ঠিত হইবে শান্তি ও মৈত্রী, তখন হাজার হাজার কণ্ঠে অভিনন্দিত হয় তাঁহার আহ্বান।

স্বাধীনতা, নব পর্য্যায় ১৯৮তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ২৪৩তম সংখ্যা) ২৭শে আগস্ট ১৯৫১তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে মতবিরোধ সংবাদ ভিত্তিহীন ঃ সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রী এ. কে. গোপালনের ঘোষণা ঃ সাধারণ নির্বাচন সম্পর্কে কমিউনিস্টদের নীতির ব্যাখ্যা'

কালিকট, ২৫শে আগস্ট এখানে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নির্বাচনী বোর্ডের সভ্য শ্রী এ. কে. গোপালন বলেন যে, কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে ভাঙ্গন সম্পর্কে একশ্রেণীর সংবাদপত্রে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা একেবারেই ভিত্তিহীন।

সংবাদে বলা হইয়াছে যে, নেহরু সরকারের পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে কিরূপ মনোভাব গ্রহণ করা হইবে, তাহা লইয়াই নাকি মতবিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে। আরও প্রচার করা হইয়াছে যে, শ্রী গোপালন ও জ্যোতি বসু পার্টির অন্যান্য সদস্য হইতে এই সম্পর্কে ভিন্নমত গ্রহণ করেন ......।

.... এই সমস্ত রিপোর্ট একেবারেই ভিত্তিহীন। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত খসড়া কর্মসূচীতে নেহরু সরকারের পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে পার্টির বক্তব্য পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। পার্টির প্রত্যেকটি সভ্য এই কর্মসূচী গ্রহণ কবিয়াছেন।

পাকিস্তান যদি পুনরায় কাশ্মীর আক্রমণ করে তাহা হইলে কমিউনিস্ট পার্টি গভর্নমেন্টকে সমর্থন করিবে কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রী গোপালন বলেন যে সত্যই আক্রমণ ঘটিতেছে এই সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইলে তাহার দল নিশ্চয়ই গভর্নমেন্টকে সমর্থন কবিবে।

কমিউনিস্ট পার্টি হিংসায় বিশ্বাস করে কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে গোপালন বলেন যে একমাত্র আত্মরক্ষার জন্যই পার্টি হিংসার পথ অবলম্বন করে। পার্লামেন্টারী পদ্ধতিতে গভর্নমেন্টের উচ্ছেদ করা সম্ভব না হইলে, পার্টি অন্য পথ গ্রহণ করিতে পারে। তবে তাহার পিছনে জনসাধারণের সমর্থন থাকা চাই।

শ্রী গোপালন তাঁহার উত্তর ভারত সফর কালে শ্রীমতী অরুণা আসফ আলি, শ্রী মোহন সিং, শীলভদ্র যাজী, কর্ণেল ধীলন এবং সংযুক্ত সমাজবাদী সংস্থার অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি আচার্য কৃপালনী, রফি আমেদ কিদোয়াই এবং দামোদর মেননের সহিতও সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাৎ কারের সময় অন্যান্য দলের সহিত নির্বাচনী মৈত্রী সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য তিনি তাঁহাদের নিকট পেশ করেন। ....জনাব কিদোয়াই এইরূপ আভাস দেন যে তিনি এই সম্পর্কে বিবেচনা করিবেন এবং চিঠিপত্র লিখিবেন।

পরিশেষে গোপালন বলেন যে, ইন্দোর, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন এবং হায়দরাবাদ ভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টি ভারতের সমস্ত রাজ্যে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামিবেন। উল্লিখিত রাজ্যগুলিতে ব্যক্তিগতভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হইবে। — পি. টি. আই.

এই সংখ্যায় অন্যান্য বিশেষ শিরোনামের মধ্যে আছে ঃ

'রাজবন্দীদের মুক্তি ব্যতীত স্বাধীন নির্বাচন অসম্ভব ঃ সারা ভারত ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্মেলনের প্রস্তাব', 'যুব উৎসবের চতুর্থ দিনে সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধ বিরোধিতার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি ঃ বাংলার বিভিন্ন লোক সংস্কৃতির মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান ঃ ১৫ হাজার দর্শকের যোগদান', বিশ্ব শান্তি ও পাক-

ভারত শান্তির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতিবিদদের উদ্যোগ : অবিলম্বে ১৪ দফা কর্মসূচী সফল করার আবেদন' প্রভৃতি।

স্বাধীনতা, নব পর্য্যায় ১৯৯তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ২৪৪তম সংখ্যা) ২৮শে আগস্ট ১৯৫১তে শিরোনাম :

শান্তি-সংগ্রামে ১০৪টি দেশের ২০ লক্ষ নওজোয়ানের পণ : পাঁচ-শক্তি শান্তি -চুক্তির ভিত্তিতে সুখী জীবন গড়িব : বার্লিনে তৃতীয় বিশ্ব যুব ছাত্র-শান্তি উৎসবে ঘোষিত সঙ্কল্প'

আমরা ১০৪টি দেশের ২০ লক্ষ ছেলে-মেয়ে বিভিন্ন ধরনের মতামত, ধর্মমত জাতি ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের -- বার্লিনে তৃতীয় বিশ্ব যুব ছাত্র শান্তি উৎসবে আসিয়াছি, আবারও সারা-দুনিয়ার সামনে এই ঘোষণা করিবার জন্য যে সমস্ত জাতি সমগ্র নওজোয়ান আরও বেশি দৃঢ়তার সহিত শান্তি ও উন্নততর জীবনের জন্য সংগ্রাম করিতেছি।

আমরা সচেতন আছি যে -- দুনিয়ায় এক নূতন যুদ্ধের বিপদ দেখা দিয়াছে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক নষ্ট করিবার জন্য শান্তির দুশমনেরা সাধ্যয়াত্ত সবকিছুই করিতেছে। তাহারা অস্ত্রশস্ত্র বাড়াইবার দৌড় শুরু করিয়াছে ; প্রকাশ্য সশস্ত্র আক্রমণে আগাইয়া গিয়াছে কোন কোন দেশে।

আমরা জানি যে -- যুদ্ধর সর্বনাশের প্রধান শিকার হইবে নওজোয়ান ; যুদ্ধ প্রস্তুতি নওজোয়ানের জীবন যাত্রায় লইয়া আসে চূড়ান্ত সর্বনাশা সব কুফল ; শান্তি রক্ষার্থে দেশে দেশে জনগণের সাধারণ সংগ্রামে নওজোয়ানদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ নির্ভর করিতেছে আমাদেব ঐক্যের উপব।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে নূতন যুদ্ধ বন্ধ করিবার পথ আছে। সে পথ হইল -- অস্ত্রসজ্জার দৌড় বন্ধ করা, প্রধান পাঁচ শক্তির মধ্যে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করা।... ....।

নূতন যুদ্ধ বন্ধ করিবার জন্য সমস্ত শক্তি উৎসর্গ করিব ;

শান্তি ও মানবতার দুশমনের সমস্ত পরিকল্পনা খুলিয়া ধরিয়া বন্ধ করিব ;

অস্ত্রসজ্জার হিড়িকের বিরুদ্ধে আর নওজোয়ানের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিবার জন্য সংগ্রাম চালাইব ,

সমগ্র দেশের জনগণ ও নওজোযানের মধ্যকার বন্ধুত্ব ও শান্তিপূর্ণ পাশাপাশি অবস্থানের জন্য সংগ্রাম চালাইব ;

এই উৎসবে চমৎকারভাবে প্রকাশিত আমাদের ঐক্যকে রক্ষা করিবার জন্য এবং সংহত করিয়া প্রসারিত করিবার জন্য সংগ্রাম চালাইব ;

এই সক্রিয় সংগ্রামে আরও কোটি কোটি নওজোয়ানকে টানিয়া আনিব।

প্রধান পাঁচ শক্তির মধ্যে শান্তি চুক্তি, জাতিতে-জাতিতে শান্তিপূর্ণ অবস্থানের ভিত্তি স্থাপন করিবে ; সেই শান্তিচুক্তি সম্পাদনের জন্য অভিযানে আমাদের সমগ্র শক্তি নিয়া যোগ দিবার সংকল্প গ্রহণ করিতেছি। এই পবিত্র মুহূর্তে আমরা সংকল্প করি -- শান্তির আদর্শে অবিচলিত থাকিব।

এই আমাদের পণ

— আমাদের পণ

— আমাদের পণ

স্বাধীনতা, নব পর্য্যায় ২০০তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ২৪৫তম সংখ্যা) ২৯শে আগস্ট ১৯৫১তে, বুধবার ১২ই ভাদ্র ১৩৫৮তে প্রকাশিত শিরোনাম :

'ভুখা মিছিলের উপর আবার পুলিসের লাঠি চার্জ ঃ কৃষকদের খাদ্যের দাবিতে বিধান সরকারের ক্রোধ ঃ নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার ঃ মিছিল রোধের জন্য বিরাট বাহিনীর সমাবেশ'

কলিকাতা – ২৮শে আগষ্ট সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টারের নেতৃত্বে পরিচালিত প্রায় পাঁচশত কৃষকের এক ভুখা মিছিলের উপর লালবাজারের সামনে পুলিস আক্রমণ করে এবং মিছিলের নেতাদের গ্রেপ্তার করে। ২৪ পরগনার জয়নগর মঞ্জিলপুর অঞ্চলে চাউলের দাম ৫০ টাকা পর্যন্ত ওঠার ফলে ঐ অঞ্চলের ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকরা অনাহার অর্দ্ধাহারে আছেন। তাই উক্ত অঞ্চলের ১৩টি ইউনিয়ন হইতে কৃষকরা রেশন প্রথা প্রবর্তন, থানা কর্ডন প্রত্যাহার প্রভৃতি দাবি পেশ করিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়া বিধান সরকারের লাঠি খাইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন।.....খাদ্যমন্ত্রী ভুখা মিছিলের প্রতিনিধির সঙ্গে পর্যন্ত দেখা করিতে রাজী হন নাই।

এই সম্পর্কিত আর একটি শিরোনাম ঃ

'খাদ্যাভাবে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গ্রামে হাহাকার ঃ প্রিয়জনের অনশন দেখিতে না পারিয়া গৃহত্যাগের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী ঃ নদীয়ায় মৃত্যুর পথে মৎস্যজীবী পরিবারবর্গ ঃ জলে মাছ নাই, ডাঙ্গায় চাউল অগ্নিমূল্য।

এই সংখ্যায় আরও যেসব শিরোনাম প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে আছে ঃ

'নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নেব ব্যাপার লইয়া কংগ্রেসীদের মধ্যে মতভেদ ঃ হুগলী জেলার গ্রামে ঘরোয়া বৈঠকে কলহ ঃ কংগ্রেসের ব্যর্থতার সমালোচনায় প্রফুল্ল সেন ও অতুল্য ঘোষের উষ্মা', **'ভূমি সংস্কারের নামে জোতদার জমিদারের স্বার্থ রক্ষা ঃ মন্ত্রিসভার হাতে পাঁচটি পরিকল্পনা'**

আজ পর্যন্ত বিধান মন্ত্রিসভা জমিদারী প্রথা সংক্রান্ত আইনের কোন খসড়াই তৈরি করেন নাই। বিভিন্ন সময়ে তৈরি পাঁচটি পরিকল্পনা তাঁহাদের দপ্তরে আছে। .....এই পরিকল্পনায় আসলে কৃষকদের ঘাড়ের বোঝা কমিবে না। নিঃস্ব গরীব কৃষক বিনা মূল্যে জমি পাইবে না! উপরন্তু জমিদাররা পাইবেন বিপুল খেসারত। অবশ্য আইনসভার শরৎকালীন অধিবেশনে কোন বিলই বিধান মন্ত্রিসভা উপস্থিত করিবেন না।

পরিকল্পনা

১৯৪৭ সালে ঃ ভূমি রাজস্ব বিভাগ একটি খসড়া তৈরি করেন।

১৯৪৮ সালে ঃ এক বছর পর ঐ খসড়া আলোচিত হয় এবং খোলনচে বদলাইয়া মন্ত্রিসভায় পেশ করা হয়। মন্ত্রিসভা খসড়াটি সাব্রাব-কমিটিতে পেশ করেন। সাবকমিটি ধামাচাপা দেন।

১৯৪৯ সালে ঃ আবার এক সাব-কমিটি গঠিত হয়। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করা উচিত কি অনুচিত ইহা বিচার করা ছিল তাহার কাজ। সাব-কমিটি কোন রিপোর্টই পেশ করে না।

১৯৫০ সালে ঃ মন্ত্রিসভা ঠিক করেন জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ সম্বন্ধে তথ্য অনুসন্ধানের জন্য সুন্দরবনে একজন স্পেশ্যাল অফিসার পাঠানো দরকার। শেষ পর্যন্ত এই অফিসার নিয়োগ করা হয় নাই।

১৯৫১ সালে ঃ আইন সভার শরৎকালীন অধিবেশনে বিল আনিবার জন্য মন্ত্রিসভার নিকট পাঁচটি পরিকল্পনা পেশ। শেম পর্যন্ত সমস্ত পরিকল্পনা ধামাচাপা।

এই সংখ্যায় আর একটি ক্ষুদ্র শিরোনাম ঃ

একে একে নিবিছে দেউটি

মশলিপত্তম, ২৭শে আগস্ট -- কয়েকজন কর্মকর্তা সহ কৃষ্ণা জেলার প্রায় দেড়শত কংগ্রেস কর্মী অন্ধ্র প্রাদেশিক কংগ্রেস সভাপতিকে জানাইয়াছে যে, তাঁহারা কংগ্রেসের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ

করিতে চাহেন। এত দুঃখ করে তাঁহারা লিখিয়াছেন যে, ভারত ও কৃষিজীবী শ্রেণীর সংগঠনের বদলে কংগ্রেস হইয়া উঠিয়াছে পুঁজিবাদী ও জমিদারদের সংগঠন। তাঁহারা আরও অভিযোগ করিয়াছেন যে, কংগ্রেস তাহার নির্বাচনী শপথ খেলাপ করিয়াছে। —পি. টি. আই.

স্বাধীনতা, নব পর্য্যায় ২০৩তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ২৪৮তম সংখ্যা) ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৫১, শনিবার ১৫ই ভাদ্র ১৩৫৮তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'কংগ্রেসী সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনমত গড়িয়া তুলুন ঃ কেরালায় সাংবাদিক সম্মেলনে সমস্ত বিরোধী দলের প্রতি কমরেড গোপালনের আবেদন'

কোজিকাদ, ২৭শে আগস্ট (বিলম্বে প্রাপ্ত) "সমস্ত বিরোধী দলগুলিকে ধ্বংস করার জন্য এবং কগ্রেসী সরকার যে ভাবে কাজ করিয়া যাইতেছি তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য. ..সমস্ত দল একটি দলের এবকম রাজনৈতিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গড়িয়া তুলিবার জন্য আমি তাহাদের নিকট আবেদন জানাইতেছি।"

......কমরেড গোপালন বলেন যে কমিউনিস্ট পার্টিকে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে না দেওয়ার জন্য সরকার দৃঢ় সংকল্প। সরকার পদে পদে কমিউনিস্ট পার্টির নির্বাচনের পথে বাধা সৃষ্টি করিতেছে। কোজিকাদে হইতে কমিউনিস্ট সাপ্তাহিক "দেশাভিমানী" বাহির করিবার অনুমতি চাওয়া হইয়াছিল। দুই মাস হইতে চলিল, কিন্তু এখন পর্যন্তও কোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

যাহারা নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াইবেন সেই রকম অনেক কমরেডকেই জেলে আটক রাখা হইয়াছে। কমরেড ই. এম. এস. নাম্বুদিরিপাদ, কে. এ কেরালীয়ান, এন. সি. শেখর, ই. সি. গোপালন, এন. ই. বলরাম, কালাভ কৃষ্ণাণ এবং আরও অনেক কমরেডদের বিরুদ্ধে এখনও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ঝুলিতেছে।

ত্রিবাঙ্কুরে সুপ্রীম কোর্টের আদেশে যাঁহারা মুক্তি পাইয়াছেন রাজ্য সরকার তাঁহাদের আবার গ্রেপ্তার করিয়াছেন।................

..........এই সমস্ত বন্দীদের মুক্তির দাবি লইয়া তিনি মাদ্রাজের প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মহাশয় বন্দীদের মুক্তি সম্বন্ধে কোন কিছুই বলিলেন না।

জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার কি ভাবে খর্ব করা হইতেছে এবং একটি দলের স্বৈরশাসন কি ভাবে চালানো হইতেছে তাহা উল্লেখ করিয়া কমরেড় গোপালন বলেন যে, নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিবার গণতান্ত্রিক অধিকার সম্বন্ধে জনসাধারণের বক্তব্য সরকারকে সুস্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতে হইবে – এই বিষয় দেরী করার আর সময় নাই।

এই সংখ্যায় পরবর্তী উল্লেখযোগ্য শিরোনাম ঃ

'সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদের হাতে মানবাধিকার রক্ষার অধিকার দিতে রাজি নহি ঃ সারা ভারত ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্মেলন সম্পর্কে কয়েকজন প্রগতিশীল প্রতিনিধির বিবৃতি'

......নাগপুরে অনুষ্ঠিত সারা ভারত ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্মেলনে প্রতিনিধিদের মধ্যে পশ্চিমবাংলা ব্যক্তি স্বাধীনতা সঙ্ঘের শ্রী যাদবেশ্বর ভট্টাচার্য্য, শ্রী এ. পি. চ্যাটার্জী এবং শ্রী রতনলাল বাজোরিয়া, মি: ডব্লিউ. এন. লুথার........ এডভোকেট ডি. এল. জয়ন্ত উক্ত সম্মেলনে '৪৯ সালের মে মাসে মানব-অধিকার কমিশনের ভারতের নীতির নিন্দা করিয়া এবং জাতি সঙ্ঘের সাধারণ সভার নিকট মানব অধিকারের শর্তাবলীকে কাজে লাগাইবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থার দাবি জানাইয়া যে প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছিল তাহাতে তাঁহারা কেন বিরোধিতা করিয়াছেন তাহা ব্যাখ্যা করিয়া এক বিবৃতি দিয়াছেন।

..........“জাতি সঙ্ঘ সকল দেশের মধ্যে শান্তি ও বন্ধুত্ব রক্ষার যন্ত্র হিসাবে সংগঠিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহা...ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা জাতিসঙ্ঘে ও তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলি যুদ্ধ ও হস্তক্ষেপের যন্ত্রে পরিণত হইতে চলিয়াছে।”

“ব্যক্তি স্বাধীনতা ধ্বংসকারী হিসাবে আমেরিকাই ইহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছে। মার্কিন দেশে ....যে কোন সৎ ব্যক্তিকে কমিউনিস্ট আখ্যা দিয়া কর্ম হইতে বিতাড়িত করা হইতেছে এবং পরে জেলে পোরা হইতেছে। ....ব্রিটেন ও আমেরিকা তাঁহাদের তাঁবেদারদের সহায়তায় মানব-অধিকার কমিশনে বিভিন্ন দেশের জনসাধারণের মধ্যে বন্ধুত্ব মনোভাব ব্যাহত করিবার উদ্দেশ্যে ঐ সমস্ত দেশের প্রতি কুৎসা রটনা বন্ধের সকল চেষ্টাকে বাধা দিয়াছে --ফলে তাহারা যুদ্ধ প্রচার অব্যাহত রাখিয়াছে। এশিয়ার জনগণের এই চিরন্তন শোষকরা অন্যান্য দেশে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মানব অধিকার রক্ষার ‘একচেটিয়া অধিকার’ লইতে যায়। সুতরাং এইভাবে জাতি সঙ্ঘের হাতে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার তুলিয়া দিবার দাবি সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদেরই দাবি। ইহা দুর্বল জাতি ও দেশগুলির উপর সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের দাবি।” কাশ্মীরে তাহাদের হস্তক্ষেপ পাক-ভারত যুদ্ধের উস্কানি প্রভৃতি কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহারা বলেন, জাতি সংঙ্ঘের মূলনীতি ভঙ্গকারী ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী দ্বারা অধিকৃত জাতি সঙ্ঘের সাধারণ সভার হাতে মানব অধিকার রক্ষার জন্য তথাকথিত উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের অধিকার দিতে আমরা রাজি নহি। কারণ ইহার দ্বারা দস্যু দাসত্বকারীদেরই ডেকে আনা হইবে।”

ভারতের নীতি সম্পর্কে উল্লেখ করিয়া তাঁহারা বলেন, “নেহরু সরকার যে ব্যক্তি স্বাধীনতা নির্মূল করিয়া পুলিস রাষ্ট্র গঠন করিতে চান সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই ব্যাপারে নেহরু সরকারের প্রতিনিধি আংশিকভাবেও যে সঠিক নীতি লইয়াছেন তাহা সমর্থন করা উচিৎ।”......... .

স্বাধীনতা, নব পর্য্যায়ে ২০৪তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ২৪৯তম সংখ্যা) ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৫১, শিরোনাম ঃ

‘নির্বাচন ও অন্যান্য কাজের জন্য চার লক্ষ টাকা চাই ঃ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ কমিটির আবেদন’

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গের প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি পার্টির প্রত্যেক সভ্য ও দরদী এবং দেশের প্রগতিশীল অধিবাসীদের নিকটে চার লক্ষ টাকার আবেদন লইয়া উপস্থিত হইতেছে।

কেন টাকা চাই ?

কয়েক মাসের ভিতরে প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি মাত্রেরই ভোটে আইন সভার নির্বাচন হইবে। এই ধরনের নির্বাচন আমাদের দেশে এইবারেই প্রথম হইতে চলিয়াছে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে। বর্তমান ধনিক-জমিদার পরিচালিত কংগ্রেসী সরকার নির্বাচন পরিচালনা করিবে বলিয়া উহা অত্যন্ত ব্যয় সাধ্য ব্যাপার হইবে। আমাদের খরচ অন্যদের তুলনায় কম হইলেও পশ্চিমবাংলার নির্বাচনে আমাদের খরচ হইবে প্রচুর। এইরূপ খরচের কথা জানিয়াও আমরা নির্বাচনের লড়াই-এ নামি ইহাই দেশের জনগণ চাহিতেছেন।

মুখপত্র ছাড়া কোনো পার্টির নির্বাচনের কাজ চলিতে পারে না। আমাদের মুখপত্র **“স্বাধীনতা”** কে আরো ভালোভাবে চালাইতে হইবে। **“স্বাধীনতা”** যে ঘাটতিতে চলে, সে কথা আমরা আগেই সকলকে জানাইয়াছি। অনেক টাকা লোকসান বরদাস্ত না করিলে কোন দৈনিক কাগজকে দাঁড়

করানো সম্ভবপর নয়। **"স্বাধীনতা"** কে চালানো এবং বাঁচানো, বিশেষ করিয়া আজিকার এই নির্বাচনের মুখে আমাদের পক্ষে অপরিহার্য্য কর্তব্য। কাজেই **"স্বাধীনতা"**র জন্যও মোটা তহবিল দরকার।

পার্টির পশ্চিমবঙ্গের প্রাদেশিক কমিটির সাংগঠনিক কার্জ চালাইবার জন্যও অনেক টাকার দরকার। প্রাদেশিক কমিটির জিম্মায় কোনো সংরক্ষিত তহবিল তো নাই-ই, মাসে মাসে কমিটিকে যে টাকা খরচ করিতে হয়, তাহাও মাসিক চাঁদা হইতে জোগাড় হয় না।

এই সব খরচ মিলাইয়া আমরা চার লক্ষ টাকার জন্য আবেদন করিতেছি। আগামী নভেম্বর-দিবসের ভিতরে এই টাকা তুলিতে হইবে। টাকা তুলিবার দায়িত্ব প্রত্যেক পার্টি সভ্য ও পার্টি দরদীকে লইতে হইবে।

প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি পশ্চিমবাংলার প্রত্যেক জিলা ও ইউনিটের উপরে নিম্নলিখিতরূপে টাকা তুলিবার দায়িত্ব দিতেছেঃ

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি
১লা সেপ্টেম্বর ১৯৫১

একদিকে পার্টি নেতৃত্ব যেমন নির্বাচনী সংগ্রামের প্রস্তুতি চালাচ্ছে তেমনি অন্যদিকে কংগ্রেসী সরকারের স্বৈরাচারী আক্রমণও অব্যাহত আছে। তারই একটি সংবাদ এই সংখ্যায় প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'কলিকাতা বিভিন্ন পুস্তকের দোকানে খানা তল্লাসী ঃ বোম্বাই সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত পুস্তকের সন্ধানে হানা ঃ পশ্চিমবঙ্গ পুলিসের কেরামতী'

(১লা সেপ্টেম্বর) শনিবার পুলিস গোয়েন্দা বিভাগের সহায়তায় ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেডের দোকান, কারেন্ট বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স প্রভৃতি ১০/১২টি পুস্তকের দোকানে হানা দিয়া খানা তল্লাসী চালায়। ন্যাশনাল বুক এজেন্সীর দোকান হইতে পুলিস বোম্বাই সরকার কর্তৃক বে-আইনী ঘোষিত "প্রিন্সিপল্‌স্ অব পার্টি অর্গানাইজেশন" নামক বইটার সমস্ত কপি লইয়া যায়। অন্যান্য দোকানেও....খানা তল্লাসী চালানো হয়।

পয়লা সেপ্টেম্বর সকাল দশটার সময় কলিকাতা পুলিস এস. বি. ও আই. বি.'র কর্মচারীরা ন্যাশনাল বুক এজেন্সীর দোকান খানা তল্লাসী করিতে আসে। তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের তৃতীয় সম্মেলনে ১৯২১ পার্টি সংগঠন সম্পর্কে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত "প্রিন্সিপল্‌স্ অব পার্টি অর্গানাইজেশন" বইখানি বাজেয়াপ্ত করার উদ্দেশ্যেই এই খানা তল্লাসী। বইটি.....ন্যাশনাল বুক এজেন্সী পুনঃ প্রকাশ করে। পুলিস এই বইয়ের সমস্ত কপি বাজেয়াপ্ত করিয়াছে। স্মরণ থাকিতে পারে যে ১৯৪৯ সালের ২৬শে মে ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেড'কে পুলিস অযৌক্তিকভাবে বন্ধ করিয়া দেয়।.........

ভারপ্রাপ্ত পুলিস অফিসারের নিকট হইতে জানা গেল যে, যদিও পশ্চিমবাংলার সরকার এই বই বে-আইনী ঘোষিত করে নাই, তবুও বোম্বাই সরকার যেহেতু উক্ত পুস্তক বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে সেহেতু উহা পশ্চিমবঙ্গেও বে-আইনী। জানা গেল যে উক্ত পুস্তকের ব্যাপারে পুলিস কলিকাতার আরও বহু পুস্তকের দোকানে ঠিক ঐ মুহূর্তেই এই প্রকার খানা তল্লাসী করিয়াছে।.........

এই সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয় ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৫১ হইতে শুরু কমিউনিস্ট পার্টির কলিকাতা জিলা সম্মেলনের প্রথম দিনের কিছু সংবাদ নিম্নের শিরোনামের মাধ্যমে ঃ

'কলিকাতা জিলা সম্মেলন : প্রথম দিনের অধিবেশন'

শনিবার বেলা একটা হইতে মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে কমিউনিস্ট পার্টির কলিকাতা জেলা সম্মেলন শুরু হয় ন্যূনাধিক সহস্র সভ্যের প্রতিনিধিস্থানীয় প্রায় দুই শত প্রতিনিধি ও তদনুরূপ দর্শকের উপস্থিতিতে গাম্ভীর্য্যপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে সম্মেলন শুরু হয়। কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ'কে নেতৃত্বস্থানীয় করিয়া ৩ জন বিশিষ্ট শ্রমিক সহ মোট পাঁচজনকে লইয়া সভাপতিমণ্ডলী সম্মেলনের কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। বিগত তিন বৎসরের মধ্যে জনতার অসংখ্য সংগ্রামে কংগ্রেসী সরকারের হাতে লতিকা, প্রতিভা, গীতা সহ যাঁহারা শহীদ হইয়াছেন তাহাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়া সম্মেলনের কার্য্য শুরু হয়।................।

এই সঙ্গে আছে কংগ্রেসী সরকারের সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের সংবাদ শিরোনাম :

'সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধে ভারত সরকারের নয়া প্রয়াস : পার্লামেন্টে রাজাজী কর্তৃক নূতন বিল উত্থাপন'

........স্বরাষ্ট্রসচিব শ্রী রাজা গোপালাচারী "সংবাদপত্র আইন" সংক্রান্ত একটি বিল পার্লামেন্টে উত্থাপন করেন। উক্ত বিলের উদ্দেশ্য হইতেছে আপত্তিজনক সংবাদ প্রকাশ, মুদ্রণ ও প্রদর্শনীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা। ইহার অনুমোদন কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই এই আইন চালু হইবে।

এই বিলে ৩৪টি ধারা আছে। কি কি অবস্থায় মুদ্রণালয়ও বাজেয়াপ্ত করা হইবে, এবং সংবাদপত্রের জামানত দিতে না পারিলে তাহার ফল কি হইবে প্রস্তাবিত আইনে তাহা বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাতে সরকারকে কোন কোন মুদ্রিত বিষয় বাজেয়াপ্ত করা, আপত্তিকর কাগজপত্রের বাণ্ডিল আটক করা, অননুমোদিত কাগজপত্র আটক করিয়া ধ্বংস করিয়া ফেলা এবং অননুমোদিত সংবাদপত্র ও পত্রিকা মুদ্রণকারী ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করার অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

এই আইনে আপত্তিকর বিষয়ের নিম্নরূপ সংজ্ঞা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। "যে সকল বাক্য, চিহ্ন বা দৃশ্য প্রতীক দ্বারা হিংসাত্মক আচরণে প্ররোচনা বা উৎসাহদান করা যাইতে পারে অর্থাৎ ভারতে বা ভারতের কোন রাজ্য আইন সঙ্গত সরকারের উচ্ছেদ সাধনে বা সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে অন্তর্ঘাতী কার্য্যকলাপে প্ররোচনা বা উৎসাহ দান করা যাইতে পারে।"

যাহার দ্বারা ভারত ইউনিয়নের সশস্ত্রবাহিনীব অথবা পুলিসবাহিনীর লোক হ্রাস পাইতে পারে, লোক সংগ্রহে বিঘ্ন সৃষ্টি হইতে পারে, আনুগত্য অথবা কর্তব্যে অবহেলা দেখা দিতে পারে এইরূপ বিষয় আপত্তিকর বলিয়া গণ্য হইবে।

প্রেস বিলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে শ্রী রাজা গোপালাচারী বলেন যে, ১৯৩১ সালে যে বিল পাশ করা হইয়াছিল তাহার আপত্তিজনক শর্তগুলি এই বিলে থাকিবে না। হিংসাত্মক, নাশকতামূলক ও অন্যান্য গুরুতর অপরাধমূলক কার্য্যকলাপে মাঝে মাঝে যে উস্কানি দেওয়া হয় এই বিলের শর্তে তাহা রোধ করিবার ব্যবস্থা থাকিবে।

আপত্তিকর বিষয়ে মুদ্রিত করা সম্পর্কে কাহারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইলে, কোন দায়রা জজের এজলাশে তাহার শুনানীর বিস্তৃত ব্যবস্থা বিলে করা হইয়াছে। অভিযুক্ত ব্যক্তি ইচ্ছে করিলে অভিযোগ সম্পর্কে জুরির বিচার দাবি করিতে পারিবেন। যাহার নিকট হইতে জামানত তলব করা হইবে, তিনি অথবা যে সম্পত্তির উপর জামানত তলব করা হইবে তাহার কোন অংশীদার অভিযোগের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে দরখাস্ত করিতে পারিবেন।

জামানত না দিয়া কোন ছাপাখানা চালাইলে অথবা সংবাদপত্র প্রকাশ করিলে এবং অননুমোদিত সংবাদপত্র প্রকাশ করিলে শাস্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

এই বিল অনুযায়ী প্রাদেশিক সরকারও অননুমোদিত ছাপাখানা আটক ও বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন এবং পুলিসকে এইরূপ ছাপাখানার বাড়ি তল্লাস করিয়া জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট রিপোর্ট দাখিল করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন। ইহার দরুন ২ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা ৬ মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড কিংবা উভয় প্রকারের দণ্ডই হইতে পারিবে। কোন দায়রা জজ যদি তদন্ত করিয়া বুঝিতে পারেন যে, জামানত তলব করার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে তবে তিনি ছাপাখানার কীপারকে ১৫ দিনের মধ্যে জমানত জমা দিবার নির্দেশ দিবেন। জামানতের কোন পরিমাণ প্রস্তাবিত আইনে নির্দেশ দিবেন। জামানতের কোন পরিমাণ প্রস্তাবিত আইনে নির্দেশ করা হয় নাই ; দায়রা জজ জামানত বাজেয়াপ্ত করিতে অথবা আরও জামানত দাবি করিতে পারিবেন।

সংবাদপত্র ও ছাপাখানা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারেব কতকগুলি আইনে বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। —পি. টি. আই.

এই সংখ্যায় কাকদ্বীপ মামলার বন্দীদের সম্পর্কে প্রকাশিত সংবাদের শিরোনাম —

'অবিলম্বে কাকদ্বীপ বন্দীদের জমিন দেওয়া হোক : পুলিসের রিপোর্টের উপর অনির্দিষ্ট হাজত বাস অমানুষিক বলিয়া ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটির বিবৃতি'

পশ্চিমবঙ্গ ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক শ্রীযাদবেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও শ্রী প্রমোদ সেনগুপ্ত কাকদ্বীপ বন্দীদের সম্পর্কে এক বিবৃতিতে বলেন :

"কাকদ্বীপের গজেন মালী, ননী খড়ুই, বিজয় মণ্ডল, মানিক হাজরা প্রভৃতি বিচারাধীন বন্দীরা প্রায় গত ২ বৎসর বিচারাধীন অবস্থায় জেলে রহিয়াছেন। তাঁহাদের কাহাকেও জামীন দেওয়া হয় নাই। হাইকোর্ট কর্তৃক স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল অসিদ্ধ ঘোষণার পর তাঁহাদের বিচারের ভবিষ্যতও আনিশ্চিত। দীর্ঘদিন বিচারাধীন অবস্থায় কারাবাসের ফলে ইহাদের স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ....।"

বিবৃতিতে তাঁহারা আরও বলেন, "কোর্ট হইতে তাঁহাদেয় উচ্চ শ্রেণীভুক্ত বন্দী হিসাবে গণ্য করিবার আদেশ দিলেও জেল কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের খাট, মশারী, বিছানা কিছুই দেন নাই। এমনকি বাহির হইতে আত্মীয় স্বজনরা যে সমস্ত কাপড়-জামা তাঁহাদের ব্যবহারের জন্য জেল গেটে জমা দিয়াছেন, তাহাও তাঁহারা পান নাই।"

.....তাঁহারা কাকদ্বীপে পুলিস ও জমিদারের অত্যাচারের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, "ইঁহাদের সকলেরই ঘরবাড়ী প্রায় আগুন দিয়া পুড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, জমিজমা কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। অন্যদিকে তাঁহাদের জামিন না দেওয়ায় মামলা পরিচালনার কাজেও অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হইতেছে। শুধুমাত্র পুলিস রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া এতগুলি ব্যক্তিকে দীর্ঘ দুই বৎসর ধরিয়া জেলে পুরিয়া রাখা অমানুষিক বলিয়া আমরা মনে করি। আমরা দাবি করি অবিলম্বে ইহাদের জামিন দেওয়া হোক, তাঁহাদের জমি ফেরৎ দেওয়া হোক এবং তাঁহাদের মামলা পরিচালনার পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হোক।"

এই সংখ্যাতেই পরের গুরুত্বপূর্ণ শিরোনামটি হচ্ছে :

'সারা ভারত কৃষক সভা ও সংযুক্ত কৃষক সভার মিলন : একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠিত : কৃষক আন্দোলনে নব যুগের সূচনা'

গত ২৮ ও ২৯শে (আগস্ট) তারিখে পাটনায় সারা ভারত কৃষক সভা এবং সংযুক্ত কৃষক সভার প্রতিনিধিবর্গ একত্র হইয়া আলোচনার ফলে সারা ভারত কৃষক আন্দোলনে এক নূতন যুগের

সূচনা হইয়াছে। উভয় প্রতিষ্ঠান মিলিত হইয়া একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান হইয়াছে। ইহার নাম হইবে নিখিল ভারত কৃষক সভা।

..... গত এপ্রিল মাস হইতে কমরেড বঙ্কিম মুখার্জি যখন বিভিন্ন প্রদেশের কৃষক সভাগুলিকে পুনর্গঠন করিবার কাজে উদ্যোগী হন, তখন হইতেই সংযুক্ত কৃষক সভার সহিত মিলনের আলোচনা চলিতে থাকে। অবশেষে ৬ই আগস্ট হইতে ১২ই আগস্ট কলিকাতায় নিখিল ভারত কৃষক সভার কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের যে অধিবেশন হয় তাহাতে সংযুক্ত কৃষক সভার সহিত মিলনের সিদ্ধান্ত হয় এবং ইহার পরিপূর্ণ রূপ দিবার জন্য কমরেড বঙ্কিম মুখার্জি, কমরেড জেড. এ. আমেদ ও কমরেড যোগীন্দ্র শর্মার উপর দায়িত্ব অর্পিত হয়। আবার ঐ আগস্ট মাসেরই মাঝামাঝি সময়ে বোম্বাই শহরে সংযুক্ত কৃষক সভার কাউন্সিলের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে মিলনের আলোচনার জন্য শ্রী যদুনন্দন শর্মার ও শ্রী শীলভদ্র যাজীর উপর দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। .....২৮শে, ২৯শে তারিখে শ্রী শর্মা ও শ্রী যাজীর আমন্ত্রণক্রমে নিখিল ভারত কৃষক সভার প্রতিনিধিগণ পাটনায় গমন করেন । সেখানে ঐক্যবদ্ধ প্রতিষ্ঠান নিখিল ভারত কৃষক সভার গঠনতন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা হয়। দুইটি পৃথক কৃষক সংগঠনের গঠনতন্ত্র প্রায় সেই পুরাতন নিখিল ভারত কৃষক সভার অনুরূপ ছিল বলিয়া বিতর্কের বিশেষ অবকাশ ছিল না। তবে সভার উদ্দেশ্য লইয়া যে টুকু মতভেদ উপস্থিত হয়, তাহা আলোচিত হয় এবং এক মিলিত সিদ্ধান্তে পৌঁছান সম্ভব হয়। গঠনতন্ত্র লিপিবদ্ধ করার ভার কমরেড বঙ্কিম মুখার্জির উপর অর্পিত হইয়াছে। আলোচনাকালে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, প্রতিটি প্রদেশ হইতে উভয় সংগঠনের প্রতিনিধি (ডেলিগেট) লইয়া আগামী অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে এক কনভেনশান আহ্বান করা হইবে। উক্ত কনভেনশানে সভাপতি, সম্পাদক প্রভৃতি পদাধিকারী ও কার্য্য নির্বাহক কমিটির সভ্য নির্বাচন করা হইবে। আলোচনাকারীদের মধ্যে ঠিক হইয়াছে যে নিখিল ভারত কৃষক সভার সভাপতি হইবেন কমরেড বঙ্কিম মুখার্জি এবং সম্পাদক হইবেন শ্রী যদুনন্দন শর্মা ; অবশ্য এ সম্বন্ধে সবকিছুই উক্ত কনভেনশানে প্রতিনিধিবৃন্দেব অনুমোদনের উপর নির্ভর করিতেছে।

স্বাধীনতা, নব পর্য্যায় ২০৫তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ২৫০তম সংখ্যা) ৩রা সেপ্টেম্বব ১৯৫১তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'অদ্য ৩রা সেপ্টেম্বর যুদ্ধ-বিরোধী দিবস ঃ পশ্চিমবঙ্গ শান্তি সংসদের আহ্বান'

..... ১৯৩৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর ১২ বৎসর আগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। ঐ দিন জার্মান সামরিক বাহিনী পোল্যাণ্ডকে আক্রমণ কবে। জার্মান ও জাপানকে পুনরায় অস্ত্র সজ্জিত কবে -- কোরিয়া, মালয় ও ভিয়েতনামে বীভৎস যুদ্ধ বাধাবার প্রচেষ্টা চলেছে।

ভারতে আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করিতেছি যে কাশ্মীর তথা পাক-ভারত সমস্যা ক্রমশঃ কঠিন অবস্থায় আসিয়া পৌঁছাইতেছে। উভয় রাষ্ট্রে যুদ্ধের হুঙ্কার, সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ ও যুদ্ধ প্রচারের ফলে উত্তেজনা ক্রমশঃ বাড়িয়ে চলিয়াছে, ...।

বিশ্ব যুদ্ধের বিরুদ্ধে ভারত ও পাকিস্তানের মৈত্রী আমাদের এক সুদৃঢ় হাতিয়ার.......যুদ্ধবাজরা ভারত-পাক যুদ্ধের অবস্থা সৃষ্টি করিতেছে।

.....সারা ভারত শান্তি সংসদ আগামী ৩রা সেপ্টেম্বর যুদ্ধ বিরোধী দিবস হিসাবে পালন করিবার আহ্বান জানাইয়াছেন।

-- অবিলম্বে পাক-ভারত মৈত্রী ও শান্তি চুক্তি.....সমস্তরকম যুদ্ধ ও উত্তেজনার সংবাদ পচাব নিষিদ্ধ করা। সমস্তরকম বিদেশী হস্তক্ষেপ বন্ধ করিয়া কাশ্মীবের ভাগ্য কাশ্মীরবাসীদের হাতে ছাড়িয়ে দেওয়া।

বৃহৎ পঞ্চশক্তি শান্তি চুক্তির দাবির ভিত্তিতে যুদ্ধ বিরোধী দিবস পালন করিবার জন্য সমস্ত শান্তি কমিটি ও সংগঠনকে আহ্বান জানাইতেছে।

এর পরেই প্রকাশিত সংবাদ সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ সম্পর্কে শিরোনাম ঃ

দমনমূলক প্রেস আইন ঃ বাতিল করিবার জন্য শ্রী মেহতার আবেদন

নয়াদিল্লি, ২রা সেপ্টেম্বর নিখিল ভারত সম্পাদক সম্মেলনের বিশেষ কমিটির সদস্য শ্রী পি. এন. মেহতা.....বলেন যে পার্লামেন্টে যে প্রেস বিল উত্থাপন করা হইয়াছে উহার অত্যন্ত আপত্তিজনক ধারাগুলি যাহাতে অন্ততঃ বাতিল কবা যায় তাহার জন্য উক্ত বিলটি খুব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার বিবেচনা করা প্রয়োজন।

......ভারতের প্রেস বিলে সংবাদপত্রের জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। বাক ও প্রকাশের স্বাধীনতার কথা যখন মুক্তিকামী জনতার নিকট স্বপ্নমাত্র ছিল সেই ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে এইরূপ আইন জারি করা হয়। আজ আবার ভারতে সেই আইন জারি করা হইতেছে।

....গভর্নমেন্ট এই নূতন আইন দ্বারা সংবাদপত্রকে দমন করিবার জন্য নিজের হাতে যতদূর সম্ভব ব্যাপক ক্ষমতা গ্রহণ করিতে চলিয়াছে। যে সমস্ত আইন বাতিল করা হইতেছে তাহার তালিকা দেখিয়া সংবাদপত্র সম্পর্কে সরকারী মনোভাব বিচার করিলে চলিবে না। এই সমস্ত আইনে এমন মারাত্মক ধারা আছে যাহা শাসনতন্ত্রের মৌলিক অধিকারের একেবারেই বিরোধী।

— পি টি. আই.

পূর্ববর্তী সংখ্যার মত এই সংখ্যাতেও প্রকাশিত হয়েছে — 'নির্বাচন ও অন্যান্য কাজের জন্য চার লক্ষ টাকা চাই ঃ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ কমিটির আবেদন' এবং এই সংখ্যার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শিরোনামের মধ্যে আছে — 'সানফ্রান্সিসকোর জাপ শান্তি চুক্তি সম্মেলনের বিরুদ্ধে জাপানে বিরাট বিক্ষোভ ঃ টোকিওতে ৪০ হাজাব লোকের শান্তি সমাবেশে দাবি ঃ জাপ প্রধানমন্ত্রীকে "মার্কিনীদের হাতের পুতুল" বলিয়া রাস্তায় রাস্তায় পোস্টার',

'জাপানকে যুদ্ধ-ঘাঁটি করাই মার্কিন খসড়ার উদ্দেশ্য ঃ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ঘোষণা ঃ নেহরুর দ্বিধাগ্রস্ত নীতি সম্পর্কে সতর্কবাণী'

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারিয়েট....বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন ঃ জাপানের সহিত শান্তি চুক্তির জন্য প্রস্তাবিত মার্কিন খসড়া সমগ্র বিশ্বের গণতান্ত্রিক অভিমত কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে ; কারণ ঐ খসড়ার একমাত্র উদ্দেশ্য হইল জাপানে মার্কিন শাসনকায়েম করা, সুদূর প্রাচ্যে মার্কিন প্রভুত্বের ঘাঁটি হিসাবে জাপানকে তৈয়ারী করা, সোভিয়েত ইউনিয়ন, গণচীন ও কোরীয় জনসাধারণের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ পরিচালনার জন্য জাপানের জনবল ও অন্যান্য সম্পদকে ব্যবহার করা। মার্কিন সমর্থিত খসড়া প্রস্তাবে সহি না দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত ভারত সরকার করিয়াছেন, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তাহাকে স্বাগতম জানাইতেছে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি গভীর উৎকণ্ঠার সহিত লক্ষ্য করিতেছে যে, মার্কিন খসড়ার উপর ভারত সরকার যে লিপি প্রচার করিয়াছেন, তাহা খসড়ার বিপজ্জনক ও আক্রমণাত্মক বিষয়গুলি তুলিয়া ধরে নাই। জাপান সম্পর্কে সমগ্র মার্কিন নীতির মূল বক্তব্য ঐখানে নিহিত।

......সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনে যোগদান করিয়া এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে একত্র হইয়া জাপানের সহিত ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক শান্তি চুক্তির জন্য সংগ্রাম না করিয়া ভারত সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, সম্মেলনে তাঁহারা যোগদান করিবেন না।

......গণতন্ত্রের ও শান্তির শক্তি সমূহ তাই কিছুতেই ভারত সরকারের মার্কিন খসড়া প্রত্যাখ্যান সমর্থনে সন্তুষ্ট থাকিবে না। তাঁহারা অবশ্যই দাবি করিবেন যে, জাপান হইতে সমস্ত বৈদেশিক সৈন্য অপসারণ, স্বাধীন গণতান্ত্রিক জাপানের গঠন, চীনের হাতে বিনা শর্তে অবিলম্বে ফরমোজা প্রত্যাবর্তন ও চীনের গণ-প্রজাতন্ত্রের স্বীকৃতির পক্ষে ভারত সবকারকে পরিষ্কারভাবে চাপ দিতে হইবে।

এর পরেই আছে টেলিপ্রেস প্রচারিত শিরোনাম ঃ

'যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী ঃ ১৮ জন বিশিষ্ট ব্রিটিশ বিজ্ঞানীর ঘোষণা' এবং এই সংখ্যায় দ্বিতীয় সম্পাদকীয়

বইয়ের দোকানে হামলা

পার্লামেন্টে ছাপাখানার গলা টিপিয়া মারার বিল তৈরি হইতে না হইতেই, রাজনীতিক পুস্তকের উপর দমনীতির খড়গ নামিয়া আসিয়াছে। বই-এর দোকানের উপর হামলা শুরু হইয়াছে। গত শনিবার কলিকাতার ন্যাশনাল বুক এজেন্সিতে পুলিসবাহিনী সদলবলে হানা দিয়া 'পার্টি সংগঠনের নীতি' নামক পুস্তকটির (ইংরাজি) কয়েকশত কপি বাজেয়াপ্ত করিয়া নিয়া গিয়াছে। কারেন্ট বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স প্রভৃতি বই-এর দোকানগুলিতেও পুলিসী হামলা হইয়াছে।

এই সব দোকানে পুলিসের হামলা আজই নূতন নয়। ইতিপূর্বে ন্যাশনাল বুক এজেন্সির দোকানে তালা মারিয়া পুলিস এই দোকানের কয়েক হাজার টাকা ক্ষতি করিয়াছে। স্বাধীনভাবে পুস্তক বিক্রীর এই অধিকারটুকুও কাড়িয়া নিয়াছে। আবার এই পুস্তক কাড়িয়া নিয়া নূতন করিয়া দোকানটিকে কয়েকশত টাকার ক্ষতির মধ্যে ডুবাইয়া দিল। কংগ্রেসী শাসকরা যদি স্থির করিয়া থাকেন যে তাঁহারা বামপন্থী কোন পুস্তকের দোকানই থাকিতে দিবেন না, তাহা হইলে খোলাখুলিই সেকথা বলা ভাল।

তাহার উপর যে পুস্তকটি পুলিস কাড়িয়া নিয়া গিয়াছে। তাহা এখন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। আগেকার দিনের কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক কর্তৃক গৃহীত কমিউনিস্ট পার্টির নীতি সম্পর্কেই পুস্তকটি লিখিত। কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনের নীতিব ওপর কংগ্রেসী শাসকরা হঠাৎ মারাত্মক ধ্বংসাত্মক কাজের বীজ কেন খুঁজিয়া পাইলেন তাহা বোঝা কঠিন নয়।

নির্বাচন আসিয়া পড়িল। কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ও নির্বাচনী ফ্রন্ট গাড়িয়া তুলিবার জন্য সচেষ্ট। কংগ্রেসী শাসকরা ইহাতে ভীত ও সন্ত্রস্ত। পতনোন্মুখ শাসকেরা প্রাণপণে তাই দমননীতির রথচক্র চালাইয়া বিরোধী পক্ষকে পিষিয়া ফেলিতে চান। কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনের নীতি যাহাতে জনসাধারণ জানিতে না পারে, বিরোধী শক্তি যাহাতে জোট বাঁধিতে না পারে, ইহা তাহারই প্রচেষ্টা। প্রতিটি ব্যক্তি স্বাধীনতা কামী মানুষ, যাঁহারাই স্বাধীন ও ন্যায় নির্বাচনের পক্ষপাতী তাঁহারই পুস্তক প্রকাশের ও পুস্তকের দোকানের উপর এই হামলার তীব্র প্রতিবাদ জানাইবেন।

কংগ্রেসী শাসককে এই কথাই আজ বুঝাইয়া দিতে হইবে, পশু দমন নীতি দিয়াও কণ্ঠরোধ করা যাইবে না। জনতার মিলিত শক্তি আগামী নির্বাচনে কংগ্রেসী শাসকদের স্বৈরাচারী শাসনের উপযুক্ত জবাব দিবে।

স্বাধীনতা, নব পর্যায় — ২০৭তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ২৫২তম সংখ্যা) ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৫১তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'ত্রিচুরে কমরেড গোপালনের সভা সমিতিতে বক্তৃতা দানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী'

৪ঠা সেপ্টেম্বর —কমিউনিস্ট নেতা কমরেড এ. কে. গোপালনকে এক মাসের জন্য ত্রিচুর জেলায় কোন জনসভায় বক্তৃতা দিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

.....এই নিষেধাজ্ঞা ১লা সেপ্টেম্বর হইতে বলবৎ হইয়াছে। কমরেড গোপালনের সফর সংক্রান্ত মিছিল কিংবা বিক্ষোভের উপরও নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হইবে।

ত্রিবাঙ্কুর কোচিনে কমিউনিস্ট পার্টি এখনও বে-আইনী। — পি. টি. আই.

এই সঙ্গে প্রকাশিত আর একটি শিরোনাম ঃ

'ত্রিপুরা-মণিপুরে স্বাধীন নির্বাচনের আবহাওয়া চাই ঃ কমিউনিস্ট পার্টির আসাম শাখার নির্বাচনী বোর্ডের দাবি'

ত্রিপুরা ও মণিপুরে স্বাধীন নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির আসাম প্রাদেশিক শাখার নির্বাচনী বোর্ডের সভাপতি শ্রী অচিন্ত্য ভট্টাচার্য্য, অন্যতম সভ্য শ্রী ধীরেন দত্ত ও খাসি হিলস নির্বাচনী বোর্ডের অরুণ রায় ও বিনয় লাহিড়ী এক স্মারকলিপি সহ সম্প্রতি আসাম গভর্নরের উপদেষ্টা মিঃ রুস্তমজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। স্মারকলিপিতে তাহারা ত্রিপুরা ও মণিপুর রাজ্যে স্বাধীন নির্বাচনের আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য সমস্ত দমননীতি প্রত্যাহার, সকল রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, গ্রামাঞ্চল হইতে মিলিটারি প্রত্যাহার ও ব্যক্তি স্বাধীনতার পুনঃ প্রতিষ্ঠার দাবি জানানো হয়.....।

স্বাধীনতা, ২০৮তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ২৫৩তম সংখ্যা) ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৫১তে শিরোনাম ঃ

'মালয়ের মুক্তি সংগ্রাম-বিরোধী প্রচারে বিধান সরকার ঃ ব্রিটিশ প্রচার দপ্তরের চলচ্চিত্র দিয়া কর্মচারীদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা'

পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁহাদের কর্মচারীদের জন্য বিশেষ তৎপর হইয়া উঠিয়াছেন। আগামী ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে রাইটার্স বিল্ডিংস্-এর ক্যান্টিন হলে একখানি চলচ্চিত্র দেখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ছবিখানির নাম "কিন্টা স্টোরী"। ছবিখানির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার দপ্তরের একটি সার্কুলারে বলা হয়েছে যে "মালয়ে কমিউনিস্ট দস্যুদের উপদ্রব এবং কি ভাবে মালয়ের অধিবাসীরা এই বিপদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতেছেন।"

রাইটার্স বিল্ডিং-এর সমস্ত অফিসার ও কর্মচারী যাহাতে এই "শিক্ষামূলক" ছবিটি দেখেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার দপ্তর তাহার ব্যবস্থা করার জন্য বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কাছে নির্দেশ পাঠাইয়াছেন। রাইটার্স বিল্ডিংস-এর বাহিরে যে সমস্ত সরকারী অফিস আছে তাহার কর্মচারীদের এখানে আসার জন্য নির্দেশ পাঠান হইয়াছে।

......আমেরিকান ইনফরমেশন সার্ভিস এবং ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিস এই ধরনের "শিক্ষামূলক" আরও কয়েকখানি ছবি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দিয়াছেন এবং সরকারী কর্মচারীদের ইহা দেখাইবার তোড়জোড়ও চলিতেছে।

স্বাধীনতা, ২০৯তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ-২৫৪তম সংখ্যা) ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৫১তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'প্রেস বিল ভারতকে পুলিস রাষ্ট্রে পরিণত করিবে ঃ নিখিল ভারত সম্পাদক সম্মেলনের বোম্বাই শাখার সভাপতির তীব্র সমালোচনা'

বোম্বাই, ৫ই সেপ্টেম্বর নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের বোম্বাই শাখার সভাপতি শ্রী এস. সদানন্দ আজ এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, প্রস্তাবিত প্রেস বিলটি অত্যন্ত নিন্দনীয়,

প্রতিক্রিয়াশীল এবং দমন-নীতি মূলক আইন। সংবাদপত্রের নিকট ইহা কালা কানুন ভিন্ন আর কিছু নহে। ভারত নিজেকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলিয়া দাবি করে। বর্তমান বিল কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নহে। বর্তমান বিল আইনে পরিণত হইলে ভারত স্বাধীন সংবাদপত্র হইতে বঞ্চিত হইবে। সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে ভারত পুলিস রাজে পরিণত হইবে।

শ্রী সদানন্দ আরও বলেন যে, স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রী রাজাগোপালাচারী এই ব্যাপারে নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি একাধিক সংবাদপত্রের যাহারা মালিক, তাহাদের সমর্থন আদায় করিয়াছেন। শ্রী দেশবন্ধু গুপ্ত একদিন স্বাধীন সংবাদপত্রের জন্য জেহাদ শুরু করিয়াছিলেন। এখন তিনি সরকারী প্রচারকে পরিণত হইয়াছেন।

.........শ্রী রাজাগোপালাচারী পার্লামেন্টের বর্তমান অধিবেশনেই প্রেসবিল তাড়াতাড়ি পাশ করাইতে চাহিতেছেন, গভর্নমেন্টে যদি জনমত সংগ্রহের জন্য বিলটি প্রচার করেন এবং পার্লামেন্টের পরবর্তী অধিবেশনে ইহার আলোচনা করেন, তাহা হইলে ভারতের সংবাদপত্রের প্রতি কিছুটা অন্তত বিবেচনা দেখানো হইবে। ....। -- পি. টি. আই.

এই সংখ্যার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম ঃ

'মেদিনীপুর জেলা পার্টি – সম্মেলনের পটভূমিকা ও ফলাফল ঃ ২১ জন বন্দী এখনও জেলে ঃ ২১ জন আত্মগোপনে ঃ জমি, খাদ্যবস্ত্র ও বন্দীমুক্তির আওয়াজ'

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণসংগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেদিনীপুর। তিন বৎসর ধরিয়া সারা জেলা জুড়িয়া কংগ্রেসী অহিংস শাসনে ৮ জন কৃষক ক্ষেতমজুর শহীদ হইয়াছেন। মেয়ে-পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ, মজুর, কৃষক, ছাত্র, মধ্যবিত্ত কেহই সরকারের সর্বাত্মক দমননীতির রাহুগ্রাস হইতে রেহাই পায় নাই। কৃষক আন্দোলনের এলাকা জুড়িয়া কাঁথি, খেজুরী,ভগবানপুর, নন্দীগ্রাম, সুতাহাটা, মহিষাদল, তমলুক, পাঁশকুড়া, দাসপুর, চন্দ্রকোনা, কেশপুর, গড়বেতা -- এই ১২টি থানার গ্রামাঞ্চলে ৪৬টি পুলিস ক্যাম্প। ইহার ফলে কংগ্রেস সেবাদল ও ইস্টার্ন রাইফেল বাহিনীর প্রায় এক হাজার ভাড়াটিয়া সৈন্য অত্যাচারের যে কলঙ্কিত ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে সে কথা ভুলিবার নয়।.....গঠরা এলাকার ৩৫টি গ্রামে, পুতপুতিয়া এলাকার দুইটি গ্রামে, কলাগাছিয়া এলাকার ৪টি গ্রামে, নন্দীগ্রাম থানার ৫টি গ্রামে, সান্ধ্য আইন আর এণ্ডারসনী যুগের আইডেনটিটি কার্ডের (পরিচয় পত্র) আইন জারি করা হইল। কৃষকদের সম্পত্তি যাহা ক্ষতি করা হইয়াছে তাহার পরিমাণ খুব কম করিয়া ধরিলে দাঁড়ায় ২০ লক্ষ টাকা।

এইভাবে কৃষকদের সংগ্রামী মনোভাব এবং তাহাদের জমি, খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা ও স্বাধীনতার দাবিকে সন্ত্রাস ও চরম অত্যাচারের মধ্যে ডুবাইয়া দেওয়ার জন্য কংগ্রেস সরকারের চেষ্টার অন্ত ছিল না -- "কমিউনিস্টদের প্রভাব সম্পূর্ণ ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে, কৃষকদের বিপ্লবী ঘাঁটি সমূহ নিশ্চিহ্ন" ভাবিয়া কংগ্রেস নেতৃত্ব ও শাসক মহল আনন্দে ভরপুর।

তারপর আসিল ১৯৫১ সাল। হাইকোর্টের রায়ে পার্টি বৈধ হইল। ..আবার খাদ্য বস্ত্র ও শিক্ষার দাবিতে, ফসল ও জমির দাবিতে শুরু হইল অভিযান আর লালঝাণ্ডার পতাকাতলে কৃষক জনতার সমাবেশ। কৃষকের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান কৃষক সভা আবার গড়িয়া উঠিল, অগ্রণী কৃষকদের গ্রামে গ্রামে কমিউনিস্ট পার্টির দুর্গ আবার গড়িয়া উঠিল।

এই বিকাশেরই পরিণতি দেখা গেল (২৫শে আগস্ট হইতে ২৮শে আগস্ট পর্যন্ত) মেদিনীপুরে চার দিনব্যাপী কমিউনিস্ট পার্টির জেলা সম্মেলনে।

৬০৪ জন পার্টি সভ্যের ১১৭ জন প্রতিনিধি ও ৫৮ জন পার্টি সভ্য দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

পার্টি সভ্যদের ২১ জন এখনও জেলে এবং ২১ জন গোপন অবস্থায় আছেন।

......২৫শে আগস্ট সকাল ৮টায় রাখাল স্মৃতি মণ্ডপে সম্মেলন শুরু হয়।.......শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পর জেলা পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কমরেড দেবেন দাশের প্রস্তাবক্রমে কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, অনন্ত মাজি ও অনিল ভঞ্জকে লইয়া সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয়।

.......কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সম্মেলন উদ্বোধন করিয়া সকল পার্টি সভ্যকে সুশৃঙ্খল ও ঐক্যবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে আহ্বান জানান।......এই সম্মেলনের ফলে জনসাধারণের মধ্যে এক বিপুল উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে।

স্বাধীনতা, নব পর্যায়--২১০তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ২৫৫ তম সংখ্যা) ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৫১তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'স্বরাষ্ট্র সচিব কর্তৃক প্রেস বিল সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব ঃ সংবাদপত্র নিধন বিলের সাহায্য বর্ণনায় রাজাজীর গদগদভাব'

নয়াদিল্লি, ৭ই সেপ্টেম্বর......পার্লামেন্টে স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রী চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী বলেন যে, প্রেস বিল পার্লামেন্টের এক সিলেক্ট কমিটির নিকট প্রেরণ করা হইবে।

.......সংবাদপত্রের দোষত্রুটি সংশোধন কবার জন্যই ইহার নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। এই বিলের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া তিনি বলেন যে, এই বিলের শাসন বিভাগীয় কর্মচারীদের হস্তে জামানত তলব করিবার অধিকার দেওয়া হয় নাই। বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষই রায়দানের মালিক। **"প্রিসেন্সরসিপ"** প্রথা রহিত করা হইয়াছে। তবে জরুরী অবস্থায় সরকার ইচ্ছা করিলে উহা পুনঃ প্রবর্তন করিতে পারিবেন। বিলে যে পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে তাহা খুবই নাকি "মৌলিক"। আজ আর শাসন বিভাগীয় কোন কর্মচারী কাহাকেও দণ্ডিত করিতে পারেন না। আগে সরকার ইচ্ছা করিলে যে কোন সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র নিষিদ্ধ করিতে পারিতেন। আজ আর তাহা পারেন না।

—পি. টি. আই.

এই সঙ্গে আর একটি বিশেষ শিরোনাম প্রকাশিত হয়েছে ঃ

'গত দেড় বৎসরে হায়দরাবাদে প্রায় ৭ হাজার ব্যক্তি নির্বিচারে আটক ঃ সমস্ত রাজ্যে কংগ্রেসী "গণতন্ত্রের" অপূর্ব কীর্তি'

৭ই সেপ্টেম্বর পার্লামেন্টে শ্রী কামাঙ্গের একটি প্রশ্নের লিখিত জবাবে স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রী রাজাগোপালাচারী বলেন যে, আটক আইন যে দিন হইতে চালু হইয়াছে অর্থাৎ ১৯৫০ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি হইতে আজ পর্যন্ত হায়দরাবাদে ৬২৮৩ জনকে এই আইনে আটক রাখা হইয়াছে।

"ক" ও "খ" রাজ্যের কারাগারে মৃত বন্দীর সংখ্যা হইল ১৯, তাহার মধ্যে ১৭ জন হায়দরাবাদে মারা গিয়াছেন......।

--পি. টি. আই.

এই সংখ্যার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শিরোনামের মধ্যে আছে ঃ

'গোসাডরে ট্যাণ্ডনজীর পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঃ চাপের ফলে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা পদত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া মন্তব্য ঃ নেহরু-ট্যাণ্ডন কলহের পরিণতি'।

স্বাধীনতা, নব পর্যায়--২১১তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ২৫৬ তম সংখ্যা) ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৫১তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'ইহারা আবার সুযোগ পাইলে দেশের অস্তিত্বই বিলোপ করিয়া দিবে : বর্ধমানে জ্যোতি বসুর ভাষণ : ন্যূনতম কার্য্যসূচীর ভিত্তিতে প্রগতিশীল ব্লক গঠনের আহ্বান : রাজবন্দীদের মুক্তি দাবি'

বর্ধমান জেলা কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বানে ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে বর্ধমান টাউন হল ময়দানে সৈয়দ সাহেদুল্লাহের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভা হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসু এবং কমিউনিস্ট নেত্রী মণিকুন্তলা সেন।

.....বিপুল জনতা দীর্ঘ সময় দণ্ডায়মান থাকিয়া শ্রী জ্যোতি বসুর বক্তৃতা শুনিতে থাকেন। জ্যোতি বসু........কংগ্রেস শাসনের চার বৎসরের জঘন্যতম ইতিহাস বর্ণনা করেন এবং অত্যাচারী কংগ্রেসী শাসনের অবসানের জন্য আবেদন জানান, ...শ্রী জ্যোতি বসু বলেন, "কংগ্রেস জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া দেশকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে। আবার ইহারা সুযোগ পাইলে দেশের অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া দিবে।"

তিনি গণতান্ত্রিক সরকারের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, আজ যাঁহারা কংগ্রেস বিরোধী ও প্রগতিশীল শিবিরের লোক তাঁহাদিগকে ন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে মিলিত হইতে হইবে এবং একযোগে কাজ করিতে হইবে। কমনওয়েলথ ত্যাগ, ব্রিটিশ পুঁজির বাজেয়াপ্তকরণ, বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করিয়া বিনা মূল্যে চাষীর হাতে জমি দান ইত্যাদি ন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে মিলিত হইবার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

সভায় রাজবন্দীদের মুক্তি আন্দোলন করিবার জন্য তিনি সমবেত জনতাকে আহ্বান জানান.....।

এই সঙ্গে প্রকাশিত হয় নির্বাচনী বোর্ড গঠনের সংবাদ ঃ

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক ইলেক্‌শন বোর্ড

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সাংগঠনিক কমিটি একটি অস্থায়ী ইলেক্‌শন বোর্ড গঠন করিয়াছেন। পার্টির প্রাদেশিক সম্মেলনে স্থায়ী প্রাদেশিক ইলেক্‌শন বোর্ড গঠিত হইবে। অস্থায়ী ইলেক্‌শন বোর্ডের সভ্যদের নাম ঃ

১। জ্যোতি বসু, ২। বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, ৩। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৪। কালীচরণ ঘোষ (চন্দননগব), ৫। কমলকুমার বসু (কলিকাতা), ৬। সৈয়দ শাহেদুল্লা (বর্ধমান), ৭। সাধন গুপ্ত (কলিকাতা), ৮। রতনলাল ব্রাহ্মণ (দার্জিলিঙ) ৯। বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), ১০। ডাক্তার শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (জলপাইগুড়ি), ১১। বঙ্কুন প্রসাদ (কলিকাতা), ১২। মণিকুন্তলা সেন (কলিকাতা)

এর পরেই প্রেস বিল সম্পর্কে শিরোনাম ঃ

'প্রস্তাবিত প্রেস বিলে প্রতিপক্ষের কণ্ঠরোধের ব্যবস্থা ঃ শ্রী মৃণালকান্তি বসুর বিবৃতি'

প্রস্তাবিত প্রেস বিল সম্পর্কে নিখিল ভারত বেতনভুক সাংবাদিক সঙ্ঘের সহঃ সভাপতি শ্রী মৃণালকান্তি বসু নিম্নোক্ত বিবৃতি দিয়াছেন ঃ

(১) বর্তমানে যে কয়টি প্রেস আইন আছে তাহা আদালত কর্তৃক বাতিল ঘোষিত হইয়াছে। এই ঘোষণা ঠিকই হইয়াছে। কিন্তু প্রেস আইনের স্বপক্ষে কোন যুক্তি দেখান হয় নাই, বিশেষতঃ যখন প্রস্তাব করা হইয়াছে যে এই আইনের প্রয়োগ শাসন বিভাগের খুশী অনুযায়ী হইবে না, হইবে আইন বিভাগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী। ব্রিটেন ও আমেরিকার মতো দেশে যে সাধারণ আইন ও আইনগত পদ্ধতি রহিয়াছে এ ব্যাপারে তাহাই যথেষ্ট।

(২) যদিও বর্তমানে যে প্রেস আইনগুলি আছে, তাহার কিছু কিছু বাতিল করার প্রস্তাব করা হইয়াছে, আর প্রেসের উপর কতকগুলি নূতন শৃঙ্খল চাপানো হইয়াছে এবং ইহার কোনই প্রয়োজন ছিল না।

(৩) .....'আপত্তিকর বিষয়ের' যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, বিশেষতঃ উহার ৩নং উপধারার যেখানে 'আইনের প্রয়োগে অথবা আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে অথবা খাদ্য কিম্বা অন্য নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির সরবরাহ ও বন্টন ব্যাপারে বাধা দানে কোন ব্যক্তিকে প্ররোচিত' বা উৎসাহিত করার কথা রহিয়াছে তাহা অত্যন্ত ব্যাপক ও অস্পষ্ট এবং বহু অপরাধই উহার মধ্যে পড়িতে পারে। আপত্তিকর বিষয়ের সংজ্ঞার মধ্যে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩-ক ধারা বিধানগুলিকে ঢুকাইয়া দিবার কোন কারণ নাই।

(৪) ১৯৩১ সালের প্রেস আইনের ম্যাজিস্ট্রেটের মর্জির স্থানে দায়রা জজের দ্বারা (কলিকাতার ক্ষেত্রে চীফ প্রেসিডেন্ট ম্যাজিস্ট্রেট। বিচাব অবশ্য ভালই হইয়াছে কিন্তু উহাতে সাধারণ নাগরিক ও প্রেসের মধ্যে ব্যাবধান করা হইয়াছে, সাধারণ নাগরিকের সাধারণ আদালতে বিচার পাইবার অধিকার রহিয়াছে। কিন্তু সংবাদপত্রকে এই সুযোগ দেওয়া হয় নাই এবং এক্ষেত্রে স্পেশাল কোর্ট জাতীয় আদালতে বিচারের প্রস্তাব করা হইয়াছে। এ যেন প্রেসের মাথার উপরে ডিমোক্লিসের তরোয়ালের মতো একটা কিছু ঝুলাইয়া দেওয়া হইল।

(৫) কোন সংবাদপত্রের জামীন আমানতে অসামর্থ্য সম্পর্কিত ৯নং ধারা অনুসারে বর্তমানে আইনের চাইতেও বেশি ক্ষমতা লওয়া হইয়াছে যাহার ফলে একজন ম্যাজিস্ট্রেট (দায়রা জজ নহেন) কোন সংবাদপত্রকে শাস্তি দিতে পারেন। যে সংবাদপত্র জামীনের দাবি পূরণ করিতে না পারিয়া অনুমতি পায় নাই সেই সংবাদপত্রকে পূর্বোক্ত সংবাদপত্রকে একভাবেই ধরা হইয়াছে।

যে সংবাদপত্রের প্রকাশের কথা হইয়াছে অথচ এখনও প্রকাশিত হয় নাই তাহার সহিত অন্য সংবাদপত্রকে কি করিয়া এক করিয়া দেখা চলে তাহা বুঝা কঠিন। মনে হয় এখানে 'পুলিসের গোপন রিপোর্টে অনুসারেই কাজ হইবে এবং আইন বিভাগীয় সিদ্ধান্তের স্থলে হইবে আসলে পুলিসের রিপোর্ট অনুসারে কোন গবর্নমেন্টের সমালোচনায় প্রেসের যে অংশ অপর অংশের চেয়েও বেশি স্পষ্টভাষী সেই অংশকে আঘাত করার স্পষ্টতঃ এই ধারার উদ্দেশ্য।

(৬) 'ডিক্লেয়ারেশন না লওয়া প্রেসগুলিকে আটক ও বাজেয়াপ্তের সম্পর্কিত ১৪ নং ধারায় যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে ব্যাপক যে সাইক্লোস্টাইন যন্ত্র পর্যন্ত উহার আওতায় পড়ে।' বিলটিতে 'ছাপাখানার' যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে সমস্ত ইঞ্জিন, যন্ত্রপাতি, তৈজসপত্র এবং ছাপার কাজে ব্যবহৃত অন্যান্য সামগ্রী উহার মধ্যে পড়ে। গবর্নমেন্ট যাহাতে তাহাদের বিরোধী রাজনৈতিক ব্যক্তিগণকে বিব্রত করিতে পারেন তজ্জন্য ব্যাবসার অথবা অন্য বৈধ কার্য্যেও লিথো যন্ত্র ব্যবহারে তাহাদের বাধা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

(৭) কদর্য্য প্রেস আইনের কিছুটা তুলিয়া দিয়া প্রস্তাবিত প্রেস বিলকে কল্যাণকর বলিয়া দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু প্রধান প্রধান ধারাগুলি একটু তলাইয়া দেখা দরকার। অতএব জনমত সংগ্রহের জন্য বিলটিকে প্রচার করা উচিত। ইহাকে তাড়াতাড়ি আইন সভায় পাশ করানো ব্যাপারটি সন্দেহজনক সে জন্য প্রেস উহা সমর্থন করিতে পারে না।

এই সংখ্যাতে কলিকাতার দুইটি উপনির্বাচন সম্পর্কে শিরোনাম ঃ

'বিভাবতী বসু ও হেমন্ত বসুকে সমর্থন করুন ঃ কমিউনিস্ট পার্টির কলিকাতা কমিটির আবেদন'

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কলিকাতা কমিটি কলিকাতার আসন্ন উপনির্বাচন উপলক্ষে নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন। আগামী ১০ই ও ১১ই সেপ্টেম্বর দক্ষিণ ও উত্তর কলিকাতায় দুইটি জরুরী

উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। এই দুইটি উপনির্বাচনে শ্রীমতী বিভাবতী বসু ও শ্রী হেমন্ত কুমার বসুকে সমর্থন করিবার সিদ্ধান্ত কমিউনিস্ট পার্টি ইতিমধ্যেই ঘোষণা করিয়াছেন।

.....সমর্থন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছি এই জন্য যে তাঁহারা যে কর্মসূচী জনসাধারণের সামনে রাখিয়াছেন তাহা মোটামুটি ভাবে প্রগতিশীল। ইহা সত্য যে তাহাদের কার্য্যসূচীর কোন কোন অংশের সহিত কমিউনিস্ট পার্টির মিলও আছে। কিন্তু ইহা অস্বীকার করা চলে না যে মোটের উপর তাঁহাদের কার্য্যসূচী একটা গণতান্ত্রিক কার্য্যসূচী এবং সমগ্র প্রগতিশীল ব্যক্তিরাই তাহা সমর্থন করিতে পারেন।......কমিউনিস্ট পার্টি বিশ্বাস করে যে, শুধু আসন্ন নির্বাচনই নহে, ভারতের জনসাধারণ তাহাদের সমস্যা সমূহ সমাধানকল্পে একত্র হইয়া যে জমি ও রুটি, শান্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রাম পরিচালনা করিবেন তাহাতে বামপন্থী শক্তি সমূহের ঐক্য একান্ত জরুরী।

কেউ কেউ মনে করেন যেহেতু ইঁহারা স্বতন্ত্র প্রার্থী সেইহেতু ইঁহাদের হার জিতে কিছু আসে যায় না। ইহা সম্পূর্ণ ভুল এবং বিপজ্জনক ধারণা। ..... .বামপন্থী শক্তিসমূহ প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে আরেকবার পরাজিত করিয়া বর্তমান কংগ্রেসী সরকারের বিরুদ্ধে তাহাদের রায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে, না, প্রতিক্রিয়ার শক্তি বামপন্থীদের সাম্প্রতিক বিজয়গুলির প্রভাবকে খর্ব করিতে পারিবে, ইহাই বিচার্য্য। ....কোন প্রগতিপন্থী, কোন সৎব্যক্তি যিনি বর্তমান কংগ্রেসী সরকারকে ঘৃণা করেন তিনি এই ব্যাপারে নিরপেক্ষ বা নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারেন না।

এমন কোন লোকই নাই যিনি বিশ্বাস করিতে পারেন যে......বর্তমান আইন সভায় দু'একটি প্রগতিশীল গেলেই দেশের চেহারা বদলাইয়া যাইবে অথবা আমাদের দেশের সমস্যাগুলি ঘুচিয়া যাইবে। কিন্তু আমরা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করি যে প্রগতিশীল প্রার্থীদের জয়লাভ এবং এই নির্বাচন মারফৎ বামপন্থী শক্তিসমূহের যে ঐক্য অর্জিত হইবে তাহা জনসাধারণের শক্তি এবং আত্মবিশ্বাস আরও বাড়াইয়া দিবে এবং তাহা এই সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামকে আরও আগাইয়া দিবে এবং এই ঐক্যই জনসাধারণের সমস্যা সমূহের শেষ পর্যন্ত সমাধান করিতে পারে এবং দেশের চেহারা বদলাইয়া দিতে পারে। এই জন্য প্রার্থী......কোন শক্তির তিনি প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন -- কিসের জন্য তিনি দাঁড়াইতেছেন এবং কোন শক্তি তাহার বিরোধিতা করিতেছে তাহা দেখিতে হইবে।

......কমিউনিস্ট পার্টির কলিকাতা কমিটি সমস্ত সভ্য ও দরদী, সমস্ত প্রগতিশীল বামপন্থী এবং শহরের সমস্ত সৎব্যক্তির নিকট আবেদন জানাইতেছে যে, সর্বশক্তি দিয়া আসন্ন উপনির্বাচনে প্রগতিশীলদের দ্বারা সমর্থিত প্রার্থী শ্রী হেমন্ত বসু ও শ্রীমতী বিভাবতী বসু'র জয়লাভকে সুনিশ্চিত করুন।

এই সংখ্যার দু'টি উল্লেখযোগ্য শিরোনাম ঃ

'কোচবিহার তদন্ত -- ভারতীয় ডেপুটি কমিশনার শ্রী এইচ. এন রায়ের সাক্ষ্য আরম্ভ ঃ শাসন ব্যবস্থার অনুপযুক্ততা ও নানাবিধ সমস্যার উল্লেখ', 'কংগ্রেসের সভাপতি পদে শ্রী জহরলাল নেহরু ঃ নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির গোপন অধিবেশনে সিদ্ধান্ত ঃ ট্যাণ্ডন - নেহরু বিরোধ-নাট্যের যবনিকাপাত'।

স্বাধীনতা, নব পর্যায়--২১২তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ২৫৭ তম সংখ্যা) ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৫১তে প্রকাশিত কয়েকটি বিশেষ শিরোনাম ঃ

'মৃত কংগ্রেসকে জিয়াইয়া তুলিবার জন্য নেহরুজীর আপ্রাণ চেষ্টা ঃ নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে নাটকীয় উচ্ছ্বাস ঃ কর্মীদের উদ্দীপ্ত করিবার জন্য বড় বড় বুলির ধূম্রজাল রচনা ঃ ১৮ই

ও ১৯শে অক্টোবর দিল্লীতে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন আহ্বানের সিদ্ধান্ত', 'নির্বাচনে কোন দলের সহিত সহযোগিতা করা হইবে না ঃ সোশ্যালিস্ট পার্টি পার্লামেন্টারী বোর্ডের মুখপত্রের মন্তব্য' 'প্রেস বিলের তীব্র সমালোচনা ঃ দক্ষিণ-ভারত বার্তাজীবী সঙ্ঘের প্রস্তাব'।

স্বাধীনতা, নব পর্যায়--২১৩তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ২৫৮ তম সংখ্যা) ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৫১তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'নূতন মোহ সৃষ্টি করিয়া মুমূর্ষু কংগ্রেসকে বাঁচাইবার চেষ্টা ঃ নেহরুর অপকৌশল সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির সতর্কবাণী'

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি নিম্নোক্ত বিবৃতি দিয়াছেন ঃ

"যাহা প্রত্যাশিত ছিল তাহাই ঘটিয়াছে। শ্রী ট্যাণ্ডন পদত্যাগ করিয়াছেন এবং শ্রী নেহরু কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছে।

"প্রতিক্রিয়াশীলদের পাণ্ডা ও সাম্প্রদায়িকতাবাদী ট্যাণ্ডনের জন্য কেহ চোখের জল ফেলিবে না। একদা যাহারা ট্যাণ্ডনজীর গোঁড়া সমর্থক ছিলেন তাহাদের মধ্যে আছেন সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থকের দল, জনসাধারণের জঘন্যতম শত্রুর দল ও তাহাদের পা-চাটা কুকুরেরা। কিন্তু নেহরুর জয়লাভকে প্রগতির জয় বলিয়া দেখা ভুল হইবে।

নেহরু বারবার কংগ্রেস নেতৃত্বের সমালোচনা করিয়াছেন, কিন্তু কেন্দ্রে ও প্রদেশে প্রদেশে যে গভর্নমেন্টের নেতৃপদে তিনি অধিষ্ঠিত তাহার দুষ্কৃতি ও দুষ্কর্ম সম্পর্কে তিনি একেবারেই নীরব। গভর্নমেন্টের সমস্ত জনস্বার্থ বিরোধী নীতিকে ঢাকিয়া রাখিতে তিনিই সবচেয়ে যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি নিজেই বলিয়াছেন, বর্তমান 'পরিবর্তন' ঘটাইবার ব্যাপারে তিনি জনসাধারণের উপর উহার কি প্রভাব হইবে তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন। গভর্নমেন্টের নীতির সমলোচনা না করিয়া এবং এই নীতি পরিবর্তন সম্পর্কে কোনো উচ্চবাচ্য না করিয়া তিনি নিজের বিপুল জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগাইয়া জনমনে এই নূতন মোহ ও ভ্রান্ত আশা সৃষ্টি করিতে চান যে, তাঁহার নেতৃত্বে পুনরুজ্জীবিত কংগ্রেস জনগণের দুর্দশা লাঘব করিবে এবং বৎসরে যে যাহা করিতে পারে নাই তাহাই করিবে। এখন হইতে চেষ্টা হইবে যাহারা কংগ্রেস ছাড়িয়াছে তাহাদের কংগ্রেসে ফিরাইয়া আনিবে, কংগ্রেসের ভিতরের ক্রমবর্দ্ধমান ফাটলকে বন্ধ করিবে এবং আগামী নির্বাচনে গণতান্ত্রিক শক্তি সমূহের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠন করা।

"কংগ্রেসী শাসকদের নূতন ফাঁদে পা দিলে ভারতের জনগণকে যে মূল্য দিতে হইবে তাহা ভয়ঙ্কর।

"এমন কি ঠিক যে শহরে নেহরু ট্যাণ্ডন সঙ্কট চরমে উঠিয়াছিল এবং নেহরু এই নূতন পথের জন্য লড়াই করিতেছিলেন ঠিক সেই সময় তাঁহার গভর্নমেন্ট বর্তমানে গণতন্ত্র বিরোধী প্রেস আইনের কার্য্যতম অংশগুলিকে একত্রে গ্রথিত করিয়া পার্লামেন্টে নূতন প্রেস বিল উত্থাপন করিতে দ্বিধা করেন নাই। এই একটি ঘটনাতেই নেহরুর নূতন পথের স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে এবং যাঁহারা নেহরুর নূতন ফাঁদে পা দিতে চলিয়াছেন এই ঘটনাটি তাঁহাদের পক্ষে সতর্কবাণীর ন্যায় কাজ করিবে।

কমিউনিস্ট পার্টি আশা করে যে, যে সকল সৎ কংগ্রেস কর্মী কংগ্রেসের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছেন তাঁহারা শাসকশ্রেণীর এই নূতন কৌশলে ভুলিবেন না। জনগণের ঐক্য গঠন প্রচেষ্টাকে দ্বিগুণ করিতে এবং এই প্রতারণার মুখোস খুলিয়া দিতে কমিউনিস্ট পার্টি তাহাদের এবং গণতান্ত্রিক দলগুলিকে আগেই জানাইতেছে। কমিউনিস্ট পার্টি ভারতের জনসাধারণের নিকট এই আবেদন

জানাইতেছে যে, এই কয় বৎসরে যে দুর্দশা তাঁহারা সহ্য করিয়াছেন তাহা মনে রাখিয়া তাঁহারা যেন, যাহারা নূতন মোহ সৃষ্টি করিতে চায় তাদের মুখের উপর যোগ্য জবাব দেন।

এই সঙ্গে আছে নেহরু সরকারের প্রেস বিলের সংবাদ শিরোনাম ঃ

'সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ বিলের সমালোচনা বন্ধ করার অপচেষ্টা ঃ বক্তৃতার সময় হ্রাসের প্রস্তাবে পার্লামেন্টে সদস্যদের তীব্র বিরোধিতা ঃ প্রেস-বিলের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ ঃ বিভিন্ন সদস্যের কঠোর মন্তব্য ঃ সাংবাদিকদের উন্নতির কথা নাই, কিন্তু সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের ব্যবস্থা আছে ঃ অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যের মন্তব্য'

নয়াদিল্লি, ১০ই সেপ্টেম্বর আজ পার্লামেন্টে প্রস্তাবিত প্রেস বিল সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হইলে ডেপুটি স্পীকার বিতর্কের সময় হ্রাস করিতে চাহেন। সদস্যরা তীব্র বিরোধিতা করেন।

বিহারের শ্রী মথুরা প্রসাদ মিশ্র বলেন যে, রাজাজী চাণক্যের নীতি অনুসরণ করিতেছেন। তিনি আরও বলেন যে বর্তমান বিল কংগ্রেস, গভর্নমেন্ট ও সংবাদপত্র সকলেরই বিপদ ডাকিয়া আনিবে। তিনি বিলটি প্রত্যাহারের দাবি জানান।

মাদ্রাজের শ্রী রত্নস্বামী বলেন যে, বিলটির মধ্যে বহু জঘন্য ব্যবস্থা আছে। তিনি একথাও বলেন যে, বিলটি আইনে পরিণত হইলে বেতনভুক সাংবাদিকদের চাকুরী পাওয়া শক্ত হইবে। উত্তর প্রদেশের অধ্যাপক কে. কে. ভট্টাচার্য্যও বিলটি প্রত্যাহারের দাবি জানান। তিনি বলেন যে, বিলে সাংবাদিকদের অবস্থার উন্নতির কোন কথা নাই, কিন্তু ইহাতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে খর্ব করার ব্যবস্থা হইয়াছে।

'সাম্রাজ্যবাদী আমলের আইনকেই পুনরায় চালু করা হইতেছে ঃ যুক্তপ্রদেশ বার্ত্তাজীবী ইউনিয়ন কর্তৃক প্রেস বিলের তীব্র প্রতিবাদ'

লক্ষ্ণৌ, ৯ই সেপ্টেম্বর শ্রী জাওলা সিং- এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত যুক্তপ্রদেশ বার্তাজীবী ইউনিয়নের এক জরুরী বৈঠকে ১৯৫১ সালের প্রেস (অপরাধে উস্কানি) বিলের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

ভারতীয় বার্তাজীবী সংঘের সভাপতি শ্রী চলপ্রতি রাও এবং পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটির নিকট পেশ করিবার জন্য খসড়া স্মারকলিপি রচনার ভারপ্রাপ্ত কমিটির আহ্বায়ক শ্রী কে রামারাও বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে উপস্থিত ছিলেন।

সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হইয়াছে ঃ "যুক্ত প্রদেশ বার্ত্তাজীবী ইউনিয়নের স্ট্যান্ডিং কমিটির এই বৈঠকে নিম্নলিখিত কারণে ১৯৫১ সালের (অপরাধে উস্কানি) বিলের তীব্র বিরোধিতা করিতেছে।"

অল্প কয়েকটি পরিবর্তন সত্ত্বেও এই বিল বর্তমানে চালু আইনটিকে পুনরায় সঞ্জীবিত ও সিদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছে।

সিকিউরিটির দাবির বিধান এবং সিকিউরিটি পরিকল্পনার বাকি অংশ বিচার বিভাগীয় আবরণ পরানো সত্ত্বেও কম কুৎসিৎ নহে।

"আপত্তিকর বিষয় শীর্ষক বিলের তৃতীয় অংশে এমন শব্দ ও অনুচ্ছেদ যোগ করা হইয়াছে যাহা অস্পষ্ট ও ব্যাখ্যা করা কঠিন। ফলে একদিকে সংবাদপত্র ও অন্যদিকে আদালতের উপর ভারী বোঝা চাপানো হইয়াছে। এখানে বর্ণিত অপরাধ সম্পর্কে ব্যবস্থা সাধারণ আইন অনুসারেই করা যায়।"

বিলে ৩২ নং ধারায় সম্পাদক,মুদ্রাকর ও প্রকাশকের উপর দ্বিতীয় দফা দন্ডদানের বিধান

দেওয়া হইয়াছে, যাহা সভ্য দেশের ন্যায়নীতি ও বিচার এবং আমাদের নিজেদের শাসনতন্ত্রের মূল ভাবের বিরোধী।

"অনুমোদিত সংবাদপত্র অনুমোদন প্রাপ্ত ছাপাখানা প্রভৃতি দখল সংক্রান্ত অন্যান্য ধারাগুলিরও আমূল সংশোধন প্রয়োজন।"

"কমিটির মতে দেশে এমন কোনো গুরুতর জাতীয় পরিস্থিতি ঘটে নাই যাহার ফলে এই বিল আনয়নের যৌক্তিকতা থাকিতে পারে।"

"এই কমিটি আরও প্রস্তাব করিতেছে যে, এই বিল প্রণয়ন করিতে বদ্ধপরিকর হইলে এই বিল সম্পর্কে পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটির নিকট ভারতীয় বার্তাজীবী সংঘ যে নোট দিয়াছেন তাহার সুপারিশ অনুযায়ী পার্লামেন্ট যেন এই বিলের সংশোধন করেন।"

-- পি. টি.আই

এই সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে নেহরু সরকারের নিরপেক্ষ নীতির সংবাদ শিরোনাম ঃ

'মার্কিন তাঁবেদার জাপানের সহিত ভারতের স্বতন্ত্র সন্ধি সম্পাদনের উদ্যোগ ঃ নেহরু সরকারের নিরপেক্ষ নীতির স্বরূপ উদঘাটিত ঃ প্রস্তুতি স্বরূপ শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধাবস্থার অবসান ঘোষণা'

নয়াদিল্লী, ১০ইসেপ্টেম্বর ভারত আজ জাপানের সহিত তাহার যুদ্ধাবস্থার অবসান হইল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে এবং ইহাও জানাইয়া দিয়াছে যে, যত শীঘ্র সম্ভব ভারত জাপানের সহিত একটি স্বতন্ত্র দ্বিপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদন করিবে।

..........."জাপ শান্তি চুক্তি সম্পর্কে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি এবং যত শীঘ্র সম্ভব ভারত ও জাপানের মধ্যে যুদ্ধাবস্থার অবসান ও উভয় দেশের মধ্যে পূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ঘোষিত অভিপ্রায় অনুযায়ী আমি এই পত্রের সহিত ভারত সরকারের একটি খসড়া বিজ্ঞপ্তি পাঠাইতেছি। যে শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য বর্তমানে সানফ্রান্সিসকো সম্মেলন চলিতেছে সেই চুক্তি বলবৎ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকার উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিতে চাহেন। মিঃ মাতসুতানি (জাপানের অস্থায়ী পররাষ্ট্র সচিব) শ্রীযুক্ত চেত্তুরের (টোকিওস্থিত ভারতীয় মিশনের বড়কর্তা) পত্রের জবাবে জানান যে জাপ সরকার ভারত সরকারের অভিপ্রায় জানিয়া বিশেষ আনন্দিত।

ভারত সরকারের পক্ষ হইতে শ্রী চেত্তুর তাঁহার খসড়া চিঠির সহিত যে বিজ্ঞপ্তির খসড়া পাঠান তাহাতে জানানো হয় যে, জাপ শান্তি-চুক্তি বলবৎ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকার জাপান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধাবস্থার অবসান হইবে বলিয়া ঘোষণা করিতে চান এবং যত শীঘ্র সম্ভব উভয় দেশের মধ্যে পূর্ব কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে চান। খসড়া বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনে মিত্রপক্ষের অধিকাংশ শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করায় ভারতও জাপানের সহিত যুদ্ধাবস্থার অবসান ঘোষণা করিতে চায়।"

-- পি. টি. রয়টার

এই সংখ্যায় জাপ-শান্তি -চুক্তির উপর প্রকাশিত আর একটি শিরোনাম ঃ

. 'জাপ-শান্তি-চুক্তি যুদ্ধ প্রস্তুতিরই চুক্তি' --সোভিয়েৎ সরকারী মুখপত্র 'ইজভেস্তিয়া'র অভিযোগ'

৯ ই সেপ্টেম্বর লন্ডনে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, সোভিয়েত সরকারী মুখপাত্র ইজভেস্তিয়া জাপ শান্তি চুক্তিকে যুদ্ধ-প্রস্তুতির চুক্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

ইজভেস্তিয়া লিখিয়াছে ঃ "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল জাতি সমূহের প্রতিনিধিদের এক এক করিয়া প্যালেসে (যে হোটেল মার্কিন প্রতিনিধিদের আস্তানা ছিল) ডাকিয়া পাঠানো হয়। এই কড়া নির্দেশ দেওয়া হয় তাহারা যেন মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর কর্তৃক রচিত সম্মেলনের পরিচালন পদ্ধতি সমূহ পাশ করার ব্যবস্থা করে।"

উক্ত পত্রিকায় আরও বলা হইয়াছে ঃ "যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি দলের স্বেচ্ছাচারী কার্যকলাপের উজ্জ্বল প্রমাণ প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে সম্মেলনের শুরুতেই। এ সমস্ত কার্যকলাপ মার্কিন তাবেদারদেরও পর্যন্ত বে-কায়দায় ফেলিয়াছিল। তাহারাও অনুভব করিয়াছে যে, মার্কিন কূটনীতির এই করুণ রূপ অবাঞ্ছিত পরিণতিই ডাকিয়া আনিবে।

"এই সম্মেলনের নিয়মসমূহ আন্তর্জাতিক কোন সম্মেলনের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন ছিল।"

মি: এচেননের প্রচেষ্টায় এই পদ্ধতি আন্তর্জাতিক বিধি ব্যবস্থা যাহার তুলনা বিরল, মার্কিন যান্ত্রিক সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্তৃক অনুমোদিত হইবার আগেই চালু করা হয়।

-- পি. টি.আই

এই সংখ্যার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম ঃ

'ত্রিবাঙ্কুর- কোচিনে বামপন্থী নির্বাচনী ঐক্যের সম্ভাবনা ঃ কমরেড এ. কে. গোপালনের বিবৃতি'

ত্রিচুর, ৯ই সেপ্টেম্বর কমিউনিস্ট নেতা কমরেড এ. কে গোপালন..........বলেন যে, ত্রিবাঙ্কুর কোচিনে কেরালা সোসালিস্ট পার্টি (জয়প্রকাশের দল নহে), এই বিপ্লবী সমাজতন্ত্রীদল এবং কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে অব্যবহিত নির্বাচনী মৈত্রী স্থাপনের সম্ভাবনা রহিয়াছে।

.... ভারতীয় সমাজতন্ত্রী দল সহ এখানকার বামপন্থী দল সমূহের প্রত্যেকটি শ্রেণীর মনে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে যুক্ত বামপন্থী ফ্রন্ট গঠন করিয়া কংগ্রেসকে পরাজিত করার ইচ্ছা নিশ্চয়ই বর্তমান রহিয়াছে।

ভারতীয় সমাজতন্ত্রী দলের নির্বাচনে অন্যান্য দলের সহিত সহযোগিতার অনিচ্ছার সংবাদ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, ত্রিবাঙ্কুরের কোচিনে উক্ত দলের নেতারা বামপন্থীদের যুক্তফ্রন্ট গঠনে নিশ্চয়ই ইচ্ছুক।

.... আজ সমাজতন্ত্রী দল অন্যান্য বামপন্থী দলের সহিত মিলিত না হইলে বামপন্থী আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টি এবং কর্মীরা কংগ্রেসকে নবজীবন লাভের সুযোগ দিবার জন্য উভয় দলই দায়ী হইবে।

সভা-সমিতি বক্তৃতা দান এবং সম্বর্দ্ধনা কিংবা মিছিলে যোগদান সম্পর্কে ত্রিবাঙ্কুর কোচিন সরকার তাহার উপর যে নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছেন কমরেড গোপালন তাহার সমালোচনা করেন।

-- পি.টি. আই

এই সংখ্যার সর্বশেষ গুরুত্ব পূর্ণ শিরোনাম ঃ

'উত্তর ও দক্ষিণ কলিকাতা উপনির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত ঃ নির্বাচন মঞ্চ হইতে কংগ্রেসের পৃষ্ঠ প্রদর্শনের ফলে ভোটদাতাদের মধ্যে উদ্দীপনার অভাব ঃ বামপন্থী প্রার্থীদের পক্ষে স্বেচ্ছাসেবকদের বিপুল সমাবেশ'

কলিকাতা, ১০ই সেপ্টেম্বর দীর্ঘদিন টালবাহানার পর বিধান সরকার পশ্চিমবঙ্গ আইন

সভায় উত্তর ও দক্ষিণ কলিকাতার শূন্য আসনে যে উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, আজ তাহার ভোট গ্রহণ শেষ হইয়াছে। সম্মিলিত বামপন্থী দলগুলির প্রতিনিধি হিসাবে উত্তর ও দক্ষিণ কলিকাতায় যথাক্রমে শ্রী হেমন্ত বসু ও শ্রীযুক্তা বিভাবতী বসু .... তাঁহাদের বিরুদ্ধতা করেন পাইক পাড়ার কুমার জগদীশচন্দ্র সিংহ ও শ্রী অরবিন্দ বসু।

.... সাধারণ নির্বাচন অতি শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হইতেছে এই কারণে এই নির্বাচন জনসাধারণের মধ্যে কোন উৎসাহ বা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিতে পারে নাই। মোট ভোটদাতাদের মধ্যে দক্ষিণ কলিকাতার শতকরা দশ জনের কিছু বেশি এবং উত্তর কলিকাতায় শতকরা ৩০ জনের কিছু বেশি ভোটদাতা ভোটে অংশগ্রহণ করেন বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

স্বাধীনতা. নব পর্যায় - ২১৪ তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ - ২৫৯ তম সংখ্যা) ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৫১ তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'নেহরু সরকারের পাঁচশালা পরিকল্পনার ব্যর্থতা জানা কথা ঃ বোম্বাই আইনসভায় কমিউনিস্ট সদস্য কমরেড ডাঙ্গে কর্তৃক তীব্র সমালোচনা ঃ পরগাছা পুঁজিপতিদের বাড়তি মুনাফা লুণ্ঠন বন্ধ করিলে দেশের শিল্পায়ন সম্ভব'

পুণা, ১০ই সেপ্টেম্বর বোম্বাই আইনসভায় কমিউনিস্ট সদস্য কমরেড এস এ ডাঙ্গে জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনের পাঁচশালা পরিকল্পনার সরাসরি সমালোচনা করিয়া বলেন যে, এই পরিকল্পনার ব্যর্থতা তো জানা কথা। উক্ত কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে বর্তমানে আইনসভায় আলোচনা চলিতেছে।

.... উক্ত পরিকল্পনা খাদ্য সমস্যার সমাধান করিতে পারে না, কেন না জমির সমস্যা সমাধানের মূলে যাওয়া হয় নাই। কমিশন কৃষক সমাজ ও জমিদার স্বার্থের মধ্যে সমঝোতা করিতে চাহিয়াছে। কিন্তু অভিজ্ঞতা আমাদের এই শিক্ষা দিয়াছে যে, জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ না হইলে এবং চাষীর হাতে জমি হস্তান্তর না হইলে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো যাইতে পারে না।

.... শিল্পের ক্ষেত্রে এই চিত্রই দেখানোর চেষ্টা হইয়াছে যে, ৫ বছর কঠোর পরিশ্রমের পর নিত্য প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদির উৎপাদন ১৯৩৮-৩৯ সালের পর্যায়ে উঠিবে।

কিন্তু কমিশনের আশা পূরণ হইবে না এই জন্য যে, দেশের পুঁজির এক বিরাট অংশের নিয়ন্ত্রণকারী বৃটিশ শিল্পপতিরা এবং জাতীয় বৃহৎ পুঁজিপতিরা দেশের শিল্পোন্নয়ন অথবা উৎপাদন বৃদ্ধিতে আগ্রহশীল নহে।

... . এই পরিকল্পনায় মূল্যহ্রাসের প্রতিশ্রুতি দিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে পরিকল্পনাকারীরা নিজেরাই স্বীকার করিয়াছে যে, মূল্যের উপর মুদ্রাস্ফীতির চাপই পড়িবে।

পুঁজির প্রশ্নে তিনি বলেন যে, প্রশ্নটি হইতেছে শিল্প ও অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনায় খাটাইবার জন্য বছরে ৪ শত কোটি টাকা হারে প্রকৃত পুঁজির সৃষ্টি সম্ভব কি না। তাঁহার বিশ্বাস, শিল্পের বাড়তি মুনাফাকে পরগাছা পুঁজিপতিদের পকেটজাত হইতে না দিলে এই পুঁজি সৃষ্টি সম্ভব।

.... যেখানে উৎপাদিত পণ্যের নীট মূল্য ২৪২ কোটি টাকা সেখানে বড় বড় শিল্পে বছরে শ্রমিকদের মোট বেতন দেওয়া হয় ১৩০ কোটি টাকা। বছরে জমি হইতে খাজনা আদায় হয় ২০০ কোটি টাকা।

..........রাষ্ট্র এই পন্থা নিতে পারে যাহাতে পুঁজিপতি ও জমিদাররা এই যে 'বাড়তি' আয় ভোগ করিতেছিল, তাহা দেশের উন্নয়নে ব্যয় করা যাইতে পারে

-- পি. টি.আই

এই সংখ্যায় অন্যান্য বিশেষ বিশেষ শিরোনামের মধ্যে আছে ঃ

'যুদ্ধের মুনাফাখোরদের লোভের কবলে জনজীবন বিপর্যস্ত ঃ আন্দোলন চালাইবার জন্য মার্কিন কমিউনিস্ট পার্টির ডাক' ঃ

'প্রেস বিল পাশ করার মতো জরুরী অবস্থা দেশে নাই' ঃ সৌরাষ্ট্র বার্তাজীবী সঙ্ঘের সমালোচনা'

রাজকোট, ১০ই সেপ্টেম্বর সৌরাষ্ট্র বার্তাজীবী সংঘের এডহক ওয়ার্কিং কমিটি আজ এক জরুরী বৈঠকে এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন যে, বর্তমান অবস্থার দৃষ্টে মনে হয়, এমন কোন জরুরী পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নাই, যাহার ফলে পার্লামেন্টে বর্তমান আকারে প্রেস বিল প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

.... বৈঠকে বলা হইয়াছে যে এই বিলে মত প্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব হইবে এবং জনমত এই বিলের বিপক্ষে ।

-- পি. টি. আই

স্বাধীনতা, নব পর্যায় -- ২১৫ তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ - ২৬০ তম সংখ্যা) ১৩ ই সেপ্টেম্বর ১৯৫১ তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'কলিকাতার উপ-নির্বাচনে বিপুল ভোটাধিক্যে শ্রী হেমন্ত বসু ও শ্রীবিভাবতী বসুর জয়লাভ ঃ মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৮০ টি লাভ ঃ ৩ জন প্রতিদ্বন্দ্বীর জামানত বাজেয়াপ্ত আগামী নির্বাচনে ঐক্যবদ্ধ বামপন্থী সংহতি গড়িয়া তোলার জন্য বিজয়ী প্রার্থীদের আবেদন ঃ কংগ্রেসী প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রগতিশীল শক্তি সমূহের বিজয় অভিযানের সূচনা'

সমস্ত বামপন্থী দলের সমর্থিত প্রার্থী শ্রীহেমন্ত বসু ও শ্রীযুক্তা বিভাবতী বসু উত্তর ও দক্ষিণ কলিকাতা উপনির্বাচনে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করিয়াছেন। শ্রীহেমন্ত বসু তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীজগদীশ সিংহকে ৭২২৪ - ১৯৫৬ ভোটে পরাজিত করিয়াছেন। অপর দুই জন প্রার্থী ৮২ ও ৩৩ ভোট পাইয়া তাঁহাদের জমানতের টাকা হারাইয়াছেন। শ্রীযুক্তা বিভাবতী বসু শ্রী অরবিন্দ বসুকে ৬৫৮৮-১৭৯১ ভোটে পরাজিত করিয়াছেন। তৃতীয় প্রার্থী ১৮ ভোট পাইয়াছেন।

.............শ্রীযুক্ত হেমন্ত বসু সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের নিকট এক লিখিত বিবৃতি দিয়া বলেন ঃ

"আমার জয় জনসাধারণের জয়, বামপন্থী ঐক্যের জয়। আমরা আশাকরি উত্তর ও দক্ষিণ কলিকাতায় আমাদের দুইজনের জয় বামপন্থী ঐক্যকে আরও সুসংহত করিবে এবং আগামী সাধারণ নির্বাচনে আমাদের জয় সুনিশ্চিত করার জন্য আমি এই বামপন্থী ঐক্যকে আরও অগ্রসর করার জন্য আবেদন জানাইতেছি। "

.... শ্রীযুক্তা বিভাবতী বসুও এক বিবৃতিতে পশ্চিম বাংলার সমস্ত প্রগতিশীল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধভাবে মিলিত অভিযানের আহ্বান জানাইযাছেন এবং তাঁহার বিজয়কে বামপন্থী ঐক্যের জয়লাভ হিসাবে অভিহিত করিয়াছেন।

.... ১৯৫০ সালের জুলাই মাসে শ্রীযুক্ত হেমন্ত বসু কংগ্রেসের কুশাসন, বিশেষ করিয়া কোরিয়া যুদ্ধে সরকারী নীতির বিরুদ্ধে কংগ্রেস হইতে পদত্যাগ করেন এবং কংগ্রেস প্রতিনিধি হিসাবে আইনসভায় তাঁহার সদস্যপদ তিনি সাথে সাথে পরিত্যাগ করেন।

. ... শ্রীযুক্ত বসুকে কমিউনিস্ট পার্টি, ফরোয়ার্ড ব্লক, আর এস পি, আর সি পি আই বলশেভিক পার্টি প্রভৃতি সমস্ত বামপন্থী দল সমর্থন করেন।

দক্ষিণ কলিকাতায় গত ১৯৪৯-এ কংগ্রেস প্রার্থীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিয়া শরৎচন্দ্র বসু আসন লাভ করেন, তাঁহার মৃত্যুতে সে আসন শুন্য হয়। এই শুন্য আসনে তাঁহার পত্নী শ্রীযুক্তা বিভাবতী বসু দাঁড়াইলে সমস্ত বামপন্থী দল তাঁহাকে সমর্থন জানান। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে শপথগ্রহণকারী প্রার্থীকে দঃ কলিকাতার জনসাধারণ পুনরায় সেই আসনে পাঠাইয়াছেন।

সমস্ত বামপন্থী ও তাহাদের স্বেচ্ছাসেবকদের বিজয়ী প্রার্থীদ্বয় ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাইয়াছেন।"
এই সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে প্রেস বিল সম্পর্কে সংবাদ --

'সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণে কংগ্রেসী সদস্যদের উৎসাহ : "অস্বাস্থ্যকর সংবাদপত্রের দাওয়াই" বলিয়া বিলের সমর্থন'

নয়াদিল্লী, ১২ই সেপ্টেম্বর -- আজ পার্লামেন্টে প্রেস বিলের উপর বিতর্কে কংগ্রেসী দলের সদস্যারা বিলের সমর্থনে বক্তৃতা দিতে শুরু করেন। একমাত্র ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বিলের তীব্র সমালোচনা করিয়া বক্তৃতা করেন।
ডাঃ মুখার্জী তাঁহার বক্তৃতায় প্রস্তাবিত বিলকে "১৯৩৩ সালের ঘৃণ্য প্রেস আইনের সংশোধিত সংস্করণ " বলিয়া বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে উদ্যত মুষ্ঠিতে ভেলভেটের আবরণ দিলেও ইহা উদ্যত মুষ্টিই।

.... এই বিলে গভর্ণমেন্টের হাতে এত ব্যাপক ক্ষমতা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে যে ইহার ফলে ভারতের সংবাদপত্র গভর্ণমেন্টের কুক্ষিগত হইয়া পড়িবে। "আপত্তিজনক বিষয়" কথাটির সংজ্ঞা এতই ব্যাপক যে ইহার দ্বারা ন্যায্য সমালোচনার কণ্ঠরোধ করা যাইবে। এই অবস্থায় আসন্ন নির্বাচনের ঠিক পূর্বে এই বিল খুবই বিপজ্জনক।

.... কিন্তু এই বিল গৃহীত হইলে বিচার বিভাগ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিবে না। বিচার বিভাগ গৃহীত আইনের ব্যাখ্যা করিতে পারিবেন, কিন্তু নূতন আইন রচনা করিতে পারিবেন না।

.... বর্তমান সরকার বিদেশী শাসকদের পরিত্যক্ত ঐতিহ্যকে চিরস্থায়ী করিতে চাহিতেছে। দেশের জনমতকে দমন করিবার জন্য বৃটিশ শাসকরা বহু হাতিয়ার তৈয়ারী করিয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে তাহারা নিজেদের সুবিধামতো এক কাঠামো তৈয়ারী করিয়াছিল। সেই পুরাতন কাঠামোকে বজায় রাখা স্বাধীন ভারত সরকারের পক্ষে শোভা পায় না।

.... পরিশেষে তিনি বলেন যে দমননীতি দ্বারা নহে, স্বাস্থ্যকর নীতি সৃষ্টি করিয়াই স্বাস্থ্যকর সংবাদপত্র গড়িয়া তোলা সম্ভব।

সংবাদপত্র রোগের কংগ্রেসী দাওয়াই

.... বিলের সমর্থনে. ....বলেন যে এই বিল অস্বাস্থ্যকর সংবাদপত্রের অসুখ সারাইবার উপযুক্ত দাওয়াই। কিন্তু ইহা 'স্বাস্থ্যকর' সংবাদপত্রের গায়ে আঁচড় কাটিবে না।

..........এই বিলটিকে সাম্যবাদী ও সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ প্রচার স্বরূপ বলিয়া অভিনন্দিত করেন।

— পি. টি. আই

এই সংখ্যার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম ঃ

'ত্রিবাঙ্কুরে কংগ্রেসী সরকার কর্তৃক ব্যাপক সন্ত্রাসের রাজত্ব ঃ সাধারণ নির্বাচন আসন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গে গণজাগরণে আতঙ্ক ঃ দমন নীতির বিরুদ্ধে বিপুল গণবিক্ষোভ ঃ কংগ্রেস বিরোধী সর্বদলীয় ঐক্যের সম্ভাবনা'

সাধারণ নির্বাচন আগাইয়া আসিতেছে, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন রাজ্য সরকারের অত্যাচারেব সীমা সঙ্গে সঙ্গে ছাড়াইয়া চলিযাছে। কংগ্রেস সবকার নূতন করিয়া এক ব্যাপক সন্ত্রাসের রাজত্ব চালু করিয়াছেন।

এই বীভৎস দমননীতি শুরু হয় গত ১৩ই আগষ্ট -- ঐ দিন কমিউনিস্ট পার্টির নির্বাচনী কনভেনশন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। ১৩ই তারিখ বহু সংখ্যক কমিউনিস্ট ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতাকে অন্তরীণ কবা হয়। কেবল তাহাই নহে, কমিউনিস্ট ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা যেসব ট্যাক্সি করিয়া কনভেনশনে আসেন তাহার চালকদেরও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। যে থিয়েটারে কনভেনশন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, তাহার মালিককেও পুলিস গ্রেপ্তার করে। কনভেনশন বে-আইনী ঘোষিত হয়।

গত ৩রা সেপ্টেম্বব রাত্রিতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নিবাচনী বোর্ডের সদস্য কমরেড এ কে গোপালন কুইলনে আসেন, সঙ্গে সঙ্গে তাহার উপর এক নোটিশ দিয়া কোনরকম বক্তৃতা কবা নিষিদ্ধ করিযা দেওয়া হয়। কুইলন জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে কমরেড গোপালনের সম্বর্ধনা হওয়ার কথা ছিল, পুলিসের নির্দেশে তাহাও নিষিদ্ধ হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনও বে-আইনী

কমরেড গোপালনের উপর ত্রিবান্দ্রামের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আর একটি নির্দেশ জারি করেন। এই নির্দেশে বলা হয় যে, কমরেড গোপালনের সাংবাদিক সম্মেলনও ১৪৪ ধারায নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। কমরেড গোপালনের সমস্ত গতিবিধিব উপব লক্ষ্য রাখিবাব জন্য ও জনসাধারণকে সন্ত্রাসিত করিবার জন্য সরকার প্রচুর সংখ্যক সশস্ত্র পুলিস ও বড় উচ্চপদস্থ পুলিস কর্মচারী বিশেষভাবে নিয়োগ করেন।

দমননীতি ঃ জনতার অগ্রগতি

অতীতে প্রকৃত স্বাধীনতা ও উন্নততর জীবনযাত্রার জন্য জনসাধারণের আন্দোলনকে কংগ্রেসী সরকাব অমানুষিক নৃশংসতায় দমন করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সে অভিলাষ পূর্ণ হয নাই। জনতাব আন্দোলন উচ্চতর স্তরে উন্নীত হইযাছে।.. ....তিন বৎসরব্যাপী কংগ্রেসী অত্যাচারে একদিকে জনতার ঐক্য ও প্রতিরোধ যেমন বাড়িয়াছে, অন্যদিকে তেমনই কংগ্রেসী শাসকরা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এই তিন বৎসরে তিনবার মন্ত্রিত্ব পরিবর্তিত হইয়াছে; নিজেদের মধ্যে কোন্দলের ফলে শত শত কংগ্রেস কর্মী কংগ্রেস হইতে পদত্যাগ করিযাছেন।.............. এই অন্তিম মুহূর্তে কোনপ্রকারে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তাঁহাদের এত ব্যাকুলতা।

শাসক শ্রেণীর আতঙ্ক

তাহারা জানেন আগামী নির্বাচন যদি গণতান্ত্রিক ও সুষ্ঠু পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়, তবে বামপন্থীদের মিলিত শক্তি নিশ্চিতই জয়লাভ করিবে। কংগ্রেস বর্তমানে বহু সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির একটা জোটে পরিণত হইয়াছে; এই জোটের সহিত রাজ্যের অন্যান্য সকল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিও যদি সমবেত হয়, তথাপি জনসাধারণের জয়লাভ ব্যাহত করা যাইবে না। এইসব করণেই বর্তমানের এই প্রচণ্ড দমননীতি, সেই জন্যই কমিউনিস্ট পার্টির নির্বাচনী কনভেনশনকে বে-আইনী ঘোষণা কবা হইয়াছে ; সেই কারণেই ব্যাপক গ্রেপ্তার চালানো হইতেছে এবং সর্বপ্রকার ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করা হইতেছে।

সন্ত্রাসের ঘৃণ্য পরিকল্পনা

কমিউনিস্ট ও খ্যাতনামা ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের গ্রেপ্তার প্রভৃতি ছাড়াও সরকার যে আরও ঘৃণ্য পরিকল্পনা....... কোট্টায়ামে পুলিস ট্রান্সপোর্ট ইউনিয়নের কয়েকজন নেতাকে সম্প্রতি গ্রেপ্তার কবিয়াছে। এই নেতারা কেহই কমিউনিস্ট নহেন। .... অভিযোগ হইল, তাঁহাদের নিকট বে-আইনী কমিউনিস্ট সাহিত্য রহিয়াছে। আসলে তাঁহাদেব নিকট ইউনিয়নের কাগজপত্র ছিল। এই ঘটনা হইতেই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে যে, সরকার জনবিরোধী এক ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র চলাইতেছে।

"কৌমুদী" পত্রিকাব সম্পাদক, মুখ্যমন্ত্রী সি. কেশবনের পুত্র শ্রী কে. বালকৃষ্ণনও বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, -- "এই সব ছাড়াও সবকার সমস্ত বামপন্থী নেতাদের ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তারের এক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন।"

নির্বাচনকে বানচাল কবিবার চেষ্টা

অতএব সবকারের কার্যকলাপ হইতে ইহাই দেখা যাইতেছে যে আগামী সাধারণ নির্বাচনকে একটি প্রহসনে পরিণত করিবার জন্যই কংগ্রেস সরকার ব্যস্ত, সেই উদ্দেশ্যেই সরকার পূর্ব হইতে সমস্ত বামপন্থী পার্টি ও গণসংগঠনগুলিকে ভাঙ্গিয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

.......দমননীতি চালাইবার সঙ্গে সঙ্গে সরকার আরও তীব্রতর সন্ত্রাসেব ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য জনসাধারণকে নানাভাবে উস্কাইয়া তুলিতে কসুর করিতেছেন না........।

সরকারী সন্ত্রাসের প্রতিবাদে জনতার ক্রমবর্দ্ধমান ঐক্য

কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও সরকারী চক্রান্ত ব্যর্থ হইতেছে। জনসাধারণ প্ররোচিত হন নাই ; সরকারী দমননীতিতে ভীত না হইয়া জনতা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন।

কমরেড গোপালনের প্রতি নিষেধাজ্ঞাব প্রতিবাদে রাজ্যজোড়া বিক্ষোভ প্রকাশ পাইয়াছে। ... .অবিলম্বে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারেব দাবিতে গণদরখাস্তে হাজার হাজাব স্বাক্ষর রোজ সংগৃহীত হইতেছে। ভূতপূর্ব মন্ত্রী শ্রী এন কুঞ্জী রমণ বলিয়াছেন যে নিষেধাজ্ঞার খবর শুনিয়া তাঁহার মনে হইযাছে, ১৯৩৭ সালে স্যার সি. পি. রামস্বামী আয়ারের ডিক্টেটরী শাসনের কথা। তিনি বলিয়াছেন "বর্তমান ঘটনা ১৯৩৭ সাল অপেক্ষা নিকৃষ্ট।" প্রকাশ্যেই তিনি ঘোষণা করিয়াছেন, "এ. কে. গোপালনের বিরুদ্ধে যে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইয়াছে তাহা আমাদের সকলের ব্যক্তি স্বাধীনতার বিরুদ্ধে উদ্যত একটি তলোয়ার ব্যতীত আর কিছু নয়। বর্তমানে আমাদের নিকট অন্য সব কিছু হইতেও ব্যক্তি স্বাধীনতা অনেক বেশী মূল্যবান।"

গণ দরখাস্তে সর্বাগ্রে স্বাক্ষর দিয়াছেন, ভূতপূর্ব মন্ত্রী কুসারী মাসকারেন হাস। তিনি বলিয়াছেন,

"কমরেড গোপালনের উপর এই নিষেধাজ্ঞা আসলে শাসনতন্ত্র কর্তৃক স্বীকৃত আমাদের অধিকারকেই অস্বীকার সম্পূর্ণভাবে করা। " ....।

সর্বদলীয় ঐক্যের সম্ভাবনা

কংগ্রেসী আক্রমণের বিরুদ্ধে বামপন্থী পার্টিগুলি সংঘবদ্ধ হইতেছে। ....তাঁহারা সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও সামন্ততন্ত্র বিরোধী রাজনৈতিক দল ব্যক্তি, বর্গকে লইয়া এক শক্ত সংযুক্ত মোর্চা গড়িয়া তুলিবার জন্য উদ্যোগী হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহাদের এই উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই সফল হইবে। রাজ্যের দিকে দিকে তাহারই ইঙ্গিত দেখা যাইতেছে।

স্বাধীনতা নব পর্যায় -- ২১৬ তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ --২৬১ তম সংখ্যা) ১৪ ই সেপ্টেম্বর ১৯৫১ প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'প্রেস বিল – সাধারণ মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করা হইয়াছে ঃ শ্রী এন. এম. যোশী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সমালোচনা ঃ ব্যক্তি স্বাধীনতা পরিষদের পক্ষ হইতে অবিলম্বে বিল প্রত্যাহারের দাবি'

বোম্বাই, ১৩ই সেপ্টেম্বর সারা ভারত ব্যক্তি স্বাধীনতা পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বর্তমানে পার্লামেন্টে উত্থাপিত প্রেস বিলের তীব্র সমালোচনা করিয়া বলা হয় যে, এই আইন অত্যন্ত বিপজ্জনক। ব্যক্তি স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা শ্রী এন. এম. যোশী এবং এস. জি. ভাজে কর্তৃক স্বাক্ষরিত এই বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, এই বিলের দ্বারা সাধারণ মানুষের মত প্রকাশের অধিকার প্রায় সম্পূর্ণরূপে হরণ কবা হইয়াছে।

বিবৃতিতে আরও বলা হইয়াছে যে সংবাদপত্র যাহা প্রকাশ করিতে চাহে তাহা প্রকাশ করিবার অধিকার না দেওয়ার অর্থ সাধারণ মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতা কাড়িয়া লওয়া।

প্রি-সেন্সরশিপের ব্যবস্থা রদ করিয়া বিলে বিচার বিভাগের হাতে যে ক্ষমতা দেওয়া হইযাছে... মূলতঃ ইহার দ্বারা ১৯৩১ সালের প্রেস আইনের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই।

বিবৃতিতে বলা হয যে সংবাদপত্র সম্পর্কে কোন বিশেষ ধরনের আইন পাশ করা উচিত নহে। এইভাবে সংবাদপত্র সম্পর্কে কোন বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা ঠিক নহে। সংবাদপত্রের জামানত এবং উহা বাজেয়াপ্ত করিবার যে ব্যবস্থা আছে তাহা বাতিল করিতে হইবে। কোন গণতান্ত্রিক দেশে বর্তমানে এইরূপ ব্যবস্থা নাই। এই বিল পাশ করিয়া অগণতান্ত্রিক দেশে পরিণত করার প্রচেষ্টাকে ব্যাক্তি স্বাধীনতা পরিষদ ঘৃণা করে।

পরিশেযে বিবৃতিতে বর্তমান বিল প্রত্যাহার করিবার জন্য এবং প্রেস সংক্রান্ত সমস্ত বিশেষ আইন বাতিল করিয়া একটি সাধারণ আইন পাশ করিবার জন্য গভর্নমেন্টের নিকট আবেদন জানানো হয়। -- পি. টি. আই.

এই সঙ্গে প্রকাশিত আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম ঃ

'গদি দখলের পর নেহরু শপথ ভাওতাবাজি মাত্র ঃ দেশদ্রোহী কংগ্রেসী সরকারকে খতম না করিলে মুক্তি নাই ঃ বোম্বাই-এ কমিউনিস্ট নেতা ডাঙ্গের বিবৃতি'

আমেদাবাদ, ১২ই সেপ্টেম্বর কমিউনিস্ট নেতা মিঃ এস. এ. ডাঙ্গে আজ এখানে সাংবাদিকদের বলেন যে, কংগ্রেস সভাপতিত্ব হইতে শ্রী ট্যাণ্ডনের অপসরণ এবং শ্রী নেহরু কর্তৃক সভাপতির পদগ্রহণ এমন একটি ঘটনা যাহা সম্পর্কে ভারতের জনসাধারণকে সতর্ক থাকিতে হইবে। এমন

ভাবে বলা হইতেছে যেন কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির আজ পরিবর্তন ঘটিতেছে। কংগ্রেস ও কংগ্রেসী সরকারের প্রতি যে জনসাধারণের এক আস্থা ছিল, আজ আবার তাহা পুনরায় ফিরাইয়া আনিতে হইবে। জমি, খাদ্য, কাজ, শান্তির সর্বনিম্ন দাবি যদি আদায় করিতে হয়, তাহা হইলে জনসাধারণকে সুনিশ্চিতভাবে কংগ্রেস ও কংগ্রেসী সরকারকে ক্ষমতার আসন হইতে টানিয়া নামাইতে হইবে।

নেহরু কর্তৃক শপথ করলে কংগ্রেসের চরিত্র বদলায় না। কংগ্রেস হইল জমিদার বুর্জোয়াবাদীদের স্বার্থ প্রতিষ্ঠান। নেহরু সরকার যে প্রতিক্রিয়াশীল প্রেস বিল উত্থাপন করিয়াছেন, নিরাপত্তা আইন সৃষ্টি করিয়াছেন, ব্রিটিশ ও মার্কিন ঋণের জন্য দাসখতে সহি দিয়াছেন। তাহা কি ট্যাণ্ডনের নীতি। যদি ট্যাণ্ডনের নীতিই কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা হিসাবে তাঁহারা ঐ ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কেন নেহরু কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে প্রেস বিল প্রত্যাহার করিতে বলিতেছেন না, কেন চীনের সহিত ব্যবসা সম্পর্ক চালু করিতেছেন না, কোরিয়া যুদ্ধ হইতে সরিয়া দাঁড়াইতেছেন, আমাদের দেশের লোককে উলঙ্গ রাখিয়া বিদেশে বস্ত্র প্রেরণের নীতি প্রত্যাহার করিতেছেন না, আমেরিকায় যুদ্ধ সামগ্রী রপ্তানী বন্ধ করিতেছেন না, পাওনা ষ্টার্লিং-এর পরিবর্তে ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানগুলি দখল করিতেছেন না, নেহরুব অধীনে কংগ্রেস কি খাজনা কমাইয়া কৃষকের ঋণ মকুব করিয়া, শ্রমিকদের পুরা ম্যাগ্গিভাতা দিয়া সমস্ত প্রগতিশীল জনসাধাবণের দাবি পূর্ণ করিযা জনসমাজে নূতন জীবনের উদ্বোধন করিবেন। নেহরু মুখে তো তাহাই বলিতেছেন। তিনি যদি তাহা কবেন, তাহা হইলেই কেবল তিনি দাবি করিতে পারিবেন যে, কংগ্রেস হইতে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে তাড়াইতে পারিয়াছেন, নূতন জীবন সঞ্চার করিতে পারিয়াছেন। আমবা মনে করি না যে তিনি কখনও এ কাজ করিবেন। কাজেই কংগ্রেস নেহরু অধীনে থাকুক আর ট্যাণ্ডনের অধীনে থাকুক, জনসাধারণ তাহাকে পরাস্ত করিবে, প্রগতিশীল শক্তি সমূহের গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের গণ সবকার প্রতিষ্ঠা কবিতে হইবে। — পি. টি. আই.

এই সঙ্গে প্রকাশিত হয় —

'প্রধানমন্ত্রীর কাছে ছাত্র সংগঠনগুলির যুক্ত স্মারকলিপি : রাধা কৃষ্ণণ সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দের দাবি : শিক্ষা-সঙ্কট সম্পর্কে বে-সরকারী তদন্ত কমিটি গঠনের প্রস্তাব'

শিক্ষা সঙ্কটের সমাধানের জন্য পশ্চিমবাংলার সমস্ত ছাত্র সংগঠন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন শুরু করিযাছেন। আগামী ১৫ই আগস্ট পশ্চিমবাংলার সর্বত্র শিক্ষা দাবি দিবস পালিত হইবে।

ছাত্র সংগঠনগুলির পক্ষ হইতে পশ্চিমবাংলার প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, চ্যান্সেলার, ভাইস চ্যান্সেলার ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই স্মারকলিপি পেশ করা হইয়াছে।

স্মারকলিপিতে নিম্নোক্ত ছাত্র প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ স্বাক্ষর দান করেন। ছাত্র ফেডারেশন, ষ্টুডেন্টস ব্লক, নিখিল বঙ্গ ছাত্র কংগ্রেস, ইয়ং সোশ্যালিস্ট লীগ, পশ্চিমবঙ্গ ষ্টুডেন্ট এসোসিয়েশন, বলশেভিক ছাত্র ব্যুরো, এস ইউ সি ষ্টুডেন্টস ব্যুরো, এস আর পি ষ্টুডেন্টস ইয়ং, প্রোগ্রেসিভ ষ্টুডেন্ট ফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গ প্রধানমন্ত্রী সমীপেষু,

মহাশয়,

আপনার গভর্নমেন্টের 'পিতৃসুলভ' লালনপালনে ছাত্র সমাজ যে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, সেই কথাই আপনার কাছে তুলিয়া ধরিতেছি। আমরা অন্ততঃ এই আশা করিতে পারি যে, এই হতভাগ্য

প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আপনি লক্ষ্য করিয়াছেন যে, পরীক্ষায় ব্যাপক হারে ছাত্র ফেল করার মতো একটি দুর্যোগ কি রূপ ধাবণ করিয়াছে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক সঙ্কটের একটি কুৎসিত প্রতিচ্ছবি হিসাবে এই পরীক্ষা সঙ্কটকে দেখা উচিত।.. ...এই শিক্ষা সমস্যা আপনার ও অপনাদের সুখী মন্ত্রী পরিবারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিযাছে।

... .. আমবা দুঃখের সহিত আপনাকে জানাইতেছি যে, ছাত্র সমাজ আপনার সরকারের উদ্যোগের উপর আর ভবসা রাখিতে পারে না। আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না যে, এই ঘুণে ধরা অপ্রয়োজনীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করিয়া আপনারা এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করিবেন যাহা জনসাধারণকে পকৃত শিক্ষালাভের সুযোগ দিবে। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্ট এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে আপনারা পরিবর্তন করিতে রাজি হইতেছেন না কেন?

.....বাধাকৃষ্ণন কমিশনেব কথা আপনারা প্রাযই উল্লেখ করিয়া থাকেন ; কিন্তু শিক্ষা দান পদ্ধতিব উন্নতির জন্য পরীক্ষা ও শিক্ষার মধ্যে সামঞ্জস্য রাখিবার জন্যও বিশেষ করিয়া শিক্ষার খরচ সরকারকে গ্রহণ কবানোর জন্য রাধাকৃষ্ণণ কমিশন যে সুপারিশ করিয়াছেন, এই সম্পর্কে কি করা হইযাছে ?

শিক্ষা দানের মানকে বিচার করিতে গেলে আমরা দেখিতে পাই যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অনাহারে কঠিন চাপে অসংখ্য শিক্ষক ও অধ্যাপক অধিক মাহিনার অন্যান্য কাজে যোগ দিয়াছেন। শিক্ষা জগতে তাঁহাদের পুনর্নিযোগেব জন্য আপনার সরকার কোন চেষ্টাই করেন নাই। ......আর্থিক সঙ্কটের জন্য সম্প্রতি স্কুলে কলেজে শিক্ষক ও অধ্যাপকদের ছাঁটাই করা হইতেছে, মাহিনা কমাইয়া দেওযা হইয়াছে।

..... .ছাত্রদের ক্রমবর্দ্ধমান ফি পরীক্ষার ফি বৃদ্ধি, পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষার আবশ্যকীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধির কথা কি আপনি জানেন? ছাত্রদের উপর শিক্ষার বোঝা কি এই ভাবেই কমানো হইবে? ....পশ্চিমবাংলার বাজেটে শিক্ষার বরাদ্দ টাকা দেখিযা আপনি সত্যই লজ্জাবোধ করেন কি না? আপনাদেব বাজেট ঘৃণ্য ব্রিটিশ বাজেটেব তুলনায় খারাপ ; এই কথাই কি আশ্চর্য্যের নয় ?

.....আপনাদের আরও অসংখ্য ব্যর্থতাব কথা উল্লেখ করিযা আমরা সেগুলোকে ভারাক্রান্ত করিতে চাই না।

আমরা আপনার সরকাবের কাছে অতি প্রযোজনীয় কয়েকটি বাস্তব কর্মসূচী পেশ করিতেছিঃ আমাদের শিক্ষার কাঠামোকে সঠিকভাবে রূপ দিবাব জন্য ও বিশেষ করিয়া আজকের ভয়াবহ শিক্ষা সঙ্কটকে সাময়িকভাবে বন্ধ করিবার জন্য এই কর্মসূচী গ্রহণ করিতেই হইবে।

১। *বে-সরকারী তদন্ত কমিটি চাই* ঃ ছাত্র শিক্ষাবিদ্ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আস্থাবান ব্যক্তি লইয়া অবিলম্বে একটি বেসরকারী তদন্ত কমিটি গঠন করিতে হইবে। শিক্ষার বর্তমান সঙ্কটের কারণ অনুসন্ধান করা ; আশু ও সুদুর প্রসারী কর্মপন্থার সুপাবিশ করা হইবে এই কমিটির কাজ। সরকারকে প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে যে তাঁহারা এই তদন্ত কমিটির সুপারিশ কার্যকরী করিবেন, কারণ আমাদের সন্দেহ হয় যে অতীতের শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের মতোই এই কমিটিব ভাগ্য একই হইতে পারে।

.. ...কিন্তু এই প্রস্তাবিত তদন্ত কমিটিব সুপারিশকে কার্যকরী করিবার আগে কয়েকটি অন্তবর্তীকালীন সমাধান একান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিযাছে।

২। *পবীক্ষা ফি বৃদ্ধি বন্ধ করিতে হইবে* ঃ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডকে নির্দেশ দিতে হইবে যে, স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ফী বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত যেন প্রত্যাহার করা হয়।

৩। *ইংরাজির পাশ নম্বর কমাইতে হইবেঃ* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরাজি পরীক্ষার উপর

অযথা বিশেষ গুরুত্ব দিয়া থাকেন। বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপর সরকার নির্দেশ দিন যেন অন্যান্য বিষয়ের মতো ইংরাজির পাশ মার্কও ৩০ % করা হয়।

৪। *শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারী সাহায্য দিতে হইবে* ঃ আর্থিক সঙ্কট হইতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাঁচাইবার জন্য অবিলম্বে অন্তবর্তীকালীন সাহায্য দিতে হইবে।

৫। *বিশ্ববিদালয়ের কমিশনের রিপোর্ট ছাপাইতে হইবে* ঃ

আপনাদের নীরবতা দেখিযা ছাত্র সমাজ ধৈর্য হারাইতে বাধ্য হইতেছে। সমস্ত ব্যাপারের মতো এই ক্ষেত্রেও আপনারা যেরূপ ঢিমেতালে চলিতেছেন উহাতে ছাত্র সাধারণের প্রচুর ক্ষতি হইতেছে। আমরা তাই দাবি করিতেছি যে, শিক্ষা সমস্যাকে একটি জরুরী ঘটনা বলিযা মনে করা হোক। ১৮ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে আপনাদের সুস্পষ্ট মতামত আমাদের জানান, ইহাই আমাদের দাবি।

শিক্ষা সমস্যার গুরুত্ব বোঝাইবার জন্য ছাত্র ডেলিগেশন আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত।

এই সংখ্যায় অন্যান্য যেসব গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে আছে -- কোচবিহারে ভুখ মিছিলের উপর গুলি চালনার তদন্ত শিরোনাম ঃ

'অপ্রীতিকর কিছু ঘটাইবার জন্য এস পি পূর্ব হইতেই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন ঃ কোচবিহার তদন্তে কংগ্রেস সেক্রেটারির সাক্ষ্য'

.....সেক্রেটারি শ্রী সুরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী ..... জেরার উত্তরে জানান যে, ভুখ মিছিল যখন ডি-সি'র বাড়ির দিকে আসিতেছিল তখন তিনি ডি-সি'র সহিত এস-পি'র যেসব কথাবার্তা শুনিয়াছেন তাহাতে তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, কিছু একটা করিবার জন্য এস পি পূর্ব হইতেই সঙ্কল্প করিয়া ছিলেন।

'কংগ্রেসী নির্বাচনী ইশ্‌তেহার ঃ সমাজতন্ত্রী নেতার সমালোচনা'

বোম্বাই, ১১ই সেপ্টেম্বর সমাজতন্ত্রী নেতা আচার্য নরেন্দ্র দেব ......তাঁহার পার্টির নির্বাচনী প্রচার কার্য শুরু করিয়া বলেন যে, সাম্যের ভিত্তিতে নূতন সমাজ গঠনই তাঁহাদের লক্ষ্য। জনসাধারণের উচিত বিভিন্ন পার্টির কর্মসূচী ও পরিকল্পনাদি দেখিয়া নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। কংগ্রেসের নির্বাচনী ইশ্‌তেহারের সমালোচনা করিয়া তিনি বলেন যে, কংগ্রেস আজও জাতির প্রতিনিধিস্থানীয় বলিয়া নিজেকে মনে করে। কিন্তু দরিদ্র ও ধনী উভয়কে একত্রে প্রতিনিধিত্ব করার চেষ্টা করিলে জাতির প্রতিনিধিত্ব করা যায না। ইহাতে ধনিক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করা শুধু চলে। নেহরুজী আজ কংগ্রেসের আস্তাবল পরিষ্কার করিতে চাহিতেছেন, তাহা করিতে হইলে সমস্ত পুঁজিপতিকে তাড়াইতে হইবে। কিন্তু তাহার আর কোন সম্ভাবনা নাই। নেহরুজী কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় অবস্থার কোনই পরিবর্তন ঘটে নাই। — পি. টি. আই.

স্বাধীনতা, নব পর্যায় - ২১৭তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ২৬২ তম সংখ্যা) ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৫১তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'বর্তমান সরকার উচ্ছেদের জন্য সুদৃঢ় যুক্তফ্রন্ট গঠন করুন ঃ আহমদাবাদ জনসভায় কমরেড ডাঙ্গের আহ্বান

আহমদাবাদ, ১৩ই সেপ্টেম্বর কমিউনিস্ট নেতা কমরেড এস. এ. ডাঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র ও বুর্জোয়াদের সরকারকে গদিচ্যুত করিয়া পরিবর্তে জনসাধারণের সরকার প্রতিষ্ঠাকল্পে পর্বতের ন্যায় অটল যুক্তফ্রন্ট গঠনের জন্য জনসাধারণের নিকট আবেদন জানান।

.....জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ "এ কথা বলা বিশ্বাসঘাতকতারই নামান্তর যে, দেশে সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক ফাঁস বজায় থাকা সত্ত্বেও আমরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি।"

পাক ভারত উত্তেজনার উল্লেখ করিয়া কমরেড ডাঙ্গে বলেন ঃ "যে তরফ হইতেই আসুক না, আমরা আক্রমণের বিরোধিতা করিব। রাষ্ট্র সঙেঘর হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকেই কাশ্মীরীরা তাহাদের ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণ করিবেন।" -- পি. টি.

এই সঙ্গে প্রকাশিত প্রেস বিল সম্পর্কে শিরোনাম ঃ

'কোন সভ্যদেশে মুদ্রাযন্ত্র নিয়ন্ত্রণে এই প্রকার আইন নাই ঃ প্রেস বিল লইয়া আর অগ্রসর না হইবার অনুরোধ ঃ স্বরাষ্ট্র সচিবের নিকট বৃত্তিজীবী সাংবাদিক ফেডারেশনের স্মরকলিপি'

.....বৃত্তিজীবী সাংবাদিকদের ফেডারেশন, স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রী চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর নিকট এক তারে পার্লামেন্টে উত্থাপিত প্রেস বিল লইয়া আর অগ্রসর না হইতে অনুরোধ জানাইয়াছে। কারণ কোন সভ্য দেশে এই প্রকার মুদ্রাযন্ত্র আইন নাই। স্বরাষ্ট্র সচিবের নিকট এক স্মারকলিপি দাখিল করিয়া ফেডাবেশনের তরফ হইতে বলা হয় যে, বর্তমান মুদ্রাযন্ত্র আইন প্রত্যাহার করা হউক। যদি প্রয়োজন হয়, তবে আগামী পার্লামেন্টে মুদ্রাযন্ত্র সম্পর্কীয় নূতন আইন উত্থাপনের সুযোগ দেওয়া হউক।

এ সম্পর্কে অতি শীঘ্র একটি কমিশন গঠনের জন্য ফেডারেশনের পক্ষ হইতে জোর দেওয়া হইয়াছে। পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটির সম্মুখে স্মারকলিপি দাখিল করার জন্য স্বরাষ্ট্র সচিবকে অনুরোধ কবা হয়। তবু সরকার যদি উহা লইয়া অগ্রসর হইতে চাহেন তবে এই অনুরোধ তাঁহার পক্ষে পালন করা উচিত।

ফেডারেশন উপস্থাপিত স্মারকলিপিতে বলা হইযাছে যে, বর্তমান প্রেস বিল সরকার কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ঘটে নাই। গঠনতন্ত্র সংশোধনকালে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল, তাহা রক্ষিত হয় নাই। আগেকার ধারাগুলিকে মোলায়েম করাই বর্তমান বিলের উদ্দেশ্য। অতি দ্রুত ও কোনরূপ প্রস্তুতি না করিযা এই বিল উত্থাপন করা হইয়াছে। অন্যায়ভাবে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা নিযন্ত্রণ করা এই বিলেব উদ্দেশ্য বিদায়ী পার্লামন্টের পক্ষে এই বিল প্রণয়নের কোন অধিকার নাই। ভারতে যে মর্মে মুদ্রাযন্ত্র আইন প্রণয়ন করা হইতেছে, দুনিয়ার কোন সভ্যদেশেব আইনে তাহা দেখা যায় না। ভারতেই কেবল উহা দেখা যাইতেছে।

বৃত্তিজীবী সাংবাদিকদের বিপদ

বৃত্তিজীবী সাংবাদিকদের উপর প্রাত্যহিক কাজ কর্মে সাংঘাতিক দায়িত্ব চাপাইয়া দিতেছে। সাংবাদিক উদ্যোগ আয়োজনের উপরও গভীর প্রভাব ফেলিবে। অল্প মূলধনে কেহ আর এই প্রচেষ্টা কবিবে না।

প্রেস কমিশন

প্রধানমন্ত্রী যখন প্রেস কমিশনের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া ছিলেন, তখন সমগ্র দেশ বিশেষতঃ বৃত্তিজীবী সাংবাদিকরা ভাবিয়া ছিল যে, সরকার মুদ্রাযন্ত্রের খুঁটিনাটি বিষয়গুলিও তদন্ত করিয়া দেখিবেন। এই প্রকার কোন কমিশন, কোন কিছু সম্পর্কে প্রস্তাব করার যোগ্যতাও রাখেন। ফেডারেশন এ সম্পর্কে বহু কার্যকরী সুপারিশ করিতে পাবে। সত্যাগ্রহ, শান্তিপূর্ণভাবে বয়কট করা, বিক্ষোভ

প্রদর্শন করাকে বাতিল করা সম্পর্কে নিষেধ জানাইয়া তাঁহারা বলেন যে, "আইনের শাসন" ও "শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা" শব্দ দুইটি অত্যন্ত অস্পষ্ট।

জামানত তলব চলিবে না

ফেডারেশন সর্বদাই সর্বপ্রকার জামানত তলবের বিরোধী। যদি উহা চাপাইবার জন্য জোর দেওয়া হয়, তাহা হইলে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন টাকার পরিমাণ বলিয়া দিতে হইবে। হাইকোর্টে আপীল করার অধিকার বজায় রাখিতে হইবে ; সেশন জজের কাছে বিচার প্রার্থী হইবার অধিকার দিতে হইবে। — পি. টি. আই.

পার্লামেন্টের বিতর্ক

১৩ই সেপ্টেম্বর পার্লামেন্টে প্রেস বিল সম্পর্কে বিতর্ক শুরু হয়। পণ্ডিত ঠাকুর দাস ভার্গব বক্তৃতা প্রসঙ্গে বিলের সমালোচনা করেন ; তিনি বলেন যে, মুদ্রাযন্ত্র কমিটির রিপোর্টগুলি পড়া পর্যন্ত সরকার প্রয়োজন মনে করেন নাই। বর্তমানে যে আইন আছে তাহাই যথেষ্ট। -- পি. টি. আই.

এই সংখ্যায় আর একটি প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম ঃ

'দেশের চূড়ান্ত সর্বনাশ বন্ধের জন্যই কংগ্রেস শাসনের অবসান চাই ঃ ন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে সংযুক্ত ফ্রন্ট গড়িয়া তুলিতে হইবে ঃ বহরমপুরে বিরাট জনসভায় শ্রী জ্যোতি বসুর বক্তৃতা'

১১ই সেপ্টেম্বর "গত চার বৎসরের কংগ্রেসী শাসনের স্বেচ্ছাচার ও কুকীর্তিগুলি জনসাধারণ ভুলিতে পারে না। ব্রিটিশ প্রভু, মুষ্টিমেয় জমিদার ও পেটমোটা মুনাফাখোরদের স্বার্থ কিভাবে রক্ষিত হইয়াছে, তাহাও জনসাধারণ ভুলিবে না। শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, ছোট ব্যবসায়ী ও জনতার প্রত্যেকটি স্বার্থ কংগ্রেস সরকার জলাঞ্জলি দিয়াছে। হাওড়া, চন্দননগর, বীরভূম প্রভৃতি নির্বাচনে জনসাধারণ এই কুকীর্তির প্রতি সুস্পষ্ট রায় দিয়াছে।

"স্বেচ্ছাচারী শাসকশ্রেণী আজ পর্যন্ত জনতার প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক অধিকারকে গলা টিপিয়া মারিয়াছে। চন্দননগরের নির্বাচনে জনতার গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তকেও তাহারা পদদলিত করিতেছে, সুতরাং দেশের চূড়ান্ত সর্বনাশ রোধ করিবার জন্যই কংগ্রেসী শাসনের অবসান প্রয়োজন।"

বহরমপুরে গ্রান্ট হল ময়দানে মুর্শিদাবাদ জিলা কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে আহূত বিরাট জনসভায় শ্রী জ্যোতি বসু উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

......শ্রী জ্যোতি বসু তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, নির্বাচনের রায়কে স্থায়ী রূপ দিতে হইলে আইন পরিষদের ভিতরের সংগ্রামের সহিত বাহিরের ব্যাপক ও তীব্র গণ-আন্দোলনের সংযোগ সাধন করিতে হইবে। খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও জনতার অন্যান্য সমস্যাগুলি লইয়া অবিলম্বে এক মিলিত আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে। কমনওয়েলথ ত্যাগ ও ব্রিটিশ পুঁজির বাজেয়াপ্তকরণ, বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করিয়া চাষীর হাতে জমিদান ইত্যাদি ন্যূনতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের জন্য সমস্ত প্রগতিশীল দল ও ব্যক্তিকে গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে মিলিত হইতে হইবে।

এই সঙ্গে প্রকাশিত আর একটি শিরোনাম ঃ

'কার্নিভালে' যোগ দিবার আমন্ত্রণ ঃ কংগ্রেস সভাপতির হাজার শব্দের বিবৃতি'

নয়াদিল্লি, ১৪ই সেপ্টেম্বর কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট শ্রী জওহরলাল নেহরু কংগ্রেসত্যাগী কংগ্রেস সেবীদের পুনরায় কংগ্রেসে যোগ দিবার আমন্ত্রণ জানান। শ্রী নেহরু বলেন, "অতীত সম্পর্কে আর

তর্কবিতর্ক করিয়া লাভ নাই। এখন আমাদিগকে ভবিষ্যতের দিকে তাকাইতে হইবে এবং এক লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য ক্ষুদ্র বিবোধ ঝাড়িয়া ফেলিযা যুক্তভাবে কাজ করিবার অভ্যাস অর্জন করিতে হইবে। কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হাজার শব্দ সম্বলিত এক দীর্ঘ বিবৃতি প্রকাশ করিয়া এই আমন্ত্রণ পাঠাইয়াছেন। শ্রী নেহরু বলেন যে, কংগ্রেসের বাহিরে যাঁহারা কাজ করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদিগকেও আমন্ত্রণ করিতেছেন। "যাঁহারা প্রগতিশীল এবং যাঁহারা চাহেন, জনসাধারণ দ্রুত আগাইয়া যাউক, তাঁহাদের মধ্যে যত পার্থক্যই থাকুক, অনেক বিষয়ে ঐক্যও আছে।" — পি টি আই.

স্বাধীনতা, নব পর্য্যায় - ২১৮তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ২৬৩ তম সংখ্যা) ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৫১, রবিবার ৩০শে ভাদ্র ১৩৫৮তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'প্রেস বিল সম্পর্কে জনমত সংগ্রহের প্রস্তাব অগ্রাহ্য ঃ বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত ঃ প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সমস্ত প্রতিশ্রুতি পদদলিত করা হইতেছে বলিয়া সদস্যদের সমালোচনা'

নয়াদিল্লি, ১৫ই সেপ্টেম্বর, আজ পার্লামেন্টে প্রস্তাবিত প্রেস বিল সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হয়। সিলেক্ট কমিটিকে ২৭শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে রিপোর্ট দাখিল করিতে বলা হইয়াছে।

শ্রী এন. পি মিশ্র এবং শ্রী দেশবন্ধু গুপ্ত বিলটি জনমত সংগ্রহের জন্য প্রচার করিবার যে প্রস্তাব আনিয়াছিলেন, তাহা বাতিল হইয়া যায়। জনমত সংগ্রহের অন্যান্য প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হয়।

স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রী রাজাগোপালাচারী প্রেস বিলটি কমিটিতে প্রেরণের জন্য যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন আজ পুনরায় উহার উপর আলোচনা শুরু হয়।

শ্রী রামনাথ গোয়েঙ্কা প্রেস বিলের তীব্র বিরোধিতা করিয়া বলেন যে দেশের সমগ্র জনসাধারণের স্বার্থেই সমস্ত সংবাদপত্র একত্রে বিলের বিরোধিতা করিতেছে। ভারতের সংবাদপত্র জাতীয় স্বার্থকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়াছে। ১৯৪২ সালে গান্ধীজীর আহ্বানে শতকরা ৫০ ভাগ সংবাদপত্র প্রি-সেন্সরশিপ আদেশের নিকট নতি স্বীকার না করিয়া সংবাদপত্রের প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেয়।

শ্রী গোয়েঙ্কা বলেন যে সর্বত্রই দালাল আছে । মন্ত্রিসভার মধ্যেও দালাল আছে। সুতরাং এ সম্পর্কে কিছু বলিয়া লাভ নাই।

তিনি বলেন যে প্রেস আইনগুলি বিচার করিবার জন্য ১৯৪৭ সালে একটি স্বাধীন কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি প্রেস আইন বাতিল করিবার সুপারিশ করেন। কিন্তু কংগ্রেস এই তদন্ত কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করেন নাই। যদিও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ১৯৩১ সালের প্রেস আইন বাতিলের কথা বলিতেছেন। কিন্তু আসলে তিনি পুরাতন আইনের ধারাগুলি আরও কড়াকড়িভাবে নূতন বিলে যুক্ত করিতেছেন।

শ্রী গোয়েঙ্কা আরও বলেন যে শাসনতন্ত্র সংশোধনের সময় প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পার্লামেন্টে বহু প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন।......প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিমতো এই বিলটি কি আধুনিক যুগের উপযোগী হইয়াছে? প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সহিত পরামর্শ করিয়া বিল রচনা করা হইবে। ইহা কি পালন করা হইয়াছে?

স্বরাষ্ট্র সচিব বলিয়াছিলেন যে, সংবাদপত্রগুলি যাহা ভুল বলিয়া মনে করিবে, বিলে তাহা যুক্ত করা হইবে না। এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হয় নাই।

.....প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে জরুরী অবস্থার উদ্ভব না হইলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব বিষয়ক ধারাগুলি কার্যকরী করা হইবে না। বর্তমানে কি কোন জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। পার্লামেন্টে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল তাহা পদদলিত করিয়াই বর্তমান বিল উত্থাপন করা হইয়াছে।

.....বিলে আপত্তিজনক বিষয় বলিয়া যাহা উল্লেখ করা হইয়াছে উহার সংজ্ঞা সম্পর্কে তীব্র আপত্তি জানাইয়া শ্রী গোয়েঙ্কা বলেন যে পার্লামেন্ট কখনই এই বে-আইনী আইন পাশ করিতে পারে না।

.....গোরওয়ালাস রিপোর্টে পর্যন্ত সরকারী শাসনতন্ত্রে গুরুতর দুর্নীতির উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু সংবাদপত্র যদি ঐ সম্পর্কে লেখে তাহা হইলে নূতন আইনে উহার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। প্রেস বিলে পুস্তক বাজেয়াপ্ত করিবার যে ধারা আছে তাহার সমালোচনা করিয়া তিনি বলেন যে আইন অফিসারদের হাতে এই ক্ষমতা ন্যস্ত কবা হইয়াছে। এই অফিসাররা প্রেস আইনেব তাৎপর্য পর্যন্ত বোঝেন না।

.....পরিশেষে বিলটি জনমত সংগ্রহেব জন্য সাধারণের নিকট প্রচারের আবেদন জানাইয়া তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে বলেন যে, বিরোধী মতকে স্বীকার করার মধ্যেই গণতন্ত্রের স্বার্থকতা। যখন প্রবল বিরোধিতা রহিয়াছে তখন অন্য কিছু কবার অর্থ গণতন্ত্রকে স্বীকার কবা নয় উহা একনায়কত্বেরই সামিল।

বিতর্কের উত্তরে স্বরাষ্ট্র সচিব বলেন যে তাহারা জনগণের মনকে বিষাক্ত করিতে দিবার সুযোগ দিতে রাজি নহেন। প্রেস বিল জনসাধারণের নিকট প্রচার করিবার প্রস্তাবেব তিনি বিরোধিতা করেন। — পি. টি আই

'দুর্নীতিপূর্ণ কংগ্রেসী শাসনের অবসান ঘটাইতে বামপন্থী ঐক্যই হাতিয়ার ঃ শিবপুর কমিউনিস্ট পার্টির প্রকাশ্য অধিবেশনের ঘোষণা'

হাওড়া, ১৫ই সেপ্টেম্বর শিবপুর আঞ্চলিক কমিউনিস্ট পার্টি সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে আজ ব্যক্তি স্বাধীনতার পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও সমস্ত বিনা বিচাবে আটক বন্দীব মুক্তি দাবি করা হয এবং সমস্ত বামপন্থী দল ও ব্যক্তিকে লইয়া শক্তিশালী গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের আহ্বান জানানো হয়।

হাওড়ার প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা কমরেড জীবন মাইতি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

'কমিউনিস্ট পার্টির ডাকে জলপাইগুড়িতে পাঁচ সহস্রাধিক জনসমাবেশ ঃ দেশের সমস্যা সমাধানের জন্যই কংগ্রেস শাসনের অবসান চাই ঃ শ্রী বঙ্কিম মুখার্জির ভাষণ'

..... রাঘব বোয়াল চাউল ব্যবসায়ী ও বৃহৎ জমিদাব গোষ্ঠীব আধিপত্য চূর্ণ করিয়া সমস্ত ব্রিটিশ পুঁজি বাজেয়াপ্তকরণ ও বিনামূল্যে কৃষকদের হাতে জমি ফিরাইয়া দিয়া জাতীয় স্বার্থে দেশের শিল্পোন্নয়ন করিয়া দেশকে বাঁচাইতে হইলে কংগ্রেসী দুঃশাসনের অবসান চাই — ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জলপাইগুড়ি জেলার প্রকাশ্য অধিবেশন উপলক্ষে গত ৯ই সেপ্টেম্বর জলপাইগুড়ি আর্য নাট্য সমাজ প্রাঙ্গণে কমিউনিস্ট নেতা শ্রী বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় উপরোক্ত মন্তব্য করেন। সভায় পাঁচ সহস্রাধিক জনসমাবেশ হয় এবং সভাপতিত্ব করেন রেল শ্রমিক নেতা শ্রী পরিমল মিত্র। রক্ত পতাকা উত্তোলন করেন চা শ্রমিক নেতা শ্রী জগন্নাথ ওরাও।

.....শ্রী বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় মধ্যবিত্তদের লক্ষ্য করিয়া বলেন "জমিদার সম্পর্কে তাঁহাদের কোন মোহ থাকা উচিত নয়। কারণ এই প্রথা মধ্যবিত্তদের কোন সুরাহা করে না। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করিলেই দেশের নানারূপ উন্নয়ন সম্ভব এবং তাহাতে মধ্যবিত্তদের প্রয়োজন হইবে খুব বেশি।"

নেহরু সরকারের সাম্রাজ্যবাদী সহযোগিতার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন "ইরানে মোসাদ্দিক সরকার যাহা করিতে পারেন শ্রী নেহরু তাহাও কি করিতে পারেন না। সমগ্র ব্রিটিশ পুঁজি বাজেয়াপ্ত করার পর দেশীয় শিল্প উন্নয়নের যে ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা দেখা যাইবে তাহাতে দেশীয় শিল্পপতিদের উন্নতির যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকিবে।"

উপসংহারে তিনি বলেন "কংগ্রেস সরকার যে নীতি অনুসরণ করিতেছে তাহাতে উহার পতন অবশ্যম্ভাবী। দেশের সমস্যা মানুষের বাঁচিবার তাগিদেই কংগ্রেস সরকারের অবসান ঘটাইতে হইবে।"

.....আসন্ন নির্বাচন ও বন্দী মুক্তির দাবিতে দুইটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এই সংখ্যায় শিক্ষা সংকোচন সম্পর্কে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'শিক্ষা সংকোচন নীতির তীব্র প্রতিবাদ ঃ বিভিন্ন কলেজে যুক্তভাবে 'শিক্ষা দাবি দিবস' পালন ঃ রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের সুপারিশকে কার্যকরী করিবার দাবি'

১৫ই সেপ্টেম্বর, শিক্ষা সঙ্কটের সমাধানের জন্য পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আজ কলিকাতার বিভিন্ন কলেজের ছাত্র প্রতিষ্ঠানগুলি যুক্তভাবে "শিক্ষা দাবি দিবস" পালন করেন। বিভিন্ন সভায় বক্তাগণ বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারী শিক্ষা সঙ্কোচন নীতির তীব্র নিন্দা করেন এবং অবিলম্বে এই নীতির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে সমস্ত ছাত্র-প্রতিষ্ঠানকে আহ্বান জানান।

সভায় রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের সুপারিশকে আবিলম্বে কার্যকরী করিবার জন্য বিশ্ব বিদ্যালয় ও সরকারের নিকট দাবি পেশ করা হয়।

এই সংখ্যার অন্যতম প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'শ্রী নেহরুর নূতন ওয়ার্কিং কমিটি ঃ পাঁচটি আসন এখনও অপূর্ণ ঃ কমিটিতে ট্যাণ্ডনজী গৃহীত ঃ লালবাহাদুর শাস্ত্রী ও শ্রীবাস্তব মাল্লায়া সাধারণ সম্পাদক'

নয়াদিল্লি, ১৫ই সেপ্টেম্বর কংগ্রেস সভাপতি শ্রী জহরলাল নেহরু অদ্য তাঁহার নূতন ওয়াকিং কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি পাঁচটি আসন খালি রাখিয়াছেন। উহা পরে পূর্ণ করা হইবে।

শ্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী ও শ্রীবাস্তব মাল্লায়া সাধারণ সম্পাদক এবং শ্রী মোরারজী দেশাই কোষাধ্যক্ষ মনোনীত হইয়াছেন।

নূতন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন, গোবিন্দবল্লভ পন্থ, মোরারজী দেশাই, কামরাজ নদ্দার, শঙ্কর রাও দেও, নীলম সঞ্জীব রেড্ডি, নবকৃষ্ণ চৌধুরী, প্রতাপসিংহ কায়রণ, বি. এম হীরে, গুলজারীলাল নন্দা, মানিকলাল বর্মা, ডি. আই. মুন্সীস্বামী পিল্লাই, লালবাহাদুর শাস্ত্রী ও শ্রী নিবাসন মাল্লায়া। — পি. টি. আই.

জওহরলাল নেহরু কংগ্রেস সভাপতি হওয়ার পব কংগ্রেস ত্যাগী কংগ্রেস সেবীদের পুনরায় কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার আবেদন জানান। এই সম্পর্কে এই সংখ্যাতেই প্রকাশিত স্বাধীনতার সম্পাদকীয়র কিছু কিছু অংশ ঃ

বিশ্বাসঘাতকতার ফ্রন্ট

কংগ্রেসের মহানায়ক শ্রী জওহরলাল নেহরু গদীতে বসিয়াই আমন্ত্রণ করিয়াছেন ঃ যাঁহারা সম্প্রতি কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা যদি কগ্রেসের আদর্শে বিশ্বাস করেন তাহা হইলে তাঁহারা আবার কংগ্রেসে ফিরিয়া আসুন।.....এক কথায় বলিতে গেলে ইহার সাধারণ অর্থ কংগ্রেসের ফুটা নৌকাকে আবার নির্বাচনে ভাসাইবার জন্য জোড়াতালি দেওয়া।

......কংগ্রেসের আদর্শের কথাই ধরা যাউক। ২০ বৎসর পর্যন্ত কংগ্রেসের আদর্শ ছিল "পূর্ণ স্বাধীনতা" অজস্র মানুষ সেই আদর্শের জন্য আপনাকে বলি দিয়াছেন। অথচ ১৯৪৭ সালের ১৫ই

আগস্ট সেই আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়া কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদের নিকট আত্মসমর্পণ করিল। জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার ও এই আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার প্রধান নেতাই স্বয়ং নেহরুজী। তিনিই "মাউন্টব্যাটনী স্বাধীনতা" ও "কমনওয়েলতী সদস্যের ফাঁসে" এই দেশকে বাঁধিয়া দিয়াছেন। ইহার পরেও কি তিনি বা কংগ্রেস কোনো নূতন আদর্শের বুলি কপচাইলে তাহাতে কোনো সুস্থ, দেশভক্ত মানুষ কর্ণপাত করিবে ?

গত চার বৎসরেও সেই বিশ্বাসঘাতকতার জের টানিয়া নেহরুজীর কংগ্রেস শাসন দেশের মানুষকে ভাত কাপড়ে, গুলি লাঠিতে মারা ছাড়া আর কোন্ কাজটা করিয়াছে? " সাম্রাজ্যবাদীদের লুণ্ঠনের সঙ্গে এই কালো চোরাকারবারী ও চোরা কংগ্রেসীর লুণ্ঠন যোগ হইয়া দেশের মানুষকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। উহাই সাধারণ কংগ্রেসীকেও কংগ্রেসের সহিত সংশ্রব ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছে।

.... নির্বাচনের মুখে এই সত্য যখন আর ভুলিবার উপায় নাই, তখনই শ্রী নেহরু সেই অভিশাপ ও পুঞ্জিত ঘৃণা হইতে আপনার নেতৃত্ব ও নীতিকে বাঁচাইবার জন্য খুঁজিতেছেন নিত্য নূতন কৌশল, নিত্য নূতন ভাঁওতা।

নেহরুজীর বর্তমান বিবৃতিতেও তাহারাই তাই কর্ণপাত করিবে যাহারা জাগিয়া ঘুমাইতেছে, অর্থাৎ সেই সব লুণ্ঠন লোভী নেতা উপনেতা কংগ্রেসী লুণ্ঠনের ভাগীদার হইবার জন্যই গোস্সা করিয়া কংগ্রেস ছাড়িয়াছে। ......ইহাদের সাহায্যে অন্যান্য সাধারণ কংগ্রেস ত্যাগীদের প্রতারিত করা সম্ভব ; অন্ততঃ তাহাদের মধ্যে বিভ্রান্তি ও হতাশা সৃষ্টি করা অসম্ভব নয়। ইহা সহজতর হইতে পারে এই জন্য যে, এই সব কংগ্রেস ত্যাগী দলের নীতি ও লক্ষ্য সুস্পষ্ট নয়।

শ্রীযুক্ত কৃপালনীর কৃষক প্রজা মজদুর পার্টি .....তাহাদের নীতি হইতে স্বতন্ত্র একথা তাঁহারা বলেন না। তাঁহারা কমনওয়েলথ বন্ধন ছেদনের সম্বন্ধে নির্বাক। তাঁহারা বিলিতী মূলধন বাজেয়াপ্ত করা বিষয়ে নিরুৎসাহ। বৈদেশিক নীতিতে তাঁহারা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও শান্তিবাদী কিনা তাহাও সন্দেহজনক এবং কৃষককে বিনা খেসারতে জমির মালিক করিতে তাঁহাদের কোনো স্থির সংকল্প আছে কিনা তাহা অনিশ্চিত। এক কথায় কংগ্রেসের বিশ্বাসঘাতকতার নীতির বিরুদ্ধে ও লুণ্ঠন নীতির বিরুদ্ধে তাঁহাদের সাধারণ সদস্যরা বিদ্রোহ করিলেও তাঁহাদের পার্টি নীতিতে ও প্রোগ্রামে তাহা স্পষ্ট হয় নাই।

.......কিদোআই'র মত এই পার্টির নেতারা এবং উত্তর প্রদেশের কিছু কিছু উপনেতা ......কংগ্রেসের নিকট আত্মবিক্রয় করিতে দ্বিধা করিবে না। শ্রী নেহরুও তাহা জানেন। সেই.....ভরসাই এই বিবৃতিতে তিনি তাহাদিগকে দিয়াছেন। অতএব, বিপদ হইবে কংগ্রেস ত্যাগী এইরূপ সাধারণ সদস্যদের। পার্টির রাজনীতিকে স্পষ্ট নীতির ও প্রোগ্রামের উপর দাঁড় করাইতে না পারিলে তাঁহারাই প্রতারিত হইবেন।

ঠিক এইখানেই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক দলগুলিরও ত্রুটি রহিয়াছে......গণতান্ত্রিক ঐক্য তাঁহারা গঠন করিতে দেরি করিয়া ফেলিলে কংগ্রেসীরাই এইরূপ সাম্রাজ্যবাদ পক্ষীয় " বিশ্বাসঘাতকের সম্মিলিত ফ্রন্ট" গঠনের সুযোগ লাভ করিবে। দেশের মানুষের দাবি আজ যে 'গণতান্ত্রিক সম্মিলিত ফ্রন্ট' তাহা গঠনে যদি বামপন্থীরা বিলম্ব করেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিজেদেরই পরাজয়ের কারণ হইবেন, ...তাই প্রয়োজন আজ বিশ্বাসঘাতকের এই কংগ্রেস ফ্রন্টের বিরুদ্ধে গড়িয়া তোলা গণতান্ত্রিক নীতি ও প্রোগ্রামের ন্যূনতম ঐক্যের ভিত্তিতে দেশব্যাপী গণতান্ত্রিক মুক্তিফ্রন্ট।

স্বাধীনতা, নবপর্যায় - ২১৯তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ-২৬৪তম সংখ্যা) ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৫১- তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'সংবাদপত্রের ন্যূনতম স্বাধীনতাও হরণ করার জন্য বিধান সরকারের পাঁয়তারা : নিরাপত্তা আইন সংশোধন করিয়া নূতন বিল রচনা'

পশ্চিমবঙ্গ আইনসভার শারদীয় অধিবেশনে বিধান মন্ত্রিসভা পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তা আইনের ৪নং ধারাটির সম্পূর্ণ পরিবর্তন করিয়া উহার স্থলে নতুন একটি ধারা জুড়িয়া দিবার জন্য একটি বিল উত্থাপন করিতেছেন।

প্রস্তাবিত এই পরিবর্তনের ফলে সরকার আইনগতভাবে যে ক্ষমতা পাইবেন, তাহার ফলে সংবাদপত্রের সামান্যতম স্বাধীনতারও অস্তিত্ব থাকিবে না এবং মন্ত্রিসভা এই আইনের সাহায্যে নির্বিচারে যে কোন বিরোধী সংবাদপত্রকে দাবাইয়া দিতে পারিবে।

পুরাতন নিরাপত্তা আইনের চতুর্থ ধারায় ছিল যে, "ক্ষতিজনক রিপোর্ট" ছাপাইলে সরকার যে কোন সংবাদপত্রের উপর ব্যবস্থা নিতে পারিবেন।

নতুন বিলে "ক্ষতিজনক রিপোর্ট" বলিতে কি কি বুঝাইবে তাহা একটি অনুচ্ছেদে বর্ণনা করা হইয়াছে।

ক্ষতিজনক রিপোর্ট বলিতে বুঝাইবে এমন রিপোর্ট, যাহা নিম্নলিখিত বিষয়গুলির স্বার্থের পরিপন্থী:

১। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, ২। শান্তি ও শৃঙ্খলা, ৩। শ্লীলতা ও নীতিবোধ, ৪। বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক।

অর্থাৎ এই আইন পাশ হইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত সম্পর্কে কোন রিপোর্ট দেওয়া বা লেখা চলিবে না। শ্লীলতা বা নীতিবোধের দোহাই টানিয়া কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার বিবিধ দুর্নীতি এবং অসদাচারের কোন রিপোর্ট বা প্রবন্ধ ছাপা প্রকাশ করা যাইবে না।

এই সংখ্যায় প্রকাশিত আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম ঃ

'খাদ্য সংকট সমাধানের আহ্বান : কমিউনিস্ট পার্টির কলিকাতা জেলা কমিটির আবেদন'

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কলিকাতা জিলা কমিটি খাদ্য ও বস্ত্র সমস্যার উপর নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন।

বাংলার খাদ্য সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে। কলিকাতায় যে রেশন দেওয়া হয় তারা যে কোন একজন লোকের প্রয়োজনের অর্ধেকও মিটায় না। বর্তমানে চাউলের রেশন কমাইয়া এক সের করাতে এই অবস্থা আরও চরমে উঠিয়াছে। ইহার অর্থ এই যে কলিকাতা ও শিল্প অঞ্চলের সাধারণ মানুষ অর্ধাহারে কাল কাটাইতেছে, কারণ চোরাবাজারের দর মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে।

মফঃস্বল জেলাগুলির অবস্থা আরও শোচনীয়। ২৪ পরগনা প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের বহু এলাকায় দুর্ভিক্ষের অবস্থা শুরু হইয়া গিয়াছে।

আরও আশঙ্কা ও ভয়ের কথা যে সরকার যথারীতি আত্মসন্তুষ্টি অবলম্বন করিয়া আছেন ও সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়া কোন ব্যবস্থাই লইতেছেন না।

এই সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন যে দেশই রাজনৈতিক শর্ত ব্যতিরেকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছে, সেখান হইতে খাদ্য আমদানী করা। ভারতবর্ষকে দুর্ভিক্ষের হাত হইতে বাচাইবার জন্য চীন বহুল পরিমাণে চাউল পাঠাইতে প্রস্তুত আছে একথা খাদ্যমন্ত্রী মিঃ মুন্সিও স্বীকার করিয়াছেন। সোবিয়েতও গম দিতে প্রস্তুত ছিল। নিতান্তই মার্কিন শাসকদের অসন্তুষ্টি ঘটিবে বলিয়া সরকার কি সংকটের এ গভীরতার মধ্যেও এই সুযোগের সদব্যবহার করিবেন না।

দেশের ভিতরে সরকার যখন চাষী সাধারণের নিকট হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে নিঃস্ব বানাইয়াছেন, তখন ব্যবসাদার, জমিদার ও অন্যান্য মজুতদারের মজুতে তাঁহারা হাত দেন না।

... যেসব এলাকায় দুর্ভিক্ষের অবস্থা শুরু হইয়া গিয়াছে সেখানে সরকারকে দুর্ভিক্ষ এলাকা বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে এবং অবিলম্বে রিলিফ কেন্দ্র প্রভৃতি খুলিয়া দুর্ভিক্ষের হাত হইতে জনতাকে বাঁচাইতে হইবে।

... খাদ্য সংকটের ন্যায় বস্ত্র সঙ্কটেরও আজ চরম আকার ধারণ করিয়াছে। এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসাধারণের হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন।

... আমরা জনসাধারণের নিকট আবেদন করিতেছি যে, এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে কার্যকরী পন্থা গ্রহণ করিবার জন্য সমস্ত এলাকায় অবিলম্বে নির্বাচিত খাদ্য ও বস্ত্র কমিটি গড়িয়া তুলুন, এবার দাবি করুন যাহাতে সরকার এ কমিটিকে মানিয়া লন।

একমাত্র জনতার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন, সকল প্রগতিশীল দল, ব্যক্তি ও সংগঠনের সহযোগিতাই সরকারের এই জনস্বার্থবিরোধী নীতির পরিবর্তন করিয়া যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সরকারকে বাধ্য করিতে পারে। আমরা সকল প্রগতিশীল দল, ব্যক্তি ও সংগঠনকে খাদ্য ও বস্ত্রের জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার জন্য আবেদন জানাইতেছি।

এরপরে যে বিশেষ শিরোনামটি প্রকাশিত হয়েছ তা হচ্ছে ঃ

'সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে দ্বন্দ্বের মীমাংসা দ্বারা সোভিয়েতে মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা : ল' কলেজ ইউনিয়নের বাৎসরিক সভায় হীরেন মুখার্জী কর্তৃক আইন বিশ্লেষণ: নিবর্তনমূলক আইনের বিরুদ্ধে জ্যোতি বসুর তীব্র মন্তব্য'

... বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে প্রদেশ পাল ডা: কাটজুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ল' কলেজের ইউনিয়নের বাৎসরিক আইন সভায় মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে যাইয়া অধ্যাপক হীরেন মুখার্জি বলেন, বুর্জোয়া সভ্যতা যখন উঠতির মুখে তখন রাষ্ট্রের বন্ধন হইতে ব্যক্তির মুক্তি চাওয়া হইয়াছিল। তারপর বুর্জোয়া সভ্যতা যখন মুমূর্ষু হইয়া আসে তখন মৌলিক অধিকারগুলি মৌলিকভাবে স্বীকার করিবার রেওয়াজ ওঠে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সেগুলি অস্বীকার করা হয়।

সোবিয়েত শাসনতন্ত্রের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, সেখানে মৌলিক অধিকার এবং কর্তব্য শাসনতন্ত্রে লিখিত আছে এবং তা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হয় কারণ সেখানে সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে দ্বন্দ্বের সমাধান হইয়াছে.. । *

নিবৃর্তনমূলক আইন, ব্রিটিশ দুঃশাসনের ক্রোড়পত্র

সভায় আইন পরিষদের কমিউনিস্ট সদস্য শ্রীজ্যোতি বসু বার. এট. ল নিবর্তনমূলক আইন সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া তিনি নিজে এই আইনের কবলে পড়িয়া কি বিপদে পড়িয়াছিলেন সে বিষয়ে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন ব্রিটিশ আমলে রেগুলেশন ১৮৮৩-তে যে সমস্ত কুখ্যাত আইন চলিয়া আসিয়াছিল, এই সরকার তাহাকে আবার নবকলেবরে সাজাইয়া তাড়াতাড়ি আইনে পরিণত করেন। তিনি বলেন, ইহাকে ব্রিটিশ দুঃশাসনের ক্রোড়পত্র বলা চলে।

কিভাবে এই আইনের প্রয়োগ হইয়াছে তাহার বিবরণ দিতে গিয়া তিনি নিজের এবং অন্যান্য রাজবন্দীদের বিরুদ্ধে চার্জশীটের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন শ্রীগণেশ ঘোষ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে এই সরকারের বিরাগভাজন হইতে হইয়াছে এবং তাঁহার নিজের প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বসু বলেন. ১৯৪৫-৪৬ সালে লিগ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলিয়াছিলেন এবং নৌ বিদ্রোহের প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছে। তিনি আরও বলেন আমেরিকার মত বুর্জোয়া দেশেও বিনা বিচারে আটক রাখার নিয়ম প্রবর্তন হয় নাই। ... হাইকোর্ট যদি তাঁহাকে বিনা বিচারে আটক রাখার বিরুদ্ধে রায় না দিতেন তাহা হইলে তিনি এই সভায় উপস্থিতও থাকিতে পারিতেন না। পরিশেষে তিনি বলেন. শুধু আইনজীবী নয় সমস্ত মানুষকেই আগাইয়া আসিয়া নতুন আইন তৈয়ার করিতে হইবে।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটি কলিকাতা হাইকোর্টের রায়ে আইনসঙ্গত হওয়ার পর এই প্রথম প্রকাশ্য প্রাদেশিক সম্মেলনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। এই সংখ্যাতেই সম্মেলন সংক্রান্ত নিম্নের সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছে

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি

পঞ্চম প্রাদেশিক সম্মেলন পশ্চিম বঙ্গ

তারিখ—২৪শে হইতে ২৮শে সেপ্টেম্বর।

স্থান—কলিকাতা।

প্রতিনিধিগণের জন্য বিজ্ঞপ্তি

● প্রতিনিধি ফি এক টাকা লাগিবে।

● প্রতিনিধির প্রবেশ পত্র দেখাইয়া সম্মেলনের হলে প্রবেশ করিতে হইবে। প্রতিনিধি ফি জমা নেওয়ার সময় প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি প্রবেশ পত্র দিবে।

● যে সকল জেলা কমিটি এখনো প্রতিনিধির তালিকা পাঠান নাই তাঁহারা এই মুহূর্তে তাহা পাঠাইয়া দিন।

● প্রতিনিধিগণ যদি কোনো প্রস্তাব কিংবা খসড়া কর্ম্মসূচী ও কর্ম্মনীতির উপরে কোনো সংশোধনী প্রস্তাব আনিতে চাহেন তাহা ২০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে লিখিতভাবে প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটির অফিসে পাঠাইয়া দিতে হইবে। তাহার পরে কোনো প্রস্তাব লওয়া হইবে না।

● সম্মেলনে শুধু নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরাই যোগদান করিবেন। কোনো দর্শককে সম্মেলনে যোগ দিতে দেওয়া হইবে না।

● কলিকাতায় থাকার জায়গা ও খাওয়া খরচের ব্যবস্থা প্রতিনিধিগণকে করিতে হইবে। ১৯৪৭ সালের মতো ব্যবস্থা করা অসম্ভব। কারণ বাড়ী ঘর ভাড়ায় পাওয়া যায় না। যাঁহাদের কোনো বন্ধু বান্ধব কলিকাতায় নাই এমন অল্প সংখ্যক কমরেডের থাকার ব্যবস্থা করার জন্য প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু এখনও সফলকাম হয় নাই।

১২ই সেপ্টেম্বর তারিখের বিস্তৃত সার্কুলার সকলে পড়ুন।

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির

পশ্চিম বঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি

(উক্ত সম্মেলনের তারিখ পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি পরে ছাপা হয়েছে — লেখক)

স্বাধীনতা, নবপর্যায় — ২২০তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ-২৬৫তম সংখ্যা). ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৫১-তে প্রকাশিত শিরোনাম —

'পয়লা অক্টোবর নূতন চীনের প্রতিষ্ঠা দিবস : যোগ্যভাবে উদ্‌যাপনের জন্য ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বান'

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারিয়েট নিম্নোক্ত বিবৃতি দিয়েছেন:

"আগামী ১লা অক্টোবর চীনের জনগণের প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় বার্ষিকী। এই ঘটনাটি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামরত এশিয়ার জনগণের ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছে।

"চীনের জনগণকে ও তাহাদের ও চীনা জনগণের প্রজাতন্ত্রের মহান নেতা ও স্রষ্টা কমরেড মাও সে তুংকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তাহার অভিনন্দন জানাইতেছে।

এই সঙ্গে প্রকাশিত আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিরোনামের মধ্যে আছে ঃ

'কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে হীন সরকারী প্রচার অব্যাহত : নির্বাচনে স্বাধীনভাবে লড়িবার সুযোগ না দিবার সাফাই'

... ১৩ই সেপ্টেম্বর আজ পার্লামেন্টে শ্রীকৃষ্ণনন্দ রায় স্বরাষ্ট্র সচিবের নিকট প্রশ্ন করেন যে সম্প্রতি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গভর্নমেন্টকে এই মর্মে জানাইয়াছে কি না যে, এখন হইতে তাহারা একমাত্র নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন চালাইতে চাহে। নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য তাহারা দেশের আইনসঙ্গত প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করিবার অধিকাব চাহিয়াছে কিনা। ইহা যদি সত্য হয়, তাহাদের মনোভাবের কি কোন পরিবর্তন ঘটিয়াছে?

প্রশ্নেব উত্তরে স্বরাষ্ট্র সচিব রাজা গোপালাচারী জানান যে, কিছুদিন পূর্বে কমিউনিস্ট পার্টির কয়েকজন প্রতিনিধি পার্টির কেন্দ্রীয় নির্বাচনী বোর্ডের পক্ষ হইতে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র সচিবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। তাঁহাদের জানান হয় যে কমিউনিস্ট পার্টি যদি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সমস্ত প্রকার হিংসা ও ধ্বংসমূলক কার্যকলাপের সহিত তাহাদেব কোন সম্পর্ক নাই বলিয়া ঘোষণা না করেন এবং বাস্তবক্ষেত্রে ইহার প্রমাণ না দেন তাহা হইলে এইরূপ সাক্ষাৎকারে কোন লাভ হইবে না। তাহাদের পক্ষ হইতে এইরূপ প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় নাই। অপরদিকে উপদ্রুত এলাকায় ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, কমিউনিস্টদের উদ্যোগে হিংসাত্মক কার্যকলাপ এখনও চলিতেছে। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন যে, ১১ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত একমাসে ১০ জনকে হত্যা করা হইয়াছে ২১টি গৃহদাহ, ৯ বার সরকারী ভবনে আক্রমণ, ৪টি স্থানে সরকারী দলিল নষ্ট, ১০টি লুণ্ঠন এবং ১০টি জায়গায় হামলা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। - পি টি আই

আর একটি প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'কংগ্রেসী শাসকদের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে হইবে : বাগনানে বিরাট জনসমাবেশে শ্রীজ্যোতি বসুর ঘোষণা . খাদ্য-বস্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতার দাবিতে সংযুক্ত ফ্রন্ট গঠনের আহ্বান"

১৬ই সেপ্টেম্বর-"কংগ্রেসী কুশাসনে দেশেব সাধারণ মানুষ আজ চরম দুর্দশাগ্রস্ত। গত ৪ বছরে কংগ্রেসী সরকার জনসাধারণের খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, আশ্রয় প্রভৃতি কোন সমস্যার সমাধান করিতে পারে নাই। কংগ্রেসী শাসকদের আজ জনতার আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে হইবে।" ... হাওড়ার বাগনান থানার খালোর কালীবাড়ীর সম্মুখস্থ ময়দানে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসু এম এল এ উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

তিনি ন্যূনতম কর্মপন্থার ভিত্তিতে এক ব্যাপক সংযুক্ত ফ্রন্ট গঠন করিবার জন্য সমস্ত প্রগতিশীল বামপন্থী দল ও ব্যক্তির নিকট আবেদন জানান।

এই সংখ্যায় আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম প্রকাশিত হয় ঃ

"মুর্শিদাবাদে অনাহার মৃত্যুর খবর মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা : মজুতদারদের ধরা বড়ই কঠিন কাজ — খাদ্যমন্ত্রী শ্রী প্রফুল্ল সেন

"... মজুতদারদের গ্রেপ্তারের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিতেছেন এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান যে মজুতদাররা এখানে সেখানে মাল ছড়াইয়া রাখিতেছেন। তাহাদের ধরা বড়ই শক্ত।

এই সংখ্যাতেই প্রকাশিত কোচবিহারে গুলিচালনায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত সম্পর্কে শিরোনাম ঃ

'স্বয়ং ভগবানও কোচবিহারে চালের দর কমাইতে পারিতেন না ঃ পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য পরিস্থিতি কেন্দ্রের খাদ্যনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত : কোচবিহার গুলিচালনা তদন্তে ফুড কমিশনারের সাক্ষ্যে সাফাই'

১৭ই সেপ্টেম্বর — কোচবিহারে ভুখ মিছিলের উপর গুলিচালনার বিচার বিভাগীয় তদন্তে আজ পশ্চিমবাংলাব ফুড কমিশনার কে সি বসাকের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় ....।

পশ্চিমবাংলাব খাদ্য পবিস্থিতির সঙ্কটজনক অবস্থার হেতু সম্পর্কে শ্রীযুক্ত বসাক সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে প্রকারান্তরে ভারত সরকারকে দায়ী করেন। তিনি বলেন, স্বয়ং ভগবান উপস্থিত থাকিলেও কোচবিহারে চালের দর কমানো যাইত না।

... শ্রী বসাক বলেন, ১৯৫০ সালের চরম সময়ে ভারত সরকারের কোন আমদানি নীতি ছিল না। ইহার ফলে প্রয়োজন ও প্রাপ্যের মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান থাকিয়া যায় এবং খাদ্য মূল্যের উপর ইহার যে প্রতিক্রিয়া হয়, ৫১সালের ফসল তোলার সময়েও তাহার জের চলে।

স্বাধীনতা, নব পর্যায়-২২২তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ-২৬৭তম সংখ্যা) ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৫১-তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'দাসত্বের সনদ এই ট্রাম বিলকে জনসাধারণ কিছুতেই বরদাস্ত করিবে না' : জনমত সংগ্রহের জন্য প্রচারের প্রস্তাব ভোটের জোরে অগ্রাহ্য'

১৯শে সেপ্টেম্বর ঃ "কলিকাতা ট্রামওয়েজ বিল হইতেছে ভারতবর্ষের দাসত্বের সনদ; জনতার স্বার্থ ও আশা আকাঙ্ক্ষার ইহা পরিপন্থী, ইহা আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরোধী, গত ৩০/৪০ বছর যাবৎ জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে দেশবাসী যাহা কিছুর জন্য লড়াই চালাইযাছে ইহা তাহার সব কিছুরই বিরোধী"। আজ পশ্চিমবঙ্গ আইনসভায় কলিকাতা ট্রামওয়েজ বিল সম্পর্কে আলোচনাব সময় কমিউনিস্ট সদস্য শ্রীজ্যোতি বসু উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

বিলটি জনমত সংগ্রহার্থে প্রচারিত করার জন্য বিরোধী দলগুলি যে সংশোধন প্রস্তাবগুলি আনিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটির উপর বিরোধীগণ ডিভিশন দাবি করিলে তাহা ৪৯-১৫ ভোটে অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

.. শ্রীজ্যোতি বসু বলেন যে গত ৪ বছরেব কংগ্রেসী রাজত্বের মধ্য দিয়া একটি সত্য দেশবাসীর নিকট অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। তাহা হইতেছে এই যে আমরা রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কোন স্বাধীনতাই অর্জন করি নাই।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা যদি অর্জন করিয়া থাকি, তাহা হইলে আজও আমরা কমনওয়েলথের দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিবে কেন?

আব অর্থনৈতিক স্বাধীনতা যদি আমরা পাইয়া থাকি তাহা হইলে আমাদের শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য ও বৈদেশিক ব্যাঙ্কগুলি আজও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশে বাঁধা কেন?

১৯৪৭ সালে কংগ্রেসী শাসকরা বিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ করে। তখন তাহারা সাম্রাজ্যবাদকে সুস্পষ্টভাবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল যে তাহাদের হাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ সম্পূর্ণ অক্ষত এবং নিরাপদ থাকিবে।

এই সময় শ্রীজ্যোতি বসু ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নির্বাচনী ইস্তাহারের বিদেশী পুঁজির বাজেয়াপ্তকরণ শীর্ষক অধ্যায়টি পড়িতে আরম্ভ করিলে, কংগ্রেসী সদস্যরা বিশেষ চঞ্চল হইয়া ওঠেন।

... অতঃপব শ্রীযুক্ত বসু বলেন "১৯৪৭ সালে কংগ্রেসী নেতাদের সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের যে চুক্তি হয়, পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা সেই নীতিকেই আগাইয়া নিয়া চলিয়াছেন। এই ট্রামওয়েজ বিল সেই চুক্তি এবং জঘন্য নীতিরই ফল।"

এই প্রসঙ্গে তার একটি প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের স্তম্ভ কলিকাতার ট্রাম কোম্পানী · ৪৯ লক্ষ টাকা মূলধনের উপর এ যাবৎ মোট ৮ কোটি টাকার নীট মুনাফা : কংগ্রেসী মার্কা "জাতীয়করণের" অর্থ আরও ২০ বৎসর নিরঙ্কুশ শোষণের অধিকার স্বীকার' — লেখক শ্রী সাধন ব্যানার্জি

"... এই কোম্পানীর যাহা আসল মূলধন ছিল, তাহার ছয় গুণ পরিমাণ টাকা ইতিমধ্যেই বিলাত পাঠাইয়া দিয়াছে। ১৮৮০ সালে ৩৫০,০০০ পাউণ্ড বা ৪৯ লক্ষ টাকার মূলধন লইয়া এই শ্বেতাঙ্গ বণিকেরা কলিকাতায় ট্রাম কোম্পানী স্থাপন করেন।.. এ যাবৎ খুব কম করিয়া হইলেও ৫৪ লক্ষ ৭৯ হাজার পাউণ্ড অথবা ৭ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা বিলাত পাঠাইয়া দিয়াছে। এই আসল মূলধনের ছয়গুণ টাকা বিলাতে পাঠাইয়া দিবার পরও আজ কোম্পানী বিভিন্ন খাতে মোট মূলধন জমাইয়াছে ৩ কোটি ছয় লক্ষ টাকায়।... এই সম্পত্তি ন্যায্যতঃ আমাদের এবং দেশবাসীর। এইসব বিলাতী মালিকদের সঙ্গে আর চুক্তি করার কোন প্রশ্নই আসিতে পারে না। তাই আজ ট্রাম শ্রমিকেরা দাবি করিতেছে যে, "আর একদিনও সময় নয় এবং এক পয়সাও নয়; সোজাসুজি এই বিলাতী কোম্পানীকে বাজেয়াপ্ত কর।"

কংগ্রেসী সরকারের চুক্তির শর্ত

কিন্তু ব্রিটিশের দালাল কংগ্রেসী সরকার দেশের স্বার্থকে বিকাইয়া দিয়া এই শোষকদের সাথে এক চুক্তি করিয়াছে। সংক্ষেপে সেই চুক্তির শর্তগুলি হইল :

১/২০ বৎসর যাবৎ কোম্পানীকে অবাধ শোষণ কবিবার অধিকার দেওয়া হইল।

২/২০ বৎসর পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই কোম্পানীকে ক্রয়কালীন ৫ হইতে ১০ কোটি টাকা দিতে হইবে।

৩/২০ বৎসর যাবৎ প্রতি বৎসর ৮০,০০০ পাউন্ড কিংবা আরও অধিক পরিমাণ অর্থ রিনুয়াল রিপ্রেসমেন্ট ফাণ্ডে জমা কবিয়া লণ্ডন লইয়া যাইতে পারিবে।

কেবল টিকিট বিক্রয় মারফৎ মাসে যে আয়, তাহা টাকায় দেওয়া হইল

	১৯৪৯	১৯৫০	১৯৫১
ফেব্রুয়ারি	১৫,৭৮,০০০	১৪,৪৮,০০০	১৭,৮৫,০৯০
মার্চ	১৬,৭০.০০০	১৫,৪৩,০০০	১৮,৯৪,০০০
এপ্রিল	১৬,২৫,০০০	১৬,২৩,০০০	১৮,৯৬,০০০
মে	০	০	১৯,২৭,০০০
জুলাই	০	০	১৯,৭৭,০০০
আগস্ট	০	০	১৯.৯১.০০০

.. বৎসরের পর বৎসব শ্রমিকদের বাপ ঠাকুরদাদের অর্ধহারে, অনাহারে, জানোয়ারের মতো খাটাইয়া লইয়াছে, তবেই তো এই বিলাতী কোম্পানী প্রায় ৮ কোটি টাকা বিলাতে পাঠাইয়া দিতে পারিয়াছে এবং তাহা পাঠাইবার পরেও আজ ১ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকার মূলধন ফুলিয়া ফাঁপিয়া দাঁড়াইয়াছে ৩ কোটি টাকায়। শ্রমিকদের এবং তাহাদের পূর্বপুরুষদের বস্ত্রহীন অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় থাকিতে বাধ্য করিয়াছে, অত কোটি টাকা আমাদের দেশ হইতে লুঠ করিয়া বিলাত চালান দিতে পারিয়াছে, আমাদের শিশুদের দুধ হইতে বঞ্চিত করিয়া, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া হইতে বঞ্চিত কবিয়া সুন্দর ও সুখী মানুষের জীবনের সমস্ত রকম প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিতে পারিয়াছে বলিয়াই, ঐ পরিমাণ অর্থ আমাদের দেশ হইতে শোষণ করিয়া লইয়া যাইতে পারিয়াছে। এত কাণ্ডের পর

আজও এই সাম্রাজ্যবাদের দালাল কংগ্রেসী সরকার যাহাতে আরও ২০ বৎসর যাবৎ এই কোম্পানি আমাদের এবং দেশবাসীকে শোষণ করিয়া সর্বসমেত অন্যূন ১৫ কোটি টাকা লইয়া যাইতে পারে তাহার জন্য চুক্তি করিয়াছে এবং এসেম্বলীর বর্তমান অধিবেশনে তাহা পাশ করিবার চেষ্টা চলিতেছে।...

এই সংখ্যাতেই নির্বাচন সংক্রান্ত প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'আগামী নির্বাচনে শক্তিশালী সংযুক্ত গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত : কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনী বোর্ডের বৈঠক : নির্বাচনে ১০০ জন কমিউনিস্ট প্রার্থী দাঁড় করাইবার কথা'

কলিকাতা, ১৯শে সেপ্টেম্বর — গতকাল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক নির্বাচনী বোর্ডের এক সভা হয়। সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, আগামী আইনসভা ও পার্লামেন্টের নির্বাচনী সংগ্রামে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহকে লইয়া এক শক্তিশালী কার্যকরী সংযুক্ত ফ্রন্ট গঠন করিবার কাজে আগামী কয়েকমাস সমস্ত প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করা হইবে। নির্বাচনী বোর্ড ইতিমধ্যেই বিভিন্ন বামপন্থী দল ও প্রতিষ্ঠানের সহিত আলাপ-আলোচনা শুরু করিয়াছে। নির্বাচনী বোর্ড আশা করে যে, খুব শীঘ্রই নির্বাচন সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান শক্তিসমূহের এক সাধারণ চুক্তির কথা ঘোষণা করা সম্ভব হইবে।

এই সংখ্যায় আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম প্রকাশিত হয়েছে ঃ

'ত্রিবাঙ্কুরে কমিউনিস্ট পার্টির উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হইবে না : প্রধানমন্ত্রী শ্রীকেশবনের ঘোষণা'

ত্রিবান্দ্রম, ১৮ই সেপ্টেম্বর — ত্রিবাঙ্কুর কোচিন রাজ্যে কমিউনিস্ট পার্টির উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ইচ্ছা বর্তমানে সরকারের নাই। আইনসভায় অনুরূপ ঘোষণা করিয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রীকেশবন আজ বলেন যে, রাজ্যে কমিউনিস্ট কার্যকলাপ বিস্তার প্রতিহত করার সর্বপ্রকার পন্থা অবলম্বন করা হইতেছে। তবে জনসাধারণের স্বার্থে এই পন্থার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নহে।

কমিউনিস্ট সদস্যদের চ্যালেঞ্জ

কমিউনিস্ট সদস্য কমরেড গোপালকৃষ্ণ মেনন গত এক বছরে কমিউনিস্ট পার্টি ধ্বংসমূলক কাজ করিয়াছে, প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের উদাহরণ দেওয়ার জন্য চ্যালেঞ্জ জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আছে। — পি টি আই

এছাড়া প্রকাশিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শিরোনামের মধ্যে আছে ঃ

'জাতির ভবিষ্যৎদের বর্তমান অভিশপ্ত জীবন দূর করুন : শিশু সপ্তাহ উদ্বোধন উপলক্ষে শিক্ষক সাহিত্যিক ও চিকিৎসকদের আহ্বান : পিকিং হইতে মাদাম সান ইয়াৎ সেনের শুভেচ্ছাবাণী প্রেরণ', 'চন্দননগরের প্রগতিশীল শাসনকে বানচাল করার জন্য কংগ্রেস সরকারের চক্রান্ত', 'বাঁধ বাঁধিয়া ফসল রক্ষাব অপরাধে কৃষকদের গ্রেপ্তার : সরকারের খাদ্য ফসল বাড়াইবার নমুনা : ২৫ হাজার বিঘা জমি আবাদ করায় সরকারের ক্ষোভ' প্রভৃতি।

স্বাধীনতা, নবপর্যায়-২২৩তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ২৮৮তম সংখ্যা) ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৫১ তে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য শিরোনামের মধ্যে আছে ঃ

'বিলাতী কোম্পানী বাজেয়াপ্ত করার দাবিতে ৭ হাজার ট্রাম শ্রমিকের মিছিল'

কলিকাতা ২০শে সেপ্টেম্বর বিধান সরকারের দেশদ্রোহিতার বিরুদ্ধে ট্রাম শ্রমিকদের অভিযান আজ কলিকাতার রাজপথ মুখরিত করিয়া তুলিল। বিদেশী ট্রাম কোম্পানীর কুড়ি বৎসর আয়ু বৃদ্ধির চুক্তি লইয়া আজ যখন আইনসভায় তুমুল বাক-বিতণ্ডা চলিতেছিল ঠিক সেইসময়েই কলিকাতার রাজপথে মিছিল করিয়া সাত হাজার ট্রাম শ্রমিক লালঝাণ্ডা উড়াইয়া দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন . "চুক্তি নয়, বিলাতী কোম্পানী বাজেয়াপ্ত কর।"

ঠিক এই সময়েই পশ্চিমবঙ্গ আইনসভায় ট্রাম বিল নিয়ে যে আলোচনা হয় তারই প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'তাড়াহুড়া করিয়া ট্রাম বিল পাশ করার চেষ্টা ব্যর্থ : মুখ্যমন্ত্রীর উক্তিতে তুমুল উত্তেজনা : ব্রিটিশ মালিকদের নিকট আত্মসমর্পণ করায় মন্ত্রিসভার তীব্র সমালোচনা'

২০শে সেপ্টেম্বর আজ কলিকাতার রাজপথে যখন কয়েক সহস্র ট্রাম শ্রমিক ও জনসাধারণ ভারতে ব্রিটিশ পুঁজির অন্যতম ঘাঁটি কলিকাতা ট্রামওয়েজ কোম্পানীকে অবিলম্বে বিনা ক্ষতিপূরণে বাজেয়াপ্ত করার দাবি জানাইয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতেছিলেন তখন পশ্চিমবঙ্গে আইনসভার অভ্যন্তরেও বিরোধী দলের বক্তারা একের পর এক বক্তৃতা করিতে উঠিয়া দাসত্বের সনদ এই বিলটিকে আইনসভায় উপস্থিত করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার আর একবার তীব্র সমালোচনা ও নিন্দা করিতেছিলেন।

কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা তাহাদের নিরাপদ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে আজই এই বিলটি পাশ করাইয়া নেওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু বিরোধীদলের সদস্যদের দৃঢ় এবং ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ এবং বাধাদানের ফলে তাঁহাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বিলটির তৃতীয় দফা আলোচনা চলিতে চলিতে আইনসভার অধিবেশন আগামীকাল পর্যন্ত স্থগিত হইয়া যায়।

এই সংখ্যাতেই কোচবিহার গুলিচালনা তদন্ত সম্পর্কে শিরোনাম ঃ

'নির্দেশ ছাড়াই পুলিস সুপারগুলি বর্ষণের আদেশ দিয়াছিলেন : ডি-সি'র সাক্ষ্যে ঘটনার দায়িত্ব স্বীকার'।

স্বাধীনতা, নবপর্যায়- ২২৪তম সংখ্যা, (যষ্ঠ বর্ষ- ২৬৯তম সংখ্যা) ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৫১তে প্রকাশিত- সংবাদ ঃ

পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটির পঞ্চম প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ২৪শে হইতে ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৫১তারিখে। পুনবায়, সম্মেলনের তারিখ পরিবর্তন হয়ে নিম্নের বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হয়েছে ঃ

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটি সম্মেলন

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিম বঙ্গ প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখ হইতে শুরু হওয়ার কথা সকলকে জানানো হইয়াছিল; কিন্তু অনিবার্য কারণবশতঃ সম্মেলনের তারিখ পিছাইয়া দিতে হইল। আগামী অক্টোবর মাসের ৫ই তারিখে সম্মেলনের অধিবেশন শুরু হইয়া ৯ই তারিখে শেষ হইবে। সম্মেলন উপলক্ষে জনসমাবেশের তারিখ পরে জানানো হইবে। প্রতিনিধিগণের নিকট হইতে পার্টির খসড়া কর্মসূচীর উপরে সংশোধনী প্রস্তাব ও অন্যান্য প্রস্তাব বর্তমান মাসের ২৮শে তারিখ পর্যন্ত প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটির অফিসে গৃহীত হইবে। যাঁহারা ডাকযোগে প্রস্তাবাদি পাঠাইবেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত ঠিকানা ব্যবহার করেন :—

প্রমথ ভৌমিক
১৭১।২বি, লোয়ার সার্কুলার রোড
(দোতালা, ৪এ নম্বর ফ্ল্যাট)
কলিকাতা ১৪

প্রতিনিধিরা অনুগ্রহপূর্বক ঠিকানা ভুল লিখিবেন না।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির
পশ্চিম বঙ্গ সংগঠনী কমিটি।

এইসঙ্গে প্রকাশিত হয় "স্বাধীনতা"র চরম সঙ্কট সম্পর্কে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটির বক্তব্য। নিম্নে তা হুবহু তুলে দেওয়া হলো।

"স্বাধীনতা"র চরম সঙ্কট

"স্বাধীনতা"র আর্থিক সংকটের কথা বারে বারে স্বাধীনতার পাঠক, অনুগ্রাহক কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ও দরদীদের জানানো হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছু সাড়া আমরা পাই নাই। এমন কি স্বাধীনতার এজেন্টদের নিকটে যে কয়েক হাজার টাকা পাওনা আছে, সেই টাকাটাও উদ্যোগী হইয়া আমাদের কমরেডরা উসুল করিয়া পাঠান নাই। নির্ব্বাচনের খরচ পার্টি তহবিল ও স্বাধীনতার জন্য আমরা চার লক্ষ টাকার আবেদন করিয়াছি। আমাদের এই তহবিল যে ভরিয়া উঠিবে এই বিশ্বাস আমাদের আছে। কিন্তু টাকা তেমন জোরের সহিত এখনো আসা শুরু হয় নাই। "স্বাধীনতা" যে ঘাটতিতে চলে এ কথা আমরা সকলকে জানাইয়াছি এবং ঘাটতিতেই স্বাধীনতার মতো কাগজ চলিবে। বর্ত্তমান সময়ে স্বাধীনতা চরম অর্থ-সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে। শত চেষ্টা করিয়াও আমরা এই সঙ্কট কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমরা খুবই বিপদে পড়িয়াছি। যে-কোন দিন স্বাধীনতা বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। আমাদের কমরেডরা আমাদের উৎসাহিত করিয়া পত্র লিখিতেছেন যে, স্বাধীনতাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। কিন্তু টাকা ছাড়া যে স্বাধীনতা বাঁচিতে পারে না, এ কথা কেহ বুঝিতেছেন না।

নির্ব্বাচন আসিয়া পড়িয়াছে। এই সময়ে স্বাধীনতা বন্ধ হইলে আমাদের দারুণ ক্ষতি হইবে জানি। তবুও আমরা নিরুপায়। এখনই আমাদের তহবিলে ১৮।২০ হাজার টাকা না আসিলে আমরা কিছুতেই কাগজ চালাইতে পারিব না। স্বাধীনতা পরের প্রেসে ছাপা হইতেছে। এই পরের প্রেসও আমাদের দুর্ভাগ্যের একটা কারণ।

যদি টাকা আসিয়া যায়, তবে "স্বাধীনতা" চালু থাকিবে, টাকা না আসিলে তাহা আপাততঃ বন্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু এই বন্ধ হওয়া শেষ বন্ধ হওয়া নয়। আমাদের চার লক্ষ টাকার তহবিলে যথেষ্ট টাকা আসিলে আমরা আবারও কাগজ বাহির করিব।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির

পশ্চিম বঙ্গ প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি

এই সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয় ঃ

"মণিপুর "কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র" মামলার রায় : ১৪ জনের সশ্রম কারাদণ্ড"

ইম্ফল, ২১শে সেপ্টেম্বর আজ মণিপুরের চীফ কমিশনার এবং বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট মি. ই পি মুন ভারতীয় দণ্ডবিধির ১১১/এ, ১২২ এবং ১২৩ ধারার এবং অস্ত্র আইন বলে ১৪ জন বন্দীকে ৩ বৎসর হইতে শুরু করিয়া ২৪ বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। কোন কোন দণ্ড একযোগে চলিবে এবং দণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে ৪ জনের প্রত্যেককে ১৪ বৎসরের দণ্ডভোগ করিতে হইবে।

মি. মুনকড়া সামরিক পাহারায় বিচার কক্ষে এই রায় দান করেন।

কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলার বিচার করিবার জন্য মি. মুনকে বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হইয়াছিল।

২৪ জন রাজবন্দীকে বিচাবালয়ে হাজির করা হয় ইহাদের ৭জন রাজবন্দীকে বিচার চলাকালীন মুক্তি দেওয়া হয় এবং একজন নির্দোষী সাব্যস্ত হয়। অবশিষ্ট কয়েকজন এখনও আত্মগোপন করিয়া আছেন।

সবকার পক্ষ হইতে বলা হয যে ইহাদের মধ্যে মণিপুর কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা শ্রী ইরাবৎ সিং আছেন। তাহার মাথার উপর ১০ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছে।

সরকার পক্ষ হইতে আরও বলা হইতেছে গত ১৯৪৮ সালে আসাম কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে শ্রী ইরাবৎ সিং এবং অন্যান্য কয়েকজন মণিপুর কমিউনিস্ট পার্টি গঠন কবেন। ব্রহ্মদেশের কমিউনিস্টদের সহিত তাহাদের যোগাযোগ রক্ষা করার কথা বলা হয় ঐ শর্তে সরকার পক্ষ হইতে আরও বলা হয় যে তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল ভারত সরকার এবং মণিপুর সরকারকে হিংসা দ্বারা উচ্ছেদ করা। আইনসম্মত সরকারের বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য তাহারা অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া স্বেচ্ছাবাহিনী এবং "রেড গার্ড সৈন্য" গঠন করিয়াছিল। তাহাদেব বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ হিসাবে সি আই ডি অফিসার পুলিশ আই বি কে একটি গ্রাম হইতে অপহরণের কথা বলা হয়। — পি. টি. আই

'গণতন্ত্রের নামে কংগ্রেসী সরকারের ধোঁকাবাজী : কমিউনিস্ট পার্টির হুগলী জেলা নির্বাচনী বোর্ডের সদস্যের বিবৃতি'

হুগলী জেলা কমিউনিস্ট পার্টি নির্বাচনী বোর্ডের সদস্য ও জেলার বিশিষ্ট জননেতা শ্রীগৌরমোহন গঙ্গোপাধ্যায় নিম্নোক্ত বিবৃতি দিয়াছেন :

সাধারণ নির্বাচনের আর বিশেষ বিলম্ব নাই। কংগ্রেসী সরকার জোর গলায় বারবার প্রচার করিতেছে যে, গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। অথচ কার্যক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে, যে সমস্ত দমনমূলক কার্যকলাপ ইতিপূর্বে সরকাব বিরোধীপক্ষকে পিষিয়া মারিবার জন্য চালাইতেছিলেন, তাহার জের এখনো বেশ চলিতেছে। হুগলী জেলার প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ভূতপূর্ব সভাপতি শ্রীমন্মথনাথ অধিকারীব নামে কল্পিত মামলা খাড়া কবিয়া এখনও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করিয়া রাখা হইয়াছে। আরামবাগের কৃষকের ছেলে শ্রীমান তারাপদ পাল, জেলার প্রবীণ কৃষক কর্মী বিজয় মোদক ও সুশীতল রায়চৌধুরী। শ্রমিক কর্মী মধুগোপাল সেন, গোপাল দত্ত, সুনীল মুখার্জি ও অজিত নিয়োগী, ছাত্র নেতা ব্রজ ঘোষ, বিশিষ্ট শিক্ষক অরুণ সান্যাল প্রভৃতি এখনো হয় বক্সায় নির্বাসিত নয় অন্য জেলে বিনা বিচাবে আটক। পক্ষাঘাতগ্রস্ত রাজনৈতিক কর্মী পরিতোষ চট্টোপাধ্যায় এখনো জেলে পচিতেছেন। আরামবাগ ও তারকেশ্বর এখনো বহু কৃষককর্মীর বিরুদ্ধে খাদ্য আন্দোলন করার 'অপরাধে' মামলা চালানো হইতেছে।

এসব কি আসন্ন নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রকৃত গণতন্ত্রের ছবি। তাহা যদি না হয় তবে এখনই আটক বন্দীদেব মুক্তি, গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ও মামলা প্রত্যাহার করিয়া গণতন্ত্রের প্রাথমিক আবহাওয়া সৃষ্টি

করিতে হইবে। না হইলে জনসাধারণ বুঝিবেন যে, ক্ষমতা মদমত্ত কংগ্রেসী সরকার গণতন্ত্রের নাম উচ্চারণ করিয়া সকলকে বিদ্রূপ করিতেছে।

"কর্ত্তব্যে অবেহলা করিলে ১৪ বছর দণ্ডের বিধান : কমরেড ডাঙ্গে কর্তৃক রিজার্ভ পুলিস বাহিনী বিলের বিরোধিতা"

পুনা, ২০শে সেপ্টেম্বর শ্রী মোরারজী দেশাই কর্তৃক উত্থাপিত রিজার্ভ পুলিসবাহিনী বিলটি আজ বোম্বাই আইনসভায় গৃহীত হয়।

কমিউনিস্ট সদস্য কমরেড এস. এ. ডাঙ্গে এবং পেজেন্টস্ এণ্ড ওয়ার্কার্স পার্টির শ্রী ডি. এ. দেশমুখ বিলের ১৪ নং ধারায় তীব্র বিরোধিতা করেন। উক্ত ধারা বলে কর্ত্তব্যে অবেহলা প্রভৃতি অভিযোগে রিজার্ভ পুলিসকে ১৪ বৎসর পর্যন্ত দণ্ডের বিধান দেওয়া হইয়াছে।

উক্ত ধারার উপর শ্রীদেশমুখের বক্তৃতার সময় স্পীকার এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দেন যে কোন সদস্যকে দেশের শাসনতন্ত্রের উপর সমালোচনা করিতে দেওয়া হইবে না। এই মন্তব্যের উত্তরে শ্রীদেশমুখ বলেন যে, শাসনতন্ত্র অগণতান্ত্রিক। — পি. টি. আই

এই সংখ্যায় পুনরায় ট্রামওয়ে বিল সম্পর্কে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

"ভোটের জোরে দাসত্বের সনদ ট্রাম বিল পাশ"

কলিকাতা ২১শে সেপ্টেম্বর ৪ দিন ব্যাপী তুমুল তর্ক বিতর্ক ও উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনার পর আজ পশ্চিমবঙ্গ আইনসভায় ৪৮-১৩ ভোটে কলিকাতা ট্রামওয়ে বিলটি গৃহীত হইয়াছে।

বিলটির সমর্থনে আজ মুখ্যমন্ত্রী ডা: রায় বলেন যে, শুধু ব্রিটিশকে তাড়াইলেই যে শিল্প বাণিজ্য গড়িয়া তোলা যাইবে, একথা তিনি বিশ্বাস করেন না।

এই সংখ্যাতেই কোচবিহারে গুলি চালনা তদন্ত সম্পর্কে পুনরায় প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

"ভুখ মিছিলে গুলি বর্ষণের নাকি সঙ্গত কারণ ছিল : কোচবিহারের তদন্তে প্রাক্তন ডেপুটি কমিশনারের সাক্ষ্য"

কলিকাতা, ২১শে সেপ্টেম্বর ২১শে সেপ্টেম্বর কোচবিহার গুলি চালনা তদন্তে আজ সংগ্রাম পরিষদের কৌঁসুলী শ্রী জি. গুপ্তভায়া কোচবিহারের প্রাক্তন ডেপুটি কমিশনার শ্রী এইচ. এল. রায়কে যখন জেরা করিতেছিলেন, কৌতূহলী দর্শক সমাগমে আদালতগৃহ তখন ভরিয়া উঠে।

শ্রীযুক্ত রায় সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে বলেন যে, ভুখ মিছিলের উপর গুলি চালনার নাকি সঙ্গত কারণ ছিল। কে গুলি চালনার আদেশ দিয়াছিল তাহা জানিতে তিনি ব্যস্ত হইয়াছিলেন কেবলমাত্র "তং নে'র জন্যই।

স্বাধীনতা, নব পর্যায়-২২৫ তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ-২৭০তম সংখ্যা) ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৫১ তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

"খাদ্য ও বস্ত্রের দাবিতে দশ সহস্র নরনারীর সমাবেশ : বামপন্থীদলের মিলিত সভায় সংগ্রামী ঐক্যের সূচনা : সর্বত্র রেশনপ্রথা ও সস্তা দরে বস্ত্র চাই : সম্মিলিত কণ্ঠের আওয়াজ'

২২শে সেপ্টেম্বর পুলিস পরিবেষ্টিত আইনসভায় শীততাপ নিয়ন্ত্রিত নিরাপদ কক্ষে আরামে গা এলাইয়া দিয়া খাদ্যমন্ত্রী সেন মহাশয় পরম উপেক্ষাভাবে সেদিন পশ্চিমবাংলার ভয়াবহ খাদ্য পরিস্থিতির কথা উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, সংবাদপত্রে বিবৃতি ঝাড়িয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, সব ঠিক হ্যায়।

আজ মনুমেন্টের পাদদেশে সাহস করিয়া একবার যদি তিনি আসিতেন, তবে দেখিতে পাইতেন — দশ সহস্র ক্ষুধিত মানুষ খাদ্যের দাবিতে জমায়েত। হাওড়া, হুগলী, ২৪ পরগনার গ্রামাঞ্চলের উপবাসী নরনারী, কলিকাতার অর্দ্ধভুক্ত শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত, পুরা রেশনের দাবিতে শ্লোগান তুলিয়া লালাঝাণ্ডা হাতে মিছিল করিয়া আসিয়াছিলেন মন্ত্রী মহাশয়ের নির্লজ্জ উক্তির জবাব দিতে।

বিভিন্ন বামপন্থী দল খাদ্য ও বস্ত্রের দাবিতে এই সভা আহ্বান করেন। সহস্র সহস্র নরনারী সভায় আসিয়া আওয়াজ তোলেন, "সর্বত্র রেশন প্রথা চালু কর", "অল্পমূল্যে বস্ত্র চাই"।

বিভিন্ন অঞ্চল হইতে যেসব শোভাযাত্রা আসিতেছিল, পুলিস বিভিন্নস্থানে তাহাদের পথরোধ করে। শতাধিক মিছিলকারীকে গ্রেপ্তারও করে বলিয়া জানা যায়।

এই সংখ্যায় খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে আর একটি প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'খাদ্যমন্ত্রীর বিবৃতি নির্লজ্জ ও হৃদয়হীন — মুর্শিদাবাদে অনাহারজনিত মৃত্যু সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির জিলা কমিটির বিবৃতি'

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ আইনসভায় শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্তীর প্রশ্নের জবাবে খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন বলেন যে মুর্শিদাবাদে অনাহারজনিত মৃত্যু ঘটে নাই ; সংবাদপত্রে প্রকাশিত মুর্শিদাবাদ জেলায় অনাহারে মৃত্যু সংবাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে খাদ্যমন্ত্রী বলেন যে, উহা মিথ্যা। প্রসঙ্গত খাদ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, মুর্শিদাবাদ জেলা খাদ্যের দিক হইতে স্বয়ংসম্পূর্ণ।

আমরা খাদ্যমন্ত্রীর এই জবাবকে মিথ্যা দম্ভোক্তি বলিয়া তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মুর্শিদাবাদ জিলা কমিটির বিবৃতিতে উপরোক্ত মন্তব্য কবা হইয়াছে।

এই সংখ্যায় কোচবিহারে গুলি চালনা তদন্ত সম্পর্কে পুনরায় প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'কোচবিহার তদন্তের সাক্ষ্যগ্রহণ সমাপ্ত : ১৯শে নভেম্বর হইতে সওয়াল-জবাব শুরু'

স্বাধীনতা নবপর্যায়- ২২৬ তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ- ২৭১ তম সংখ্যা) ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৫১তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'জনগণের সরকারই জনগণের সমস্যার সমাধান করিতে পারে : কমরেড ডাঙ্গের ঘোষণা : বোম্বাইয়ে যুক্ত বামপন্থীফ্রন্টে নির্বাচনী অভিযান শুরু : সমগ্র রাজ্যে ১৫০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত'

২৩শে সেপ্টেম্বর সম্মিলিত বামপন্থীফ্রন্ট বোম্বাই রাজ্যে আজ তাহাদের নির্বাচনী অভিযান শুরু করিযাছেন। এই ফ্রন্টে আছেন কমিউনিস্ট পার্টি, পেজেন্টস্ এণ্ড ওয়ার্কার্স পার্টি এবং বামপন্থী সমাজতন্ত্রী দল।

এই বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট নেতা কমরেড এস এ. ডাঙ্গে ঘোষণা করেন যে. জনগণের সরকারই জনগণের সমস্যা সমূহের সমাধান করতে পারে, বর্তমান পুঁজিপতি নিয়ন্ত্রিত শাসনব্যবস্থা তাহা পারে না।

...স্বাধীনতা লাভেব পর গত চারি বৎসরে কংগ্রেস রাজত্ব সাধারণ মানুযের দুর্দশা বাড়াইয়াই তুলিয়াছে। বর্তমান নেতাদের হাতে আরও চারি বৎসরের জন্য শাসনব্যবস্থা বলগা তুলিয়া দিলে শিল্পে তাহারা দেশকে চরম বিশৃঙ্খলা এবং ধ্বংসের পথে ঠেলিয়া লইয়া যাইবে। ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজেন্টস্ পার্টির নেতা এবং বোম্বাই পরিষদ সদস্য শ্রীতুলসী দাস যাদব বলেন, বর্তমান বুর্জোয়া সরকার ব্যাপক জনগণকে সামাজিক, আর্থনীতিক দিক হইতে নিষ্পেষিত করিতেছে।

সম্প্রতি যুক্ত বামপন্থীফ্রন্ট স্থির করিয়াছেন যে তাহাবা কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য আইনসভা সমূহে বোম্বাই শহরের ১৫টি সমেত মোট ১৫০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন। — পি টি আই

এই সংখ্যায় প্রকাশিত আর একটি শিবোনাম ঃ

'হায়দরাবাদের কমিউনিস্ট নেতা রবিনারায়ণ রেড্ডী গ্রেপ্তার : দীর্ঘদিন আত্মগোপন করিয়া থাকিবার পর জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশ'

হায়দরাবাদ, ২৩শে সেপ্টেম্বর আজ সকালে হায়দরাবাদ পুলিস কমিউনিস্ট নেতা শ্রীরবিনারায়ণ রেড্ডীকে গ্রেপ্তার করে। ৫ বৎসর আত্মগোপন করিয়া থাকিবার পর শ্রীরেড্ডী গতকাল আত্মপ্রকাশ করেন।

হায়দরাবাদের শীর্ষস্থানীয় কমিউনিস্ট নেতা এবং বর্তমানে বে-আইনী রাজ্য কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রীরবিনারায়ণ রেড্ডী দীর্ঘকাল আত্মগোপন করিয়া থাকিবার পর আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।....বর্তমান বে-আইনী অন্ধ্রমহাসভার সহকারী সভাপতি শ্রী এ.এল.রেড্ডী....প্রেস ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়ার প্রতিনিধির নিকট বলেন যে, শ্রীরবিনারায়ণ রেড্ডী আজ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দীর্ঘকাল আলোচনা করেন।

....কমিউনিস্ট পার্টি বর্তমানে তেলেঙ্গানায় ব্যক্তিগত বা দলগত সন্ত্রাস নীতির বিরুদ্ধে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছে তাহাতে শ্রী রেড্ডীর মস্ত বড় অবদান আছে। তাহাদের মতে তেলেঙ্গানার হিংসাত্মক কার্যকলাপ সম্পর্কে শ্রীরেড্ডী শীঘ্রই এক বিবৃতি প্রচার করিবেন।

হিংসার পথ ত্যাগ করিয়া নিয়মতান্ত্রিক পথ গ্রহণের জন্য তিনি আবেদন জানাইবেন।....

— পি. টি. আই

এই সংখ্যাতেই শান্তি সংস্কৃতি উৎসব সম্পর্কে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'বিশ্ববিশ্রুত শিল্পী সাহিত্য স্রষ্টা ও চিন্তা নায়কেরা আমন্ত্রিত : আসন্ন নিখিল ভারতে শান্তি সংস্কৃতি উৎসব ও ঐতিহাসিক সম্মেলন অনুষ্ঠান'

আগামী নভেম্বর মাসে কলিকাতায় শান্তির স্বপক্ষে যে নিখিল ভারত সংস্কৃতি সম্মেলন ও উৎসব অনুষ্ঠিত হইতে যাইতেছে সে উপলক্ষে মহানগরী কলিকাতার বিশ্ববিখ্যাত মনীষাবৃন্দের সমাবেশে উৎসবমুখর হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। এই সম্মেলন ও উৎসব অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য সারা ভারত শান্তি কাউন্সিল এ পর্যন্ত যে তেতাল্লিশ জন মনীষীকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন তাহাদের মধ্যে রহিয়াছেন বিশ্ববিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী — পল রবসন্, সোভিয়েত দেশের খ্যাতনামা ব্যালে নর্তকী শ্রীমতী উলীনভা, বিশ্ববিখ্যাত সুরকার সোস্তাকোভিচ, কথাশিল্পী ইলিয়া এরেনবুর্গ ও মিখাইল শোলকভ, মহান ফরাসী শিল্পী পাবলো পিকাসো, কবি লুই আরাঁগ ও পল এলুযার, বিশ্ববিখ্যাত চার্লি চ্যাপলিন, খ্যাতনামা ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক ই. এম. ফস্টার, আমেরিকান ঔপন্যাসিক হাওয়ার্ড ফাষ্ট, চীনের বিখ্যাত শান্তি আন্দোলনকারী ও এমিসিয়াও আমন্ত্রণ গ্রহণ করার পর তাঁহাদের উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করা অবশ্যই বহুলাংশে ভারত সরকারের ছাড়পত্র মঞ্জুর করার উপর নির্ভর করিতেছে। তবু সংশ্লিষ্ট মহল হইতে আশা করা যাইতেছে যে, ঐতিহাসিক সম্মেলন ভারত ও বিশ্বের অন্যান্য জাতির সহিত পারস্পরিক সৌহার্দ্য এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বিনিময়ের জন্য অনুষ্ঠিত হইতে যাইতেছে ভারত সরকার কর্তৃক তাহার কার্যে বাধা সৃষ্টি করা অযৌক্তিক।

এই সংখ্যায় আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম ঃ

'অস্ট্রেলিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী করার চক্রান্ত পরাস্ত : গণভোটে সরকার পক্ষের পরাজয় : পার্টিকে আইনসঙ্গত অধিকার প্রদান সম্পর্কে জাতীয় রায় ঘোষিত'

মেলবোর্ন, ২২শে সেপ্টেম্বর — অস্ট্রেলিয়ার ৫০লক্ষ নির্বাচকমণ্ডলী আজ সুস্পষ্টভাবে প্রধানমন্ত্রী রবার্ট মেন্‌জিসের কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করার দাবি প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। এ পর্যন্ত যত ভোট গণনা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে বে-আইনী করার পক্ষে ১,৭০৮,০০০ জন ভোট দিয়াছেন, বে-আইনী করা বিপক্ষে ১,৮৭৩,০০০ জন লোক। জনসাধারণ এই গণভোটকে পার্টি প্রশ্ন হিসাবে দেখেন নাই; ইহাকে জাতীয় প্রশ্ন হিসাবেই দেখিয়াছেন।

সরকার পক্ষীয় জনৈক নেতা আজ গণভোটে এই পরাজয়কে স্বীকার করিয়া বলেন যে, জনসাধারণ গণতান্ত্রিকভাবে তাঁহাদের রায় ঘোষণা করিয়াছেন. আমরা ইহা গ্রহণ করিব। লেবার পার্টির নেতা মি. ডিমসন বলেন যে, গণভোটে পরাজয় হইয়াছে, সমগ্র দেশ ইহার বিরুদ্ধে রায়

দিয়াছেন। এই ভোট গ্রহণ বাধ্যতামূলক ছিল। সকাল আটঘটিকা হইতে ১২ ঘন্টা যাতে ভোটগ্রহণ চলে।

— পি. টি আই

স্বাধীনতা, নবপর্যায়-২২৭ তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ ২৭২ তম সংখ্যা) ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৫১তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'পশ্চিমবঙ্গ আইনসভা — দমন আইন চালু রাখিয়া স্বাধীন ও ন্যায্য নির্বাচন অসম্ভব : ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের তীব্র সমালোচনা : জনমত সংগ্রহার্থে প্রচারের দাবি ভোটের জোরে অগ্রাহ্য'

২৪শে সেপ্টেম্বর কালাকানুন নিরাপত্তা বিলের উপর আরও এক ছোপ কালি লাগাইয়া উহার সমস্ত শর্তগুলিকে আরও কঠোর আরও ভয়াবহ করিয়া বিধান মন্ত্রিসভা যে সংশোধনী বিল রচনা করিয়াছেন আজ পশ্চিমবঙ্গ আইনসভায় তাহার উপর আলোচনা শুরু হইয়াছে। বিরোধী দলের বিভিন্ন বক্তা ব্যাক্তি-স্বাধীনতা এবং বিশেষ করিয়া সংবাদপত্র ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর নির্লজ্জভাবে হস্তক্ষেপ করিবার অভিসন্ধি লইয়া রচিত এই বিলটির তীব্র নিন্দা করেন এবং দৃঢ়ভাবে প্রত্যাহারের দাবি জানান।

অবশ্যই তাঁহাদের এই দাবি এবং জনমত সংগ্রহার্থে বিলটি প্রচার করিবার দাবি করিয়া শ্রীজ্যোতি বসু যে সংশোধনী প্রস্তাব আনিয়াছিলেন, তাহা কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা তাঁহাদের নিরাপদ সংখ্যাগরিষ্ঠতার আশ্রয়ে ৪২/১৪ ভোটে অগ্রাহ্য করিয়া দিয়াছেন।

কমিউনিস্ট নেতা শ্রীজ্যোতি বসু বিলটি উত্থাপন করার জন্য কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার তীব্র সমালোচনা করিয়া বলেন যে দেশের মধ্যে যতক্ষণ এই ধরনের নিয়মকানুন চালু থাকিবে, ততক্ষণ কোনপ্রকার স্বাধীন ও ন্যায্য নির্বাচন হওয়া অসম্ভব।

শ্রীযুক্ত বসু বলেন যে, নিরাপত্তা বিল পাশ করার সময় জোর গলায় বলা হইয়াছিল যে সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও চোরাকারবারীদের দমন করিবার জন্যই ইহা করা হইতেছে। গত আড়াই বছরের অভিজ্ঞতা সন্দোহাতীতভাবে প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, ঐকথা কত বড় নির্জলা মিথ্যা। চোরাকারবারীরা বা সাম্প্রদায়িকতাবাদীদেব বিরুদ্ধে ইহাকে ব্যবহার করা হয় নাই, ব্যবহার করা হইয়াছে সমস্ত শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত প্রভৃতি আন্দোলনের সংগঠকদের বিরুদ্ধে।

তিনি বলেন, এই আইনের প্রয়োগ কমিউনিস্টদের উপর দিয়া শুরু হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার প্রয়োগের ক্ষেত্রকে ক্রমশ: বাড়াইয়া নিয়া সমস্ত বামপন্থী ও প্রগতিশীল দলগুলিকে ইহার সাহায্যে ধ্বংস করিয়া দিবার চেষ্টা হয়। এই ধরনের বে-আইনী আইন যতদিন চালু থাকিবে, ততদিন সাধারণ মানুষ তাহার দৈনন্দিন অত্যন্ত সাধারণ আন্দোলনটুকু পর্যন্ত চালাইবার সুযোগ পাইবেন না।

শ্রীযুক্ত বসু অত:পর বলেন, এই বিলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে খর্ব করার জন্য আরও বেশি ক্ষমতা চাহিতেছেন এই সরকার! গত কয়েক বছরের সংবাদপত্র দমনে ইহাদেব নির্লজ্জ ও বেপরোয়া কার্যকলাপ লক্ষ্য করার পর কোন সৎ নাগরিকই আর ইহাদের হাতে এই ক্ষমতা দিতে রাজী হইবে না।

মোট প্রায় ৪৫টি দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, শ্রমিক, কৃষক, মহিলা, ছাত্র, যুব সমস্ত আন্দোলনের মুখপত্র প্রায় প্রত্যেকটি বামপন্থী দলের নিজস্ব মুখপত্র এমন কি সম্পূর্ণ অদলীয় পত্রিকা পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকাকেও ইহারা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাহা ছাড়া প্রিসেন্সরশিপ চালু করিয়া প্রেসের জামানত চাহিয়া কর্মীদের বিরুদ্ধে হুলিয়া জারী করিয়া সংবাদপত্র প্রকাশের সময় মঞ্জুরী দিতে অস্বীকার করিয়া তাঁহারা সংবাদপত্র দলনে এক ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সংশোধিত বিলে তাঁহারা

আরও ক্ষমতা চাহিতেছেন। কি সেই ক্ষমতা বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষতি হইতে পারে, এমন কিছু লেখা চলিবে না। এই ধারার অর্থ কি ইহাই যে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদীরা কোরিয়া আক্রমণ করিবে আমাদের সংবাদপত্রে তাহা নিয়া উচ্চবাচ্য করা চলিবে না। অর্থ কি ইহাই নয় যে মালয়ে, ব্রহ্মদেশে, ইন্দোচীনে, সাম্রাজ্যবাদীদের যে নির্লজ্জ আক্রমণ ও অভিযান চলিয়াছে, দেশের সংবাদপত্রগুলি তাহার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলিতে পারিবে না।

শান্তি ও শৃঙ্খলার বিরোধী হইলেই সংবাদপত্রগুলির উপর ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যবস্থা এই বিলে আছে। এখন শান্তি ও শৃঙ্খলা বলিতে পৃথিবীর সবকিছুই বুঝাইতে পারে। এই ধারার ফাঁস দিয়া যেকোন বামপন্থী বা প্রগতিশীল কাগজের জন্য এক মুহূর্তের মধ্যে স্তব্ধ করিয়া দেওয়া যাইবে।

উপসংহারে তিনি মন্ত্রিসভাকে চ্যালেঞ্জ করিয়া বলেন যে বিধান মন্ত্রিসভার সাহস থাকে তো এই নিরাপত্তা বিলের উপর অস্ট্রেলিয়া যেরকম রেফারেণ্ডাস করা হইয়াছে, সেইরকম করুন। সাহস থাকে তো জনমত সংগ্রহার্থে ইহাকে প্রচারের ব্যবস্থা করুন।

এই সংখ্যার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম ঃ

'মাদ্রাজ আইনসভার দুইজন কমিউনিস্ট সদস্যের মুক্তির আদেশ : হাইকোর্টের ডিভিসন বেঞ্চের গুরুত্বপূর্ণ রায়'

মাদ্রাজ, ২৪শে সেপ্টেম্বর আজ মাদ্রাজ হাইকোর্টের ডিভিসন বেঞ্চ মাদ্রাজ আইনসভার দুইজন কমিউনিস্ট সদস্য শ্রী পি. ভেঙ্কটশ্বরলু এবং শ্রী কে. আনন্দম নাম্বিয়ারকে মুক্তির আদেশ দিয়াছেন। কমিউনিস্ট পার্টির তামিলনাদ প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক শ্রী এম. আর. ভেঙ্কটরমণেরও মুক্তির আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

এই তিনজন কমিউনিস্ট নেতার পক্ষ হইতে হাইকোর্টে যে হেবিয়াস কর্পাসের দরখাস্ত করা হয় তাহার রায়দান প্রসঙ্গে বিচারপতি সোমসুন্দরম এবং ম্যাক বলেন, "যে সংযম ও সাহসের সহিত আবেদনকারীরা তাঁহাদের বক্তব্য উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। হিংসাত্মক কার্যকলাপ চালাইবার জন্য মুক্তি পাইবার উদ্দেশ্যে তাহারা শাসনতন্ত্রের মৌলিক অধিকারের অপব্যবহার করিতেছে, একথা আমরা মনে করি না। মানব ইতিহাসের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক পরীক্ষা আসন্ন, নতুন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। আমরা বিশ্বাস করি যে, যাহারা শাসনতন্ত্রকে ভাঙিতে চাহে কিংবা জননিরাপত্তা, শৃঙ্খলা বা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করিতে চাহে, জনসাধারণ তাহাদের আইনসভা বা পার্লামেন্টে নির্বাচিত করিবে না।"

"আমরা আশা করি যে, এই দুই জন এম. এল. এ আমাদের নিকট যাহা বলিয়াছেন জনসাধারণের সমক্ষেও তাহা ঘোষণা করিবেন। তাহাদের ভোটদাতাদের সম্মুখীন হইতে হইবে এবং দেখিতে হইবে যাহাতে ভোটদাতারা অপর নির্বাচন প্রার্থীর মতো তাহাদের সম্পর্কেও বিবেচনা করিয়া ভোট দিবার অধিকারের সদ্ব্যবহার করে।" — পি টি আই

এই সংখ্যায় রাওয়াল পিণ্ডি মামলা সম্পর্কে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'রাওয়ালপিণ্ডি মামলার বিরুদ্ধে চীনা প্রতিষ্ঠানের ঘোষণা : শান্তি ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর আক্রমণের প্রতিবাদ : সজ্জাদ জাহীর প্রমুখ নেতৃবৃন্দের বিনা শর্তে মুক্তি দাবি' —

লণ্ডন, ২৩শে সেপ্টেম্বর ঃ আজ পিকিং হইতে নিউচায়না নিউজ এজেন্সি এই মর্মে সংবাদ পাঠাইয়াছেন যে, পাকিস্তান সরকার শান্তি কর্মীদের বিরুদ্ধে যে নির্যাতন চালাইতেছে চীনের ৪টি প্রতিষ্ঠান তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছে। গত মার্চ মাসে পাকিস্তানের যে সমস্ত লেখক সাংবাদিক এবং অনান্য শান্তিকামী সংগ্রামীদের গ্রেপ্তার করা হইয়াছে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি তাঁহাদের

বিনা শর্তে মুক্তি দিবার দাবি জানাইয়াছেন। এই সমস্ত বিনা বিচার আটক বন্দীদের মধ্যে পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক সৈয়দ সজ্জাদ জাহীরও আছেন।

সংবাদে আরও বলা হয় যে, পাকিস্তান সরকার গত ১৫ই জুন গোপনে ইহাদের বিচার শুরু করে এবং সরকারী পক্ষ হইতে বন্দীদের ফাঁসি দিবার দাবি জানান হয়। অভিযুক্তদের আপীলের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়। বিচার সম্পর্কে কোন সংবাদ প্রকাশ না করিবার জন্য সংবাদপত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

— পি. টি আই

স্বাধীনতা, নবপর্যায়-২২৮তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ- ২৭৩তম সংখ্যা) ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৫১তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'কমিউনিস্ট পার্টি অফিস, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের বাসা প্রভৃতি স্থানে তল্লাশী'

গতকাল সকালে পুলিস ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ শাখার প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটির অফিসে, ধর্মতলায় কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের বাসায় এবং বালিগঞ্জে কমরেড কল্পনা জোশীর বাসায় খানা তল্লাশী করে। তল্লাশী পরোয়ানায় বলা হয় যে, পুলিস "আপত্তিকর দলিল পত্রে"র সন্ধানে আসিয়াছে। পুলিস কল্পনা জোশীর বাসা হইতে কিছু কাগজপত্র লইয়া যায় এবং ঐ বাসার একজনকে থানাতেও লইয়া যাওয়া হয়।

এই সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গ আইনসভায় দ্বিতীয় দিনে নিরাপত্তা বিলেব সংশোধনী বিলের উপর আলোচনা সম্পর্কে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে আড়াল করাই এই বিলের উদ্দেশ্য'

'ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ কর্তৃক 'নিরাপত্তা' বিলের সমালোচনা' — জ্যোতি বসু

'মন্ত্রীরা চোরাকারীদের বন্ধু' — জ্যোতি বসুর উক্তিতে মন্ত্রীদের উষ্মা'

এই সংখ্যায় অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শিরোনাম ঃ 'মালদহের কমিউনিস্ট নেতা নরেন চক্রবর্তী গ্রেপ্তার : আসন্ন নির্বাচনে প্রার্থী হইবার সংবাদে কংগ্রেসী শাসকগোষ্ঠীর আতঙ্ক', 'আবাব '৪৩-এর মতো বুভুক্ষুদের গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় আগমন . "বাংলাদেশে কেহ অনাহারে নাই" — খাদ্যমন্ত্রী' (খাদ্যমন্ত্রী ছিলেন কংগ্রেস নেতা শ্রীপ্রফুল্ল সেন) 'হাবড়া থানাকে দুর্ভিক্ষ এলাকা ঘোষণার দাবিতে হাজার হাজার মানুষের ভুখ মিছিল : মহকুমা হাকিমের জবাবের উত্তরে ৫ জনের অনশন সত্যাগ্রহ' প্রভৃতি।

স্বাধীনতা, নব পর্যায়- ২২৯তম সংখ্যা (ষষ্ঠ বর্ষ- ২৭৪ তম সংখ্যা) ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৫১ তে প্রকাশিত শিরোনাম ঃ

'পশ্চিমবঙ্গ আইনসভা ঃ পরিষদ কক্ষ হইতে সদলবলে বিধান মন্ত্রিসভার অন্তর্ধান : স্পীকার কর্তৃক মন্ত্রিসভার আচরণের সমালোচনা : দশ মিনিটের জন্য অধিবেশন স্থগিত : অবশেষে ভোটের জোরে নিরাপত্তা বিলের সংশোধনী বিল পাশ'

২৬শে সেপ্টেম্বর বিরোধী দলের সমস্ত মুক্তি ও সমালোচনাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের নিচে চাপা দিয়া সরকার পক্ষ আজ আইনসভার দমননীতির নূতন অস্ত্র সম্বলিত নিরাপত্তা আইনের বহু নিন্দিত সংশোধনীটি পাশ করাইয়া লইতে সমর্থ হন।

আইনসভার ইতিহাসে আজকের অধিবেশনটি অপর একটি কারণেও স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। আজ বিতর্ক চলার সময় হঠাৎ দেখা যায়, মন্ত্রীরা সকলেই অন্তর্ধান করিয়াছেন। তাঁহাদের আসনগুলি শূণ্য।

এই ঘটনার দরুন দশ মিনিট আইনসভার অধিবেশনই স্থগিত রাখা হয়। ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া দিয়া মাননীয় স্পীকার মন্ত্রীদের পরে ভর্ৎসনা করেন।

.....জনসাধারণের পুঞ্জীভূত অভিশাপকে ভাষা দিয়া বিরোধী দলের সদস্যগণ আজ কংগ্রেসী মন্ত্রীদের জানাইয়া দেন যে, তাঁহারা বিলটি পাশ করিতে পারেন কিন্তু জনসাধারণ এই বিল ও ইহার রচয়িতাদের ইতিহাসের ডাস্টবিনে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিবে।

এরপরেই প্রকাশিত হয়েছে তেলেঙ্গানা বন্দীদের সম্পর্কে শিরোনাম ঃ

'ন্যায় ও গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ তেলেঙ্গানা বন্দীদের রক্ষা করিয়াছে : তেলেঙ্গানা ডিফেন্স কমিটির সম্পাদিকার নিকট লিউ-নিং-ইর পত্র'

বোম্বাই, ২৪শে সেপ্টেম্বর তেলেঙ্গানা ডিফেন্স কমিটির সম্পাদিকা মিসেস্ এস লতিফি সারা চীন শ্রমিক ফেডারেশনের সহ সভাপতি মি. লিউ-নিং-ইর নিকট হইতে নিম্নলিখিত পত্রখানি পাইয়াছেন। পত্রটির তাবিখ পিকিং ২০শে জুলাই।

"প্রিয় মিসেস লতিফি,

গত ৭ই মে আপনার লিখিত চিঠি আমরা পাইয়াছি। তাহাতে জানিতে পারলিাম যে, আপনার ও আপনার কমিটির প্রচেষ্টায় ও বিশ্বের ন্যায় ও গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের সমর্থনে তেলেঙ্গানায় বারজন প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বন্দীর প্রাণদণ্ডাদেশ মকুব হইয়াছে। ইহাতে আমরা গভীর আনন্দপ্রকাশ করিতেছি এবং উক্ত বারোজন বন্দীর নিকট আমাদের গভীরশ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিতে অনুরোধ করিতেছি।

"এই বারোজন কমবেড দৈহিক ও মনের দিক দিয়া যথেষ্ট দুঃখ সহ্য করিয়াই অবিচলিত ও দৃঢ় রহিয়াছেন। তাঁহাদের উপর যে অমানুষিক নির্যাতন হইয়াছে তাহা ভারতের ন্যায় ও গণতন্ত্রকামী মানুষের ঘৃণা ও বন্দীদের প্রতি সহানুভূতি জাগ্রত করিয়াছে এবং ন্যায়ের সংগ্রামে তাঁহাদের অনুপ্রেরণা জোগাইয়াছে।

"ইহা ছাড়া বিপ্লবী সংগ্রামে এই কমরেডদের দৃঢ় বিশ্বাস ও অবিচলিত নিষ্ঠা ভারতের শ্রমজীবী মানুষের বিপ্লবী স্পৃহাকে অনুপ্রাণিত ও শক্তিশালী করিয়াছে, ভারতীয় জনগণ অধিকতরভাবে এই কথা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা নয়, ইহা ভোগ করিবার অধিকার প্রত্যেক মানুষেরই আছে।

"একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বিশ্বের মেহনতী জনতা, ন্যায় ও গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষেরা দ্রুতগতিতে আপনাদের মহান উদ্দেশ্য সমর্থন করিবে এবং এই বারোজন ও আরও অনেক কৃষক অভিযুক্তদের মুক্তির সংগ্রামে তাহাদের সর্বশক্তি নিযোগ করিবে।

"আপনাদের ন্যায়েব সংগ্রাম সফল হোক — সারা চীন শ্রমিক ফেডারেশন তথা চীনের সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষ হইতে আপনাদের নিকট এই আমার শুভেচ্ছা"।

আপনাদের বিশ্বস্ত —
স্বা : লিউ নিং-ই
সহ সভাপতি।

নির্ঘণ্ট

বিষয় এবং নির্বাচিত সংবাদের শিরোনাম

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	আছে	হবে
২	৬	Indian Indenpendence	Indian Indenpendence
১৩	১৮	ক্রেমার	ক্রেগার
৪৩	১৮	দাভাঙ্গা	দণ্ডাজ্ঞা
৪৫	৩১	জাস্টিস	জাস্টিস
৬৯	২৪	কালি চৌধুরী	কালী চৌধুরী
১৩৩	৬	মণিষা	মনীষা
১৩৪	৩১	এটলার	এটলীর
১৪৬	২৫	খসরুল আলমখান	* খায়রুল আনাম খান
১৪৭	২১	জ্যোতির্ময় নন্দী	জ্যোতির্ময় নন্দী
১৪৭	৩৪	জ্যোতির্ময় নন্দী	জ্যোতির্ময় নন্দী
১৪৯	৩৫	সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬০	২০	অনাদী মুখার্জী	অনাদি মুখার্জী
১৮৩	১৮	অঞ্জলী সেন	অঞ্জলি সেন
২০৫	৩৩	প্রতাপচন্দ্র চন্দ	প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র
২১২	৩৫	অশোক মেত্তা	অশোক মেহ্‌তা
২১৪	২	ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী	** ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী
২১৭	২৩	নির্মলচন্দ্র চন্দ	নির্মলচন্দ্র চন্দ্র
২২৭	২৪	ডাঃ হোসেন দাশগুপ্ত	*** ডাঃ হেমেন দাশগুপ্ত
২২৭	২৬	প্রতাপচন্দ্র চন্দ	প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র
২২৮	১	নির্মলচন্দ্র চন্দ	নির্মলচন্দ্র চন্দ্র
২৩১	৩৭	অর্পনা	অপর্ণা
২৩৬	৩১	মনিন্দ্রকৃষ্ণ রায়	মণীন্দ্রকৃষ্ণ রায়
২৩৭	১৪	হাসান ঈমান	হাসান ইমাম
২৪৮	২০	শহীদ অনুপ	শহীদ অনুরূপ
২৬৮	১৫	কালিপদ ঘোষ	কালীপদ ঘোষ

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংযোজন - * খায়রুল আনাম খান ছিলেন মুসলিম লীগ নেতা। ১৯৪২ সালে বহু জনসভায় দাবি করা হয়েছিল, সমস্ত ফ্যাসিস্ট-বিরোধী বন্দীদের মুক্তি। ১৯৪৪ সালের ২৪শে নভেম্বর মুজফ্‌ফর আহমদ সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দেন। রাজনৈতিক বন্দীদের স্বাস্থ্যের অবস্থা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। বাংলার সমস্ত দেশভক্তের নিকট আন্দোলনের জন্য আবেদন জানান। পরবর্তীকালে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা, কর্মী ও জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলিও এই আন্দোলনের সাহায্যে অগ্রসর হয়েছিলেন। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য আবেদনে স্বাক্ষর করেন — কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, কৃষক-প্রজা নেতা, লেখক ও

শিল্পী, সাংবাদিক এবং আরও অনেকে। সেদিন অনেকের সঙ্গে খায়রুল আনাম খান-এর নামও দেখা যেত।

** ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী বিশিষ্ট প্রাণীবিজ্ঞানী ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর মৌলিক গবেষণা আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছিল। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের কাজে সক্রিয় ছিলেন। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ও তার মুখপত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান', 'এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নাল' এবং আরও কয়েকটি গবেষণা পত্রিকার সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'প্রাণীবিজ্ঞানের পরিভাষা'। অধ্যাপক ভাদুড়ী ছিলেন দীর্ঘদিন 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র কাউন্সিলের সদস্য। তিনি 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র কর্মীদের আন্দোলনকে সমর্থন করতেন। তিনি ছিলেন ভারতের এক মহান উজ্জ্বল রত্ন।

*** ডাঃ হেমেন দাশগুপ্ত (হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত) — তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল নাটক এবং নাট্যালয়। নাটক, নাট্যালয় ও নাট্যকলা নিয়ে অনেক লিখেছিলেন। তাঁর লেখা — 'ভারতীয় নাট্যমঞ্চের ইতিহাস', 'বাংলা নাটকের ইতিবৃত্ত' এবং ৪ খণ্ডে প্রকাশিত 'ইণ্ডিয়ান স্টেজ' বিখ্যাত গ্রন্থ। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম 'গিরিশ অধ্যাপক' নির্বাচিত হয়েছিলেন। অভিনয় পরিচালনা ও শিক্ষাদানের জন্য তিনি 'গিরিশ সংসদ' প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থ : 'ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস', 'ভারতে বিপ্লব আন্দোলন', 'গিরিশচন্দ্র', 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন', 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রভৃতি। দেশের স্বাধীনতার জন্য তিনি কয়েকবার কারাদণ্ড ভোগ করেন। তিনি কয়েকটি স্কুল ও কলেজের প্রতিষ্ঠাতা।

।। যেসব পত্র-পত্রিকা, পাঠাগার এবং ব্যক্তির সাহায্য নেওয়া হয়েছে ।।

১। বিংশ শতাব্দী
২। গণশক্তি ১৯৩৪ সাল
৩। গণশক্তি ১৯৩৯ সাল
৪। নূতন সংবাদ
৫। মঞ্জিল
৬। শিবির
৭। মতামত
৮। Cross Roads
৯। স্বাধীনতা (নব পর্যায়)
১০। মুজফ্ফর আহ্মদ পাঠাগার -- উল্লিখিত অধিকাংশ পত্র-পত্রিকা পাঠাগার থেকে দিয়ে এবং বিভিন্নভাবে যাঁরা সাহায্য করেছেন -- কমরেড অভীক দত্ত, শান্তনু মুখার্জি, মঞ্জু দাশগুপ্ত, মৃত্যুঞ্জয় মিত্র, প্রদোষ বাগচি, রাহুল মজুমদার এবং অন্যান্য সহযোগী।
১১। ডি টি পি এবং প্লেট বিভাগের চার্জম্যান কমলকুমার মান্না অ্যারেঞ্জ ইত্যাদিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে সাহায্য করেছেন। উক্ত বিভাগের অন্যান্য কর্মী বন্ধুরাও সাহায্য করেছেন।
১২। প্রুফ রিডিং-এ সাহায্য করেছেন অশোককমল বসু, নুর মহম্মদ সহ অন্যান্য কর্মীবন্ধুরা।
১৩। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে ফটোগ্রাফিতে সাহায্য করেছেন সুরদাস মজুমদার।
১৪। অফসেট ছাপায় এবং কভার ছাপায় সাহায্য করেছেন সনাতন বেরা, শ্যামাপদ খাঁ এবং ঐ বিভাগদ্বয়ের অন্যান্য কর্মীবন্ধুরাও।
১৫। বাইন্ডিং-এ সাহায্য করেছেন এম এ রহিম এণ্ড কোম্পানি।
১৬। আরও যাঁরা নানাভাবে সাহায্য করেছেন -- তাঁদের মধ্যে আছেন - নিরঞ্জন গাঙ্গুলি, দীপক মুখার্জি, জহিরুল হুদা, নিরঞ্জন চক্রবর্তী।

পার্টি নেতৃত্বের তত্ত্বাবধানে ন্যাশনাল বুক এজেন্সির একাগ্রতায় এবং সকলের শুভেচ্ছায় দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশিত হলো। আশা করি প্রথম খন্ডর মতো দ্বিতীয় খন্ডটিও পাঠক মহলে সমাদৃত হবে। সকলের প্রতি আমার শ্রদ্ধা, প্রীতি ও ভালোবাসা জানাই।

— লেখক